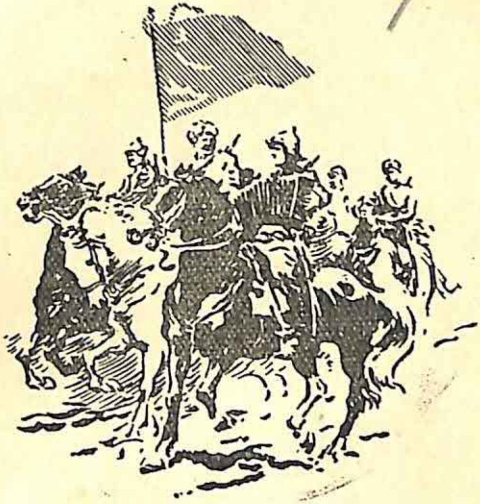


ইস্পাত

নিকোলাই অস্ত্রোভ্‌স্কি

ooooooooooooooooooooo

ইস্পাত

ooooooooooooooooooooo

ঃ ১ম ও ২য় খণ্ড ঃ

অনুবাদ ঃ রবীন্দ্র মজুমদার

★

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিমিটেড
কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৫৪ ॥

নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কির হাউ দি স্টিল ওয়াজ টেম্পারড্
মূল রুশ ভাষা থেকে ইংরেজি অনুবাদ ঃ রোজ প্রোকোফিয়েভা ॥
ইংরেজী সংস্করণের প্রকাশক ঃ ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজেস্ পাব্লিশিং হাউস, মস্কো ॥

বাংলা অনুবাদ ঃ রবীন্দ্র মজুমদার ॥

প্রচ্ছদপট ঃ পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী ॥

ব্লক ও মুদ্রণ ঃ স্ট্যান্ডার্ড ফটো এন্গ্রেভিং কোং ॥

প্রকাশক ঃ সুরেন দত্ত ॥
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট ॥
কলিকাতা ১২ ॥

মুদ্রক ঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ
১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড ॥
কলিকাতা ১৩

সাড়ে ছয় টাকা

নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে ফরাসী মনীষী রোম্যাঁ রলাঁ লিখেছিলেন ঃ

বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে যে নতুন মানুষের জন্ম হয়, সেই মানুষগুলিই হচ্ছে বিপ্লবের মহত্তম শিল্প সৃষ্টি। যন্ত্রণাবিদ্ধ অস্থির পৃথিবীকে বিদীর্ণ করে দিয়ে যে নবজীবনের বিস্ফোরণ ঘটে, তারই মধ্যে দিয়ে একটি উদাত্ত সংগীতের মতো কতকগুলি অগ্নিময় প্রাণকে নতুন বিশ্বাসের ঘোষণায় আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলে উৎসারিত হতে দেখি। সেই মানুষগুলি এই পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নেবার পরেও, বহুদিন পর্যন্ত তাদের সেই বিশ্বাসের বাণী দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে। ভবিষ্যতে এরাই হয়ে দাঁড়ায় মহাকাব্যের আর বীর-চরিতগাথার নায়ক ও প্রেরণাদাতা।...

নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কি ছিলেন এই রকম একজন মানুষ —তাঁর জীবনকাহিনী বীরত্বে ভরা উদ্দীপ্ত প্রাণের উদ্দেশে রচিত একটি উদাত্ত জয়গান।...অস্ত্রভ্স্কির সমগ্র অস্তিত্বটাই ছিল কর্মমুখর সংগ্রামের একটি অগ্নিময় শিখা—মৃত্যুর কালো রাত্রি যতো বেশি ক'রে তাঁর চারিধারে ঘনিয়ে এসেছে, ততোই উজ্জ্বলতর দীপ্তিতে জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠেছে এই শিখাটি।...

অস্ত্রভ্স্কি একবার আমাকে আবেগদীপ্ত ভাষায় যে-অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তার উত্তরে আমি তাঁকে লিখেছিলাম ঃ 'জীবনে অনেক অন্ধকার দিনের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে আপনাকে; কিন্তু আপনার সেই জীবন নিঃসন্দেহে হাজার হাজার মানুষের কাছে হয়ে রইবে দিক্-নির্দেশক একটি আলোক-বর্তিকা। পৃথিবীর কাছে আপনি হয়ে রইলেন একটি উদাহরণ—ব্যক্তিগত দুরদৃষ্টের চোরাগোপ্তা আক্রমণের বিরুদ্ধে বিজয়ী আত্মিক শক্তির একটি প্রেরণাময় উদাহরণ। কারণ, আপনি আপনার স্বদেশের মহান জনতার সঙ্গে আত্মসমীকরণ করেছেন—যে-জনতার শক্তি আজ পুনরুজ্জীবিত আর স্বাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত। জনতার সেই বলিষ্ঠ আনন্দ আর দুর্মর প্রাণশক্তি আপনি আত্মসাৎ ক'রে নিয়েছেন। জনতার সঙ্গে আপনার সেই একাত্মতা একটি পরিপূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করেছে...।'

নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কি ও তাঁর উপন্যাস

নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কি-র 'ইস্পাত' (*How the Steel was Tempered*) উপন্যাসটি সোবিয়েৎ সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট জায়গা জুড়ে আছে। অস্ত্রভ্স্কির অন্যান্য সমস্ত সাহিত্যিক রচনাবলীর মতোই এই উপন্যাসটির রচনাও তাঁর একটি বলিষ্ঠ কীর্তি। এর মধ্যে দিয়ে একজন বলশেভিক বীরের জীবনী পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

রোভ্নো-অঞ্চলে অস্ত্রঝ্কি জেলায় ভিলিইয়া গ্রামে ১৯০৪ সালে অস্ত্রভ্স্কির জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন ঠিকে-মজুর, রোজগার ছিল এত কম যে তাঁর মাকে আর কচি বোনদের ক্ষেতখামারে চাষী-মজুর হিসেবে কাজ করতে হত। বড় ভাই শিক্ষানবীশ হিসেবে কাজ করত এক তালাচাবি-কারিগরের কাছে—লোকটা তার কর্মীদের ওপর দুর্ব্যবহার করত। এই ভবিষ্যৎ লেখকের শৈশবজীবনের ওপর কালো ছায়া ফেলেছিল নিদারুণ দারিদ্র্য আর নির্মম শোষণ। শ্রেণী-শত্রুদের প্রতি নিবিড় ঘৃণা এবং সামাজিক অবিচার আর মানুষের আত্মিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে সুতীব্র প্রতিবাদের বীজ সেই ছেলে-বেলাতেই তাঁর মনে বুনে দিয়েছিল এই দারিদ্র্য আর শোষণের উপলব্ধি। ন'বছর বয়সে অস্ত্রভ্স্কি রাখালির কাজে লাগেন। প্রথম-বিশ্বযুদ্ধ বাধার পরে অস্ত্রভ্স্কির পরিবার চলে আসে ইউক্রেনের শেপেতোভ্কা শহরে। এইখানে এগারো বছর বয়সে অস্ত্রভ্স্কি রেল-স্টেশনের একটা খাবারের দোকানে রান্নাঘরের সহকারী হিসেবে কাজে লাগেন।

এখানকার রেল-কারখানার একজন মিস্ত্রি ছিলেন তাঁর দাদা। খাবারের দোকানের আবহাওয়াটা ছিল নানান্ দুর্নীতিতে ভরা, চাকরের মতো অপমান সইতে হত সব সময়। সেই পরিবেশটাকে এড়াবার জন্যে নিকোলাই তাঁর দাদার সঙ্গে বেশির ভাগ সময় কাটাতেন। এইখানেই তিনি মানুষের অধিকার অর্জন করার জন্যে শ্রমিকদের সংগ্রাম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন, বলশেভিকদের মুখে লেনিন আর তাঁর আদর্শের কথা শোনেন।

গ্রামে থাকার সময়ে সেখানকার ইস্কুলে বালক অস্ত্রভ্স্কি ছাত্র হিসেবে অসাধারণ প্রতিশ্রুতির পরিচয় দিয়েছিলেন। শেপেতোভ্কায় আসার পর তাঁর বাপ-মা অস্ত্রভ্স্কিকে একটা প্রাথমিক ইস্কুলে দেন, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই এখানকার বাইবেল-শিক্ষক পাদ্রীর পীড়াপীড়িতে তিনি ইস্কুল থেকে বিতাড়িত হন—জিজ্ঞাসু এই ছাত্রটির গোলমেলে প্রশ্নে, পাদ্রীটিকে বড়ই বিব্রত হতে হত।

১৯১৭-র বিপ্লব এসে নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কির সামনে জ্ঞানের দরজা খুলে দিল। স্থানীয় বিদ্যুৎ-সরবরাহ-কারখানার কয়লা-জোগানদারের পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের পড়াশোনা আর ইস্কুলের সাহিত্যপত্রিকায় লেখার কাজও চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাছাড়া, তিনি নিজে একটা সাহিত্যচক্রও গড়ে তুলেছিলেন। কিশোর বয়সে অস্ত্রভ্স্কির কাছে আদর্শ বীর ছিলেন গ্যারিবল্ডি আর 'গ্যাড্ফ্লাই' উপন্যাসের নায়কের

মতো ব্যক্তিরা* দারুণ পড়ুয়া ছেলে ছিলেন অস্ত্রভ্স্কি—ইউক্রেনের বিপ্লবী মহাকবি তারাস শেভ্চেন্কো, গোগোলের রোম্যাণ্টিক কাহিনী 'তারাস্ বাল্বা' এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ স্মরণীয় লেখকদের রচনাবলী তাঁর কল্পনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

ইউক্রেনে তখন দারুণ তীব্র গৃহযুদ্ধ চলেছে। এ সম্বন্ধে জে. ভি. স্তালিন বলেছেন, ইউক্রেন ছিল "সেদিনের আন্তর্জাতিক জীবনের কেন্দ্রস্থল, রাশিয়ায় যে শ্রমিক-বিপ্লব শুরু হয়েছিল সেই বিপ্লবের এবং পশ্চিম দিক থেকে এগিয়ে আসা সাম্রাজ্যবাদী প্রতিবিপ্লবের মুখোমুখি লড়াইয়ের জায়গা।" এই গৃহযুদ্ধ সেই সময়কার তরুণদের শ্রেণীসংগ্রামের একেবারে কেন্দ্রে টেনে নিয়েছিল। ইউক্রেনীয় বুর্জোয়া শ্রেণী বিশ্বাসঘাতকতা করে জার্মান সৈন্যবাহিনীর কাছে সীমান্তের পথ খুলে দিয়েছিল। 'বিপ্লবী কমিটি' যাতে আত্মগোপন করে থেকে আক্রমণকারীদের আর এই ইউক্রেনীয় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে, তার জন্যে তরুণ অস্ত্রভ্স্কি আর তাঁর বন্ধুরা সাহায্য করেছিলেন। বিপ্লববিরোধীদের হাত থেকে মুক্ত হবার পর শেপেতোভ্কা শহরকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনবার জন্যে এবং চোরাকারবার আর প্রতিবিপ্লবকে রুখবার জন্যে 'বিপ্লবী কমিটি'কে সাহায্য করার ব্যাপারে তরুণ অস্ত্রভ্স্কি বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন।

শেপেতোভ্কার 'কমিউনিস্ট-কিশোরবাহিনী' বা 'কম্সোমল্'-এর প্রথম পাঁচজন সভ্যের মধ্যে নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কি ছিলেন একজন। ১৯১৯-এর আগস্ট মাসে তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে লালফৌজে যোগ দেন এবং বীরযোদ্ধা হিসেবে কৃতিত্ব দেখান। ১৯২০-র গ্রীষ্মকালে 'প্রথম ঘোড়সওয়ার বাহিনী'র একটা ফৌজের সঙ্গে তিনি তাঁর নিজের শহরে ফিরে আসেন। পোল্যান্ডের অভিজাত সম্প্রদায়ের 'শ্বেত পোল' সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে এই 'প্রথম ঘোড়সওয়ার বাহিনী' একাধিক গৌরব অর্জন করেছিল। কিন্তু লড়াই তখনও শেষ হয় নি—যুদ্ধে যোগদানের জন্যে পনের-বছর বয়সী অস্ত্রভ্স্কি শিগ্গিরই আবার স্বেচ্ছাবাহিনীভুক্ত হলেন। লিওভ্-এর লড়াইয়ে তিনি তাঁর ডান-চোখের দৃষ্টি হারান। দু-মাস হাসপাতালে থাকার পর সৈন্যবাহিনী থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি শেপেতোভ্কায় ফিরে আসেন।

১৯২১-এর গ্রীষ্মকালে অস্ত্রভ্স্কি কিয়েভ্-এ চলে আসেন এবং একটি 'কম্সোমল্' সংগঠনের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। সেখানকার রেল-কারখানায় ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কাজ করতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কারুবিদ্যাসংক্রান্ত শিক্ষাও নিতে থাকেন। দিনকাল খুব খারাপ ছিল সেই সময়টা—রুটি আর জ্বালানি-কাঠের বড়ো অনটন। রেল-লাইন বসাবার জন্যে উঁচু বাঁধ তৈরি করার কাজে নিযুক্ত ছিল একদল তরুণ শ্রমিক। অস্ত্রভ্স্কির নেতৃত্বে এরা সেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জ্বালানি-কাঠ শহরে বয়ে নিয়ে আসে। কঠিন পরিশ্রম করে কাজটা করতে হয়েছিল, তাই কাজটা সফল হলেও তার ফলে নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কির স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। অসুখ থেকে সেরে উঠতে না উঠতেই পরের হেমন্তে অস্ত্রভ্স্কি এসে যোগ দিলেন তাঁর কম্সোমল্-এর কমরেডদের কাজে—হৈমন্তিক বন্যায় ভেসে যাওয়া গাছের গুঁড়িগুলোকে বাঁচাবার জন্যে নীপার নদীর বরফের মতো ঠাণ্ডা এক-হাঁটু জলের মধ্যে নেমে অস্ত্রভ্স্কিও আর-সকলের সঙ্গে কাজে হাত লাগালেন।

যুদ্ধের ক্ষত, টাইফয়েড আর দারুণ গিঁঠেবাতে ভুগে অস্ত্রভ্স্কির শরীর এতদূর

---

* ই. ভয়েনিক্ লিখিত 'দি গ্যাড্ফ্লাই' উপন্যাসটি রাশিয়ান সাহিত্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। গ্যারিবল্ডির নেতৃত্বে ইতালিতে যে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম হয়েছিল, সেই সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একজন বীর যোদ্ধা এই উপন্যাসের নায়ক।—অনুবাদক॥

খারাপ হয়ে পড়ল যে তিনি তাঁর কিয়েভের কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু সরকারীভাবে নিজেকে পংগু বলে চিহ্নিত হতে দিয়ে দেশের রাজনৈতিক আর সৃষ্টিশীল জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াটা ছিল তাঁর একান্ত স্বভাববিরুদ্ধ। কাজ পাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করাতে শেষ পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছা-অনুযায়ী তাঁকে পাঠানো হল পশ্চিম-সীমান্তে বেরেজ্‌দভ্‌ নামে ছোট একটি ইউক্রেনীয় শহরে। সেখানে তিনি পার্টির আর কম্‌সোমল্‌-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে লেগে যান।

১৯২৪-এ অস্ত্রভ্‌স্কি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হন। এই সময়ে তাঁর শরীর এতদূর খারাপ হয়ে পড়ে যে কাজকর্ম করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সোবিয়েত সরকার এবং কমিউনিস্ট পার্টি শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ-ডাক্তারদের দিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে স্বাস্থ্যাগারে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ব্যারাম (গিঁঠেবাত-জনিত অংগপ্রত্যংগের অসাড়তা) দ্রুত বেড়েই চলল। ১৯২৬-এর শেষের দিকে স্পষ্টই বোঝা গেল যে এই বীর তরুণকে তাঁর বাকি গোটা জীবনটাই শয্যাশায়ী হয়ে কাটাতে হবে। তিন বছর পরে অস্ত্রভ্‌স্কি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান এবং ১৯৩০-এ তাঁর দুই হাত আর কনুই ছাড়া অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগের সংযোগস্থলগুলি সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

রোগমুক্ত হবার সমস্ত আশা নির্মূল হবার পর নিকোলাই অস্ত্রভ্‌স্কি আবিষ্কার করলেন "এমন একটি পরিকল্পনা যা জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তুলবে, অস্তিত্বকে সার্থকতা দেবে।" নিজের অবস্থাটা বেদনাদায়ক হওয়া সত্ত্বেও এই তরুণ বলশেভিক জীবনকে জনসাধারণের সংগ্রাম আর কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারতেন না। তিনি সংগ্রামের সারিতে সামিল হতে মনস্থ করলেন একটা নতুন অস্ত্র নিয়ে—লিখিত ভাষার অস্ত্র। উঠ্‌তি-বয়সী তরুণদের কমিউনিজ্‌ম্‌-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তোলার ব্যাপারে যাতে পার্টির সাহায্য হয়, তার জন্যে তিনি একটা বই লেখার জন্যে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তৈরি হলেন: পার্টির আদর্শকে জয়যুক্ত করার ব্যাপারে এইভাবে তিনি যোগদান করবেন বলে স্থির করলেন।

১৯২৫ কিংবা ১৯২৬-এ, তাঁর নিদারুণ অসুখের গোড়ার দিকটায়, এই চিন্তাটা প্রথম অস্ত্রভ্‌স্কির মাথায় আসে। কম্‌সোমল্‌-এর আদি সভ্য যারা ছিল, তাদের দিনকাল আর কাজকর্ম সম্বন্ধে স্মৃতিমন্থন করতে তিনি ভালবাসতেন এবং কথক হিসেবে তাঁর যে ক্ষমতা ছিল সেটা তাঁর গল্পগুলো শুনেই বোঝা গিয়েছিল। তখন অবশ্য অস্ত্রভ্‌স্কি লেখক হিসেবে নিজের সম্বন্ধে ভাবেন নি। আরও কিছুকাল পরে যখন তিনি কমিউনিস্ট-বিশ্ববিদ্যালয়ে দফ্‌তর-সংক্রান্ত লেখাপড়া বা 'করেস্‌পণ্ডেন্স্‌'-এর কাজ সম্বন্ধে শিক্ষা নিতে গিয়ে মার্ক্‌স্‌বাদ-লেনিনবাদ সম্বন্ধে বিশদভাবে জ্ঞানলাভ করলেন, তখন থেকেই তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাগুলিকে একটা নতুন দৃষ্টিতে দেখতে থাকলেন। মাতৃভূমির মুক্তিসংগ্রামে লেনিন-স্তালিনের পার্টির ভূমিকাকে আর যে-কমিউনিজমের আদর্শ তাঁর দেশকে, জনসাধারণকে আর নিজেকে বদ্‌লে দিতে পেরেছে সেই কমিউনিজমের শক্তিকে বুঝতে থাকলেন তিনি।

পুশ্‌কিন, গোগোল, তুর্গেনিভ্‌, তলস্তয়, চেখভ্‌, এবং সর্বোপরি ম্যাক্সিম গোর্কি—এই সব শ্রেষ্ঠ আর স্মরণীয় রাশিয়ান লেখকদের রচনাবলী গভীর আগ্রহের সংগে অস্ত্রভ্‌স্কি অনুশীলন করতে লাগলেন। অস্ত্রভ্‌স্কির কয়েকটি প্রিয় পাঠ্য-বই ছিল গোর্কির 'মা' আর তাঁর নির্বাচিত রচনা-সংগ্রহের একটি খণ্ড এবং অন্য কয়েকটি বই। পরবর্তী জীবনে তিনি তাঁর বন্ধু আর আত্মীয়দের বলতেন গোর্কির লেখা পড়ে শোনাবার জন্যে, সাহিত্য সম্পর্কে এবং প্রলেটারিয়ান লেখকের কর্তব্য সম্বন্ধে গোর্কি কোথায় কি বলেছেন সেগুলি

বাছাই করে দেবার জন্যে। অস্ত্রভ্স্কি রাজনৈতিক সাহিত্য বিশেষভাবে অনুশীলন করেছিলেন, রাষ্ট্রবিপ্লব সম্বন্ধে তিনি প্রধানতঃ পড়েছিলেন দ্মিত্রি ফুরমানভ্-এর 'চাপায়েভ' আর 'মিউটিনি', এ. সেরাফিমোভিচ্-এর 'দি আয়রন ফ্লাড্' এবং ফাদেইয়েভ্-এর 'ডিব্যাক্ল্' ইত্যাদি বই যার বিষয়বস্তু হচ্ছে স্বাধীনতার জন্যে রাশিয়ান জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম আর নতুন সোবিয়েত মানুষের জন্মলাভ।

তারপরে এল "প্রথম স্তালিন পাঁচসালা-পরিকল্পনা"র বছরগুলি। 'সোবিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস: সংক্ষিপ্ত পাঠ' বইটিতে এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "এমন ব্যাপক আর বিরাট রকমের উৎপাদন-যন্ত্রশিল্প গড়ে তোলার কাজ, নতুন সংগঠনের জন্যে এমন উৎসাহ, শ্রমিকশ্রেণীর কোটি কোটি মানুষের এমন শ্রম-বীরত্ব ইতিহাসে এর আগে আর দেখা যায় নি।" ম্যাগ্নিতোগর্স্ক্-এর লোহা-ইস্পাত কারখানায়, নীপার-নদীর লেনিন-জলবিদ্যুৎ-সরবরাহের স্টেশনে, স্তালিনগ্রাদ ট্র্যাক্টর-কারখানায় এবং 'প্রথম স্তালিন-পাঁচসালা পরিকল্পনা'র অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিরাট গঠনমূলক কাজে লক্ষ লক্ষ 'কম্সোমল্'-সভ্য সোবিয়েত জনসাধারণের সঙ্গে হাত মেলালেন। একই সঙ্গে কোটি কোটি কৃষক যোগ দিলেন ব্যাপকভাবে যৌথখামার গড়ে তোলার আন্দোলনে।

এই সব বিরাট ঘটনার প্রভাবে নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কির মনে তাঁর উপন্যাসের নায়কের পরিকল্পনাটা একটা সম্পূর্ণ রূপ পায়।—এই নায়ক সম্বন্ধে তার স্রষ্টা নিজে বলতেন, "এ যুগের কর্মবীর।"

১৯৩০-এর নভেম্বর মাসে অন্ধ আর শয্যাশায়ী নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কি এই 'ইস্পাত' উপন্যাসটি লেখার কাজ শুরু করলেন। এই বইয়ের খানিকটা লেখক নিজের হাতে লেখেন —এটা করতে গিয়ে তাঁকে নিশ্চয়ই নিদারুণ শারীরিক যন্ত্রণা সইতে হয়েছিল। বাকিটা তিনি মুখে মুখে বলে যান এবং তাঁর স্ত্রী, বোন আর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা লিখে নেন। ১৯৩৩-এর জুন মাসে বইটা লেখা শেষ হয়।

* * *

'ইস্পাত' উপন্যাসটির বিষয়বস্তু হচ্ছে 'নতুন মানুষ'-এর জন্ম—যে-মানুষ সমগ্র মানব-জাতির সুখের জন্যে সংগ্রামে দুর্নিবার সাহসের সঙ্গে সমস্ত বাধাকে জয় করে।

রোগ-যন্ত্রণার বিরুদ্ধে বইয়ের লেখকের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, তাঁর সাহায্যের জন্য পার্টির, সোবিয়েত কর্তৃপক্ষের এবং প্রায় ক্ষেত্রেই অনাত্মীয় অপরিচিত জনসাধারণের এগিয়ে আসা—ইত্যাদি যে-অবস্থার মধ্যে দিয়ে বইটা লেখা হয়েছিল, তার থেকেই বোঝা যায় যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে কি বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে আর কি ধরনের নতুন মানুষের আবির্ভাব হয়েছে। "পৃথিবীতে মহত্তম কাজ হচ্ছে মানবমুক্তির জন্যে সংগ্রাম করা"—এই আদর্শের উদ্দেশে নিজেকে সর্বান্তঃকরণে উৎসর্গ করেছিলেন নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কি, এই তরুণ লেখকের সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল এই আদর্শ—যে-আদর্শের প্রচ্ছন্ন জীবনজয়ী শক্তি যাঁরাই অস্ত্রভ্স্কির সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের সবাইকেই আচ্ছন্ন করেছে।

'ইস্পাত' লেখকের নিজের জীবনের কাহিনী, কিন্তু শুধু তাই নয়, তার চাইতেও বেশি কিছু। লেখক নিজেই এ সম্বন্ধে বলেছেন, "এটা উপন্যাস—শুধুমাত্র 'কম্সোমল্'-সভ্য অস্ত্রভ্স্কির আত্মজীবনী নয়।" পাভেল কোরচাগিন-এর সঙ্গে তার স্রষ্টার যে একটা মিল সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়, সেটা লেখক অস্ত্রভ্স্কির একটা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য—

এ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লেখকের সঙ্গে তার কাহিনীর নায়কের ঐকান্তিক সাদৃশ্য। লেখকের আর কাহিনীর নায়কের দু-জনেরই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সৃষ্টিশীল জীবন এমন একটা জৈবিক সমগ্রতা পেয়েছে যেটা জনগণের জন্যে কাজে লাগার আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই বৈশিষ্ট্য সমস্ত সোবিয়েত লেখকদের মধ্যেই লক্ষ্যণীয়, এই বৈশিষ্ট্যই তাঁদের আঁকা চরিত্রগুলিকে অত্যন্ত বাস্তব, জীবন্ত আর বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে।

অস্ত্রভ্স্কির জীবনকাহিনীর খুব একটা বড়ো অংশ সেই সময়কার তাঁর সমবয়সীদের জীবনকাহিনীও বটে। সেই জীবনকাহিনীকে উপন্যাসের ছাঁচে ঢালতে গিয়ে নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কি তাঁর নায়কের ছেলেবেলার একটা ছবি এঁকে কাহিনী শুরু করেছেন: একটা শত্রুভাবাপন্ন পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দিতে গিয়ে কিভাবে পাভেল কোরচাগিন-এর মন আর চরিত্র গড়ে উঠছে; কিভাবে সেই পরিবেশকে আর সমগ্র সমাজব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ার চেতনা অর্জনের মধ্যে দিয়ে তার মন সুপরিণত হয়ে উঠছে; কিভাবে সামাজিক জীবনের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্রের জন্যে জনতার সংগ্রাম নতুন সমাজতন্ত্রী চেতনার বিকাশ ঘটাচ্ছে আর মানুষের সামাজিক আর ব্যক্তিগত ব্যবহারের কতকগুলি নতুন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করছে—যে-নিয়মগুলি আসল আর যথার্থ মানবিক নীতি-বোধের ভিত্তি।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রম আর তার চরিত্র, রীতিপ্রকৃতি ও মর্মবস্তু ইত্যাদির অনেকখানি বদল হয়ে গেছে, একটি সর্বব্যাপী পরিকল্পনার ভিত্তিতে দেশের বুকে নবজীবন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কোটি কোটি মানুষ একটি সৃষ্টিশীল কাজে সমবেত হয়েছে। অস্ত্রভ্স্কির যারা নায়ক, তাদের মনে আবার এই পরিবর্তনগুলি তাদের ধ্যানধারণা, মানস আর সম্বন্ধবোধ-গুলিকে নতুন রূপ দিয়েছে।

পাভেল কোরচাগিনের বেলায় শ্রম আর সমাজতান্ত্রিক সাধারণ সম্পত্তিগুলির প্রতি এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিটা দেখা দিয়েছে তার যুদ্ধ-সীমান্ত থেকে ফেরার ঠিক পরেই। সে-ই যে তার কারখানাগুলির আর তার দেশের মালিক—এই বোধটা জন্মেছে তার মনে। উৎপাদন-ব্যবস্থায় নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হবার ফলেই এই নতুন বোধের জন্ম এবং এই বোধটাই পাভেল কোরচাগিনকে লড়াই চালাবার মূল শক্তিটা জুগিয়েছে কর্মভীরু আর স্বার্থপরদের বিরুদ্ধে, যে-সব শ্রমিক তাদের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে বিপজ্জনক রকম অসাবধান আর যারা ভুলে যায় যে এখন ওগুলো জনসাধারণের সম্পত্তি তাদের বিরুদ্ধে। এই একই বোধ থেকে পাভেল কোরচাগিন হয়ে উঠেছে একজন বিশেষভাবে সক্রিয় 'কম্সোমল্'-কর্মী, ধ্বংসাত্মক কাজ যারা করে তাদের আর চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অদম্য, গ্রামে গ্রামে যৌথ-কৃষি সমবায় গড়ে তোলার কাজে অক্লান্ত সংগঠক। সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কাজের এই সময়টায় সম্পত্তির বোধটা একটা নতুন আর উঁচু স্তরে উন্নীত হয়। লক্ষ লক্ষ লোক সচেতনভাবে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-শিল্পের, রাষ্ট্রের আর যৌথ-কৃষি সমবায়ের স্রষ্টা হয়ে উঠল। জনতার সৃষ্টিশীল শ্রমের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার এক অদম্য আকাঙ্ক্ষাই পাভেল কোরচাগিনকে নিয়ে এসেছিল তার শেষ বীরত্বপূর্ণ সৃষ্টিশীল কীর্তির পথে।

পাভেল কোরচাগিনের যে বীরত্ব, সেটা রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেই অন্তর্নিহিত। পাভেলের জীবনের প্রতিটি নতুন অধ্যায়ের সঙ্গে এই বীরত্বের প্রকৃতিও বদ্‌লাচ্ছে। যে-পাভেল পেত্লিউরা-শান্ত্রীর হাত থেকে ঝুখ্রাইকে বাঁচিয়েছিল, সে পাভেল ঠিক পুরোদস্তুর বিপ্লবী নয়; সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধে পাভেলের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদই তাকে টেনে এনেছে শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে এবং তার মনে একটা বিকাশোন্মুখ সমাজতান্ত্রিক চেতনাকে ক্রমশঃই প্রতিষ্ঠা করেছে। রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগে বড়ো বড়ো আদর্শের নামে আত্মত্যাগ করার

বদলে একটা সচেতন কমিউনিস্ট আত্ম-শৃঙ্খলা গড়ে উঠেছে। এটা জনসাধারণের কাছে একটা উদাহরণ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে এবং উপন্যাসের শেষের দিকে এই আত্ম-শৃঙ্খলা একটা সুপরিণত সমাজতান্ত্রিক চেতনায় বিকশিত হয়ে উঠে পাভেল কোরচাগিনের চরিত্র ও ব্যবহারকে নির্দিষ্টতা দিয়েছে। কারণ, সাধারণ কর্মীদের মধ্যে ফিরে আসার জন্যে তাকে যে আশ্চর্য সংগ্রাম করতে হয়েছে, তার পেছনে একটা অদম্য প্রেরণা ছাড়া আর কোনো বাধ্য-বাধকতা সেই পঙ্গু নায়কের ছিল না। সেই প্রেরণাটা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের জন্যে যারা কাজ করছে সেই লক্ষ লক্ষ কর্মীর জীবনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

বিপ্লবের প্রতি তার কর্তব্যের প্রাথমিক উপলব্ধি হিসেবে পাভেল কোরচাগিন তার ব্যক্তিগত জীবনকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে, এমন কি প্রেমের মতো এতো স্বাভাবিক একটা যৌবনধর্মকেও সে অস্বীকার করেছে। মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে যে এসেছে সেই তোনিয়ার সঙ্গে পাভেল তার বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন করেছে, কমিউনিস্ট মেয়ে রিতা উস্তিনোভিচ্-এর প্রতি তার বিকাশোন্মুখ প্রেমকে সে দমন করেছে।

কয়েক বছরের মধ্যেই অবশ্য পাভেল কোরচাগিন তার স্রষ্টার মতোই অস্বীকার করেছে তার সেই সন্ন্যাসব্রতকে : এই ধরনের মনের জোর পরীক্ষা করার যন্ত্রণাময় আর অর্থহীন ট্র্যাজেডি সেই প্রথম যুগের কম্‌সোমল্-সভ্যদের মধ্যে খুব বেশি রকম প্রচলিত ছিল।

পাভেলের মা আর তার প্রিয়তমা স্ত্রী তাইয়া—এরা দুজনেই বিপ্লবী-সংগ্রামে তার সহযোগী-যোদ্ধা। সে নিজেই এদের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে নিয়ে এসেছে। তাদের মধ্যে দিয়েই সে নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে জনগণের সেবায় নিযুক্ত রেখেছে।

* * *

সমাজতন্ত্রের জন্যে জনসাধারণের সংগ্রামে যোগদানের মধ্যে দিয়ে কিভাবে পাভেল কোরচাগিনের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি বিকশিত হয়ে উঠল—নিকোলাই অস্ত্রভ্‌স্কি তাঁর নায়কের চরিত্রচিত্রণের মধ্যে দিয়ে সেইটেই দেখিয়েছেন। এই উপন্যাসে যে-সব ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেই সব ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যের জোরেই অস্ত্রভ্‌স্কির নায়কের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য আর তার আদর্শের জয় পূর্বনির্দিষ্টতা পেয়েছে। এইটেই সুস্পষ্টভাবে পাভেল কোরচাগিনকে করে তুলেছে তার কালের সমসাময়িক তরুণদের এতোটা প্রতিনিধিস্থানীয় একটা চরিত্র।

আর-সবাইকে নিয়ে যে সমগ্রতা, তার থেকে পাভেল কোরচাগিনকে আলাদা করে আমরা কল্পনা করতে পারি না। সেরিওঝা ব্রুঝাক্, যে যুদ্ধে গেল যাতে আর যুদ্ধ না বাধে তারই জন্যে; 'শ্বেত পোল্'রা যাকে হত্যা করল, সেই দেশপ্রেমিক তরুণী ভালিয়া; অনাথ ইভান ঝার্কি, যাকে মানুষ করে তুলবার জন্যে লাল-ফৌজের একটা বাহিনী গ্রহণ করল; জেলা-'কম্‌সোমল্'-কমিটির সম্পাদক নিকোলাই অকুনেভ্; জাহাজের মাল-খালাসী তরুণ ইভান প্যান্‌ক্রাতভ্, প্রভৃতি সবাইকে নিয়ে এই সমগ্রতা।

বিপ্লবী সংগ্রামে তরুণদের যারা শিক্ষক আর নেতা, সেই বহুদিনের অভিজ্ঞ প্রবীণ বলশেভিক বীরদের সবচেয়ে ভালো গুণগুলি তার অন্যান্য কমরেডদের মতোই পাভেল কোরচাগিনের মধ্যে বর্তিয়েছে। উপন্যাসে সেই প্রবীণ বলশেভিকদের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছে ভোলোন্ত্-এর গোপন বিপ্লবী-কমিটির সভাপতি অক্লান্তকর্মী দোলিনিক; ভূত-পূর্ব নাবিক আর বীর বিপ্লবী ফিওদোর ঝুখ্‌রাই—১৯১৫ থেকে যে বলশেভিক পার্টির সভ্য; গোপন বিপ্লবী-সমিতির কর্মী তোকারেভ্; সামরিক কমিশনার ক্র্যামার ও আরও

অনেকে। প্রবীণ ও নবীন—এই দুই বয়সের লোকেরা একটা অদৃশ্য কিন্তু অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা।

কোরচাগিনের বীরত্বের কাজগুলি তার কমরেডদের বীরত্বের সঙ্গে সমান পর্যায়ের। একই পথের পথিক যে হাজার হাজার লোক, পাভেল কোরচাগিন তাদের থেকে ব্যতিক্রম নয়। ঝুখ্‌রাইকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলেছে যে পেতলিউরা-শান্ত্রী, তাকে পাভেল আক্রমণ করেছে সমস্ত ভয়ভাবনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে; মানুষের প্রতি ভালবাসার টানে আর তার প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার একটা জোরালো অনুভূতির তাগিদে সেরিওঝা ব্রুঝাক্ একটা মাতাল পেত্‌লিউরা-সৈন্যের নিদারুণ তলোয়ারের চোট্ থেকে একজন বৃদ্ধ ইহুদীকে রক্ষা করবার জন্যে নিজের শরীর দিয়ে তাকে আড়াল করেছে। পাভেল কোরচাগিন 'প্রথম ঘোড়সওয়ার-বাহিনী'র বিখ্যাত কার্যকলাপগুলিতে অংশ নিয়েছে; ইভান ঝারকি 'শ্বেত রুশ'-বাহিনীর হাত থেকে ক্রিমিয়ার মুক্তিসংগ্রামে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

রেল-লাইন বসানোর কাজে পাভেলের বন্ধুরা সকলেই তার মতোই আত্মত্যাগ করেছে। লেখকের আরেকটি প্রিয় চরিত্র সার্জি ব্রুঝাককেও যে অস্ত্রভ্স্কি তাঁর নিজের জীবনী থেকেই সৃষ্টি করেছেন—এটাও একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। উপন্যাসের অনেকগুলি চরিত্রেই যে একই গুণের সমাবেশ ঘটেছে—এই ব্যাপারটা তাদের প্রত্যেককে আরও বেশি প্রতিনিধি-স্থানীয় এবং জীবন্ত করে তুলেছে।

পাভেল আর তার বন্ধুরা প্রেমের আর বন্ধুত্বের ব্যাপারে একটা নিখুঁত নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করে চলতে চায়। প্রেম আর বন্ধুত্বের মর্মবস্তুর অবতারণা এই উপন্যাসে আছে আগাগোড়া এবং বিশেষ করে সেটাকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে কতকগুলি দৃশ্যে ঃ যেমন, পাভেলের সঙ্গে তোনিয়ার আর রিতার সঙ্গে ব্রুঝাকের প্রথম আলাপের মধ্যে দিয়ে নবীন প্রণয়ের বর্ণনায় এবং পাভেল আর তার স্ত্রী ও কমরেড তাইয়ার মধ্যে সম্পর্কের বর্ণনায়। রিতা উস্তিনোভিচ্, আনা বোর্‌হার্ড্, লিডিয়া পলেভিখ্ এবং এই উপন্যাসের অন্যান্য নারীচরিত্রগুলি মহৎ আর নিষ্কলঙ্ক। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে, এদের মধ্যে দিয়ে সেইটেই প্রতিফলিত হয়েছে।

ট্রট্স্কিবাদী দুশ্চরিত্র দুবাভার প্রতি পাভেলের মনোভাব, লম্পট ফাইলোর সঙ্গে তার সংঘর্ষ এবং রাজ্‌ভালিখিন আর লিডার মধ্যে যা ঘটেছিল সেটাকে লেখক যেভাবে উপস্থিত করেছেন, সেই সবের মধ্যে দিয়ে মানুষের মর্যাদাবোধের পক্ষে যা-কিছু ঘৃণ্য এবং যা-কিছু সেই মর্যাদাবোধকে ছোট করে দেয়, সেই সব কিছুরই তীব্র নিন্দা করা হয়েছে এই উপন্যাসে। নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কি দেখিয়েছেন—কিভাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে দু-মুখো নীতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনেও নৈতিক অধঃপতন শুরু হয়, পার্টির আর কম্‌সোমলের নীতিকে যারা সুবিধে মতো মানে এবং জনগণের যারা শত্রু তারা স্ত্রী-পুরুষের যৌনসম্পর্ককে কতখানি স্থূল দৃষ্টিতে দেখে থাকে। বলশেভিক আদর্শ যে সর্বোচ্চ নৈতিক মানদণ্ডে নির্ভুলভাবে মাপা, সেটা এই উপন্যাসের অন্তর্নিহিত প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির অন্যতম।

এই উপন্যাসের প্রধান নায়ক বলা যেতে পারে জনগণ, আলাদা-আলাদা ভাবে সমস্ত চরিত্রগুলি মিলে মিশে গিয়ে সেই জনতার একটি একক চিত্রকল্পনার সৃষ্টি করেছে। এই জনসাধারণ সুন্দর ভাবে চিত্রিত হয়েছে অনেকগুলি জনতার দৃশ্যে ঃ যেমন, যুদ্ধের খণ্ড-চিত্রে, রেলওয়ের শাখা-লাইন পাতার বর্ণনায়, কম্‌সোমলের আর পার্টির সভাগুলিতে যেখানে ট্রট্স্কিবাদীদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, সোবিয়েত-পোলিশ সীমান্তে ছুটির দিনের মিছিলে, ইত্যাদিতে। এইসব দৃশ্য উপন্যাসের চরিত্রগুলির ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে জড়িত।

এগুলির মধ্যে দিয়ে জাতি যে সব প্রধান প্রধান সমস্যার সম্মুখীন, সেই সব সমস্যার সমাধান হচ্ছে। দেশপ্রেম, দেশের শত্রুদের প্রতি নিদারুণ ঘৃণা, উচ্চ আদর্শের প্রতি আনুগত্যের ফলে ছোট-বড়ো সবরকম কাজে বীরত্ব, শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক ঐক্য আর সমাজতান্ত্রিক মানবতা সম্বন্ধে একটা শক্তিশালী চেতনা—ইত্যাদি গুণগুলি ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের চেয়ে বেশি কিছু হয়ে উঠেছে। অস্ত্রভ্স্কির নায়কদেরই বিশেষ করে যে-সব গুণগুলি আছে বলে মনে হয়, সেই সব গুণ একটা গোটা জাতির জনতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। এটা খুবই তাৎপর্যময় যে রেলওয়ের কাজের হাড়ভাঙা পরিশ্রম যেখানে চলেছে, সেইখানেই এই কথাগুলি উচ্চারিত হয়েছিল, "এইভাবেই ইস্পাতকে পোড় খাইয়ে শক্ত করা হয়!"

শিল্পী হিসেবে অস্ত্রভ্স্কি জীবনের তীব্র বিরোধিতাগুলিকে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করেন নি কিংবা অত্যাচার আর শোষণের মৃত্যুমুখী জগতের বিরুদ্ধে সৃষ্টিশীল শ্রমের নতুন জগতের জন্যে সংগ্রামের গুরুত্বকে কম করে দেখাতেও তিনি চান নি। অভিশপ্ত অতীতের যে-প্রভাব শ্রমিকশ্রেণীর ওপরে পড়েছিল, সেটাকে তিনি গোপন করেন নি ঃ নতুন সমাজতন্ত্রী সমাজ গড়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে সেই প্রভাব ক্রমশই লোপ পেয়ে গেছে। তাঁর নায়ক পাভেল কোরচাগিনের দোষত্রুটিগুলিকেও তিনি এড়িয়ে যান নি। অস্ত্রভ্স্কির উপন্যাসের জনপ্রিয়তার একটা বড়ো কারণ হচ্ছে—একজন সাধারণ মানুষের বীর নায়ক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটা দেখানোর মধ্যে দিয়েই তিনি দেখিয়েছেন যে মানুষের চেতনায় ধনতন্ত্রের যেসব লক্ষণগুলি এখনও টি'কে আছে সেগুলিকেও কিভাবে জয় করা যায়।

বিষয়বস্তুর গভীরতা এবং সামাজিক বিরোধিতাগুলির প্রতি আর সামাজিক সংগ্রামের প্রতি অন্তর্দৃষ্টির জন্যে যে রাশিয়ান উপন্যাস-সাহিত্যের বিশিষ্ট ঐতিহ্য সর্বজনস্বীকৃত, সেই ঐতিহ্যকেই বহন করে চলেছেন অস্ত্রভ্স্কি। রাশিয়ান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নায়ক-চরিত্রগুলির মধ্যে পাভেল কোরচাগিন অন্যতম। কিন্তু অস্ত্রভ্স্কি তাঁর নায়কের মধ্যে এমন একটা নতুন গুণ আরোপ করেছেন যেটা পাভেল কোরচাগিনের পূর্ববর্তী নায়কদের কারুর মধ্যে ছিল না এবং যে-গুণটা সমাজতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রী সমাজ গড়ে তোলার পদ্ধতির মধ্যে দিয়েই বিকশিত হয়ে ওঠে। এই গুণটা হচ্ছে—একটা উচ্চতর সামাজিক আদর্শের জন্যে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষের দিকে আর চতুর্থ দশকের প্রথম দিকের জীবনটাই ছিল এমন যে লেখক সেখান থেকেই সোবিয়েত-মানুষকে দেখেছেন শুধুমাত্র নেতা, সংগঠক বা সংগ্রামের নায়ক হিসেবেই নয়; অতিসাধারণ একজন বলশেভিক বা কম্‌সোমল্‌-সভ্য হিসেবেও তিনি তাকে দেখেছেন। এই সোবিয়েত মানুষ তার ঐশ্বর্যময় আধ্যাত্মিক জগত নিয়ে এবং তার সামাজিক কর্তব্য আর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সম্পূর্ণতা পেয়েছে। পাভেল কোরচাগিন একটা অখন্ড চরিত্র—সোবিয়েত সমাজ গড়ে ওঠার সময়ে একটা পুরো কালের সে প্রতিনিধিত্ব করছে যে-কালে ইতিহাসে নব-আগন্তুক সেই নতুন মানুষটি রূপ নিয়েছে।

এই উপন্যাসের কাহিনীর পটভূমি হচ্ছে সমাজতন্ত্রের জন্যে জনতার সংগ্রাম এবং এতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—এর নায়কের অভিজ্ঞতা, কার্যকলাপ আর পরিণতির চিত্র; যারা শ্রম করে আর জীবনকে যা বদ্‌লে দেয় সেই শ্রমের চিত্র এবং সর্বোপরি মানুষের সঙ্গে মানুষের নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠার চিত্র।—এই সবগুলিই অস্ত্রভ্স্কির এই রচনাটিকে একটা খাঁটি সমাজতন্ত্রী বাস্তবতার মর্যাদা দিয়েছে। অন্যান্য সোবিয়েত লেখকদের মতোই নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কি গোর্কির ঐতিহ্য অনুসরণে লিখেছেন, কিন্তু এ ঐতিহ্য তাঁকে নতুন ধরনের সাহিত্য-নায়ক সৃষ্টি করতে বাধা দেয়নি, সাহস করে নতুন কিছু প্রবর্তন করার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেনি।

আগামী কালে নতুন নতুন যে সব তরুণদল আসবে, তাদের কাছে বহুদিন পর্যন্ত পাভেল কোরচাগিন আদর্শ নায়ক হয়ে থাকবে। প্রত্যেক তরুণদলেই পূর্ববর্তী তরুণদলের চেয়ে আরও বেশি বেশি সংখ্যায় পাভেল কোরচাগিনের মতো বীরের সৃষ্টি হবে। গোর্কির মতো মহাগুরুর উপযুক্ত বিশ্লেষণ-ক্ষমতা নিয়েই তাঁর শিষ্য অস্ত্রভ্স্কি তাঁর নিজের কালের বাস্তবতার আলোতে ভবিষ্যতের সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেনঃ পাভেল কোরচাগিনের বীরত্বপূর্ণ চরিত্রলক্ষণ এবং গুণগুলি ক্রমশই বেশি বেশি করে সোবিয়েত তারুণ্যের বিশিষ্ট লক্ষণ হয়ে উঠছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দেশকে রক্ষা করার মহৎ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে দেখা গেছে যে এইসব চারিত্রিক লক্ষণগুলি কোটি কোটি সোবিয়েত জনসাধারণের মধ্যেও আছে। স্তালিন-পরিকল্পিত আজকের বিরাট বিরাট গঠনমূলক সংস্থাগুলিতে তরুণ স্তাখানভ্-কর্মীদের শ্রেষ্ঠ দলগুলির অনেকগুলিই নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কি আর তাঁর নায়কের নামে নিজেদের নামকরণ করেছে।

* * *

নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কি উদ্দেশ্যবাদী শিল্পী ছিলেন এবং উপন্যাস রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি যে-কাজের ভার নিয়েছেন সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন—সেই কাজটা হচ্ছে—এমন একজন তরুণ সংগ্রামীর চরিত্র সৃষ্টি করা যাকে দেশের তরুণেরা উদাহরণ হিসেবে নিয়ে অনুসরণ করবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এই বইটির একটা 'সাধারণ মানুষের জীবনী' হয়ে ওঠার দরকার ছিল যাতে এর নায়কের পথ অনুসরণ করা যে-কোন তরুণের পক্ষেই সম্ভব হয়। সেই সঙ্গে আবার রচনাটি 'বীরের জীবনী'ও যেন হয়ে ওঠে—এটারও দরকার ছিল; কারণ, শ্রমিকশ্রেণীর মানুষদের যে দৈনন্দিন বীরত্বকে অস্ত্রভ্স্কি তাদের সবচেয়ে বিশিষ্ট লক্ষণ বলে বিশ্বাস করতেন, সেই বীরত্বের মধ্যে গভীর রকমের একটা রোম্যাণ্টিক গুণ অস্ত্রভ্স্কি দেখতে পেয়েছিলেন। এই আদর্শের রঙেই তিনি তাঁর কাহিনীর আসল নায়কের চরিত্র এবং অন্যান্য চরিত্র এঁকেছিলেন। খুঁটিনাটি প্রত্যক্ষ বিবরণগুলি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এবং তাঁর সমবয়সীদের জীবন থেকে।

অস্ত্রভ্স্কি তাঁর নিজের অতীত জীবনের অনেকগুলি বীরত্বপূর্ণ ঘটনাকে যে উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করতে চান নি—এটাও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তিনি তাঁর বইয়ের সম্পাদকের কাছে কথাটা খুলে বলেছিলেন—"বাড়াবাড়ি হয়ে যাবার ভয় ছিল"—এই যুক্তিতেই উপন্যাসে তিনি সে সব ঘটনার অবতারণা করেন নি। বালক-বয়সে একবার যে তিনি গোপন বিপ্লবী কমিটির ছাপানো কতকগুলি পুস্তিকা একজন জার্মান শান্ত্রীর প্রায় চোখের ওপর দেয়ালে সেঁটে দিয়ে এসেছিলেন, কিংবা পনের-বছরের কিশোর-বয়সে তিনি যে নোভোগ্রাদ-ভোলিন্স্কির কাছে একটা রেলওয়ে-সাঁকো উড়িয়ে দিয়েছিলেন, অথবা তিনি যে একবার একটা কুলাক-দল কর্তৃক অধিকৃত একটা শহরে গিয়ে সেখানকার খবরাখবর সংগ্রহ করে এনেছিলেন—এ সব ঘটনা তিনি তাঁর উপন্যাসে উল্লেখ করেন নি। যে-সব ঘটনার অবতারণা করলে তাঁর নায়কের জীবনকাহিনী অনন্যসাধারণ হয়ে উঠত, সত্যিকারের শিল্পীর কুশলতা নিয়েই তিনি সেই সব ঘটনা বাদ দিয়েছেন।

নিজের জীবনের কিছু কিছু বিপজ্জনক ঘটনা অস্ত্রভ্স্কি এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন বটে, কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই সেই সব ঘটনার পেছনে বাস্তবিক যে ভয়ংকর বিপদ আর দুঃসাহসিক বীরত্ব ছিল সেটাকে তিনি অনেকখানি কমিয়ে বলার ঝোঁক দেখিয়েছেন। যেমন, বেরেজদভ্

থেকে একটা বিপদসংকুল রাস্তা দিয়ে মূল্যবান জিনিসগুলি আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় দপ্তরে নিয়ে যাওয়ার বর্ণনায় তিনি শুধু বলেছেন যে জিনিসগুলি সব ঠিকঠাক নিয়ে আসা হয়েছিল; কিন্তু আসলে যে জিনিসগুলি ঠিকমতো এসে পৌঁছেছিল, তার পেছনে ছিল অস্ত্রভ্স্কি আর তাঁর সঙ্গী দুজন সৈন্যের অদম্য সাহস—পথের মাঝখানে একটা ডাকাতদলের আক্রমণকে তাঁরা রুখেছিলেন।

কোরচাগিনের পরবর্তী জীবনে রেডিও জিনিসটা একটা মস্তবড়ো জায়গা জুড়ে আছে। শয্যাশায়ী পাভেলকে এতখানি আরাম এনে দিয়েছিল যে-রেডিওটা, উপন্যাসে সেটা যন্ত্রপাতি জুড়ে ফিট্ করে দিয়েছিল পাভেলের বন্ধু বের্সেনেভ্। বাস্তবে কিন্তু অস্ত্রভ্স্কি নিজেই রেডিও-যন্ত্রটা ফিট্ করে নিয়েছিলেন—কাজটা করতে তাঁর দেড় মাস কি দুমাস লেগেছিল। এই অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটা সম্বন্ধে অস্ত্রভ্স্কি নিজে তাঁর এক বন্ধুর কাছে বলেছিলেন ঃ

"ভেবে দ্যাখো একবার! অন্ধ হয়ে গেছি, আর সেই অবস্থায় কিনা রেডিও-সেটের যন্ত্রপাতি ফিট্ করতে লেগে গেলাম। আর, যন্ত্রপাতিগুলোও এমন বাজে যে রীতিমত চক্ষুষ্মান লোককেও সেগুলোকে নিয়ে গলদ্ঘর্ম হতে হত। শুধু হাত দিয়ে ছোঁয়ার অনুভূতি নিয়ে কাজটা চালিয়ে যাওয়াটা যে কি কষ্টের ব্যাপার, তা তো বুঝতেই পারছ! মরুক গে যাক্! সমস্ত ঝামেলা কাটিয়ে ওঠার পর শেষ পর্যন্ত ওই এক-টিউবওয়ালা রেডিও-সেটটা তো তৈরি হয়ে গেল। তারপর প্রতিজ্ঞা করেছি আর ওই ধরনের কাজের মধ্যে কখনও যাব না।"

নিতান্ত কষ্টকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে যে এই উপন্যাসটা লেখা হয়েছিল, সেইটেই নিঃসন্দেহে অস্ত্রভ্স্কির সবচেয়ে বীরত্বপূর্ণ কাজ। অস্ত্রভ্স্কির কথা ভাবার সময়ে আমরা এই কীর্তিটার কথাই স্মরণ করি। কিন্তু উপন্যাসে এই ব্যাপারটার ওপরে কোনো ঝোঁক পড়েনি—উপন্যাসের ঝোঁকটা গিয়ে পড়েছে নায়কের জীবনের প্রতিনিধিস্থানীয় ঘটনাগুলির ওপর, একটি আশ্চর্য উজ্জ্বল জীবনের সবচেয়ে বড়ো কীর্তিটার প্রস্তুতির পেছনে যে-যে ঘটনা ঘটেছে সেই সব ঘটনার ওপর। অস্ত্রভ্স্কির জীবনে যেটা বহু বছরের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, কোরচাগিনের কাহিনীতে সেটা কয়েক মাসের মধ্যেই শেষ। সত্যিকারের বীরের বিনয় নিয়ে অস্ত্রভ্স্কি এই বইয়ের সৃষ্টিকাহিনীর পেছনে মাত্র দু-তিন পাতা ব্যয় করেছেন।

* * *

১৯৩৫-এ নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কি 'অর্ডার অফ লেনিন' পুরস্কার পেয়েছেন শুনে জোসেফ স্তালিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই আবেগদীপ্ত কথাগুলি বলেন ঃ

"পার্টির বিশ্বস্ত সহযোগী যে কম্সোমল্, সেই কম্সোমল্ই আমাকে মানুষ করে তুলেছে। যতদিন আমি বাঁচব, ততদিন আমাদের এই সমাজতন্ত্রী মাতৃভূমির তরুণদের বল্শেভিক শিক্ষার কাজে আমার জীবন উৎসর্গীকৃত হবে।"

তরুণ লেখক তাঁর কথা রেখেছিলেন। তাঁর বই জনসাধারণের কাছে বিশেষভাবে আদৃত হয়েছিল; তিনি আবার তাঁর কাজের ক্ষেত্রে পূর্ণগৌরবে ফিরে এসেছিলেন; উৎসাহী পাঠকদের কাছ থেকে হাজার হাজার চিঠি আসত; হাজার হাজার লোক তাঁর সঙ্গে আলাপ করার আগ্রহ নিয়ে দেখা করতে আসত; দেশের লোক, সোবিয়েত সরকার, কমিউনিস্ট পার্টি আর কম্সোমল্ তাঁর রোগমুক্তির জন্যে বরাবর উদ্বিগ্ন ছিল এবং সবরকমের যত্ন নিয়েছিল।

—এই সব ঘটনা অস্ত্রভ্স্কির জীবনের শেষ কয়েকটা বছর অত্যন্ত আনন্দময় করে তুলেছিল, তাঁর প্রতিভাকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছিল।

এই প্রথম উপন্যাসটির পুনর্মুদ্রণের জন্যে সম্পাদনার কাজে ব্যস্ত থাকার সময়েই অস্ত্রভ্স্কি তাঁর দ্বিতীয় বই (*Born of the Storm*) রচনা আরম্ভ করেন। সেই সময়ে দ্বিতীয় একটা বিশ্বযুদ্ধের আঁধি দিগন্তে ঘনিয়ে আসছে। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে জার্মান ও জাপানী ফ্যাশিস্ত্রা সমাজতন্ত্রের মাতৃভূমির বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছে।

নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কি লিখেছিলেন, "আমরা সবাই শান্তিপূর্ণ শ্রমে নিযুক্ত, শান্তিই আমাদের নিশান। পার্টি আর আমাদের সরকার এই শান্তির পতাকা তুলে ধরেছে উঁচুতে। ...আমরা শান্তি চাই, কারণ আমরা সাম্যবাদের স্ফটিক-মিনার গেঁথে তুলছি। কিন্তু আমাদের চারিধারে যে সব সাংঘাতিক শয়তান শত্রুরা রয়েছে, তাদের কথা ভুলে গেলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।"

সমাজতন্ত্রী সমাজের পরিবেশে যে তরুণদল মানুষ হয়ে উঠছে, তাদের শত্রুরা যে কারা—এইটে দেখানোর জন্যেই অস্ত্রভ্স্কি তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস রচনার কাজে লেগেছিলেন। এ সম্বন্ধে নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, "আমি এই উপন্যাসটি লিখছি, যাতে ভবিষ্যতের যুদ্ধে—যদি সে যুদ্ধ আমাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে—হাতিয়ার ধরতে কোন তরুণের হাত না কাঁপে।"

সেই সময়ে যারা ফ্যাশিজম্-এর পথে পা বাড়িয়েছিল, সেই পোল্যাণ্ডের উঁচু বুর্জোয়া আর জমিদার-শ্রেণীর ওপরেই অস্ত্রভ্স্কি তাঁর এই নতুন বইটিতে সমস্ত মনোযোগকে সংহত করেছেন। তিনি এই বইটির শুধু প্রথম খণ্ডটাই শেষ করতে পেরেছিলেন। ইতিহাসের দিক থেকে সত্য এবং জীবন্ত সব চরিত্রের সমাবেশ এই বইয়ে ঘটেছে—'শ্বেত পোল'রা যখন আরেকবার ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় হামলা চালিয়েছে, তখন তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শ্রমিক-সাধারণকে নেতৃত্ব দিচ্ছে বলশেভিক কর্মী আর বিপ্লবী তরুণদল। স্বদেশপ্রেম, শ্রমিক-শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা-বোধ, লেনিনের পতাকার প্রতি আনুগত্য এবং দুঃসাহসিক বীরত্ব—এই সব গুণ সিগিস্মুন্ড, রায়েভ্স্কির মতো প্রবীণ বয়সী বিপ্লবীদের আর 'শ্বেত-পোল'দের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের নেতা বলশেভিক কর্মীদের চরিত্রে উজ্জ্বল বিশিষ্টতা এনে দিয়েছে। এই বইয়ের চরিত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় আন্দ্রেই প্টাখা। কি করে একজন মানুষ খাঁটি বলশেভিক হয়ে ওঠে, কি ভাবে সেই 'নতুন মানুষে'র জন্ম হয়—এই সব কথাই যে আন্দ্রেই প্টাখা-র জীবনকাহিনীর মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হত, এটা অনায়াসেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

মৃত্যু এসে বাধা দেবার ফলে এই বলশেভিক লেখকের সমস্ত পরিকল্পনা অসম্পূর্ণ থেকে গেল। ১৯৩৬-এর ২২শে ডিসেম্বর, যেদিন তাঁর দ্বিতীয় ও শেষ বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়, সেই দিন অস্ত্রভ্স্কি মারা যান।

অস্ত্রভ্স্কি বলেছিলেন, 'মৃত্যুর পরেও মানুষের জন্যে কাজে লাগা—এর চেয়ে সুন্দর আর কি হতে পারে!"

দুনিয়ার মানুষ, যারা শান্তির জন্যে, সৃষ্টিশীল শ্রমের জন্যে, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্যে আর মানুষের সুখের জন্যে সংগ্রাম করছে—তাদের সেই সংগ্রামে আজও একটা মস্তবড়ো শক্তি জোগাচ্ছে এই বলশেভিক লেখকের রচনাবলী, তরুণদের উদ্দেশে লেখা তাঁর প্রবন্ধ আর বক্তৃতাগুলি।

— এন্. ভেনগ্রভ্



প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

"তোমাদের মধ্যে যারা পরীক্ষা দেবার জন্যে ইস্টারের ছুটির আগে আমার বাড়ি এসেছিলে, তারা উঠে দাঁড়াও!"

কথাটা যিনি বললেন, মোটাসোটা তাঁর দেহের ওপর পাদ্রীর আলখাল্লা পরা, গলায় ঝুলছে একটা ভারি ক্রুশ। তাঁর তীব্র চোখের চাউনিতে গোটা ক্লাসঘরটা স্তব্ধ হয়ে গেল আর তাঁর ছোট ছোট চোখের কঠিন দৃষ্টি যেন এই ক্লাসের ছ'টি ছেলে-মেয়ের ভেতর পর্যন্ত কুরে দিল। চারটি ছেলে, দু'টি মেয়ে। উঠে দাঁড়িয়ে এরা আশঙ্কার চোখে তাকাল আলখাল্লা-পরা লোকটির দিকে।

"তোমরা ব'সো" বললেন পাদ্রীমশাই মেয়ে দু'টির দিকে হাত নেড়ে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাড়াতাড়ি বসে পড়ল তারা। ফাদার ভাসিলির চেরা-চোখের দৃষ্টি এসে সীমাবদ্ধ হল বাকি চারজনের ওপর।

"তোরা এদিকে আয় দিকি, বাছাধনরা আমার!" চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ভাসিলি, পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ানো ছেলেগুলির দিকে।

"তোদের এই ক'জন চ্যাংড়ার মধ্যে কে তামাক খাস্?"

"তামাক আমরা খাই না, ফাদার," ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল চারজন। লাল হয়ে উঠল ফাদার ভাসিলির মুখ।

"তামাক খাস্ না, না? শয়তান! আমার কেক্-এর জন্যে মেখে-রাখা ময়দায় তাহলে তামাক-গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়ে এসেছিল কে? দেখছি এখুনি—তামাক খাস্ কি-না। দেখি, পকেটগুলো তোদের উল্টে দেখা! কই, যা বলছি কর! উল্টে দেখা পকেটগুলো!"

ছেলেদের মধ্যে তিনজন তাদের পকেট থেকে জিনিসপত্র বের করে টেবিলের ওপর রাখতে লাগল। পাদ্রীমশাই তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে সেলাইয়ের ভাঁজগুলো পরীক্ষা করলেন তামাকের গুঁড়ো পাওয়া যায় কি-না। কিন্তু কিছু না পেয়ে তিনি তাকালেন চার নম্বর ছেলেটির দিকে। কালো-চোখ কিশোর, ধূসর রঙের শার্ট গায়ে, নীল পাৎলুনের হাঁটুর কাছটায় পটি মেরে সেলাই করা।

"দাঁড়িয়ে রইলি কেন পুতুলের মতো?"

প্রশ্নকর্তার দিকে একটা নিঃশব্দ ঘৃণার দৃষ্টি হেনে রাগ-চাপা গলায় ছেলেটি বলল, "আমার পকেট নেই।"

"পকেট নেই, না? আচ্ছা! ভেবেছিস—কিছু জানিনে আমি! এমন শয়তানি করে কে আমার কেক্-এর জন্যে তৈরি ময়দাটুকু নষ্ট করে দিয়েছিল সেদিন! এবারও তোকে ছেড়ে দেব ভেবেছিস? না হে ছোকরা, মজাটা টের পাইয়ে দেব এবার। গতবারে তোর মা এসে কাকুতি-মিনতি করাতেই তোকে ইস্কুলে রেখেছিলাম। কিন্তু এবারে আর পার পাবিনে। যা, বেরিয়ে যা!" নির্মমভাবে ছেলেটার কান মুচড়ে ধরে ফাদার ভাসিলি তাকে হিঁচড়ে বাইরের বারান্দায় ঠেলে দিয়ে জোরে বন্ধ করে দিলেন ক্লাস-ঘরের দরজাটা।

নিস্তব্ধ, সন্ত্রস্ত ক্লাস-ঘর। কেন পাভেল কোর্চাগিন-কে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, তা ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কেউই বুঝে উঠতে পারল না—একমাত্র পাভেলের ঘনিষ্টতম বন্ধু সার্জি ব্রুঝাক্ ছাড়া। একমাত্র সে-ই দেখেছিল পাভেলকে ফাদার ভাসিলির রান্নাঘরে গিয়ে ইস্টার-ভোজের কেক্এর জন্যে মেখে-রাখা ময়দায় একমুঠো ঘরে-তৈরি তামাক-গুঁড়ো মিশিয়ে দিতে। ওরা ছ'জন ক্লাশের পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়ে তখন ফাদার ভাসিলির কাছে আরেকবার পরীক্ষা দেবার জন্যে গিয়ে তাঁর আসার অপেক্ষায় ছিল।

বিতাড়িত পাভেল স্কুল-বাড়ির সিঁড়ির শেষ ধাপটায় এসে বসল। বিষণ্ন মনে ভাববার চেষ্টা করল—মা তার মুখে ঘটনাটা শুনে কি বলবে। গরীব মা তার, আবগারি-দারোগার বাড়ি রাঁধুনির কাজে সকাল-সন্ধ্যে কঠিন পরিশ্রম করতে হয় তাকে।

কান্নায় গলা বন্ধ হয়ে এল পাভেলের।

কি করবে সে এখন? এই হতভাগা পাদ্রীটার জন্যেই এই কান্ড। কেক্-এর ময়দায় তামাকগুঁড়ো মিশিয়ে দেবার দুর্বুদ্ধিটা কোথা থেকে এসে ভর করেছিল তার মাথায়! মতলবটা জুগিয়েছিল ওই সার্জিটাইঃ 'আয়, বুড়ো ঘাগীটাকে একটু জব্দ করি'—বলেছিল সার্জি। আর তাই ওরা করেছিল কাজটা। এখন কি-না সার্জিটা পার পেয়ে গেল আর পাভেলকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়েই দেওয়া হবে হয়তো!

ফাদার ভাসিলির সঙ্গে তার শত্রুতা অনেকদিনের। ব্যাপারটার শুরু সেদিন থেকে যেদিন মিশ্কা লেভ্চুকোভ্-এর সঙ্গে মারামারি করার শাস্তি হিসেবে পাভেলকে ছুটির পরে ইস্কুলে আটকে রাখা হয়। খালি ক্লাস-ঘরে যাতে সে দুষ্টুমি করতে না পারে, তার জন্যে মাস্টার-মশাই তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা ক্লাস-ঘরে যেখানে পড়ানো হচ্ছিল সেইখানে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেন। পেছনের একটা জায়গায় বসেছিল পাভেল। কালো কোর্তা-গায়ে, হাড়-জিরজিরে, ছোটখাটো মাস্টার-মশাইটি তখন পৃথিবী আর গ্রহ-তারকা সম্বন্ধে বলছিলেন। পৃথিবীর বয়েস কোটি কোটি বছর আর তারাগুলো সব এক-একটা পৃথিবীর মতোই—একথা শুনে তো পাভেলের মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল অবাক বিস্ময়ে! শুনতে শুনতে পাভেলের এতোই চমক লেগে গিয়েছিল যে আর-একটু হলেই সে দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে বলে ফেলেছিল আর-কিঃ "কিন্তু বাইবেলে তো তা বলে না!" কিন্তু পাছে আরও কিছু শাস্তি কপালে জোটে এই ভয়ে সে কিছু বলে নি।

পাদ্রীমশাই বাইবেলের পরীক্ষায় তাকে বরাবর পুরো নম্বর দিয়ে এসেছেন। প্রার্থনার শ্লোকগুলো পাভেলের প্রায় সবই মুখস্থ, বাইবেলের পূর্বভাগ আর

উত্তরভাগও তাই। সপ্তাহের কোন্ দিনে ঈশ্বর কোন্ জিনিসটি সৃষ্টি করেছেন সে সব ঠিকঠাক জানা আছে তার। ফাদার ভাসিলির কাছে গিয়ে ব্যাপারটা ফয়সালা করবে বলে সে মনে মনে ঠিক করল। পরের ক্লাসেই—পাদ্রীমশাইয়ের জুৎ করে চেয়ারে বসার আগেই—পাভেল হাত তুলল। বলবার অনুমতি পেয়েই সে উঠে দাঁড়ালঃ "ফাদার, দ্বিতীয় শ্রেণীতে মাস্টারমশাই বলছিলেন, পৃথিবীর না-কি কোটি কোটি বছর বয়েস। কিন্তু বাইবেলে তো বলে পাঁচ হাজা..." ফাদার ভাসিলির কর্কশ চিৎকারে কথা বন্ধ হয়ে গেল তার।

"কি বললি রে শয়তান! এই বুঝি তোর বাইবেল শেখা হচ্ছে!"

কি যে ব্যাপারটা ঘটল, তা ভালো করে বুঝবার আগেই পাদ্রীমশাই পাভেলের কান ধরে দেয়ালে তার মাথাটা ঠুকে দিতে লাগলেন। কয়েক মিনিট পরে ভয়ে আর যন্ত্রণায় আড়ষ্ট পাভেল দেখতে পেল যে সে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

তার মাও সেবার তাকে খুব বকাঝকা করেছিল। পরের দিন সে গিয়ে ফাদার ভাসিলিকে কাকুতি-মিনতি করে বলেছিল পাভেলকে ইস্কুলে ফিরিয়ে নিতে। সেইদিন থেকে পাভেল মনেপ্রাণে পাদ্রীকে ঘৃণা করে। ঘৃণা করে আর ভয় করে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে এটা তার কিশোর-হৃদয়ের বিদ্রোহ—তা সে অন্যায় যতোই সামান্য হোক না কেন। বিনা কারণে এই মার খাবার জন্যে সে পাদ্রীমশাইকে ক্ষমা করতে পারে নি। ফলে, সে হয়ে উঠেছে গম্ভীর, মনে মনে তিক্ত-বিরক্ত।

তারপর থেকে ফাদার ভাসিলির কাছ থেকে পাভেল নানান্ লাঞ্ছনা ভোগ করে আসছে। সর্বদাই তাকে ক্লাস-ঘর থেকে বের করে দেন পাদ্রীমশাই। যৎসামান্য ত্রুটির জন্যে তাকে তিনি ঘরের কোণে দাঁড় করিয়ে রাখেন দিনের পর দিন সপ্তাহ-ভর। কখনও তাকে পড়া জিজ্ঞেস করেন না। তার ফলে, ইস্টারের ছুটির আগের দিন ক্লাসের লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়া ছেলেদের সঙ্গে পাভেলকে পাদ্রীমশাইয়ের বাড়ি যেতে হয়েছিল আরেকবার পরীক্ষা দেবার জন্যে। সেখানেই সেদিন রান্নাঘরে গিয়ে সে কেক তৈরির জন্যে মেখে-রাখা ময়দায় তামাকের গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়ে এসেছিল। ব্যাপারটা কেউ দেখে নি, তবু পাদ্রীটা ঠিক ধরেছে দোষটা কার।

শেষ পর্যন্ত ক্লাস শেষ হল, ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে বেরিয়ে এল বাইরের আঙিনায়, ভীড় জমিয়ে তুলল পাভেলকে ঘিরে। পাভেল বিষণ্ণ আর গম্ভীর। সার্জি ব্রুঝাক্ শুধু পেছনে থেকে গিয়েছিল ক্লাস-ঘরে। তার মনে হচ্ছিল—সেও অপরাধী, কিন্তু বন্ধুকে সাহায্য করার মতো তার কিছু করবার নেই।

মাস্টারমশাইদের ঘরের খোলা জানলাটার ফাঁকে হেডমাস্টার ইয়েফ্রেম ভাসিলিয়েভিচ্ তাঁর মাথাটা বের করে হাঁক দিলেন, "কোর্চাগিন্-কে এখুনি পাঠিয়ে দাও আমার কাছে!" চম্‌কে দাঁড়িয়ে উঠল পাভেল হেডমাস্টারের জলদ্‌গম্ভীর স্বরে। তারপরে দুরুদুরু বুকে এগিয়ে গেল হুকুম তামিল করতে।

* * *

রেল-স্টেশনের খাবারের দোকানের মালিক সেই ফ্যাকাসে আর মধ্যবয়েসী লোকটা তার বিবর্ণ চোখ তুলে একটু দেখে নিল পাভেলকে।

"বয়স কতো এর?"

"বারো।"

"বেশ, থাকুক এখানে। মাসে আট রুব্‌ল্‌ আর কাজের দিনে খেতে পাবে। একদিন-অন্তর এক-নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করতে হবে। কিন্তু ছিঁচ্‌কেমি চলবে না, মনে থাকে যেন।"

"আজ্ঞে না, কর্তা, চুরিচামারি করবে না ও। সে জন্যে আমি দায়ী থাকলাম।" মা তাকে তাড়াতাড়ি আশ্বাস দিয়ে বলল ভয়ে ভয়ে।

"আজ থেকেই কাজে লাগুক", হুকুম দিল রেস্তোরাঁর মালিক। পয়সা নেবার জায়গাটার পেছনে মেয়েটিকে বলল "জিনা, ছেলেটাকে রান্নাঘরে নিয়ে যাও। ফ্রোসিয়াকে বলো, গ্রিশ্‌কা-র জায়গায় একে কাজে লাগাতে।"

মাংস কাটছিল মেয়েটা, ছুরিটা নামিয়ে রেখে পাভেলের দিকে মাথা নেড়ে এগিয়ে গেল হলঘর পার হয়ে একপাশের একটা দরজার দিকে যেখানে থালা-বাটি ধোওয়া-মাজা হয়। পাভেল চলল তার পিছু-পিছু। তার মা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তার কানে কানে বলল, "দেখিস্‌, পাভ্‌লুশ্‌কা, লক্ষ্মী ছেলে, ভাল করে কাজ করিস বাবা। নিন্দের ভাগী হোস্‌ নে।"

বিষণ্ণ চোখে মা তাকিয়ে রইল তার যাওয়ার দিকে, তারপর চলে এল।

বাসনপত্তর ধোবার ঘরে পুরোদমে কাজ চলেছে। টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত হয়ে আছে থালা, কাঁটাচামচ, ছুরি। জনকতক মেয়ে কাঁধে ঝোলানো তোয়ালে দিয়ে সেগুলো মুছে নিচ্ছে। পাভেলের চেয়ে অল্প কয়েক বছরের বড়ো, ঝাঁটার মতো ঝাঁক্‌ড়া আর লাল চুলওলা একটি ছেলে তদ্বির করছিল দুটো বিরাট 'সামোভার'—যাতে সবসময় চা গরম রাখা হয়।

একটা বড়ো পাত্রে জল ফুটছে, তারই মধ্যে ডিশ্‌গুলো ধোওয়া হচ্ছে আর বাষ্পে ভরে গেছে বাসনপত্তর ধোবার ঘরটা। প্রথমে তাই পাভেল মেয়েদের মুখগুলো দেখতে পায় নি। অনিশ্চিতভাবে সে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ—কেউ তাকে বলে দেবে কি করতে হবে না-হবে, সেই অপেক্ষায়। ডিশ্‌ ধুচ্ছিল একটি মেয়ে—কাছে গিয়ে জিনা তার কাঁধে হাত রাখলঃ "এই যে, ফ্রোসিয়া, গ্রিশ্‌কার জায়গায় এই নতুন ছেলেটিকে নেওয়া হল। কি করতে হবে ওকে বলে দাও।" তারপর সে ফ্রোসিয়া বলে যাকে ডেকেছিল, তাকে দেখিয়ে পাভেলকে বলল, "ও এখানকার কাজকর্ম চালায়। কি করতে হবে তা ওই তোমাকে বলে দেবে।" বলেই জিনা ঘুরে চলে গেল খাবার হল-ঘরে।

"আচ্ছা।" মৃদু গলায় বলে পাভেল প্রশ্নভরা চোখে তাকাল ফ্রোসিয়ার দিকে। কপালের ঘাম মুছে ফ্রোসিয়া তাকে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখল—যেন যাচাই করে নিল মনে মনে। তারপর কনুয়ের ওপর ভাঁজ খুলে পরা জামার হাতাটা গুটিয়ে নিয়ে গভীর আর আশ্চর্যরকম মিষ্টি গলায় বলল, "কাজটা বিশেষ কিছু না, খোকা, কিন্তু খাটতে হবে তোমায় সমস্তক্ষণ। সকাল-বেলায় গরম করতে হবে ওই তামার পাত্তরটা, সমস্তক্ষণ গরম রাখতে হবে ওটাকে যাতে সবসময় ফুটন্ত জল পাওয়া যায়। তাছাড়া, কাঠ কেটে রাখতে হবে, 'সামোভার'গুলোরও তদ্বির করতে হবে। কাঁটাচামচ আর ছুরিগুলো

মাঝে মাঝে তোমায় ধুয়ে দিতে হবে, এঁটোকাটাগুলো পরিষ্কার করতে হবে। অনেককিছুই করতে হবে, খোকা।" ফ্রোসিয়ার উচ্চারণের ভঙ্গিটা কস্ত্রোমা অঞ্চলের লোকদের মতো, "ও"-কারগুলো টেনে-টানা। তার কথা বলার ভঙ্গি, গরমে লাল হয়ে ওঠা মুখ, ছোট বোঁচা-বোঁচা নাক পাভেলের ভালো লাগল। "দিব্যি মেয়েটি"—সিদ্ধান্ত করল মনে মনে। তারপর লজ্জা কাটিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল: "এখন কি করতে হবে আমায়, মাসি?"

এক দমক উচ্চকিত হাসি হেসে উঠল ডিশ্-ধোয়া মেয়েরা। "ও মা! ফ্রোসিয়া এক বোন-পো জুটিয়ে এনেছে, দ্যাখ্...।" সবচেয়ে বেশি কৌতুকের হাসি হাসল ফ্রোসিয়া নিজে। বাষ্পের ধোঁয়ায় পাভেল লক্ষ্য করে নি—ফ্রোসিয়া অল্পবয়সী মেয়ে—আঠারো বছরের বেশি তার বয়েস নয়। ঘাব্ড়ে গিয়ে পাভেল সেই ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল: "কি করতে হবে আমায় এখন?" ছেলেটা শুধু চুম্কুড়ি কাটল: "মাসি-কে জিজ্ঞেস করো, বলে দেবে সব। আমি চলি।" বলেই সাঁ করে বেরিয়ে গেল রান্না-ঘরের দিককার দরজাটা দিয়ে।

ডিশ্ ধুচ্ছিল যারা, তাদের মধ্যে একজন মধ্যবয়সী মেয়ে ডাক দিল, "এদিকে এসো, কাঁটাচামচগুলো মুছে ফেলতে হাত লাগাও।" অন্যদের ধমক দিয়ে বলল, "হাসাহাসি বন্ধ করো। এমন কিছু হাসির কথা বলে নি ছেলেটা। এই যে, এটা নাও"—পাভেলের দিকে একটা ডিশ-মোছার ছোট তোয়ালে এগিয়ে দিল সে। "একটা দিক দাঁতে চেপে অন্য দিকটা টান করে ধরো। এই নাও কাঁটাচামচটা, কাঁটার ফাঁকে তোয়ালেটা ঢুকিয়ে চালাচালি করে নাও। দেখো, যেন ময়লা-টয়লা লেগে না থাকে। এ ব্যাপারে এখানে এদের বড়ো কড়া নজর, খদ্দেররা সবসময় কাঁটাচামচগুলো পরখ করে দ্যাখে। এক কণা ময়লা পেলেই দারুণ গণ্ডগোল বাধাবে আর গিন্নি সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দেবে এক মুহূর্তে।"

"গিন্নি?" পাভেল প্রতিধ্বনি করল, "আমাকে কাজে লাগাল যে কর্তা, তাকেই তো মালিক বলে ভেবেছিলাম।"

হেসে উঠল মেয়েটা: "না রে খোকা, কর্তাটি শুধু ঘর-সাজানো আসবাব গোছের। আসল মালিক হলেন গিন্নিটি। আজ এখানে নেই। দু-দিন কাজ কর এখানে, নিজেই সব দেখতে পাবে।"

বাসন-ধোবার দরজাটা খুলে গেল। ময়লা ডিশে স্তূপীকৃত বারকোষগুলো নিয়ে তিনজন ওয়েটার ঢুকল। তাদের মধ্যে কাঁধ-চওড়া, ট্যারা-চোখ, চৌকষ আর ভারি-জোয়ান একজন বলল, "একটু তাড়াতাড়ি করো বরং। বারোটার গাড়ি যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে আর এদিকে তোমরা কি-না নিট্পিট্ লাগিয়েছ।" পাভেলকে দেখে জিজ্ঞেস করল, "এটি কে?"

"ও নতুন লাগল কাজে।" বলল ফ্রেসিয়া।

"নতুন কাজে লাগল বুঝি? বেশ, শোনো খোকা।" পাভেলের কাঁধে ভারি হাতটা দিয়ে তাকে সামোভারগুলোর দিকে ঠেলে নিয়ে এসে বলল, "এই দুটো যাতে সব সময় ফুটতে থাকে—সেদিকে লক্ষ্য রাখা তোমার কাজ। এই দ্যাখ, একটা গেছে নিভে, আরেকটাও নিভন্ত। আজকের মতো আর কিছু বলব না, কিন্তু কাল যদি ফের এরকমটা হয়, তাহলে একটি চড় খাবে, বুঝলে?"

একটাও কথা না বলে পাভেল সামোভারগুলো নিয়ে কাজে লেগে গেল। তার শ্রমজীবন আরম্ভ হল এই ভাবে। প্রথম এই কাজের দিনটির মতো

আর কোনদিন পাভ্‌কা এতো খাটেনি। এটুকু বুঝেছিল যে এটা বাড়ি নয় যেখানে মার কথা না শুনলেও পার পেয়ে যাবে। কথা-মতো কাজ না করলে কপালে যে দুঃখ আছে—সেটা ওই ট্যারা-চোখ ওয়েটারটা বেশ স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছিল।

চিম্‌নির মুখে উঁচু বুটজোড়ার একটা ধরে হাপরের মতো চালিয়ে দিল পাভেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই পেট-মোটা বড়ো বড়ো সামোভারগুলির মধ্যে থেকে আগুনের ফুল্‌কি ছিট্‌কে বেরুতে থাকল। ময়লা জলের পাত্রটা তুলে নিয়ে ছুটল জঞ্জাল জড়ো করার জায়গাটার দিকে। জল ফোটার পাত্রটার নিচে জ্বালানি কাঠ গুঁজে দিল। ডিশ-মোছার ভিজে তোয়ালেগুলো সামোভার-গুলোর গায়ে মেলে দিয়ে শুকিয়ে নিল। এক কথায় বলতে গেলে—যা যা করতে বলা হল, সবই করল। অনেক রাত্রে ক্লান্ত পাভেল ঢুকল গিয়ে রান্নাঘরে। তার পেছনে বন্ধ হয়ে আসা দরজাটার দিকে তাকিয়ে ডিশ্‌-ধোওয়া মেয়েদের মধ্যে সেই মধ্যবয়সী আনিসিয়া মন্তব্য করল, "অদ্ভুত ছেলেটা। পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে দ্যাখো। কাজের ছেলে বলেই ওকে কাজে লাগানো হয়েছে নিশ্চয়।"

"ভালো কাজ করছে," বলল ফ্রোসিয়া, "তাড়া দিতে হয় না।"

"শিগ্‌গিরই মিইয়ে আসবে", মত প্রকাশ করল লুশা, "প্রথম প্রথম সবাই খুব খাটে..."

একটা গোটা রাত্রি খাড়া দাঁড়িয়ে থাকার পর, পরের দিন সকাল সাতটায় অত্যন্ত ক্লান্ত দেহে পাভেল ফুটন্ত সামোভার-দুটো জিম্মা করে দিল তার জায়গায় যে-ছেলেটি কাজে এসেছে তাকে। গোলগাল-মুখ এই ছেলেটার চাউনিতে একটা বিশ্রি ভাব আছে। ফুটন্ত সামোভার-দুটোকে পরখ করে সব ঠিক আছে দেখে নিশ্চিত হবার পর সে তার পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে নিয়ে উপরওয়ালার অবজ্ঞা-মেশানো ভঙ্গিতে দাঁতের ফাঁকে থুথু ফেলল। বর্ণহীন চোখে পাভেলকে বিঁধে হুকুমের স্বরে বলল, "আচ্ছা, শোন হে পোঁটা-নাক ছোঁড়া, কাল ঠিক ছ'টায় কাজে হাজির থাকা চাই, বুঝলে?"

"ছটায় কেন?" জিজ্ঞেস করল পাভ্‌কা, "কাজের সময়-বদ্‌লি হয় তো সাতটায়, না-কি?"

"কাজ-বদ্‌লির সময় নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। ছ'টায় হাজির থাকবে। বেশি বক্‌বক্‌ করবি তো মুণ্ডুটা গুঁড়িয়ে দেব। আস্পদ্দা দ্যাখো না! আজই কাজে লেগে এর মধ্যেই কিনা ওস্তাদী মারতে এসেছে।"

ডিশ্‌-ধোওয়া মেয়েদের সবেমাত্র কাজের সময় শেষ হয়েছে, তারা কৌতুহলের সঙ্গে এই দুটি ছেলের মধ্যে কথাবার্তা শুনছিল। ওই ছেলেটার ধমক দেওয়া গলার স্বর আর ঝগড়াটে ধরনধারনে রেগে গেছে পাভেল। প্রতিপক্ষের দিকে এক-পা এগিয়ে এসে মুঠো পাকিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে, এমন সময়ে নতুন-পাওয়া চাকরিটা হারাবার ভয়ে থেমে গেল সে। রাগে মুখ কালো করে বলল, "বেশি চেঁচাস্‌ নে, থাম্‌। মুখ সাম্‌লে কথা বলবি, নইলে টের পাইয়ে দেব মজাটা। কাল সাতটায় আসব আমি, আর মনে রাখিস্‌—হাত চালাতে আমিও কম যাই না। দেখ্‌বি না-কি? আস্‌বি তো চলে আয়।"

পাভেলের ক্রুদ্ধ ভঙ্গি দেখে আশ্চর্য হয়ে তার প্রতিপক্ষ গুটিয়ে নিল

নিজেকে জল ফোটার পাত্রটার পেছনে। এতোটা শক্ত পাল্‌টা জবাব সে আশা করে নি। "আচ্ছা, দেখা যাবে!" বিড়বিড় করে বলল সে।

চাকরির প্রথম দিনটা ভালোয় ভালোয় কেটেছে। কাজের শেষে এই যে ছুটি, এর মধ্যে কোন ফাঁকি নেই—এরকম একটা মনোভাব নিয়েই পাভেল তাড়াতাড়ি চলেছে বাড়ির দিকে। এখন থেকে সেও তো শ্রমজীবী, কেউ আর তাকে পরগাছা বলে দোষ দিতে পারবে না।

কাঠ-চেরা-কারখানার এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো বাড়িটার ওপরে ইতিমধ্যেই সূর্য উঠে আসছে। একটু বাদেই লেস্‌চিন্‌স্কিদের বাগান-বাড়িটার পেছনে পাভেলদের ছোট্ট বাড়িটা দেখা দেবে।

"মা নিশ্চয়ই এইমাত্র উঠেছে, আর আমি এই কাজ সেরে বাড়ি ফিরছি"—ভাবতে ভাবতে আর শিষ্‌ দিতে দিতে জোরে পা চালাল পাভেলঃ "ইশ্‌কুল থেকে বের করে দেওয়াটা খুব মন্দ হয় নি দেখ্‌ছি। হতভাগা পাদ্রীটাতো এক মুহূর্ত শান্তি দিত না আমায়, চুলোয় যাক ব্যাটা এখন।" বাড়ি পেঁছে বেড়াটা খুলল পাভেলঃ "আর ওই গোলমুখোটা, ওর মুখে ঠিক ঝাড়ব একটা ঘুষি।"

আঙিনায় মা সামোভারটায় আগুন ধরাতে ব্যস্ত ছিল, পাভেলকে আসতে দেখে মুখ তুলে উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল, "কিরে, কেমন?"

"দিব্যি", বলল পাভেল।

মা আরও কি যেন বলতে যাচ্ছে, এমন সময় খোলা জানলাটা দিয়ে পাভেল তার দাদা আরটেম-এর চওড়া পিঠের দিকটা দেখতে পেল। "আরটেম এসেছে বুঝি?" ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

"হ্যাঁ, কাল রাতে এসেছে। ও থাকবে এখন এখানে। রেল-কারখানায় কাজ করবে।"

একটু ইতস্ততঃ করে সে সামনের দরজাটা খুলল। দরজার দিকে পেছন ফিরে টেবিলের ধারে বসে ছিল আরটেম, পাভেল ঢুকতে বিরাট দেহটা ঘুরিয়ে সে তার কালো ঘন ভুরুর নিচে দুই চোখের গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকাল পাভেলের দিকেঃ "এই যে, তামাকু-ছোঁড়া এসে গেছে। তারপর, চলছে কেমন?"

কথাবার্তাটা কোন্‌ দিকে মোড় নেবে আন্দাজ করে শঙ্কিত হয়ে উঠল পাভেল। "আরটেম সবই জেনে বসে আছে দেখছি", ভাবল মনে মনে, "দুর্ভোগ আছে দেখছি কপালে, কি আর করা যাবে!" কিন্তু আরটেমের বকাঝকা করার ইচ্ছে আছে বলে মনে হল না। টুলটার ওপরে বসে টেবিলে কনুইয়ের ভর রেখে পাভেলকে লক্ষ্য করতে লাগল কৌতুক আর বিদ্রূপ মেশানো চাউনিতেঃ "তাহলে, তুই তো পাশ করে বেরিয়ে এলি দেখছি ইউনিভার্সিটি থেকে, অ্যাঁ? এখন থেকে তাহলে এঁটোকাটা সাফ্‌ করা নিয়েই থাকবি, কি বল্‌?"

মেঝেয় একটা ফাটলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে একটা পেরেকের মাথা লক্ষ্য করতে থাকল পাভেল। টেবিল ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে আরটেম চলে গেল রান্নাঘরটায়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে পাভেল ভাবে, "যাক্‌, মারধোর করবে না বলেই মনে হচ্ছে।"

পরে চা খেতে খেতে আরটেম পাভেলকে ইশ্‌কুলের সমস্ত ঘটনাটা জিজ্ঞেস করল। য়া যা ঘটেছিল সবই বলল পাভেল। মা দুঃখিত ভাবে বলল, "বড়ো হয়ে যদি এমন বেয়াড়া হয়ে উঠিস, তাহলে কি হবে তোর? কি করব তোকে

নিয়ে? কার মতো যে হলি, তাই ভাবি! হায় ভগবান, কি ভোগানটাই না ভোগাচ্ছে আমায় ছেলেটা!" অভিযোগ করল মা।

খালি বাটিটা ঠেলে দিয়ে পাভেলের দিকে ফিরে বলল আরটেমঃ "আচ্ছা, শোনো ভাই। যা হয়ে গেছে তার আর কোন চারা নেই। কিন্তু এখন থেকে খেয়াল রেখো, ভালো করে কাজ করতে হবে। ওসব বাঁদ্রামি চলবে না। এখান থেকে যদি তাড়িয়ে দেয়, তাহলে ধোলাই দেব তোমায় একচোট—মনে থাকে যেন। মাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছ। সব সময় একটা গোলমাল পাকাতেই আছ দেখছি। ওসব আর চলবে না। এখানে বছরখানেক কাজ করা হলে পর চেষ্টা করব যাতে তোকে আমাদের ডিপোয় শিক্ষানবীশ হিসেবে নেওয়া হয়—জীবন-ভোর খাবার-দোকানের এ'টো-ময়লা পরিষ্কার করে তো আর চলবে না। একটা-কিছু কাজ শিখতে হবে। এখন তোর বয়েস খুব কম—দেখব বছরখানেক বাদে কি করা যায় না যায়। নিতেও পারে তোকে হয়তো। আমি তো এখন এখানেই কাজ করছি। মাকে আর কাজের জন্যে যেতে হবে না। যথেষ্ট খেটে মরেছে মা যতসব শুয়োরগুলোর জন্যে ঝি-গিরি করে। তোকে মানুষ হতে হবে, পাভ্কা—শুধু এইটে খেয়াল রাখিস।"

দাঁড়িয়ে উঠল আরটেম, তার বিরাট দেহটার তুলনায় ঘরের অন্য সব কিছুকে যেন নেহাৎ খাটো দেখাল। চেয়ারে ঝোলানো কোর্তাটা গায়ে দিয়ে মাকে বলল, "ঘণ্টাখানেকের জন্যে আমাকে একবার বেরুতে হবে।" একটু ঝুঁকে দরজাটা পেরিয়ে চলে গেল সে। জানলার পাশ দিয়ে বেড়ার কাছে যেতে যেতে ভেতরে তাকিয়ে পাভেলকে বলল, "এক জোড়া বুটজুতো আর একটা ছুরি এনেছি তোর জন্যে। মা তোকে দেবে এখন।"

স্টেশনের খাবার-দোকানটা দিনরাত্রি খোলা থাকে। ছ'টা আলাদা আলাদা রেল-লাইন এসে মিশেছে এই জংশনে, সর্বদাই লোকের ভিড়ে জমজমাট স্টেশনটা। কেবল রাত্রিবেলায় দুটো ট্রেন আসার ফাঁকে এক সময় দু-তিন ঘন্টার জন্যে জায়গাটা কিছুটা শান্ত হয়ে আসে। চতুর্দিকে শ' খানেক ট্রেন চলাচল করে এই স্টেশনের ওপর দিয়ে—যুদ্ধ-সীমান্তের একদিক থেকে অন্য-দিকে যায়, হাজার হাজার আহত আর পঙ্গু মানুষ ফিরিয়ে আনে, একঘেয়ে ধূসর সামরিক উর্দি-পরা নতুন নতুন মানুষের নিরবচ্ছিন্ন স্রোত বয়ে নিয়ে যায়।

দু-বছর কাজ করা হল এখানে পাভেলের—এই দু-বছরে সে বাসন-ধোবার ঘর আর রান্নাঘর ছাড়া আর কিছুই দেখেনি। নিচুতলার রান্নাঘরের এই গোটা কুড়ি কর্মী দমবন্ধ করে কাজ করে। খাবার ঘর আর রান্নাঘরের মধ্যে দশজন ওয়েটার অনবরত হুড়মুড়িয়ে যায় আর আসে।

পাভেল আট রুব্ল্ থেকে দশ রুব্ল্ পাচ্ছে এতদিনে। এই দু-বছরে সে লম্বায় আর চওড়ায় বেড়েছে, অনেক কিছু ঝক্কিও গেছে তার ওপর দিয়ে। ছ'মাস পাভেল রান্নাঘরের সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করেছে, কিন্তু তাকে আবার ফেরৎ পাঠানো হয় বাসন-ধোবার ঘরে। সর্বশক্তিমান বড়ো-রাঁধুনি তাকে অপছন্দ করে—কি জানি, বলা যায় না, বেশি বেশি ঘুষি-টুসি মারলে আবার

কখন হয়তো গোঁয়ার ছোঁড়াটা ছুরি-টুরি মেরে বসবে। সত্যিই পাভেলের দারুণ রাগী মেজাজের জন্যে তার চাকরিটা অনেক আগেই চলে যেত। যায়নি যে, সে শুধু ওর পরিশ্রম করার নিদারুণ ক্ষমতার জন্যেই। অন্য যে-কোন কর্মীর চেয়ে সে বেশি পরিশ্রম করতে পারে, ক্লান্ত বলে মনে হয় না কখনও। যে-সব সময়ে খাবার-ঘরে সবচেয়ে বেশি ভিড় জমে, ও তখন ডিশ্-ভর্তি বারকোষগুলো নিয়ে এক-এক লাফে চার-পাঁচটা সিঁড়ি পার হয়ে ঝড়ের বেগে ছুটোছুটি করে।

রাত্রিবেলায় যখন রেস্তোরাঁর হল-ঘর দুটোয় গোলমাল থেমে আসে, ওয়েটাররা তখন এসে জড়ো হয় রান্নাঘরের ভাঁড়ারগুলোয়। উন্দাম আর অবাধ তাস-বাজি শুরু হয়ে যায়। অনেক টাকার সব ব্যাংক-নোট হাত-বদল হতে দেখেছে পাভেল একাধিকবার। আশ্চর্য হয়নি সে এতটাকার ছড়াছড়ি দেখে। পাভেল জানে, প্রতি শিফ্ট্-এ এক-একজন ওয়েটার মোট তিরিশ থেকে চল্লিশ রুব্ল্ পায় বখ্শিষের এক রুব্ল্ আর আধ-রুব্ল্ মিলিয়ে। এই টাকাটা তারা পরে খরচ করে মদ খেয়ে আর জুয়ো খেলে। ঘৃণা করে এদের পাভেল।

"হতভাগা শুয়োর যত সব!" মনে মনে ভাবে সে, "আমাদের আরটেম —প্রথম শ্রেণীর ওস্তাদ কারিগর—সে কিনা সর্বসাকুল্যে পায় মাসে আটচল্লিশ রুব্ল্, আর আমি পাই দশ। আর এরা এই সব টাকাটা একদিনে খুইয়ে ফেলে। শুধু খাবারের থালাগুলো বয়ে নিয়ে যায় আর আসে—তাতেই এতো। তারপরে সবটা উড়োয় মদে আর তাসে।" পাভেলের কাছে তার মালিকদের মতোই এই ওয়েটাররাও এক ভিন্ন আর শত্রুভাবাপন্ন জগতের লোকঃ "এখানে তো এই শুয়োরগুলো হুজুরে-হাজির থাকে সব সময়, আর ওদিকে এদের বৌ-ছেলেপুলে শহরে চলা-ফেরা করে যেন কতই বড়োলোক।"

মাঝে মাঝে ওরা ওদের বৌদের আর ছেলেদের এখানে নিয়ে আসে। ছেলেদের গায়ে থাকে কেতাদুরস্ত ইশ্কুলের উর্দি পরা, বৌগুলো ওদের ভালো খায়দায়, তাই বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর কোমল-শরীর। "যে সব ভদ্দরলোকদের ওরা খাবার জোগান দেয়, তাদের চেয়ে এদের পয়সা বেশি—বাজি রেখে বলতে পারি", ভাবে পাভেল। রাত্রে রান্নাঘর কিংবা ভাঁড়ারঘরের অন্ধকার কোণে যে-সব ঘটনা ঘটে, তা দেখেও আর ছেলেটা ইদানিং মনে আঘাত পায় না। খুব ভালো করেই ও জানে যে ডিশ্ ধোবার কিংবা খদ্দেরদের মদ জোগাবার কাজে যেসব মেয়েরা আছে, তাদের বেশি দিন চাকরি থাকবে না যদি তারা এখানে যারা খবরদারি করে তাদের কাছে নিজেদের বিকিয়ে না দেয়।

যা-কিছু অনাবিষ্কৃত আর নতুন, তার দিকেই পাভেল সাগ্রহে এগিয়ে যায়। এখানে জীবনের গভীরতম তলদেশ পর্যন্ত সে একচোখ দেখে নিয়েছে, কুৎসিত যে-গর্তটার একেবারে শেষ প্রান্ত থেকে পাঁকে ভরা নর্দমার পচা ভ্যাপ্সা গন্ধের ঢেউ উঠে আসছে।

রেল-কারখানায় ভাইকে শিক্ষানবীশ হিসেবে ঢুকিয়ে নিতে পারেনি আরটেম। পনের বছরের কম বয়সী কাউকে সেখানে নেওয়া হয় না। কিন্তু পাভেল ওই কয়লার কালি-পড়া ইঁটের বাড়িটার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। কবে

যে এই খাবারের দোকানটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে তারই আশায় সে দিন গ্‌নছে। কারখানায় সে প্রায়ই গিয়ে আরটেমের সঙ্গে দেখা করে, তার সঙ্গে ঘ্‌রে ঘ্‌রে গাড়িগ্‌লো দেখে, পারলে তার কাজে সাহায্য করে।

ফ্রোসিয়া চলে যাবার পর থেকে তার বড়ো একা ঠেকে। হাসিখ্‌শি আর আম্‌দে এই মেয়েটা চলে যাবার পরে পাভেল আরও বেশি করে অন্‌ভব করেছে ফ্রোসিয়ার সঙ্গে তার বন্ধ্‌ত্বটা কতোখানি দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। আজকাল সকালে বাসন-ধোবার ঘরটায় এসে পাভেল সেখানে উদ্‌বাস্তু মেয়েগ্‌লির তীক্ষ্ণ গলার ঝগ্‌ড়া শোনে আর একটা একাকীত্ব আর শ্‌ন্যতার বোধ যেন তাকে কুরে কুরে খায়।

একদিন রাত্রে বয়লারে আগ্‌ন দিতে দিতে খোলা চুল্লিটার সামনে পাভেল বসে আছে শিখাগ্‌লির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে। উন্‌নের আঁচে বেশ আরাম পাচ্ছে। বাসন-ধোবার ঘরটায় সে একা। আপনার থেকেই ফ্রোসিয়ার কথা এসে গেল পাভেলের মনে। কিছ্‌দিন আগে দেখা একটা দৃশ্য ভেসে উঠল তার মনের পটে।

শনিবার রাত্রে কাজের বিরতির সময়ট্‌কুতে পাভেল রান্নাঘরের দিকে সিঁড়ি বেয়ে নামছে, এমন সময় কৌত্‌হলী হয়ে সে জ্বালানি কাঠের একটা স্ত্‌প বেয়ে উঠে নিচু তলার ভাঁড়ার ঘরটার দিকে তাকাল যেখানে জ্‌য়াড়ীরা সাধারণত জড়ো হয়। প্‌রোদমে খেলা চলেছে। জালিভানভ্‌ তখন বাজি জিতছে, উত্তেজনায় তার ম্‌খ লাল। ঠিক সেই সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ঘ্‌রে তাকিয়ে প্রোখোশ্‌কা-কে দেখে পাভেল সিঁড়ির নিচে সেঁদিয়ে গেল যাতে ও রান্নাঘরে ঢ্‌কে যায়। সিঁড়ির নিচে অন্ধকার, তাই প্রোখোশ্‌কা তাকে দেখতে পেল না। সিঁড়ির বাঁকটা সে যখন ঘ্‌রছে, তখন পাভেল তার চওড়া পিঠ আর বিরাট মাথাটা দেখতে পেল। ঠিক সেই সময়ে কে যেন হাল্‌কা পায়ে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওয়েটারটার পিছ্‌ পিছ্‌। একটা পরিচিত গলার ডাক শ্‌নতে পেল পাভেলঃ

"দাঁড়াও, প্রোখোশ্‌কা!"

প্রোখোশ্‌কা থেমে ঘ্‌রে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির ওপর-ম্‌খো তাকালঃ "কি চাই?" —খেঁকিয়ে উঠল সে।

পায়ের শব্দটা নেমে আসতেই ফ্রোসিয়াকে দেখা গেল। ওয়েটারটার হাত চেপে ধরল সে। ভাঙা আর র্‌দ্ধস্বরে বলল, "লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ তোমায় যে টাকাটা দিয়েছে, সেটা কই, প্রোখোশ্‌কা?"

হাতটা ছিনিয়ে নিয়ে প্রোখোশ্‌কা বলল, "কিসের টাকা? তোমাকে তো দিয়েছি টাকাটা, না-কি দিই-নি?" তীক্ষ্ণ আর ভয়ংকর তার গলার স্বর।

"কিন্তু ও তো তোমাকে তিন-শো র্‌ব্‌ল্‌ দিয়েছিল," চাপা-কান্নায় ভেঙে পড়ল ফ্রোসিয়ার গলা।

"তাই না-কি? তিন-শো!" নাক সিঁটকে বিদ্রূপ করল প্রোখোশ্‌কা, "সবটাই পেতে চাও, অ্যাঁ? ডিশ্‌-ধোনেওয়ালীর পক্ষে বড্ড বেশি আশা করা হয়ে যাচ্ছে না-কি, স্‌ন্দরী? ওই পঞ্চাশ যা দিয়েছি, তাই যথেষ্ট। তোমার চেয়ে ঢের ভালো দেখতে—এমন কি লেখাপড়া-জানা মেয়েরাও—অতো পায় না। যা পেয়েছ তাতেই তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এক রাত্তিরের জন্যে প্‌রো

পঞ্চাশ রুব্‌ল্‌ তো খাসা! আচ্ছা, আরও দশ দিচ্ছি।—যাক্‌ গে, না হয় কুড়িই হল। বোকা না হও তো এমনি আরও রোজগার করতে পারবে। আমি সাহায্য করব।” বলেই প্রোখোশ্‌কা পাক খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল রান্নাঘরটায়।

“বদ্‌মাইশ্‌! শুয়োর!” চিৎকার করে উঠল ফ্রোসিয়া তার উদ্দেশ্যে। কাঠের স্তূপে ঠেস দিয়ে জ্বালাধরা কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

কাঠের পাঁজার ওপরে ফ্রোসিয়া পাগলের মতো মাথা ঠুকছে—সিঁড়ির নিচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখতে দেখতে পাভেল যে কি আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। কিন্তু নিজেকে দেখতে দেয় নি পাভেল। শুধু তার আঙুলগুলো খিল্‌-ধরে-যাওয়া মুঠোয় চেপে চেপে ধরেছিল সিঁড়ির পাশের লোহার শিকগুলো।

“ওরা তাহলে ফ্রোসিয়াকেও বেচেছে! ফ্রোসিয়া...”

প্রোখোশ্‌কার প্রতি ঘৃণা আরও বেশি জ্বালা ধরিয়ে দিল পাভেলের মনে। লোকটার সব কিছু অত্যন্ত ঘৃণ্য আর ন্যক্কারজনক। “মেরে খুন করতাম শয়তানটাকে যদি আমার গায়ে তেমন জোর থাকত! আহা, কেন আমি আরটেমের মতো লম্বা-চওড়া আর জোয়ান হলাম না!”

বয়লারের নিচে আগুনের শিখা জ্বলে জ্বলে মিইয়ে এল, তাদের লাল জিভ্‌গুলো কেঁপে কেঁপে পরস্পরের গায়ে পাক খেয়ে খেয়ে লম্বা আর নীল্‌চে একটা সর্পিল আকার নিতে থাকল। পাভেলের মনে হল যেন কোন ক্ষুদে শয়তানের বাচ্চা তার দিকে জিভ্‌ বের করে ভেংচি কেটে বিদ্রূপ করছে। নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে ঘরটা। শুধু আগুনে কাঠ ফাটার শব্দ উঠছে মাঝে মাঝে আর কলটার মুখে জল পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায় একটা মাপা সময়ের ব্যবধানে।

চক্‌চকে করে মাজা শেষ পাত্রটা ক্লিম্‌কা তাকের ওপর রেখে হাত দুটো মুছল। আর কেউ নেই রান্নাঘরে। এই সময়টায় যে-রাঁধুনির হাজিরা রাখার কথা, সে আর তার সহকারী খদ্দেরের পোশাক রাখার ঘরটায় ঘুমুচ্ছে। রাত্রির তিন ঘণ্টার শান্তি নেমেছে রান্নাঘরটায়। এই সময়টুকু ক্লিম্‌কা রোজ ওপর-তলায় পাভেলের সঙ্গে কাটায়। রান্নাঘরের ফাইফরমাস-খাটা এই কিশোরটির সঙ্গে কালো-চোখ ওই বয়লার-বর্‌দার ছেলেটির একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। ওপরে এসে ক্লিম্‌কা দেখে, মুখ-খোলা চুল্লিটার সামনে বসে আছে পাভেল। দেয়ালের গায়ে তার পরিচিত ঝাঁক্‌ড়া-চুলো দেহের ছায়াটা পড়তে দেখে পাভেল তার দিকে না ফিরেই বলল, “বোস্‌, ক্লিম্‌কা।”

হেসে বলল ক্লিম্‌কা “কপালের লিখন পড়ছিস্‌ বুঝি আগুনে?”

আগুন-শিখার হিস্‌হিসে জিভ্‌গুলোর দিকে আট্‌কে-যাওয়া দৃষ্টিকে ছিনিয়ে এনে ক্লিম্‌কার দিকে তাকাল পাভেল—বড়ো বড়ো চক্‌চকে তার চোখ দু-টোয় উপ্‌ছে উঠেছে এক অব্যক্ত বেদনা। ক্লিম্‌কা তার বন্ধুকে এত বিষণ্ণ আর কোন দিন দেখে নি।

“কি হয়েছে তোর আজ, পাভেল?” একটু থেমে জিজ্ঞেস করল সে, “ঘটেছে নাকি কিছু?”

পাভেল উঠে এসে বসল ক্লিম্‌কার পাশে। নিচু গলায় বলল, “ঘটে নি কিছু। এখানে আমার পক্ষে টেঁকা খুব কঠিন, ক্লিম্‌কা।” হাঁটুর ওপরে রাখা তার হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে এল।

"কি হয়েছে আজ তোর?" কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে পীড়াপীড়ি করতে লাগল ক্লিম্‌কা।

"আজই শুধু? এ কাজে ঢোকার পর থেকে বরাবরই আমার এই রকম লাগছে। কী জায়গা! ঘোড়ার মতো খাটি, আর ভালো কথার বদলে পাই ঘুষি—যে-কেউ ধরে তোকে মার লাগাতে পারে, কিন্তু তোর হয়ে কথাটি বলার কেউ নেই। মালিকরা আমাদের ভাড়া নেয় তাদের কাজ করে দেবার জন্যে, কিন্তু গায়ে যার জোর আছে তারই অধিকার আছে আমাদের ধরে পেটাবার। ছুটোছুটি করে মরে গেলেও সবাইকে খুশি করা যাবে না কিছুতেই, আর যাদের খুশি করতে পারবে না, তাদের হাতে মার খেতেই হবে সব সময়। যাতে কেউ তোমার কাজে খুঁত ধরতে না পারে তার জন্যে যতোই চেষ্টা করো না কেন, সবাইকে তো আর এক সঙ্গে খাবার এনে দেওয়া সম্ভব নয়। আর, একজনের বেলায় দেরি হলেই গর্দানের ওপর এসে পড়বে একটি ঘুষি..."

"চেঁচাস্‌নে অমন করে", ভয় পেয়ে বাধা দিয়ে উঠল ক্লিম্‌কা "কেউ এসে পড়লে শুনে ফেলবে।"

লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল পাভেল।

"শুনুক গে, আমি ছেড়ে তো দেবই কাজটা। এখানে আটকে থাকার চেয়ে বরং রাস্তায় বরফ সাফ্‌ করব সেও ভাল।...যত সব জোচ্চোরের আস্তানা। কি টাকাটা করেছে এরা একবার দ্যাখ্‌! আমাদের সঙ্গে তো এমন ব্যবহার করে যেন আমরা নেহাতই নোংরা জিনিস, আর মেয়েগুলোকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করে। যারা ভাল মেয়ে তারা যদি এদের খুশি মতো না চলে, তাহলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দেয় আর তাদের জায়গায় কাজে নেয় উপোসী উদ্বাস্তু মেয়েদের যাদের আর কোথাও যাবার জায়গা নেই। এ ধরনের মেয়েরা যা-হোক করে থেকে যায় কারণ এখানে অন্তত তারা দুটো খেতে পায় আর এদের অবস্থা এতোই খারাপ যে এরা একটুকরা রুটির জন্যে সব কিছুই করতে পারে।"

এমন আবেগের সঙ্গে পাভেল কথাগুলি বলে গেল যে ক্লিম্‌কা তাড়াতাড়ি উঠে রান্নাঘরের দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিল—পাছে কেউ কথাগুলো শুনে ফেলে এই ভয়ে। পাভেল তার মনের ছাপিয়ে ওঠা সমস্ত তিক্ততা ঢেলে দিয়ে বলে চলে "আর ক্লিম্‌কা, তুই তো সমস্ত মার পড়ে পড়ে পিঠ পেতে নিস। কখনো মুখ খুলিস্‌ না কেন?"

টেবিলের কাছে একটা টুলের ওপর বসে পড়ল পাভেল, হাতের তেলোয় মাথাটা রাখল ক্লান্ত ভাবে। আগুনে কিছু কাঠ গুঁজে দিয়ে ক্লিম্‌কাও বসল টেবিলটার পাশে।

"আজ পড়বি না?" জিজ্ঞেস করল সে পাভেলকে।

"কিছু পড়বার নেই," বলল পাভেল, "বইয়ের দোকানটা বন্ধ।"

"আজকে বন্ধ কেন?" একটু অবাক হল ক্লিম্‌কা।

"পুলিস ধরে নিয়ে গেছে বইওয়ালাকে। কি যেন পেয়েছে তার কাছে।" বলল পাভেল।

"ধরে নিয়ে গেছে? কেন?"

"লোকে তো বলছে রাজনীতি করার জন্যে।"

কথাটার মানে বুঝতে না পেরে ক্লিম্‌কা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল পাভেলের

দিকে। "রাজনীতি? সে আবার কি?"

কাঁধ ঝাঁকুনি দিল পাভেল, "কি তা শয়তানই জানে! লোকে তো বলে, জারের বিরুদ্ধে গেলেই নাকি রাজনীতি করা হয়।"

চোখের দৃষ্টি কেঁপে গেল ক্লিম্‌কার, "সে রকম কোন কাজ করে নাকি লোকে?"

"কি জানি" বলল পাভেল।

দরজাটা খুলে গেল, বাসন-ধোবার ঘরে ঢুকল প্লাশা, ঘুমের ঘোরে তার চোখ দুটো ফোলা-ফোলা।

"ঘুমোস্ নি কেন তোরা দুটিতে? ট্রেনটা আসার আগে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নেবার সময়। একটু বরং জিরিয়ে নে পাভ্‌কা। আমি ততক্ষণ বয়লারটা দেখব এখন।"

পাভেল যা ভেবেছিল তার আগেই তাকে চাকরিটা ছাড়তে হল। আর এমন ভাবে যে ছাড়তে হবে তাও সে ভাবে নি।

একদিন বরফ-ঝরা জানুআরির সকালে পাভেল তার কাজের শিফ্‌ট্ শেষ করে বাড়ি যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, কিন্তু দেখা গেল যে-ছেলেটি এসে তার কাজের ভার নেবে সে তখনও আসে নি। মালিকের গিন্নির কাছে গিয়ে পাভেল জানাল, সেই ছেলেটি আসুক বা না আসুক, পাভেল চলে যাচ্ছে। কিন্তু গিন্নি শুনবে না সে কথা। কাজ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর উপায় রইল না—যদিও পুরো একটা দিন-রাত্রির কাজের শেষে সে একেবারে শ্রান্ত। সন্ধ্যের দিকে পাভেল যেন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চায়। রাত্রিতে কাজের অবসর সময়টুকুতে তার বয়লারগুলো ভর্তি করে রাখার কথা—যাতে তিনটের ট্রেন আসার সময়ে সেগুলো ফুটন্ত অবস্থায় এসে যায়।

কলের মুখটা খুলে দিল পাভেল, কিন্তু জল নেই; বোঝা গেল পাম্প্ চলছে না। কলের মুখটা খোলা রেখে কাঠের ঢিবির ওপর সে শুলো একটু; কিন্তু ক্লান্তির কাছে হার মানতে হল—অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল পাভেল।

কয়েক মিনিট পরেই কলের মুখে হিস্ হিস্ শব্দে জল এসে গেল, কুল্-কুল্ শব্দে পড়তে লাগল বয়লারটায়, ভর্তি হয়ে উপছে উঠে ছড়িয়ে পড়ল বাসন-ধোবার ঘরের টাইল-করা মেঝেটায়। সাধারণত এ সময়ে এই ঘরটা ফাঁকা থাকে। জল ঝরে পড়তে পড়তে গোটা ঘরের মেঝেটা ভর্তি হয়ে উপ্‌ছে উঠে দরজাটার ফাঁক দিয়ে রেস্তোরাঁর ভেতরে এসে পড়ল। ঘুমে ঝিমন্ত ট্রেন-যাত্রীদের প্যাঁটরা-থলি-পুঁটুলির নিচে জল জমে উঠল। কিন্তু মেঝের ওপর শুয়ে থাকা একজন যাত্রীর গায়ে জল না লাগা পর্যন্ত কেউ তা লক্ষ্য করেনি। চেঁচিয়ে লাফিয়ে উঠল লোকটি। ছোটাছুটি পড়ে গেল জিনিসপত্রগুলো সাম্‌লাবার জন্যে, শুরু হয়ে গেল দারুণ গোলমাল।

আর, জল ঝরে পড়তেই থাকল সমস্তক্ষণ।

দু-নম্বর হল-ঘরটায় প্রোখোশ্‌কা টেবিলগুলো পরিষ্কার করছিল। গণ্ড-গোল শুনে ছুটে এল সে। জল-জমে-ওঠা জায়গাগুলো লাফিয়ে পার হয়ে

দরজাটার ওপর পড়ে প্রচণ্ড ধাক্কায় খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে জমে-ওঠা জলের রাশি ধারাবেগে এসে পড়ল হল-ঘরে। শুরু হয়ে গেল আরও বেশি চেঁচামেচি। ডিউটিরত ওয়েটাররা ছুটে এল বাসন-ধোবার ঘরটায়। প্রোখোশ্‌কা ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘুমন্ত পাভেলের ওপর।

ঘুষির ওপর ঘুষি এসে পড়ল ছেলেটার মাথায়, অভিভূত করে দিল তাকে।

তখনও আধা-ঘুমন্ত পাভেল, বুঝতেই পারেনি কি ঘটল ব্যাপারটা। চোখের সামনে ধাঁধাঁ লাগানো কতকগুলো বিদ্যুতের চমক আর সমস্ত দেহে নিদারুণ যন্ত্রণার খোঁচা—শুধু এইটুকুর চেতনা তার ছিল।

এতো প্রচণ্ড মার খেয়েছে পাভেল যে সে কোনরকমে নিজেকে টেনে নিয়ে এল বাড়িতে।

সকাল বেলায় ভ্রূকুটি-গম্ভীর মুখে আরটেম তার ভাইকে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছিল।

সবই বলল পাভেল।

"কে মেরেছিল তোকে?" শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল আরটেম।

"প্রোখোশ্‌কা।"

"ঠিক আছে। এখন শুয়ে থাক্ চুপ করে।"

আর কোন কথা না বলে আরটেম বেরিয়ে গেল তার কোর্তাটা টেনে নিয়ে।

ডিশ্‌-ধোওয়া-মেয়েদের একজনকে সে জিজ্ঞেস করল এসে, "ওয়েটার প্রোখোর-কে কোথায় পেতে পারি?" মজুরের পোশাক-পরা সামনে দাঁড়ানো অচেনা লোকটার দিকে তাকিয়ে গ্লাশা বলল, "এখুনি সে এসে যাবে এখানে।"

দরজার চৌকাঠে তার বিরাট দেহের ভর রেখে দাঁড়িয়ে রইল লোকটা—"ঠিক আছে। আমি অপেক্ষা করছি।"

একটা বারকোষের ওপর ডিশের পাহাড় নিয়ে দরজাটা পায়ের ধাক্কায় খুলে প্রোখোর বাসন-ধোবার ঘরটায় ঢুকল। মাথা নেড়ে গ্লাশা বলল, "এই যে সে।"

এক পা এগিয়ে এসে প্রোখোর-এর কাঁধে ভারি হাত দুটো রেখে আরটেম সোজা তার চোখে চোখ রাখল।

"আমার ভাই পাভ্‌কা-কে মেরেছ কেন?"

ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁধটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল প্রোখোর, কিন্তু প্রচণ্ড একটা ঘুষি খেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ল সে মেঝের ওপর; উঠবার চেষ্টা করতেই আরও ভীষণ আরেকটা ঘুষি তাকে যেন গেঁথে দিল মেঝের সঙ্গে। আতঙ্ক-গ্রস্ত ডিশ্‌-ধোওয়া-মেয়েরা ছুটোছুটি আরম্ভ করল চারদিকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে আরটেম বেরিয়ে এল।

চিৎপাত হয়ে পড়ে রইল প্রোখোশ্‌কা মেঝের ওপর, থেঁৎলে যাওয়া মুখখানা দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে।

সেদিন সন্ধ্যেয় রেল-কারখানা থেকে বাড়ি ফিরল না আরটেম। মা জানতে পারল, তাকে পুলিসে আট্‌কেছে।

ছ-দিন পরে গভীর রাত্রে ফিরে এল আরটেম—মা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। পাভেল উঠে বসেছে বিছানায়। তার কাছে এসে আরটেম শান্ত গলায় বলল, "আগের চেয়ে ভাল মনে হচ্ছে তো? আরও খারাপের দিকে যেতে পারত।"

তারপরে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে বলল, "যাক্ গে, তুই বিজ্লি-কারখানায় কাজ করতে যাবি। আমি ওদের বলে রেখেছি তোর কথা। সত্যিকারের একটা কাজ শিখ্বি তুই ওখানে।"

আরটেমের বলিষ্ঠ হাতখানা পাভেল তার দু-হাতে চেপে ধরল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঘূর্ণি-হাওয়ার মতো সেই আশ্চর্য খবরটা ছড়িয়ে পড়ল এই ছোট্ট শহরটায়ঃ "জার-কে উৎখাত করা হয়েছে!"

শহরের লোকে বিশ্বাস করতে চাইল না কথাটা।

তুষার-ঝরে-পড়া ঝড়ের মধ্যে গুঁড়ি মেরে একটা ট্রেন এসে থামল স্টেশনে আর তার ভেতর থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে এল দু-জন ছাত্র। তাদের পরনে সামরিক লম্বা-কোট, কাঁধে ঝোলানো রাইফেল, সঙ্গে একদল বিদ্রোহী সৈন্য, তাদের বাহুতে লাল ফিতে বাঁধা। তারা স্টেশনের পুলিসদের, স্থানীয় রক্ষী-বাহিনীর বড়কর্তাকে আর একজন বৃদ্ধ কর্নেলকে গ্রেপ্তার করল। এবারে খবরটায় বিশ্বাস হল শহরবাসীদের। হাজারে হাজারে তারা বরফ-জমা রাস্তা বেয়ে এসে জমা হল শহরের ময়দানে।

আগে যে-সব কথা তারা কখনও শোনে নি সেই সব কথা তারা বুঁদ হয়ে শুনলঃ স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব।

কয়েকটা উদ্দাম দিন কেটে গেল—উত্তেজনা আর আনন্দে ভরা দিন। তার-পরে একটা ঝিমিয়ে পড়া ভাব এসে গেল। শুধু যেখানে মেন্‌শেভিকরা আর তাদের দলের সহযোগীরা এসে ঘাঁটি গেড়েছিল, সেই টাউন-হলের মাথায় উড়ন্ত লাল নিশানটা পরিবর্তনটুকু মনে করিয়ে দিতে লাগল। আর সব কিছুই যেমনটি ছিল তেমনিই থাকল।

শীতের শেষ দিকে অশ্বারোহী পাহারাদার-ফৌজের একটা পল্টনকে শহরে মোতায়েন করা হল। সকালের দিকে তারা দলে দলে ভাগ হয়ে সারি বেঁধে বেরিয়ে পড়ল রেল-স্টেশনের দিকে—যারা দক্ষিণ-পশ্চিম যুদ্ধসীমান্ত থেকে পালিয়ে লুকিয়ে ফিরছে তাদের খুঁজে বের করার জন্যে।

এই পল্টনের সৈন্যরা সব বিরাট-দেহ, মেদবহুল লোক, মুখ দেখে বোঝা যায় এরা ভাল খায়-দায়। এদের অফিসারদের বেশির ভাগই রাজারাজ্‌ড়া-জমিদার। কাঁধে তাদের সোনালি চামর আর পায়ের বন্ধনীতে রুপোর কাজ —ঠিক জারের সময়ে যেমনটি ছিল। যেন দুনিয়ার কোথাও কোন বিপ্লব হয় নি।

পাভেল, ক্লিম্‌কা আর সার্জি ব্রুঝাক্‌-এর পক্ষে কিন্তু কিছুই অদলবদল হয় নি। ওপরওয়ালারা ঠিকই আছে। নভেম্বর থেকে অসাধারণ কিছু কিছু ঘটনা ঘটতে থাকল। নতুন ধরনের একদল লোক দেখা দিল স্টেশনে, কিছু কিছু

নতুন ব্যবস্থার কাজে নামল তারা। এদের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়তে থাকল যাদের একটা বড় অংশ যুদ্ধক্ষেত্রের একেবারে সামনের সারির লোক। "বলশেভিক" —এই অদ্ভুত নামে তাদের পরিচয়। কেউ জানে না কোথা থেকে এই কঠিন আর ভারি কথাটা এসেছে।

পাহারাদার-ফৌজের লোকদের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসা সৈন্যদের আট্‌কানোর ব্যাপারটা ক্রমশঃই বেশি করে কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। রাইফেলের দুম্‌দাম্‌ আর কাচ ভেঙে পড়ার ঝন্‌ঝনানি স্টেশনের দিকে ক্রমশই বেশি করে শোনা যেতে লাগল। যুদ্ধসীমান্ত থেকে দল বেঁধে লোক আসছে আর আটক করলেই তারাও বেয়নেট নিয়ে লড়ছে। ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে তারা আসতে লাগল ট্রেন-বোঝাই হয়ে। পাহারাদার-সৈন্যেরা তোড়জোড় করে স্টেশনে আসে যুদ্ধসীমান্ত-ফির্‌তি সৈন্যদের রুখবার জন্যে, আর মেশিনগানের গুলিতে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। রেলগাড়ির কামরা থেকে যারা ঝাঁকে ঝাঁকে নামে, মরা তাদের গা-সহা। ধূসর কোট-পরা যুদ্ধক্ষেত্রের সামনের সারির লোক যারা, তারা পাহারাদার-ফৌজকে তাড়িয়ে দিল শহরের মধ্যে। তারপরে ফিরে এল স্টেশনে, যে যার গন্তব্যের দিকে রওনা হল ট্রেনের পর ট্রেন ভর্তি হয়ে।

১৯১৮-এর বসন্তকালে একদিন তিনটি কিশোর সার্জি ব্রুঝাক্‌দের বাড়ি থেকে তাস খেলে ফিরবার পথে কোর্‌চাগিন্‌-দের বাগানে ঢুকে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। বড় এক-ঘেয়ে লাগছে তাদের। সাধারণত তারা সময় কাটানোর জন্যে যা যা করে, তার সবই এক-ঘেয়ে হয়ে গেছে। তাই দিনটা কাটানোর জন্যে নতুন ধরনের কোন উত্তেজনার সন্ধানে যখন তারা ভীষণভাবে মাথা ঘামাতে শুরু করেছে, ঠিক সেই সময়ে পেছনে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল তারা। রাস্তা বেয়ে একজন ঘোড়সওয়ারকে আসতে দেখা গেল। রাস্তা আর বাগানের নিচু বেড়ার মাঝখানকার খানাটাকে এক লাফে পার হয়ে এল ঘোড়াটা। পাভেল আর ক্লিমকার দিকে চাবুকটা নেড়ে সওয়ারটি বলল, "এই খোকারা, এদিকে এসো তো একটু!"

লাফিয়ে উঠে দৌড়ে এল পাভেল আর ক্লিম বেড়াটার কাছে। ধুলোয় ভরে গেছে ঘোড়সওয়ারের শরীর। মাথার পেছন দিকে ঠেলে দেওয়া তার টুপির ওপরে, খাকি কোর্তায় আর পায়ের বন্ধনীতে পুরু ধুলোর স্তর জমেছে। তার ভারি ফৌজি-কোমরবন্ধনীটায় ঝুলছে একটা রিভলভার আর দুটো জার্মান হাত-বোমা।

"একটু খাবার জল জোগাড় করে দিতে পার, খোকারা?" জিজ্ঞেস করল ঘোড়সওয়ার। পাভেল বাড়ির ভেতরে ছুটে গেল জল আনবার জন্যে। সার্জি তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সেদিকে ফিরে ঘোড়সওয়ার বলল, "তোমাদের শহরে এখন কর্তা কে বল দেখি খোকা?"

এক নিঃশ্বাসে সার্জি সমস্ত স্থানীয় খবর বলে গেল এই আগন্তুকটিকেঃ "দু-সপ্তাহ ধরে এখানে কোন কর্তা নেই। রক্ষীফৌজই এখন এখানকার সরকার। বাসিন্দারা সবাই দলে দলে ভাগ হয়ে রাত্রে ঘুরে ঘুরে শহর পাহারা দেয়। আচ্ছা, আপনি কে?" পাল্টা জিজ্ঞেস করল সার্জি।

হাসল ঘোড়সওয়ারটিঃ "বেশি জেনে ফেললে আবার তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাবে, জানো তো?"

বেরিয়ে এল পাভেল এক মগ জল নিয়ে। তৃষ্ণার্ত ভঙ্গিতে ঘোড়সওয়ার এক চুমুকে খালি করে দিল মগটা। তারপর ঘোড়ার রাশে ঝাঁকুনি দিয়ে সে দ্রুত বেরিয়ে গেল পাইন বনের দিকে।

"কে লোকটা?" পাভেল জিজ্ঞেস করল ক্লিমকাকে।

ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে সে বলল, "কি করে জানব?"

"মনে হচ্ছে কর্তৃত্বের বদল হবে ফের। সেইজন্যেই তো লেসচিন্‌স্কিরা কাল শহর ছেড়ে গেছে। বড়লোকরা পালাচ্ছে, তার মানেই পার্টিসান্‌-রা আসছে।" ঘোষণা করল সার্জি রাজনীতিক প্রশ্নটাকে দৃঢ়ভাবে ফয়সালা করে দিয়ে একটা শেষ সিদ্ধান্ত দেবার ভঙ্গিতে। তার কথার যুক্তিটা এতই নিশ্চিত রকমের প্রমাণ-নির্ভর যে পাভেল আর ক্লিম তার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ একমত হল।

এরা কথাটার আলোচনা শেষ করার আগেই বড় রাস্তা থেকে একদল ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এল। তিনজনেই ছুটে ফিরে এল বেড়াটার দিকে।

বন-পাহারাদারের কুঁড়ে-ঘরটা গাছের ফাঁকে কোনক্রমে দেখতে পাওয়া যায়। তারই মাথার ওপর দিয়ে এরা দেখতে পেল—বন থেকে বেরিয়ে আসছে গাড়ি-ঘোড়া আর লোকজন। বড় রাস্তার ওপরে আরও কাছাকাছি পিঠের দিকে আড়াআড়ি রাইফেল ঝোলানো জন-পনেরো ঘোড়সওয়ার। তাদের সামনে ঘোড়ায় চড়ে আসছে একজন বয়স্ক লোক, গায়ে খাকি কোর্তা, অফিসারের কোমরবন্ধনী আর বুকের ওপর ঝোলানো সামরিক দূরবীণ। তারই পাশে সেই লোকটি যার সঙ্গে এই ছেলেরা এইমাত্র কথা বলেছে। বয়স্ক লোকটির বুকের ওপর একটা লাল ফিতে পরানো।

"কি বলেছিলাম তখন?" সার্জি পাভেলের পাঁজরায় কনুয়ের ঠেলা দিয়ে বলল, "দেখেছিস লাল ফিতেটা? পার্টিসান্‌ ওরা! না হয় তো কি বলেছি..." আর আনন্দে চেঁচাতে চেঁচাতে বেড়া ডিঙিয়ে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ল সে। বাকি দু-জন তাকে অনুসরণ করল আর সবাই মিলে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে এগিয়ে আসা ঘোড়সওয়ারদের দিকে তাকিয়ে রইল। সওয়াররা যখন বেশ কাছাকাছি এসে গেছে, তখন যাকে তারা আগে দেখেছিল সেই লোকটি ওদের দিকে মাথা নেড়ে হাতের চাবুকটা দিয়ে লেস্‌চিন্‌স্কিদের বাড়িটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ওখানে কে থাকে?"

সওয়ারের পাশাপাশি থাকার চেষ্টায় পাভেল ছুট্‌তে ছুট্‌তে বলল, "উকিল লেস্‌চিন্‌স্কি। কাল পালিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই আপনাদের ভয়ে..."

"কি করে জানলে আমরা কে?" হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল বয়স্ক লোকটি।

"ওই তো, ওটা কি?" লাল ফিতেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল পাভেল, "সবাই বলতে পারে..."

লোকজন বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়, কৌতুহলী চোখে তাকিয়ে রইল শহরে ঢোকা এই ফৌজীদলটার দিকে। এই তিনটি কিশোর-বন্ধুও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল এই ধুলো-মাখা ক্লান্ত লাল-ফৌজের দলটাকে এগিয়ে যেতে। আর,

তারপরে যখন রাস্তার খোয়া-নুড়ির ওপর দিয়ে ফৌজীদলটির একমাত্র কামান আর মেশিনগান বয়ে-নিয়ে-যাওয়া গাড়িগুলো শব্দ তুলে চলে গেল, ছেলেরা তখন পার্টিসানদের পিছু ধরল। দলটি যতক্ষণ পর্যন্ত না শহরের মাঝখানটায় এসে থেমে তাদের ঘাঁটি গাড়া আরম্ভ করল, ততক্ষণ পর্যন্ত এরা কেউ বাড়ি ফিরল না।

সেই দিন সন্ধ্যেবেলায় লেস্‌চিন্‌স্কিদের প্রশস্ত বসার ঘরে ভারি আর পায়া-খোদাই টেবিলের চারধারে চার জন লোক বসেছিলঃ ফৌজীদলের অধিনায়ক কমরেড বুল্‌গাকভ—বয়স্ক, চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে, এবং দলের অধিনায়কত্বে যাঁরা আছেন তাঁদের তিনজন। যে অঞ্চলটা তাঁদের শাসনাধীনে, সেই অঞ্চলের একটা ম্যাপ টেবিলের ওপর বিছিয়ে নিয়ে তার ওপর দিয়ে আঙুল চালনা করছিলেন বুল্‌গাকভ্‌। "তুমি বলছ, আমাদের এই জায়গাটায় একটা লড়াইয়ের ঘাঁটি গাড়া উচিত, কমরেড ইয়েরমাচেন্‌কো," চোয়ালের হাড় উঁচু আর শক্ত দাঁতওয়ালা যে লোকটি সামনে বসেছিল, তাকে উদ্দেশ করে বললেন বুল্‌গাকভ্‌, "কিন্তু আমার তো মনে হয়, সকালেই আমাদের রওনা দেওয়া দরকার। আরও ভাল হত যদি রাত্রেই চলা শুরু করা যেত, কিন্তু আমাদের সৈন্যদের খানিকটা বিশ্রাম দরকার। কাজাতিন-এ জার্মানরা আসার আগেই সেখানে সরে আসাটা হচ্ছে আমাদের কাজ। আমাদের যা সামর্থ্য আছে, তাই নিয়ে শত্রুকে রুখতে যাওয়াটা হাস্যকর হবে। একটা কামান আর ত্রিশ রাউন্ড গোলা, দু-শো পদাতিক সৈন্য আর ষাটজন ঘোড়সওয়ার। জার্মানরা যখন ইস্পাতের বন্যার মতো এগিয়ে আসছে, তখন এটাকে খুব একটা জোরদার সামরিক শক্তি নিশ্চয়ই বলা চলে না। লাল ফৌজের অন্য সব হঠে-আসা দলগুলির সঙ্গে যোগ দিতে না পারা পর্যন্ত আমরা লড়াইয়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারব না। তাছাড়া, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, কমরেড, যে জার্মানরা ছাড়াও আমাদের পথের ওপর অসংখ্য প্রতিবিপ্লবী ফৌজীদলের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। আমি প্রস্তাব করছি, সকালে প্রথমে স্টেশনের ওপারে রেল-সাঁকোটাকে উড়িয়ে দিয়ে আমরা সরে আসব। ওটা মেরামত করে নিতে জার্মানদের দু-তিন দিন লাগবে। ইতিমধ্যে রেলপথ ধরে তাদের এগিয়ে আসাটা রোখা যাবে। কি বল তোমরা, কমরেড? আমাদেরকেই ঠিক করতে হবে..." টেবিলের চার পাশে তিনি অন্যদের দিকে তাকালেন।

বুল্‌গাকভের উল্টোদিকে বসেছিল স্ত্রুঝ্‌কভ্‌। ঠোঁটটা চেটে নিয়ে সে প্রথমে ম্যাপটার দিকে, তারপরে বুল্‌গাকভের দিকে তাকাল। শেষে বলল, "আমি বুল্‌গাকভের সঙ্গে একমত।" এদের মধ্যে সবচেয়ে অল্পবয়সী যে মজুরের কোর্তা-পরা লোকটি, সেও সমর্থন জানালঃ "বুলগাকভ ঠিক বলেছেন।"

কিন্তু ইয়েরমাচেন্‌কো—যে কয়েক ঘন্টা আগে পাভেলদের সঙ্গে কথা কয়েছিল—সে মাথা নাড়লঃ "তাহলে আমরা এই ফৌজীদলটাকে জড়ো করতে গিয়েছিলাম কোন্‌ আক্কেলে? লড়াই না করেই জার্মানদের সামনে থেকে সরে আসার জন্যে? আমি যতদূর বুঝেছি, এইখানেই আমাদের লড়াইয়ের ঘাঁটি গাড়তে হবে। পিছু হট্‌তে হট্‌তে তো একেবারে মিইয়ে গেছি। আমার ওপরে যদি ভার থাকত, তাহলে আমি নিশ্চয়ই এখানেই ওদের সঙ্গে লড়তাম..."

চেয়ারটা পেছন দিকে সজোরে ঠেলে দিয়ে সে দাঁড়িয়ে উঠে ঘরে পায়চারি শুরু করল।

কথাটাকে অনুমোদন না করে বুল্‌গাকভ তাকালেন তার দিকেঃ "আমাদের মাথা খাটাতে হবে, ইয়েরমাচেন্‌কো। যে-লড়াইয়ে আমরা মার খেয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বাধ্য, সে রকম কোন লড়াইয়ের মধ্যে আমাদের লোকজনকে ঠেলে দিতে পারি না আমরা। হাস্যকর ব্যাপার হবে সেটা। আমাদের ঠিক পেছনেই রয়েছে ভারি ভারি কামান আর সাঁজোয়া-গাড়িতে সুসজ্জিত একটা পুরো বাহিনী...ইশ্‌কুলের ছেলেদের মতো বাহাদুরি করার সময় এটা নয়, কমরেড ইয়েরমাচেন্‌কো।" অন্যদের দিকে তাকিয়ে তিনি বলে যেতে লাগলেন, "তাহলে তাই ঠিক হল, আমরা কাল সকালে এখান থেকে সরে যাচ্ছি... আচ্ছা, এখন পরের প্রশ্নটায় আসা যাক—যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারটা কি করা যায়"—বলে যেতে লাগলেন বুল্‌গাকভ্‌—"আমরাই শেষ দল যারা জায়গাটা ছেড়ে যাচ্ছে, সুতরাং জার্মান সৈন্যসারির পেছনে কাজ চালানোটাকে সংগঠিত করা আমাদেরই কাজ। মস্তবড়ো একটা রেল-জংশন এটা, দুটো স্টেশন আছে শহরটায় রেলপথের ওপর কাজ চালাবার জন্যে একজন নির্ভরযোগ্য কমরেড আমাদের দেখে নিতেই হবে। কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে এখানে কাকে রেখে যাওয়া যায় সেটা আমাদের এখনই ঠিক করতে হবে। তোমাদের মনে আসছে কারুর কথা?"

ইয়েরমাচেন্‌কো টেবিলটার দিকে আসতে আসতে বলল, "আমার মনে হয়, নৌবাহিনীর ফিয়োদর ঝুখরাই-এর এখানে থাকা উচিত। প্রথমত, সে স্থানীয় লোক। দ্বিতীয়ত, সে ফিটার-মিস্ত্রি, স্টেশনে কাজ জুটিয়ে নিতে পারবে একটা। আমাদের সৈন্যদলের সঙ্গে কেউ তাকে দেখে নি—আজ রাত্রের আগে সে এখানে আসছে না। কাঁধের ওপর মাথাটা তার দিব্যি খোলসা, সে ঠিক-মতো কাজ চালিয়ে যাবে। আমার মনে হয়, সে এই কাজের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত লোক।"

মাথা নাড়লেন বুল্‌গাকভ্‌ঃ "ঠিক। আমি তোমার সঙ্গে একমত। কোন আপত্তি নেই তো অন্য কমরেডদের?" অন্যদের দিকে তাকালেন তিনি, "নেই তাহলে। আচ্ছা, এ সম্বন্ধে তাহলে তাই ঠিক হল। ঝুখ্‌রাই-এর কাছে আমরা তার কাজের জন্যে লাগতে পারে এমন কিছু টাকা আর পরিচয়পত্র ইত্যাদি দিয়ে দেব।... আচ্ছা, এবারে তাহলে তৃতীয় আর শেষ আলোচনাটা। এই শহরে জমা করে রাখা হাতিয়ারগুলো সম্বন্ধে। কুড়ি হাজার রাইফেলের বেশ বড়ো রকম একটা স্তূপ জমা আছে এই শহরে জারের সময়কার যুদ্ধের আমল থেকে। সবাই ভুলে গেছে ব্যাপারটা। এক চাষীর চালাঘরে পাঁজা হয়ে আছে। খবরটা জানলাম সেই চালার মালিকের কাছ থেকে, সে তো ওগুলোর হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে ব্যস্ত। আমরা তো ওগুলো জার্মানদের জন্যে ফেলে যেতে পারি না। আমার মতে এখনই ওগুলো পুড়িয়ে ফেলা উচিত যাতে সকালের মধ্যেই ব্যাপারটা চুকে যায়। শুধু একটা মুশ্‌কিল আছে— আশেপাশের কুঁড়ে ঘরগুলিতে আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে। শহরের বাইরের সীমানায় গরীব চাষীরা থাকে।"

স্ত্রুঝ্‌কভ নড়ে চড়ে বসল তার চেয়ারে। গড়নটা তার লম্বা-চওড়া আর

ভারি, মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়ি বেশ কয়েকদিন ক্ষুরের স্পর্শ পায় নি। "পোড়াবে কেন রাইফেলগুলো? আমার মনে হয়, শহরের লোকদের মধ্যে বিলি করে দেওয়াই তো ভালো।"

বুল্‌গাকভ্ তাড়াতাড়ি মুখ ফেরালেন তার দিকেঃ "বিলি করে দিতে বলছ?"

"চমৎকার প্রস্তাব!" উৎসাহের সঙ্গে সায় দিল ইয়েরমাচেন্‌কো। "মজুরদের, আর অন্য যারা যারা চায়, তাদের দিয়ে দাও ওগুলো। অন্তত জার্মানরা যখন জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে, তখন পাল্টা মার দেবার মতো কিছু একটা হাতে থাকবে। ওরা তো সবচেয়ে খারাপ অবস্থা করে ছাড়বেই। তারপরে যখন ব্যাপারটা বেশ পাকিয়ে উঠবে, তখন লোকে ভরসা করবে হাতিয়ারগুলোর ওপর। স্ত্রুঝকভ্ ঠিক বলেছেঃ রাইফেলগুলো বিলি করেই দিতে হবে। কিছু রাইফেল গ্রামের দিকে নিয়ে গেলেও মন্দ হয় না। চাষীরা লুকিয়ে রাখবে আর জার্মানরা যখন সৈন্যদের জন্যে সব কিছু নিয়ে নিতে থাকবে তখন রাইফেলগুলো কাজে লাগবে।"

চুমকুড়ি কাটলেন বুল্‌গাকভ্ঃ "তা ঠিক। কিন্তু জার্মানরা নিশ্চয়ই অস্ত্রশস্ত্র জমা দিতে বলবে, আর সবাই তখন হুকুম মানবে।"

"সবাই না," প্রতিবাদ করল ইয়েরমাচেন্‌কো, "কিছু লোকে মানবে, কিন্তু বাকি লোকে মানবে না।"

সপ্রশ্ন চোখে বুল্‌গাকভ্ টেবিলের চারপাশে লোকদের দিকে তাকালেন। "আমি রাইফেলগুলি বিলি করে দেওয়ার পক্ষে," অল্পবয়সী মজুরটি ইয়েরমাচেন্‌কো আর স্ত্রুঝকভকে সমর্থন করল।

"আচ্ছা, তাহলে তাই ঠিক হল" মত দিলেন বুল্‌গাকভ্। চেয়ার থেকে উঠে বললেন, "এখনকার মতো তাহলে এই। সকাল পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম করতে পারি। ঝুখ্‌রাই এলে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও, তার সঙ্গে কিছু কথা আছে। ইয়েরমাচেন্‌কো, তুমি বরং সান্ত্রীদের পাহারার জায়গাগুলো একবার তদ্বির করে এসো।"

আর সবাই চলে যাবার পর বুল্‌গাকভ্ পাশের শোবার ঘরে গিয়ে গদিটার ওপরে জোব্বাটা বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন।

পরের দিন সকালে পাভেল বাড়ি ফিরছিল বিজলি-সরবরাহের কারখানা থেকে। সেখানে সে আজ বছর খানেক হল কাজ করছে চুল্লিতে যারা কয়লা জোগান দেয় তাদের একজন সাহায্যকারী হিসেবে।

রাস্তায় পড়েই সে দেখতে পেল, শহর জুড়ে একটা অসাধারণ উত্তেজনা। যতই এগুতে থাকে ততই বেশি বেশি লোক দেখতে পায়, প্রত্যেকের কাঁধে একটা, দুটো, কখনও তিনটে করে রাইফেল। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে যত তাড়াতাড়ি পারে বাড়ি চলে এল সে। লেস্‌চিন্‌স্কিদের বাগানবাড়িটার সামনে পাভেল তার আগের দিনের পরিচিত ফৌজী-লোকজনদের দেখতে পেল।

ছুটে বাড়ির মধ্যে গিয়ে পাভেল তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে নিল। আরটেম

তখনও বাড়ি আসে নি—মার কাছ থেকে শুনেই আবার ছুটে বেরিয়ে গিয়ে সার্জি ব্রুঝাক্-এর সঙ্গে দেখা করতে এল। সে থাকে শহরের আরেক প্রান্তে। সার্জির বাবা ইঞ্জিন-ড্রাইভারের একজন সাহায্যকারী। নিজের ছোট্ট বাড়ি আর এক ফালি জমি আছে। সার্জি বাড়ি নেই। মোটাসোটা ফ্যাকাশে-মুখ তার মা পাভেলের দিকে অপ্রসন্ন চোখে তাকালঃ "শয়তান জানে গেছে কোথায়! সকালে উঠেই ছুটে বেরিয়ে গেল যেন ভূতে পেয়েছে। বলে গেল, কোথায় যেন রাইফেল বিলি করছে। ওইখানেই গেছে বলে মনে হচ্ছে। তোদের এই নাক দিয়ে জল-পড়া লড়্নেওয়ালাদের একচোট ধরে মার দেওয়া দরকার—একেবারেই বয়ে গেছিস তোরা। নেংটি পরা ছাড়তে না ছাড়তেই একেবারে বন্দুক ধরবার জন্যে ছুটেছিস। হারামজাদাটাকে বলে দিস, এ বাড়িতে যদি একটাও কার্তুজ এনে ঢোকায় তাহলে আমি ওকে জ্যান্ত ধরে চামড়া ছাড়িয়ে নেব। কে জানে কি বয়ে আনবে বাড়িতে আর আমাকে তখন তার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। তুইও চলেছিস সেখানে, না কি?"

কিন্তু সার্জির মায়ের অনর্গল কথা বলা শেষ হবার আগেই পাভেল ছুট্ লাগিয়েছে রাস্তা বেয়ে। বড় রাস্তার ওপর দুই কাঁধে দুই রাইফেল ঝোলানো একটা লোকের সঙ্গে তার দেখা। ছুটে গেল পাভেল তার কাছেঃ "কোথায় পেলেন এগুলো, হাঁ কাকা?"

"ওই ভের্কোভিনার দিকে বিলি করে দিচ্ছে ওরা।"

যত তাড়াতাড়ি পারে ছুটে চলল পাভেল। দুটো রাস্তার পরেই সে ধাক্কা খেল একটি ছেলের সঙ্গে—বেয়নেট আঁটা একটা ভারি পদাতিকবাহিনীর রাইফেল টেনে নিয়ে চলেছে ছেলেটি। পাভেল থামাল তাকেঃ "কোথায় পেলে বন্দুকটা?"

"ফৌজের সৈন্যেরা এগুলো দিয়ে দিচ্ছে সবাইকে—ওইখানে, ইশ্কুলের সামনে। কিন্তু আর তো নেই। সব খতম। সারারাত্রি ধরে বিলি হয়েছে। এখন শুধু খালি বাক্সোগুলো পড়ে রয়েছে। এই আমার আরেকটা হল" —গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করল ছেলেটি।

অত্যন্ত দমে গেল পাভেল খবরটা শুনে। "হায়রে কপাল! সরাসরি ওখানে গেলেই পারতাম"—নিজের ওপর ভারি রাগ হল তারঃ "এমনভাবে সুযোগটা বেমক্কা ফস্কে গেল শেষ পর্যন্ত আমারই দোষে।"

হঠাৎ একটা ফন্দি এসে গেল তার মাথায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে দু-তিন লাফে সে এগিয়ে যাওয়া ছেলেটিকে ধরে ফেলল, এক টানে ছিনিয়ে নিল রাইফেলটা তার হাত থেকে।

"তোমার একটাই যথেষ্ট। এটা আমার।" এমন স্বরে সে বলল কথাটা যার আর কোন প্রতিবাদ নেই।

উন্মুক্ত দিবালোকে এই রাহাজানির ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হয়ে ছেলেটি ছুটে এল পাভেলের দিকে। কিন্তু সে একলাফে পিছিয়ে এসে বেয়নেটটা উঁচিয়ে ধরল তার প্রতিপক্ষের দিকে। "দেখিস, নইলে জখম হবি"—চেঁচিয়ে উঠল পাভেল। প্রচণ্ড ক্ষোভে কেঁদে ফেলল ছেলেটি, অসহায় ক্রোধে গাল দিতে দিতে ছুটে পালাল। নিজের ওপর ভারি খুশি হয়ে বাড়ির দিকে পা চালাল পাভেল। এক লাফে বেড়া ডিঙিয়ে ছুটে ঢুকল চালাঘরটায়, চালার নিচে আড়কাঠের

ওপর জোগাড়-করা জিনিসটিকে রেখে খুশিতে শিষ্ দিতে দিতে বাড়ির ভেতরে ঢুকল।

ইউক্রেনে গরমকালের এই বিকেলগুলি অতি সুন্দর। শেপেতোভ্কার মতো ইউক্রেনের এইসব ছোট শহরগুলোর প্রান্তসীমাটা গ্রামের সঙ্গেই মেলে বেশি। সেখানে এই সব শান্ত গ্রীষ্মসন্ধ্যা সমস্ত অল্পবয়সীদের টেনে আনে বাইরে। জোড়ায় জোড়ায়, দলে দলে তাদের দেখতে পাওয়া যাবে বারান্দায়, বাড়ির সামনে ছোট ছোট বাগানগুলিতে, কিংবা রাস্তার পাশে জড়ো করা কাঠের স্তূপের ওপর বসে থাকতে। সন্ধ্যার নিস্তব্ধতায় তাদের খুশি-ভরা হাসি আর গানের প্রতিধ্বনি ওঠে। ফুলের গন্ধে ভারি বাতাস কেঁপে কেঁপে যায়। আকাশের গভীরে তারাগুলি সূচীমুখের মতো সূক্ষ্ম অস্পষ্টতায় জলু জ্বল্ করে, আর দূর থেকে দূরান্তরে ভেসে যায় গলার স্বর...

পাভেল তার অ্যাকর্ডিয়ন বাজনাটিকে ভালবাসে গভীরভাবে। মিষ্টি সুরে ভরা এই যন্ত্রটিকে সে তার কোলের ওপর সযত্নে রেখে ডবল-সারি চাবিগুলোর ওপরে আল্তোভাবে তার আঙুলগুলি দ্রুত চালিয়ে দেয়। খাদের সুরে একটা দীর্ঘশ্বাস আর এক দমক মন-নাচানো সুরঝঙ্কার বেরিয়ে আসে...

বাজ্নাটির ভাঁজ-করা হাপর ক্রমান্বয়ে খুলে গিয়ে আর বন্ধ হয়ে গিয়ে যখন খুশির আমেজ-ভরা সুর বের করতে থাকে, তখন কি আর চুপ করে থাকা যায়! জানতে পারার আগেই পা দুটি সুরের গভীরতর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ওঠে। বেঁচে থাকার মধ্যে কি আনন্দ!

আজকের সন্ধ্যেটা একটু বিশেষ আনন্দের। পাভেলদের বাড়ির বাইরে একটা কাঠের স্তূপের ওপরে ভিড় জমিয়ে তুলেছে আমুদে একদল তরুণ। এদের মধ্যে সবচেয়ে খুশিতে উচ্ছল গালোশ্কা—পাভেলদের পাশের বাড়ির রাজমিস্ত্রির মেয়ে। ছেলেদের সঙ্গে নাচতে আর গাইতে ভালো লাগে গালোশ্কার। তার গলার স্বর গভীর, মসৃণ আর চড়া। গালোশ্কাকে একটু ভয় করে চলে পাভেল, কারণ বড়ো মুখরা মেয়েটা। পাভেলের পাশে বসে দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে আনন্দের হাসি হাসছিল গালোশ্কা।

"কি আশ্চর্য মানুষ হয়ে যাও তুমি ওই বাজনাটা বাজাবার সময়!" বলল গালোশ্কা, "বড্ড ছোট তুমি—এই যা আফশোষ, নইলে দিব্যি বর হতে পারতে তুমি আমার! অ্যাকর্ডিয়ন বাজানেওয়ালা ছেলেদের ভারি ভালবাসি আমি, মনটা একেবারে গলে যায় আমার।"

চুলের গোড়া পর্যন্ত লাল হয়ে গেল পাভেলের—ভাগ্যিস অন্ধকার হয়ে এসেছে, তাই কেউ দেখতে পেল না সেটা। প্রগল্ভা মেয়েটির কাছ থেকে একটু সরে বসল সে, কিন্তু জাপ্টে ধরে রইল সে পাভেলকে। হাসতে হাসতে বলল, "ওগো পালিয়ে যেও না আমায় ছেড়ে। তুমি যে আমার বড্ডো ভাল-বাসার মানুষ।" তার উন্নত বুকের স্পর্শ লাগল পাভেলের কাঁধে, কেমন যেন একটা অদ্ভুত নাড়া খেল পাভেলের মন নিজের অজ্ঞাতেই, আর অন্য সকলের উচ্চকিত হাসি মেঠো-পথের অভ্যস্ত নিস্তব্ধতাকে ভেঙেচুরে দিল। গালোশ্কার কাঁধে আস্তে একটু ধাক্কা দিয়ে পাভেল বলল, "সরে বোসো।

বাজাবার জায়গা নেই।" ফলে আরেক দমক হাসি, কৌতুক আর ঠাট্টার হুল্লোড় উঠল।

পাভেলের উদ্ধারে এগিয়ে এল মারুসিয়াঃ "করুণ সুরের কিছু একটা বাজাও, পাভেল, মনের তারে মোচড় লাগাবার মতো কিছু একটা।"

ধীরে ধীরে ভাঁজ ছড়ালো হাপরটা, চাবিগুলোকে সযত্নে আদর করে গেল পাভেলের আঙুল, আর একটা পরিচিত প্রিয় গানের সুরে ভরে উঠল বাতাস। গালিনাই প্রথম গলা মেলালো, তারপরে মারুসিয়া, তারপরে আর সবাইঃ

কুটির-কোণে বিহানবেলায় জুটল যত নেয়ে,
বিধুর মোরা মধুর সেই ব্যথার গান গেয়ে...

তরুণ গাইয়েদের কেঁপে কেঁপে ওঠা কচি তাজা গলার স্বর ভেসে ভেসে গেল দূর বনপ্রান্ত পর্যন্ত।

"পাভ্‌কা!" —আরটেমের গলার ডাক।

বাজনার হাপরটা চেপে বন্ধ করে পাভেল বাঁধনগুলো আটকে দিলঃ "আমাকে ডাকছে ওরা। আমি চলি।"

মারুসিয়া তাকে টেনে বসাবার চেষ্টা করলঃ "আর একটু বাজাও না! এত তাড়া কিসের?"

কিন্তু বাধা মানল না পাভেলঃ "না। কাল আবার গান-বাজনা হবে, এখন যেতে হবে আমাকে। ডাকছে আরটেম।" বলেই সে রাস্তাটা ছুটে পার হয়ে সামনে বাড়িতে ঢুকল।

দরজাটা খুলতেই আরটেম ছাড়া আরও দু-জন মানুষকে ঘরে দেখতে পেল সেঃ রোমান—আরটেমের এক বন্ধু, অন্যজন অপরিচিত। একটা টেবিলের ধারে বসে ছিল তারা।

"ডেকেছ আমাকে?" জিজ্ঞেস করল পাভেল।

তার দিকে মাথা নেড়ে অপরিচিত মানুষটিকে বলল আরটেম, "এই সেই আমার ভাই যার কথা বলছিলাম।" অপরিচিত মানুষটি তার দিকে গিঁটেপড়া হাত বাড়িয়ে দিল।

"শোন্ পাভ্‌কা," আরটেম বলল তার ভাইকে, "বিজলী-কারখানার ইলেক্‌ট্রিশিয়ান-এর অসুখ করেছে বলেছিলি। তার জায়গায় কোন ভাল লোক পেলে ওরা নেবে কি না, সেটা তুই কাল খোঁজ নিবি—এটা করতে হবে তোকে। যদি নেয়, তাহলে জানাবি আমাদের।"

অপরিচিত মানুষটি বাধা দিয়ে বলল, "না, তা করার দরকার নেই। আমিই বরং কাল ওর সঙ্গে গিয়ে মালিকের সঙ্গে নিজে কথা বলব।"

"ওরা লোক চায় তো বটেই। স্তান্‌কোভিচ্‌-এর জ্বর হয়েছে বলেই তো আজ বিজলী-কারখানায় কোন কাজ হয় নি। মালিক দু-বার দেখতে এসেছিল —স্তান্‌কোভিচ্‌-এর জায়গায় কাজ করতে পারে এমন একজনের খোঁজে ঢুঁড়ে বেরিয়েছে সে, কাউকে পায় নি। মোটে একজন কয়লা-জোগানদারকে নিয়ে মেশিন চালাতে সে ভরসা পায় নি। ইলেক্‌ট্রিশিয়ানের টাইফয়েড হয়েছে।"

"তাহলে তো ঠিক আছে," বলল অপরিচিত লোকটি, "আমি কাল তোমায় ডেকে নিয়ে একসঙ্গে যাব ওখানে।" পাভেলকে উদ্দেশ করে বলল সে।

"বেশ।" পাভেলের দৃষ্টি পড়ল অপরিচিত মানুষটির শান্ত ধূসর চোখের দিকে। সে এতক্ষণ পাভেলকে খুঁটিয়ে দেখছিল। দৃঢ় আর অচঞ্চল এই চাউনির সামনে একটু অস্বস্তি বোধ করছিল পাভেল। আগন্তুকের গায়ে ধূসর রঙের একটা কোর্তা, ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত বোতাম লাগানো। জামাটা যে তার গায়ে বেশ একটু আঁটসাঁট হয়েছে, সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়—কারণ, তার চওড়া বলিষ্ঠ পিঠের দিকে সেলাইটায় রীতিমতো টান পড়েছে। পেশীবহুল, ষাঁড়ের মতো গলাটায় তার মাথা আর ঘাড় জোড়া পড়েছে। লোকটার সমস্ত শরীরে পুরনো ওক্-গাছের দৃঢ় বলিষ্ঠতার আভাস। আরটেম তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে শুভেচ্ছা আর বিদায় জানিয়ে এসে পাভেলকে বলল, "কাল তুই এই ঝুখ্রাইকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কাজে ঢুকিয়ে নিবি!"

লাল ফৌজের বাহিনীটা চলে যাবার তিনদিন পরে জার্মানরা শহরে ঢুকল। তাদের আসার খবরটা ঘোষণা করা হল স্টেশনের একটা ট্রেনের সিটি বাজিয়ে। স্টেশনটা ইদানিং রীতিমতো জনহীন হয়ে গেছে। শহরে বিদ্যুতের মত খবর ছড়িয়ে পড়ল, "জার্মানরা আসছে!" খোঁচা খাওয়া পিঁপড়ের ঢিবির মতো চঞ্চল হয়ে উঠল শহরটা। শহরবাসীরা যদিও কিছুদিন থেকে জানত জার্মানদের আসার কথা, তবু তারা কেমন যেন কথাটা ঠিক পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি। শেষ পর্যন্ত এই ভয়ংকর জার্মানরা শুধু যে কাছাকাছি এসে গেছে তাই নয়, বাস্তবিকপক্ষে তারা এখানে, এই শহরের মধ্যে চলে এসেছে। বাড়ির সামনে বাগানের বেড়া আর দরমার দরজার রক্ষাব্যূহের মধ্যে শহরবাসীরা আশ্রয় নিল, রাস্তায় বেরুতে ভয় পেল তারা।

একজনার পেছনে আর একজন—এইভাবে বড় রাস্তার দু-পাশে দুই সারি বেঁধে জার্মানরা ঢুকল। জলপাই-রঙের মেটে-সবুজ সামরিক উর্দি তাদের, গুলি চালাবার জন্যে তৈরি রাইফেল বাগিয়ে চলেছে। চওড়া ছুরির মতো বেয়নেট গোঁজা তাদের রাইফেলের ডগায়, মাথায় ভারি হেল্মেট, পিঠে বাঁধা বিরাট বোঁচকা। স্টেশন থেকে শহরে ঢুকছে তারা এক অফুরন্ত ধারায়—সন্তর্পণে, যে-কোনো মুহূর্তে আক্রমণকে রুখবার জন্যে তৈরি হয়ে—যদিও তাদের আক্রমণ করার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি।

সামনে চলেছে লম্বা লম্বা পা ফেলে দুজন অফিসার, হাতে তাদের সামরিক মোজার-বন্দুক। রাস্তার মাঝখানে চলেছে তাদের দোভাষী। স্থানীয় লোকটা জার্মানদের অধীনে সার্জেন্ট-মেজর, গায়ে একটা নীল ইউক্রেনীয় কোট, মাথায় লম্বা পশমের টুপি। শহরের মাঝখানে ময়দানটায় সারবন্দি হয়ে দাঁড়াল জার্মানরা। দামামা বেজে উঠল। শহরবাসীদের মধ্যে যারা একটু বেশি সাহসী, তাদের একটা ছোট ভিড় জমে উঠল। জার্মান শাসন-কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ সেই ইউক্রেনীয় কোট-পরা দোভাষীটি ডাক্তারখানার উঁচু বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে উঠে জার্মান অধিনায়ক মেজর কর্ফ-এর একটা হুকুমনামা চেঁচিয়ে পড়ে শোনাল সবাইকেঃ

॥ ১ ॥

এতদ্দ্বারা আমি আদেশ জারি করিতেছিঃ
এই শহরের সমস্ত অধিবাসীকে চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে তাহাদের নিজের নিজের আগ্নেয়াস্ত্র বা অনুরূপ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সমস্তই জমা দিতে হইবে। এই আদেশ অমান্যের শাস্তি—গুলিতে মৃত্যু।

॥ ২ ॥

এতদ্দ্বারা শহরে সামরিক আইন জারি করা হইল এবং শহরের অধিবাসীদিগকে রাত্রি আটটার পর রাস্তায় বাহির হইতে নিষেধ করা যাইতেছে।

মেজর কর্ফ্, শহরের অধিনায়ক।

আগে যে বাড়িটা পৌরশাসনসভা ব্যবহার করত এবং বিপ্লবের পরে যেটা শ্রমিক-প্রতিনিধি-সংস্থার কার্যালয় হয়েছিল, জার্মান বাহিনীর অধিনায়কেরা সেইখানে ঘাঁটি গাড়ল। দেউড়িতে একজন শান্ত্রী খাড়া হল—বিরাট একটা রাজকীয় ইগল-শোভিত কুচকাওয়াজের শিরস্ত্রাণ তার মাথায়। নাগরিকরা যেসব অস্ত্রশস্ত্র জমা দেবে, তার জন্যে গুদামের জায়গা ওই বাড়িটারই পেছনের আঙিনায়।

গুলি করে মারার শাসানিতে ভয় পেয়ে শহরবাসীরা সারাদিন ধরে অস্ত্রশস্ত্র এনে জমা দিতে লাগল। বড়োরা দেখা দিল না, কিশোর আর বালকরা নিয়ে এল হাতিয়ারগুলো। কাউকে আটকাল না জার্মানরা। যারা সশরীরে আসতে চাইল না, তারা রাত্রে অস্ত্রগুলো পথের ওপর ফেলে রেখে গেল। সকালে জার্মান চৌকিদাররা সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে একটা সামরিক ঠেলাগাড়িতে জড়ো করে অধিনায়কের দপ্তরে পৌঁছে দিল।

বেলা একটায় অস্ত্রশস্ত্র জমা দেবার চব্বিশ ঘন্টা সময় শেষ হবার পর জার্মান সৈন্যরা তাদের সংগৃহীত মালের হিসেব নিতে বসলঃ চোদ্দ হাজার রাইফেল। তার মানে আরও ছ-হাজার জমা পড়ে নি। যে ব্যাপক খানাতল্লাশী তারা চালাল, তাতে ফল পাওয়া গেল অতি সামান্যই।

পরের দিন ভোরবেলায় যে-দুজন রেলশ্রমিকের বাড়িতে লুকানো রাইফেল খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, তাদের শহরের বাইরে ইহুদিদের পুরনো গোরস্থানে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মারা হল।

অধিনায়কের হুকুম শুনেই আরটেম ছুটে বাড়ি আসছিল। পাভেলকে আঙিনায় দেখে তার কাঁধে হাত রেখে শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে সে জিজ্ঞেস করল, "হাতিয়ার কিছু এনেছিলি না-কি বাড়িতে?"

রাইফেলের কথা মোটেই বলার ইচ্ছে ছিল না পাভেলের, কিন্তু দাদার কাছে মিথ্যা বলতে পারল না সে। সোজাসুজি বলল সব কথা। দুজনে মিলে তারা এল সেই চালাঘরটায়। আড়কাঠের ওপর লুকানো জায়গাটা থেকে রাইফেলটা নামিয়ে নিয়ে আরটেম সেটার বল্টু আর বেয়নেট খুলে ফেলল, নলটা ধরে তার

সমস্ত শক্তি দিয়ে একটা আছাড় মারল বেড়ার একটা খুঁটির ওপর—চুরমার হয়ে গেল বাঁটটা। রাইফেলটার বাকি অংশটুকু বাগানের ওপারে একটা পোড়ো জমিতে ছুঁড়ে দিয়ে আরটেম বেয়নেট আর বল্টুটা পায়খানার গর্তে ফেলে দিল।

কাজটা শেষ হলে আরটেম তার ভাইয়ের দিকে ফিরলঃ "তুই আর কচি খোকাটি নোস্, পাভ্কা। বন্দুক নিয়ে খেলা করা চলে না তাও তোর জানা উচিত। এরকম কোন কিছু খবরদার আনবি না বাড়িতে—ভয়ানক জরুরী কথা এটা। ইদানিং এ ধরনের ব্যাপারে প্রাণ পর্যন্ত দিতে হতে পারে। আর, ওসব চালাকি-টালাকি করবি না কক্ষণো—কারণ ওরকম কোন জিনিস যদি তুই বাড়িতে নিয়ে আসিস আর ওরা সেটা ধরে ফেলে, তাহলে প্রথমেই আমাকে গুলি করে মারবে। তোর মতো বাচ্চাকে তো ওরা ছোঁবে না। ভয়ানক সাংঘাতিক দিনকাল—বুঝলি তো!"

পাভেল প্রতিজ্ঞা করল।

দুই ভাই যখন আঙিনা পার হয়ে বাড়ি ঢুকছে, তখন লেস্‌চিন্‌স্কিদের দেউড়িতে একটা গাড়ি এসে থামল। উকিল-মশাই, তাঁর বউ আর দুই ছেলে-মেয়ে—নেলি আর ভিক্তর—নামল।

"এই যে, সুখের পায়রাগুলো আবার ফিরে এসেছে দেখছি বাসায়"—রাগের সুরে বিড়্‌বিড়্ করল আরটেম, "এইবার তো মজা জমবে। হতভাগা ব্যাটারা!" ভেতরে চলে গেল সে।

রাইফেলটার কথা ভেবে সারাদিন মন খারাপ হয়ে রইল পাভেলের। ইতি-মধ্যে ভীষণ কাজে ব্যস্ত তার বন্ধু সার্জ। পুরনো, পরিত্যক্ত একটা চালা-ঘরের দেয়ালের ঠিক পাশেই মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়ছিল সে। শেষ পর্যন্ত তৈরি হল খোঁদলটা। ভাল করে চটে মোড়া রাইফেল তিনটি তার মধ্যে রাখল সার্জ। লাল-ফৌজের দলটা যখন জনসাধারণের মধ্যে রাইফেল বিলি করছিল, তখনই ও এগুলো জোগাড় করেছিল, জার্মানদের কাছে এগুলো ফেরত দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তার ছিল না। সারা রাত সে কঠিন পরিশ্রম করেছে যাতে এগুলোকে নির্বিঘ্নে লুকিয়ে রাখা সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে। গর্তটা ভরাট করে মাটিটা পায়ে চেপে সমান করে দিয়ে সে তার ওপরে একরাশ জঞ্জাল জমা করে দিল। পরিশ্রমের ফলটা খুঁটিয়ে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে সে তার টুপিটা খুলে কপালের ঘাম মুছলঃ "এইবার তল্লাশী করুক ওরা। যদিও বা পায় খুঁজে, কে যে এখানে রেখেছে তা জানতে পারবে না, কারণ এই চালাঘরটার মালিক নেই কেউ।"

পাভেল আর সেই গম্ভীর-মুখ ইলেক্‌ট্রিশিয়ানটির মধ্যে অজানতেই একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। তার এই বিজলী-কারখানায় পুরো একমাস কাজ করা হল। ঝুখ্‌রাই এই কয়লা-জোগানদারের সহকারীটিকে দেখিয়ে দিয়েছে কি ভাবে ডাইন্যামোটা তৈরি, কি করে সেটা চলে। বুদ্ধিমান চট্‌পটে কিশোরটিকে এই জাহাজী মানুষটির ভালো লেগেছে।

ছুটির দিনে সে প্রায়ই আরটেমের বাড়ি আসে। মায়ের সাংসারিক দুঃখ-

কষ্ট-ভাবনাচিন্তার কথা ধৈর্যের সঙ্গে শোনে, বিশেষ করে ছোট ছেলেটার দুষ্টুমির কথা বলে মা যখন অভিযোগ করে। মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভ্‌নার ওপরে চিন্তাশীল আর ধীর ঝুখ্‌রাই একটা শান্ত নিশ্চয়তার প্রভাব বিস্তার করে। তার সঙ্গ পেয়ে মারিয়া তার দুঃখ ভোলে আর হাসিখুশি হয়ে ওঠে।

একদিন পাভেল যখন কারখানার আঙিনায় জ্বালানি কাঠের উঁচু উঁচু স্তূপগুলির মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে, ঝুখ্‌রাই তাকে আটকাল।

"তোমার মা বলছিলেন, তুমি নাকি মারামারি করতে খুব ভালবাস", হেসে বলল ঝুখ্‌রাই, "উনি বলছিলেন, ছেলেটা লড়াইয়ের মুরগির মতো ডানপিটে।" সমর্থনের চুমকুড়ি কেটে ঝুখরাই বলল, "আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, লড়নেওয়ালা হলে কোন ক্ষতি নেই যদি জানা থাকে কার সঙ্গে লড়তে হবে আর কেন লড়াই করতে হবে।"

পাভেল ঠিক বুঝতে পারল না ঝুখ্‌রাই ঠাট্টা করছে না সত্যিই বলছে কথাগুলো। সে জবাব দিল, "আমি বিনা কারণে লড়াই করি না। যা ন্যায্য আর ঠিক তার জন্যেই লড়ি।"

"ঠিকমতো লড়াই কি করে করতে হয় আমার কাছে শিখতে চাও?"—অপ্রত্যাশিতভাবে জিজ্ঞেস করে বসল ঝুখ্‌রাই।

"ঠিকমতো, মানে?" পাভেল তাকাল তার দিকে অবাক হয়ে।

"আচ্ছা দ্যাখো, তাহলে।"

তারপর মুষ্টি-যুদ্ধ সম্বন্ধে পাভেল একটা ছোট বক্তৃতা শুনল ঝুখ্‌রাইয়ের কাছে।

এ ব্যাপারে পাভেল খুব সহজে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে নি। অনেকবার তাকে ঝুখ্‌রাইয়ের ঘুষির ধাক্কায় পা হড়্‌কে মেঝেয় গড়াগড়ি খেতে হয়েছে। কিন্তু সে নিজেকে একাগ্র আর ধৈর্যবান ছাত্র বলে প্রমাণ করেছে।

একদিন যখন গরম পড়েছে, পাভেল ক্লিম্‌কাদের বাড়ি থেকে নিজের ঘরে ফিরে এসে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে করতে তারপর কি করবে ভাবতে ভাবতে ঠিক করল—তাদের বাড়ির পেছনে বাগানের কোণে চালাঘরটার ছাদে তার প্রিয় জায়গাটায় গিয়ে বসবে। পেছনের উঠোন পার হয়ে বাগানে এসে ভাঙা তক্তাগুলো বেয়ে চালাটার ওপরে উঠে বসল সে। চালাটার ওপর নুয়ে পড়া চেরি গাছগুলোর ঘন শাখা ফাঁক করে করে ছাদের মাঝখানে এগিয়ে এসে শুয়ে পড়ে রোদ পোয়াতে লাগল পাভেল।

চালাটার একটা পাশ লেস্‌চিন্‌স্কিদের বাগানের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। ছাদের এক প্রান্ত থেকে গোটা বাগানটা আর বাড়িটার একটা দিকের সবটাই দেখা যায়। আল্‌সে থেকে মাথাটা বাড়িয়ে পাভেল উঠোনের খানিকটা দেখতে পাচ্ছিল, একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। লেস্‌চিন্‌স্কিদের ওখানে যে জার্মান লেফ্‌টেন্যান্ট বাসা নিয়েছে, তার আর্দালিটা কর্তার পোশাক ঝাড়ছে।

এই লেফ্‌টেন্যান্ট্‌টিকে পাভেল দেউড়িতে কয়েকবার দেখেছে। বেঁটে, মোটা, লালমুখো লোকটির ছোট করে ছাঁটা গোঁফ, চোখে প্যাঁশ্‌নে-চশমা, মাথায় চক্‌চকে চামড়ার বুনোট দেওয়া টুপি। পাভেল আরও জানত, লোকটা থাকে পাশের ঘরে যার জানলাটা বাগানের দিকে খোলা আর ওই চালাটার থেকে দেখা যায় ঘরটা।

লেফ্‌টেন্যান্ট্ সেই সময় টেবিলে বসে লিখছিল। একটু পরেই লেখাটা তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে গেল। কাগজটা আর্দালিকে দিয়ে বাগানের পথ ধরে ফটকের দিকে এগুল। লতাপাতায় ছাওয়া বাগান-ঘরটার কাছে এসে ভেতরে কার সঙ্গে যেন কথা বলল। নেলি লেস্‌চিন্‌স্কা বেরিয়ে এল। লেফ্‌টেন্যান্ট্ তার হাত ধরল, দুজনে একসঙ্গে ফটকের বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

পাভেল তার ঘাঁটি থেকে সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমের আমেজ আসতেই সে চোখ বন্ধ করতে যাবে—এমন সময় দেখতে পেল আর্দালিটা লেফ্‌টেন্যান্টের ঘরে ঢুকছে। একটা উর্দি ঝুলিয়ে রেখে বাগানের দিকে জানলাটা খুলে ঘরটা ঝাড়পোঁছ করল সে। তারপর বেরিয়ে গেল পেছনের দরজাটা বন্ধ করে। এর পরে পাভেল তাকে দেখতে পেল আস্তাবলের কাছে যেখানে ঘোড়াগুলো বাঁধা।

খোলা জানলাটা দিয়ে সমস্ত ঘরটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল পাভেল। টেবিলের ওপরে রাখা একটা কোমরবন্ধনী আর চক্‌চকে কি একটা জিনিস।

অদম্য একটা কৌতূহলের টানে পাভেল চুপিসাড়ে নিঃশব্দে ছাদ থেকে চেরি গাছ বেয়ে নেমে এল লেস্‌চিন্‌স্কিদের বাগানে। গুঁড়ি মেরে বাগানটা পার হয়ে জানলার ফাঁকে তাকিয়ে দেখল ঘরের মধ্যে। সামনেই টেবিলের ওপরে কাঁধ-টানা পরানো একটা কোমরবন্ধনী আর একটা চামড়ার খাপে চমৎকার বারো-টোটার একটা দামী রিভলভার!

নিঃশ্বাস বন্ধ করল পাভেল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে দারুণ একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে পড়ল সে, কিন্তু বেপরোয়া সাহসই শেষ পর্যন্ত জয়ী হল। ঘরে ঢুকেই খাপটাকে হাতিয়ে নতুন ইস্পাত-নীল অস্ত্রটাকে টেনে বের করে নিয়েই বাইরে লাফিয়ে পড়ল। চারিদিকে দ্রুত চোখে দেখে নিয়ে সাবধানে হাতিয়ারটাকে পকেটে ফেলেই এক ছুটে বাগান পেরিয়ে এল চেরি গাছটার কাছে। বাঁদরের পটুত্ব নিয়ে সে উঠে এল ছাদে, তারপর এক মুহূর্ত দাঁড়াল পেছনে দেখবার জন্যে। আর্দালিটা তখনও খোশ্ মেজাজে সহিসটার সঙ্গে কথা বলছে, বাগানটা নিস্তব্ধ আর জনহীন। অন্য দিক দিয়ে নেমে এসে পাভেল ছুটে বাড়ি এল।

মা রান্নাঘরে সন্ধ্যের খাবার রাঁধতে ব্যস্ত, তাকে বিশেষ লক্ষ্য করলেন না।

একটা তোরঙ্গের পাশ থেকে খানিকটা ছেঁড়া কাপড় টেনে নিয়ে পকেটে গুঁজে মার অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়ল সে। দৌড়ে উঠোনটা পার হয়ে, এক লাফে বেড়া ডিঙিয়ে এসে পড়ল রাস্তায় যেটা চলে গেছে বনের দিকে। দৌড়ানোর সময় ঊরুর ধাক্কায় ভারি রিভলভারটির দোলানি বন্ধ করার জন্যে সেটাকে চেপে ধরে যত তাড়াতাড়ি পারে ছুটে এল পাভেল ইঁট তৈরির পাঁজার একটা পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষের কাছে।

পা দুটো যেন তার মাটি ছোঁয় কি না ছোঁয়; বাতাস শিষ্ ডেকে বেরিয়ে যাচ্ছে কানের পাশ দিয়ে।

পুরনো ইঁটের পাঁজাটার চারিদিক নিস্তব্ধ। কাঠের ছাদটা এখানে ওখানে ধ্বসে পড়েছে, ভাঙা ইঁটের পর্বতপ্রমাণ স্তূপ, ভেঙে পড়া উনুন—দৃশ্যটা মনকে দমিয়ে দেবার মতো। আগাছায় ভর্তি জায়গাটা। পাভেল আর তার দুই বন্ধু এখানে মাঝে মাঝে খেলতে আসে, তাছাড়া আর কেউ এদিকে আসে না।

পাভেলের অনেকগুলো গোপন জায়গা জানা আছে যেখানে চুরি করা এই সম্পদটাকে লুকিয়ে রাখা যায়।

একটা চুল্লির ফাঁক বেয়ে উঠে সে সাবধানে চারিদিকে দেখল, কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। শুধু পাইন গাছগুলো একটা নরম নিঃশ্বাস ফেলল আর মন্থর বাতাস নাড়া দিয়ে গেল রাস্তার ধুলোকে। বাতাসে কড়া রজনের গন্ধ।

কাপড়ে জড়ানো রিভলভারটাকে পাভেল চুল্লীর মধ্যে মেঝের এক কোণে রেখে সেটাকে ভাঙা ইঁটের একটা স্তূপের নিচে চাপা দিল। বেরোবার সময় পুরনো পাঁজাটার ঢোকার মুখ আলগা ইঁটে ভরাট করে ঠিক জায়গাটা বেশ ভাল করে দেখে নিল, তারপর বাড়ির দিকে রওনা হল আস্তে আস্তে। লক্ষ্য করল, হাঁটু দুটো তার কাঁপছে।

"শেষ পর্যন্ত কি হবে কে জানে!" ভাবতে ভাবতে আসন্ন বিপদের কল্পনায় তার মন ভারি হয়ে উঠল।

বাড়ি ফেরাটা এড়াবার জন্যে সে এল বিজলী-কারখানায় সাধারণত যে-সময়ে আসে তার একটু আগেই। দারোয়ানের কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে মেশিন-ঘরের চওড়া দরজা দুটো খুলে ফেলল। ছাই পরিষ্কার করে বয়লারে জল পাম্প্ করে নিয়ে আগুনটা জ্বালাতে জ্বালাতে ভাবতে লাগল—লেস্‌চিন্‌স্কিদের বাড়িতে এতক্ষণ না-জানি কি হচ্ছে।

এগারোটা নাগাদ ঝুখ্‌রাই এসে পাভেলকে বাইরে ডাকল। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের বাড়িতে আজ খানাতল্লাশী হয়ে গেছে কেন?"

চম্‌কে উঠল পাভেল, "খানাতল্লাশী?"

অল্প একটু থেমে বলল ঝুখ্‌রাই, "আমার ভাল মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা। কিসের খোঁজে ওরা এসেছিল—আন্দাজ করতে পারো কিছু?"

কিসের খোঁজে যে ওরা এসেছিল তা পাভেল খুব ভাল করেই জানে। কিন্তু রিভলভার-চুরির খবরটা ঝুখ্‌রাইকে বলার ঝুঁকি সে নিতে চায় না। আশঙ্কায় কাঁপতে কাঁপতে সে জিজ্ঞেস করল, "ওরা কি আরটেমকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে?"

"গ্রেপ্তার কেউ হয় নি, কিন্তু ওরা বাড়ির সব কিছু তছ্‌নছ্ করে দিয়ে গেছে।"

কথাটায় সামান্য একটু আশ্বস্ত হল পাভেল, যদিও তার উদ্বেগ কাটল না। কয়েক মিনিট সে আর ঝুখ্‌রাই দুজনেই দাঁড়িয়ে রইল প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে। দুজনের একজন জানে খানাতল্লাশী কেন হয়েছে, ফলাফল ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। অন্যজন সেটা জানে না বলেই নিজের সম্বন্ধে সচকিত।

ঝুখ্‌রাই ভাবছিল, "হতভাগারা বোধহয় আমার সম্বন্ধে কোনকিছু টের পেয়েছে। আরটেম আমার কথা কিছু জানে না, কিন্তু খানাতল্লাশীটা হল কেন? আরও সাবধান হতে হবে।"

একটাও কথা না বলে দুজনে যে যার কাজে চলে গেল।

ওদিকে লেস্‌চিন্‌স্কিদের বাড়িতে দারুণ গন্ডগোল বেধে গেছে।

রিভলভারটা নেই দেখে লেফ্‌টেন্যান্ট ডেকে পাঠিয়েছিল তার আর্দালিকে। আর্দালি খুব জোর দিয়ে বলল, অস্ত্রটা নিশ্চয়ই চুরি গেছে। ফলে, অফিসারের

সাধারণ সংযম হারিয়ে সে তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে একটি ঘুষি ঝেড়ে বসল আর্দালির কানের ওপর। ঘুষিতে টলে পড়ল আর্দালি, কাঠের পুতুলের মতো কেতা-মাফিক খাড়া দাঁড়িয়ে নিরীহভাবে চোখ পিট্‌পিট্ করতে লাগল ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় তারই প্রতীক্ষায়।

জবাবদিহি করার জন্যে ডাকা হল উকিল-মশাইকে। চুরির ঘটনায় ভয়ানক চটেমটে তিনি তো লেফ্‌টেন্যান্ট-এর কাছে ক্ষমা চাইলেন তাঁর বাড়িতে এমন-ধারা ব্যাপার ঘটতে পেরেছে বলে।

ভিক্তর লেস্‌চিন্‌স্কি তার বাবাকে জানাল, রিভলভারটা পড়্‌শীরা—বিশেষ করে ওই ক্ষুদে শয়তান পাভেল কোরচাগিন—চুরি করে থাকতে পারে। ছেলের সিন্ধান্তটা বাবা লেফ্‌টেন্যান্টের কানে তুলে দিতে দেরী করলেন না। লেফ্‌টেন্যান্ট্ সঙ্গে সঙ্গে তল্লাশীর হুকুম দিল।

খানাতল্লাশীটা নিষ্ফল হল এবং হারানো রিভলভারের এই ঘটনাটায় পাভেল এ বিষয়ে অন্তত নিশ্চিন্ত হল যে এমন বিপজ্জনক কাজও অনেক সময়ে সফল হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

খোলা জানলাটার কাছে দাঁড়িয়ে আপন মনে ভাবতে ভাবতে তোনিয়া তাকিয়ে দেখছিল লম্বা লম্বা পপ্‌লার-গাছের সারি দেওয়া তার চিরপরিচিত বাগানটাকে। মৃদু হাওয়ায় অল্প অল্প কাঁপছে গাছগুলো। যেন বিশ্বাসই হয় না যে এই জায়গায় যেখানে তার ছেলেবেলার দিনগুলো কেটেছে, সেখান থেকে যাবার পর পুরো একটি বছর পার হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন মাত্র গতকাল বাড়ি থেকে চলে গিয়ে আবার আজ সকালের ট্রেনেই ফিরে এসেছে।

বদলায়নি কিছুইঃ র‍্যাস্প্‌বেরির ঝাড়গুলো পরিষ্কার ভাবে ছাঁটাই হয়ে আছে বরাবরের মতোই। বাগানের পথগুলো একই রকম জ্যামিতিক নির্দিষ্টতায় দু-ধারে প্যান্সি-ফুলের গাছে সাজানো। প্যান্সি মায়ের প্রিয় ফুল। বাগানের সবকিছুই ঝক্‌ঝকে আর সাজানো। সর্বত্র যেন এক পুষ্পতত্ত্ববিশারদের নিপুণ হাতের ছাপ। পরিষ্কার আর নিখুঁতভাবে টানা পথগুলো দেখতে দেখতে একটু একঘেয়ে লাগল তোনিয়ার।

যে উপন্যাসটা পড়ছিল, তুলে নিল সেটা। বারান্দার দিকের দরজাটা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল বাগানে। রঙ্‌-করা দরমা-বেড়াটা ঠেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সে জল-পাম্পের কারখানাটার পাশে পুকুরটার দিকে। সাঁকোটা পার হয়ে এসে পড়ল গাছের সারি দেওয়া রাস্তাটায়। তোনিয়ার ডান দিকে উইলো আর অ্যাল্‌ডার-ঝোপে ঘেরা পুকুরটা, বাঁ দিকে শুরু হয়েছে বন।

পাথর-খনিটার কাছে পুকুরটার ধারে যাবে তোনিয়া—এমন সময়ে জলের ওপর ঝুঁকে পড়া একটা মাছ-ধরা ছিপ দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

একটা বাঁকা উইলো-গাছের গুঁড়ির ওপরে ভর দিয়ে ডালপালাগুলো ফাঁক করে সামনে দেখল—রোদে-পোড়া, খালি-পা, হাঁটুর ওপরে প্যাণ্ট্‌-গুটানো একটা ছেলে, তার পাশেই মরচে-ধরা একটা টিনের পাত্রে কতকগুলো কেঁচো। ছেলেটা মাছ ধরায় নিবিষ্ট বলে তাকে দেখতে পায় নি।

"এখানে মাছ পাওয়া যাবে বলে মনে করেছ নাকি?"

ঘাড় ফিরিয়ে বিরক্তভাবে তাকাল পাভেল।

উইলো-গাছটা ধরে জলের ধারে ঝুঁকে-পড়া একটি মেয়ে, পাভেল তাকে আগে দেখেনি কোনদিন। মেয়েটার পরনে সাদা একটা ব্লাউজ, গলায় নীল ছিট্‌-কাটা, হাল্‌কা-ধূসর রঙের ছোট স্কার্ট। রোদে-পোড়া নিটোল পায়ে রঙীন বেড়-দেওয়া ছোট মোজা। বাদামী চুলের গোছা মোটা বিনুনীতে বাঁধা।

হাতের অল্প একটু কাঁপুনিতে ছিপটা নড়ে যেতে সুতোয় বাঁধা হাঁস-পালকের ফাৎনাটা নড়ে উঠল মসৃণ জলের বুকে ঢেউয়ের চক্র তুলে।

"দ্যাখো, দ্যাখো, টোপ গিলেছে!" উত্তেজিত গলায় সুর উঠল পাভেলের পেছনে।

এইবারে পাভেল তার স্থৈর্য সম্পূর্ণ হারিয়ে সুতোটায় এত জোরে টান লাগাল যে বঁড়্শিটা ডগায় বেঁধা পাক-খাওয়া পোকাটা সুদ্ধ জল থেকে বেশ খানিকটা লাফিয়ে উঠল। অত্যন্ত বিরক্ত মনে পাভেল ভাবল, "আর মাছ ধরা পড়বার বিশেষ সম্ভাবনা নেই, ধুত্তোরি ছাই! কোথা থেকে জুটল এসে মেয়েটা এখানে!" ছিপ টানার বোকামিটুকু সামলে নেবার জন্যে আরও দূরে ছুঁড়ে দিল বঁড়্শিটা এমন একটা জায়গায় যেখানে সেটা ফেলা উচিত ছিল না। বঁড়্শিটা গিয়ে পড়ল দুটো কাঁটা-শ্যাওলার মাঝখানে যেখানে সুতোটার সহজেই আটকে যাবার সম্ভাবনা। কি ঘটেছে সেটা বুঝতে পারল পাভেল এবং মাথাটা না ফিরিয়েই তীব্র ফিস্‌ফিসানির স্বরে ওপরে ডাঙায় বসা মেয়েটির উদ্দেশে বলল, "চুপ করে থাকো না। চেঁচিয়েই মাছগুলোকে ভড়্কে দেবে দেখছি।"

ওপর থেকে ঠাট্টার স্বরে শোনা গেল, "তোমার কড়া চোখের চাউনিতেই অনেক আগে মাছ ভেগেছে। তাছাড়া, যারা সত্যিই মাছ ধরতে জানে, তারা কখনও বিকেলের দিকে ছিপে বসে না।"

পাভেল ভদ্র ব্যবহার করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু এটা বড্ড বাড়াবাড়ি বলে মনে হল তার। দাঁড়িয়ে উঠে চোখের ওপর নামিয়ে দিল টুপিটা ঠেলে—চটে গেলে সে এরকম করে। দাঁত চেপে, তার জানা সবচেয়ে ভদ্র ভাষায় বিড়্বিড়্ করে বলল, "এখান থেকে তোমার সরে পড়লেই ভাল হয়।"

তোনিয়ার চোখ দুটো কুঁচকে এল, হাসি নাচছে তার চোখে, "আমি কি সত্যিই বাধা দিচ্ছি তোমায়?" তার গলায় ঠাট্টার সুরটা চলে গেছে, বন্ধুত্ব-মূলক একটা আপোসের সুর এসেছে। পাভেল এতক্ষণে উড়ে এসে জুড়ে বসা এই মেয়েটাকে সত্যিই দুটো কড়া কথা শোনাবে বলে মনস্থির করেছিল। এবারে সে নিরস্ত্র হয়ে পড়ল।

"থাকতে চাও তো থাকো, দ্যাখো বসে বসে। আমার আর কি।" ঘোঁত্-ঘোঁত্ করে বলল সে, তারপর আবার বসে পড়ল ফাৎনাটার দিকে মন দেবার জন্যে। ওটা আটকে গেছে কাঁটা-শ্যাওলা দুটোর মাঝখানে। বঁড়্শিটা যে শেকড়ে গেঁথে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। টান দিতে ভয় হল পাভেলের। যদি আটকে গিয়ে থাকে, তাহলে ছাড়াতে পারবে না আর নিশ্চয় হেসে উঠবে মেয়েটা। ওর চলে যাওয়াই কামনা করল সে।

তোনিয়া ততক্ষণে অল্প দুলতে থাকা উইলো-গাছের গুঁড়িটার ওপরে আরাম করে বসেছে। হাঁটুর ওপর বইটা নিয়ে দেখছে এই রোদে-পোড়া কালো-চোখ অমার্জিত ছেলেটাকে যে তাকে এমন অভদ্র অভ্যর্থনা জানিয়েছে আর এখন ইচ্ছে করেই তাকে উপেক্ষা করছে।

পুকুরের আয়নার মতো বুকে পাভেল স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মেয়েটার প্রতি-বিম্ব। বইয়ের মধ্যে সে যখন ডুবে গেছে বলে তার মনে হল, তখন সে সাবধানে জড়িয়ে যাওয়া সুতোটায় টান দিল। ফাৎনাটা ডুবে গেল জলে, টান-টান হয়ে

এল সুতোটা। "আটকে গেছে, আরে গেল যা!" কথাটা চট্ করে খেলে গেল তার মনে, আর সেই মুহূর্তেই দেখল জলের মধ্যে থেকে মেয়েটার হাসি মুখ তাকে লক্ষ্য করছে।

ঠিক সেই সময়ে সাঁকোটা পার হয়ে জলের পাম্প্-কারখানার দিকে আসছিল দুজন তরুণ—দুজনেই বড়োদের ইশ্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। এদের মধ্যে একজন রেল-কারখানার কর্তা ইঞ্জিনিয়র শুখার্কো-র সতের বছর বয়সী ছেলে—সুন্দর চুলওয়ালা কিন্তু চোয়াড়ে, তিল-চিহ্নিত মুখ, গুন্ডা গোছের। স্কুলের সহপাঠীরা তার নাম দিয়েছে 'দাগীমুখো শুর্কা'। একটা শৌখীন ছিপ আর সুতো তার হাতে, মুখের কোণে একটা সিগারেট আট্কানো। তার সঙ্গে আসছে ভিক্তর লেস্চিন্স্কি—লম্বা, মেয়েলি গোছের ছোক্রা।

সঙ্গীর দিকে ঝুঁকে অর্থপূর্ণভাবে চোখ টিপে শুখার্কো বলছিল, "দ্যাখো, এই মেয়েটা একটা রাঙা আপেল। এরকমটি এদিকে আর কেউ নেই। একেবারে রসে টইটম্বুর—এই যা বললাম কথাটা মনে রেখো। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে কিয়েভের ইশ্কুলে। এখন এসেছে ওর বাবার কাছে গরমের ছুটি কাটাতে। ওর বাবা এখানকার প্রধান-বনপরিদর্শক। আমার বোন লিজার সঙ্গে ওর আলাপ আছে। আমি একবার ওকে একটা চিঠি লিখেছিলাম—কিছুটা আবেগের সঙ্গেই লিখেছিলাম। 'আমি তোমার প্রেমে পাগল'—তুমি তো ধরনটা জানোই—'দুরু দুরু বুকে রয়েছি তোমার উত্তরের অপেক্ষায়।' এমন কি, নাদসন থেকে কিছু জুৎসই কবিতাও উদ্ধার করেছিলাম।"

"তা, ফলটা কি হল?" সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল ভিক্তর।

"এ ব্যাপারে ওর ভারি দেমাক", বলল শুখার্কো মিইয়ে যাওয়া গলায়, "আমায় বলে কিনা চিঠি লিখে যেন কাগজ নষ্ট না করি, হেন-তেন কত কি। কিন্তু গোড়ার দিকে ওই রকমই হয় সব সময়। এসব ব্যাপারে আমি তো পাকা লোক। সত্যি কথা বলতে কি, ওসব হৃদয়াবেগ-ঘটিত বাজে ন্যাকামি আমার কাছে চলবে না—বছরের পর বছর কাকুতি-মিনতি করো আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল। তার চেয়ে ঢের সহজে বিকেলের দিকে বেড়াতে বেড়াতে মিস্ত্রিদের পাড়ায় চলে যাও, সেখানে তিন রুব্ল্ দিয়ে এমন সুন্দর মেয়ে পাবে যে জিভে জল আসবে তোমার। ওসব বাজে ব্যাপারও নেই। আমি ওখানে গিয়েছি ভাল্কা তিখনভের সঙ্গে—চেন না তাকে? রেল-কারখানার ফোরম্যান।"

বিতৃষ্ণায় ভুরু কুঁচকাল ভিক্তর। "কি বলছ শুরা? তুমি এই সব জঘন্য ব্যাপারের মধ্যে যাও নাকি?"

সিগারেটটা চিবিয়ে থুতু ফেলে খেঁকিয়ে উঠল শুরা, "অত সাধুপনা কোর না। তুমি যে এদিকে কোন্ তালে ঘোরো তা আমরা জানি।"

ভিক্তর তাকে বাধা দিল, "তোমার এই রাঙা আপেলটির সঙ্গে আমায় আলাপ করিয়ে দেবে?"

"নিশ্চয়। চলো তাড়াতাড়ি যাই, নইলে ও আমাদের হাত এড়াবে। কাল সকালে ও একাই মাছ ধরতে গিয়েছিল।"

দুই বন্ধুতে তোনিয়ার কাছাকাছি এল। মুখের সিগারেটটা নামিয়ে নিয়ে শুখার্কো তাকে খুব একটা কেতাদুরস্ত অভিবাদন জানালঃ "কেমন আছেন, শ্রীমতী তুমানোভা? আপনিও মাছ ধরতে এসেছেন না কি?"

"না, এই দেখছি আর কি", বলল তোনিয়া।

ভিক্তরকে বাহু ধরে টেনে এনে শুখারকো তাড়াতাড়ি বলল, "আপনাদের আলাপ নেই, না? এই আমার বন্ধু ভিক্তর লেস্‌চিন্‌স্কি।"

একটু ঘাবড়ে গিয়ে ভিক্তর তোনিয়ার দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিল। আলাপটা চালিয়ে যাবার চেষ্টায় শুখারকো জিজ্ঞেস করল, "আজ মাছ ধরছেন না কেন?"

তোনিয়া উত্তর দিল, "আমার ছিপটা আনতে ভুলে গেছি।"

"আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি আরেকটা," বলল শুখারকো, "ইতিমধ্যে আপনি আমারটা নিতে পারেন। আমি এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসছি।" তোনিয়ার সঙ্গে ভিক্তরের আলাপ করিয়ে দেবার কথা সে রেখেছে। এখন সে ওদের দুজনকে একটু একা থাকতে দেবার জন্যে ব্যস্ত।

তোনিয়া বলল, "না, আমি বরং মাছ ধরব না। শুধু শুধু ব্যাঘাত করা হবে। এখানে আরেকজন মাছ ধরছে।"

"কাকে ব্যাঘাত করা হবে?" জিজ্ঞেস করল শুখারকো, "ও, ওরই কথা বলছেন বুঝি?" এই প্রথম সে ঝোপের নিচে বসে থাকা পাভেলকে দেখতে পেল। "আচ্ছা, দুই ধাক্কায় ওকে ভাগিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে।"

তোনিয়া বাধা দেবার আগেই সে নেমে গেছে যেখানে পাভেল তার ছিপ আর সুতো নিয়ে ব্যস্ত। শুখারকো পাভেলকে বলল, "ছিপ গুটিয়ে নিয়ে সরে পড়ো এখান থেকে।" পাভেল শান্তভাবে মাছ ধরেই চলেছে দেখে সে আবার বলল, "তাড়াতাড়ি করো, এই!..."

মাথা তুলে পাভেল শুখারকোর দিকে এমন চোখে তাকাল আর চাউনিটা মোটেই ভাল নাঃ "এই, চুপ! চেঁচামেচি কোর না!"

"কি বললি!" ফেটে পড়ল শুখারকো, "মুখের ওপর জবাব দেবার সাহস তোর! হাঘরে চাষা কোথাকার! ভাগ্ এখান থেকে!" কেঁচোর টিনটায় ভীষণ এক লাথি লাগাল সে। শূন্যে পাক খেয়ে পড়ে গেল সেটা পুকুরের মধ্যে, জলের ছিটে লাগল তোনিয়ার মুখে।

"ছিঃ ছিঃ শুখারকো, করছ কি?" চেঁচিয়ে উঠল সে।

লাফিয়ে উঠল পাভেল। সে জানত, আরটেম যেখানে কাজ করে সেই রেল-কারখানার বড়কর্তার ছেলে শুখারকো। এই মোটাসোটা ইঁদুর-মুখো হাঁদাটাকে যদি সে মারে, তাহলে সে তার বাপের কাছে গিয়ে নালিশ করলে আরটেম বিপদে পড়তে পারে। শুধু এই চিন্তাটাই তাকে একটু বাধা দিচ্ছিল, নইলে সে সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলত।

পাভেল তাকে দু-এক মুহূর্তের মধ্যেই মেরে বসবে আন্দাজ করে, শুখারকো ছুটে এগিয়ে এসেই দুই হাতে ধাক্কা লাগাল পাভেলের বুকে। জলের পাড়েই দাঁড়িয়ে ছিল পাভেল, বিপজ্জনকভাবে টাল খেয়ে প্রাণপণে দুই হাত ছড়িয়ে সে নিজেকে সামলে নিল, কোনরকমে বাঁচাল নিজেকে জলে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে।

এই শুখারকো পাভেলের চেয়ে দু-বছরের বড়ো, ঝগড়াটে গুণ্ডা হিসেবে সে কুখ্যাত।

বুকে ঘুষি খেয়ে মুখচোখ রাগে লাল হয়ে উঠল পাভেলের।

"দেখ্‌বি তাহলে? এই দ্যাখ্!" বলেই হাতটা অল্প একটু ঘুরিয়ে পাভেল একটা প্রচন্ড ঘুষি বসাল শুখার্‌কোর মুখে। ঘুষিটা সে সামলে নেবার আগেই, পাভেল তার ইশ্‌কুলে পরা উর্দিটা চেপে ধরে টেনে হিঁচ্‌ড়ে তাকে জলের মধ্যে নামিয়ে দিল। হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেছে শুখার্‌কোর, পালিশ করা জুতো আর প্যান্ট তার ভিজে গেছে, প্রাণপণে সে পাভেলের শক্ত মুঠি থেকে ছাড়া পাবার চেষ্টা করতে লাগল। উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হওয়ার পর পাভেল লাফিয়ে ডাঙায় উঠে এল।

প্রচন্ড রাগে আবার শুখার্‌কো তাকে আক্রমণ করল, ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলবে সে পাভেলকে।

ঘুরে প্রতিপক্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাভেল স্মরণ করলঃ "বাঁ পায়ের ওপর দেহের ভর রাখো, ডান পা টান করে হাঁটু বেঁকিয়ে নাও। শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে ওপরের দিকে থুত্‌নির নিচে ঘুষি বসাও।"

মোক্ষম একটি ঘুষি!

দাঁত কড়মড়ের একটা কর্কশ আওয়াজ শোনা গেল। তারপর থুত্‌নিতে আর দাঁতের ফাঁকে চাপা জিভের অসহনীয় যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে শুখার্‌কো দুই হাত ছড়িয়ে জলের মধ্যে ঝপ্ করে পড়ে গেল।

ডাঙার ওপর হাসিতে ভেঙে পড়ছে তোনিয়া। হাত তালি দিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, "বেশ করেছ, সাবাস্!"

আটকে যাওয়া ছিপের সুতোটায় এত জোরে টান দিল পাভেল যে তার ডগাটা গেল ভেঙে, হামাগুড়ি দিয়ে পাড় বেয়ে উঠে এল রাস্তার ওপরে। চলে যেতে যেতে সে শুনল, ভিক্তর বলছে তোনিয়াকে, "এই সেই পাভেল কোরচাগিন —এক নম্বর গুন্ডা একটা।"

স্টেশনে গোলমাল পাকিয়ে উঠছে। গুজব শোনা যাচ্ছে, রেললাইনের মিস্ত্রিরা যন্ত্রপাতি নামিয়ে রেখে কাজ বন্ধ করেছে। পরের বড়ো স্টেশনটার কারখানা-শ্রমিকরা আরও বড়ো একটা কিছু করার আয়োজন করেছে। ঘোষণা-পত্র নিয়ে যাচ্ছিল বলে সন্দেহ করে জার্মানরা দুজন ইঞ্জিন-চালককে গ্রেপ্তার করেছে। যে-সব শ্রমিকদের গাঁয়ের দিকে জোতজমি আছে, তাদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য—কারণ, জমিদাররা ফিরে এসে তাদের খেত খামার খাস দখল নিতে শুরু করেছে।

জার্মান বাহিনীর অধীনে যারা স্থানীয় সামরিক কর্তা, তাদের ফৌজদার-দের চাবুকে চাষীদের পিঠের চামড়া ছিঁড়ে যাচ্ছে। গোটা অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠছে প্রতিরোধ-আন্দোলন। বল্‌শেভিকরা ইতিমধ্যেই ডজন খানেক পার্টিসান্ ফৌজ গড়ে তুলেছে।

ঝুখ্‌রাইয়ের আর বিশ্রাম নেই ইদানিং। শহরে থেকে সে এর মধ্যেই অনেক কিছু করে ফেলেছে। বহু রেলশ্রমিকের সঙ্গে আলাপ করে নিয়েছে, তরুণদের সমাবেশে উপস্থিত থেকেছে, রেল-কারখানায় আর করাত-কারখানায় মিস্ত্রীদের

একটা জোরালো দল গড়ে তুলেছে। আর্‌টেমের মনোভাবটা কি জানবার চেষ্টা করেছে সেঃ একবার জিজ্ঞাসা করেছিল তাকে—বলশেভিক পার্টি আর সেই পার্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কি মনে করে আরটেম। উত্তরে বলিষ্ঠ-দেহ এই মিস্ত্রীটা জানিয়েছিল, "আমি এই সব পার্টি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না, ফিওদোর। তবে কিছু সাহায্যের দরকার হলে আমি সেটা করব জেনো।"

নিশ্চিন্ত হয়েছিল ফিওদোর। সে জানে, আরটেম খাঁটি লোক, সে তার কথা রাখবে ঠিকই। পার্টির ব্যাপারে সে এখনও তৈরি নয়। "তাতে কিছু যায় আসে না", মনে মনে ভাবল সে, "যা দিনকাল, তাতে ও শিগ্‌গিরই নিজেই সব কিছু বুঝে যাবে।"

ফিওদোর বিজলী-কারখানা ছেড়ে রেল-কারখানায় একটা কাজ নিয়েছে। সেখানে তার কাজকর্ম চালানো আরও সুবিধে। বিজলী-কারখানায় থাকার সময়ে সে রেলওয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

ট্রেন-যাতায়াত ভয়ানক রকম বেড়ে গেছে। ইউক্রেন থেকে জার্মানরা হাজার হাজার গাড়ি-বোঝাই লুটের মাল পাঠাচ্ছে জার্মানীতে—যব, গম, গরু-ভেড়ার পাল...

স্টেশনে তারের খবর দেওয়া-নেওয়া করে পনোমারেন্‌কো, তাকে একদিন স্থানীয় সামরিক শাসনকর্তা ফৌজদাররা গ্রেপ্তার করল। আঘাতটা এল অপ্রত্যাশিতভাবে। ফৌজদারদের ঘাঁটিতে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে মারা হল তাকে। সে-ই যে আরটেমের একজন সহযোগী-শ্রমিক রোমান সিদোরেন্‌কোর কথা বলে দিয়েছে, সেটা বোঝা গেল। কারখানায় যখন কাজ চলছে, তখন রোমান-কে নিতে এল দুজন জার্মান, একজন স্থানীয় সামরিক ফৌজদার আর স্টেশন অধিনায়কের সহকারী। রোমান যে বেঞ্চটায় কাজ করছে, সেইখানে এসে একটাও কথা না বলে সহকারী-অধিনায়ক চাবুক মেরে তার মুখটা কেটে দিল।

"আয় আমাদের সঙ্গে, শুয়োরের বাচ্চা! কয়েকটা কথা বলার আছে।" বিশ্রীরকম মুখ ভেঙিয়ে সে মিস্ত্রীর হাতটা ধরে ভয়ানক জোরে মুচড়ে দিল। "শিখিয়ে দিচ্ছি কি করে আন্দোলন করে বেড়াতে হয়।"

রোমানের পাশের যন্ত্রটাতেই কাজ করছিল আরটেম। হাতের ফাইলটা রেখে সে তার বিরাট দেহটার ভীষণ রকম একটা ভঙ্গি করে এগিয়ে এল সহকারী-অধিনায়কের দিকে। জমে উঠতে থাকা ক্রোধ যথাসম্ভব সামলাবার চেষ্টা করে কর্কশ গলায় বলল আরটেম, "ছেড়ে দে ওকে, বেজন্মা কোথাকার!"

সহকারী-অধিনায়ক পিছিয়ে গেল রিভলভার রাখার চামড়ার থলিটা খুলতে খুলতে। গাঁট্টাগোট্টা বেঁটে একজন জার্মান কাঁধ থেকে তার চওড়া বেয়নেট লাগানো রাইফেলটা খুলে নিয়ে বল্টুটা খট্‌ করে নামিয়ে নিল। "থামো!" খেঁকিয়ে উঠল জার্মানটা, আর এক পা এগুলেই গুলি করার জন্যে প্রস্তুত সে। লম্বা, বলিষ্ঠ মিস্ত্রীটা অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এই ক্ষুদে সৈনিকটার সামনে—কিছু করবার নেই তার।

রোমান আর আরটেম দুজনকেই গ্রেপ্তার করা হল। এক ঘণ্টা বাদে ছেড়ে

দেওয়া হল আরটেমকে, কিন্তু নিচের তলায় একটা গুদাম-ঘরে তালাবন্ধ হয়ে রইল রোমান।

গ্রেপ্তারের দশ মিনিটের মধ্যেই একজন লোকও কাজে রইল না। স্টেশন-সংলগ্ন ছোট মাঠটায় ডিপোর কর্মীরা এসে জমায়েত হল, সেখানে তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল ট্রেন-চলাচলের যোগাযোগ-রক্ষী কর্মীরা আর সরবরাহ-বিভাগের শ্রমিকরা। দারুণ বিক্ষোভ সৃষ্টি হল, রোমান আর পনোমারেন্‌কো-র মুক্তির দাবি জানিয়ে একজন একটা লিখিত খসড়া রচনা করল।

ঘৃণাটা আরও বেশি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল যখন একজন ফৌজদারের আগে আগে একটা রিভলভার বাগিয়ে সহকারী-অধিনায়ক মাঠে ছুটে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠল, "কাজে ফিরে যাও সব, নইলে প্রত্যেকটি লোককে এখানেই গ্রেপ্তার করব! পরে তোমাদের কয়েকজনকে গুলি করে মারা হবে!"

উত্তরে ক্রুদ্ধ শ্রমিকরা এমন একটা গর্জন করে উঠল যে সহকারী-অধিনায়ককে ছুটতে হল স্টেশনে আশ্রয় নেবার জন্যে। ইতিমধ্যে অবশ্য সে শহরের জার্মান সৈন্যদের আসবার জন্যে খবর পাঠিয়েছিল, গাড়িভর্তি জার্মান সৈন্যদল স্টেশনের দিকে রওনা হয়ে গেছে ততক্ষণে।

জমায়েত ভেঙে দিয়ে শ্রমিকরা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গেল। কেউ কাজে রইল না, এমন-কি স্টেশনমাস্টারও না। ঝুখ্‌রাই যে তাদের মধ্যে কাজ করেছে, সেটার ফল বোঝা যেতে লাগল। এই প্রথম স্টেশন-শ্রমিকরা সমবেতভাবে প্রতি-রোধ গড়ে তুলল।

ভারি একটা মেশিন-গান স্টেশনের প্ল্যাটফরমের ওপর বসাল জার্মানরা। শিকারের গন্ধ পাওয়া কুকুরের মত সেটা সেখানে মুখ উঁচিয়ে খাড়া রইল, তার ঘোড়াটায় হাত রেখে পাশেই বসে রইল একজন জার্মান কর্পোরাল্‌।

জনহীন হয়ে গেল স্টেশনটা।

রাত্রিবেলা শুরু হল ধরপাকড়। যাদের নিয়ে গেল, তাদের মধ্যে আরটেম একজন। রাত্রে বাড়ি না ফিরে ঝুখ্‌রাই পার পেয়ে গেল।

যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের সবাইকে বিরাট একটা মালগাড়ি রাখার চালার নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে বলা হল, হয় তাদের কাজে যেতে হবে, নয় তো সামরিক আইনে তাদের বিচার হবে।

আগাগোড়া রেল-লাইন জুড়ে প্রায় সমস্ত রেল-শ্রমিকই হরতাল করেছিল। একটা পুরো দিনরাতের মধ্যে একখানা ট্রেনও যাতায়াত করে নি। প্রায় পঁচাত্তর মাইল দূরেই লড়াই চলেছে একটা বিরাট পার্টিসান-বাহিনীর সঙ্গে, তারা রেল-লাইন উপ্‌ড়ে ফেলে সাঁকোগুলো উড়িয়ে দিয়েছে।

রাত্রিবেলায় একটা জার্মান-বাহিনী ভর্তি ট্রেন এসে লেগেছিল, কিন্তু সেটা আটকে আছে। সেটার ইঞ্জিনচালক তার সহকারী আর ফায়ারম্যান, তিনজনেই সরে পড়েছে। স্টেশনের পাশের লাইনে আরও দুটো ট্রেন আটকে আছে ছাড়ার অপেক্ষায়।

মালগাড়ির চালাটার ভারি দরজা দুটো খুলে গেল এবং স্টেশন-অধিনায়ক, একজন জার্মান লেফ্‌টেন্যান্ট্‌, তার সহকারী এবং এক দল অন্যান্য জার্মান এসে ঢুকল।

"কোরচাগিন, পলেন্তভ্‌স্কি, ব্রুঝাক্‌," হেঁকে গেল সহকারী-অধিনায়ক,

"তোমাদের তিনজনকে একটা ইঞ্জিন চালাবার দল হিসেবে এখুনি একটা ট্রেন চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যদি রাজি না হও, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারা হবে তোমাদের। কি বলার আছে তোমাদের?"

শ্রমিক তিনজন গম্ভীর মুখে সম্মতি জানাল মাথা নেড়ে। অধিনায়কের সহকারী যখন পরবর্তী ট্রেনের চালক, সহকারী আর ফায়ারম্যানের নাম ডাকছে, ততক্ষণে পাহারাধীনে তাদের নিয়ে যাওয়া হল গাড়িটার কাছে।

ক্রুদ্ধ একটা আওয়াজ করে এক ঝলক স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিল ট্রেনের ইঞ্জিনটা। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে লাইনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলল রাত্রির গভীরে সামনের অন্ধকার ঠেলে। আরটেম চুল্লিটায় এক বেল্চা কয়লা গুঁজে দিল, চুল্লির মুখটা পায়ের ধাক্কায় বন্ধ করে কান-ভাঙা চায়ের বাটি-টার থেকে এক চুমুক জল খেয়ে সে বুড়ো ইঞ্জিনচালক পলেন্তভ্স্কির দিকে তাকাল।

"তাহলে, খুড়ো, ট্রেনটা চালাতেই হচ্ছে আমাদের?"

ঘন ঝুলে-পড়া ভুরুর নিচে পলেন্তভ্স্কির চোখ দুটো বিরক্তিতে কুঁচকে গেল, "পেছনে বেয়নেট বাগিয়ে বসে থাকলে চালাতেই হবে।"

কয়লাগাড়িটার ওপরে বসে থাকা জার্মান সৈনিকটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ব্রুঝাক বলল, "ইঞ্জিনটা চালু রেখে লাফিয়ে পড়লে কেমন হয়।"

আরটেম বিড় বিড় করে বলল, "আমারও তাই মনে হয়, কিন্তু আমাদের পেছনে ওই যে ঘাগীটা বসে আছে।"

জানলা দিয়ে মাথাটা বাড়িয়ে অনিশ্চিত ভাবে ব্রুঝাক বলল, "তা বটে।"

আরটেমের কাছাকাছি সরে এল পলেন্তভ্স্কি। ফিস্ফিসিয়ে বলল, "ট্রেনটাকে নিয়ে যাওয়া চলবে না কিছুতেই, বুঝলে? ওদিকে যখন লড়াই চলছে, তখন এদিকে ট্রেন চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। রেললাইন যারা উড়িয়ে দিয়েছে, তারা আমাদেরই লোক। এই শুয়োরগুলোকে ওখানে নিয়ে যাওয়া মানে এদের গুলির মুখে আমাদের ওই লোকদের সঁপে দেওয়া। এমন কি, জারের আমলেও হরতালের দিনে আমি ট্রেন চালাই নি, বুঝলে? এবার চালাব! কক্ষনো না। নিজেদের লোকই যদি আমাদের জন্যে মারা পড়ে, তবে সে কলঙ্ক আর জীবনে ঘুচবে না। আমাদের আগে যারা ইঞ্জিন চালাচ্ছিল, প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও তারা কিন্তু পালিয়েছে। আমাদেরও ট্রেনটা চালিয়ে নিয়ে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না, কি বলো?"

"ঠিক বলেছ, খুড়ো, কিন্তু এর ব্যবস্থা কি করবে?" বলে সে সৈন্যটাকে চোখের ইঙ্গিতে দেখাল। ভুরু কুঁচকালো ইঞ্জিন-ড্রাইভার। এক মুঠো ছেঁড়া ন্যাতা দিয়ে ঘর্মাক্ত কপাল মুছে, রক্তাক্ত চোখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ট্রেনের গতি-নির্দেশক যন্ত্রটার দিকে—যেন, তোলপাড়-করা প্রশ্নটার উত্তর খুঁজছে সে সেইখানে। তারপরে রাগে বেপরোয়া হয়ে গাল পাড়ল একটা।

আরেকবার জল খেল আরটেম। দুজন লোকই একই কথা ভাবছে, কিন্তু কেউই উদ্বিগ্ন নীরবতাটুকু ভাঙার অবস্থায় নিজেকে নিয়ে আসতে পারছে না। আরটেম স্মরণ করল ঝুখ্‌রাইয়ের সঙ্গে তার কথাঃ "আচ্ছা, ভাই, বলশেভিক পার্টি আর কমিউনিস্টদের আদর্শ সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়?" আর, তার জবাবে আরটেমের উক্তি, "আমি সব সময় সাহায্য করতে প্রস্তুত, আমার ওপর

নির্ভর করতে পারো..."

"সাহায্যটা করছি বটে বড় চমৎকার", মনে মনে ভাবল সে, "মুক্তি-ফৌজকে শায়েস্তা করতে চলেছে যে জার্মান দল, তাদেরই চালিয়ে নিয়ে চলেছি..."

পলেন্তভ্স্কি এতক্ষণে আরটেমের পাশে টুল-বাক্সটার ওপরে ঝুঁকে পড়েছে। শুক্নো গলায় সে বলল, "ওই লোকটাকে শেষ করে দিতে হবে, বুঝলে?"

চমকে উঠল আরটেম। পলেন্তভ্স্কি দাঁত চেপে বলল, "আর কোন উপায় নেই। মাথায় মারতে হবে ওর, তারপরে ইঞ্জিনের বাষ্পনলীটা আর লেভারগুলো খুলে নিয়ে চুল্লিতে ফেলে দিয়ে, বাষ্পটাকে বের করে দিয়েই নেমে পড়তে হবে।"

একটা ভারি বোঝা যেন কাঁধ থেকে নেমে গেল বলে মনে হল আরটেমের। বলল, "ঠিক!"

ব্রুঝাকের দিকে ঝুঁকে আরটেম তাকে সিদ্ধান্তটা জানাল। তৎক্ষণাৎ কিছু বলল না ব্রুঝাক। তিনজনেই একটা বিরাট ঝুঁকি নিতে চলেছে। প্রত্যেকেরই বাড়িতে মস্তবড়ো এক-একটা পরিবারের কথা ভাববার আছে। পলেন্তভ্স্কির-টাই সবচেয়ে বড়োঃ ন'জন পোষ্য তার। কিন্তু তিনজনেই জানে ট্রেনটাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যেতে কিছুতেই পারে না তারা।

"বেশ, আমি আছি তোমাদের সঙ্গে," বলল ব্রুঝাক, "কিন্তু ওটার কি ব্যবস্থা? কে ওকে..." কথাটা শেষ করল না সে, কিন্তু মানেটা আরটেমের কাছে যথেষ্টই স্পষ্ট। বাষ্পনলীটা নিয়ে ব্যস্ত পলেন্তভ্স্কির দিকে ফিরল আরটেম, ঘাড় নেড়ে জানাল ব্রুঝাক তাদের সঙ্গে একমত। কিন্তু পরমুহূর্তেই সিদ্ধান্ত-না-হওয়া একটা প্রশ্নে উদ্বিগ্ন হয়ে বুড়ো মানুষটার দিকে সে এগিয়ে এল।

"কিন্তু কি ভাবে?"

পলেন্তভ্স্কি তাকাল আরটেমের দিকেঃ "তুমি লাগো আগে। তোমার গায়ের জোর সবচেয়ে বেশি। আমরা শাবলটা দিয়ে ঘা লাগাবো, চুকে যাবে।" বৃদ্ধ ভয়ানক উত্তেজিত।

ভুরু কুঁচকালো আরটেম, "আমি তা পারব না। না। শেষ পর্যন্ত যদি ভেবে দ্যাখো, এই লোকটার দোষ নেই কোন। ওকেও তো জোর করে বেয়নেট দেখিয়ে লাগানো হয়েছে এই কাজে।"

চোখে আগুন জ্বলে উঠল পলেন্তভ্স্কিরঃ "দোষ নেই বলছ? আমাদের যে বাধ্য হতে হয়েছে এই কাজটা করতে, তাতে আমাদেরও কোনো দোষ নেই। কিন্তু ভুলে যেও না, আমরা নিয়ে চলেছি একটা পুরো জার্মান ফৌজকে যারা আমাদের লোকদেরকেই শায়েস্তা করতে যাচ্ছে। এই সব 'নির্দোষ' সৈন্যরা আমাদের পার্টিসানদের গুলি করে মারতে চলেছে। তাহলে কি পার্টিসানদের দোষ? না হে ছোকরা, বলদের মতো জোয়ান তুমি, কিন্তু বুদ্ধিটা তোমার একটু কম..."

"ঠিক আছে, ঠিক আছে," ভাঙা গলায় বলল আরটেম। শাবলটা তুলে নিল সে। কিন্তু পলেন্তভ্স্কি ফিস্ফিসিয়ে বলল, "আমি করছি ওটা, সেটা বরং আরও ভাল হবে। তুমি বেল্চাটা নিয়ে উঠে যাও কয়লাবাক্স থেকে কয়লা দেবার জন্যে। দরকার হলে তুমি এক ঘা দেবে বেল্চাটা দিয়ে। আমি কয়লা ভাঙার ভাণ করব।"

ব্রুঝাক্ কথাটা শুনে মাথা নেড়ে সায় দিল। "ঠিক বলেছে বুড়ো", বলে সে বাষ্পনলীটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

লাল বেড় দেওয়া সামরিক টুপি পরে জার্মান সৈনিকটা বসেছিল কয়লা রাখার জায়গাটার ওপরে। দুপায়ের মাঝে রাইফেলটা রেখে চুরুট খাচ্ছে সে। ইঞ্জিন-চালানেওয়ালা এই তিনজন লোকের কাজকর্মের দিকে সে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছিল।

কয়লা রাখার জায়গাটার ওপরে যখন আরটেম উঠে আসে, তখন শান্ত্রীটা বিশেষ কিছু লক্ষ্য করে নি। তারপরে, পলেন্তভ্স্কি যখন কয়লার স্তূপটার ওপাশে বড়ো বড়ো চাঙাড়িগুলো নেবার ভাণ করে তাকে সরে যাবার ইসারা করল, তখন জার্মানটা সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে কামরার দরজাটার দিকে সরে এল।

শাবলের আঘাতে জার্মানটার খুলি ফেটে যাবার হঠাৎ একটা শব্দে চম্কে লাফিয়ে উঠল আরটেম আর ব্রুঝাক, যেন গরম লোহার ছোঁয়া লেগেছে তাদের গায়ে। কামরাটার দরজার পথে ন্যাতার মতো গড়িয়ে গেল শান্ত্রীর দেহটা। দ্রুত রক্তের স্রোত গড়াল ধূসর পশমের সামরিক টুপিটার ফাঁকে, কয়লা রাখার জায়গাটার লোহার দেয়ালে ঠুকে গেল তার রাইফেলটা।

"খতম", শাবলটা রেখে ফিসফিসিয়ে বলল পলেন্তভ্স্কি, "এখন আর আমাদের পিছিয়ে যাবার পথ নেই।" গোটা মুখটা কুঁচকে আসছে তার প্রবল একটা উত্তেজনায়।

মানুষ তিনটির মধ্যে যে ভারি একটা নীরবতা নেমে এসেছিল, সেটাকে ভেঙে দিল তার গলার স্বর, তারপরে সেটা উঠে গেল একটা চিৎকারের পর্দায়।

"বাষ্পনলীটার প্যাঁচ খুলে দাও, জল্দি!" চেঁচিয়ে উঠল সে।

দশ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে গেল কাজটা। ট্রেনটা এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে, ধীরে ধীরে গতি কমে আসছে তার। ঘন আঁধারে ঘেরা দু পাশের গাছগুলো ইঞ্জিনের আলোর বৃত্তের মধ্যে এসেই পরক্ষণেই আবার মিশে যাচ্ছে পেছনের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে। হেডলাইটগুলো বৃথাই চেষ্টা করছে রাত্রির ঘন যবনিকাকে সামনের দিকে মাত্র কয়েক গজ ফুঁড়ে বেরুবার জন্যে। ক্রমশই ইঞ্জিনটার নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ ভারি হয়ে আসছে। গতিটা কমে আসছে, যেন তার শেষ শক্তিটুকু ফুরিয়ে গেছে।

"লাফিয়ে পড়ো!" পেছনে পলেন্তভ্স্কির গলা শুনে আরটেম হাতলটা ছেড়ে দিল। ট্রেনের গতিবেগ তার বলিষ্ঠ দেহটাকে সামনের দিকে এক ধাক্কায় ঠেলে দিল, তারপরে একটা ঝাঁকুনি খাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন মাটিটা নিচ থেকে ওপরে উঠে এসে ঠেকে গেল তার পায়ে। দুএক পা দৌড়ে গিয়ে আরটেম হোঁচট খেয়ে ডিগবাজি খেয়ে গেল। একই সঙ্গে আরও দুটো ছায়ামূর্তি নেমে গেল গাড়িটার দুপাশ থেকে।

ব্রুঝাকের বাড়িতে গভীর বিষণ্ণতা। গত চারদিন ধরে সার্জের মা আন্তোনিনা ভাসিলিয়েভ্না ভাবনায় চিন্তায় প্রায় পাগল। কোন খবর নেই তার স্বামীর। শুধু এইটুকু সে জানে যে জার্মানরা তাকে কোর্চাগিন আর

পলেন্তভ্‌স্কির সঙ্গে একটা ট্রেন চালিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করেছে আর গতকাল সামরিক পাহারাদাররা এসে বিশ্রিরকম অভদ্রভাবে তাকে নানা কথা জিজ্ঞেস করে গেছে। ওদের কথা থেকে খুব অস্পষ্টভাবে সে বুঝেছে যে কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে। ভয়ানক উদ্বিগ্ন মনে, লোকগুলো চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, সে মাথায় রুমালটা বেঁধে রওনা হল মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভ্‌নার বাড়ি—যদি ওখান থেকে তার স্বামীর কোন খবর পাওয়া যায় সেই আশায়। রান্নাঘরটা গোছগাছ করছিল তার বড় মেয়ে ভালিয়া, সে তার মাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেখে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছ, মা?"

জল-ভরা চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আন্তোনিনা বলল, "কোরচাগিনদের ওখানে। দেখি, ওরা হয়তো তোর বাবার খবর কিছু জানতে পারে। সার্জি বাড়ি এলে বলিস, সে যেন স্টেশনে গিয়ে পলেন্তভ্‌স্কিদের ওখানে একবার দেখা করে আসে।"

মায়ের গলা দুই হাতে জড়িয়ে ধরল ভালিয়া। দরজার কাছে মাকে এগিয়ে দিয়ে সে বলল, "ভেবো না, মাগো।"

বরাবরের মতোই মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভ্‌না সাদর অভ্যর্থনা জানাল আন্তোনিনা ভাসিলিয়েভ্‌না-কে। দুজনের প্রত্যেকেই আশা করেছিল যে অন্যজনের কাছে কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে হয় তো, কিন্তু কথা বলতেই সে আশা মিলিয়ে গেল। কোর্‌চাগিনদের বাড়িতেও রাত্রে খানাতল্লাশী হয়ে গেছে। সৈন্যরা আরটেমের খোঁজে এসেছিল। মারিয়াকে বলে গেছে, তার ছেলে বাড়ি ফিরলেই যেন সে সেনাবাহিনীর কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে খবর দেয়। শান্ত্রীর দলটা বাড়িতে আসতেই মারিয়া কোরচাগিনার ভয়ে প্রায় বুদ্ধি লোপ পাবার মতো হয়েছিল। বাড়িতে সে একা, পাভেল রাত্রির শিফ্‌টে বিজলী-কারখানায় ছিল সাধারণত যেমন থাকে।

ভোরবেলায় কাজ থেকে ফিরে মার কাছ থেকে তল্লাশীর কথা শুনে পাভেলের দারুণ দুশ্চিন্তা হল দাদার নিরাপত্তার জন্যে। দুই ভাইয়ের চরিত্রের অমিল আর আরটেমের আপাতঃ নির্লিপ্ততা সত্ত্বেও, তাদের দুজনের মধ্যে একটা গভীর টান আছে। ভালবাসা দৃঢ়, কিন্তু সেটার কোন বাহ্যিক প্রদর্শনী নেই। পাভেল জানে, ভাইয়ের জন্যে কোন রকম আত্মদানেই সে ইতস্ততঃ করবে না।

জিরিয়ে নেবার জন্যে না বসেই পাভেল স্টেশনে ছুটে এল ঝুখ্‌রাইয়ের খোঁজে। তাকে পাওয়া গেল না। অন্যান্য শ্রমিক, যাদের সে চেনে, তারাও বেপাত্তা মানুষগুলোর খবর কিছু বলতে পারল না। ইঞ্জিনচালক পলেন্তভ্‌স্কির পরিবারও সম্পূর্ণ অন্ধকারে। কারখানার আঙিনায় তার ছোট ছেলে বোরিস-এর সঙ্গে দেখা হওয়ায়, ওর কাছ থেকে সে শুধু এইটুকুই জানতে পারল যে রাত্রিবেলায় তাদের বাড়িতেও খানাতল্লাশী হয়ে গেছে। ফৌজের লোকজন পলেন্তভ্‌স্কিকেও খুঁজছে।

মাকে দেবার মতো কোন খবর না পেয়ে পাভেল ফিরে এল। ক্লান্ত অবসন্ন দেহে সে শুয়ে পড়ল বিছানাটায়, সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছন্ন হয়ে গেল গভীর ঘুমে।

* * *

দরজাটায় ঘা পড়তেই মুখ তুলে তাকাল ভালিয়া। আগলটা খুলে জিজ্ঞেস করল, “কে?”

খোলা দরজাটার ফাঁকে ক্লিম্‌কা মারচেন্‌কোর উস্কোখুস্কো লাল-চুলওয়ালা মাথাটা দেখা গেল। স্পষ্টই বোঝা গেল সে ছুটে এসেছে—হাঁফাচ্ছে আর লাল হয়ে উঠেছে তার মুখ দৌড়ানোর পরিশ্রমে। ভালিয়াকে জিজ্ঞেস করল সে, “তোমার মা বাড়ি আছেন?”

“না, বেরিয়ে গেছেন।”

“কোথায়?”

“কোরচাগিনদের বাড়ি বোধহয়।” ক্লিমকা যেই ছুটে বেরিয়ে যাবে, অমনি তার জামার হাতাটা চেপে ধরল ভালিয়া। ইতস্ততঃ করে মেয়েটার দিকে তাকাল ক্লিম্‌কা।

“একটা দরকারে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই”, সাহস করে বলল ক্লিম্‌কা।

“কি ব্যাপার?” ভালিয়া ছাড়ল না তাকে, “শিগ্‌গির বল্‌, লালমাথা ভালুক কোথাকার, ভাবনার মধ্যে ফেলিস্‌ না, বল্‌ছি।” হুকুমের স্বরে বলল মেয়েটা।

ঝুখ্‌রাইয়ের সাবধানবাণী ভুলে গেল ক্লিম্‌কা। বিশেষ করে বলে দিয়েছিল সে, একমাত্র আন্তোনিনা ভাসিলিয়েভ্‌নার হাতেই যেন সে চিরকুটটা দেয়। পকেট থেকে এক টুক্‌রো ময়লা কাগজ বের করে ক্লিম্‌কা ভালিয়ার হাতে দিল। সার্জির এই সুন্দর-চুল বোনটাকে সে কখনও না বলতে পারে না—সত্যি বলতে কি, এই মেয়েটার প্রতি তার একটু দুর্বলতা আছে। অবশ্য, ভালিয়াকে যে তার ভাল লাগে, সেটা এমন কি নিজের কাছেও বলার মতো সাহস তার মোটেই নেই। কাগজটা তাড়াতাড়ি পড়ল ভালিয়াঃ

> “তোনিয়া! কিছু ভাবনা কোর না। খবর সব ভাল। ওরা নিরাপদে ভাল আছে। শিগ্‌গিরই আরও খবর পাবে। অন্যদের জানিয়ে দিও—সব ঠিক আছে, তাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। এই চিরকুটটা নষ্ট করে ফেলো।—ঝাখার।”

ভালিয়া ছুটে এল ক্লিম্‌কার কাছেঃ “ছোট্ট লাল ভালুক আমার! কোথা থেকে পেলে এটা? কে দিয়েছে এটা?” বলতে বলতে সে ক্লিম্‌কাকে এমন জোরে ঝাঁকানি দিল যে সে তার উপস্থিত বুদ্ধি হারিয়ে, নিজে জানতে পারার আগেই, দ্বিতীয় ভুলটা করে বসল। “ঝুখ্‌রাই স্টেশনে এটা আমাকে দিয়েছে।” তারপরেই, কথাটা যে তার বলা উচিত হয় নি সেটা বুঝতে পেরে বলল, “কিন্তু তোমার মাকে ছাড়া আর কাউকে এটা দিতে ও আমাকে বারণ করেছে।”

“ঠিক আছে”, হেসে উঠল ভালিয়া, “আমি কাউকে বলব না। আচ্ছা, তুমি তাহলে ছোট্ট লক্ষ্মী ভালুকটির মতো ছুটে যাও পাভেলদের বাড়ি, ওখানে পাবে মাকে।” আস্তে একটা ধাক্কা দিল সে ক্লিম্‌কার পিঠে। মুহূর্তের মধ্যে বাগানের বেড়াটার বাইরে ক্লিম্‌কার মাথাটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

তিনজন রেলকর্মীর কেউই বাড়ি ফিরল না। সন্ধ্যার দিকে ঝুখরাই কোরচাগিনদের বাড়ি এসে মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভ্‌নাকে ট্রেনের ঘটনাটা সব বলল। আতঙ্কিত মাকে শান্ত করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করল সে। বারবার করে তাকে বলল, তিনজনেই নিরাপদে আছে ব্রুঝাকের কাকার বাড়িতে এমন একটা গ্রামে

যেটা একটু চলতিপথের বাইরে। এখন অবশ্য তারা ফিরতে পারবেনা, কিন্তু জার্মানরা বেশ একটু মুশকিলে পড়েছে এবং যে-কোন দিন অবস্থা বদলে যেতে পারে।

মানুষ তিনটি অদৃশ্য হয়ে যাবার ফলে তাদের পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল আগেকার চেয়ে। ওদের কাছ থেকে ক্বচিৎ কখনও যে সব চিঠিপত্র আসে, তা এরা সবাই আনন্দ করে পড়ে, কিন্তু ওরা না থাকায় বাড়িটা যেন ফাঁকা আর বিষণ্ণ বলে মনে হয়।

একদিন ঝুখরাই পলেন্তভস্কির স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এল— ভাবখানা যেন সে এই দিক দিয়েই যাচ্ছিল। কিছু টাকা দিল তাকে। "এই কয়েকটা টাকা পাঠিয়েছে আপনার স্বামী আপনার চালাবার মতো," বলল সে, "শুধু দেখবেন, আর কারুর কাছে বলবেন না কথাটা।" "ধন্যবাদ! ভয়ানক দরকার পড়েছিল আমাদের। ছেলেদের রুটি খেতে দেবার মতোও কিছু নেই।"

আসলে, বুলগাকভ যে টাকাটা রেখে গিয়েছিলেন, তার থেকেই এটা দিল ঝুখরাই।

স্টেশনে ফিরে যেতে যেতে মনে মনে বলল ঝুখরাই, "দেখা যাক, কতদূর কি হয়। গুলির ভয়ে যদিও বা হরতাল ভেঙে যায়, তবু আগুন তো জ্বলে উঠেছে, সেটাকে আর নেভানো যাবে না। আর ওদের তিনজনের কথা যদি বলতে হয়, ওরা শক্ত মানুষ, সত্যিকারের শ্রমিকশ্রেণীর জাত।" একটা আনন্দের আমেজে ভরে গেল তার মন।

ভোরোবিয়োভা-বালকা গ্রামের বাইরের দিকে ছোট্ট একটা পুরনো কামারশালা। ধোঁয়ায়-কালো তার সামনের দিকটা রাস্তামুখো। জ্বলন্ত হাপর-চুল্লিটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে পলেন্তভস্কি, আগুনের আঁচে চোখ কুঁচকে গেছে। লাল করে তাতানো একটা লোহার পাত সে উল্টিয়ে দিল একটা লম্বা চিমটে দিয়ে। মাথার ওপরে ঝোলানো একটা আড়িকাঠ টেনে টেনে হাপরটা চালাচ্ছিল আরটেম।

"ইদানীং গ্রামের দিকে ভাল কাজ জানা মিস্ত্রীকে বসে থাকতে হয় না। অনেক কাজ আছে—যত চাও," দাড়ির মধ্যে চুমকুড়ি কেটে খুশি মনে বলছিল ইঞ্জিনচালক, "আর দু-এক সপ্তাহ এরকম চালাতে পারলেই বাড়ির লোকজনদের দু-এক বস্তা গম আর মাংস পাঠাতে পারব। চাষীরা সব সময়েই কামারদের খাতির করে হে। দেখে নিও, পুঁজিপতিদের মতো খাব আমরা, হাঃ হাঃ। ঝাখারটা আমাদের থেকে একটু ভিন্ন রকম—ও চাষবাসে লেপটে আছে, ওর ওই খুড়োর মারফতে ওর শিকড় আটকেছে জোতজমিতে। না, আমি অবশ্য ওর দোষ দিয়ে বলছি না কথাটা। তুমি আর আমি, বুঝলে আরটেম, আমাদের বাপু না আছে লাঙল, না আছে জাঙল। বলতে গেলে, শক্ত পিঠ আর একজোড়া হাত ছাড়া কিছুই নেই—যাকে বলে, চিরকালের হাঘরে মজুর, আমরা হচ্ছি তাই—হাঃ হাঃ। কিন্তু ঝাখারটার যেন দু-নৌকায় পা—এক পা গাঁয়ে চাষের জমিতে, আর এক পা শহরে রেল-কারখানায়।" লাল করে তাতানো লোহাটা চিমটেয় ধরে সরিয়ে দিয়ে, আরেকটু গম্ভীর হয়ে সে বলল, "কিন্তু আমাদের ব্যাপার-স্যাপার ভাল মনে হচ্ছে না হে। জার্মানরা যদি অল্পদিনের মধ্যে সাবাড় না হয়, তাহলে

আমাদের সরে পড়তে হবে ইয়েকাতোরিনোস্লাভ্ কিংবা রস্তভ্-এর দিকে। নইলে ধরা পড়ে যাব হয়তো, আর কিছু জানবার আগেই ঝুলতে থাকব শূন্যে স্বর্গ-মর্ত্যের মাঝখানে।"

"কথাটা বলেছ ঠিক", অস্পষ্টভাবে বলল আরটেম।

"ওখানে আমাদের লোকজন কি করছে জানতে পারলে হত। জার্মান শয়তানরা ওদের শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে কি-না তাই ভাবছি।"

"হ্যাঁ, আমাদের অবস্থাটা বড়ো বিশ্রী, খুড়ো। বাড়ি ফেরার চিন্তাটা আমাদের ছাড়তে হবে।"

চুল্লি থেকে পলেন্তভ্স্কি বের করে নিল নীল হয়ে আসা জ্বলন্ত লোহাটা, অভ্যস্ত হাতে টান দিয়ে এনে রাখল সেটাকে নেহাইটার ওপরেঃ "পেটাও হে!"

ভারি হাতুড়িটা মাথার ওপরে তুলে আরটেম সেটাকে সজোরে নামিয়ে আনল নেহাইটার বুকে। উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গের একটা ফোয়ারা ছিটিয়ে পড়ল চতুর্দিকে হিস্‌হিস্ শব্দে, কামারশালার সবচেয়ে অন্ধকার কোণগুলো একমুহূর্তের জন্যে আলোকিত হয়ে উঠল। জোরালো হাতুড়ি-পেটার ফাঁকে ফাঁকে পলেন্তভ্স্কি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিতে থাকল লোহাটাকে আর একদলা নরম মোমের মতোই অবাধে চেপ্টে চেপ্টে যেতে লাগল লোহাটা।

কামারশালার খোলা দরজাটা দিয়ে অন্ধকার রাত্রির উষ্ণ নিঃশ্বাস ভেসে এল।

নিচেই ঘন রঙের বিরাট হ্রদটা। চারধারে সেটাকে ঘিরে পাইন-গাছগুলো উঁচু মাথা দোলাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে তোনিয়া ভাবল, "ঠিক যেন জীবন্ত প্রাণীর মতো।" তীরে গ্র্যানিট-পাথরের মধ্যে একটা ঘাস-বোনা নিচু জায়গায় শুয়েছিল সে। তার মাথার অনেক ওপরে খোঁদলটার ফাঁকে দেখা যাচ্ছে বনের ঊর্ধ্বপ্রান্ত, নিচে ঢালুটার পায়ের কাছেই হ্রদ। চারধারে পাথরের খাড়া তীরের ছায়া হ্রদের কালো জলে আরও কালো একটা বেড় দিয়েছে।

স্টেশনের কাছাকাছি এই পাথরখনিটা তোনিয়ার প্রিয় জায়গা। পাথর খুঁড়ে নেবার পরে পরিত্যক্ত এই অঞ্চলটায় পরিপূর্ণ বসন্ত নেমেছে। তিনটে হ্রদ জেগেছে এখানে। পাড়টা যেখানে জলে মিশেছে, সেইখানে ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ শুনে তোনিয়া মাথাটা তুলে সামনের ডালপালাগুলো সরিয়ে যেদিক থেকে শব্দটা আসছে সেদিকে তাকাল। রোদে-পোড়া নমনীয় একটা দেহ বলিষ্ঠ বাহুবিক্ষেপে সাঁতার কেটে সরে যাচ্ছে তীরের দিক থেকে। সাঁতারুর বাদামী রঙের পিঠ আর কালো মাথাটা তোনিয়ার চোখে পড়ল—বিরাট একটা জলজন্তুর মতো হাওয়া ছাড়ছে মুখ দিয়ে, জল কেটে চলেছে দ্রুতগতিতে, উল্টে যাচ্ছে, ডিগ্‌বাজি খাচ্ছে, ডুবে গিয়ে ভেসে উঠছে। তারপরে চিৎ হয়ে, হাত দুটো ছড়িয়ে, নগ্ন দেহটাকে একটু বেঁকিয়ে, উজ্জ্বল রোদে চোখ কুঁচ্‌কে ভেসে রইল।

ফাঁক করে ধরা ডালপালাগুলো ছেড়ে দিয়ে তোনিয়া মুখ নামিয়ে নিল। মনে মনে হেসে বলল, "আর দেখাটা উচিত নয়।" বইটা ফের পড়া আরম্ভ করল সে।

লেস্‌চিন্‌স্কির দেওয়া এই বইটার মধ্যে সে একেবারে ডুবে গিয়েছিল, দেখতেই পায় নি যে পাইন-বনের থেকে খোঁদলটাকে আড়াল করা গ্র্যানিট পাথরের

খাড়া বেয়ে কখন একজন উঠে এসেছে। আগন্তুকের অজান্তে একটা নুড়ি ঠেলা খেয়ে গড়িয়ে এসে যখন তোনিয়ার বইটার ওপরে পড়ল, শুধু তখনই সে চমকে উঠে তাকিয়ে দেখল পাভেল কোরচাগিন তার সামনে দাঁড়িয়ে। পাভেলও একটু হক্‌চাকিয়ে গিয়েছিল এই দেখাদেখি হয়ে যাওয়ায়, কি করবে বুঝতে না পেরে সে চলে যাবার জন্যে ফিরে দাঁড়াল।

তার ভিজে চুল লক্ষ্য করে তোনিয়া ভাবল, "জলে একেই দেখেছি, নিশ্চয়।"

"চম্‌কে দিয়েছি নাকি? আমি জানতাম না তুমি এখানে রয়েছ।" পাথরের গাঁয়ে হাত রাখল পাভেল, চিনতে পেরেছে সে তোনিয়াকে।

"না, না, আমার কোন অসুবিধে হয়নি তুমি আসাতে। যদি আপত্তি না থাকে তো বোসো। কিছুক্ষণ গল্প করা যাক।"

পাভেল অবাক হয়ে তাকাল তোনিয়ার দিকে ঃ "কিসের গল্প করব?"

হাসল তোনিয়াঃ "বোসো না। এইখানটায়।" একটা পাথরের দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কি নাম তোমার?"

"পাভ্‌কা কোরচাগিন।"

"আমার নাম তোনিয়া। এই তো, আমাদের আলাপ হয়ে গেল।"

অস্বস্তির সঙ্গে পাভেল তার টুপিটা দুম্‌ড়াতে লাগল।

"তুমিই বুঝি পাভ্‌কা?" নীরবতা ভেঙে বলল তোনিয়া, "পাভ্‌কা কেন? ভাল শোনাচ্ছে না ওটা, 'পাভেল' তার চেয়ে ঢের ভালো। আমি তোমাকে তাই বলব—পাভেল। এখানে প্রায়ই এসে থাকো বুঝি...", বলতে যাচ্ছিল "সাঁতার কাটতে"—কিন্তু সে যে পাভেলকে জলে দেখেছে, সেটা চেপে যাওয়ার জন্যে তোনিয়া বলল, "বেড়াতে?"

"না, প্রায়ই না। ছুটির দিনে আসি।" বলল পাভেল।

"ও, কাজ করো বুঝি কোথাও?" তোনিয়া আর একটা প্রশ্ন করল।

"বিজ্‌লী-কারখানায়। কয়লা-জোগানদারের কাজ।"

"আচ্ছা, অমন দারুণ মারামারি করতে শিখলে কোথায় বলো তো?" হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল তোনিয়া।

"আমি মারামারি করি তাতে তোমার কি?" নিজের অনিচ্ছাতেই খেঁকিয়ে উঠল পাভেল।

"আচ্ছা, আচ্ছা, চটে যেও না," তার প্রশ্নে পাভেল বিরক্ত হয়েছে দেখে সে বলল তাড়াতাড়ি, "এমনি জানতে ইচ্ছে হল, তাই। কি ঘুষিটাই ঝেড়েছিলে! অতোটা নিষ্ঠুর হওয়া উচিত হয় নি তোমার।" খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠল তোনিয়া।

"ওর জন্যে দুঃখ হয়েছে বুঝি, অ্যাঁ?" জিজ্ঞেস করল পাভেল।

"মোটেই না। বরং ঠিকই হয়েছে শুখার্‌কোর মার খাওয়াটা। খুব খুশি হয়েছিলাম আমি। শুনেছি, তুমি নাকি প্রায়ই মারামারি বাধাও।"

"কে বলেছে?" কান খাড়া করল পাভেল।

"এই তো, ভিক্তর লেস্‌চিন্‌স্কি বলছিল, তুমি নাকি পেশাদার মারকুটে।"

মুখ চোখ আঁধার হয়ে এল পাভেলেরঃ "ভিক্তরটা একটা নাদুস-নুদুস শুয়োর। কপাল ভালো ওর যে সেদিন ও আমার হাতে মার খায়নি। আমার সম্বন্ধে ও যা বলেছে তা শুনেছি, কিন্তু হাত নোংরা করতে চাইনি আমি।"

"ও রকম ভাষায় কথা বোল না পাভেল, ওটা ভাল নয়," তাকে বাধা দিল তোনিয়া।

চটে উঠল পাভেল। মনে মনে ভাবল, "এই বড়লোকের আদুরে মেয়েটার সঙ্গে কথা বলার কি দরকার? দিব্যি হুকুম চালাচ্ছেঃ প্রথমে ওঁর 'পাভ্‌কা' পছন্দ হল না, এখন আবার আমার ভাষার দোষ ধরছে।"

"লেস্‌চিন্‌স্কির ওপরে তুমি এত চটা কেন?" জিজ্ঞেস করল তোনিয়া।

"ও একটা খুকি, আদুরে গোপাল, এতটুকু হিম্মৎ নেই! ও ধরনের ছেলে দেখলেই আমার হাত নিস্‌পিস্‌ করে। চালচলনটা সবসময় তোমার ওপর-ওয়ালার মতো। ভাবখানা, যেন বড়লোক বলে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। পয়সা আছে, তাতে আমার ভারি বয়েই গেল। হাত দিয়ে দেখুক একবার আমার গায়ে, উচিত মতো শিক্ষা পেয়ে যাবে একচোট। ও ধরনের ছেলে দেখলেই ঝাড়তে ইচ্ছে করে একটা ঘুষি চোয়ালের ওপর"—ক্ষেপে গিয়ে বলেই চলল পাভেল।

লেস্‌চিন্‌স্কির প্রসঙ্গ তুলেছে বলে আফ্‌সোস হল তোনিয়ার। বুঝতে পারল সে, ওই কেতাদুরস্ত শৌখিন স্কুলের ছেলেটার সঙ্গে এই তরুণটির অনেকদিনের পুরনো ঝগড়া ফয়সালা করবার আছে। কথাবার্তাকে আরও সহজ খাদে চালাবার জন্যে সে পাভেলকে তার পরিবার আর কাজকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে লাগল। নিজের অজান্তেই পাভেল মেয়েটার প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব দিতে লেগেছে অত্যন্ত বিশদভাবে। ভুলেই গেছে যে সে চলে যেতে চাচ্ছিল।

"পড়াশোনা চালিয়ে গেলে না কেন?" জিজ্ঞেস করল তোনিয়া।

"ইশ্‌কুল থেকে তাড়িয়ে দিল যে।"

"কেন?"

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল পাভেল, "পাদ্রীটার কেক তৈরির ময়দায় তামাকের গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়েছিলাম, সেই জন্যে নাম কেটে দিল আমার। ভারি পাজি লোক ওই পাদ্রীটা। জ্বালিয়ে মারে লোকটা সবাইকে।" পাভেল পুরো ঘটনাটা বলে গেল। আগ্রহের সঙ্গে শুনল তোনিয়া। প্রাথমিক লজ্জার ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে পাভেল। কিছুক্ষণের মধ্যে সে এমনভাবে কথাবার্তা চালাল যেন তোনিয়া তার পুরনো বন্ধু। নানা কথার মধ্যে সে তার দাদার নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার কথা বলল। খোঁদলটার মধ্যে বসে গল্পে জমে গিয়ে দুজনের কেউই লক্ষ্য করেনি যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কেটে যাচ্ছে। শেষে পাভেল হঠাৎ লাফিয়ে উঠল।

"কাজে যাবার সময় হয়ে গেছে। এখানে বসে গল্প না করে আমার এতক্ষণে বয়লারে আগুন দেওয়া উচিত ছিল। দানিলো ওদিকে নিশ্চয়ই চেঁচামেচি আরম্ভ করেছে।" একটু অস্বস্তির সঙ্গে সে বলল, "আচ্ছা, চলি তাহলে। আমাকে আবার দৌড়াতে হবে শহরের দিকে।"

তোনিয়াও লাফিয়ে উঠে জ্যাকেটটা পরে নিল, "আমাকেও যেতে হবে। চলো, একসঙ্গে যাই।"

"না, তা কি করে হবে? আমাকে দৌড়ে যেতে হবে যে।"

"আচ্ছা বেশ, আমিও দৌড়াব তোমার সঙ্গে। দেখা যাক, কে আগে পৌঁছাতে পারে।"

অবজ্ঞার চোখে তার দিকে তাকাল পাভেল, "আমার সঙ্গে দৌড়াবে? মোটেই পেরে উঠবে না।"

"দেখা যাক। চলো এখান থেকে বেরুই আগে।" পাথরের খাড়ির ওপর দিয়ে লাফিয়ে পড়ল পাভেল, তারপর হাত বাড়িয়ে দিল তোনিয়ার দিকে। দুজনে বন পেরিয়ে এসে পড়ল চওড়া আর সমতল স্টেশনের পথটার ওপর। তোনিয়া থেমে পড়ল রাস্তার মাঝখানে।

"এসো, এবার দৌড়ানো যাক। এক, দুই, তিন! ধরো দিকি আমাকে!" ঝড়ের গতিতে উধাও হয়ে গেল তোনিয়া রাস্তা বেয়ে তার জুতোর শুকতালায় বিদ্যুতের ঝিলিক খেলিয়ে। নীল জ্যাকেটের প্রান্তটা তার উড়তে লাগল হাওয়ায়।

পাভেল ছুটে চলল তার পেছনে। উড়ন্ত জ্যাকেটটার পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে ভেবেছিল পাভেল, "দু-পা গিয়েই ধরে ফেলব ওকে," কিন্তু রাস্তাটার একেবারে শেষে স্টেশনের কাছ পর্যন্ত এসে তবে সে তোনিয়াকে ধরতে পারল। শেষের ঝোঁকটায় এগিয়ে এসে সে শক্ত দুই হাতে তোনিয়ার কাঁধটা চেপে ধরল।

"এই বার! ধরে ফেলেছি!" খুশির চিৎকারে বলে উঠল পাভেল হাঁপাতে হাঁপাতে।

"উঃ, লাগছে।" বাধা দিল তোনিয়া।

দাঁড়িয়ে পড়েছে দুজনে হাঁপাতে হাঁপাতে, নাড়ির গতি বেড়ে গেছে তাদের, বেদম দৌড়িয়ে ক্লান্ত তোনিয়া সেই মধুর সান্নিধ্যের মুহূর্তে এতো হাল্‌কাভাবে পাভেলের দেহে ভর দিয়েছিল যে পাভেল বহুদিন পর্যন্ত সেটা ভুলতে পারেনি।

"এর আগে আমাকে কেউ দৌড়ে ধরতে পারেনি।" পাভেলের কাছ থেকে সরে যেতে যেতে বলল তোনিয়া।

এখান থেকে আলাদা হয়ে গেল তারা, হাতের টুপিটা বিদায়ের ভঙ্গিতে নেড়ে পাভেল দৌড় দিল শহরের দিকে।

বয়লার-ঘরের দরজাটা যখন সে ঠেলে খুলল, তার আগে থেকেই দানিলো বয়লারে আগুন জ্বালাতে ব্যস্ত—সে এখানকার আরেকজন কয়লা-জোগানদার।

"আরও দেরি করে আসতে পারলে না?" খেঁকিয়ে উঠল সে, "তোমার কাজটাজ সব আমাকেই করে দিতে হবে, না-কি?"

পাভেল তার পিঠ চাপড়ে দিল তাকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে। খুশির সঙ্গে বলল, "এক্ষুণি এক ফুঁয়ে গন্‌গনে আঁচ বের করে দিচ্ছি, দ্যাখো না!" জ্বালানি কাঠ জড়ো করতে লেগে গেল সে।

মাঝ রাত্রের দিকে দানিলো যখন কাঠের স্তূপের ওপর আরামে নাক ডাকাচ্ছে, পাভেল তখন ইঞ্জিনটায় তেল দিয়ে, ময়লা ন্যাকড়ার পুঁটুলিটায় হাত মুছে, টুলবাক্সটার ভেতর থেকে বের করে নিল 'জিউসেপ গারিবলডি' বইটির বাষট্টি নম্বর কিস্তি। ইতালির নেপল্‌স্‌ শহরের "লাল-কোর্তা"দের এই নেতার সম্বন্ধে লোকমুখে প্রচলিত তাঁর নানান্‌ বিচিত্র দুঃসাহসিক রোমাঞ্চ-কাহিনীর মধ্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই ডুবে গেল সে।

"সুন্দর নীল তার চোখ দুটি তুলে সে তাকাল ডিউকের দিকে..."

"তোনিয়ারও চোখ দুটি নীল", ভাবল পাভেল, "আর ও একটু আলাদা ধরনেরও বটে, মোটেই বড়লোকের মেয়ের মতো নয়। আর, কি দারুণ দৌড়তে

পারে মেয়েটা!" তোনিয়ার সঙ্গে তার সারাদিনের আলাপ-পরিচয়-কথাবার্তার কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল পাভেল, লক্ষ্যই করেনি যে ওদিকে বাড়্তি বাষ্পের চাপে এঞ্জিনটার গোঙানির শব্দ ক্রমশই বেড়ে চলেছে। বড়ো চাকাটা ততক্ষণে ঘুরতে লেগেছে প্রচণ্ড বেগে, ইঞ্জিনটা যার ওপরে বসানো আছে সেই কংক্রিটের গাঁথুনিটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। চাপ-মাপার যন্ত্রটার দিকে এক-চোখ তাকিয়েই পাভেল দেখতে পেল—সাবধান-সংকেতের লাল রেখাটার কয়েক বিন্দু ওপরে উঠে গেছে কাঁটাটা।

"ধুত্তোরি ছাই!" একলাফে পাভেল এগিয়ে এল বাড়্তি বাষ্প বের করে দেবার বাইল্টার দিকে। হাতলটায় তাড়াতাড়ি দুটো পাক দিয়ে দিল, বাষ্পটা নল বেয়ে সবেগে হিস্হিস্ শব্দে বেরিয়ে এসে পড়ল বয়লার-ঘরের বাইরে নদীর বুকে। লিভারটায় এক টান দিয়ে চাকায় পাক-খাওয়ানো চামড়ার পট্টিটা পরিয়ে দিল পাম্পের কপিকলে। দানিলোর দিকে একবার তাকাল পাভেল, কিন্তু সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, মুখটা হাঁ হয়ে গেছে, নাক ডাকছে ভীষণ শব্দে। আধ মিনিটের মধ্যেই চাপ-মাপার যন্ত্রের কাঁটাটা স্বাভাবিক অবস্থায় এসে গেল।

পাভেল ভিন্ন পথে চলে যাবার পর তোনিয়া চলল তার বাড়িমুখো কালো চোখ এই তরুণটির সঙ্গে তার আজকের আলাপের ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে। পাভেলের সঙ্গে আলাপ হওয়াতে নিজের অজানতেই খুশি হয়ে উঠেছে তোনিয়ার মনঃ "কি উচ্ছল প্রাণশক্তি ছেলেটার! আর, আমি যা ভেবেছিলাম সেরকম গোঁয়ার-গোবিন্দ ওতো মোটেই নয়! আর-যাই হোক, ওই সব ইশ্কুলে-পড়া চ্যাংড়া ছেলেগুলোর মতো নয় একেবারেই..."

পাভেলের মনের গড়নটা অন্য রকম, এমন একটা পরিবেশ থেকে সে এসেছে যেটা তোনিয়ার কাছে একেবারেই অপরিচিত। "কিন্তু বাগ মানিয়ে নিতে পারা যাবে ওকে", মনে মনে ভাবল তোনিয়া, "বেশ হবে ওর সঙ্গে বন্ধুত্বটা হলে।"

বাড়ির কাছাকাছি এসে তোনিয়া দেখতে পেল—বাগানে বসে আছে লিজা শুখারকো, নেলি আর ভিক্তর লেস্চিন্স্কি। ভিক্তর্ কি একটা পড়ে শোনাচ্ছে। ওরা তার জন্যেই অপেক্ষা করছে বোঝা গেল। সম্ভাষণ-বিনিময়ের পর তোনিয়া একটা বেঞ্চির ওপরে বসল। এদের অন্তঃসারশূন্য গালগল্পের মাঝখানে এক-সময় ভিক্তর তার পাশে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করল, "আমি যে উপন্যাসটা দিয়েছিলাম, সেটা পড়েছ?"

"উপন্যাস?" হঠাৎ মনে পড়ল তোনিয়ার, "ও, বইটা আমি..." প্রায় বলে ফেলেছিল আর-কি যে সে বইটা ভুলে ফেলে এসেছে হ্রদের ধারে।

প্রশ্নভরা চোখে ভিক্তর তাকাল তার দিকে, "প্রেমের গল্পটা ভাল লেগেছে তোমার?"

এক মুহূর্তের জন্যে ভাবনায় ডুবে গেল তোনিয়া, তারপর জুতোর গোড়ালিটা দিয়ে রাস্তাটার ধুলোর বুকে একটা জটিল রেখার আঁচড় কেটে মাথা তুলে তাকাল সে ভিক্তরের দিকেঃ "না, আমি ওর চেয়েও ঢের ভালো একটা প্রেমের গল্প আরম্ভ করেছি।"

"তাই নাকি?" টেনে টেনে বলল ভিক্তর বিরক্ত হয়ে, "কার লেখা বইটা?"

উজ্জ্বল হাসিভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে তোনিয়া বলল, "কারুর লেখা নয়..."

ওপরের বারান্দা থেকে তোনিয়ার মা ডাকলেন, "তোনিয়া, তোর বন্ধুদের নিয়ে আয়, চা দেওয়া হয়েছে।"

নেলি আর লিজার হাত ধরে তোনিয়া ওদের নিয়ে এল বাড়ির ভেতরে। তোনিয়ার কথাগুলোর মানে বুঝতে না পেরে ওদের পেছনে পেছনে আসবার সময় ভারি ধোঁকায় পড়ল ভিক্তর।

এই নতুন আর অদ্ভুত অনুভূতিটা পাভেলকে তার অজান্তেই পেয়ে বসেছে, তার মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট অস্বস্তির সৃষ্টি করেছে। ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝতে পারছে না বলেই তার বিদ্রোহী স্বভাব বেশ কিছুটা নাড়া খেয়েছে। তোনিয়ার বাবা প্রধান-বনপরিদর্শক। পাভেলের দিক থেকে এটার মানে—তোনিয়ার বাবা আর উকিল লেস্‌চিন্‌স্কি বলতে গেলে সমশ্রেণীর মানুষ।

পাভেল মানুষ হয়ে উঠেছে দারিদ্র আর অভাবের মধ্যে। কাউকে বড়-লোক বলে মনে হলেই, তার প্রতি পাভেলের মনে একটা বিরুদ্ধতা জাগে। সুতরাং তোনিয়ার প্রতি তার মনোভাবটা সংশয় আর সাবধানতা মেশানো। তোনিয়া তার নিজের শ্রেণীর মানুষদের মতো নয়—যেমন, ধরা যাক, রাজমিস্ত্রীর মেয়ে ওই গালিনার মতো তোনিয়া সরল আর সহজবোধ্য নয়। তোনিয়ার সান্নিধ্যে পাভেলকে সব সময় সচেতন থাকতে হয়—ওর মতো সুন্দরী আর সুশিক্ষিতা মেয়ের পক্ষে পাভেলের মতো একজন সামান্য কয়লা-জোগানদার মজুরকে বিদ্রূপ করে কিংবা অনুগ্রহ করে কিছু বলে বসাটা আশ্চর্য নয় বলেই পাভেল মনে করে। তাই সেও তোনিয়ার ওই ধরনের কোন কথার উপযুক্ত পাল্টা জবাব দেবার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকে মনে মনে।

পুরো একটা সপ্তাহ তোনিয়ার সঙ্গে তার দেখা হয় নি। তাই আজ পাভেল হ্রদের দিকে যাবে বলে ঠিক করল। ইচ্ছে করেই সে তোনিয়ার বাড়ির সামনের রাস্তাটা ধরল, যদি ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এই আশায়। বেড়াটার ধার ঘেঁষে সে যখন অনির্দিষ্টভাবে চলেছে, তখন সে বাগানের শেষ প্রান্তে তার পরিচিত নীল-বেড় দেওয়া সাদা ব্লাউজটা দেখতে পেল। পথের ওপর থেকে একটা পাইন-কুঁড়ি কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারল সাদা ব্লাউজটা লক্ষ্য করে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে এল তোনিয়া তার কাছে, উজ্জ্বল হাসিভরা মুখে দুই হাত বাড়িয়ে দিল বেড়ার ওপারে। "এসেছ তাহলে শেষ পর্যন্ত", খুশিভরা গলায় বলল সে, "কোথায় ছিলে এতদিন? হ্রদের ওদিকে গিয়েছিলাম ফেলে-আসা বইটা নিয়ে আসবার জন্যে। ভেবেছিলাম হয়তো তোমার দেখা পাব ওখানে। ভেতরে এস না।"

মাথা নাড়ল পাভেল, "না।"

"কেন?" বিস্ময়ে ভুরু তুলল তোনিয়া।

"তোমার বাবা পছন্দ করবেন না নিশ্চয়। আমার মতো একটা চাষাড়ে ছোটলোককে বাগানে ঢুকতে দেবার জন্যে তিনি নিশ্চয় তোমার ওপরে ভীষণ বকাঝকা করবেন।"

"কি বাজে বক্‌ছ, পাভেল," চটে গিয়ে বলল তোনিয়া, "এক্ষুণি এস ভেতরে, আমার বাবা ওসব কিছুই বলবেন না। দেখতেই পাবে। আচ্ছা, ভেতরে এস।"

দেউড়িটা খুলে দেবার জন্যে ছুটে এল তোনিয়া। অনিশ্চিতভাবে তাকে অনুসরণ করল পাভেল।

বাগানের মধ্যে একটা গোল মাটির টেবিলের ধারে দুজনে বসার পর তোনিয়া জিজ্ঞেস করল, "বই ভালবাসো তুমি?"

আগ্রহের সঙ্গে বলল পাভেল, "খুব।"

"কি বই তোমার সবচেয়ে পছন্দ?"

দু-এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে উত্তর দিল পাভেল, "জিজেপ্পি গারিবল্‌ডি।"

"জিউসেপি গারিবল্‌ডি", সংশোধন করে দিল তোনিয়া, "ওই বইটা তোমার খুব ভালো লাগে বুঝি?"

"হ্যাঁ। আমি বইটার আটষট্টিটা কিস্তির সবগুলো পড়েছি। আমি প্রত্যেক হপ্তা পাবার দিনে পাঁচটা করে কিস্তি কিনি। গ্যারিবল্‌ডি—হ্যাঁ, একটা মানুষের মতো মানুষ!" বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল পাভেল, "সত্যিকারের বীর! একেই তো বলি সাচ্চা মানুষ একটা! কতগুলো লড়াই করতে হয়েছে লোকটাকে—আর প্রত্যেকটায় জিতেছে। দুনিয়ার সব দেশ ঘুরেছে! গ্যারিবল্‌ডি আজ বেঁচে থাকলে আমি ওঁর দলে গিয়ে ঢুকতাম, সত্যি বলছি। গ্যারিবল্‌ডি তো যতসব কমবয়েসী মজুরদের তাঁর দলে নিতেন আর তারা সবাই মিলে লড়াই করত গরীব মানুষদের জন্যে।"

"চলো, আমাদের লাইব্রেরিটা দেখাব তোমায়?" পাভেলের হাত ধরে বলল তোনিয়া।

আপত্তি করল পাভেল, "না, না। বাড়ির ভেতরে যাব না আমি।"

"এত গোঁয়ার্তুমি করো কেন? সংকোচের কি আছে?"

পাভেল তার খালি নোংরা পা-দুটোর দিকে তাকিয়ে মাথাটা চুল্‌কোতে থাকল।

"তোমার বাবা-মা আমাকে বের করে দেবেন না তো?"

চটে গেল তোনিয়াঃ "এ রকম কথাবার্তা বললে কিন্তু ভয়ানক রাগ করব আমি তোমার ওপর।"

"লেস্‌চিন্‌স্কিরা কিন্তু কক্ষণো আমাদের মতো লোকজনদের ঢুকতে দেয় না ওদের বাড়িতে। সবসময়ে খিড়্‌কির দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলে আমাদের সঙ্গে। আমি একবার কি-একটা কাজে গিয়েছিলাম ওদের বাড়ি, নেলি তো ঘরেই ঢুকতে দিল না—গালিচা নোংরা করে দেব কিংবা ওইরকম কিছু একটা করব ভেবে ভয় পেয়েছিল নিশ্চয়ই", হেসে বলল পাভেল।

"এস, এস", তাগিদ দিল তোনিয়া, পাভেলের কাঁধে মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিল বারান্দাটার দিকে। খাবার-ঘরটার মধ্যে দিয়ে নিয়ে এল আরেকটা ঘরে যেখানে বিরাট একটা ওক-কাঠের আলমারি। তার পাল্লা দুটো খুলে ফেলতেই পাভেল দেখল তার সামনে পরিপাটি করে সাজানো সারি সারি অজস্র বই। এমন সম্পদ সে তার জীবনে কোনদিন দেখে নি।

"আচ্ছা, তোমার জন্যে একটা ভাল বই বেছে দিচ্ছি। কিন্তু কথা দাও—আরও বই নেবার জন্যে নিয়মিত আসবে তুমি, কেমন?"

সানন্দে মাথা নাড়ল পাভেল। বলল, "বই আমি খুব ভালবাসি।"

খুশিভরা কয়েকটি ঘণ্টা একসঙ্গে সেদিন কাটাল তারা। তোনিয়া তার মায়ের সঙ্গে পাভেলের আলাপ করিয়ে দিল। পাভেল যে রকমটি ভেবে নিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সেরকম ভীষণ কিছু ব্যাপার নয়। সত্যি কথা বলতে কি, তোনিয়ার মাকে তার ভালই লাগল বেশ।

তোনিয়া তার নিজের ঘরে পাভেলকে নিয়ে গিয়ে তার নিজের বইগুলো দেখাল। প্রসাধনের টেবিলের ওপরে ছোট্ট একটা আয়না। সেটার সামনে পাভেলকে টেনে নিয়ে গিয়ে হেসে উঠে বলল, "মাথার চুলগুলো এমন বুনো ঝাড়ের মতো বাড়তে দিয়েছ কেন? চুলটা কি কখনো ছাঁটো না বা আঁচড়াও না?"

একটু অস্বস্তির সঙ্গে পাভেল বলল, "বেশি বড়ো হয়ে গেলে স্রেফ্ কামিয়ে ফেলি। চুল নিয়ে আর কি করব?"

শুনে হাসল তোনিয়া, টেবিলের ওপর থেকে একটা চিরুনি নিয়ে তাড়াতাড়ি বার কয়েক আঁচড়ে দিল উস্কোখুস্কো লম্বা চুলগুলো। তারপরে নিজের কাজটা পরখ করে বলল, "এইবার ঠিক হয়েছে। চুলটা ভালো করে ছাঁটবে, অমন ন্যালাখ্যাপার মতো ঝাঁকড়া-চুলো হয়ে বেড়াও কেন।" পাভেলের বিবর্ণ খয়েরি রঙের জামা আর ময়লা প্যান্টের দিকে এক-নজর খুঁটিয়ে দেখে নিল তোনিয়া, কিন্তু আর কোন মন্তব্য করল না। তোনিয়ার নজরটা লক্ষ্য করে পাভেল লজ্জা পেল তার জামাকাপড়ের কথা ভেবে।

বিদায় নেবার সময় তোনিয়া তাকে আবার আসবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাল। পাভেলের কাছ থেকে কথা আদায় করে নিল যে সে আবার দুদিন বাদে এসে তোনিয়ার সঙ্গে মাছ ধরতে যাবে।

সরাসরি জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে খুব সহজ উপায়েই পাভেল বেরিয়ে এল তোনিয়ার বাড়ি থেকে। অন্য সব ঘরগুলো পার হয়ে তোনিয়ার মার সঙ্গে দেখা করে আসার কথাটা তার মনেই হয়নি।

আরটেম চলে যাবার পর থেকে কোরচাগিন-পরিবারে কষ্ট শুরু হয়েছে। পাভেলের রোজগার যথেষ্ট নয়।

মারিয়া ইয়াকোভ্লেভ্না পাভেলকে বলল, সে যদি আবার আগেকার মতো কাজে লাগে তাহলে কেমন হয়—বিশেষ করে যখন লেস্চিন্স্কিদের বাড়িতে একজন রাঁধুনির দরকার। কিন্তু পাভেলের তাতে মত নেই।

"না, মা। আমি একটা বাড়তি কাজ জোগাড় করে নেব। কাঠ-চেরা কারখানায় ওরা লোক চায় কাঠের গুঁড়ি জড়ো করার জন্যে। আমি ওখানে দিনে আধ-বেলা করে কাজ করব, তাহলেই আমাদের চলে যাবার মতো যথেষ্ট রোজগার হবে এখন। তুমি কিছুতেই কাজে যেতে পাবে না, তাহলে তোমাকে না খাটিয়ে নিজে চালাতে পারি নি বলে আরটেম রাগ করবে আমার ওপর।"

মা পীড়াপীড়ি করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পাভেল গোঁ ধরে রইল।

পরের দিনই পাভেল করাত-কারখানায় কাজে লেগে গেল—সদ্য-কাটা কাঠের তক্তাগুলো শুকোতে দেবার জন্যে জড়ো করা তার কাজ। চেনা কতকগুলো ছেলের সঙ্গে সেখানে তার দেখা—তার পুরনো স্কুলের সহপাঠী মিশা

লেভ্‌চুকভ্ আর ভানিয়া কুলেশভ্। মিশা আর সে জুটি বেঁধে কাজ করতে শুরু করল, ঠিকে হিসেবে কাজ করে তাদের রোজগারও মন্দ দাঁড়াল না। করাত-কারখানায় পাভেলের দিনটা কাটে, রাত্রিবেলায় সে যায় বিজলি-কারখানার কাজে।

দশ দিনের দিন বিকেলে পাভেল তার রোজগার নিয়ে এল মায়ের কাছে। টাকাটা মারিয়ার হাতে দিয়ে একটু অস্বস্তির সঙ্গে ইতস্তত করে লজ্জায় মুখ রাঙা করে শেষ পর্যন্ত বলে ফেলল, "ইয়ে, এই বলছিলাম কি, আমাকে একটা সাটিনের জামা কিনে দিতে হবে, মা। নীল রঙের—গেল-বছরে যেমনটি দিয়েছিলে, মনে আছে তো? অর্ধেকটা টাকাই লেগে যাবে অবশ্য—কিন্তু তুমি ভেব না, আমি আরও কিছু রোজগার করব। আমার এই জামাটা একেবারে পচে গেছে"—তাড়াতাড়ি বলল সে, যেন এই অনুরোধ করার জন্যে মাপ চাইছে।

"সে কি রে, নিশ্চয়, কিনব বৈকি," বলল মা, "আজই কাপড়টা কিনে আনব, বুঝলি পাভ্‌লুশা, কাল দেব সেলাই করে। সত্যিই তোর একটা নতুন জামার বড়ো দরকার।" সস্নেহে মারিয়া তাকাল ছেলের দিকে।

চুল-ছাঁটাইয়ের দোকানটার সামনে একটু থেমে পকেটের ভেতরে রুব্‌ল্‌টা নাড়াচাড়া করতে করতে পাভেল দাঁড়াল দরজাটার মুখে। নাপিতটা বেশ চৌকস-চেহারার এক তরুণ। পাভেলকে ঢুকতে দেখে তাকে খালি চেয়ারটা মাথা নেড়ে দেখিয়ে বলল, "এর পরে যিনি আছেন, আসুন।"

নরম উঁচু চেয়ারটায় গা এলিয়ে বসে পাভেল তার সামনের আয়নায় একটা অপ্রতিভ রাঙা মুখ দেখতে পেল।

নাপিত জিজ্ঞেস করল, "ছোট করে ছেঁটে দেব?"

"হ্যাঁ...মানে, না—এই কি বলে গিয়ে—আমি চুলটা ছাঁটতে চাই আর কি—যাকে বলে গিয়ে..." থতমত খেয়ে চুপ করে গেল পাভেল, হাত নেড়ে একটা হতাশার ভঙ্গি করল।

হাসল নাপিতটা, "বুঝেছি।"

পনের মিনিট পরে দুর্ভোগের হাত থেকে রেহাই পেয়ে ক্লান্ত ঘর্মাক্ত পাভেল বেরিয়ে এল—চুলটা তার পরিপাটি করে ছাঁটা আর আঁচড়ানো। অবাধ্য চুলগুলোকে বাগ মানাতে গিয়ে বেশ খাটতে হয়েছে নাপিতকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জল আর চিরুনির জয় হয়েছে, খোঁচা খোঁচা চুলের গোছটা এখন দিব্যি মানিয়ে গেছে। রাস্তায় বেরিয়ে এসে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে পাভেল তার টুপিটা ঠেলে নামিয়ে দিল চোখের ওপর। "এখন ভাবছি, মা আমাকে দেখে কি বলবে," মনে মনে ভাবল সে।

একসঙ্গে মাছ ধরতে যাবার কথা পাভেল না রাখাতে তোনিয়া সত্যিই চটে গেছে তার ওপর। বিরক্ত হয়ে ভেবেছিল, "ওই কয়লা-জোগানদার ছেলেটার কোন ভদ্রতাজ্ঞান নেই।" কিন্তু আরও কয়েকটা দিন কেটে যাবার পরেও যখন পাভেল এল না, তখন তোনিয়া তার সঙ্গ পাবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল।

একদিন যখন সে বেড়াতে বেরুচ্ছে, তার মা তার ঘরে এসে বললেন, "তোর

সঙ্গে একটি ছেলে দেখা করতে এসেছে তোনিয়া, আসতে বলব না-কি?”

দরজার কাছে দেখা গেল পাভেলকে, চেহারা এত বদ্‌লে গেছে যে তোনিয়া প্রথমে তাকে প্রায় চিনতেই পারে নি। পরনে তার আন্‌কোরা নতুন সার্টিনের জামা আর কালো প্যান্ট্, চক্‌চকে করে পালিশ করা তার বুট-জোড়া। তোনিয়া এক মুহূর্তের মধ্যেই দেখে নিয়েছে, তার খোঁচা খোঁচা চুল পরিপাটিভাবে ছাঁটাই করা। নোংরা এই তরুণ মজুরটি যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছে একেবারে।

বিস্ময় প্রকাশ করতে গিয়ে নিজেকে সময়মতো সামলে নিল তোনিয়া, কারণ পাভেল যে অস্বস্তিবোধ করছে সেটা বুঝতে পেরে সে আর তাকে বেশি লজ্জা দিতে চাইল না। পাভেলের চেহারায় পরিবর্তনটা লক্ষ্য না করার ভান করে সে তাকে বক্‌তে শুরু করে দিল, “মাছ ধরতে যাবার জন্যে এলে না কেন? এই বুঝি তোমার কথা রাখা? ছিঃ ছিঃ!”

“আমি এ-ক’দিন থেকে করাত-কারখানায় কাজ করছি, একেবারে আসবার সুযোগ পাই নি।”

এই জামা আর প্যান্টটা কিনবার জন্যে সে যে এই ক-দিন বেদম হয়ে কাজ করেছে, সে কথা পাভেল তোনিয়াকে বলতে পারল না। তোনিয়া অবশ্য ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিল, পাভেলের ওপরে তার রাগ উবে গেল।

“চলো, পুকুরের ধারে বেড়াতে যাই,” বলল তোনিয়া। বাগান ছাড়িয়ে তারা এসে পড়ল রাস্তার ওপরে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাভেল তোনিয়াকে বলতে শুরু করে দিয়েছে লেফ্‌টেন্যান্টের ঘর থেকে সেই রিভলভার-চুরির ঘটনাটা। তার এই মস্তবড়ো গোপনীয় কথাটা বন্ধুর মতো তোনিয়ার কাছে সমস্ত বলল সে। শিগ্‌গিরই পাভেল একদিন তোনিয়াকে নিয়ে বনের গভীর অঞ্চলে গিয়ে গুলি ছুঁড়ে শিকার-টিকার করবে—এমন প্রতিজ্ঞাও সে করে বসল।

তারপরে হঠাৎ বলে উঠল পাভেল, “কিন্তু দেখো, অন্য কারুর কাছে আমাকে ফাঁস করে দিও না যেন।”

“আমি কক্ষণো কারুর কাছে তোমাকে ফাঁস করব না,” প্রতিজ্ঞা করল তোনিয়া।

চতুর্থ অধ্যায়

গোটা ইউক্রেন জুড়ে শুরু হয়ে গেছে এক প্রচণ্ড আর নির্মম শ্রেণীসংগ্রাম। ক্রমশই আরও বেশি বেশি করে লোক এগিয়ে আসছে সশস্ত্র লড়াইয়ের পথে, প্রত্যেকটি সংঘাতের মধ্যে দিয়েই নতুন নতুন জঙ্গীদলের অভ্যুত্থান হচ্ছে। তথাকথিত সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের সেই শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন আর নেই। কামানের গুম্ গুম্ শব্দে মুখরিত ঝোড়ো হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছে ছোট ছোট নুয়ে-পড়া জীর্ণ বাড়িগুলো। সম্ভ্রান্ত নাগরিকরা জড়োসড়ো হয়ে আশ্রয় নিচ্ছে তাদের মাটির নিচের ভাঁড়ার-ঘরে কিংবা পেছনের আঙিনায় খোঁড়া গর্তের মধ্যে।

জার্মানদের সহযোগী আর বলশেভিক-বিরোধী ইউক্রেনের সামরিক নেতা জেনারেল সিমন পেত্লিউরা-র সৈন্যবাহিনী নানান্ ভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে সমস্ত অঞ্চলটা ছেয়ে ফেলেছে। ছোট-বড়ো দলের নেতা, স্থানীয় গোষ্ঠী-সর্দার, গোলুব, আর্ক্-এঞ্জেল, এঞ্জেল, গর্দিউস্ ইত্যাদি নামে বিভিন্ন বোম্বেটের নেতৃত্বে যতোসব লুটেরা-দল বন্যার মতো নেমে এসেছে। জারের সৈন্যবাহিনীর ভূতপূর্ব অফিসার, ইউক্রেনের সমাজতন্ত্রী-বিপ্লবী দলের দক্ষিণপন্থী আর বামপন্থী নেতা, কিংবা যে-কোনো বেপরোয়া লোকই জনকতক খুনী-ডাকাতকে দলে জুটিয়ে নিয়ে নিজেকে সেই অঞ্চলের 'আতামান' বা 'কর্তা' বলে ঘোষণা করে দিচ্ছে; কেউ কেউ তাদের নিজের নিজের সাধ্য, শক্তি আর সুযোগ অনুযায়ী যতোটা পারছে জায়গা দখল করে পেত্লিউরা-দলের হল্‌দে-নীল ঝান্ডা উড়িয়ে দিয়ে নিজের শাসনকর্তৃত্ব কায়েম করে নিচ্ছে।

হরেক রকমের এইসব দলগুলিতে শক্তি জুগিয়েছে ধনী-চাষী বা 'কুলাক্'রা আর 'আতামান' কোনোভালেতের দখলদার ফৌজের গ্যালিসীয় সৈন্যরা। আর, এই সব বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে থেকে 'বড়কর্তা' বা 'আতামান-প্রধান' পেত্লিউরা গড়ে তুলেছে তার সৈন্যবাহিনী। লাল-ফৌজের পার্টিসান-বাহিনী যখন এইসব 'সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী'দের আর কুলাক্‌দের দলবলের ওপর আক্রমণ চালাল, তখন মাটি কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল হাজার হাজার ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজে আর মেশিন-গান, কামান-ইত্যাদি বয়ে নিয়ে যাওয়া গাড়ির চাকার ঘর্ঘর শব্দে।

অস্থির আর উত্তাল ১৯১৯-এর সেই এপ্রিল মাসে, আতঙ্কে বুদ্ধিভ্রষ্ট কোনো-একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক হয়তো সকালবেলায় ঘরের

জানালাটা খুলে ঘুমে ভারি চোখ নিয়ে মুখ বাড়িয়ে তার পাশের বাড়ির প্রতিবেশীকে উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করছে ঃ

"আভ্‌তোনোম পেত্রোভিচ্‌, বলতে পারো আজ শহরের কর্তা কে?"

এবং পেত্রোভিচ্‌ হয়তো তখন তার ঢিলে প্যান্ট আঁটসাঁট করে বাঁধতে বাঁধতে জবাব দিচ্ছে ঃ

"বলতে পারি না হে, আফানাস্‌ কিরিলোভিচ্‌। রাত্রে কারা যেন ঢুকেছে শহরে—কারা, সেটা শিগ্‌গিরই জানতে পারব ঃ যদি ওরা ইহুদিদের ধরে লুঠপাট শুরু করে, তাহলে বুঝবে ওরা পেতলিউরার লোক। আর, যদি ওই 'কমরেডদে'র কেউ হয়, তাহলে ওদের কথাবার্তার ধরন-ধারনেই সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারবে। আমি তো কার ছবি ঘরে টাঙাতে হবে সব সময় সেই দিকে লক্ষ্য রাখছি, আমাদের ওই পাশের বাড়ির জেরাসিম লিয়ন্‌তিয়েভিচ্‌-এর মতো যাতে আবার বিপদে পড়তে না হয়। জানো তো, ভালো করে না দেখেশুনেই সে গিয়ে দিব্যি লেনিনের ছবি টাঙিয়ে বসে আছে; আর সঙ্গে সঙ্গে তিনজন লোক এসে তাকে ধরেছে চেপে ঃ দেখা গেল ওরা পেত্‌লিউরার লোক। ছবিটার দিকে একনজর দেখেই ওরা তো ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর। বেশ ঘা-কতক দেবার পরে—তা প্রায় গোটা কুড়ি কিল-চড় হবে—ওরা খেঁকিয়ে উঠল, 'জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেব তোর, শুয়োরের বাচ্চা কমিউনিস্ট কোথাকার!' জেরাসিম তো যতোই চেঁচায় আর যতোই প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার জন্যে, ও কিছুতেই কিছু হবার নয়।"

দলে দলে সশস্ত্র লোকজনদের রাস্তা দিয়ে আসতে দেখে, আর জানলা বন্ধ করে লুকিয়ে পড়ে সম্ভ্রান্ত নাগরিকরা। মনে মনে ভাবে, সাবধানের মার নেই...

শ্রমিকরা একটা চাপা ঘৃণার সঙ্গে তাকিয়ে থাকে পেত্‌লিউরা-ঠগীদের হলদে আর নীল ঝান্ডার দিকে। "স্বাধীন ইউক্রেন"-এর এইসব উগ্র জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের স্রোতের সামনে তারা অসহায় বোধ করে। তাদের মনোবল ফিরে আসে আর উৎসাহ জাগে যখন লাল-ফৌজের কোনো দল চারিদিক থেকে ঘিরে-ধরা ওই পেত্‌লিউরা বাহিনীকে হঠিয়ে দিয়ে পথ কেটে এসে শহরের মধ্যে ঢোকে। দু-এক দিনের জন্যে শ্রমিকশ্রেণীর অতিপ্রিয় তাদের ওই লাল ঝান্ডাটা ওড়ে টাউন-হলের মাথায়, কিন্তু তার পরেই দলটা এগিয়ে যায় আর আবার একটা নিরানন্দে আচ্ছন্ন হয়ে যায় সব কিছু।

ইদানিং শহরটা আছে কর্নেল গোলুব্‌-এর দখলে। নীপার-নদীর দুই তীরবর্তী এই জেলাটার "আশা আর গর্ব" কর্নেল গোলুব্‌।

আগের দিন তার হাজার দুয়েক খুনী-ডাকাতের একটা বাহিনী বিজয়-অভিযান করে শহরে ঢুকেছে। অতি সুন্দর একটা কালো ঘোড়ায় চেপে সৈন্যসারির আগে আগে "প্রভু" গোলুব্‌ চলেছেন। এপ্রিল মাসের এই চন্‌চনে রোদ সত্ত্বেও তাঁর পরণে একটা ককেশীয় বুক-খোলা আলখাল্লা, ভেড়ার লোমের উঁচু কশাক-টুপির চুড়োয় উজ্জ্বল লাল রঙের বেড় দেওয়া, কোমরের কাছে বন্ধনী-আঁটা 'চের্‌কেস্‌কা' পশমী কোট আর এই পোশাকের সঙ্গে মানানসই নানারকম অস্ত্রশস্ত্র ঃ ছোরা আর পাত-রুপোয় মোড়া হাতল-ওয়ালা বাঁকালো লম্বা তলোয়ার। দাঁতের ফাঁকে ধরা একটা বাঁকা তামাকের পাইপ। সুন্দর

চেহারা "প্রভু" কর্নেল গোলুব্-এরঃ ঘন কালো চোখের ভুরু দুটি, ফর্সা বিবর্ণ মুখের রঙে নিরবচ্ছিন্ন মদ্যপানজনিত হাল্কা সবুজের আভাস।

বিপ্লবের আগে এই "প্রভু"টি ছিলেন একটা চিনি-কলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিট-উৎপাদন-খামারের উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্। কিন্তু তাঁর সে-জীবনটা ছিল নিতান্তই ভোঁতা, "আতামান"-এর সম্মানিত জীবনের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না। অতএব, গোটা দেশ জুড়ে যে ঘোলা-জলের বন্যা বয়ে চলেছে, তারই একটা ঢেউয়ের চূড়ায় এই উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌টি "প্রভু" কর্নেল গোলুব হিসেবে আবির্ভূত হলেন।

শহরের একমাত্র থিয়েটার-গৃহে এই আগন্তুকদের সম্মানে একটা আনন্দোৎসবের আয়োজন করা হল। পেতলিউরা-সমর্থক বিশিষ্ট নাগরিকদের "শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ"রা সবাই উপস্থিত ঃ ইউক্রেনীয় শিক্ষকের দল, পাদ্রীমশাইয়ের দুই কন্যা—সুন্দরী আনিয়া আর তার ছোট বোন দিনা, অপেক্ষাকৃত সাধারণ শ্রেণীর জনকতক মহিলা, কাউন্ট পোতোকির পরিবারের কয়েকজন ভূতপূর্ব লোক আর কিছুসংখ্যক সাধারণ মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী নাগরিক, ইউক্রেনীয় সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লবী দলের কিছু ওঁছা লোক যারা নিজেদের "স্বাধীন কসাক" বলে থাকে।

জম্‌জমাট থিয়েটার-গৃহ। পাদ্রীকন্যা, মধ্যবিত্ত মহিলা আর শিক্ষকদের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঘোড়ায় চড়া বুটের খট্‌খটে আওয়াজ তুলে কর্নেল গোলুব-এর অফিসাররা, যাঁদের বেশভূষা দেখে মনে হয় যেন তাঁরা অভিজাত 'জাপোরোজিয়ে'-কসাকদের পুরনো ছবি থেকে নিজেদের পোশাক-আশাক-ভাব-ভঙ্গির নকল করেছেন। উজ্জ্বল রঙের ফুলের নক্সা-তোলা ইউক্রেনের জাতীয় পোশাকে রঙ্‌চঙে পুঁতির মালা আর ফিতেয় সেজেগুজে পাদ্রীকন্যা আর মধ্যবিত্ত-গৃহিণীরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

সামরিক বাজনাদাররা বাজনা শুরু করে দিল। আজ সন্ধ্যায় যে 'নাজার স্তোদোলিয়া' নামে নাটকটির অভিনয় হবার কথা আছে, তার জন্যে মঞ্চের ওপর ঊর্ধ্বশ্বাস প্রস্তুতি চলেছে।

কিন্তু বিজলি-সরবরাহ বন্ধ। ঘটনাটা যথাসময়ে কেন্দ্রীয় সামরিক আবাসে "প্রভু" গোলুবের কর্ণগোচর করলেন তাঁর সহকারী লেফ্‌টেন্যান্ট পলিয়ান্ত্‌সেভ্। ইনি রাশিয়ান, কিন্তু ইউক্রেনিয়ার ধরন-অনুযায়ী নাম আর পদবীটা বদলে নিয়ে নিজেকে ইদানিং "খোরুন্‌জি" বা "সেনাপতি" পালিয়ানিতসিয়া বলে অভিহিত করে থাকেন। "প্রভু" গোলুব আজকের সান্ধ্য-উৎসবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে সার্থক করে তুলতে ইচ্ছুক ছিলেন। পালিয়ানিতসিয়ার কথাটা শুনে তিনি প্রসঙ্গক্রমে কিন্তু রাজসিক ভঙ্গিতে বললেন, "আলোর ব্যবস্থাটা করো। একজন ইলেকট্রিসিয়ান জোগাড় করে বিজ্‌লি-কারখানাটা চালু করো—মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও এটা করা চাই।"

"যে-আজ্ঞে, প্রভু।"

সেনাপতি পালিয়ানিতসিয়া মাথা না খুঁড়েই বিজ্‌লি-মিস্ত্রিদের জোগাড় করলেন। দু-ঘণ্টার মধ্যেই পাভেল, একজন ইলেক্‌ট্রিসিয়ান আর একজন মিস্ত্রিকে সশস্ত্র প্রহরায় নিয়ে আসা হল বিজ্‌লি কারখানায়।

"সাতটার মধ্যে যদি আলো না জ্বলে, তাহলে তোমাদের তিনজনকেই ঝুলিয়ে দেব," সংক্ষেপে কথাটা বললেন পালিয়ানিতসিয়া ওদের মাথার ওপরে

একটা লোহার কড়িকাঠের দিকে দেখিয়ে। অবস্থাটার এই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাবার ফলে ঠিক সময়েই আলো জ্বলে উঠল।

পুরোদমে যখন সান্ধ্যউৎসব চলেছে, তখন "প্রভু" কর্নেল এলেন তাঁর সঙ্গিনীকে নিয়ে—গোলুব যে শুঁড়ির বাড়িতে তাঁর ডেরা নিয়েছেন, তারই মোটাসোটা সোনালি-চুল মেয়েটি তাঁর সঙ্গিনী। তার বাপের পয়সা আছে, তাই সে এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো শহরের ইশ্‌কুলে লেখাপড়া শিখেছে। সামনের সারিতে এই দুজন মাননীয় প্রধান-অতিথি পূর্বনির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন। তার পরেই "প্রভু" গোলুব ইশারা করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই এমন আকস্মিকভাবে পর্দাটা উঠে গেল যে মঞ্চ থেকে তাড়াতাড়ি সরে যাবার সময়ে পরিচালকের পেছন দিকটা একনজর দেখতে পেল দর্শকরা।

নাটকের অভিনয় চলতে থাকার ফাঁকে ফাঁকে অফিসাররা আর তাদের সঙ্গিনীরা এসে সময় কাটিয়ে গেল যেখানে পানাহারের ব্যবস্থা রয়েছে সেই কোণটায়। সর্বকর্মপটু পালিয়ানিতসিয়া আয়োজন করে রেখেছিলেন—হুকুমের জোরে সরবরাহ করা নানারকম সুখাদ্য আর ঘরে তৈরি নির্জলা মদে ভরাট হয়ে উঠলেন সবাই। নাটকের অভিনয়ের শেষে সকলের অবস্থাই বেশ একটু টইটম্বুর গোছের।

যবনিকা-পতনের পর মঞ্চের ওপর লাফিয়ে উঠল পালিয়ানিতসিয়া। বাহু দুটো নাটকীয় ভঙ্গিতে বিক্ষিপ্ত করে সে ঘোষণা করল, "ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ! এখন নাচের আসর শুরু হবে।"

হাততালি দিল সবাই। তারপরে সকলে বাইরের আঙিনায় বেরিয়ে এল যাতে পাহারাদার সৈন্যরা চেয়ারগুলো বের করে দিয়ে নাচের জন্যে থিয়েটার-ঘরের মেঝেটা খালি করে দিতে পারে।

আধ-ঘণ্টার মধ্যেই থিয়েটার-ঘরে একটা উদ্দাম হৈ-হল্লা শুরু হয়ে গেল। মদের প্রভাবে রাঙা-মুখ স্থানীয় মহিলাদের নিয়ে সমস্ত সংযম জলাঞ্জলি দিয়ে পেতলিউরা-অফিসাররা উদ্দাম 'হোপাক'-নৃত্য শুরু করে দিল। ভারি বুটের প্রচন্ড শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠল জীর্ণ শীর্ণ থিয়েটার-বাড়ির দেওয়াল-গুলো।

ইতিমধ্যে, সশস্ত্র একটা অশ্বারোহী-বাহিনী শহরের দিকে আসছিল গম-পেষা-কারখানাটার ওদিক থেকে। শহরের প্রান্তে যে শান্ত্রীদের বসানো আছে পাহারাদারি করার জন্যে, তারা সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে এল তাদের মেশিনগানগুলোর দিকে, গুলি ছোঁড়ার জন্যে প্রস্তুত বন্দুকগুলোর ঘোড়া-নামানোর খটাখট্‌ একটা আওয়াজ শোনা গেল, রাত্রির অন্ধকারে একটা তীক্ষ্ণ আহবান ভেসে এল :

"থামো! কে যায়?"

দুটো কালো মূর্তি স্পষ্ট হয়ে এল অন্ধকারের মধ্যে থেকে। একজন এগিয়ে এসে কর্কশ আর ভারি গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "আতামান পাভ্‌লিউক আর তাঁর সৈন্যদল। তোমরা কারা? গোলুবের লোক?"

"হ্যাঁ"—এগিয়ে এসে বলল একজন অফিসার।

পাভ্‌লিউক জিজ্ঞেস করল, "আমার লোকজনদের থাকার জায়গা দেব কোথায়?"

"আমি এখুনি আমাদের সেনাবাসে টেলিফোন করছি," বলেই অফিসারটি অদৃশ্য হয়ে গেল পথের ধারে একটা ছোট কুটিরের মধ্যে। মিনিট খানেক বাদে সে ফিরে এসে হুকুম দিতে থাকল ঃ "মেশিনগানগুলো রাস্তার ওপর থেকে সরিয়ে নাও! আতামান-কর্তাকে পথ ছেড়ে দাও!"

আলোয় উজ্জ্বল থিয়েটার-বাড়ির সামনে খোলা হাওয়ায় বহু লোক বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, পাভ্‌লিউক বাড়িটার সামনে এসে তার ঘোড়ার রাশ টানল। পাশের ক্যাপ্টেন-সঙ্গীটির দিকে ফিরে বলল, "দেখে মনে হচ্ছে খুব ফুর্তি জমেছে এখানে। এস হে গুক্‌মাখ্‌, নেমে পড়ো, একটু আমোদ-টামোদ করা যাক। দু'একটা মেয়ে জোগাড় করে নেওয়া যাবে 'খন—মেয়েমানুষে তো ভর্তি দেখছি জায়গাটা। ওহে স্তালেঝ্‌কো," চেঁচিয়ে উঠল সে, "তুমি দ্যাখো, শহরের মধ্যে আমাদের লোকজনদের একটা থাকার ব্যবস্থা করো গে। আমরা একটু এখানে হয়ে যাচ্ছি। কই, আমার শরীররক্ষীরা এসো।" বিরাট ঘোড়াটার ওপর থেকে ভারি দেহটা নামিয়ে নিয়ে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

থিয়েটারের প্রবেশ-দরজায় পাভ্‌লিউককে থামাল দুজন সশস্ত্র পেতলিউরা-শান্ত্রী ঃ "টিকেট?" তাদের দিকে অবজ্ঞার চোখে এক-নজর দেখে একজনকে কাঁধে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল পাভ্‌লিউক। তার সঙ্গের অন্য বারোজন শরীররক্ষী তাকে অনুসরণ করল। তাদের প্রত্যেকের ঘোড়াগুলো বাইরে বেড়ার সঙ্গে বাঁধা।

আগন্তকদের তৎক্ষণাৎ লক্ষ্য করল সবাই। বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল পাভ্‌লিউক-এর বিরাট দেহটা। ভাল কাপড়ে তৈরি অফিসারের কোট তার পরনে, রাজকীয় শান্ত্রীরা যেরকম পরে সেই রকম নীল চামড়ার বন্ধনী তার পায়ে, আর মাথায় ঝাঁক্‌ড়া পশমের টুপি। কাঁধের ওপর দিয়ে টানা চামড়ার ফিতেটায় ঝুলছে একটা দামী মোজার-পিস্তল, পকেট থেকে বেরিয়ে আছে একটা হাতবোমা।

"কে ইনি?" ফিস্‌ফিস্‌ প্রশ্নটা ভীড়ের মধ্যে সর্বত্র চারিয়ে গেল নাচের আসরে যেখানে গোলুবের দ্বিতীয় কম্যান্ড্যান্ট্‌ উদ্দাম নাচ নাচছে। পাদ্রীর ছোট মেয়েটা তার নৃত্যসঙ্গিনী, এমন বেপরোয়া হয়ে সে বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে যে তার ঘাগ্‌রাটা বেশ খানিকটা উঠে গিয়ে সিল্কের অন্তর্বাসগুলো রীতিমত দেখা যাচ্ছে আর বীর যোদ্ধারা তো তাই দেখে ভারি খুশি।

ভীড় ঠেলে সরিয়ে পাভ্‌লিউক সোজা নাচের জায়গাটায় চলে এল। চক্‌-চকে চোখে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল পাদ্রীকন্যার পায়ের দিকে, তারপরে শুক্‌নো ঠোঁট জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে নাচের আসরটা পার হয়ে বাজনদারদের মঞ্চের কাছে এসে, একটু থেমে আঁকশি-আঁটা ঘোড়ার চাবুকটা নেড়ে বলল,

"ওহে, 'হোপাক' নাচের সুরটা বাজাও!",

ঐকতান-বাদন যে পরিচালনা করছিল, সে কান দিল না তার কথায়। পাভ্‌লিউকের হাতের একটা তীব্র বিক্ষেপে সংগীত-পরিচালকের পিঠের ওপর কেটে বসে গেল চাবুকটা। প্রচণ্ড এক আকস্মিক যন্ত্রণায় লাফিয়ে উঠে পড়ে গেল সংগীত-পরিচালক, বাজনা থেমে গেল, সমস্ত হলঘর নিস্তব্ধ।

"একি অসহ্য বেয়াদপি!" প্রচণ্ড রাগে ক্ষেপে গেছে শুঁড়ির মেয়েটি। পাশের আসনে-বসা গোলুবের কনুই চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল সে, "তোমার

চোখের সামনে এমন ব্যাপার ঘটতে দেবে!"

টেনে দাঁড় করাল নিজেকে গোলুব, একটা চেয়ার লাথি মেরে সরিয়ে দিল, তিন পা এগিয়ে এসে পাভ্‌লিউকের মুখোমুখি দাঁড়াল। সে সঙ্গে সঙ্গেই এই আগন্তুকটিকে চিনতে পেরেছে। স্থানীয় ক্ষমতাদখলের লড়াইয়ে এই প্রতিদ্বন্দ্বীটির সঙ্গে তার বেশ কিছুটা বোঝাপড়া করার ছিল। মাত্র এক সপ্তাহ আগে "প্রভু" কর্নেলের সঙ্গে একটা জঘন্য রকমের বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছে এই পাভ্‌লিউক। লাল-ফৌজের একটা দল গোলুবের বাহিনীকে কিছুদিন ধরে একাধিকবার বেকায়দায় ফেলছিল। তাদের সঙ্গে যখন পুরোদমে লড়াই চলছে, তখন পাভ্‌লিউক ওই বল্‌শেভিকগুলোকে পেছন থেকে আক্রমণ না করে একটা শহরে ঢুকে সেখানকার অল্পসংখ্যক লালফৌজের পাহারাদারদের হটিয়ে দিয়ে, আত্মরক্ষার জন্যে চারধারে সৈন্যঘেরাও করে রেখে শহরটাকে একেবারে নিঃশেষে লুঠপাট করে নিয়ে যায়। অবশ্য, পেতলিউরার লোক হিসেবে সে বিশেষ নজর রেখেছিল যাতে শহরের ইহুদী বাসিন্দারা তার লুটের প্রধান শিকার হয়। ইতিমধ্যে লালফৌজের দলটি গোলুবের বাহিনীর ডান-দিকের প্রতিরোধ চুরমার করে দিয়ে ফাঁদ কেটে বেরিয়ে গিয়েছিল।

আর, ঘোড়সওয়ার-বাহিনীর এই উদ্ধত ক্যাপ্টেনটি কিনা এখানে গায়ের জোরে ঢুকে পড়ে "প্রভু" কর্নেল গোলুবের চোখের সামনেই তাঁর নিজস্ব সামরিক বাজনদার-দলের পরিচালককে মেরে বসতে সাহস করেছে! না, বড্ড বাড়াবাড়ি এটা। গোলুব বুঝতে পারলেন যে তিনি যদি এই অহংকারী ক্ষুদে আতামানটিকে শাসন না করেন, তাহলে সৈন্যবাহিনীতে তাঁর ইজ্জৎ বলে কিছু থাকবে না।

কয়েক মুহূর্ত এই দুজন লোক পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে অপলক চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর একহাতে তলোয়ারের হাতলটা চেপে আর অন্য হাতে পকেটের রিভলবারটা নাড়াচাড়া করতে করতে গোলুব খেঁকিয়ে উঠল, "কোন্ সাহসে আমার লোকের গায়ে হাত দিয়েছ, শয়তান!"

পাভ্‌লিউকের হাতখানা এগিয়ে গেল তার মোজার-পিস্তলের হাতলটার দিকে ঃ "একটু সামলে, 'প্রভু' গোলুব! দেখো, পা ফস্‌কে না যায়। আমার কাজের কৈফিয়ৎ চেও না, আমিও তো মেজাজ খারাপ করে বসতে পারি।"

গোলুবের পক্ষে এটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠল সে, "বের করে দাও এদের আর প্রত্যেককে পঁচিশ ঘা করে চাবুক মারো!"

গোলুবের অফিসাররা পাভ্‌লিউক আর তার লোকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল একদল ডালকুত্তার মতো। একটা গুলি বেরিয়ে গেল—শব্দটা যেন মেঝের ওপর একটা ইলেক্‌ট্রিক্‌-বাল্‌ব্‌ পড়ে গুঁড়ো হয়ে যাবার মতো শোনাল। একদল লড়াকু কুকুরের মতো লোকগুলো মারামারি করতে করতে জাপ্‌টা-জাপ্‌টি গড়াগড়ি দিতে থাকল হল-ঘরের মধ্যে। প্রচণ্ড এই দাঙগাহাঙগামার মধ্যে সেনাবাহিনীর লোকজন সাঁই-সাঁই তলোয়ার চালাল পরস্পরের উদ্দেশ্যে, একে অন্যের চুল টেনে ধরল, নখ বসিয়ে দিল গলায়, আর মেয়েরা সব খোঁচা-খাওয়া শুয়োরের মতো আর্তস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে লড়্‌নেওয়ালাদের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে থাকল চারদিকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে পাভ্‌লিউক আর তার লোকজনকে হলের বাইরে টেনে হিঁচ্‌ড়ে এনে বের করে দেওয়া হল রাস্তায়—বেদম মার খেয়েছে তারা, অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। মারামারির মধ্যে পাভ্‌লিউক নিজে হারিয়েছে তার পশমী-টুপী, মুখটা ছড়ে গেছে তার, হাতিয়ারগুলো বেহাত হয়ে গেছে—প্রচণ্ড রাগে সে আত্মহারা। জিনের ওপর লাফিয়ে উঠে সে আর তার দল ঘোড়া হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল রাস্তা বেয়ে।

মাটি হয়ে গেছে সন্ধ্যেটা। এই ঘটনার পরে আর কারুরই আমোদ-প্রমোদে মত্ত হবার বাসনা নেই। মেয়েরা আর নাচে যোগ দিতে চাইল না, তারা পীড়াপীড়ি করতে লাগল বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে। কিন্তু গোলুব তা শুনবে না। সে হুকুম দিল, "শান্ত্রী বসিয়ে দাও চারধারে, কেউ যেন চলে যেতে না পারে।" পালিয়ানিতসিয়া ছুটে গেল হুকুম তামিল করার জন্যে। তুমুল প্রতিবাদ উঠল, কিন্তু কড়া গলায় বলল গোলুব, "ভদ্রমহিলা ও মহোদয়েরা! সারা রাত নাচ চলবে, আমি স্বয়ং প্রথম 'ওয়ালৎস্‌'-নাচটা নাচব।"

ঐকতান-বাদন আবার শুরু হল, কিন্তু দেখা গেল—সে রাত্রের মতো আর ফূর্তিটা জম্‌বার নয়। পাদ্রীকন্যাকে নিয়ে নাচার সময়ে কর্নেলের এক পাক ঘোরা হতে না হতেই শান্ত্রীরা চেঁচামেচি করতে করতে হল-ঘরে ঢুকল ঃ "পাভ্‌লিউক থিয়েটারটা ঘিরে ফেল্‌ছে!"

ঠিক সেই মুহূর্তেই রাস্তার দিকের জানলাটার কাঁচ ভেঙে গেল, আর তার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল একটা মেশিনগানের ভোঁতা-নাক নল। নির্বোধ একটা জীবন্ত প্রাণীর মতো নলটা এদিক থেকে ওদিক ঘুরে গেল ভেতরের এই লোকজনদের তাক্‌ করার উদ্দেশ্যে, আর মানুষগুলো হলের মাঝখান থেকে পাগলের মতো যেদিকে সেদিকে ছুটে পালিয়ে যেতে লাগল, যেন সাক্ষাৎ শয়তানকে সামনে দেখছে তারা।

পালিয়ানিতসিয়া মাথার ওপরে ঝুলন্ত হাজার-পাওয়ারের ইলেকট্রিক-বাল্‌ব্‌টার দিকে গুলি ছুঁড়ল। বোমার মতো ফেটে গেল সেটা, কাঁচের গুঁড়ো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল হলের সকলের গায়ে। অন্ধকার হল-ঘরে কে-একজন চেঁচিয়ে উঠল, "বাইরে বেরিয়ে পড়ো সবাই!" প্রচণ্ড গালাগালির একটা রোল উঠল।

মেয়েদের উন্মত্ত আর্তনাদ, হক্‌চকিয়ে যাওয়া অফিসারদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টায় গোলুবের ছুটোছুটি আর হুকুম-হুঙ্কার, বাইরে আঙিনায় গুলি ছোঁড়া-ছুঁড়ি আর চিৎকার—এই সবকিছু মিলে মিশে গিয়ে একটা অবর্ণনীয় নরক-কুণ্ডের সৃষ্টি হল। আর্ত অবস্থার মধ্যে কেউ লক্ষ্য করে নি—পেছনের দরজার ফাঁকে একটা নির্জন পাশের রাস্তায় বেরিয়ে এসে পালিয়ানিতসিয়া প্রাণপণে দৌড়ে চলেছে তাদের কেন্দ্রীয় সেনাবাসের দিকে।

আধঘন্টার মধ্যে একটা রীতিমত যুদ্ধ কাঁপিয়ে তুলল শহরটাকে। রাইফেলের নিরবচ্ছিন্ন গুলি ছোঁড়ার শব্দের ফাঁকে ফাঁকে মেশিনগানের খট্‌খট্‌ আওয়াজ ভেঙেচুরে দিল রাত্রির নিস্তব্ধতা। নিতান্তই বিমূঢ় অবস্থায় শহর-বাসীরা তাদের গরম বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে জানলার খড়্‌খড়ির ফাঁকে কান পেতে রইল।

শেষ পর্যন্ত গুলি-চালাচালি বন্ধ হল। শুধু শহরের প্রান্তে কোন-এক

জায়গায় একটা মাত্র মেশিনগান মাঝে মাঝে হঠাৎ গ্‌ুলি চালাবার আওয়াজ করে উঠতে লাগল খেঁকি-কুকুরের ঘেঙানির মতো।

দিগন্তে ভোরের আলোর আভাস ফ্‌ুটতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে লড়াই থেমে এল...

শহরে ইহ্‌ুদীদের ধরে ঠেঙানোর একটা প্রস্তুতি চলেছে—এরকম একটা কানাঘ্‌ুষো শোনা যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত খবরটা পেঁাছে গেল ইহ্‌ুদী-পাড়ায়—নদীর ধার ঘেঁষে যেখানে কাদায় নোংরা খাড়ির গায়ে গায়ে কোনরকমে জড়াজড়ি করে খাড়া হয়ে আছে তাদের ছোট ছোট নিচ্‌ু চালা আর ভাঙা জানলাওয়ালা কুঁড়ে-ঘরগ্‌ুলো। বাড়ির নামে এই সব খোঁদলগ্‌ুলোর মধ্যে কল্পনাতীত অবস্থার মধ্যে বাস করে গরীব ইহ্‌ুদীরা।

সার্জি ব্র্‌ুঝাক আজ বছরখানেক থেকে যে ছাপাখানাটায় কাজ করছে, সেখানকার কম্পোজিটররা আর অন্যান্য কর্মীরা সবাই ইহ্‌ুদী। সার্জি আর তাদের মধ্যে একটা নিবিড় বন্ধ্‌ুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ওদের মালিক ব্ল্‌ুম্‌স্টিনের নিখ্‌ুঁত পোশাক-আশাক, ভালো খায়দায়। তার বির্‌ুদ্ধে এরা সবাই একটা ঘনিষ্ঠ পরিবারের লোকজনদের মতোই ঐক্যবদ্ধ। মালিক আর কর্মীদের মধ্যে সংগ্রামটা নিরবচ্ছিন্ন। ব্ল্‌ুম্‌স্টিনের প্রাণপণ চেষ্টা যাতে সে তার কর্মীদের সবচেয়ে বেশি কাজ করিয়ে নিয়ে সবচেয়ে কম মাইনে দিতে পারে। বেশ কয়েকবার কর্মীরা হরতাল করেছে, ছাপাখানার কাজ এক-নাগাড়ে দ্‌ু-তিন সপ্তাহ পর্যন্ত বন্ধ থেকেছে। কর্মীরা সবশ্‌ুদ্ধ চোদ্দজন। সবচেয়ে অল্প-বয়সী সার্জি—তাকে দৈনিক বারো ঘণ্টা একটা হাতে-চালানো ছাপাযন্ত্রের চাকা ঘোরাতে হয়।

সার্জি আজ সকাল থেকেই ছাপাখানার কর্মীদের মধ্যে একটা আসন্ন দ্‌ুর্যোগের সন্ত্রস্ততা লক্ষ্য করছে। গত কয়েক মাস ধরে দিনকাল বড়ো খারাপ গিয়েছে, মাঝে মাঝে "প্রধান আতামান"-এর হ্‌ুকুমনামা ছাপা ছাড়া আর কোন কাজ করার বিশেষ কিছ্‌ু ছিল না।

মেন্ডেল নামে ক্ষয়কাশের র্‌ুগী একজন কম্পোজিটর সার্জিকে এক কোণে ডাকল। বিষণ্ণ চোখে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমাদের ধরে ঠেঙানোর একটা ব্যবস্থা হচ্ছে জানো?"

অবাক হয়ে তাকাল সার্জি, "কই না, আমি তো কিছ্‌ুই জানি না।"

মেন্ডেল তার গিঁঠে-পড়া হল্‌দে হাতখানা রাখল সার্জির কাঁধে। বাবা যেমন ছেলেকে কোন গোপনীয় কথা বলে, সেইভাবে সে বলল, "হাঁ, হচ্ছে। আমরা খাঁটি খবর পেয়েছি। ইহ্‌ুদীদের সব ধরে ধরে মার লাগাবে। এখন আমি যেটা জিজ্ঞেস করছিলাম—তুমি তোমার সহকর্মীদের এই বিপদে সাহায্য করবে কি-না।"

"নিশ্চয়, পারলে পরে করব বৈকি। কি করতে হবে বলো, মেন্ডেল?"

কম্পোজিটররা সবাই এতক্ষণে তাদের কথাবার্তা শ্‌ুনছে।

"তুমি ভালো ছেলে, সার্জি। তোমাকে বিশ্বাস করি আমরা। তোমার বাবাও তো আমাদের মতোই মজ্‌ুর। আচ্ছা, তাহলে তুমি একবার ছ্‌ুটে বাড়ি

গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে এসো, আমাদের জনকতক বুড়োবুড়িকে তার বাড়িতে লুকিয়ে থাকতে দিতে রাজি আছে কি-না। তারপরে আমরা ঠিক করব কে কে যাবে ওখানে। তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আর-কেউ এরকম করতে রাজি কি-না সেটাও জিজ্ঞেস করে এসো। রাশিয়ানরা এই সব ডাকাতদের হাত থেকে আপাতত নিরাপদ। ছুটে যাও, সার্জি, সময় খুব কম।"

"আমার উপরে নির্ভর করতে পারো, মেন্ডেল। আমি পাভ্‌কা আর ক্লিম্‌কার সঙ্গেও এখুনি দেখা করছি—ওদের পরিবারেও নিশ্চয়ই কয়েকজনকে রাখতে পারবে।"

"শোন, এক মিনিট," সার্জি বেরিয়ে পড়তে যাবে—এমন সময় উদ্বিগ্নভাবে তাকে থামাল মেন্ডেল, "পাভ্‌কা আর ক্লিম্‌কা কারা? ভালরকম চেনো তো ওদের?"

নিশ্চিন্তভাবে সায় দিল সার্জি ঃ "নিশ্চয়! ওরা আমার বন্ধু। পাভ্‌কা কোরচাগিনের ভাই একজন মিস্ত্রি।"

"ও, কোরচাগিন," নিশ্চিন্ত হল মেন্ডেল, "আমি চিনি তাকে—একই বাড়িতে ছিলাম আমরা। হ্যাঁ, কোরচাগিনদের ওখানে খোঁজ নিতে পারো। যাও, আর যতো তাড়াতাড়ি পারো খবর নিয়ে এসো।"

রাস্তা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল সার্জি।

পাভ্‌লিউকের ফৌজ আর গোলুবের লোকজনদের মধ্যে সেই প্রচণ্ড লড়াই হয়ে যাবার পর তৃতীয় দিনে ইহুদীদের ওপর অত্যাচার শুরু হল।

শেপেতোভ্‌কা-শহর থেকে পাভ্‌লিউক মার খেয়ে বিতাড়িত হবার পর এই অঞ্চল থেকে সরে গিয়ে সে কাছাকাছি একটা ছোট শহর দখল করে নিয়েছে। শেপেতোভ্‌কায় সেই রাতের ঘটনায় তার দশজন লোক মারা গেছে। গোলুবের দলেরও সমান ক্ষতি হয়েছে। নিহতদের তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলে গাড়ি করে কবরখানায় নিয়ে গিয়ে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। সৎকারের অনুষ্ঠান-ইত্যাদি বিশেষ কিছু করা হয় নি—কারণ, গোটা ঘটনাটার মধ্যে সত্যিই জাঁক করার কিছু ছিল না। রাস্তার দুটো খেঁকি কুকুরের মতো দুজন আতামান পরস্পরের গলা কাটবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—এর পরেও মৃতদের সৎকারের ব্যাপারে বেশি সোরগোল তোলাটা খারাপ দেখায়। পালিয়ানিত্‌সিয়া অবশ্য চেয়েছিল নিহতদের বেশ একটু জাঁকজমক করে কবর দিয়ে পাভ্‌লিউককে বলশেভিক-ডাকাত বলে ঘোষণা করতে। কিন্তু পাদ্রী ফাদার ভাসিলির সভাপতিত্বে যে কমিটি তৈরি হয়েছে, তারা আপত্তি তুলল। গোলুবের সেনাবাহিনীর মধ্যে সেই রাত্রের ঘটনাটা বেশ একটু অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে—বিশেষ করে যারা তার দেহরক্ষী তাদের মধ্যে, কারণ তাদের লোকজনই মারা গেছে সবচেয়ে বেশি। অসন্তোষটা দূর করার জন্যে আর খানিকটা উৎসাহ-উদ্দীপনা ফিরিয়ে আনার জন্যে পালিয়ানিতসিয়া এই ইহুদীদের লুঠপাট করার প্রস্তাবটা দিয়েছে। অত্যন্ত হৃদয়হীনের মতোই সে ফৌজীলোকদের "একটু অন্যরকম আমোদের" ব্যবস্থা করার কথাটা পেড়েছিল গোলুবের কাছে। তার যুক্তিটা ছিল—সৈন্যদের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে

এটা নিতান্তই দরকার। কর্নেলের অবশ্য খুব ইচ্ছে ছিল না—কারণ, শুঁড়ির ওই মেয়েটির সঙ্গে তাঁর দু-চারদিনের মধ্যেই বিয়ে হবে, তার আগে শহরের শান্তি ভঙ্গ হতে দিতে তিনি চান নি—কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হল তাঁকে।

আরও একটা কারণে কর্নেল-প্রভু এই ব্যাপারটা ঘটতে দিতে সত্যিই গররাজি ছিলেন ঃ সম্প্রতি বিপ্লবী-সমাজতন্ত্রী দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তিনি। তাঁর শত্রুরা ফের তাঁর নামে নিন্দে রটাতে পারে, ইহুদীবিদ্বেষী ঠ্যাঙাড়ে বলতে পারে এবং "প্রধান-আতামানের" কাছে যে তারা নানা কথা গিয়ে লাগাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। গোলুবকে অবশ্য এপর্যন্ত "বড়-কর্তা"র সাহায্যের ওপর খুব বেশি নির্ভর করতে হয় নি—কারণ সে নিজের ফৌজের রসদ আর লোকজন নিজেই জোগাড় করে এসেছে। তাছাড়া "বড়কর্তা" খুব ভালো করেই জানেন যে গোলুব তাঁর অধীনতা যৎসামান্যই মানে। তিনি নিজেই তো বহু-বার শাসন-পরিচালনার প্রয়োজনে তথাকথিত হুকুমের জোরেই টাকার দাবি তুলেছেন। আর, ইহুদীবিদ্বেষী ঠ্যাঙাড়ে হিসেবে খ্যাতির দিক থেকে গোলুবের ভূতপূর্ব কীর্তিকলাপ বড়ো কম নয়। সুতরাং, ওরকম আরেকটা ঘটনায় আর তার এমন কি এসে যাবে।

ভোর-সকালে ইহুদীদের পাড়ায় লুঠপাট আরম্ভ হল।

দিন শুরু হবার আগে ধূসর কুয়াশায় তখনও শহরটা আচ্ছন্ন। ভিজে ন্যাকড়ার ফালির মতো আঁকাবাঁকা নির্জন রাস্তার এদিকে সেদিকে এলো-মেলোভাবে ছড়ানো ইহুদীদের বাড়িগুলোয় প্রাণের সাড়া জাগে নি। আঁটসাঁট পর্দা-টানা খড়্‌খড়ি-তোলা জানলাগুলো যেন অন্ধ চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বুঝি গোটা পাড়াটা শেষরাত্রির গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কিন্তু, বাড়ির ভেতরে কারুর চোখে ঘুম নেই। গোটা একেকটা পরিবার জামা-কাপড় পরে তৈরি হয়ে একেকটা ঘরে জড়োসড়ো হয়ে প্রতীক্ষা করে আছে আসন্ন সর্বনাশের। শুধু ঘটনাটা বোঝার পক্ষে যাদের বয়েস নিতান্ত কম, সেই শিশুরা শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে তাদের মায়েদের কোলে।

গোলুবের প্রধান দেহরক্ষী সালোমিগা—রোদে-পোড়া গায়ের রঙ তার জিপ্‌সিদের মতো কাল্‌চিটে পড়া, গালের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত একটা তলোয়ারের ক্ষতচিহ্নের নীল্‌চে দাগ। গোলুবের "সেনাপতি"কে ঘুম থেকে তুলবার জন্যে সেদিন সকালে তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হল। বড়ো কষ্টে চোখ মেলে তাকাল পালিয়ানিতসিয়া—সারারাত্রি দুঃস্বপ্ন দেখেছে সে, কিছুতেই আর নিজেকে সেই চেতনার থেকে মুক্ত করে আনতে পারছে না—সেই ভেংচি-কাটা কুঁজো-পিঠ বীভৎস চেহারার শয়তানটা তখনও যেন তার গলাটা চেপে ধরে আছে, মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সে মাথা তুলে তাকাল সালোমিগার দিকে। তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে সালোমিগা বলল, "উঠে পড়ো হে, অতো নেতিয়ে গেলে কেন? কাজে রওনা হতে হবে, সময় হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বড্ডো বেশি মাল টেনেছিলে কাল, নাকি?"

এতক্ষণে পুরোপুরি জেগে উঠেছে পালিয়ানিত্‌সিয়া, অম্বল হয়ে তার বুক জ্বলে যাচ্ছে, এক-গলা তেতো জল-ঢেঁকুর উঠে এসেছে, মুখ বেঁকিয়ে সেটাকে

থুতুর মতো বের করে দিয়ে সালোমিগার দিকে অর্থহীন চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কি কাজ?"

"ইহুদী হতভাগাদের মাথা মুড়োবার কাজ, আবার কি কাজ! ভুলে গেছ, নাকি?"

এতক্ষণে সবটা মনে পড়ল পালিয়ানিতসিয়ার। সত্যি একেবারে ভুলে বসেছিল সে। "প্রভু" কর্নেল যে খামারবাড়িটায় তাঁর ভাবী বধূকে নিয়ে আছেন, সেখানে আগের সন্ধ্যায় জনকতক ঘনিষ্ঠ ইয়ারের সঙ্গে পানাহারের আয়োজনটা বড্ড বেশি হয়ে গিয়েছিল।

ইহুদীদের ওপর অত্যাচার চলতে থাকার সময়টুকুর জন্যে শহরের বাইরে কোথাও গিয়ে কাটিয়ে আসাটাই গোলুব সবচেয়ে সুবিধাজনক বলে স্থির করেছে। কারণ, সেক্ষেত্রে পরে সে ব্যাপারটাকে তার অনুপস্থিতির জন্যে একটা ভুল বোঝাবুঝির ফল বলে চালাতে পারবে এবং ইতিমধ্যে পালিয়ানিতসিয়াও বেশ নিখুঁতভাবে কাজটা নিষ্পন্ন করতে পারবে। হ্যাঁ, "আমোদের" ব্যাপারে পালিয়ানিতসিয়া সত্যিই ওস্তাদ লোক!

মাথায় এক ঘটি জল ঢেলে বুদ্ধিটাকে গুছিয়ে নিয়ে পালিয়ানিতসিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই সেনাবাসের চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে হুকুম দিতে থাকল। একশোজন দেহরক্ষী ইতিমধ্যেই ঘোড়ায় চেপে বসেছে। গোলযোগের সম্ভাবনাকে এড়াবার জন্যে দূরদর্শী পালিয়ানিতসিয়া শহরকেন্দ্র, মজুরদের এলাকা আর স্টেশনের মাঝে মাঝে পাহারা বসাবার হুকুম দিয়ে রেখেছে। কোনরকম বাধা সৃষ্টি করার চিন্তাটা যদি মজুরদের মাথায় ঢোকে তাহলে একঝাঁক গুলির মুখোমুখি হতে হবে তাদের—তারই ব্যবস্থা হিসেবে লেস্‌চিন্‌স্কিদের বাগানে রাস্তার দিকে মুখ করে একটা মেশিনগান বসানো হয়েছে।

পুরো বন্দোবস্ত হয়ে যাবার পর, "সেনাপতি" আর সালোমিগা লাফিয়ে উঠল ঘোড়ার পিঠে। যখন তারা রওনা হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ বলে উঠল পালিয়ানিতসিয়া, "থামো! প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম আমি। দুটো গাড়ি সঙ্গে নাও গোলুবের বিয়ের উপহার বয়ে আনবার জন্যে। হাঃ হাঃ! লুটের প্রথম কিস্তিটা যথারীতি কম্যান্ডান্টের প্রাপ্য, আর প্রথম মেয়েটা প্রাপ্য তাঁর সহকারীর—হাঃ হাঃ!—আর আমি হচ্ছি সেই সহকারী। বুঝেছ হে, আহাম্মক?"—এই শেষের সম্বোধনটা সালোমিগার উদ্দেশে।

সালোমিগা তার হল্‌দে চোখের তীব্র দৃষ্টিতে পালিয়ানিতসিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "সকলেই যথেষ্ট পরিমাণে পাবে!"

বড়ো রাস্তা বেয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলল সবাই, এলোমেলো এই ঘোড়সওয়ার-দলটির আগে আগে চলেছে পালিয়ানিতসিয়া আর সালোমিগা। দোতলা একটা বাড়ির সামনে এসে রাশ টানল পালিয়ানিতসিয়া। ততক্ষণে কুয়াশা কেটে গেছে। বাড়িটার সামনে একটা মর্চে-ধরা তক্তির গায়ে লেখা আছে—"ফুখ্‌স্‌, বস্ত্রব্যবসায়ী।" ধূসর রঙের তার মাদী-ঘোড়াটা পথের খোয়ার ওপরে অস্বস্তির সঙ্গে সরু সরু পাগুলো ঠুকল। মাটিতে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ানিতসিয়া বলল, "তাহলে এখান থেকেই শুরু করা যাক, ভগবান সহায় হোন! তোমরা সব নেমে পড়ো," নিজের চারপাশে জড়ো লোকজনদের বলল সে, "এইবার খেল্‌ শুরু। আচ্ছা শোনো, খুনটুন করে বোসো না যেন—

ওসব করবার সুযোগ পরে ঢের পাবে। আর, মেয়েদের সম্বন্ধে যদি পারো তো সন্ধ্যে পর্যন্ত নিজেদের একটু সামলে রেখো।"

দলের একজন তার শক্ত দাঁত বের করে আপত্তি জানাল, "কিন্তু 'সেনাপতি'-মশাই, যদি উভয় পক্ষের মত নিয়েই হয়, তাহলে?"

হাহা করে হেসে উঠল সবাই। যে লোকটা কথাটা বলেছিল, তার দিকে প্রশংসাসূচক প্রশ্রয়ের চোখে তাকাল পালিয়ানিতসিয়াঃ "সেটা হলে অবশ্য আলাদা কথা—যদি ওরা গররাজি না হয়, তাহলে চালিয়ে যাবে—তাতে কোন বাধা নেই।"

দোকানঘরটার বন্ধ দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে জোরে একটা লাথি মারল পালিয়ানিতসিয়া, কিন্তু ওক-কাঠের ভারি আর শক্ত পাল্লা-দুটো একটু কাঁপল না পর্যন্ত। স্পষ্টই বোঝা গেল, কাজটা ভুল জায়গা থেকে শুরু করা হয়েছে। তলোয়ারটা হাতে নিয়ে বাড়িটার পাশ ঘুরে পালিয়ানিতসিয়া এগিয়ে গেল ফুখ্স্ যেদিকে থাকে সেইদিকটায়। পেছন পেছন চলল সালোমিগা।

বাড়ির লোকেরা ভেতর থেকেই শুনেছে রাস্তায় ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। দোকানের সামনেই যখন আওয়াজটা এসে থামল আর দেওয়ালের আড়াল পেরিয়ে শোনা গেল মানুষগুলোর গলার স্বর, তখন তাদের হৃদ্স্পন্দন থেমে গিয়ে গোটা শরীরটা যেন পাথর হয়ে গেল। এই ফুখ্স্ লোকটা পয়সাওয়ালা, আগের দিন সে তার বউ আর মেয়েদের নিয়ে শহর ছেড়ে গেছে। জিনিসপত্তরগুলো পাহারা দেবার জন্যে রেখে গেছে তার চাকরাণী রিভা-কে—উনিশ বছর বয়েসী শান্ত আর নিরীহ মেয়েটা। খালি বাড়িটায় একলা থাকতে রিভা ভয় পাচ্ছে দেখে সে বলেছিল যে সে ফিরে না আসা পর্যন্ত রিভা যেন তার বুড়ো বাবা আর মাকে নিয়ে এসে এই বাড়িতে থাকে। রিভা খুব নরমভাবে একথার প্রতিবাদ করাতে ধূর্ত ব্যবসাদারটি তাকে ভরসা দিয়েছিল যে খুব সম্ভবত ইহুদী-ঠ্যাঙানোর ব্যাপারটা হয়তো হবেই না—কারণ, ইহুদীদের মতো গরীব ভিখিরিদের কাছ থেকে আর কি পাবার আশা ওরা করে? তারপরে সে রিভাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সে ফিরে এসে তাকে পোশাক বানাবার জন্যে ভাল খানিকটা কাপড়ের ছিট দেবে।

তিনজনে তারা ভেতরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল আতঙ্কে, নিরাশার মধ্যেও তারা আশা করছে যদি লোকগুলো ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে যায়। হয়তো তাদের ভুল হয়েছে, হয়তো তারা ভুল করে ভেবেছে যে তাদের বাড়ির সামনেই ওদের ঘোড়া থেমেছে। কিন্তু দোকানঘরের দরজায় একটা ভোঁতা আওয়াজের প্রতিধ্বনি শুনে ওদের সমস্ত আশা চুরমার হয়ে গেল।

দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল বৃদ্ধ পাইশাখ্—সমস্ত চুল তার সাদা, নীল চোখ দুটো তার ভয়-পাওয়া শিশুর চোখের মতো বিস্ফারিত। উৎকট ধর্মোন্মত্তের সমস্ত বিশ্বাসের জোর নিয়ে সে সর্বশক্তিমান জিহোভার উদ্দেশ্যে ফিস্ফিসিয়ে প্রার্থনা করছে যাতে ভগবান এই বাড়িটাকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করেন। পাশে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা স্ত্রী তার প্রার্থনার অস্পষ্ট উচ্চারণের মধ্যে প্রথমটায় শুনতেই পায়নি মানুষগুলোর পায়ের শব্দ। সবচেয়ে দূরের ঘরটায় পালিয়ে গিয়ে রিভা লুকিয়ে আছে ওক-কাঠের বিরাট আলমারিটার পেছনে। দরজাটার ওপরে একটা প্রচণ্ড ঘা পড়তেই এই দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা চমকে কেঁপে উঠল।

"দরজা খোলো!"

আগের চেয়ে প্রচণ্ডতর আরেকটা ধাক্কা আর ক্রুদ্ধ গালাগালি। কিন্তু আতঙ্কে আড়ষ্ট এই দুটি প্রাণী দরজা খোলার জন্যে হাত তুলতে পারল না। আগলটা ভেঙে না পড়া পর্যন্ত বাইরে দরজার গায়ে বন্দুকের কুঁদোর ধাক্কা এসে পড়তে লাগল অনবরত আর শেষ পর্যন্ত খুলে গেল দরজাটা। সশস্ত্র লোকে ভর্তি হয়ে গেল বাড়িটা, সর্বত্র ছড়িয়ে গেল তারা। ভেতর দিয়ে দোকানঘরে ঢোকার দরজাটা ভেঙে গেল বন্দুকের কুঁদোর এক ধাক্কায়, সামনের দিকের দরজাটার আগল এদিক থেকেই খুলে ফেলা হল।

লুটপাট শুরু হল।

কাপড়ের গাঁট, জুতো আর অন্যান্য জিনিসে গাড়িগুলো বোঝাই করার পর সেগুলোকে গোলুবের বাড়ি পেঁছে দিতে গেল সালোমিগা। ফিরে এসে সে একটা আর্ত চিৎকার শুনল বাড়ির ভেতরে।

পালিয়ানিতসিয়া তার লোকজনের ওপর দোকানটা লুট করার ভার ছেড়ে দিয়ে মালিকের ঘরে ফিরে আসবার সময় সেখানে বুড়োবুড়ি আর তাদের মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। বনবিড়ালের মতো তার সবুজ চোখে ওদের দিকে এক নজর তাকিয়েই সে বুড়োবুড়ির দিকে হুংকার ছেড়েছিলঃ "বেরোও এখান থেকে!"

বাপ-মায়ের একজনও নড়েনি।

পালিয়ানিতসিয়া এক পা এগিয়ে এসে একটু একটু করে তার তলোয়ারটা খুলে নিয়েছিল খাপ থেকে।

"মা গো!" একটা হৃদয়বিদারী চিৎকার করে উঠেছিল মেয়েটা।—এই চিৎকারটাই শুনতে পেয়েছিল সালোমিগা।

চিৎকার শুনে পালিয়ানিতসিয়ার যে সব লোক ছুটে এসেছিল ঘরে, তাদের দিকে ফিরে বুড়োবুড়িকে দেখিয়ে খেঁকিয়ে উঠল সে, "বের করে দাও এদের!" হুকুম তামিল হতে হতেই ততক্ষণে সেখানে সালোমিগা এসে গেছে, সালোমিগাকে সে বলল, "তুমি এই দরজাটায় পাহারা থাকো, আমি এই ছুঁড়িটার সঙ্গে একটু কথাটথা বলে নিই ততক্ষণ।"

আর একবার চিৎকার করে উঠল মেয়েটা। ছুটে এল বুড়ো পাইশাখ্ ঘরে ঢোকার দরজাটার দিকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুকের ওপর একটা প্রচণ্ড ঘুষি খেয়ে সে উল্টে গড়িয়ে গেল দেয়ালের গায়ে, যন্ত্রণায় দম বন্ধ হয়ে এল তার। বুড়ি মা তোইবা—আজীবন যে অতি শান্ত আর নিরীহ—সে এখন ঝাঁপিয়ে পড়ল সন্তানকে রক্ষা করার সময়ে বাঘিনীর মতো হিংস্রতা নিয়ে।

"যেতে দাও আমায়! ছেড়ে দাও আমার মেয়েকে!"

দরজাটার দিকে এগুবার চেষ্টা করতে লাগল তোইবা, প্রাণপণ চেষ্টা করেও সালোমিগা তার কোটের ওপর তোইবার জীর্ণ আঙুলের শক্ত মুঠি ছাড়িয়ে নিতে পারল না। ইতিমধ্যে আঘাত আর যন্ত্রণা থেকে খানিকটা সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে পাইশাখ্ তোইবাকে সাহায্য করার জন্যে।

"যেতে দাও আমাদের! ছেড়ে দাও আমাদের মেয়েকে!"

দুই বুড়োবুড়ি মিলে কোনরকমে ঠেলে সরিয়ে দিল সালোমিগাকে। ফলে ভয়ানক রেগে গিয়ে সে কোমরবন্ধনী থেকে একটানে রিভলবারটা বের করে নিয়ে বৃদ্ধের সাদা-চুল মাথাটার ওপর জোরে এক ঘা বসাল লোহার

কুঁদোটা দিয়ে। মেঝের ওপর নেতিয়ে পড়ল পাইশাখ্।

ঘরের ভেতরে সমানে আর্ত চিৎকার করে চলেছে রিভা।

তোইবাকে যখন টেনে হিঁচড়ে রাস্তায় বের করে দিল ওরা, তখন সে উন্মাদ হয়ে গেছে। তার নিদারুণ চিৎকারে আর সাহায্যের আবেদনে মুখরিত হয়ে উঠল রাস্তাটা।

বাড়ির ভেতরটা তখন নিস্তব্ধ।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল পালিয়ানিতসিয়া। দরজার হাতলের ওপর ইতিমধ্যেই সালোমিগার হাতটা এগিয়ে এসেছে, ঢুকতে যাবে সে, এমন সময়ে তার দিকে না তাকিয়েই পালিয়ানিতসিয়া তার পথ আট্‌কাল : "ভেতরে ঢুকে আর লাভ নেই। বালিশ চাপা দিয়ে ওর চিৎকার বন্ধ করতে গিয়ে দম আট্‌কে মারা গেছে।" পাইশাখের দেহটা ডিঙিয়ে চলে যাবার সময় তার পা পড়ল জমাট একতাল রক্তের ওপর। বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে সে বিড়্‌বিড়িয়ে বলল, "আরম্ভটা খুব সুবিধের হল না হে!"

বাড়িটার সিঁড়ির ওপরে আর মেঝের বুকে রক্তাক্ত পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে আর সবাই তার পেছনে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

শহরে পুরোদমে চলেছে লুঠতরাজ। লুঠের বখ্‌রা নিয়ে মাঝে মাঝে লুটেরাদের মধ্যে ঝগড়া বাধতে লাগল আর মাঝে মাঝে প্রচণ্ড মারামারি হয়ে গেল তাদের মধ্যে, তলোয়ার ঝল্‌সে উঠতে লাগল এখানে ওখানে। আর, সর্বত্র চলল অবাধ ঘুষোঘুষি। মদের দোকানটা থেকে পঁচিশ-গ্যালন-পিপেগুলো গড়িয়ে নামিয়ে আনা হল পাশের গলিতে।

তারপর ইহুদীদের বাড়িতে বাড়িতে হানা দিতে শুরু করল ঠেঙাড়ের দল। কোনরকম বাধা পেল না তারা। ঘরে ঘরে ঢুকে অল্পক্ষণের মধ্যে সব কিছু তছ্‌নছ্ করে দিয়ে লুটের মাল বোঝাই করে নিয়ে ফিরে গেল, পেছনে ফেলে গেল কাপড়ের স্তূপ, ছেঁড়াখোঁড়া বিছানা আর বালিশের ছড়িয়ে-পড়া তুলো। প্রথম দিনে নিহতের সংখ্যা ছিল মাত্র দুজন—রিভা আর তার বাবা। কিন্তু অনিবার্য মৃত্যুর তাণ্ডব শুরু হল রাত্রি আসন্ন হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে। সন্ধ্যের দিকে পৈশাচিক চণ্ডালদের এই দলটা মাতাল হয়ে চিৎকার করে ফিরতে লাগল। রাত্রির অপেক্ষায় আছে এই হত্যা-উন্মত্ত পেতলিউরা-বাহিনী। অন্ধকার তাদের মুক্তি দিল শেষ সংযমের বাঁধন থেকে। রাত্রির আঁধারে মানুষকে হত্যা করা সহজ, এমন কি শেয়ালেও অপেক্ষা করে থাকে অন্ধকারের অশুভ সন্ধিক্ষণের জন্যে।

ভয়ঙ্কর এই তিনটি দিন আর দু-টি রাত্রির কথা খুব কম লোকেই ভুলতে পারবে। সেই রক্তাক্ত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কতগুলো জীবনকে যে এরা গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল, কতগুলো প্রাণকে যে এরা গলা টিপে মারল, কি নিদারুণ আতঙ্কে কতগুলো তরুণের মাথার সমস্ত চুল পেকে সাদা হয়ে গেল রাতারাতি, আর কি মর্মান্তিক কান্নার স্রোত বয়ে গেল, তার কোন হিসেব নেই! বুক-ভরা শূন্যতা নিয়ে, লজ্জা আর অপমানের অসহ্য যন্ত্রণা সয়ে যারা প্রিয়জনের মৃত্যুর অবর্ণনীয় দুঃখের মধ্যে বেঁচে রইল, তারা নিহতদের চেয়ে ভাগ্যবান কিনা, সেটা বলা কঠিন। আর, এই সমস্ত কিছুর প্রতি একটা নির্বিকার উদাসীনতা নিয়ে সরু সরু গলিঘুঁজির মধ্যে পড়ে রইল তরুণী মেয়েদের কাটা-ছেঁড়া যন্ত্রণাবিদ্ধ

বেঁকে-যাওয়া দেহগুলি—অসহ্য যন্ত্রণার ভঙ্গিতে তাদের বাহু পেছনের দিকে উৎক্ষিপ্ত।

শুধু নদীর ধারে যেখানে কামার নাউম্-এর বাড়ি, সেইখানে একটা প্রচণ্ড প্রতিরোধের ধাক্কা খেল সেইসব ডালকুত্তারা যারা তার সুন্দরী স্ত্রী সারার দিকে এগিয়েছিল। চব্বিশ বছরের পূর্ণ-যৌবন এই কামারটির। বলিষ্ঠ জোয়ান দেহ আর ইস্পাতের মতো পেশী, বিরাট হাতুড়িটা ঠুকে ঠুকে সে তার জীবিকা নির্বাহ করে। সে তার সঙ্গিনীকে ছেড়ে দিল না ওদের হাতে। ছোট্ট তার কুটিরে সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রচণ্ড একটা সংঘাতের মধ্যে দু-জন পেতলিউরা-ডাকাতের মাথার খুলি চুরমার হয়ে গেল পচা কুমড়োর খোলের মতো। কোনো আশা নেই বুঝতে পেরে নাউম মরীয়া মানুষের চরম হিংস্রতা নিয়ে তাদের দুজনের জীবনের জন্যে প্রচণ্ড লড়াই চালাল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত রাইফেলের গুলি ছোঁড়ার কর্কশ খটাখট্ আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল নদীর ধারে যেখানে বিপদ বুঝে ছুটে পালিয়েছে বোম্বেটের দল। যখন আর মাত্র এক রাউন্ড গুলি বাকি রইল, তখন নাউম তার স্ত্রীকে গুলি করে মেরে নিজে বেয়নেট হাতে নিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি বেরিয়ে এল। এক ঝাঁক গুলি এসে বিঁধল তার সর্বাঙ্গে আর বাড়ির সামনের দরজায় তার জোয়ান দেহটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গড়িয়ে গেল।

কাছাকাছি গ্রামগুলো থেকে অবস্থাপন্ন চাষীরা তাদের হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়ায় টানা গাড়িগুলো হাঁকিয়ে শহরে এল, খুশি মতো জিনিসপত্রে বোঝাই করে নিল গাড়িগুলো। তারপরে গোলুবের বাহিনীতে তাদের যেসব ছেলেরা কিংবা আত্মীয়স্বজন আছে, তাদের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গেল যাতে আরও দু-একবার শহরে এসে জিনিসপত্র নিয়ে যেতে পারে।

সার্জি ব্রুঝাক আর তার বাবা ছাপাখানার সহযোগী কর্মীদের অর্ধেক লোকজনকে লুকিয়ে রেখেছিল তাদের বাড়ির ছাদ-সিঁড়ির ঘরে আর মাটির নিচে ভাঁড়ার-ঘরে। বাড়ি যাবার পথে বাগানটা পার হবার সময় সে দেখতে পেল—রাস্তা বেয়ে একটা লোক ভীষণভাবে দুই হাত দোলাতে দোলাতে ছুটে আসছে, তার পরনে একটা লম্বা তালিমারা কোট। লোকটা একজন বুড়ো ইহুদী। খালি মাথা, প্রাণপণে হাঁফাচ্ছে, মৃত্যুর আতঙ্কে আড়ষ্ট এই মানুষটার পেছনে পেছনে একটা ধূসর রঙের ঘোড়া হাঁকিয়ে আসছে একজন পেতলিউরা-র লোক। এদের দুজনের মধ্যে দূরত্বটা দ্রুত কমে আসছে। ঘোড়সওয়ারটা তার জিনের ওপর থেকে নুয়ে পড়ল বৃদ্ধ ইহুদীকে কেটে ফেলবার জন্যে। পেছনে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনে বুড়ো মানুষটা দুই হাত বাড়িয়ে দিল যেন সে আঘাতটাকে রুখতে চায়। ঠিক সেই মুহূর্তে সার্জি রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে ছুটে এসে দাঁড়াল ঘোড়ার সামনে বৃদ্ধকে রক্ষা করবার জন্যেঃ

"ছেড়ে দাও ওকে, ডাকাত কুত্তা কোথাকার!"

নেমে-আসা তলোয়ারের গতিটাকে থামাবার কোন চেষ্টা না করে ঘোড়-সওয়ারটি তার ফলাটা সরাসরি নামিয়ে আনল সুন্দর চুলওয়ালা কচি মাথাটার ওপর।

পঞ্চম অধ্যায়

"প্রধান আতামান" পেতলিউরার সৈন্যদলের ওপরে লালফৌজের চাপ ক্রমশই বেড়ে চলেছে। গোলুবের বাহিনীর সীমান্তে তলব পড়ল। শহরে শুধু রেখে যাওয়া হল পেছনের সারির একটা ছোট সৈন্যদল আর শহরের সামরিক শাসনকর্তৃপক্ষের লোকদের। শহরবাসীরা একটু নড়াচড়া করার সুযোগ পেল। ইহুদী অধিবাসীরা এই সাময়িক বিরতির সুযোগটুকুতে মৃতদের কবর দেবার ব্যবস্থায় লাগল, ইহুদীপাড়ার ছোট ছোট কুঁড়ে-ঘরগুলোয় আবার জীবনের স্পন্দন জাগল।

শুধু মাঝে মাঝে শান্ত সন্ধ্যায় দূর থেকে অস্পষ্ট কামানের আওয়াজ ভেসে আসে। এমন কোথাও লড়াই চলেছে যেটা খুব বেশি দূরে নয়। স্টেশনের রেলকর্মীরা কাজ ছেড়ে গ্রামের দিকে ঘুরতে লেগেছে কাজের সন্ধানে। ইস্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। সামরিক আইন জারি হয়েছে গোটা শহরে।

নিবিড় অন্ধকার আর কুৎসিত এই রাত্রিটা—এমন একটা রাত্রি যে যতোই তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকানো যাক না কেন, অন্ধকার ভেদ করা যাবে না কিছুতেই, আর অন্ধচোখে হাতড়ে হাতড়ে পথ চলতে হবে মানুষকে যে-কোন মুহূর্তে খানায় গর্তে মুখ থুবড়ে ঘাড় ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা নিয়ে।

সম্ভ্রান্ত নাগরিকরা জানে যে এহেন সময়ে ঘরের মধ্যে অন্ধকারে বসে থাকাই ভাল। সম্ভব হলে তারা আলো জ্বালবে না, কারণ অবাঞ্ছনীয় অতিথিরা আলো দেখে আকৃষ্ট হতে পারে। অন্ধকারই ভাল আর ঢের নিরাপদ। এমন কেউ কেউ অবশ্য আছে যারা সর্বদাই অস্থির—তারা যদি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে চায় তো যাক, সম্ভ্রান্ত নাগরিকের তাতে মাথা ঘামাবার কোনো দরকার নেই। সে নিজে কিন্তু কিছুতেই বাইরে বেরুবার ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।

এই রকম একটা রাত্রি, কিন্তু তবু এহেন রাত্রিতেও একজন লোক চলেছে রাস্তা দিয়ে।

কোরচাগিনদের বাড়ির সামনে এসে সে সাবধানে টোকা মারল জানলাটার ওপর। কোন সাড়া না পেয়ে সে আবার আরও জোরে আর আরও ঘন ঘন টোকা দিতে থাকল।

পাভেল স্বপ্ন দেখছিল—একটা অমানুষিক চেহারার অদ্ভুত প্রাণী তার দিকে একটা মেশিনগান বাগিয়ে আছে আর সে পালিয়ে যেতে চাচ্ছে, কিন্তু কোথাও যাবার জায়গা নেই, এমন সময়ে মেশিনগানটা ভয়ানক রকম খটাখট্ শব্দে গুলি ছুঁড়তে লাগল। ঘুম ভেঙে যেতেই শুনতে পেল জানলায় খটাখট আওয়াজ। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে জানলার কাছে এল—লোকটা কে দেখবার জন্যে, কিন্তু শুধু দেখতে পেল একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি।

বাড়িতে পাভেল একা। মা গেছে পাভেলের বড়ো-বোনকে দেখতে। তার স্বামী চিনিকলের একজন মিস্ত্রি। আর আরটেম তো কাছাকাছি একটা গাঁয়ের দিকে কামারের কাজ করছে, হাতুড়ি পিটে চালিয়ে নিচ্ছে নিজেরটা।

তবু, লোকটা একমাত্র আরটেমই হতে পারে।

পাভেল জানলাটা খুলবে ঠিক করল। অন্ধকারকে উদ্দেশ করে বলল, "কে?"

জানলার বাইরের মূর্তিটা একটু নড়াচড়া করে চাপা গম্ভীর গলায় বলল, "আমি, ঝুখ্‌রাই।"

জানলার কাঠের ওপর হাত দুটো রেখে ঝুখ্‌রাই মাথাটা তুলে ধরল পাভেলের মুখোমুখি সমান উচ্চতায়। ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "রাতটা তোমার এখানে কাটাব বলে এলাম। কোনো আপত্তি আছে, ভাই?"

"নিশ্চয় না," আগ্রহের সঙ্গে বলল পাভেল, "জানোই তো, তুমি এখানে সবসময়েই আসতে পারো। জানলা গলিয়ে ভেতরে এস।"

জানলাটার ফাঁকে কোন গতিকে তার বিরাট দেহটাকে টেনে ভেতরে আনল ফিওদোর। জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে কিন্তু সে তখনই সরে এল না। কান খাড়া করে শুনল সে কিছুক্ষণ। তারপর, মেঘের আড়াল থেকে চাঁদটা সরে গিয়ে যখন রাস্তাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল তখন সে খুব ভাল করে দেখে নিল রাস্তাটা। তারপরে পাভেলের দিকে ফিরল সে ঃ "তোমার মাকে আর আমরা জাগাব না, কি বলো?"

পাভেল জানাল তাকে যে বাড়িতে সে ছাড়া আর কেউ নেই। নাবিকটি আরও আশ্বস্ত হল কথাটা শুনে। আরেকটু জোর গলায় বলল সে, "খুনী-ডাকাতগুলো ইদানিং আমার পেছনে বেশ তোড়জোর করেই লেগেছে, ভাই। স্টেশনে যা হয়ে গেছে, তারপর থেকেই আমার খোঁজে ঘুরছে ওরা। আমাদের লোকজন যদি আরেকটু একজোট হয়ে দাঁড়াতে পারত তাহলে আমরা ওই হতভাগাদের ইহুদী-ঠেঙানোর সময় বেশ এক হাত নিতে পারতাম। কিন্তু দেখ্‌ছই তো, এখনও আগুনে ঝাঁপ দিতে চায় না লোকে; আর সেইজন্যেই তো কিছু হল না। এদিকে ওরা আমার খোঁজে ফিরছে, দু-দুবার জাল ফেলেছে—আজ তো এক চুলের জন্যে পার পেয়ে গেছি। বাড়ি ফিরছিলাম, বুঝলে, পেছনের রাস্তা দিয়ে অবশ্য। একবার চারদিকে দেখে নেবার জন্যে চালাটার কাছে যেই থেমেছি দেখি একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে একটা বেয়নেটের ডগা বেরিয়ে। তক্ষুণি তো ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে এলাম তোমার এখানে। তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহলে এখানেই দিনকতকের জন্যে ঘাঁটি গাড়ব, কি বলো? বেশ।"

ঝুখরাই তখনও হাঁপাচ্ছে, কাদামাখা বুটজোড়া টেনে খুলতে লাগল। সে

আসাতে খুশি হয়েছে পাভেল। বিজলি-কারখানায় ইদানিং কাজ চলছে না, নির্জন বাড়িতে পাভেলের ভারি ফাঁকা ঠেকছিল।

শুয়ে পড়ল তারা। পাভেল তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু ঝুখ্‌রাই তামাক খেতে খেতে জেগে রইল অনেকক্ষণ। আরেকবার উঠে পড়ল সে, খালি পায়ে নিঃশব্দে জানলাটার কাছে এসে রাস্তাটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। শেষ পর্যন্ত ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু সমস্তক্ষণ তার হাতটা রইল বালিশের নিচে গোঁজা আর দেহের তাপে গরম ভারি পিস্তলটার হাতলের ওপর।

সেই রাত্রে ঝুখ্‌রাইয়ের অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়া আর তার সঙ্গে আট দিন কাটানোর ফলে পাভেলের জীবনের সমস্ত গতিটা বিশেষভাবে প্রভাবিত হল। অনেক কিছু নতুন, তাৎপর্যময় আর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সম্বন্ধে পাভেল যেন একটা অন্তর্দৃষ্টি পেল এই নাবিকটির কাছ থেকে।

ঝুখ্‌রাইকে ধরবার জন্যে ওরা যে দুবার জাল পেতেছিল, তার ফলে ঝুখ্‌রাই যেন আটকা পড়েছে এই ইঁদুরের ফাঁদে। বাধ্য হয়ে নিষ্কর্মা বসে থাকতে হচ্ছে তাকে। তাই সে উৎসুক পাভেলের কাছে নানান্ কথা বলে এই সময়টুকু কাটাচ্ছে ঃ এই অঞ্চল যারা ছেয়ে ফেলেছে সেই হল্‌দে-নীল ঝান্ডাওয়ালা পেতলিউরার লোকদের উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড ক্রোধ আর জ্বলন্ত ঘৃণা ঢেলে দিয়ে নানা কথা বলে চলে সে পাভেলের কাছে। ঝুখ্‌রাইয়ের ভাষাটা স্পষ্ট, ঝর্‌ঝরে আর সহজ। কোন দ্বিধা নেই তার মনে, তার সামনে পথটা পরিষ্কার এবং পাভেল যেন ক্রমশই দেখতে পাচ্ছে যে, 'সমাজবাদী-বিপ্লবী', 'সমাজবাদী-গণতন্ত্রী', 'পোলিশ সমাজবাদী' ইত্যাদি গালভরা নামওয়ালা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো আসলে সবাই শ্রমিকদের নিদারুণ শত্রু—একমাত্র সত্যিকারের বিপ্লবী দল যেটা ধনিক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে একান্তভাবে লড়াই করে চলেছে সেটা হচ্ছে বলশেভিক পার্টি। এর আগে পর্যন্ত এ সব ব্যাপারে পাভেলের ধারণাটা ছিল নিতান্তই এলোমেলো।

সমুদ্রের ঝড়ে পোড়্‌খাওয়া এই দৃঢ় আর বলিষ্ঠমন বাল্টিক অঞ্চলের নাবিকটি বহুদিনের পুরনো আর বিশ্বস্ত বলশেভিক, ১৯১৫ থেকে সে সমাজ-বাদী-গণতন্ত্রী রাশিয়ান শ্রমিক-(বলশেভিক) পার্টির সভ্য। পাভেলের কাছে সে জীবনের নির্মম সত্যগুলিকে উদ্‌ঘাটিত করে যায় আর তরুণ এই শ্রমিকটি মুগ্ধ হয়ে শোনে।

ঝুখ্‌রাই বলছিল, "অল্পবয়সে আমিও তোমার মতোই ছিলাম, ভাই। শরীর-মনের এতটা উদ্যম নিয়ে কি করব ভেবেই পেতাম না, সব সময়ে শাসন না-মানার দিকে ঝোঁকটা গিয়ে পড়ত। গরীব অবস্থার মধ্যে মানুষ হয়ে উঠেছিলাম আর তাই, মাঝে মাঝে শহরের ভদ্দরলোকদের হৃষ্টপুষ্ট ছেলেদের দেখে রাগে জ্বলে উঠতাম। প্রায়ই ওদের ধরে বেদম মার দিতাম, কিন্তু তার জন্যে আমাকে আবার বাবার কাছে পাল্টা মার খেতে হয়েছে। একা একা লড়াই করে অবস্থাটা বদ্‌লানো যায় না। মজুরদের আদর্শের জন্যে ভালো একজন লড়্‌নেওয়ালা হবার মতো সব কিছু গুণ তোমার মধ্যে আছে, পাভ্‌লুশা। শুধু তোমার

বয়েসটা এখনও বড়ো কম আর শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানো না। আমি তোমাকে ঠিক রাস্তাটা বাতলে দেব, কারণ আমি জানি তুমি একজন ভালো কর্মী হয়ে উঠবে। আমি এই নিরীহ মিন্‌মিনে গোছের ছেলেদের সহ্য করতে পারি না। গোটা দুনিয়াটায় আগুন জ্বলে উঠেছে আজ। এতদিন যারা গোলাম ছিল আজ তারা উঠে দাঁড়িয়েছে, পুরনো ধরনের জীবনের শিকড় উপড়ে ফেলতে হবে। কিন্তু সেটা করবার জন্যে আমাদের শক্তসমর্থ লোক চাই—লড়াই শুরু হলে যারা তেলেপোকার মতো সুড়্‌সুড়্‌ করে গর্তে গিয়ে ঢুকবে, সে ধরনের মেয়েলি স্বভাবের ছেলেদের নিয়ে আমাদের চলবে না। নির্মম হয়ে যারা আঘাত হান্‌তে পারবে, তেমন মানুষই আমাদের দরকার।"

টেবিলের ওপরে সশব্দে একটা ঘুষি বসাল সে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে, ভুরু কুঁচ্‌কে হাত দুটো পকেটে গুঁজে পায়চারি করতে লাগল ঘরের এদিক থেকে ওদিক। এই ক'দিনের নিষ্ক্রিয়তা তাকে একটু দমিয়ে দিয়েছে। আর-সবাই চলে যাবার পরেও সে এই শহরে থেকে গিয়েছিল বলে তার মনে দারুণ একটা অনুতাপ এসেছে। এখানে আর পড়ে থাকাটা নিরর্থক হবে মনে করে সে যুদ্ধসীমান্তে লালফৌজের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেবে বলে ঠিক করে ফেলেছে। শহরে কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে ন'জন পার্টি-সভ্যের একটা দল থাকবে এখানে। একটু বিরক্ত হয়ে মনে মনে ভাবল ঝুখ্‌রাই, "আমাকে বাদ দিয়েও ওরা কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। আমি তো আর এভাবে কিছু না করে বসে থাকতে পারি না। বলতে গেলে দশটা মাস নষ্ট করেছি আমি।"

পাভেল একবার জিজ্ঞেস করেছিল তাকে, "আচ্ছা, ফিওদোর, তুমি ঠিক কি বলো তো?"

ঝুখ্‌রাই পকেটে হাত গুঁজে দাঁড়িয়ে উঠেছিল, সে ঠিক কথাটার মানে বুঝতে পারেনিঃ "জানো না?"

নিচু গলায় বলেছিল পাভেল, "আমার তো মনে হয় তুমি কমিউনিস্ট কিংবা বলশেভিক।"

হেসে ফেটে পড়ল ঝুখ্‌রাই। ডোরা-কাটা আঁটসাঁট কোর্তা-পরা চওড়া তার বুকের ওপরে চাপড় মেরে বলল, "ঠিক বলেছ ভাই! বলশেভিক আর কমিউনিস্টরা যে এক—একথা যেমন ঠিক তোমার কথাটাও তেমনি ঠিক।" হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে উঠল ঃ "কিন্তু এতোটা যখন বুঝে গেছ, তখন মনে রাখা চাই—তুমি তো চাওনা যে ওদের হাতে আমি ধরা পড়ি, সুতরাং কক্ষনো কারুর কাছে বলবে না কথাটা। বুঝলে তো?"

"বুঝেছি," দৃঢ়স্বরে বলল পাভেল।

আঙিনার দিকে গলার স্বর শোনা গেল আর সশব্দ জানানি না দিয়েই দরজাটা খুলে গেল। ঝুখ্‌রাইয়ের হাতটা সঙ্গে সঙ্গে সেঁদিয়ে গেল পকেটের মধ্যে, কিন্তু ভালিয়া আর ক্লিমকার সঙ্গে সার্জি ব্রুঝাককে ঢুকতে দেখে আবার বের করে আনল সে হাতটা। রোগা আর বিবর্ণ সার্জির মাথায় পট্টি বাঁধা।

পাভেলের হাত দুটো নেড়ে দিয়ে হাসিমুখে বলল সার্জি, "কিরে, পাভেল। আমরা তিনজনেই এলাম তোর এখানে একটু গল্পটল্প করব বলে। ভালিয়া আমাকে একা বেরুতে দেবে না, আর ক্লিম্‌কা আবার ভালিয়াকে একা কোথাও

যেতে শুনলে ঘাব্ড়ে যায়। লাল-চুলো হলে হবে কি, ক্লিম্‌কাটা এদিকে দিব্যি সেয়ানা।"

হাসতে হাসতে ভালিয়া হাতে তালি দিয়ে খেলার ছলে চেপে ধরল সার্জির মুখটা, "ফাজিল একটা। আজ সারাদিন ক্লিম্‌কার পেছনে লেগে থাকবি, দেখছি।"

এক পাটি সাদা দাঁত বের করে ক্লিম্‌কা তার স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টি হাসি হাসল: "ঘেয়ো-মাথা রুগীকে নিয়ে আর কি করা যাবে বলো? ঘিলুটা একটু ঘুলিয়ে গেছে—দেখতেই তো পাচ্ছ।"

হেসে উঠল সবাই।

মাথায় তলোয়ারের সেই চোটটা থেকে সার্জি এখনও সম্পূর্ণ সেরে উঠতে পারেনি। পাভেলের বিছানার ওপরে আরাম করে বসল সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জোরালো গল্পে জমে গেল এরা ক'জন। সার্জি সাধারণত ফূর্তিবাজ আর হাসিখুশি। কিন্তু তাকে এখন যেন একটু গম্ভীর আর মন-মরা বলে মনে হচ্ছে। পেতলিউরা-বাহিনীর সেই লোকটির সঙ্গে তার সেদিনের ঘটনাটার কথা সে বলছিল ঝুখ্‌রাইকে।

ঝুখ্‌রাই এই তিনটি ছেলেমেয়েকে চেনে, কারণ সে বারকয়েক গেছে ব্রুঝাক্‌দের বাড়ি। এই তরুণদের তার ভাল লাগে, একেবারে সংগ্রামের মধ্যে এরা এখনও সরাসরি আসেনি, কিন্তু শ্রমিকদের শ্রেণীগত আশা-আকাঙ্ক্ষা ওদের মধ্যে সুস্পষ্ট রূপ পেয়ে গেছে। আগ্রহের সঙ্গে ঝুখ্‌রাই শুনে গেল—কিভাবে ওরা ওদের বাড়িতে ইহুদীদের আত্মীয়স্বজনকে আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছিল ঠ্যাঙানির হাত থেকে তাদের বাঁচাবার জন্যে। সেদিন বিকেলে সে এই ছেলে-মেয়েদের অনেক কিছু বলল—বলশেভিকদের সম্বন্ধে, লেনিনের সম্বন্ধে। কি ঘটছে না ঘটছে সে সব এদের বুঝিয়ে বলল ঝুখ্‌রাই।

পাভেল যখন তার বন্ধুদের বাড়ি ফেরার জন্যে এগিয়ে দিয়ে এল, তখন বেশ রাত্রি হয়ে গেছে।

ঝুখ্‌রাই প্রতি সন্ধ্যায় বেরিয়ে যায় আর গভীর রাত্রে ফিরে আসে। শহর ছেড়ে যাবার আগে তাকে তার কমরেডদের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হচ্ছে কাকে কোন্ কাজটা করার জন্যে থাকতে হবে।

কিন্তু আজকের এই রাত্তিরটায় আর ফিরল না সে। সকালে ঘুম ভেঙে উঠে পাভেল একনজর দেখেই বুঝল, ঝুখ্‌রাইয়ের বিছানাটায় কেউ শোয়নি রাত্রে। একটা অস্পষ্ট আশঙ্কায় ভরে গেল পাভেলের মন, তাড়াতাড়ি পোশাক পরে বেরিয়ে গেল সে। দরজাটা বন্ধ করে যথাস্থানে চাবিটা রেখে ক্লিম্‌কার বাড়ি এল যদি সেখানে ফিওদোরের কোন খবর পাওয়া যায় সেই আশায়।

জামা-কাপড় কাচাকাচি করছিল ক্লিম্‌কার মা—মোটাসোটা দেহ, বসন্তের দাগওলা চ্যাপ্টা মুখ। পাভেল জিজ্ঞেস করল, ফিওদোর কোথায় সে সম্বন্ধে সে কিছু জানে কিনা—কাটা কাটা কথায় জবাব দিল ক্লিম্‌কার মা: "তোদের ওই ফিওদোরের ওপর নজর রাখা ছাড়া আমার আর কোন কাজ নেই, না? ওই হতভাগা লোকটার জন্যেই তো ক্লিম্‌কার বাপ সংসারটাকে তছ্‌নছ্ করে দিয়েছে। ওর সঙ্গে তোদের কি এত কাজ? অদ্ভুত একটা দল হয়েছিস তোরা, সত্যি। ক্লিম্‌কা, তুই, আর ওই যতসব—" রাগে সে পেছন ফিরে বসল কাপড়-কাচার

টবটার দিকে। ক্লিম্কার মা রাগী মানুষ, ভীষণ কাটা কাটা তার কথা।

ক্লিম্কোর বাড়ি থেকে পাভেল এল সার্জির বাড়ি। সেখানেও সে তার আশঙ্কার কথাটা বলল। ভালিয়া বলল, "এত ভাবছোই বা কেন? হয়তো ঝুখ্রাই কোন বন্ধুর বাড়িতে থেকে গেছে।" কিন্তু তার কথায় নিশ্চিন্ততার অভাব ফুটে উঠল। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে পাভেলের, ব্রুঝাক্দের বাড়ি বেশিক্ষণ থাকল না সে। ওরা তাকে খেয়ে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও চলে এল পাভেল। বাড়ি ফিরে এল পাভেল যদি ঝুখ্রাই ফিরে থাকে এই আশায়।

দরজাটা তেমনিই তালাবন্ধ। ভারি মন নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল পাভেল কিছুক্ষণ, ফাঁকা বাড়িটায় ঢুকতে তার মন চাইল না কিছুতেই। গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে সে কিছুক্ষণ আঙিনাটায় দাঁড়িয়ে রইল, তারপর হঠাৎ যেন কিসের টানে সে এসে ঢুকল চালাঘরটায়। চালের নিচে বেয়ে উঠে মাকড়সার জাল সরিয়ে গোপন জায়গাটা থেকে লুকিয়ে-রাখা ভারি ন্যাকড়া-জড়ানো রিভলভারটা বের করে নিল।

তারপর চালাটার থেকে বেরিয়ে এসে পাভেল রওনা হল স্টেশনের দিকে। পকেটে ঝুলন্ত রিভলভারটার ভার অনুভব করে সে অদ্ভুত রকমের একটা গর্ব বোধ করল।

কিন্তু স্টেশনে ঝুখ্রাইয়ের কোন খবর পাওয়া গেল না। ফিরে আসার পথে প্রধান-বনপরিদর্শকের বাগান-বাড়িটার পাশ দিয়ে আসবার সময় তার গতি কমে এল। এতদিনে এই বাগান-বাড়িটা তার কাছে সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। নিজের অজান্তেই কিসের যেন একটা আশায় সে বাড়িটার জানলাগুলোর দিকে একবার তাকাল, কিন্তু বাগানটার মতোই বাড়িটাও যেন প্রাণহীন। বাগানটা পেরিয়ে যেতে যেতে সে পেছন ফিরে এক নজর তাকাল গত হেমন্তের ঝরাপাতায় আচ্ছন্ন বাগানের পথটার দিকে। জায়গাটাকে মনে হল জনমানবশূন্য আর নিতান্তই উপেক্ষিত। কোন উদ্যোগী হাতের স্পর্শ পেয়েছে বলে দেখে মনে হয় না—বিরাট পুরনো বাড়িটার প্রাণহীন নিঃস্তব্ধতা পাভেলকে আরও বিষণ্ণ করে তুলল।

তোনিয়ার সঙ্গে তার শেষ ঝগড়াটা খুব গুরুতর রকমের হয়ে গেছে। মাসখানেক আগে খুব অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটনাটা ঘটেছিল। পকেটে হাত দুটো গুঁজে ধীরে ধীরে শহরে ফিরে আসার পথে সমস্ত ব্যাপারটা মনে পড়ল পাভেলের।

হঠাৎ রাস্তায় তোনিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল আর তোনিয়া তাকে তাদের বাড়ি আসার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ঃ "বাবা আর মা ওই বোল্শান্স্কিদের বাড়ি যাচ্ছেন জন্মদিনের নেমন্তন্নে। আমি একা থাকব বাড়িতে। তুমি এস না, পাভলুশা? একটা খুব ভাল বই আছে—লিওনিদ আন্দ্রিয়েভের 'সাশ্কা ঝিগুলিয়ভ'—দুজনে মিলে পড়া যাবে। আমার অবশ্য পড়া হয়ে গেছে, কিন্তু আরেকবার পড়ার ইচ্ছে আছে তোমার সঙ্গে। বেশ কাটানো যাবে বিকেলটা, কেমন? আসবে তো?" তোনিয়ার ঘন বাদামী চুলের ওপর সাদা চওড়া টুপিটার নিচ থেকে তার বড়ো বড়ো বিস্ফারিত চোখ দুটো আশান্বিতভাবে তাকিয়েছিল পাভেলের দিকে।

"আসব আমি।"

তারপরে যে যার পথে চলে গিয়েছিল তারা। পাভেল তাড়াতাড়ি চলে এসেছিল তার যন্ত্রগুলোর কাছে : বিকেলটা তোনিয়ার সঙ্গে কাটাতে পারবে—এই চিন্তাতেই তার মনে হচ্ছিল যে চুল্লিটায় আগুনটা জ্বলছে যেন অন্য দিনের চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে, জ্বালানির কাঠগুলো যেন আগুনে খুশির শব্দে ফেটে পড়ছে।

সেদিন বিকেলে সে যখন সামনের চওড়া দরজাটায় এসে টোকা মারল, তোনিয়া বেরিয়ে আসতেই দেখা গেল তার যেন কেমন একটা ইতস্তত ভাব। তোনিয়া বলল, "আমার কয়েকজন বন্ধু এসেছে—ওদের আসার কথা ছিল না অবশ্য। কিন্তু পাভ্‌লুশা, তুমি এসো।" ফিরে যাবার জন্য পিছন ফিরে দরজাটার দিকে পাভেল এগিয়ে যেতেই তোনিয়া এসে তার হাত ধরল : "চলো ভেতরে। তোমার সঙ্গে আলাপ করে ওদেরই লাভ হবে।" পাভেলের কোমর জড়িয়ে ধরে তোনিয়া তাকে খাবার ঘরটার মধ্যে দিয়ে নিয়ে এল তার নিজের ঘরে।

ঘরে বসেছিল কয়েকজন তরুণ-তরুণী। তাদের দিকে ফিরে তোনিয়া হেসে বলল, "আলাপ করিয়ে দিই তোমাদের সঙ্গে, এই আমার বন্ধু পাভেল কোরচাগিন।"

ঘরের মাঝখানে ছোট টেবিলটা ঘিরে বসেছিল ওরা তিনজন : লিজা শুখার্‌কো—সুন্দরী, গাঢ় রঙ, ঠোঁট-ফোলানো ছোট মুখ, বেণী পাকিয়ে খোপা বাঁধা—স্কুলের ছাত্রী সে; কালো রঙের একটা কেতাদুরস্ত জামা গায়ে লম্বাটে মুখ একটি ছেলে, মাথার পাতলা চুলগুলো তার তেলে চক্‌চক্ করছে, ধূসর চোখের দৃষ্টিতে একটা শূন্য চাউনি; আর এদের দুজনের মাঝখানে জাঁকালো একটা স্কুলের উর্দি পরে বসে আছে ভিক্তর লেস্‌চিন্‌স্কি। তোনিয়ার ঘরে ঢোকার সময়ে তাকেই পাভেল প্রথম দেখেছিল। লেস্‌চিন্‌স্কিও দেখেই চিনেছে পাভেলকে, বিস্ময়ে তার সুন্দর বাঁকা ভুরু দুটো তুলল সে। কয়েক মুহূর্ত পাভেল একটা সুস্পষ্ট শত্রুতার চোখে ভিক্তরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল দরজাটার ওপর। এই অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতাটুকু ভাঙবার জন্যে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল তোনিয়া, পাভেলকে ভেতরে আসতে বলে লিজার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে এল। আগন্তুকটিকে কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল লিজা শুখার্‌কো, দাঁড়িয়ে উঠল সে চেয়ার ছেড়ে।

পাভেল বোঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়েই আধা-অন্ধকার খাবারঘরটা পেরিয়ে হন্‌-হন্ করে চলে এল সামনের দরজাটার দিকে। তোনিয়া এসে যখন তাকে ধরে ফেলে তার কাঁধে হাত রাখল, ততক্ষণে পাভেল বারান্দাটায় চলে এসেছে : "ছুটে চলেছ কোথায়? আমি বিশেষ করে ওদের সঙ্গেই যে তোমার আলাপ করিয়ে দিতে চাই।"

পাভেল কাঁধের ওপর থেকে তার হাত দুটো সরিয়ে দিয়ে তীব্র স্বরে বলল, "ওই পুতুলগুলোর সামনে আমি নিজেকে একটা দেখবার জিনিস হিসেবে খাড়া করতে রাজি নই। আমি ওই দলের লোক নই—তুমি ওদের পছন্দ করতে পারো, কিন্তু আমার ঘেন্না হয় ওদের দেখে। যদি জানতাম যে ওরা তোমার বন্ধু, তাহলে আমি কক্ষনো আসতাম না।"

জমে ওঠা রাগ চেপে তাকে বাধা দিয়ে বলল তোনিয়া, "এরকম কথা বলার কি অধিকার আছে তোমার? আমি তো কখনো দেখতে যাই না যে তোমার বন্ধু কারা, কারা আসে তোমার বাড়িতে?"

"তোমার এখানে কারা আসে না আসে তাতে আমার ভারি বয়েই গেল। আমি আর তোমার এখানে আসব না—শুধু এইটে বলে যাচ্ছি।" সামনের সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে পাভেল পাল্টা জবাব দিয়েছিল তোনিয়ার কথার। ছুটে গিয়েছিল সে বাগানের দেউড়িটার দিকে।

তারপর থেকে আর তোনিয়ার সঙ্গে দেখা হয়নি। ইহুদীদের ওপর অত্যাচার চলার সময়ে সে আর ইলেক্‌ট্রিসিয়ান দুজনে মিলে যখন বিজলি-কারখানায় ইহুদী-পরিবারগুলোকে আশ্রয় দিয়েছিল, তখন পাভেল ভুলে গিয়েছিল ঝগড়ার ঘটনাটা। আজ আবার তোনিয়ার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হল তার।

ঝুখরাইয়ের নিরুদ্দেশের ব্যাপারটা আর ফাঁকা বাড়ির কথা ভেবে মনটা দমে গেল পাভেলের। ধূসর লম্বা রাস্তাটা ঘুরে গেছে তার ডাইনে। বসন্তের বৃষ্টির কাদা এখনও শুকোয়নি, তামাটে ঘোলা জলের ছোট ছোট গর্ত রাস্তাটার বুক-জুড়ে আছে। ভেঙে নুয়ে-পড়া সামনের একটা বাড়ির দেয়ালটা ঝুঁকে এসেছে রাস্তার ওপরে আর তারই পাশ দিয়ে রাস্তাটা দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে।

রাস্তার মোড়ে যেখানে একটা ভাঙাচোরা দরজাওয়ালা দোকান-ঘরের মতো জায়গার মাথার ওপরে "সোডা-লেমনেড" লেখা একটা তক্তি উল্টো হয়ে ঝুলছে, সেইখানে ভিক্তর লেস্‌চিন্‌স্কি লিজা শুখারকোর কাছে বিদায় নিচ্ছিল। ভিক্তর অনুনয়ের দৃষ্টিতে লিজার চোখের দিকে তাকিয়ে তার হাত ধরে জিজ্ঞেস করছিল, "আসবে তো ঠিক? ঠকাবে না তো শেষ পর্যন্ত?"

লিজা চোখমুখ ঘুরিয়ে ভঙ্গি করে উত্তর দিল, "আসব বৈকি। তুমি অবশ্যই অপেক্ষা করবে আমার জন্যে।" চলে যাবার সময় সে হাসল ভিক্তরের দিকে তার বাদামী চোখের ভরসা-জাগানো গূঢ় চাউনিতে তাকিয়ে।

রাস্তা বেয়ে কয়েক গজ আসতেই লিজা দুজন লোককে একটা বাঁক ঘুরে রাস্তার ওপরে বেরিয়ে আসতে দেখল। প্রথম জন বলিষ্ঠদেহ, চওড়া-বুক মজুরের পোশাক পরা—বোতাম-খোলা কোর্তাটার নিচে ডোরাকাটা পিরানটা দেখা যাচ্ছে, কপালের ওপরে মাথার কালো টুপিটা নামানো, পায়ে বাদামী নিচু বুটজোড়া, চোখের নিচে একটা কাল্‌চে-নীল আঘাতের চিহ্ন। দৃঢ় পায়ে কিন্তু একটু খুঁড়িয়ে চলেছে লোকটি। তার তিন-পা পেছনে পেছনে বন্দুক বাগিয়ে ধূসর কোট-পরা একজন পেতলিউরা-সৈন্য—তার কোমরবন্ধনীর সঙ্গে ঝুলছে দুটো কার্তুজের থলি, বেয়নেটটা তার প্রায় প্রথমজনের পিঠটা ছুঁয়ে আছে। লোমশ ভেড়ার চামড়ার টুপিটার নিচ থেকে তার ছোট ছোট সাবধানী চোখ দুটো বন্দীর মাথার পেছন দিকটায় লক্ষ্য রেখেছে, মুখের দুধারে তার তামাকে রঙ্‌-ধরা হল্‌দে গোঁফ ঝুলে পড়েছে।

একটু গতিটা কমিয়ে লিজা রাস্তাটা পার হয়ে অন্যদিকে এল আর ঠিক সেই সময় তার পেছনে পাভেল এসে পড়ল বড় রাস্তাটার ওপরে। পুরো

বাড়িটা পার হয়ে রাস্তাটার বাঁকে পাভেল ডান দিকে যেই ঘুরেছে, অমনি সেও ওই দুজন মানুষকে তার দিকে আসতে দেখল।

চম্‌কে উঠে থেমে গেল পাভেল, যেন তার পা আট্‌কে গেছে মাটির সঙ্গে। যাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে ঝুখ্‌রাই।

"এইজন্যেই তাহলে কাল রাত্রে ফেরেনি ঝুখ্‌রাই!"

ক্রমশই এগিয়ে আসছে ঝুখ্‌রাই। পাভেলের বুকে হাতুড়ি পিট্‌তে লাগল, যেন হৃদ্‌পিন্ডটা ফেটে পড়বে এখনই। অবস্থাটা ঠিক মতো বুঝে নেবার বৃথা চেষ্টায় তার মাথায় অতি দ্রুত চিন্তার স্রোত বয়ে যেতে লাগলঃ খুব বেশি ভাবনা-চিন্তার সময় নেই। এটা তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে ঝুখ্‌রাইয়ের আর কোন আশা নেই।

বিভ্রান্ত আর হতচকিত পাভেল ওদের দুজনকে এগিয়ে আসতে দেখে ভাবতে লাগল, কি করা যায়?

শেষ মুহূর্তে তার মনে পড়ল পকেটের রিভলভারটার কথা। ওরা দুজন তাকে পার হয়ে এগিয়ে গেলেই সে রাইফেলধারীটাকে পেছন থেকে গুলি করবে আর তাহলেই ফিওদোরের মুক্তি। মুহূর্তের মধ্যে এই সিদ্ধান্তে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তার মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল। ফিওদোর তো কালই বলছিল "এই সব কাজের জন্যে আমাদের চাই শক্তসমর্থ ছেলেদের..."

দ্রুত এক-নজর পেছন দিকটা দেখে নিল পাভেল। শহরমুখো রাস্তাটা একেবারে জনহীন, একটা প্রাণীও চোখে পড়ে না। সামনের দিকে একটা হাল্‌কা রঙের কোট-পরা বুড়ি রাস্তাটা তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাচ্ছে—ও নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে মাথা ঢোকাবে না। মোড়ের ওখান থেকে যে অন্য রাস্তাটা বেরিয়ে গেছে সেটা সে দেখতে পাচ্ছে না। শুধু স্টেশনের দিকে বহুদূরে রাস্তাটার ওপর কিছু লোককে দেখা যাচ্ছে।

রাস্তাটার ধার ঘেঁষে সরে এল পাভেল, মাত্র আর কয়েক পা যখন ব্যবধান, তখন ঝুখ্‌রাই তাকে দেখতে পেল। আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে দেখে ঝুখ্‌রাইয়ের ঘন ভুরুজোড়া নেচে উঠল। পাভেলের সঙ্গে এই অপ্রত্যাশিত-ভাবে দেখা হয়ে যাওয়ায় তার গতি কমে এল, আর, বেয়নেটটা এসে স্পর্শ করল তার পিঠ। খ্যানখেনে ভাঙা গলায় প্রহরীটা বলে উঠল, "তাড়াতাড়ি—পা বাড়িয়ে চলো, নইলে দেব এক বাড়ি এই কুঁদোর!"

তাড়াতাড়ি পা চালাল ঝুখ্‌রাই। পাভেলের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল সে, কিন্তু সামলে নিল নিজেকে। শুধু যেন অভিবাদনের ভঙ্গিতে হাতটা নাড়ল একবার। পাছে হল্‌দে-গোঁফ সৈনিকটার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তাই পাভেল নিতান্তই উদাসীনের ভঙ্গিতে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু তার মাথায় উদ্বিগ্ন প্রশ্নটা বারবার চাড়া খেতে লাগলঃ "যদি গুলিটা ফস্‌কে গিয়ে ওই লোকটার গায়ে না লেগে ঝুখ্‌রাইয়ের গায়ে লাগে, তাহলে..."

কিন্তু পেতলিউরা-সৈন্যটা প্রায় পাশাপাশি এসে গেছে, আর ভাববার সময় নেই।

হল্‌দে-গোঁফ সৈন্যটা পাভেলের কাছ থেকে দু-এক পা এগিয়ে যেতেই, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাভেল—রাইফেলটা চেপে ধরে

নলটা নিচে মাটির দিকে নামিয়ে আনল। বেয়নেটটা একটা পাথরের ওপর ঘষে গিয়ে কর্কশ আওয়াজ তুলল।

এরকম আকস্মিক আর অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রান্ত হয়ে সৈন্যটা হঠাৎ বিমূঢ় হয়ে পড়ার পর ভীষণ একটা হেঁচ্‌কা টানে রাইফেলটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু দেহের সমস্ত ভার দিয়ে কোনরকমে রাইফেলটা চেপে ধরে রইল পাভেল। ধস্তাধস্তির মধ্যে একটা গুলি বেরিয়ে গিয়ে পাথরের গায়ে লেগে ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল খানাটার মধ্যে। শব্দটা শুনেই ঝুখ্‌রাই পাশে লাফিয়ে পড়ে ঘুরে দাঁড়াল। পাভেলের হাত থেকে রাইফেলটা ছাড়িয়ে নেবার জন্যে ভীষণভাবে ধস্তাধস্তি করছে সৈন্যটা—পাভেলের হাতটা মুচ্‌ড়ে গেছে, কিন্তু যন্ত্রণা সত্ত্বেও সে তার মুঠির বাঁধন আল্‌গা করেনি। তারপরে একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় ক্রুদ্ধ পেতলিউরা-সৈনিকটি পাভেলকে পেড়ে ফেলল মাটিতে—কিন্তু তবু সে রাইফেলটা ছাড়িয়ে নিতে পারল না। পাভেল পড়ে গেল, কিন্তু পাভেলের টানে সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যটিও হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ল পাভেলের ওপর—এই মুহূর্তে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা পাভেলের হাত থেকে রাইফেলটা ছাড়িয়ে নিতে পারে।

ওদের মধ্যে যখন ধস্তাধস্তি চলছে, তখন দুই লাফে ঝুখ্‌রাই এসে পড়ল—লোহার মতো শক্ত তার মুঠি শূন্যে একপাক ঘুরে নেমে এল সৈন্যটার মাথার ওপর। এক সেকেন্ডের মধ্যেই সৈন্যটার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে গেল পাভেল। মুখের ওপর দুটো প্রচণ্ড ঘুষি খেয়ে নেতিয়ে পড়ল লোকটার দেহ পথের ধারে একটা খানার মধ্যে। যে-হাতে ঘুষি চলেছিল, সেই বলিষ্ঠ দুটি হাতই পাভেলকে মাটি থেকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল।

ইতিমধ্যে ভিক্তর রাস্তার মোড়টা থেকে শ'খানেক পা এগিয়ে গিয়েছিল। লিজার সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দে আর পরের দিন আবার লিজা তার সঙ্গে পরিত্যক্ত কারখানাটার পেছনে দেখা করতে আসবে বলে কথা দেওয়ায় ভিক্তর মনের স্ফূর্তিতে চলেছে শিষ্‌ দিয়ে "চপল-হৃদয়া নারী" গানটির সুর ভাঁজতে ভাঁজ্‌তে।

ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে যারা প্রণয়সংক্রান্ত ব্যাপারে বেশ পাকাপোক্ত তাদের মধ্যে শোনা যাচ্ছিল যে লিজা শুখারকো নাকি প্রেমের ব্যাপারে বেশ একটু বেপরোয়া গোছের। উদ্ধত আর আত্মগর্বিত ওই সেমিয়ন জালিভানভ্‌ একবার ভিক্তরকে সত্যিই বলেছিল যে লিজা নাকি তার কাছে আত্মদান করেছে। ভিক্তর যদিও বিশ্বাস করেনি কথাটা, তবু লিজাকে তার বড়ো রহস্যময়ী আর দুর্জ্ঞেয় বলে মনে হয়। কালই সে জানতে পারবে জালিভানভের কথাটা সত্যি না মিথ্যে।

"কাল যদি আসে ও, তাহলে আর আমি ইতস্তত করব না। যাই হোক, লিজা চুমো তো খেতে দেয়। আর, সেমিয়নটা যদি সত্যি কথাই বলে থাকে......"

দুজন পথ-চলতি পেতলিউরা-সৈন্যকে পথ ছেড়ে দেবার জন্যে রাস্তাটার পাশে সরে যেতে গিয়ে ভিক্তরের চিন্তায় এইখানে ছেদ পড়ল। সৈন্য দুজনের মধ্যে একজন হাতে একটা ক্যাম্বিসের বাল্‌তি ঝুলিয়ে চলেছে লেজ-বাঁধা একটা ঘোড়ায় চেপে—বোঝা যাচ্ছে যে ঘোড়াটাকে জল খাওয়াতে নিয়ে চলেছে সে।

ছোট কোর্তা আর ঢিলেঢালা নীল প্যান্ট পরে অন্যজন চলেছে ঘোড়সওয়ারের পাশে পাশে তার হাঁটুর ওপর হাতটা রেখে একটা মজার গল্প বলতে বলতে।

এদের যাবার জন্যে পথ ছেড়ে দিয়ে ভিক্তর যখন ফের চলতে শুরু করেছে, তখন বড়ো রাস্তাটার ওপরে রাইফেলের গুলির আওয়াজ শুনে থেমে গেল সে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল—সওয়ারটি আওয়াজটার দিকে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিয়েছে আর তার পেছন পেছন অন্য লোকটি ছুটে চলেছে তার তলোয়ারটা বাগিয়ে ধরে।

ওদের পেছনে ছুটল ভিক্তর। বড়ো রাস্তাটার ওপরে যখন সে প্রায় পেঁাছে গেছে, তখন আরেকটা গুলির আওয়াজ ভেসে এল আর পাগলের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে মোড়ে বাঁক নিয়ে এগিয়ে এল সওয়ার-সৈন্যটি। ঘোড়াটাকে আরও জোরে দৌড়োবার জন্যে শুকতলার খোঁচা মেরে আর বাল্‌তি দিয়ে আঘাত করে সে প্রথম দেউড়িটার কাছে এসে লাফ দিয়ে নেমে পড়েই আঙিনায় লোকগুলোর দিকে হাঁক পাড়ল ঃ "শিগ্‌গির, হাতিয়ার নিয়ে ছুটে এস! আমাদের একজনকে মেরে ফেলেছে ওরা!"

এক মিনিটের মধ্যে জনকতক লোক তাদের রাইফেলের বল্টুর ভাঁজ খোলার খটাখট্‌ আওয়াজ তুলে ছুটে বেরিয়ে এল আঙিনাটার থেকে।

ভিক্তরকে গ্রেপ্তার করা হল।

ততক্ষণে কিছুলোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল রাস্তার ওপরে—তাদের মধ্যে ছিল ভিক্তর আর লিজা। ওদের আট্‌কানো হল সাক্ষ্য দেবার জন্যে।

ভয়ে লিজার পা দুটো যেন আটকে গিয়েছিল ঘটনার জায়গাটায়। আর তাই, ঝুখ্‌রাই আর পাভেল যখন ছুটে বেরিয়ে যায় তখন তাদের সে বেশ ভালভাবেই দেখতে পেয়েছিল। যে-ছেলেটি পেতলিউরা-সৈন্যটাকে আক্রমণ করেছিল, তাকেই যে তোনিয়া সেদিন তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চেয়েছিল—এটা লক্ষ্য করে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল লিজা।

ঝুখ্‌রাই আর পাভেল এক লাফে বেড়াটা ডিঙিয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকেছে, এমন সময়ে সওয়ার-সৈন্যটি এসে পড়ল সেখানে ঘোড়া হাঁকিয়ে। ঝুখ্‌রাইকে রাইফেলটা নিয়ে পালিয়ে যেতে দেখে আর মার খেয়ে বেসামাল সৈন্যটাকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে দেখে সওয়ারটি তার ঘোড়া হাঁকাল বেড়াটার দিকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝুখ্‌রাই রাইফেলটা তুলে গুলি ছুঁড়ল ধাওয়া করে আসা সওয়ারটার দিকে। ঘুরে গিয়ে তাড়াতাড়ি হঠে এল লোকটা।

পেতলিউরা-সৈন্যটার এমন ভীষণভাবে ঠোঁট কেটে গেছে যে প্রায় কথা বলতে পারছে না সে। কোনক্রমে সে এতক্ষণে ঘটনাটার বিবরণ দিল।

"নিরেট আহম্মক কোথাকার! গ্রেপ্তার-করা একটা লোক কি-না নাকের নিচ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আর তুমি দিব্যি সেটা হতে দিলে? যাও এখন, পিঠের ওপর পঁচিশ ঘা খাওগে।"

ক্রুদ্ধ সৈন্যটি খিঁচিয়ে উঠল, "খুব যে ওস্তাদি মারছ দেখছি। নাকের নিচ দিয়ে বেরিয়ে গেল, না? ওই যে আরেকটা বেজন্মা আমার ঘাড়ের ওপর উন্মাদের মতো লাফিয়ে পড়ল—সেটা আমি আগে থেকে জানব কি করে?"

লিজাকেও জেরা করা হল। পেত্‌লিউরা-সৈন্যটি যা বলেছিল সেও তাই বলল; কিন্তু যে-ছেলেটি তাকে আক্রমণ করেছিল সেই ছেলেটিকে যে সে চেনে,

সে কথাটা লিজা চেপে গেল। তারপরেও অবশ্য তাদের সবাইকে কম্যান্ড্যান্টের দপ্তরে নিয়ে আসা হল এবং সন্ধ্যের আগে কাউকে ছাড়া হল না। কম্যান্ড্যান্ট নিজে সঙ্গে গিয়ে লিজাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে চাইল, কিন্তু রাজি হল না লিজা—লোকটার মুখে ভদ্‌কার গন্ধ এবং তার এই প্রস্তাবটার উদ্দেশ্য মোটেই ভালো বলে ঠেকল না।

ভিক্তর চলল লিজার সঙ্গে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যে। স্টেশনের পথটা বেশ দূর এবং দুজনে হাত ধরাধরি করে যাবার সময় ওই ঘটনাটা ঘটার জন্যে ভিক্তর মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করল। বাড়ির কাছাকাছি এসে লিজা জিজ্ঞেস করল, "গ্রেপ্তার-করা লোকটাকে খালাস করে দিল কে, সেটা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছো না, না?"

"মোটেই না, কি ক'রে আন্দাজ করব?"

"সেদিন সন্ধ্যেয় তোনিয়া একটি ছেলেকে আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চেয়েছিল, মনে আছে?"

থেমে গেল ভিক্তর, বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "পাভেল কোরচাগিন?"

"হাঁ, নামটা কোরচাগিন বলেই তো মনে হচ্ছে। কি রকম ঢঙ্ করে বেরিয়ে গিয়েছিল, মনে আছে? সেই ছেলেটা।"

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেল ভিক্তর।

"ঠিক দেখেছ তুমি?"

"নিশ্চয়, ঠিক মনে আছে আমার ওর মুখখানা।"

"কম্যান্ড্যান্টকে কথাটা বললে না কেন?"

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠল লিজা ঃ "এমন জঘন্য কাজ আমি করব ভেবেছ নাকি?"

"জঘন্য? সৈন্যটার ওপর কে হামলা চালিয়েছিল সেটা বলা কি জঘন্য কাজ হল?"

"তা নয় তো কি, খুব একটা সম্মানের কাজ? ওরা যে কি অত্যাচারটা চালাচ্ছে সেটা ভুলে যাচ্ছ? ইস্কুল-বাড়িতে কতগুলো অনাথ ইহুদী বাচ্চা কাচ্চা রয়েছে, তার কোন ধারণা আছে তোমার? আর, আমি কি-না কোরচাগিনকে ধরিয়ে দেব ওদের কাছে? সত্যি, তুমি এরকম কথা বলবে বলে আমি আশা করিনি।"

লিজার উত্তর শুনে ভিক্তর লেস্‌চিন্‌স্কি অবাক হল। কিন্তু লিজার সঙ্গে ঝগড়া বাধালে তার চলবে না, তাই সে আলোচনাটা পাল্‌টে নেবার চেষ্টা করল ঃ "চট্‌ছো কেন, লিজা, আমি এই একটু ঠাট্টা করছিলাম আর-কি। তুমি যে এত তেজী মেয়ে তা জানতাম না।"

"ঠাট্টাটা তোমার বড়ো বিশ্রী," শুক্‌নো গলায় পাল্‌টা জবাব দিল লিজা।

শুখারকোদের বাড়ির সামনে লিজার কাছে বিদায় নেবার সময় ভিক্তর জিজ্ঞেস করল, "তাহলে, কাল আসবে তো, লিজা?"

অনির্দিষ্টভাবে লিজা বলল, "ঠিক বলতে পারছি না, দেখি..."

শহর-মুখো ফিরে যেতে যেতে ভিক্তর সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে একবার ভেবে দেখল ঃ "তা বেশ তো, সুন্দরী, তুমি হয়তো কাজটা জঘন্য মনে করতে

পার, কিন্তু আমার ধারণাটা একটু অন্যরকম। অবশ্য, কে কাকে কার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল—তাতে আমার কিছু যায় আসে না।”

লেস্‌চিন্‌স্কিরা পোল্যান্ডের প্রাচীন বনেদী পরিবার। এই পরিবারের বংশধর ভিক্তর। সুতরাং সেই হিসেবে তার কাছে রুশ-জার্মান উভয়পক্ষই সমান ঘৃণ্য। একমাত্র যে-সরকারকে সে স্বীকার করে, সেটা পোলিশ সম্ভ্রান্তদের সরকার—‘রাজকীয় পোলিশ সরকার’—এবং সেটা শিগ্‌গিরই এদেশে কায়েম হবে পোলিশ বাহিনী এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ওই হারামজাদা কোরচাগিনটাকে শেষ করে দেবার এই একটা সুযোগ। ওরা নির্ঘাৎ ওর ঘাড়টা ধরে মট্‌কে দেবে। তার পরিবারের লোকজনদের মধ্যে একমাত্র ভিক্তরই শহরে থেকে গেছে। চিনি-কারখানার সহকারী-পরিচালকের সঙ্গে তার এক পিসিমার বিয়ে হয়েছে, তার সঙ্গেই সে আছে। তার পরিবারের আর-সবাই আছে ওয়ারস'তে—সেখানে তার বাবা সিগিস্‌মুন্ড লেস্‌চিন্‌স্কি একজন পদস্থ কর্মচারী।

কম্যান্ড্যান্টের দপ্তরে এসে ভিক্তর খোলা দরজাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, সে চারজন পেতলিউরা-সৈন্যের সঙ্গে চলেছে কোরচাগিনদের বাড়িমুখো।

ভেতরে আলো-জ্বালা একটা ঘরের জানলার দিকে আঙুল দেখিয়ে নিচু গলায় বলল ভিক্তর, “ওই বাড়িটা। আমি এবার যেতে পারি তাহলে?” পাশের পেতলিউরা-দলের নেতাটিকে জিজ্ঞেস করল সে।

“নিশ্চয়। বাকিটা আমরাই ব্যবস্থা করব। খবরটা দেবার জন্যে ধন্যবাদ।”

পাশের রাস্তাটা বেয়ে তাড়াতাড়ি পা চালাল ভিক্তর।

পিঠের ওপর শেষ লাথিটা পড়তেই পাভেল হুমড়ি খেয়ে পড়ল অন্ধকার ঘরটার মধ্যে যেখানে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। ছড়িয়ে-পড়া হাত দুটো তার সামনের দেয়ালের গায়ে ঠুকে গেল। হাত্‌ড়াতে হাত্‌ড়াতে সে দেয়ালের সঙ্গে আটকানো তক্তাটা পেয়ে তার ওপর উঠে বসল। সর্বাঙ্গ তার ক্ষতবিক্ষত, ব্যথায় টন্‌টন্ করছে সমস্ত শরীর, মনটাও দমে গেছে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সে গ্রেপ্তার হয়েছে। পেতলিউরার লোকে তার কথা জানল কি করে? কেউ যে তাকে দেখেনি—এ সম্বন্ধে তার কোন সংশয় ছিল না। কি হবে এর পর? ঝুখ্‌রাই-ই বা কোথায়?

ঝুখ্‌রাই ক্লিম্‌কাদের বাড়ি গিয়ে ওঠার পর পাভেল সেখান থেকে চলে আসে সার্জিদের বাড়ি। শহর ছেড়ে চলে যাবার জন্যে ঝুখ্‌রাই ক্লিম্‌কাদের ওখানে সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করে।

কাকের বাসায় রিভলবারটা লুকিয়ে রেখে ভালোই করেছিল সে—ভাবল পাভেল—ওটা এদের হাতে পড়লে তার আর কোন আশাই ছিল না। কিন্তু পাভেলকে ধরতে পারল কি করে এরা? উত্তর না পাওয়ায় প্রশ্নটা যেন যন্ত্রণা দিতে থাকল তাকে। পেতলিউরার লোকজন খুঁটিয়ে খানাতল্লাশী করা সত্ত্বেও কোরচাগিনদের বাড়িতে তারা বিশেষ কিছু পায়নি। আরটেম তার সবচেয়ে ভালো পোশাক আর অ্যাকর্ডিয়ন-বাজনাটা নিয়ে গেছে গ্রামে যেখানে সে থাকে।

মা সঙ্গে করে নিয়ে গেছে বড়ো বাক্সটা। সুতরাং এদের লুঠ করে নিয়ে আসার মতো ছিল না কিছুই। কিন্তু বাড়ি থেকে এই থানায় আসার অভিজ্ঞতাটা পাভেল জীবনে ভুলবে নাঃ নিবিড় অন্ধকার রাত্রি, মেঘে ঢাকা আকাশ, তারই মধ্যে দিয়ে চারদিক থেকে প্রচণ্ড ঘুষি আর লাথি খেতে খেতে অন্ধভাবে আধা-মূর্চ্ছিত পাভেল হোঁচট খেয়ে খেয়ে পথ চলেছে।

দরজাটার ওপাশের ঘরে যেখানে কম্যান্ডান্টের শান্ত্রীরা রয়েছে, সেখান থেকে গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। দরজাটার নিচের ফাঁকে একটা উজ্জ্বল আলোর রেখা। পাভেল দাঁড়িয়ে উঠে দেয়াল হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে ঘরটার চারিদিকে একবার হেঁটে এল। দেওয়ালে আট্‌কানো তক্তাটার উল্‌টো দিকে ভারি সূঁচলো গরাদ বসানো একটা জানলা আবিষ্কার করল পাভেল। হাতে ধরে ধরে সেগুলোকে পরখ করল সে, শক্তভাবে আট্‌কানো গরাদগুলো। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এটা একটা ভাঁড়ারঘর ছিল। দরজাটার কাছে এগিয়ে এসে পাভেল এক মুহূর্ত কান পেতে শুনল, তারপর হাতলটায় আস্তে একটু চাপ দিল। দরজাটা তীব্র একটা ক্যাঁচ্‌ক্যাচ শব্দ করে উঠতেই নিঃশ্বাস বন্ধ করে সেটার উদ্দেশ্যে একটা গাল পাড়্‌ল সে। সামনের সরু ফাঁকটা দিয়ে দেখা গেল—এক-জোড়া কড়া-পড়া পায়ের বাঁকা গোড়ালি বেরিয়ে আছে দেয়ালে আট্‌কানো তক্তাটার প্রান্ত থেকে। আরেকবার হাল্‌কাভাবে ঠেলা দিতেই দরজাটা আরও জোরে ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্‌ শব্দে প্রতিবাদ জানালো। সঙ্গে সঙ্গে তক্তাটার থেকে উঠে দাঁড়াল আলুথালু চেহারার ঘুমে ভারি-মুখ একটা লোক—ঝাঁক্‌ড়া-চুলো মাথাটা তার পাঁচ আঙুলে ভীষণ জোরে চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে অনেকক্ষণ ধরে লম্বা এক চোট গালাগালিতে ফেটে পড়ল লোকটা। অশ্লীল গালাগালিটা শেষ হবার পর বসার জায়গাটার পাশ থেকে রাইফেলটা টেনে নিয়ে শ্লেষ্মা-জড়িত গলায় বলল, "বন্ধ করে দে দরজাটা, ফের যদি এদিকে উঁকি মারতে দেখি, তাহলে থেঁত্‌লে দেব তোর ওই..."

দরজাটা বন্ধ করে দিল পাভেল। পাশের ঘরে একদমক হাসির হল্লা উঠল।

সারারাত্রি ধরে ভেবেও কোন কূলকিনারা পেল না পাভেল। লড়াইয়ে নেমে প্রথমবারেই হার হয়েছে তার। পয়লা চোটেই ধরা পড়ে গেছে সে, ইঁদুরের মতো সে এখন ফাঁদে আট্‌কা। বসে থাকতে থাকতে একটা আধা-ঘুমের ভাব তাকে আচ্ছন্ন করল—বারে বারে ভেঙে যাচ্ছে ঘুমটা—তারই মধ্যে যেন ভেসে উঠছে মায়ের রোগা, চামড়া কুঁচ্‌কে-যাওয়া মুখখানা আর সেই চোখ দুটি যা সে এত ভালবাসে। "মা যে এখানে নেই, সেটা ভালোই হয়েছে—থাকলে আরও বেশি দুঃখ পেত।"

জানলা দিয়ে একটা ধূসর চৌকোণা আলো এসে পড়ল মেঝের ওপর। অন্ধকার ক্রমশই কেটে যাচ্ছে। ভোর হয়ে আসছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিরাট পুরনো বাড়িটার একটা জানলা দিয়ে ভেতরের আলো দেখা যাচ্ছে : পর্দাগুলো টানা। বাইরে রাত্রির মতো শিকলে বেঁধে দেওয়া হয়েছে ট্রেসর-কে, তার গম্ভীরগলার ঘেউ ঘেউ ডাক প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে। একটা ঝিমন্ত-ভাবের মধ্যে দিয়ে তোনিয়া শুনতে পেল মা নিচু গলায় বলছেন, "না, ও ঘুমোয় নি এখনও। ভেতরে এস, লিজা।"

বান্ধবীর হাল্কা পায়ের শব্দে আর তার হঠাৎ উষ্ণ আলিঙ্গনে তোনিয়ার ঝিমন্ত ভাবটা শেষ পর্যন্ত কেটে গেল। ক্লান্তভাবে হাসল সে : "ভারি খুশি হলাম লিজা তোর আসাতে। বাবার অসুখের বাড়াবাড়ি ভাবটা কাল কেটে গেছে, আজ তিনি সারাদিন দিব্যি ঘুমোচ্ছেন। মা আর আমিও পর পর কয়েক রাত্রি জাগার পর খানিকটা বিশ্রাম পেয়েছি। কি খবর-টবর সব বল্।" কৌচটার ওপর তার পাশে তোনিয়া তার বান্ধবীকে টেনে নিল।

"খবর তো অনেক আছে। তবে, কতকগুলো খবর শুধু তোকেই বলার মতো।" দুষ্টুমিভরা চাউনিতে লিজা তাকাল তোনিয়ার মার দিকে। হাসলেন ইয়েকাতেরিনা মিখাইলোভ্না। ছত্রিশ বছর বয়সী গিন্নিবান্নি মানুষ তিনি —তরুণীর মতো চঞ্চল তাঁর চলা-ফেরা, বুদ্ধিভরা ধূসর চোখ, সুন্দরী না হলেও মুখে একটা মিষ্টি ভাব আছে। কৌচটার কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে, তিনি কৌতুক করে বললেন, "বেশ তো, এক্ষুনি চলে যাচ্ছি আমি, কিন্তু তার আগে সবাইকে বলার মতো খবরগুলো একটু শুনে নিই।"

"আচ্ছা। এক নম্বর খবর : আমাদের ইস্কুলের পড়া তো শেষ হল এবার। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীদের পাশ করে বেরোনোর সার্টিফিকেট দেওয়া হবে বলে ইস্কুলের পরিচালক-মণ্ডলী ঠিক করেছেন। ভারি ভাল লাগছে আমার। এই সব বীজগণিত আর জ্যামিতি দেখলেই গায়ে জ্বর আসে! ওসব পড়ে কার কি লাভ হয়? চারিদিকে এই যে লড়াই-টড়াই চলছে, এর মধ্যে ছেলেদের হয়তো আরও বেশি দূর পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব—যদিও ওরাও জানে না যে কোথায় সেটা করা যেতে পারে। সত্যি, বড়ো সাংঘাতিক ব্যাপার... আমাদের কথা ধরতে গেলে—আমাদের তো বিয়েই হয়ে যাবে, বউ-মানুষদের আর বীজগণিতের দরকারটা কি," হেসে উঠল লিজা।

এদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পর ইয়েকাতেরিনা মিখাইলোভ্না তাঁর নিজের ঘরে চলে গেলেন।

লিজা এবার তোনিয়ার আরও কাছে ঘেঁষে বসে তাকে জড়িয়ে ধরে চৌরাস্তার ঘটনাটার কথাটা ফিস্‌ফিসিয়ে বলল: "কী আশ্চর্য যে হয়ে গিয়েছিলাম, তোনেচ্‌কা, যখন বুঝলাম যে ওই দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া ছেলেটা...কে, আন্দাজ কর্‌ তো?"

আগ্রহের সঙ্গে শুনছিল তোনিয়া, কাঁধ-ঝাঁকুনি দিল সে।

কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস চেপে রেখে এক দমকে বলে ফেলল লিজা, "কোরচাগিন!"

চমকে উঠে ভ্রূকুটি করল তোনিয়া, "কোরচাগিন?"

তোনিয়াকে আশ্চর্য করে দিতে পেরেছে দেখে খুশি হয়ে লিজা তার সঙ্গে ভিক্তরের ঝগড়ার প্রসঙ্গের অবতারণা করল। গল্প বলায় মশ্‌গুল লিজা লক্ষ্যই করেনি যে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে তোনিয়ার মুখ আর তার আঙুলগুলো স্নায়বিক উত্তেজনায় নীল ব্লাউজের কাপড়টা দলা পাকিয়ে ধরছে। লিজা জানে না কী গভীর উদ্বেগ জমে উঠেছে তোনিয়ার মনে, কেন তার সুন্দর চোখের দীর্ঘ পল্লবগুলো অমনভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

মাতাল পালিয়ানিতসিয়ার সম্বন্ধে গল্পটা বলে চলেছে লিজা—কিন্তু তোনিয়ার সেদিকে মোটেই কান নেই। একটা ভাবনা খালি তার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে: "তাহলে ভিক্তর লেস্‌চিন্‌স্কি জানে কে ওই পেত্‌লিউরা-সৈন্যটাকে আক্রমণ করেছিল। কেন লিজা কথাটা বলতে গেল তাকে?" এবং নিজের অজান্তেই কথাটা বেরিয়ে গেল তার মুখ দিয়ে।

লিজা হঠাৎ তার কথার মানেটা ধরতে না পেরে বলল, "কি বল্‌ছিলি?"

"ভিক্তরকে বলতে গেলি কেন তুই পাভ্‌লুশার...এই, মানে, কোরচাগিনের কথাটা? ও নিশ্চয় ধরিয়ে দেবে তাকে..."

"কক্ষণো না!" প্রতিবাদ করল লিজা, "ভিক্তর এরকম কাজ করবে বলে আমার মনে হয় না। কেনই বা করতে যাবে সে এমন কাজ?"

তোনিয়া হঠাৎ উঠে বসে উত্তেজনায় এত জোরে ওর হাঁটু দুটো চেপে ধরল যে যন্ত্রণা পেল লিজা: "তুই বুঝতে পারছিস না লিজা! ভিক্তর আর পাভেলের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া, তাছাড়া, আরও কারণ আছে...ভিক্তরকে পাভ্‌লুশার কথা বলে তুই মস্তবড়ো ভুল করেছিস।"

এতক্ষণে তোনিয়ার উত্তেজনাটা লক্ষ্য করল লিজা। তোনিয়া যে কোরচাগিনকে অন্যমনস্কভাবে 'পাভ্‌লুশা' বলে উল্লেখ করেছে এটা লক্ষ্য করে এতদিন পর্যন্ত লিজা যে কথাটা আব্‌ছা ভাবে আন্দাজ করেছিল, সেটার দিকে হঠাৎ তার চোখ খুলে গেল যেন। নিজেকে খানিকটা অপরাধী না মনে করে সে পারল না। একটু অস্বস্তি বোধ করে চুপ করে গেল। মনে মনে ভাবল, "তাহলে যা ভেবেছি তাই। আশ্চর্য! তোনিয়া কিনা প্রেমে পড়েছে একটা... একজন সাধারণ মজুর-ছেলের সঙ্গে।" কথাটা নিয়ে তোনিয়ার সঙ্গে আলোচনা করার ভারি ইচ্ছে হল লিজার, কিন্তু বান্ধবীর মনের অবস্থাটা ভেবে সে সামলে নিল নিজেকে। অন্যায়ের চেতনাটা খানিকটা হাল্কা করার জন্যে সে তোনিয়ার হাত দুটো চেপে ধরল: "ভয়ানক ভাবনা হচ্ছে তোর, তোনিয়া?"

অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল তোনিয়া: "না। হয়তো ভিক্তর সম্বন্ধে আমি যতোটা ভেবেছি, ততটা বাজে ছেলে সে নয়।"

একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল—সেটা ভেঙে গেল ওদের

ইস্কুলের দেমিয়ানভ নামে লাজ্বক আর বোকা চেহারার একজন সহপাঠী এসে পড়াতে।

বিদায়ী বন্ধ্বদের এগিয়ে দেবার পর তোনিয়া বাগানের দরমার বেড়াটায় ঠেস দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল শহর-ম্বখো অন্ধকার রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে। বসন্তকালের ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধে ভরা চিরকালের ম্বসাফির এই বাতাস তার ভিজে ঠাণ্ডা হাত ব্বলিয়ে দিয়ে গেল তোনিয়ার ম্বখে। দ্বরে শহরের বাড়িগ্বলোর জানলায় আব্ছা লাল আলো মিট্‌মিট্‌ করছে। ওইখানে ওই শহরের জীবন তাদের জীবনযাত্রা থেকে ভিন্ন রকমের। ওইখানকার কোথাও কোনো একটা বাড়িতে রয়েছে তার বিদ্রোহী বন্ধ্ব পাভেল, যে তার আসন্ন বিপদের কথাটা কিছ্বমাত্র জানে না। বোধহয় সে ভুলে গেছে তোনিয়াকে—তাদের শেষ দেখা হবার পর কতদিন কেটে গেছে? সেবারে পাভেলই ভুল করেছিল, কিন্তু সে সব অনেকদিন আগেই ভুলে গেছে তোনিয়া। আগামী কাল তার সঙ্গে দেখা করবে তোনিয়া, তাহলেই আবার তাদের বন্ধ্বত্ব গড়ে উঠবে—স্বদৃঢ়, ঘনিষ্ঠ বন্ধ্বত্ব। তাদের মধ্যে যে আবার নিশ্চয় বন্ধ্বত্ব গড়ে উঠবে সে সম্বন্ধে তোনিয়ার মনে বিন্দ্বমাত্র সন্দেহ নেই। শ্বধ্ব যদি আজকের এই রাতটার মধ্যেই পাভেলের কোন বিপদ না ঘটে! অশ্বভ সংকেতে ভরা এই রাত্রিটা যেন পাভেলের জন্যে ওৎ পেতে আছে।...ঠাণ্ডা পড়েছে, রাস্তাটার দিকে শেষবারের মতো একবার তাকিয়ে তোনিয়া ভেতরে এল। বিছানায় শ্বয়ে চাদর ম্বড়ি দিয়ে ঘ্বমিয়ে পড়ার সময়েও তার মাথার মধ্যে চিন্তাটা ঘোরাফেরা করতে লাগলঃ "শ্বধ্ব যদি আজকের এই রাত্তিরটা পাভেলের ভালোয় ভালোয় কেটে যায়!"

আর কেউ জেগে ওঠার আগেই ভোরে ঘ্বম ভাঙল তোনিয়ার, তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিল সে। বাড়ির আর কেউ যাতে জেগে না যায় তার জন্যে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল তোনিয়া, বিরাট লোমশ ট্রেসরকে শিকল থেকে খ্বলে নিয়ে শহরম্বখো রওনা দিল কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে। কোর্‌চাগিন্‌দের বাড়ির সামনেটায় এসে সে এক ম্বহ্বর্ত ইতস্তত করল, তারপরে বেড়াটা ঠেলে খ্বলে ভেতরে আঙিনায় এসে পড়ল। লেজ নাড়তে নাড়তে ছ্বটে এগ্বলো ট্রেসর...

সেইদিন ভোরেই আরটেম ফিরে এসেছে গ্রাম থেকে। যে কামারটির হয়ে সে কাজ করছিল, সেই তাকে তার গাড়িতে করে পেঁছে দিয়ে গেছে শহরে। বাড়ি পেঁছিয়ে রোজগার করা ময়দার বস্তাটা কাঁধে ফেলে সে আঙিনায় ঢ্বকেছে—পেছনে তার অন্য জিনিসপত্তর বয়ে নিয়ে আসছে কামারটি। খোলা দরজাটার সামনে বস্তাটা নামিয়ে রেখে আরটেম ডাক দিলঃ "পাভ্‌কা!"

কোনো উত্তর নেই।

এগিয়ে আসতে আসতে কামারটি বলল, "ব্যাপারখানা কি? ভেতরে ঢোকো না?"

রান্নাঘরে তার জিনিসপত্রগ্বলো রেখে আরটেম ঢ্বকল পাশের ঘরটায়। এ ঘরের দৃশ্য যেটা তার চোখে পড়ল, তাতে সে একেবারে হতবাক হয়ে গেলঃ সম্পূর্ণ ওলোট-পালট হয়ে আছে জায়গাটা, প্বরোনো কাপড়-চোপড় ছিটিয়ে পড়ে আছে মেঝের ওপর।

কিছুই মাথায় ঢুকছে না আরটেমের। বিড়বিড় করে শুধু বলল, "ব্যাপার-খানা কি ?"

তার সঙ্গে একমত হল কামারটি ঃ "হ্যাঁ, গণ্ডগোলে ব্যাপারই বটে।"

"ছেলেটা গেল কোথায় ?" চটে উঠছিল আরটেম। কিন্তু ফাঁকা বাড়িটায় কেউ নেই তার কথার জবাব দেবার।

বিদায় নিয়ে চলে গেল কামারটি।

আঙিনায় এসে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল আরটেম ঃ "মাথামুণ্ডু কিছুই তো বুঝতে পারছি না ! দরজাগুলো সব হাঁ করে খোলা, এদিকে পাভ্‌কা নেই।"

তারপরে আরটেম তার পেছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেল, ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে বিরাট একটা কুকুর তার সামনে কান দুটো খাড়া করে দাঁড়িয়ে। দরজার দিক থেকে একটি মেয়ে বাড়িটার দিকে আসছে। আরটেমকে আপাদমস্তক দেখে সে বলল, "আমি একবার পাভেল কোরচাগিনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"আমিও তো তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। কিন্তু কোথায় যে সে গেছে শয়তানই জানে ! বাড়িতে পেঁৗছে দেখি ঘরদোর সব খোলা, পাভ্‌কার দেখা নেই কোথাও। তুমিও তাহলে ওর খোঁজেই এসেছো ?"

উত্তরে একটা প্রশ্ন করল মেয়েটি ঃ "আপনি কি তার ভাই আরটেম ?"

"হ্যাঁ, কেন ?"

উত্তর না দিয়ে মেয়েটি শঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রইল খোলা দরজাটার দিকে। মনে মনে ভাবল সে, "কেন আমি কাল রাত্রেই এলাম না ? না, এ হতে পারে না, হতেই পারে না..." বুকখানা ভারি হয়ে উঠল তার। আরটেম তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল, মেয়েটা জিজ্ঞেস করল তাকে, "আপনি এসে দরজা খোলা আর পাভেল নেই দেখেছেন ?"

"কিন্তু পাভেলের সঙ্গে তোমার কি দরকার সেটা জানতে পারি ?"

তোনিয়া তার কাছে এসে চারিদিকে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে থেমে থেমে বলল, "ঠিক বলতে পারছি না, তবে পাভেলকে যদি আপনি বাড়িতে না দেখে থাকেন, তাহলে ও নিশ্চয় গ্রেপ্তার হয়েছে।"

চমকে উঠল আরটেম, "গ্রেপ্তার হয়েছে ? কেন ?"

"চলুন ভেতরে যাই", বলল তোনিয়া।

সে যতটুকু জানে সব বলল, নিঃশব্দে শুনে গেল আরটেম। সব শোনার পর হতাশায় ভরে উঠল তার মন। বিষণ্ণভাবে বিড়্‌বিড়িয়ে বলল, "ধুত্তোরি ছাই ! এত বিপদের পরেও যেন এই গণ্ডগোলটা আর না বাধালে চল্‌ছিল না। এখন বুঝতে পারছি, বাড়িটা কেন তছ্‌নছ্‌ হয়ে আছে। ছেলেটা আবার এর মধ্যে জড়িয়ে পড়তে গেল কেন ?...কোথায় এখন খুঁজতে যাব ওকে ? আচ্ছা, তুমি কে ?"

"আমার বাবা প্রধান-বনপরিদর্শক তুমানভ্‌। আমি পাভেলের একজন বন্ধু।

"ও", অস্পষ্টভাবে টেনে টেনে বলল আরটেম, "আমি এদিকে ছেলেটাকে খাওয়াবার জন্যে ময়দা-টয়দা নিয়ে এলাম আর এসে দেখি এই..."

তোনিয়া আর আরটেম দুজনা দুজনের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল।

"আমি এবার যাই", আস্তে বলল তোনিয়া যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে,

"আপনি বোধহয় খুঁজে পাবেন ওকে। আপনি কতদূর কি খবর পেলেন জানবার জন্যে আমি একবার বিকেলের দিকে আসব।"

আরটেম তার দিকে একবার নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

শীতকালের দীর্ঘ ঘুম থেকে জেগে-ওঠা একটা রোগা মাছি জান্‌লাটার কোণে গুন্‌গুন্‌ করছিল। পুরনো ছেঁড়া-খোঁড়া কৌচটার ওপর বসে আছে অল্পবয়সী একটি চাষী-মেয়ে—কনুই দুটো তার হাঁটুর ওপর রাখা, নোংরা মেঝেটার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

মুখের এক কোণে আট্‌কানো একটা সিগারেট চিবুতে চিবুতে কম্যান্ড্যান্ট্‌ মশাই কাগজের ওপর একটা টান দিয়ে লেখাটা শেষ করলেন। স্পষ্টই বোঝা গেল তিনি এটা লিখে নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠেছেন। কাগজটার যেখানে লেখা আছে "শেপেতোভ্‌কা শহরের কম্যান্ড্যান্ট, গোলুবের সেনাপতি" তার নিচে জাঁকালো রকমের একটা সই বসালেন তিনি নামের শেষে একটা প্যাঁচালো টান দিয়ে। দরজার দিক থেকে জুতোর নালের শব্দ শুনে কম্যান্ড্যান্ট তাকিয়ে দেখল।

সামনে দাঁড়িয়ে সালোমিগা—হাতে তার ব্যান্ডেজ বাঁধা। কম্যান্ড্যান্ট তাকে অভ্যর্থনা জানাল, "কি হে! কোত্থেকে উড়ে এলে?"

"দখিনা বাতাসে নয় হে। হাড় পর্যন্ত হাতটা কেটে দিয়েছে একজন বোগুনেৎস্‌।"* মেয়েটা যে বসে আছে, সেটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সালোমিগা অশ্লীল গাল পাড়ল।

"তাহলে, এখানে কি করতে? চোটের বেদনা সারাতে?"

"বেদনা সারাবার সময় পাব পরলোকে। যুদ্ধসীমান্তে ওদিকে আমাদের দারুণ চেপে ধরেছে ওরা।"

মেয়েটাকে ইসারায় দেখিয়ে সালোমিগাকে বাধা দিল কম্যান্ড্যান্টঃ "ওসব কথা পরে হবে এখন।"

একটা টুলের ওপর ধুপ করে বসে পড়ল সালোমিগা, ইউক্রেনীয় জাতীয় প্রজাতন্ত্রের চিহ্ন এনামেলের ত্রিশূলের চূড়া লাগানো টুপিটা খুলে ফেলল সে। নিচু গলায় বলল, "গোলুব পাঠিয়েছেন আমাকে। স্থায়ী সৈন্যদের একটা বাহিনী এখানে বদ্‌লি হবে শিগ্‌গিরই। সাধারণভাবে শহরে বেশ একটু এটা সেটা হবে বলে মনে হচ্ছে। আমার কাজ হচ্ছে অবস্থাটা গোছগাছ করে আনা। 'প্রধান আতামান' স্বয়ং আসতে পারেন বিদেশী হোম্‌রা-চোম্‌রাদের নিয়ে—সুতরাং ওই সব ইহুদী-ঠ্যাঙানো 'আমোদ-প্রমোদের' কথাটথা যেন কেউ না তোলে। কি লিখ্‌ছিলে তুমি?"

কম্যান্ড্যান্ট তার মুখের অন্য কোণে সরিয়ে নিল সিগারেটটাঃ "এক অতি বেয়াড়া ছোঁড়ার পাল্লায় পড়েছি, এদিকে। সেই ঝুখ্‌রাই লোকটাকে মনে আছে?

* বোগুনেৎস্‌—লাল ফৌজের বোগুন-সেনাবাহিনীর সৈন্য। সপ্তদশ শতকে ইউক্রেনিয়ার জনসাধারণ যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নেমেছিল, সেই সংগ্রামের নেতা বোগুন-এর নামেই লাল ফৌজের একটা বাহিনীর এই নামকরণ।

সেই যে, রেলওয়ের লোকজনদের উস্‌কে তুলেছিল আমাদের বিরুদ্ধে। লোকটাকে ধরা হয়েছিল স্টেশনে।"

"ধরা হয়েছিল, আচ্ছা? তারপর?" গভীর আগ্রহের সঙ্গে সালোমিগা তার টুলটা কাছাকাছি টেনে নিল।

"তারপরে, স্টেশন কম্যান্ড্যান্ট ওই নিরেট মুখ্যু ওমেল্‌চেন্‌কো-টা তাকে একটা কসাকের পাহারায় এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিল। মাঝপথে এই ছোঁড়াটা পরিষ্কার দিনের আলোয় কি-না ছিনিয়ে নিল গ্রেপ্তার করা মানুষটাকে। হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে দাঁত ভেঙে দিয়েছিল কসাকটার, একটা কথা পর্যন্ত বলবার সুযোগ পায় নি লোকটা। ঝুখ্‌রাই তো পালিয়েছে, কিন্তু এই ছেলেটাকে আমরা ধরতে পেরেছি। এই যে, এই কাগজটায় সব লেখা আছে", বলে সে একতাড়া লেখায় ভর্তি কাগজ সালোমিগার দিকে এগিয়ে দিল। বাঁ হাতে কাগজগুলো পাল্‌টে পাল্‌টে সে পড়ে গেল রিপোর্টটা। পড়া শেষ করে কম্যান্ড্যান্টের দিকে তাকাল সেঃ "তাহলে, কিছুই বের করতে পারনি ওর পেট থেকে?"

অস্বস্তির সঙ্গে কম্যান্ড্যান্ট তার টুপির মাথাটা ধরে টান দিল, "আজ পাঁচ দিন ওর পেছনে লেগে আছি আমি। শুধুই বলে, 'আমি কিচ্ছু জানি না, আমি ঝুখ্‌রাইকে ছাড়াই নি।' শয়তানের বাচ্চা! পাহারাওলাটা ওকে চিনতে পেরেছে, বুঝলে?—প্রায় গলা টিপে মেরে ফেলেছিল আর-কি ছেলেটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই। কসাকটাকে তো টেনে ছাড়াতেই পারি না প্রায়—লোকটার রাগ তো হতেই পারে, কারণ ওমেলচেন্‌কো ওদিকে স্টেশনে তাকে কয়েদী হাত-ছাড়া করার জন্যে পঁচিশ ঘা কষিয়েছে ঘরের ঝুল ঝাড়বার ডাণ্ডাটা দিয়ে। আর ছেলেটাকে রাখার কোন মানে হয় না—তাই, আমি ওকে খতম করে দেবার অনুমতি চেয়ে এই রিপোর্ট্‌টা হেড-কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

সালোমিগা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে থুতু ফেললঃ "আমার পাল্লায় পড়লে কথা বলত নিশ্চয়। জেরা করার ব্যাপারে তুমি কোন কর্মের নও। ধর্মতত্ত্বের ছাত্রকে আবার কম্যান্ড্যান্ট হতে কে কবে শুনেছে? তুমি ডাণ্ডার ব্যবস্থাটা চেষ্টা করেছিলে?"

রাগে ক্ষেপে গেল কম্যান্ড্যান্টঃ "একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে তোমার। ওসব নাক-সিঁট্‌কিনি রেখে দাও। আমি এখানকার কম্যান্ড্যান্ট হিসেবে বলছি আমার কাজে হাত দিতে এসো না।"

সালোমিগা ক্রুদ্ধ কম্যান্ড্যান্টের দিকে চেয়ে চিৎকার করে হেসে উঠলঃ "হাঃ হাঃ হাঃ...অতো ফুলে উঠো না হে পুরুতের পো! শেষে আবার ফেটে যাবে, দেখো! তা, চুলোয় যাও তুমি আর তোমার যতো সব সমস্যা। তার চেয়ে বরং বাত্‌লাও কয়েক বোতল 'সামোগন' এনে দিতে পারবে কে।"

হাসল কম্যান্ড্যান্ট, "তা পারা যাবে এখন।"

"আর এই ব্যাপারটায়", সালোমিগা কাগজের তাড়াটার ওপর আঙুল ঠুকে ঠুকে বলল, "ছেলেটার সম্বন্ধে ঠিকমতো ব্যবস্থা যদি করতে চাও, তাহলে ওর বয়েসটা ষোলো বছরের বদলে আঠারো বছর বলে লেখো। ছ'য়ের মাথাটা এই-

ভাবে ঘুরিয়ে আট করে দাও। তা নইলে ওরা তোমায় অনুমতি না দিতেও পারে।"

ভাঁড়ার ঘরটায় ওরা তিনজন। দাড়িওয়ালা একজন বুড়ো, গায়ে ছেঁড়া কোট, দেয়ালে আট্‌কানো কাঠের তক্তাটার ওপর শুয়ে আছে পাশ ফিরে, কাঠির মতো তার পা দুটো চওড়া ছিটের কাপড়ের প্যান্টের মধ্যে শরীরের নিচে গুটোনো। তাকে গ্রেপ্তার করার কারণ—যে-পেতলিউরার লোকটি তার ওখানে বাসা নিয়েছিল, তার ঘোড়াটা আস্তাবল থেকে হারিয়ে গেছে। মেঝের ওপর বসে আছে একজন বুড়ি, চঞ্চল ছোট ছোট তার চোখ দুটো, সরু থুত্‌নি। চোরাই 'সামোগন' মদ বেচে পেট চালায় ও, একটা ঘড়ি আর অন্য কয়েকটা দামি জিনিস চুরি করার অভিযোগে ওকে এখানে এনে পোরা হয়েছে। জানলার নিচে একটা কোণে পাভেল পড়ে আছে আধা-অচেতন অবস্থায় তার চেপ্টে যাওয়া টুপিটার ওপর মাথা রেখে।

একটি অল্পবয়সী মেয়েকে এনে ঢোকানো হল এই ভাঁড়ারঘরে—মেয়েটির মাথায় জড়ানো রঙিন রুমাল, আতঙ্কে বিস্ফারিত তার চোখ দুটো। দু-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সে 'সামোগন'-বেচা বুড়িটার পাশে বসে পড়ল। আগন্তুক মেয়েটিকে অদ্ভুত চোখে দেখে নিয়ে সে দ্রুত উচ্চারণে বলে উঠল, "কি রে ছুঁড়ি, ধরা পড়েছিস, অ্যাঁ?"

কোনো উত্তর দিল না মেয়েটা, কিন্তু 'সামোগন'-বুড়িটা ছাড়বার পাত্র নয়ঃ "ধরল কেন তোকে, অ্যাঁ? 'সামোগন'-এর কোনো ব্যাপার নয় নিশ্চয়ই, অ্যাঁ?"

দাঁড়িয়ে উঠে চাষী-মেয়েটা তাকাল এই নাছোড়বান্দা বুড়িটার দিকে। শান্ত স্বরে বলল সে, "না, আমাকে ধরেছে আমার ভাইয়ের জন্যে।"

"সেটি কে?" বুড়িটা ছাড়বে না কিছুতেই।

বুড়ো মানুষটি বলে উঠল, "ওকে ছেড়ে দাও না বাপু। এমনিতেই ওর ভয় ভাবনার অন্ত নেই—তার ওপরে আবার তুমি বক্‌বক্‌ করে জ্বালাও কেন ওকে?"

বোঁ করে বুড়িটা ঘাড় ফেরাল দেয়ালে আট্‌কানো তক্তাটার দিকেঃ "তা তুমি বলবার কে? তোমার সঙ্গে তো আর কথা বলি নি, না কি, বলেছি?"

থুতু ফেলল বুড়োটাঃ "ওর পেছনে লেগো না বলছি।"

আরেকবার নৈঃশব্দ নেমে এল ভাঁড়ারঘরটায়, চাষী-মেয়েটা একটা বড়ো চাদর বিছিয়ে বাহুর ওপর মাথাটা রেখে শুয়ে পড়ল। খেতে শুরু করল 'সামোগন'-বুড়িটা। বুড়ো লোকটা উঠে বসল, মেঝের ওপর পা দুটো রেখে ধীরে ধীরে একটা সিগারেট তৈরি করে নিয়ে ধরিয়ে নিল সেটা। ঝাঁঝালো ধোঁয়ার মেঘ ছড়িয়ে গেল সারা ঘরে।

"এই দুর্গন্ধের জন্যে শান্তিতে বসে একটু খাবারও জো নেই", ঘোঁত্‌ ঘোঁত্‌ করে বলল বুড়িটা আর তার চোয়াল দুটো নড়েই চলল সমস্তক্ষণ ব্যস্তভাবে, "গোটা ঘরটাই ফুঁকে দেবে দেখছি।"

নাক সিঁটকে পালটা জবাব দিল বুড়োটা: "রোগা হয়ে যাবার ভয়, অ্যাঁ? এ দরজা দিয়ে আর চট্ করে বেরুতে হবে না জেনে রেখো। নিজের পেটে সবটা না ঠেসে ওই ছেলেটাকে একটু কিছু দাও না খেতে।"

ক্রুদ্ধ একটা ভঙ্গি করল বুড়িটা: "দিতে গিয়েছিলাম তো। কিছু খেতে চায় না যে। আর, দ্যাখো বাপু, খাবার ব্যাপারে মুখটি বুঁজে থেকো বলে দিচ্ছি—তোমার খাবার খাচ্ছি নে।"

মেয়েটি 'সামোগন'-বুড়িটার দিকে ফিরে কোরচাগিনকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ওকে এখানে এনেছে কেন, জানো?"

মেয়েটি কথা বলাতে খুশি হয়ে উঠল বুড়িটা, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "এখানকার ছেলে ও—কোরচাগিনার ছোট ছেলে। ওর মা রাঁধুনি।" তারপরে মেয়েটার দিকে ঝুঁকে কানে কানে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "একজন কয়েদী বল্‌শেভিককে ছাড়িয়ে নিয়েছিল ও—লোকটা একজন জাহাজী, আমাদের পড়্‌শি জোজুলিখার বাড়িতে ছিল।"

অল্পবয়সী মেয়েটার মনে পড়ল তার শোনা কথাগুলো: "ওকে খতম করে দেবার অনুমতি চেয়ে এই রিপোর্টটা হেড-কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

সৈন্য-ভর্তি ট্রেনগুলো একে একে এসে থামতে লাগল জংশনে আর তার থেকে দলে দলে এলোমেলোভাবে নামতে লাগল স্থায়ী সৈন্যদলভুক্ত লোকেরা। পাশের একটা লাইন বেয়ে এসে দাঁড়াল সাঁজোয়া-রেলগাড়ি 'জাপোরোজেৎস্'—চারটে কামরা তার, ইস্পাতে মোড়া তার চতুর্দিকে বড়ো বড়ো নাচি বসানো। ছাদ-খোলা গাড়িগুলো থেকে নামিয়ে আনা হল কামানগুলো, ছাদ-ওয়ালা মাল-গাড়ির কামরাগুলো থেকে বের করে আনা হল ঘোড়াগুলোকে। সেইখানেই ঘোড়াগুলোয় জিন এঁটে তাদের পিঠে চেপে ঘোড়সওয়ার-বাহিনীর লোকরা পদাতিক-বাহিনীর লোকদের ভীড় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে এল স্টেশনের আঙিনার দিকে যেখানে সারবন্দি হচ্ছে তারা। অফিসাররা তাদের নিজের নিজের দলের লোকদের নম্বর হেঁকে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। গোটা স্টেশনটায় ভিম্‌রুলের চাকের মতো কর্মতৎপরতা। আকারহীন একটা বিরাট জনসমষ্টি সোরগোল তুলে পাক খেয়ে যাচ্ছে—ক্রমশ সেটাকে কতকগুলো সুনিয়ন্ত্রিত সৈন্যদলে রূপ দিয়ে নেওয়া হল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সারবন্দি বিরাট একটা সশস্ত্র বাহিনী ঢুকল শহরে। রাত্রি পর্যন্ত শহরের পথে পথে ঘড়্‌ঘড়্ আওয়াজ উঠল। পশ্চাদবর্তী-রাইফেল-বাহিনীর পেছনের লোকজন বড়ো রাস্তা বেয়ে চলল। শেষ পর্যন্ত মিছিলটা থামল, যখন পাশ কাটিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল হেড-কোয়ার্টারের ফৌজীদলটা—এই একশো-কুড়িজন লোক গলা মিলিয়ে হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে:

> হৈ-হল্লা কেন এত, কিসের হাঁকাহাঁকি?
> পেত্‌লিউরার দল যে এল—সন্দ' আছে না-কি!...

জানলা দিয়ে দেখার জন্যে উঠে দাঁড়াল পাভেল। ভোরের আলো-আঁধারির মধ্যে সে শুনতে পাচ্ছিল রাস্তায় চাকার ঘড়্‌ঘড়ানি, অসংখ্য পায়ের শব্দ আর

অনেকগুলি গলায় গেয়ে ওঠা গান। পেছন দিকে একটা মৃদু গলার স্বর শোনা গেলঃ "ফৌজ এসেছে শহরে।"

ঘুরে দাঁড়াল কোরচাগিন। যে-মেয়েটিকে আগের দিন এখানে আনা হয়েছে, সেই বলেছিল কথাটা। ইতিমধ্যে পাভেল সব শুনেছে তার সম্বন্ধে—'সামোগন'-বুড়িটা তাকে বাধ্য করেছে সব কথা বলতে। শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা গ্রামে তার বাড়ি। সোবিয়েতরা যখন ক্ষমতা দখল করে ছিল, তখন সেখানে তার ভাই গ্রিত্স্কো গরীব চাষীদের একটা কমিটির নেতৃস্থানীয় ছিল—এখন সে লালফৌজের একজন পার্টিসান। লালফৌজ চলে যাবার সময় গ্রিত্স্কোও তাদের সঙ্গে চলে গেছে মেশিন-গানের একটা কোমরবন্ধনী পরে। তারপর থেকে তার পরিবারের পেছনে ডালকুত্তার মতো অনবরত লেগে আছে পেত্লিউরার লোকজন। এদের একমাত্র ঘোড়াটা ছিনিয়ে নিয়েছে। বাপটাকে কিছুদিন কয়েদ করে রেখেছিল—ভয়ানক অত্যাচার গেছে তার ওপর দিয়ে। গ্রিত্স্কো যাদের জব্দ করেছিল, তাদের একজন হচ্ছে গাঁয়ের মাতব্বর। সে লোকটা এখন এদের ওপর নেহাৎ প্রতিশোধ তুলবার জন্যেই যতোসব আগন্তুক-দের এদের বাড়ি জায়গা নেবার জন্যে পাঠিয়ে দেয়। গোটা পরিবারটাই ধ্বংস হয়ে যাবার মতো অবস্থা। আগের দিন কম্যান্ড্যান্ট গ্রামে এসেছিল খানাতল্লাশী চালাবার জন্যে, গাঁয়ের মাতব্বর তাকে নিয়ে আসে এই মেয়েটির বাড়ি। মেয়েটার ওপর নজর পড়ে তার, পরের দিন সে ওকে সঙ্গে করে শহরে নিয়ে আসে "জেরা করার জন্যে।"

পাভেলের ঘুম আসে নি, প্রাণপণে চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার চোখে একটু বিশ্রামের ঘুম নামে নি। একটা চিন্তা অবিরাম তার মস্তিষ্কের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছেঃ "এর পরে কি?" কিছুতেই তাড়াতে পারছে না প্রশ্নটা মন থেকে। থেঁৎলে যাওয়া তার দেহের সর্বাঙ্গে একটা দারুণ যন্ত্রণার অনুভূতি। সেই পাহারাওলাটা পাশবিক একটা নির্মমতার সঙ্গে তাকে ধরে মেরেছে।

মনের মধ্যে ভিড় জমিয়ে তোলা সেই নিদারুণ চিন্তাগুলোকে ভুলে থাকার জন্যে, সে এই মেয়ে দু-জনের ফিস্ফিসিয়ে কথা বলা শুনতে লাগল। অস্পষ্ট নিচু গলায় অল্পবয়সী মেয়েটি বলছিল কিভাবে কম্যান্ড্যান্ট তার পেছনে লেগেছে, শাসিয়েছে, ফুস্লিয়েছে এবং তার কাছ থেকে পাল্টা জবাব পেয়ে শেষ পর্যন্ত ভীষণ রাগে বলে উঠেছে, "মাটির নিচের ঘরে তালাবন্ধ করে রাখব তোমাকে, দেখি কি করে আমার হাত থেকে ছাড়া পাও!"

অন্ধকার ঘনিয়ে উঠছে ঘরটার আনাচে-কানাচে। আরেকটা রাত্রি আসছে—দম-আট্কানো অস্থিরতায় ভরা রাত্রি। বন্দী অবস্থায় এই তার সপ্তম রাত্রি, কিন্তু পাভেলের মনে হচ্ছে যেন সে এখানে মাসের পর মাস ধরে কয়েদ হয়ে আছে। শক্ত মেঝেটার ওপর পড়ে আছে পাভেল আর যন্ত্রণা মোচড় দিচ্ছে সর্বাঙ্গে। এখন ওরা তিনজন এই ভাঁড়ারঘরটায়। 'সামোগন'-বুড়িটাকে কম্যান্ড্যান্ট ছেড়ে দিয়েছে 'ভোদ্কা' সংগ্রহ করে আনার জন্যে। বুড়ো দাদুটি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে তক্তাটার ওপর—যেন বাড়িতে শুয়ে আছে সে তার উনুনের পাশে। দার্শনিক-সুলভ একটা বৈরাগ্যের সঙ্গে লোকটা তার মন্দ-ভাগ্যকে শান্তভাবে মেনে নিয়েছে, সারারাত্রি নিশ্চিন্তভাবে ঘুমোয় সে। ক্রিশ্চনা আর পাভেল প্রায় পাশাপাশি মেঝের ওপর শুয়ে আছে। গতকাল

পাভেল জানলা দিয়ে সার্জিকে দেখতে পেয়েছিল—অনেকক্ষণ ধরে সে বিষণ্ন চোখে বাড়িটার জানলাগুলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল রাস্তার ওপরে।

পাভেল মনে মনে ভেবেছিল, "ও জানে আমি এখানে আছি।"

তিন দিন ধরে রোজ কে যেন পাভেলের জন্য কালো টক্ রুটি এনে দিয়ে গেছে—কে তা শান্ত্রীরা কিছুতেই বলে নি। দু দিন ধরে কম্যান্ড্যান্ট তাকে বারবার জেরা করেছে।—এ সবের মানে কি?

জেরার সময়ে সে কিছুই ফাঁস করেনি, বরং সে সবকিছু অস্বীকার করেছে। কেন যে সে মুখ বুঁজে ছিল, তা সে নিজেই জানে না। বইয়ে পড়া বীর-নায়কদের মতো সে নিজেকে সাহসী আর বলিষ্ঠহৃদয় বলে প্রমাণ করতে চেয়েছে। কিন্তু, সেই রাত্রে তাকে কয়েদখানায় পোরার সময় যখন একজন শান্ত্রী বলেছিল, "এটাকে আর টানাটানি করে কি হবে, 'সেনাপতি' মশাই? পিঠে একটি গুলি চালিয়ে দিলেই তো চুকে যায়,"—তখন ভয় পেয়েছিল পাভেল। হ্যাঁ, ষোল বছর বয়সে মৃত্যুর চিন্তাটা বড়ো সাংঘাতিক! মৃত্যু—অর্থাৎ জীবনের সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়া।

ক্রিশ্চিনাও ভাবছে। এই তরুণটি যা জানে না, সে তা জানে। খুব সম্ভবত ও জানে না ওর কপালে কি আছে...ওকে খতম করে দেবার যে-কথাটা কম্যান্ড্যান্টের ঘরে ক্রিশ্চিনা শুনেছিল, সেটা মনে পড়ল তার। সারারাত্রি ও ঘুমোতে না পেরে অস্থিরভাবে এপাশ-ওপাশ করেছে। পাভেলের প্রতি নিবিড় মমতায় ভরে উঠেছে ক্রিশ্চিনার মন—যদিও তার নিজের দুর্ভাবনাটাও ভারি হয়ে চেপে বসেছে তার মনে। কম্যান্ড্যান্টের কথাগুলির নিদারুণ শাসানিকে ভোলা অসম্ভব: "কালই তোমার একটা ব্যবস্থা করে ফেলব—আমাকে যদি না চাও, তাহলে সেপাইদের ঘরে পাঠিয়ে দেব তোমায়। কসাকগুলো তোমায় ছাড়বে না। যা হয় বেছে নাও।" বড়ো কঠিন, বড়ো নির্মম এই পৃথিবী, কোথাও এতটুকু দয়ামায়া নেই! গ্রিত্স্কো যে লালফৌজে যোগ দিয়েছে, সেটা কি তার দোষ? জীবন বড়ো নিষ্ঠুর! একটা বুক-চাপা বেদনার অনুভূতিতে দম বন্ধ হয়ে এল ক্রিশ্চিনার, অসহায় হতাশায় আর ভয়ের যন্ত্রণায় তার দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল একটা নিঃশব্দ কান্নায়।

দেয়ালের কোণে একটা ছায়া নড়ে উঠল: "কাঁদছ কেন?"

ক্রিশ্চিনা তার এই কয়েদখানার নির্বাক সঙ্গীটির কাছে এক নিঃশ্বাসে সমস্ত দুঃখযন্ত্রণার কথা দারুণ আবেগের সঙ্গে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে গেল। কোনো কথা বলল না পাভেল, শুধু ক্রিশ্চিনার হাতের ওপর হাত রাখল হাল্কাভাবে। ঢোঁক গিলে গিলে চোখের জল চেপে আতঙ্কভরা গলায় বলল ক্রিশ্চিনা, "আমার ওপর অত্যাচার করে ওই শয়তানগুলো মেরে ফেলবে আমায়, বাঁচার উপায় নেই!" কি ওকে বলার আছে পাভেলের? কিছু বলার নেই। তাদের দুজনকেই জীবন যেন একটা লোহার জাঁতাকলে পিষে মারছে।

কাল যখন ওকে নিয়ে যাবার জন্যে আসবে, তখন পাভেল কি বাধা দেবার চেষ্টা করবে? সে ক্ষেত্রে ওরা পিটিয়ে মেরে ফেলবে তাকে, কিংবা মাথার ওপরে একটা তলোয়ারের চোট নেমে এলেই তো সব শেষ হয়ে যাবে। ভাবনায় অস্থির এই মেয়েটাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে পাভেল তার হাতের ওপর কোমলভাবে কয়েকটা চাপড় মারল। কান্নাটা থেমে এল ওর। কিছুক্ষণ পর পর পথ-চল্‌তি-

লোকের উদ্দেশ্যে দেউড়ির শান্ত্রীটার হাঁক শোনা যাচ্ছে, "কে যায়?" আর, তারপরেই আবার সব কিছু নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। বুড়ো দাদু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। মাঝখানকার মুহূর্তগুলো ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলেছে। তারপর একসময়, বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে পাভেল অনুভব করল—মেয়েটি দুই বাহু দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে।

"শোনো", দুটি উষ্ণ ঠোঁট ফিস্‌ফিসিয়ে উঠল, "আমার তো আর পার নেই ঃ হয় ওই অফিসারটা, আর না হয় ওই সেপাইগুলো। তার চেয়ে তুমিই আমাকে নাও—ওই কুত্তাগুলোই যেন সবপ্রথম আমাকে উপভোগ করতে না পারে।"

"এ কি বলছ ক্রিশ্চিনা!"

কিন্তু বলিষ্ঠ বাহুর বাঁধন থেকে সে মুক্তি পেল না। জ্বলন্ত, পরিপূর্ণ দুটি ঠোঁট চেপে বসল তার ঠোঁটের ওপর—এড়িয়ে যাওয়া শক্ত। সহজ আর কোমল মেয়েটির কথাগুলি—পাভেল বুঝল কেন ও বলছে এই কথাগুলো।

তারপরে সে তার পরিবেশ সম্বন্ধে অচেতন হয়ে গেল। তালাবন্ধ দরজা, লাল-চুলওয়ালা সেই কসাক্, কম্যান্ড্যান্ট, নির্মম প্রহার, সাতটি রুদ্ধশ্বাস বিনিদ্র রাত্রি—সবকিছু ভুলে গেল সে। সেই মুহূর্তের জন্যে সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে রইল শুধু সেই জ্বলন্ত ঠোঁট দুটি আর চোখের জলে ভেজা সেই মুখখানি।

হঠাৎ তার মনে পড়ল তোনিয়াকে! কি করে সে ভুলে যেতে পারল তোনিয়াকে, তার আশ্চর্য সুন্দর সেই চোখ দুটোকে?

দেহের সমস্ত শক্তি জড়ো করে নিজেকে ছিনিয়ে নিল সে ক্রিশ্চিনার বাহু-বন্ধন থেকে। দাঁড়িয়ে উঠে মাতালের মতো টলতে টলতে এসে চেপে ধরল জানলার শিকগুলো। ক্রিশ্চিনা হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে এসে ধরল তাকে ঃ

"কেন, কি হল?"

তার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে এই একটি প্রশ্নে! তার দিকে ঝুঁকে পড়ে হাত দুটো চেপে ধরে বলে উঠল পাভেল, "তা হয় না ক্রিশ্চিনা। তুমি এতো...এতো ভালো।" এ ছাড়া আরও যে কি সব পাভেল বলেছিল, তা সে নিজেও জানে না।

অসহ্য নিস্তব্ধতাকে ভাঙবার জন্যে সে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেয়ালে আট্‌কানো তক্তাটার দিকে এল—একধারে বসে সে জাগিয়ে তুলল বুড়োটাকে ঃ "একটা সিগারেট দাও আমাকে, দাদু!"

সর্বাঙ্গ কাঁথায় জড়িয়ে মেয়েটা কোণে বসে কাঁদতে লাগল।

পরের দিন কয়েক জন কসাকের সঙ্গে এসে কম্যান্ড্যান্ট ক্রিশ্চিনাকে নিয়ে গেল। বিদায়ের দৃষ্টিতে সে তাকাল পাভেলের দিকে, অভিযোগ-ভরা তার চাউনি। ও চলে যাবার পর যখন দরজাটা ফের বন্ধ হয়ে গেল, তখন পাভেলের সমস্ত মন ভরে উঠল আরও নিবিড় একটা বেদনায় আর নিঃসঙ্গতায়। সারা দিনে বুড়ো দাদু পাভেলের মুখ থেকে একটাও কথা বের করতে পারল না। কম্যান্ড্যান্টের পাহারাওলা আর শান্ত্রীর বদল হল। বিকেলের দিকে একজন নতুন বন্দীকে এনে ঢোকানো হল এই ঘরে। পাভেল তাকে চিনতে পেরেছে ঃ চিনি-কারখানার ছুতোর দোলিনিক। বলিষ্ঠ চেহারা, দেহের গড়নটা চৌকষ,

ছেঁড়া একটা জাকেটের নিচে ফিকে হয়ে আসা হল্‌দে একটা শার্ট্‌ তার পরণে। তীক্ষ্ন চোখে সে খুঁটিয়ে দেখল ভাঁড়ার-ঘরটা।

পাভেল তাকে দেখেছিল ১৯১৭-র ফেব্রুআরি মাসে যখন বিপ্লবের ঢেউ তাদের শহরেও এসে পেঁাছেছে। সেই সময়ের মিছিল-বিক্ষোভপ্রদর্শন ইত্যাদিতে প্রচণ্ড চেঁচামেচি হত। পাভেল তখন মাত্র একজন বলশেভিককেই বক্তৃতা দিতে শুনেছে এবং সেই বলশেভিকটি হচ্ছে দোলিনিক। রাস্তার ধারে একটা বেড়ার ওপর দাঁড়িয়ে উঠে সে সৈন্যদের উদ্দেশে বক্তৃতা করছিল। তার শেষ কথাগুলো মনে আছে পাভেলের: "বলশেভিকদের পথে চলো ভাইসব, তারা কখনও তোমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না!" তারপর থেকে সে আর ছুতোরটিকে দেখে নি।

কয়েদখানায় এই নতুন সঙ্গীটিকে পেয়ে বুড়ো দাদু খুশি হয়ে উঠেছে, সারাদিন নিশ্চুপ বসে কাটানোটা যে তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছিল সেটা বোঝা যায়। দোলিনিক তার পাশে তক্তাটার ধারে বসে তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আর সিগারেট খেতে খেতে সমস্ত বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগল। তারপরে এই আগন্তুকটি এগিয়ে এল কোরচাগিনের দিকে। পাভেলকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, তোমাকে এখানে আসতে হল কেন?" পাভেল 'হাঁ', 'না' করে জবাব দিচ্ছে দেখে দোলিনিক বুঝল যে সন্দেহের বশেই এই তরুণটি বিশেষ কথা বলতে চাচ্ছে না। পাভেলের বিরুদ্ধে অভিযোগটা শোনার পর তার বুদ্ধিভরা চোখ দুটি বিস্ময়ে বড়ো হয়ে উঠল। ছেলেটার পাশে এসে বসল সে: "ও, তুমিই তাহলে ঝুখ্‌রাইকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলে বল্‌ছ? ভারি আশ্চর্য তো। এরা যে তোমায় পাক্‌ড়েছে, সেটা জানতাম না আমি।"

পাভেল হঠাৎ বিস্ময়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু উঠে বসে বললে, "আমি কোন ঝুখরাই-টুখ্‌রাইকে চিনি না। এরা তো এখানে যে-কোন অভিযোগই আনতে পারে।"

দোলিনিক হেসে সরে এল তার দিকে: "ঠিক আছে, ভাই। আমার কাছে তোমার অতো সাবধান হবার দরকার নেই। আমি তোমার চেয়ে বেশি জানি।"

বুড়ো দাদুটি যাতে শুনতে না পায়, তার জন্যে নিচুগলায় সে বলে গেল, "ঝুখ্‌রাইকে আমি নিজেই রওনা করে দিয়েছি, এতক্ষণে সে বোধহয় যেখানে যাবার সেখানে পেঁাছে গেছে। ফিওদোর আমাকে ঘটনাটা সবই বলেছে।" তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে কি যেন একটু ভেবে দোলিনিক বলল, "তুমি দেখছি খাঁটি জিনিসে তৈরি—এরা তোমাকে ধরে ফেলেছে যদিও। এরা যে সব জানে, সেটা ভারি খারাপ ঠেকছে।"

কোর্তাটা খুলে ফেলে দোলিনিক সেটাকে বিছিয়ে নিল মেঝের ওপর, দেয়ালে হেলান দিয়ে সেটার ওপর বসে সে আরেকটা সিগারেট বানাতে লাগল। তার শেষ কথাটায় পাভেলের কাছে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে। দোলিনিক যে খাঁটি লোক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে ঝুখ্‌রাইকে রওনা করে দিয়েছে, তার মানেই...

সেই সন্ধ্যায় পাভেল জানতে পারল—পেত্‌লিউরার কসাক-সৈন্যদের মধ্যে আন্দোলন চালাবার জন্যে দোলিনিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাছাড়া, সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করে লালফৌজের পক্ষে যোগ দেবার জন্যে আবেদন জানিয়ে

জেলার বিপ্লবী কমিটি যে ইশ্‌তেহার বের করেছিল, সেটা বিলি করার জন্যেও তাকে ধরা হয়েছে। দোলিনিক সাবধান ছিল, পাভেলকে সে বেশি কিছু বলল না। মনে মনে ভাবল সে, "কে জানে, হয় তো ওরা ছেলেটার ওপর ডাণ্ডা চালাতে পারে—ও এখনও নেহাৎ ছেলেমানুষ।"

রাত্রি গড়িয়ে গেলে যখন ওরা ঘুমোবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, তখন সে তার আশঙ্কার কথাটা সংক্ষেপে ব্যক্ত করল, "আমরা বড়ো বেকায়দায় পড়ে গেছি, বুঝলে কোরচাগিন। দেখা যাক, কদ্দুর কি হয়।"

পরের দিন একজন নতুন কয়েদীকে এনে পোরা হল—লম্বা কানওয়ালা গলার হাড় বের করা নাপিত শ্লাইওমা জেল্‌ৎসার, যাকে শহরের সবাই চেনে।

মহা উত্তেজনার সঙ্গে হাত-পা নেড়ে সে বলছিল দোলিনিককেঃ "ফুখ্‌স্‌, ব্লুভ্‌স্তিন আর ত্রাখ্‌তেনবার্গ তো ইহুদীদের রীতি অনুযায়ী লোকটাকে নুন আর রুটি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাবে বলে ঠিক করেছে। আমি বললাম, ওরা যদি তা করতে চায় তো করুক, কিন্তু ইহুদীদের আর-সবাই কি ওদের সমর্থন করবে? মোটেই করবে না —এই আমি বলে রাখলাম তোমায়। ওদের তিন-জনের অবশ্য নিজের নিজের ঘর সামলাতে হবেঃ ফুখ্‌স্‌-এর দোকান আছে, ত্রাখ্‌তেনবার্গের ময়দা-কল আছে—কিন্তু আমার আছে কি? আর-সবাই যারা উপোস করে মরছে, তাদের আছে কি? কিচ্ছু নেই। ভিখিরি, হাঘরে আমরা সব্বাই। আমার আবার জিভ্‌টা তো একটু আলগা। আজ একজন অফিসারের দাড়ি কামাচ্ছিলাম—ওই নতুন যারা দু-একদিনের মধ্যে শহরে এসেছে, তাদেরই একজন—জিজ্ঞেস করলাম, 'আতামান পেত্‌লিউরা এই ইহুদী-ঠেঙানোর ব্যাপারটা জানেন না-কি? আপনার কি মনে হয়? তিনি কি দেখা করবেন আমাদের প্রতিনিধি-দলের সঙ্গে?' হায়, হায়—আমার এই আল্‌গা জিভের জন্যে কতবার যে বিপদে পড়তে হয়েছে! এতো কায়দা আর তরিবত্‌ করে অফিসার-টার দাড়ি কামিয়ে মুখে পাউডার ঘষে দেবার পর সে কি করলে জানো? উঠে দাঁড়িয়ে পয়সা দেবার বদলে লোকটা আমায় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্যে গ্রেপ্তার করে বসল!" বুকে একটা চাপড় মারল জেল্‌ৎসারঃ "আন্দোলনটা কি করলাম বলো দেখি? কি বলেছি কথাটা? শুধু একবার জিজ্ঞেস করেছি লোকটাকে আর তারই জন্যে কি-না ঘরে পুরে তালাবন্ধ?..." উত্তেজনার চোটে জেল্‌ৎসার দোলিনিকের শার্টের একটা বোতাম টেনে ধরে তার বাহুতে মোচড় দিতে থাকল।

ক্রুদ্ধ শ্লাইওমার কথা শুনতে শুনতে দোলিনিক অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেসে ফেলল। নাপিতটার কথা শেষ হবার পর সে গম্ভীরভাবে বলল, "হ্যাঁ, তোমার মতো এরকম একজন বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে কাজটা একটু বোকার মতোই হয়ে গেছে বটে। ওই অবস্থায় জিভ্‌টাকে আল্‌গা হতে দিয়ে একটা বেমক্কা কাজ করে ফেলেছ। আমি হলে তোমাকে ওইভাবে এখানে এসে পড়ার পরামর্শ দিতাম না।"

জেল্‌ৎসার সমর্থনসূচক মাথা নেড়ে হাত ছড়িয়ে একটা হতাশার ভঙ্গি করল। ঠিক সেই সময়ে দরজাটা খুলে গেল আর বাইরে থেকে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল 'সামোগন'-বুড়িটাকে। কসাক-সেপাইটার দিকে ইতর গাল পাড়তে পাড়তে বুড়িটা ভেতরে হোঁচট খেয়ে পড়লঃ "আগুনে পুড়ে মর্‌ তোরা আর

তোদের ওই কম্যান্ড্যান্ট! আমার এনে দেওয়া ওই মদ খেয়ে ও যেন কু'কড়ে গিয়ে ফেটে মরে!" দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিল পাহারাওলাটা, বাইরে তালা-বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেল ওরা। বুড়িটা তক্তাটার এক পাশে বসার পর বুড়োটা তাকে কৌতুক করে বলল, "এই যে বক্‌বক্‌-কর্‌নেওয়ালী বুড়িটা আবার আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছে দেখতে পাচ্ছি, এ্যাঁ? আচ্ছা, বোসো তাহলে আরাম করে।" শত্রুতাভরা চোখে তার দিকে এক নজর তাকিয়ে বুড়িটা তার পুঁটুলিটা তুলে নিয়ে মেঝের ওপর এসে দোলিনিকের পাশে বসল। জানা গেল, অফিসারদের জন্যে কয়েক বোতল 'সামোগন' জোগাড় করতে যতক্ষণ লাগে, ততক্ষণের জন্যেই শুধু তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

হঠাৎ পাশের সেপাইদের ঘরটা থেকে চেঁচামেচি আর দৌড়াদৌড়ির শব্দ ভেসে এল। কে যেন খেঁকানির স্বরে হুকুম দিচ্ছে। কয়েদীরা ব্যাপারটা শোনার জন্যে কথাবার্তা বন্ধ করে দিল।

প্রাচীন ঘণ্টা-ঘরের গম্বুজওয়ালা ছোট আর বিশ্রী গির্জাটার সামনের মাঠে ইতিমধ্যে অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটছে। চৌকোণা মাঠটার তিনদিকে সমকোণ করে সারি বাঁধা ফৌজের বহর—পুরোদস্তুর সামরিক পোশাকে আর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত স্থায়ী পদাতিক বাহিনী। সামনে গির্জার প্রবেশপথে চতুষ্কোণ করে সারি-বাঁধা চৌখুপীর ছকে তিনটে পদাতিক পল্টন পাশের ইস্কুলের বেড়াটার ধারে ধারে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী পর পর সাজানো। পাশে রাইফেল ধরে রেখে দাঁড়িয়ে আছে ধূসর আর নোংরা পেত্‌লিউরার পল্টন—মাথায় তাদের অদ্ভুত রাশিয়ান হেল্‌মেট্‌, অনেকটা আধাআধি কাটা কুমড়োর ফালির মতো দেখতে। পিঠে বাঁধা বোঁচ্‌কার ভারে নুয়ে পড়েছে। —এরাই পেতলিউরার "পরিচালক-মণ্ডলী"র অধীনে সবার সেরা সৈন্য। ভূতপূর্ব জারের সৈন্যবাহিনীর গুদাম থেকে হাতিয়ে নেওয়া এদের উর্দিগুলো বেশ ভালো। সোবিয়েতের বিরুদ্ধে যারা সচেতনভাবে লড়াই করছে, এদের লোকজন প্রধানত সেই কুলাক্‌দের মধ্যে থেকেই নেওয়া। এই গুরুত্বপূর্ণ রেল-জংশনটাকে রক্ষা করবার জন্যেই বাহিনীটিকে এখানে বদ্‌লি করা হয়েছে। শেপেতোভ্‌কা শহর থেকে পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন দিকে সোজা চলে গেছে রেলপথের চক্‌চকে ইস্পাতের লাইনগুলো। পেত্‌লিউরার পক্ষে এই জংশনটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়া মানেই সর্বনাশ। বাস্তবিকপক্ষে, তার "পরিচালক-মণ্ডলী"র হাতে ইদানিং খুব সামান্য জায়গাই আছে, ছোট্ট ভিনিৎসা শহরটা এখন পেত্‌লিউরার রাজধানী।

"প্রধান আতামান" নিজে তাঁর সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করবেন বলে স্থির করেছেন। সবাই প্রস্তুত হয়ে আছে তাঁর আসার অপেক্ষায়।

মাঠটার দূরের এক কোণে যেখানে তাদের দেখতে পাবার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম, সেইখানে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নতুন রঙ্‌রুটের একটা দল—বিভিন্ন রকমের ঢিলেঢালা বেসামরিক পোশাক-পরা, খালি-পা একদল তরুণ। এরা সব খামারে কাজ-করা ছেলের দল—মাঝরাত্রে গিয়ে হাম্‌লা চালিয়ে এদের ঘুম থেকে তুলে আনা হয়েছে কিংবা রাস্তা থেকে ধরে আনা হয়েছে। লড়াই করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে এদের কারুর নেই। নিজেদের মধ্যে এরা বলাবলি করছে,

"আমরা তো আর পাগল নই।" পাহারাওয়ালা দিয়ে এদের শহরে আনিয়ে বিভিন্ন পল্টনে ভাগ করে দিয়ে হাতিয়ার ধরিয়ে দেওয়া ছাড়া এদের নিয়ে পেত্‌লিউরার অফিসাররা আর কিছুই করে উঠতে পারে নি। পরের দিনই অবশ্য এইভাবে জড়ো করা এই রঙ্‌রুটদের এক-তৃতীয়াংশ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে এবং প্রতিদিনই এদের সংখ্যা কমে আসছে। এদের বুট জুতো দেওয়াটা হবে বোকামিরও বাড়া, বিশেষ করে যখন বুটজুতোর সংখ্যা নিতান্তই কম। অবশ্য সবাইকেই সৈন্যদলভুক্ত হবার পর উপযুক্ত রকম "পাদুকা" পরে কুচকাওয়াজে নামবার জন্যে হুকুম দেওয়া হয়েছিল। তার ফলটা হয় আশ্চর্যরকম: কতকগুলো ছেঁড়া, পচা চামড়ার সঙ্গে জোড়াতালি-দেওয়া সুতো আর তারের একটা বিচিত্র সংগ্রহ!

অতএব, এদের খালি পায়েই কুচকাওয়াজের জন্যে নিয়ে আসা হয়েছে।

পদাতিক-পল্টনের পেছনেই গোলুবের ঘোড়সওয়ার-বাহিনী। কুচকাওয়াজ দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব শহরবাসীদের জমাট ভীড় ঠেকিয়ে রাখছে তারা। কম কথা নয়, স্বয়ং "প্রধান আতামান" উপস্থিত থাকবেন! এ-ধরনের ঘটনা শহরে বড়ো একটা ঘটে না, সুতরাং কেউই বিনা পয়সায় মজা দেখার এই সুযোগ নষ্ট করতে চায় না। গির্জার সিঁড়ির ওপর জড়ো হয়েছেন কর্নেল আর ক্যাপ্টেনরা, পাদ্রীর দুই মেয়ে, জনকতক ইউক্রেনীয় শিক্ষক, একদল "স্বাধীন কসাক", আর স্থানীয় পৌরসভার সভাপতি, যাঁর পিঠটা অল্প একটু কুঁজো—এককথায় বলতে গেলে শহরের "জনসাধারণের" প্রতিনিধিস্থানীয় বিশিষ্ট সব ব্যক্তিরা সবাই। এঁদের মধ্যে আছেন লম্বা ককেসীয় আলখাল্লা-পরা পদাতিক-পল্টনের প্রধান ইন্‌স্‌পেক্‌টর। তিনিই আজকের এই কুচকাওয়াজের পরিচালক। গির্জার ভেতরে পাদ্রী ভাসিলি ইস্টার-পরবের পোশাক-আশাক পরছেন। পেত্‌লিউরাকে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই সংবর্ধনা জানানো হবে। বিশেষ করে এই নতুন রঙ্‌রুটের দল আজ আনুগত্যের শপথ নেবে বলে একটা হল্‌দে-আর-নীল পতাকা আনা হয়েছে।

একটা ঝর্‌ঝরে পুরনো ফোর্ড্‌মোটরে চেপে আঞ্চলিক অধিনায়ক স্টেশনের দিকে রওনা হয়ে গেল পেত্‌লিউরাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে। সে চলে যাবার পর, লম্বা, মজবুত গড়ন, পাকানো-গোঁফ্‌ওয়ালা কর্নেল চেরনিয়াক-কে ডেকে পদাতিক-বাহিনীর ইন্‌স্‌পেক্‌টর বললেন, "আপনার সঙ্গে একজন কাউকে নিয়ে গিয়ে একবার দেখে আসুন কম্যান্ড্যান্টের আফিসটা ঠিক কেতাদুরস্ত আছে কি-না আর সেখানকার সব কাজকর্ম ঠিকমতো চলছে কি-না। যদি সেখানে কোনো কয়েদী দেখেন, তাহলে ভালো করে দেখে আজেবাজে লোকদের ছেড়ে দেবেন।"। চেরনিয়াক পায়ে পায়ে খট্‌ করে জুতো ঠুকল, তারপর প্রথমেই যে কসাক ক্যাপ্টেনটি তার চোখে পড়ল তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে ছুটে বেরিয়ে গেল। ইন্‌স্‌পেক্‌টর মশাই তারপর পাদ্রীর মেয়েটার দিকে ফিরে ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "জলসাটার খবর কি? সব ঠিক আছে তো?" সুপুরুষ ইন্‌স্‌পেক্‌টর-মশাইয়ের দিকে অর্থপূর্ণ চোখে চেয়ে মেয়েটা বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। কম্যান্ড্যান্ট যতদূর করবার সব করেছে।"

হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল: একদল সওয়ার ঘোড়াটার

কাঁধের ওপর নুয়ে পড়ে পাগলের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। হাতটা নেড়ে চিৎকার করে উঠল সে ঃ "আসছেন ওঁরা!"

"সামিল্ হো!" খেঁকিয়ে উঠল ইন্‌স্‌পেক্‌টর।

অফিসাররা ছুটল নিজের নিজের জায়গায়। গির্জার কাছে এসে ফোর্ড-গাড়িটা থামতেই, "জাগ্রত ইউক্রেন" গানের সুরে ব্যান্ড্ বেজে উঠল।

আঞ্চলিক অধিনায়কের পরেই গাড়িটা থেকে "প্রধান আতামান" তাঁর ভারি দেহটা টেনে নামালেন কষ্টেসৃষ্টে। পেত্‌লিউরার দেহের উচ্চতা মাঝারি গোছের, ষাঁড়ের মতো লাল ঘাড়ের ওপরে ত্রিকোণ মাথাটা দৃঢ়ভাবে বসানো। মিহি পশমের একটা নীল জোব্বা পরে আছেন তিনি, কোমরের কাছে হল্‌দে রঙের বন্ধনী আঁট করে জড়ানো, বন্ধনীটায় বাঁধা একটা শ্যাময়-চামড়ার থলের মধ্যে ছোট ব্রাউনিং-রিভলভারটা ঝুলছে। মাথার ওপরে চুড়ো-ওয়ালা একটা খাকি উর্দি-টুপি, তার সামনের দিকটায় এনামেলের ত্রিশূল-চিহ্ন বসানো। সিমন পেত্‌লিউরার চেহারায় এমন কিছু একটা জঙ্গীভাব নেই। বাস্তবিক পক্ষে, তাঁকে দেখে মোটেই সামরিক কেউ-কেটা বলে মনে হয় না। মুখে একটা অসন্তোষের ভাব ফুটিয়ে তিনি ইন্‌স্‌পেক্‌টরের রিপোর্ট-পড়া শুনলেন। তারপরে পৌরসভার সভাপতি তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বক্তৃতা দিলেন। সভাপতির মাথার ওপর দিয়ে সারবাঁধা ফৌজের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে শুনে গেলেন পেত্‌লিউরা। তারপরে ইন্‌স্‌পেক্‌টরের দিকে মাথা নাড়লেন তিনি ঃ "এবার শুরু করা যাক!"

নিশানটার পাশে ছোট মঞ্চটার ওপরে দাঁড়িয়ে পেত্‌লিউরা ফৌজের উদ্দেশে দশ মিনিট বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতাটা বিশেষ উৎসাহ জাগাবার মতো কিছু হল না। স্পষ্টই বোঝা গেল, পেত্‌লিউরা এতখানি রাস্তা এসে ক্লান্ত, তাই বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে বক্তৃতা করতে পারলেন না। সৈন্যদের "জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!" চিৎকারের মধ্যে বক্তৃতা শেষ করে তিনি মঞ্চ থেকে নেমে এলেন রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে। তারপরে ইন্‌স্‌পেক্‌টর আর অধিনায়কের সঙ্গে তিনি ফৌজ পরিদর্শনে এলেন। নতুন রঙ্‌রুটদের সারির পাশ দিয়ে যাবার সময় একটা নিদারুণ ভ্রূকুটিতে কুঁচকে গেল তাঁর চোখ দুটো, বিরক্তিতে ঠোঁট কামড়ালেন তিনি।

ফৌজ পরিদর্শনের শেষের দিকে যখন সারি সারি নতুন রঙ্‌রুটের দল অসমান পা ফেলে ফেলে নিশানটার দিকে এগিয়ে এল, তখন একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটল। এদিকে ততক্ষণে নিশানটার কাছে পাদ্রী ভাসিলি বাইবেল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, প্রথমে সে বাইবেলটার ওপরে আর তারপরে নিশানবাঁধা ডান্ডা-টার গায়ে চুমো খেল। ইতিমধ্যে কি এক অজ্ঞাত উপায়ে মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ে ইহুদীদের একটা প্রতিনিধিদল পেতলিউরার দিকে এগিয়ে এল। দলের সামনেই চলেছে কাঠের ব্যবসাদার ধনী ব্লুভ্‌স্তিন নুন আর রুটি উপহার নিয়ে, তার পেছনে বস্ত্রব্যবসায়ী ফুখ্‌স্ আর অন্য তিনজন বড়লোক ব্যবসাদার। মাথা নিচু করে একটা মহা খাতিরের সেলাম ঠুকে ব্লুভ্‌স্তিন থালাটা এগিয়ে দিল পেত্‌লিউরার দিকে। পাশের একজন অফিসার সেটা হাত বাড়িয়ে নিল।

"রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে আপনার প্রতি স্থানীয় ইহুদী-বাসিন্দারা তাদের

আন্তরিক শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা জানাতে চায়। দয়া করে এই মানপত্রটি গ্রহণ করুন।"

"বেশ", বিড়বিড় করে বলে পেতলিউরা তাড়াতাড়ি কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে গেলেন।

ফুখ্‌স্‌ এগিয়ে এলঃ "আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবসাপত্র আবার খুলবার অনুমতি দিন। ইহুদী-বিরোধী ঠ্যাঙানির হাত থেকে আমরা আপনার কাছে অভয় চাচ্ছি।" আম্‌তা আম্‌তা করে ফুখ্‌স্‌ বলে ফেলল শেষের কথাগুলি।

একটা ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটিতে অন্ধকার হয়ে উঠল পেত্‌লিউরার মুখঃ "আমার সৈন্যরা ইহুদী ঠেঙিয়ে বেড়ায় না, মনে রাখবেন।" হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বাহুবিক্ষেপ করল ফুখ্‌স্‌। পেত্‌লিউরার কাঁধটা একটা স্নায়বিক উত্তেজনায় সংকুচিত হল—অসময়ে এই প্রতিনিধিদলের আবির্ভাব তাঁকে অত্যন্ত বিরক্ত করে তুলেছে। তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে গোলুব তার কালো গোঁফ কাম্‌ড়াচ্ছিল। তার দিকে ফিরে পেত্‌লিউরা বললেন, "কর্নেল, তোমার কসাকদের বিরুদ্ধে এই একটা অভিযোগ এসেছে। ব্যাপারটা তদন্ত করে যা ব্যবস্থা করতে হয় করো।" তারপর ইন্সপেক্‌টরের দিকে ফিরে শুক্‌নো গলায় বললেন তিনি, "কুচকাওয়াজ আরম্ভ করতে পারো এবার।"

মন্দভাগ্য প্রতিনিধিদল এখানে এসে গোলুবকে দেখতে পাবে বলে আশা করেনি, তাই এখন তাড়াতাড়ি সরে পড়ার চেষ্টা করল। এতক্ষণে আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের প্রস্তুতি দর্শকদের সমস্ত মনোযোগকে টেনে নিয়েছে। উচ্চকিত গলায় নির্দেশ জারি হতে শুরু হয়েছে। গোলুব বাইরে একটা শান্তভাব নিয়ে ব্লুভ্‌স্তিনের দিকে এগিয়ে এসে বেশ জোরে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "বেরো এখান থেকে, হতভাগা কাফের! নইলে কিমা বানিয়ে ছাড়ব তোদের!"

ব্যান্ড বাজতে শুরু করল, সামনের দলগুলো কুচকাওয়াজ করে গেল মাঠের মাঝখান দিয়ে। পেত্‌লিউরার সামনে দিয়ে পরপর যাবার সময় তারা যান্ত্রিকভাবে হেঁকে উঠল "জিন্দাবাদ!" তারপর বড়ো রাস্তায় নেমে পড়ে একে একে পাশের সড়কে অদৃশ্য হয়ে গেল। এক-একটা বাহিনীর সামনে আন্‌কোরা নতুন খাকির উর্দি-পরা অফিসাররা তাদের হাতের ছড়িগুলো দুলিয়ে হাল্‌কা চালে হেঁটে চলেছে—ভাবখানা যেন তারা এই একটু বেড়াতে বেরিয়েছে। সৈন্যদের জন্যে ডান্ডার ব্যবস্থাটার মতোই, এই কায়দা করে ছড়ি দুলিয়ে চলার চালটাও ফৌজী-বাহিনীতে সদ্য প্রবর্তিত হয়েছে।

কুচকাওয়াজের শেষের দিকটায় রাখা হয়েছে নতুন রঙ্‌রুটদের দলটাকে। এলোমেলোভাবে সারি বেঁধে, অসমানভাবে পা ফেলে, পরস্পরের গায়ে ধাক্কা মেরে এগিয়ে আসছে তারা। সামনে দিয়ে যাবার সময় তাদের খালি-পা ফেলার একটা মৃদু আওয়াজ উঠল—এদের চলার মধ্যে একটা শৃঙ্খলার ভাব বজায় রাখবার জন্যে অফিসাররা বৃথাই প্রাণপণে চেষ্টা করে চলেছে। এদের দ্বিতীয় দলটা কুচকাওয়াজ করে যাবার সময়, পরিদর্শনের মঞ্চটার কাছাকাছি একটা সারির এই দিকটায়, শাদা কাপড়ের শার্ট পরা একটা চাষী-ছেলে, "প্রধান আতামান"-এর দিকে বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে এতোই আশ্চর্য হয়ে গেল যে পথের ওপর একটা গর্তে হোঁচট খেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। পাথরে ঠুকে গিয়ে একটা

জোরালো আওয়াজ তুলে ছিট্‌কে পড়ল তার রাইফেলটা। উঠবার চেষ্টা করতেই সে তার পেছনের লোকদের ধাক্কায় আবার পড়ে গেল।

দর্শকদের একটা অংশ হাসিতে ফেটে পড়ল। তারপরে সারি ভেঙে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলভাবে রঙ্‌রুটদের এই দলটা মাঠ পার হয়ে গেল। হতভাগ্য ছেলেটা তার রাইফেল কুড়িয়ে নিয়ে ছুটল আর-সকলের পিছু পিছু। পেতলিউরা আর এই কিম্ভূত দৃশ্যটা না দেখে মুখ ঘুরিয়ে কুচকাওয়াজের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই চলে এলেন তাঁর মোটরগাড়ির দিকে। পেছন পেছন এসে ইন্স্‌পেক্‌টর সাবধানে জিজ্ঞেস করল, "আতামান-প্রভু কি ভোজের সময় পর্যন্ত থাকবেন না?"

সংক্ষেপে তীক্ষ্ম উত্তর দিলেন পেতলিউরা, "না!"

গির্জাটাকে ঘেরাও করা উঁচু বেড়াটার গায়ে দেহের চাপ দিয়ে সার্জি ব্রুঝাক্‌, ভালিয়া আর ক্লিম্‌কা ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কুচকাওয়াজ দেখছিল। বেড়াটার শিকগুলো চেপে ধরে মাঠের মধ্যে ওই সব লোকদের দিকে ঘৃণাভরা চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল সার্জি। ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে বলল সে, "চল্‌রে ভালিয়া, দোকান-পাট গুটিয়ে নিয়েছে", বলেই সে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল বেড়াটার কাছ থেকে। অবাক হয়ে কিছু লোক তার দিকে তাকাল। সবাইকে উপেক্ষা করে সে তার বোন আর ক্লিম্‌কার সঙ্গে চলে এল দেউড়ির কাছটায়।

কর্নেল চেরনিয়াক আর সেই ক্যাপ্টেনটি ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে কম্যান্ড্যান্টের অফিসে নামল। একজন পেয়াদার তদ্বিরে ঘোড়া দুটো রেখে দ্রুত পায়ে তারা এসে ঢুকল শান্ত্রীদের ঘরে। পেয়াদাটিকে তীব্র গলায় জিজ্ঞেস করল চেরনিয়াক, "কম্যান্ড্যান্ট্‌ কোথায়?" থতোমতো খেয়ে বলল লোকটি, "জানি না, কোথায় যেন গেছেন।"

নোংরা অগোছালো ঘরটার চারিদিকে তাকাল চেরনিয়াক—ছড়ানো-ছিটানো বিছানাগুলোর ওপরে গড়াগড়ি দিচ্ছে কম্যান্ড্যান্টের কসাক-শান্ত্রীগুলো, অফিসারদের ঢুকতে দেখে তারা কেউ ওঠার চেষ্টা করল না। গর্জন করে উঠল চেরনিয়াক, "শুয়োরের খোঁয়াড় এটা, না কি? আর, এভাবে শুয়োরের মতো গড়াগড়ি দেবার অনুমতি কে দিয়েছে তোমাদের?" চিৎপাত হয়ে গা এলিয়ে দেওয়া লোকদের দিকে চাবুকটা আছ্‌ড়াল চেরনিয়াক। একজন কসাক উঠে বসে একটা ঢেঁকুর তুলে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, "আপনি আবার এসে চেঁচামেচি শুরু করলেন কেন? চেঁচামেচি করার লোক তো আমাদের এখানেই আছে।"

"কি বললি!" লাফিয়ে তার দিকে এগিয়ে এল চেরনিয়াক, "কার সঙ্গে কথা বল্‌ছিস্‌ রে বেজন্মা? আমি কর্নেল চেরনিয়াক, বুঝলি রে শুয়োর? ওঠ্‌, উঠে পড়্‌ সবাই, নইলে ডাণ্ডা খাওয়াব তোদের!" ক্রুদ্ধ কর্নেল শান্ত্রীদের থাকার বাড়িটায় ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিল: "এক মিনিট সময় দিলাম—এর মধ্যে নোংরা ঝাঁট দিয়ে বিছানাপত্র গুছিয়ে নিয়ে ময়লা মগগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে সবকিছু কেতাদুরস্ত করে রাখা চাই। এক দল লুটেরা-ডাকাত বলে মনে হচ্ছে দেখে তোদের, কসাক নয়!" রাগে আত্মহারা হয়ে কর্নেল তার পথের ওপরে পড়ে থাকা একটা ময়লা জলের পাত্রে প্রচণ্ড লাথি মারল টেনে। ক্যাপ্টেনটাও কিছু কম যায় না—গালাগালগুলোকে আরও জোরালো করে

তুলবার জন্যে সে তার তিন-ফালি চাবুকটাকে চালিয়ে লোকগুলোকে তাদের ঝোলানো-বিছানা থেকে তুলে দিলঃ "প্রধান আতামান কুচকাওয়াজ দেখছেন। যে-কোন মুহূর্তে তিনি এখানে এসে পড়তে পারেন। তৈরি হয়ে নাও সব, জল্‌দি!" ব্যাপারটা গুরুতর বুঝে কসাকরা সবাই লাফিয়ে উঠে দারুণ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল—সত্যিই তাদের ডাণ্ডা খেতে হতে পারে, এ ব্যাপারে চেরনিয়াকের খ্যাতির কথাটা তারা জানে।

মুহূর্তের মধ্যে দারুণ কাজের সাড়া পড়ে গেল।

ক্যাপ্টেন বলল, "কয়েদীগুলোকে একবার দেখে নিলে ভালো হয়। কাদের যে ধরে বন্ধ করে রেখেছে কিছুই বলা যায় না। প্রধান আতামান যদি দেখতে আসেন, তাহলে বিপদ হতে পারে।"

"চাবিটা কার কাছে?" চেরনিয়াক জিজ্ঞেস করল শান্ত্রীটাকে, "এক্ষুণি খুলে দাও দরজাটা।" একজন সার্জেন্ট তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তালাটা খুলে দিল।

"কম্যান্ড্যান্ট কোথায়? কতক্ষণ আর আমি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করব? এক্ষুণি তাঁকে খুঁজে বের করে এখানে পাঠিয়ে দাও।"—হুকুম দিল চেরনিয়াকঃ "দেউড়ির সামনে শান্ত্রীদের সারবন্দি করে দাও! রাইফেলগুলোয় বেয়নেট লাগানো নেই কেন?"

"আমরা তো সবেমাত্র কাল এখানে এসেছি"—তাড়াতাড়ি কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করে সার্জেন্টটি কম্যান্ড্যান্টের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

ভাঁড়ার ঘরের দরজাটা লাথি মেরে খুলে ফেলল ক্যাপ্টেন, ভেতরের কয়েকজন কয়েদী মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল, বাকি ক'জন স্থির হয়ে বসে রইল। "দরজাটা আরও ভালো করে খুলে দাও", হুকুম দিল চেরনিয়াক, "যথেষ্ট আলো নেই এখানে।" তারপরে কয়েদীদের মুখগুলো ভালো করে দেখল সে। তক্তাটার ধারে বসা বুড়ো মানুষটার দিকে খেঁকিয়ে উঠল সে, "তোমাকে ধরে আনা হয়েছে কেন?"

আধা দাঁড়িয়ে উঠে আধা বসা অবস্থায় ঢিলে প্যান্ট আঁট করতে করতে, চেরনিয়াকের কড়া হুকুমে ঘাব্‌ড়ে গিয়ে বুড়োটা থতোমতো খেয়ে বলল, "আমি নিজেই সেটা জানি না। স্রেফ ধরে এনে পুরে দিয়েছে। আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া হারিয়ে যায়, কিন্তু আমি তার কিছু জানি না।"

"কার ঘোড়া?" তাকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন।

"ফৌজের ঘোড়া। আমার বাড়িতে যে সেপাইগুলো আছে, তারাই সেটাকে বিক্রি করে দিয়ে সেই পয়সায় মদ-টদ খেয়েছে আর এখন আমার ওপর দোষ চাপাচ্ছে।"

চেরনিয়াক বুড়োটার সর্বাঙ্গে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে অধৈর্য ভঙ্গিতে একবার কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "জিনিসপত্র যা আছে নিয়ে বেরিয়ে যাও এখান থেকে!" তারপরে সে 'সামোগন'-বুড়িটার দিকে ফিরল। বুড়োটা তার কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না—ক্ষীণদৃষ্টি চোখ দুটো তার পিট্‌পিট্‌ করে সে ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "তার মানে, আমি যেতে পারি?" ক্যাপ্টেন মাথা নাড়ল—যার অর্থঃ যতো তাড়াতাড়ি পারো ততোই ভালো।

তক্তাটার একপাশে তার বান্ডিলটা ঝুলছিল, সেটাকে তাড়াতাড়ি তুলে নিয়েই বুড়োটা ছুটে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

"তারপর, তুমি গ্রেপ্তার হলে কেন?" চেরনিয়াক প্রশ্ন করল 'সামোগন'-বুড়িটাকে। একমুখ খাবার চিবুচ্ছিল বুড়িটা, সেটাকে গিলে ফেলে সে গড়্‌গড়্‌ করে একটা তৈরি উত্তর দিয়ে গেল, "অন্যায়রকম ভাবে—অত্যন্ত অন্যায় রকম ভাবে আমাকে এনে এখানে পুরেছে ওরা, কর্তা-মশাই। ভেবে দেখুন একবার—গরীব বিধবার চোলাই-করা মদ খেয়ে, শেষে কি-না তাকেই এনে তালাবন্ধ করে রাখা!"

চেরনিয়াক জিজ্ঞেস করল, "চোলাই-মদের কারবার করো তুমি, নাকি?"

আহত ভঙ্গিতে বলল বুড়িটা, "কারবার? মোটেই না। কম্যান্ড্যান্ট এসেই চার-চারটে বোতল তুলে নিল, একটা পয়সাও ঠেকাল না। ব্যাপারটা কি রকম বলি শুনুন: অন্যের তৈরি মদ খাবে, কিন্তু দাম দেবে না কক্ষণো। এটাকে কি আপনি কারবার করা বলবেন?"

"খুব হয়েছে, যা ভাগ্‌ এখন এখান থেকে!"

আর দ্বিতীয়বার কথাটি শোনার জন্যে দাঁড়াল না বুড়িটা। ঝুড়িটা তুলে নিয়ে, কৃতজ্ঞতার সেলাম ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে দরজা পর্যন্ত গিয়ে সে বেরিয়ে গেল: "ভগবান মঙ্গল করুন কর্তা-মশাইদের!"

বড়ো বড়ো চোখে মজাটা লক্ষ্য করে যাচ্ছিল দোলিনিক। কয়েদীদের কেউ বুঝতে পারছিল না ব্যাপারখানা কি। এইটুকুই শুধু তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এই আগন্তুকরা নিশ্চয়ই কোনকিছু কর্তাব্যক্তি গোছের হবে যারা ইচ্ছে করলেই কয়েদীদের ছেড়ে দিতে পারে।

"আর, তুমি?" চেরনিয়াক দোলিনিক-কে প্রশ্ন করল।

ক্যাপ্টেনটা খেঁকিয়ে উঠল, "কর্নেল-মশাই যখন কথা কইবেন, তখন উঠে দাঁড়াবে জবাব দেবার জন্যে!" ধীরে ধীরে দোলিনিক মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল। চেরনিয়াক আবার জিজ্ঞেস করল, "তোমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কেন?"

দোলিনিক কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল কর্নেলের নিখুঁতভাবে পাকানো গোঁফের দিকে, তার পরিষ্কার করে কামানো মুখের দিকে, তারপরে কর্নেলের নতুন টুপি আর তাতে আট্‌কানো এনামেলের চুড়োটার দিকে। একটা বেপরোয়া চিন্তার ঝিলিক্‌ খেলে গেল তার মাথায়: হয়তো এতে কার্যসিদ্ধি হবে!

"রাত্রি আটটার পর বাইরে রাস্তায় বেরিয়েছিলাম বলে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।" —মাথায় প্রথমেই যা এল, সেইটেই বলে ফেলল সে। একটা সংশয়ভরা উদ্বেগ নিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল উত্তরের অপেক্ষায়।

"রাত্রিবেলা বাইরে কি করছিলে?"

"ঠিক রাত্রি হয় নি তখনও, প্রায় এগারোটা মোটে হবে তখন।" এটা বলার সময় তার আর বিশ্বাস ছিল না যে অন্ধকারে এই ঢিল ছোঁড়াটা ঠিক লেগে যাবে। সংক্ষিপ্ত হুকুমটা শোনার সময় তার হাঁটু দুটো কেঁপে গেল: "চলে যাও!"

জ্যাকেটটা ভুলে ফেলে রেখেই দোলিনিক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল; ক্যাপ্টেন ততক্ষণে আরেকজন কয়েদীকে জেরা করতে লেগেছে।

কোরচাগিনকে জিজ্ঞেস করা হল সব শেষে। ঘটনাটা দেখতে দেখতে

সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে গিয়ে সে মেঝের ওপর বসেছিল। প্রথমটায় সে বিশ্বাসই করতে পারে নি যে দোলিনিককে ছেড়ে দেওয়া হল। এভাবে এরা সবাইকে ছেড়ে দিচ্ছে কেন? কিন্তু দোলিনিক...ও যে বলল, সাঁঝবাতি-আইন না মানার জন্যে ওকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল...ভাবতে ভাবতে ব্যাপারটা এইবার বুঝে ফেলল সে।

কর্নেল ততক্ষণে হাড়-জির্‌জিরে জেল্‌ৎসারকে জেরা শুরু করেছে যথারীতি "তোমাকে ধরে আনা হয়েছে কেন?" ঘাব্‌ড়ে গিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে নাপিতটার মুখটা, বেমক্কা বলে ফেলল সে, "ওরা তো বলে আমি নাকি আন্দোলন করছিলাম, আন্দোলনটা যে কি করলাম, তা তো ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারছি না।"

কান খাড়া হয়ে উঠল চেরনিয়াকেরঃ "কি বললে? আন্দোলন? কিসের আন্দোলন করছিলে তুমি?"

বিমূঢ়ের মতো হাত দুটো ছড়িয়ে দিল জেল্‌ৎসার্‌ঃ "আমি নিজেই তা জানি না। শুধু বলেছিলাম, প্রধান আতামানের কাছে একটা দরখাস্ত পেশ করার জন্যে ওরা তাতে ইহুদীদের সই জোগাড় করছিল।"

"কিসের দরখাস্ত?" চেরনিয়াক আর ক্যাপ্টেন দুজনেই তার দিকে রীতিমত ভয়-জাগানো ভঙ্গিতে এগিয়ে এল।

"ইহুদী-ঠেঙানো বন্ধ করার জন্যে দরখাস্ত। জানেন, সাংঘাতিক ঠেঙানি হয়ে গেছে আমাদের ওপর। লোকজন সকলেরই দারুণ আতঙ্ক।"

"হয়েছে, থাক্‌।" তাকে বাধা দিল চেরনিয়াকঃ "আমরা তোমাদের কাছে এমন একখানা দরখাস্ত পেশ করব যা জীবনে ভুলবে না—নোংরা ইহুদি কোথাকার!" ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে সে দ্রুত উচ্চারণে বলে গেল, "এটাকে আর কোথাও রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা করো। সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দাও—সেখানে আমি নিজে এর সঙ্গে কথা বলব। এই দরখাস্তের ব্যাপারটার পেছনে কে আছে সেটা দেখতে হবে।" প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল জেল্‌ৎসার, ক্যাপ্টেনটা তার পিঠে এক ঘা কষাল ঘোড়ার চাবুকটা দিয়েঃ "থাম্‌ ব্যাটা বেজম্মা!" যন্ত্রণায় কুঁচকে গেল জেল্‌ৎসারের মুখ, হোঁচট খেয়ে পড়ল সে এক কোণে। ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল তার, গলার কাছে ঠেলে ওঠা কান্না সে কোনক্রমে চাপল।

এ ব্যাপারটা চলতে থাকার সময়ে পাভেল উঠে দাঁড়িয়েছে। ভাঁড়ার-ঘরে এখন জেল্‌ৎসার ছাড়া সে একমাত্র কয়েদী। ছেলেটার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে আগাগোড়া খুঁটিয়ে দেখল চেরনিয়াক তার কালো চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়েঃ

"তুই কেন এখানে?"

দ্রুত জবাব পেল কর্নেল তার প্রশ্নেরঃ "জুতোর শুকতালার জন্যে একটা জিনের চামড়া কেটে নিয়েছিলাম বলে।"

"কার ঘোড়ার জিন?" জিজ্ঞেস করল কর্নেল।

"আমাদের বাড়িতে দু জন কসাক জায়গা নিয়েছে। আমি তাদের একজনের ঘোড়ার পুরনো একটা জিনের চামড়া কেটে নিয়েছিলাম জুতোর শুকতালার জন্যে। কসাকরা তাই এখানে এনে পুরেছে আমাকে।" ছাড়া পাবার একটা উদ্দাম আশায় সে যোগ করে দিল, "আমি জানতাম না যে এটা করার নিয়ম নেই..."

অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে কর্নেল তাকাল পাভেলের দিকেঃ "এই কম্যান্ড্যান্টটা

কি আর কয়েদ করার লোক পায় নি? পাক্কা আহাম্মক একটি! কাদের ধরে এনেছে দ্যাখো একবার!" দরজার দিকে ফিরে যেতে যেতে সে চেঁচিয়ে উঠল, "যা, বাড়ি যা, তোর বাপকে বল্‌গে তোকে ধরে যেন দু-ঘা লাগায় বেশ করে। শিগ্‌গির বেরো!"

ছোঁ মেরে দোলিনিকের জ্যাকেটটা তুলে নিয়েই পাভেল প্রাণপণে ছুট্ মারল দরজা দিয়ে—তখনও সে তার কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না, বুকে হাতুড়ি পিট্‌ছে যেন এখুনি ফেটে যাবে। কর্নেলটা যখন আঙিনায় বেরিয়ে আসছে, তখন তার পেছন দিয়ে পাভেল শান্ত্রীদের ঘরটা পেরিয়ে বাইরের খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে এল। দরমার বেড়াটার বাইরে রাস্তায় এসে পড়েছে সে মুহূর্তের মধ্যে।

হতভাগ্য জেল্‌ৎসার একা পড়ে রইল ভাঁড়ার-ঘরটায়। বিপন্ন চোখে সে একবার চারিদিকে তাকাল, স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে দরজাটার দিকে একবার এগিয়ে এল কয়েক-পা, কিন্তু ঠিক তখনই একজন শান্ত্রী এসে দরজাটা বন্ধ করে খিল আট্‌কে দিয়ে দরজার পাশে টুলটায় বসল।

বাইরে বারান্দাটায় বেরিয়ে এসে চেরনিয়াক নিজের ওপরে বেশ খুশি হয়ে ক্যাপ্টেনকে বলল, "কয়েদীদের একবার দেখে নিয়ে ভালোই করেছি আমরা। কি সব আজেবাজে লোককে এনে পুরেছিল ভাবো একবার! এই কম্যান্ড্যান্ট্‌টিকে দু-এক সপ্তাহ কয়েদ করে রাখতে হবে দেখছি। আচ্ছা, তাহলে এবার যাওয়া যাক।"

আঙিনায় সার্জেন্ট্‌টা সমস্ত শান্ত্রীদের এনে সার বেঁধে দাঁড় করিয়েছে। কর্নেলকে দেখেই সে ছুটে এসে জানাল, "সব ঠিকঠাক করে ফেলা হয়েছে কর্নেল।" রেকাবটার ওপর পা রেখে জিনের ওপর হাল্‌কাভাবে লাফিয়ে উঠল চেরনিয়াক। ক্যাপ্টেন তার গোঁয়ার ঘোড়াটাকে নিয়ে একটু মুশ্‌কিলে পড়েছে। রাশ টেনে চেরনিয়াক সার্জেন্টকে বলল, "কম্যান্ড্যান্টকে বোলো, যতো বাজে লোকদের এনে সে ওখানে পুরেছিল, আমি তাদের সবাইকে ছেড়ে দিয়েছি। আর বলবে, এখানকার কাজকর্ম সে যেভাবে চালিয়ে এসেছে তার জন্যে আমি তাকে দু সপ্তাহ কয়েদখানায় রাখব। আর ওই যে লোকটা এখন আছে ওখানে, ওকে এখুনই সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দাও। শান্ত্রীটাকে তৈরি থাকতে বলো।"

"যে আজ্ঞে, কর্নেল।" সার্জেন্ট সেলাম ঠুকল।

জুতোর নাল দিয়ে ঘোড়ার তলপেট ঠুকে কর্নেল আর ক্যাপ্টেন রওনা হয়ে গেল গির্জার মাঠের দিকে। সেখানে ততক্ষণে কুচকাওয়াজ শেষ হয়ে আসছে।

পর পর সাতটা বেড়া টপ্‌কে পার হবার পর পাভেল নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে থেমে পড়ল। আর চলতে পারছে না সে। দম-আট্‌কানো ওই ভাঁড়ার-ঘরের খাঁচায় এই কদিন না খেয়ে বন্দী হয়ে থাকার ফলে তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে। কোথায় যাবে সে? বাড়ি যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ব্রুঝাক্‌দের বাড়ি গেলে যদি সেখানে কেউ তাকে দেখে ফেলে, তাহলে তাদের গোটা পরিবারটার ওপরেই সর্বনাশ নেমে আসবে। কি করবে না জেনেই পাভেল আরেকবার অন্ধভাবে ছুট্ লাগাল শহরের বাইরের দিকে তরিতরকারির জমিগুলো আর বাগান-

খামার পেছনে ফেলে। একটা বেড়ার গায়ে জোরে ধাক্কা খেয়ে চম্‌কে উঠে হুঁশ ফিরে পেয়ে সে অবাক হয়ে চারিদিকে তাকাল: লম্বা-বেড়াটার ওপারে প্রধান-বনপরিদর্শকের বাগান-বাড়ি। অবশেষে তার ক্লান্ত পা দুটো এইখানে এনে ফেলেছে তাকে! এদিকে আসার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা যে তার ছিল না—এ কথা পাভেল হলফ্ করে বলতে পারে। তাহলে এখানে কি করে এল সে? প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারবে না পাভেল।

তবু, বিশ্রাম তাকে নিতেই হবে কিছুক্ষণের জন্যে—অবস্থাটা ভালো করে বুঝে নিয়ে তাকে ঠিক করতে হবে এর পরে কি করবে না করবে। মনে পড়ল তার—বাগানটার শেষের দিকে একটা বসবার ঘর আছে, সেখানে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। বেড়াটার গা বেয়ে উঠে টপ্‌কে এধারে এসে সে নিচে লাফিয়ে পড়ল বাগানের মধ্যে। গাছের ফাঁকে আব্‌ছা দেখা যাচ্ছে বাড়িটা। সেদিকে এক নজর তাকিয়ে সে এগোল বাগানের বসবার ঘরটার দিকে। হতাশ হয়ে পাভেল লক্ষ্য করল, ঘরটার চারিদিক খোলা। গ্রীষ্মের সময় যে বুনো আঙুর-লতার ঝাড় ঘরটাকে চারধারে ঘিরে দেয়াল তুলেছিল, সেটা শুকিয়ে ঝরে গেছে। এখন ঘরটার সবদিক খোলা। ফিরে যাবে বলে ঘুরে দাঁড়াল পাভেল, কিন্তু এখন আর তার উপায় নেই। পেছনে প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ আওয়াজ শুরু হয়ে গেছে—পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েই পাভেল দেখতে পেল বাড়িটার দিক থেকে শুক্‌নো পাতা-ছড়ানো রাস্তাটা বেয়ে একটা বিরাট কুকুর সোজা তার দিকে এগিয়ে আসছে। কুকুরটার হিংস্র চিৎকারে বাগানের নিস্তব্ধতা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হল পাভেল। প্রথম আক্রমণটা সে ঠেকাল জোরে একটা লাথি মেরে। কিন্তু কুকুরটা আরেকবার ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছে। এমন সময় একটা পরিচিত গলায় ডাক ভেসে এল: "এদিকে আয় ট্রেসর! এদিকে আয়!" এই ডাকটা না এলে পাভেলের সঙ্গে কুকুরটার এই সংঘর্ষের ফলাফল কি দাঁড়াত বলা যায় না।

তোনিয়া ছুটে আসছিল রাস্তাটা বেয়ে। গলা-বন্ধনী ধরে ট্রেসর-কে পেছনে টেনে ধরে তোনিয়া বেড়ার ধারে দাঁড়ানো তরুণটির দিকে তাকাল: "এখানে কি কাজ তোমার? কুকুরটা আর একটু হলেই ভীষণভাবে কামড়ে দিত তোমায়। ভাগ্য ভালো যে আমি..." হঠাৎ থেমে গিয়ে তোনিয়ার চোখ দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তাদের বাগানে ঢুকে পড়েছে এই যে ছেলেটা, এর চেহারার সঙ্গে কোরচাগিনের চেহারার কি অদ্ভুত মিল!

বেড়ার পাশে মূর্তিটা নড়ে উঠল।

"তোনিয়া!" কোমল গলায় বলল তরুণটি, "চিনতে পারছ না?"

চেঁচিয়ে উঠে তোনিয়া হঠাৎ-উত্তেজনায় ছুটে এল তার কাছে: "পাভেল, তুমি?"

ট্রেসর এই চিৎকারটাকে আক্রমণের ইঙ্গিত মনে করে একলাফে এগিয়ে এল। "থাম্, ট্রেসর, থাম্!" তোনিয়া তার বক্‌লসে দু-একটা টান দিতেই ট্রেসর তার পায়ের ফাঁকে লেজ গুঁজে মাথা নিচু করে চলে গেল বাড়ির দিকে—ভাবখানা যেন সে বড়োই মর্মাহত হয়েছে।

পাভেলের দুই হাত চেপে ধরে তোনিয়া বলল, "ছাড়া পেয়ে গেছ তুমি তাহলে?"

"তুমি সব জানো, নাকি?"

"সব জানি আমি," এক নিঃশ্বাসে বলে গেল তোনিয়া, "লিজা বলেছে আমাকে। এখানে এলে কি করে? ওরা ছেড়ে দিল নাকি তোমায়?"

"হ্যাঁ, কিন্তু সেটা ভুল করে," ক্লান্ত স্বরে উত্তর দিল পাভেল, "আমি পালিয়ে এসেছি। এতক্ষণে বোধহয় ওরা আমাকে খুঁজতে লেগেছে। কি করে যে এখানে এলাম তা সত্যিই জানি না। তোমাদের বাগানের এই বসার ঘরটায় একটু বিশ্রাম করব ভেবেছিলাম। ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছি," ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে সে বলল।

দু-এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইল তোনিয়া। উদ্বেগ আর আনন্দে ভরা একটা নিবিড় মমতা আর স্নেহের আবেগে ছেয়ে গেল তার মন।

"পাভেল, আমার পাভেল," তার হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে জোরে চেপে ধরে তোনিয়া মৃদুস্বরে বলল, "আমি ভালবাসি তোমায়...শুনছ? গোঁয়ার ছেলে, সেবারে তুমি অমন করে চলে গেলে কেন? আচ্ছা, এবারে তুমি থাকছ তাহলে আমাদের কাছে, আমার কাছে। কিছুতেই আর আমি যেতে দিচ্ছি না তোমায়। আমাদের বাড়ি নিশ্চিন্তে থাকবে তোমার যতদিন খুশি—কোন গোলমাল নেই এখানে।"

মাথা নাড়ল পাভেলঃ "এখানে আমাকে ওরা যদি খুঁজে পায়, তাহলে? না, তোমার বাড়িতে থাকা চলবে না আমার।"

তোনিয়ার হাত মুচড়ে ধরল পাভেলের আঙুলগুলো, তার চোখের পাতাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠল, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ন হয়ে উঠলঃ "যদি রাজী না হও, তাহলে আমি আর কক্ষণো তোমার সঙ্গে কথা বলব না। আরটেম নেই এখানে, তাকে পাহারাওয়ালা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রেল-স্টেশনে। সমস্ত রেলের লোকজনদের যুদ্ধের কাজে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কোথায় যাবে তুমি?"

তোনিয়ার এই উদ্বেগ যে কেন তা পাভেল জানে। এই যে মেয়েটিকে সে এত ভালবাসে, তারই বিপদ ডেকে আনার ভয়েই সে ইতস্তত করছে। কিন্তু খিদেয়, ক্লান্তিতে, এই কদিনের নিদারুণ অভিজ্ঞতার ফলে শেষ পর্যন্ত সে রাজি হয়ে গেল।

তোনিয়ার ঘরে সোফাটায় যখন সে বসে আছে, তখন রান্নাঘরে মা আর মেয়ের মধ্যে কথাবার্তা চলছিলঃ

"শোনো, মা, কোরচাগিন বসে আছে আমার ঘরে। ও আমার কাছে পড়তে আসত, তোমার মনে আছে তো? আমি তোমার কাছে কিছু লুকোতে চাই না। একজন বলশেভিক জাহাজীকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্যে ও গ্রেপ্তার হয়েছিল। ও আজ জেল থেকে পালিয়ে এসেছে, কিন্তু কোথাও যাবার জায়গা নেই ওর।" গলাটা কেঁপে গেল তোনিয়ার, "মা, লক্ষ্মীটি, কয়েকদিনের জন্যে ওকে এখানে থাকার অনুমতি দাও।"

তীক্ষ্ন অনুসন্ধানী চোখে মা তার মেয়ের অনুনয়-ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "বেশ, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ওকে থাকতে দিবি কোন্ ঘরে?"

হঠাৎ রাঙা হয়ে উঠল তোনিয়ার মুখ। বিমূঢ় হয়ে বলে ফেলল সে,

"আমার ঘরে সোফাটার ওপরে ও ঘুমুতে পারবে। আপাতত বাবাকে কিছু বলার দরকার নেই।"

মা সোজাসুজি মেয়ের চোখের দিকে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "এরই জন্যে বুঝি এই কদিন তোর এত ভাবনা গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু ও তো এখনও নেহাত ছেলেমানুষ।"

"তা জানি," বিব্রতভাবে ব্লাউজের হাতাটা আঙুল দিয়ে দলা পাকাতে পাকাতে তোনিয়া বলল, "কিন্তু ও না পালিয়ে এলে ওকে ওরা গুলি করে মারত।"

কোরচাগিন তাঁর বাড়িতে এসে পড়ায় ইয়েকাতেরিনা মিখাইলোভ্না স্পষ্টতই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন। গ্রেপ্তার হয়েছিল এই ছেলেটা, যাকে তিনি ভালভাবে চেনেন না পর্যন্ত। ওর প্রতি তাঁর মেয়ের এই টান দেখে তিনি মনে মনে বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কিন্তু তোনিয়া মার সম্মতি আছে বলে ধরে নিয়ে ইতিমধ্যেই তার অতিথির বিশ্রামের ব্যাপারটা ভাবতে লেগেছে: "আগে ওর চান করা দরকার, মা। আমি এখুনি সেটার ব্যবস্থা করছি। ভয়ানক নোংরা হয়ে আছে ও—চিম্‌নি-ঝাড়ুদারদের মতো। নিশ্চয় বহুদিন ওর চান-টান হয়নি।"

ব্যস্ত হয়ে তোনিয়া চলে এল পাভেলের স্নানের জন্যে জল গরমের আর কিছু ধোয়া জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা করতে। সব করার পর সে ছুটে এসে ঘরে ঢুকে পাভেলের হাত ধরে তুলে অনাবশ্যক বাক্যব্যয় না করে তাকে স্নান-ঘরে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল।

"পোশাকগুলো আগাগোড়া বদলাতে হবে তোমার। এই একপ্রস্থ পোশাক তোমার পরার জন্যে। ছাড়া জামা-কাপড়গুলো ধোয়াতে হবে। ইতিমধ্যে ওইগুলো পরবে।"—একটা চেয়ারের ওপরে সুন্দর করে ভাঁজ করে রাখা নীল রঙের আর গলার কাছে সাদা ডোরা-কাটা একটা জাহাজী-কোর্তা, আর পায়ের-দিকে-চওড়া একটা পাৎলুন আঙুল দিয়ে দেখাল সে। অবাক চোখে তাকাল পাভেল। তোনিয়া হেসে তাকে বুঝিয়ে দিল: "আমি একবার একটা শখের পোশাকের নাচের আসরে পরেছিলাম ওটা। তোমার গায়ে ঠিক হবে। আচ্ছা, তাড়াতাড়ি করো এবার। তোমার চান হতে হতে আমি এদিকে কিছু খাবার ব্যবস্থা করছি।" বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে। কাপড়-চোপড় খুলে টবের জলে নেমে পড়া ছাড়া পাভেলের আর গত্যন্তর রইল না।

ঘণ্টাখানেক পরে মা, মেয়ে আর পাভেল তিনজনে রান্নাঘরে খেতে বসল্। ভয়ানক খিদে পেয়েছিল পাভেলের, তিন প্লেট খেয়ে ফেলার পর সে নিজের খাওয়া সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। প্রথমটায় সে ইয়েকাতেরিনা মিখাইলোভ্নার সামনে কিছুটা লজ্জা পাচ্ছিল, কিন্তু তিনি বন্ধুর মতো ব্যবহার করছেন দেখে অল্পক্ষণের মধ্যেই তার সে ভাবটা কেটে গেল।

খাওয়ার পর তারা তোনিয়ার ঘরে এসে বসল। ইয়েকাতেরিনা মিখাইলোভ্নার অনুরোধে পাভেল যা যা ঘটেছিল সব বলল। শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তারপরে, এখন তুমি কি করবে বলে ভেবেছ?" প্রশ্নটা শুনে পাভেল দু-এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, "আগে একবার আরটেমের সঙ্গে দেখা করতে চাই, তারপরে এখান থেকে চলে যেতে হবে আমাকে।"

"কিন্তু যাবে কোথায় ?"

"ভাবছি, উমান কিংবা কিয়েভ্-এ চলে যেতে পারব বোধহয়। নিজেই সেটা এখনও ঠিক জানি না। কিন্তু এখান থেকে যতো শিগ্‌গির পারি চলে যেতেই হবে।"

এত অল্প সময়ের মধ্যেই যে তার পরিবেশটা সম্পূর্ণ বদ্‌লে গেছে সেটা যেন পাভেলের বিশ্বাস হচ্ছে না। মাত্র আজ সকালেই সে ছিল নোংরা একটা গারদের মধ্যে, আর এখন কিনা সে বসে আছে তোনিয়ার পাশে ফর্সা জামাকাপড় পরে—আর সবচেয়ে বড়ো কথা, সে এখন মুক্ত। জীবনটা কি অদ্ভুত রকম পরিবর্তনশীল—মনে মনে ভাবল পাভেলঃ কোনো কোনো মুহূর্তে আকাশটা রাত্রির মতো কালো মনে হয়, তারপরেই আবার সূর্যের দীপ্তি ফোটে। ফের ধরা পড়বার বিপদ সম্বন্ধে সে যদি সচেতন না থাকত, তাহলে এই মুহূর্তে পাভেলকে বলা যেতে পারত সবচেয়ে সুখী ছেলে। কিন্তু সে জানে, এই বিরাট নিস্তব্ধ বাড়িটায় বসে থাকতে থাকতেই সে ফের গ্রেপ্তার হতে পারে। তাকে চলে যেতেই হবে এখান থেকে, এখানে থাকার চেয়ে অন্য যে-কোনো জায়গায় তার চলে যাওয়া উচিত। তা সত্ত্বেও তার চলে যাবার কথাটা ভাবতে মোটেই ভালো লাগছে না। বীর গ্যারিবল্ডির জীবনী পড়তে পড়তে কি উন্মাদনায় ছেয়ে গেছে তার মন! গ্যারিবল্ডির ওপরে ভারি হিংসা হয় পাভেলের! কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে, গ্যারিবল্ডির জীবন কেটেছে নানান্ কষ্টের মধ্যে দিয়ে—সব সময় তাঁর পেছন পেছন তাড়া করে ফিরেছে আর তাঁকে ছুটে বেড়াতে হয়েছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। আর পাভেলের তো মোটে সাতদিন কেটেছে কষ্ট আর নির্যাতনের মধ্যে, তাতেই তার কাছে এই সাতদিন যেন পুরো একটি বছর বলে মনে হয়েছে। না, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে পাভেল ঠিক বীরের গড়নটা পায়নি।

তোনিয়া তার দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, "কি ভাবছ?" তার দুই চোখের নীলিমা যেন অন্তহীন।

"তোনিয়া, ক্রিশ্চিনার কথা বলব, শুনবে?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়," আগ্রহের সঙ্গে বলল তোনিয়া।

পাভেল তার কারা-সঙ্গিনীর সেই দুঃখের কাহিনী বলে গেলঃ "...আর সেই শেষ তার সঙ্গে দেখা।" শেষের কথাগুলো অতি কষ্টে উচ্চারণ করল পাভেল। তারপর নিস্তব্ধ ঘরে ঘড়ির টিক্-টিক্ আওয়াজটা জোরালো হয়ে উঠল। মাথাটা নিচু হয়ে গেল তোনিয়ার, গলায় ঠেলে-ওঠা কান্নাটাকে আট্‌কাবার জন্যে সে জোরে ঠোঁট কাম্‌ড়ে ধরল। তার দিকে তাকিয়ে পাভেল মনস্থির করে বলল, "আজ রাত্রেই আমাকে যেতে হবে।"

"না, আজ রাত্রে আমি তোমাকে কোথাও যেতে দিচ্ছি না।" পাভেলের এলোমেলো চুলগুলোর ফাঁকে সে সস্নেহে তার পেলব উষ্ণ আঙুল বুলিয়ে দিল...

"তোনিয়া, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। একজন কাউকে স্টেশনে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে আরটেমের কি হয়েছে আর সেরিওঝাকে গিয়ে একটা চিঠি দিয়ে আসতে হবে। একটা কাকের বাসায় আমার একটা রিভলবার লুকানো আছে। সেটা আনবার জন্যে আমার যেতে ভরসা হচ্ছে না। সেরিওঝা নিয়ে আসতে পারবে ওটা। তুমি পারবে আমার জন্যে এই কাজটা করতে?"

উঠে দাঁড়াল তোনিয়াঃ "আমি এক্ষুণি লিজা শুখারকোর কাছে যাচ্ছি। ও আর আমি দুজনে একসঙ্গে স্টেশনে যাব। চিঠিটা লিখে দাও, সেরিওঝাকে দিয়ে দেব আমি। কোথায় থাকে সে? সে যদি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, তাহলে কি তাকে বলব যে তুমি এখানে আছ?"

একটু ভেবে পাভেল বলল, "আজ সন্ধ্যেয় তোমাদের বাগানে তাকে সেটা নিয়ে আসতে বোলো।"

অনেকক্ষণ বাদে তোনিয়া ফিরল। পাভেল তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তার হাতের ছোঁয়ায় জেগে উঠল পাভেল, চোখ মেলে দেখে তোনিয়া দাঁড়িয়ে আছে সামনে, খুশির হাসি তার মুখে।

"কিছুক্ষণের মধ্যেই আরটেম আসছে এখানে। সবেমাত্র ফিরেছে সে। লিজার বাবা তার জামিন হয়েছেন, এক ঘণ্টার জন্যে তাকে ওরা আসতে দিতে রাজি হয়েছে। ইঞ্জিনটা দাঁড়িয়েই আছে স্টেশনে। তুমি যে এখানে রয়েছ, সেটা আমি আরটেমকে বলে উঠতে পারি নি। শুধু বলেছি, আমার তাকে খুব জরুরি কিছু কথা বলার আছে। এই যে, এসে গেছে সে!"

ছুটে গেল তোনিয়া দরজাটা খুলে দেবার জন্যে। বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে আরটেম দাঁড়িয়ে রইল দরজাটার কাছে, যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না সে। আরটেম ঢোকার পর তোনিয়া দরজাটা বন্ধ করে দিল যাতে পড়বার ঘরটায় তার টাইফয়েডে অসুস্থ বাবা এদের কথাবার্তা শুনতে না পান।

আর এক মুহূর্তের মধ্যেই আরটেম ছুটে এসে এমন দারুণ জোরে চেপে জড়িয়ে ধরল পাভেলকে যে তার হাড় মট্‌কে উঠল। চেঁচিয়ে উঠল আরটেম, "পাভেল! ভাইটি আমার!"

তারপর সব কথাবার্তার শেষে ঠিক হলঃ পাভেল পরের দিন চলে যাবে এখান থেকে; কাজাতিনগামী একটা ট্রেনের ইঞ্জিন-চালক ব্রুঝাক, তার সঙ্গে পাভেলের যাবার ব্যবস্থা আরটেম করে দেবে।

আরটেম সাধারণত গম্ভীর আর স্বল্পভাষী, কিন্তু এখন সে তার ভাইকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা—পাভেলের কি হল না হল জানতে না পেরে তার এই ক'টা উদ্বিগ্ন দিন কেটেছে গভীর দুশ্চিন্তায়।

"তাহলে তাই ঠিক হল। কাল ভোর পাঁচটায় তুই মালগুদামে আসবি। ওরা যখন ইঞ্জিনে কয়লা-টয়লা নিতে থাকবে, তুই তখন সেঁধিয়ে যাবি। আমার ইচ্ছে করছে আরও কিছুক্ষণ বসে তোর সঙ্গে গল্প করি, কিন্তু ফিরে যেতে হবে আমাকে। কাল তোর রওনা হবার সময় দেখা করব। ওরা রেলের লোক-জনদের নিয়ে একটা ফৌজী-পল্টন গড়ে তুলবার জোগাড়ে আছে। জার্মানরা এখানে থাকার সময়ে যেমন ছিল, ঠিক তেমনি এখনও আমরা রাইফেলধারী শান্ত্রীদের পাহারায় চলাফেরা করি।"

ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল আরটেম। দ্রুত সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, সার্জি এক্ষুণি এসে পড়বে রিভলভারটা নিয়ে। সার্জির অপেক্ষায় পাভেল উত্তেজনায় অন্ধকার ঘরটায় পায়চারি করতে থাকল। তোনিয়া তার বাবার ঘরে, সেখানে তার মাও আছেন।

বাগানে বেড়াটার ধারে অন্ধকারে সার্জির সঙ্গে দেখা হল তার, নিবিড় আবেগে পরস্পরের করমর্দন করল দুই বন্ধু। সার্জি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ভালিয়াকে। নিচু গলায় কথাবার্তা চালাল তারা। সার্জি বলল, "আমি রিভলভারটা আনতে পারি নি। তোদের পেছনের উঠোনটায় গিজ্ গিজ্ করছে পেত্লিউরার লোক। চারিদিকে গাড়িগুলোকে জড়ো করে রেখেছে ওরা, আগুন জ্বালিয়ে হৈ-হল্লা করছে। তাই গাছে চড়ে আর রিভলভারটা আনতে পারি নি —ভারি বেইজ্জত হলাম তোর কাছে!" খুব দমে গেছে সার্জি। তাকে সান্ত্বনা দিল পাভেল: "যাক্‌গে। এই হয়তো ভাল হল—রিভলভারটা-সুদ্ধু যদি পথে ধরা পড়ি তাহলে বরং আরও খারাপ হতে পারে। কিন্তু ওটা জোগাড় করে তোর কাছে রাখিস নিশ্চয়।"

পাভেলের কাছে সরে এল ভালিয়া: "কখন যাচ্ছ?"

"কাল ভোরে।"

"কি করে সরে পড়লে ওখান থেকে? বলো, শুনি।"

তাড়াতাড়ি ফিস্‌ফিসিয়ে পাভেল ঘটনাটা বলে গেল। তারপরে সে তার সাথীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এল। সার্জি সাধারণত বেশ হাসিখুশি, কিন্তু আজ তার গাম্ভীর্য থেকে তার আবেগের গভীরতা ধরা পড়ে যাচ্ছে। রুদ্ধ-কণ্ঠে ভালিয়া বলল, "আমাদের শুভেচ্ছা রইল, পাভেল। ভুলে যেও না আমাদের।" তারপরে তারা চলে গেল, মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারে হারিয়ে গেল তারা।

বাড়ির ভেতরে সব কিছু নিস্তব্ধ, শুধু নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দটা শোনা যাচ্ছে। এই বাড়ির দুজন বাসিন্দার চোখে সে রাত্রের মতো আর ঘুম নেই। ছ' ঘণ্টা পরেই তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবে, বোধহয় আর তাদের মধ্যে দেখাই হবে না—সুতরাং কি করে ঘুমোবে তারা? মনের মধ্যে তাদের অজস্র কথা আর অসংখ্য চিন্তা পাক খেয়ে উঠছে—এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে কি আর সেই সব ভাবনা-চিন্তাকে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব? আশ্চর্য মধুর আর পবিত্র সেই যৌবনের প্রারম্ভে, প্রেমের তীব্রতা যখন অজ্ঞাত, তখন সেটা শুধু অস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় ধমনীর দ্রুতগতি-স্পন্দনের মধ্যে দিয়ে; প্রিয়তমার বুকের হঠাৎ স্পর্শ পেয়ে তখন হাতটা যেন ভয়ে কেঁপে ওঠে আর শেষ ধাপ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার পথে প্রহরীর মতো বাধা দেয় প্রথম-যৌবনের পবিত্র বন্ধুত্ব! প্রিয়তমার বাহুবন্ধনের আর অগ্নিময় চুম্বনের স্পর্শের চেয়ে মধুর আর কি আছে! তাদের এতদিনের বন্ধুত্বের মধ্যে এই হচ্ছে তাদের দ্বিতীয় চুম্বন। পাভেলের মার খাবার অভিজ্ঞতা বহুবার হয়েছে, কিন্তু আদর সে মায়ের কাছ থেকে ছাড়া আর কারুর কাছ থেকে পায় নি। তাই আজ তার হৃদয়ের গভীরতম অন্তস্থল পর্যন্ত নিবিড় আবেগে আলোড়িত হয়ে উঠছে। এ পর্যন্ত জীবনের নির্মম দিকটাই সে দেখে এসেছে, সে জানত না যে জীবন এত আশ্চর্য সুন্দর হতে পারে—এতদিনে তোনিয়ার কাছ থেকেই সে বুঝল আনন্দ কাকে বলে। তোনিয়ার চুলের সুগন্ধ-ভরা বাতাস নিঃশ্বাস নিতে নিতে তার মনে হল যেন সে অন্ধকারে তার চোখ দুটি দেখতে পাচ্ছে।

"তোনিয়া, তোমাকে যে কতো ভালবাসি কি করে বোঝাব, বোঝানোর মতো ভাষা আমার জানা নেই।"

পাভেলের মাথার মধ্যে যেন কি রকম করে উঠেছে। তোনিয়ার কোমল পেলব দেহটা কি আশ্চর্যরকম সংবেদনশীল !...কিন্তু প্রথম-যৌবনের বন্ধুত্ব বড়ো পবিত্র !

"তোনিয়া, এই সমস্ত গোলমাল যখন কেটে যাবে, আমি নিশ্চয়ই মিস্ত্রি হিসেবে কাজ পেয়ে যাব একটা। তুমি যদি সত্যিই আমাকে চাও, যদি সত্যি সত্যিই তুমি আমাকে ভালবাসো, আমাকে নিয়ে এটা যদি তোমার একটা খেলা না হয়, আমি তোমার খুব ভালো স্বামী হয়ে থাকব। কক্ষণো মারধোর করব না তোমায়, তোমার মনে একটুও আঘাত দেব না—প্রতিজ্ঞা করছি।"

পরস্পরের বাহুবন্ধনের মধ্যে তারা ঘুমিয়ে পড়তে পারে, এই ভয়ে আলাদা হয়ে গেল তারা—পাছে তোনিয়ার মা তাদের দেখে ফেলে কিছু খারাপ ভেবে বসেন।

পরস্পরকে কখনও ভুলবে না—এই প্রতিজ্ঞা করার পর যখন তারা ঘুমিয়ে পড়ল, তখন রাত্রি শেষ হয়ে আসছে।

ইয়েকাতেরিনা মিখাইলোভ্না পাভেলকে ভোর-ভোর ডেকে তুললেন। তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠল সে বিছানা ছেড়ে। স্নানের ঘরে গিয়ে যতক্ষণে সে তার নিজের পোশাক আর জুতো পরে দোলিনিকের জ্যাকেটটা ওপরে চাপিয়ে নিচ্ছে, ততক্ষণে ইয়েকাতেরিনা তোনিয়াকে জাগিয়ে তুললেন।

ভোরের ধূসর কুয়াশার মধ্যে দিয়ে তারা দুজনে দ্রুত পায়ে এগুলো স্টেশন-মুখো। পেছনের পথটা দিয়ে কাঠের গুদামে পৌঁছে দেখে আরটেম কাঠ-বোঝাই একটা গাড়ির পাশে তাদের জন্যে অধীরভাবে অপেক্ষা করছে। হিস্ হিস্ শব্দে বাষ্প বেরিয়ে আসা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন একটা বিরাট ইঞ্জিন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে—ব্রুঝাক গাড়িটার মধ্যে থেকে মাথা বের করল। তোনিয়া আর আরটেমের কাছ থেকে দ্রুত বিদায় নিয়ে পাভেল লোহার শিকটা চেপে ধরে উঠে পড়ল ইঞ্জিনটার ভেতরে। পেছনে তাকিয়ে দেখল লেভেল-ক্রসিং-এর কাছে দুটো পরিচিত চেহারা : আরটেমের লম্বা আকৃতিটা আর তার পাশে তোনিয়ার ছোট্ট পেলব দেহখানি। এক ঝলক বাতাস তার ব্লাউজের গলাবন্ধনীটা উড়িয়ে দিয়ে আর তার বাদামী চুলে ঢেউ খেলিয়ে দিয়ে বয়ে গেল। পাভেলের দিকে হাত নাড়ছে তোনিয়া। তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আরটেম দেখল, তোনিয়ার চোখে প্রায় জল এসে গেছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে ভাবল আরটেম, "এদের দুজনের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে নিশ্চয়। আর আমি কিনা এদিকে ভাবছি যে পাভেল আমাদের আজও নেহাৎ ছেলেমানুষটি আছে !"

ট্রেনটা একটা বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর সে তোনিয়ার দিকে ফিরে বলল, "আমরা তাহলে বন্ধু হলাম এখন থেকে, কেমন ?" তোনিয়ার ছোট্ট হাতখানা তার বিরাট থাবাটার মধ্যে হারিয়ে গেল।

ট্রেনটা গতি সঞ্চয় করছে—দূর থেকে তার গুম্ গুম্ আওয়াজ ভেসে এল।

সপ্তম অধ্যায়

পুরো এক সপ্তাহ ধরে শহরের বাসিন্দারা কামানের গুম্ গুম্ শব্দ আর রাইফেলের খট্‌খট্ আওয়াজের মধ্যে রাত্রে ঘুমোতে যায় আর সকালে জেগে ওঠে। সর্বত্র ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়েছে, গোটা শহরটাকে যেন কাঁটাতারের বেড়াজালে ঘিরে ফেলেছে। শুধু মাঝরাত্রির পরে কয়েক ঘণ্টার জন্যে গণ্ডগোলটা থেমে আসে, কিন্তু তখনও মাঝে মাঝে নিঃশব্দতাটুকু ভেঙে ভেঙে যায় ফৌজী-ঘাঁটিগুলোর থেকে দু-পক্ষের অস্তিত্ব জানবার জন্যে মাঝে মাঝে গুলি চালানোর শব্দে। ভোর বেলায় রেল-স্টেশনের গোলন্দাজ-বাহিনী তাদের কামানের সারির পাশে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। লম্বা একটা কামানের নল হিংস্রভাবে তার কালো নাকটা উঁচিয়ে আছে। লোকগুলো দফায় দফায় তার ভেতরে গুঁজে দিচ্ছে গোলা আর বিস্ফোরক। যতবার একজন করে গোলন্দাজ কামানের রশিটা ধরে টান মারছে, ততবারই পায়ের নিচে মাটিটা উঠছে কেঁপে কেঁপে। শহর থেকে মাইল দেড়েক দূরে লাল-ফৌজ একটা গ্রাম অধিকার করে ঘাঁটি গেড়ে আছে—বোমাগুলো গ্রামের মাথার ওপর দিয়ে সাঁ সাঁ শব্দে অন্যসব আওয়াজকে ছাড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আর ফেটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটি যাচ্ছে উড়ে।

গ্রামের মাঝখানে একটা উঁচু টিলার ওপরে যেখানে পুরনো পোলিশ্ মঠটা দাঁড়িয়ে আছে, সেইখানে তার সামনের জমিতে লাল-ফৌজের গোলন্দাজ-বাহিনীর ঘাঁটি। এই গোলন্দাজ-বাহিনীর সামরিক কমিশার জামোস্তিন।

লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল জামোস্তিন। সে এতক্ষণ একটা কামানের পেছন দিকের ওপরে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিল। ভারি একটা মোজার-পিস্তল ঝোলানো তার কোমরবন্ধনীটা আঁট করে বাঁধতে বাঁধতে জামোস্তিন উড়ন্ত একটা বোমার সাঁই সাঁই শব্দ শুনতে শুনতে সেটার ফেটে-পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইল। তারপর তার জোরালো গলার আওয়াজে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল সারা জায়গাটা: "উঠে পড়ার সময় হয়েছে, কমরেড্‌রা সব! আবার কাল ঘুমোনো যাবে!"

গোলন্দাজরা সবাই তাদের নিজের নিজের কামানের পাশে ঘুমুচ্ছিল। কমিসার জামোস্তিনের মতোই তারা সবাই চট্‌পট্ উঠে দাঁড়াল—শুধু সিদর্‌চুক্ ছাড়া। অনিচ্ছাভরে মাথাটা তুলে সে চারিদিক তাকাল ঘুমে ভারি তার চোখ

দুটো তুলে: "শুয়োরগুলো—দিনের আলো ফুট্‌তে না ফুট্‌তেই আরম্ভ করে দিয়েছে। স্রেফ্‌ বদ্‌মাইসি ক'রে—যতোসব বেজম্মাগুলো!"

জামোস্তিন হেসে উঠল: "সমাজবিরোধী লোক, বুঝলে সিদর্‌চুক, ওরা হচ্ছে তাই। তুমি যে একটু ঘুমোতে চাও, সেটাও ওরা গ্রাহ্যই করে না।" গোলন্দাজটি ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে টেনে তুলল নিজেকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মঠের সামনের কামানগুলো থেকে গোলা ছোঁড়া শুরু হয়ে গেল—শহরের মধ্যে ফেটে পড়তে লাগল গোলাগুলো।

চিনি-কলের লম্বা চিম্‌নিটার মাথার ওপরে কাঠের তক্তা জুড়ে একটা মাচা মতো ক'রে নিয়ে সেখানে পাহারায় বসে রয়েছে একজন পেত্‌লিউরা-অফিসার আর একজন টেলিফোন-করার লোক। চিম্‌নিটার ভেতরের দিককার লোহার মই বেয়ে তারা সেখানে উঠেছে। এই সুবিধাজনক জায়গাটা থেকে তারা সমস্ত শহরটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে আর দরকারমতো সেখান থেকে তাদের গোলন্দাজ-বাহিনীকে গোলা ছোঁড়ার নির্দেশ দিচ্ছে। শহর দখল করতে এগিয়ে আসছে যে লাল-ফৌজ, তাদের সমস্ত চলাফেরা এরা দূরবীণ দিয়ে দেখতে পাচ্ছে। বলশেভিকরা আজ বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। পোদোল্‌স্ক্‌-স্টেশনের ধার ঘেঁযে অনবরত গুলি চালাতে চালাতে একটা সাঁজোয়া ট্রেন ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। তার ওদিকটায় পদাতিক-ফৌজের হামলার মহড়াটা দেখা যায়। হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে শহরটাকে অধিকার করে নেবার জন্যে কয়েকবার চেষ্টা করেছে লাল-ফৌজ। কিন্তু শহরে ঢোকার মুখগুলোয় দৃঢ়-ভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে পেত্‌লিউরা-বাহিনীর সৈন্যেরা। ট্রেঞ্চ্‌গুলো এক ঝলক বারুদের আগুন উদ্গীরণ করল, একটা কানে-তালা-ধরা আওয়াজে ভরে গেল চারিদিক। তারপরে সেটা একটা নিরবচ্ছিন্ন গর্জনে রূপ নিয়ে আক্রমণ চালাবার সময়ে চরমে উঠল। জ্বলন্ত সীসের সেই শিলাবৃষ্টির ঝাপ্‌টায় অমানুষিক একটা প্রয়াসের চাপ সইতে না পেরে বলশেভিক বাহিনীর সারিটা পিছিয়ে গেছে, সামনে মাঠের ওপরে তারা ফেলে এসেছে কতকগুলো অসাড় দেহ।

আজ শহরের ওপরে লাল-ফৌজের আক্রমণটা আগের চেয়ে অনেক বেশি সুদৃঢ় আর ঢের বেশি ঘন ঘন। কামানের গোলা-ছোঁড়ার প্রতিধ্বনিতে কেঁপে উঠছে চারিদিক। চিম্‌নির মাথায় বাঁধা মাচাটার ওপর থেকে দেখতে পাওয়া যাবে—বলশেভিক সৈন্যসারি ক্রমশই ধীরে ধীরে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে আসছে, মাঝে মাঝে মাটির ওপরে শুয়ে পড়ছে মানুষগুলো, আবার উঠে দাঁড়িয়ে দুর্বার গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। এতক্ষণে তারা স্টেশনটা ছাড়া আর সব দখল করে নিয়েছে। পেত্‌লিউরা-বাহিনীর ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ সৈন্য-দল যে কটা ছিল, সেগুলিকেও লড়াইয়ে লাগানো হয়েছে। কিন্তু লালফৌজের আক্রমণে তাদের ঘাঁটির বিভিন্ন জায়গায় যে ভাঙন ধরেছে, সেটাকে তারাও রুখতে পারছে না। একটা বেপরোয়া দৃঢ়তার সঙ্গে বলশেভিক বাহিনীর আক্রমণকারী দলটা স্টেশন-সংলগ্ন রাস্তাগুলোর ওপরে ছড়িয়ে পড়ল। স্টেশনের ওপরে আক্রমণটাকে রুখছিল যারা, সেই পেত্‌লিউরা বাহিনীর তৃতীয় রেজিমেন্ট শহরের প্রান্তে বাগান আর ঝোপঝাড়গুলোর ফাঁকে তাদের শেষ ঘাঁটি থেকে লালফৌজের একটা সংক্ষিপ্ত আর সাংঘাতিক আক্রমণের ফলে উৎখাত হয়ে শহরে ছড়িয়ে

পড়ল। নতুন করে তাদের ঘাঁটি গাড়্বার আগেই লালফৌজের সৈন্যরা শহরের রাস্তায় দলে দলে নেমে এল। পশ্চাদ্রক্ষী কিছু পেত্লিউরা-সৈন্য তাদের অগ্রগামী দলগুলোকে পালিয়ে যাবার সুযোগ দেবার জন্যে শত্রুপক্ষের আক্রমণ রুখছিল। লালফৌজের সৈন্যেরা বেয়নেট দিয়ে লড়াই চালিয়ে তাদের হটিয়ে দিল প্রচণ্ডবেগে।

সার্জি ব্রুঝাকের পরিবার আর তাদের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশীরা আশ্রয় নিয়েছে বাড়ির নিচুতলার কুঠুরিতে—সার্জিকে সেখানে কিছুতেই আট্কে রাখা যাবে না। মায়ের কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও সে মাটির নিচের ঠাণ্ডা ঘরটা থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে। 'সাগাইদাচ্নি' নাম লেখা একটা সাঁজোয়া গাড়ি বেপরোয়া গুলি চালাতে চালাতে ঘড়্ঘড়্ শব্দে বেরিয়ে গেল বাড়িটার পাশ দিয়ে। তার পেছন পেছন সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলভাবে ছুটে পালাচ্ছে আতঙ্কগ্রস্থ পেত্লিউরার লোকজন। ওদের একজন সার্জিদের আঙিনায় ঢুকে পড়ে পাগলের মতো কোনরকমে তাড়াতাড়ি টেনে ছিঁড়ে ফেলল তার কার্তুজের কোমর-বন্ধনী, শিরস্ত্রাণ আর রাইফেলটা; তারপরে বেড়াটা টপ্কে ওদিককার ফল-বাগানের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। রাস্তাটা দেখে নিল সার্জি। রাস্তা বেয়ে ছুটে চলেছে পেত্লিউরা-সৈন্যরা দক্ষিণ-পশ্চিমের স্টেশনের দিকে; তারা যাতে পালিয়ে যাবার সুযোগ পায়, তার জন্যে একটা সাঁজোয়া-গাড়ি পেছন পেছন চলেছে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে। শহর-মুখো বড়ো রাস্তাটা একেবারে জনহীন। তারপরে, একজন লাল-ফৌজের লোককে ছুটে আসতে দেখা গেল। পথের ওপর শুয়ে পড়ে লোকটা গুলি চালাতে লাগল। তার পেছনে একে একে আরও দুজন লাল-ফৌজের লোক এসে পড়ল...সার্জি লক্ষ্য করতে লাগল—গুঁড়ি মেরে মেরে গুলি চালাতে চালাতে এগিয়ে আসছে তারা। রোদে-পোড়া তামাটে রঙ্ একজন চীনা শরীরটাকে টান করে সোজা দৌড়ে আসছে—তার চোখ দুটো রক্তাক্ত, গায়ে তার একটা গেঞ্জি, মেশিনগানের কোমরবন্ধনী পরা, দুই হাতে দুটো হাত-বোমা। ওদের সকলের আগে আগে আসছে একজন নিতান্ত অল্পবয়সী লাল-ফৌজের লোক, তার হাতে একটা হাল্কা মেশিন-গান। প্রথম এই লালফৌজের দলটাকে শহরে ঢুকতে দেখে সার্জির মন আনন্দে ভরে উঠল। রাস্তার ওপরে ছুটে বেরিয়ে এসে সে যতো জোরে পারে চেঁচিয়ে উঠল, "লাল-ফৌজ জিন্দাবাদ!"

এমন আকস্মিকভাবে সে ছুটে বেরিয়ে এসেছে রাস্তায় যে চীনাটি তাকে প্রায় ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল আর কি। লাল-ফৌজের লোকটির প্রথম প্রতিক্রিয়া হল ছেলেটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার একটা ইচ্ছে। কিন্তু সার্জির মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখে সে সামলে নিল নিজেকে। ভয়ানক রকম হাঁফাতে হাঁফাতে চীনাটি তার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "পেত্লিউরা কোথায়?"

কিন্তু তার কথা শুনতে পায় নি সার্জি। তাদের বাড়ির আঙিনায় ছুটে ফিরে এসে সে ইতিমধ্যে পেত্লিউরা-সৈন্যটির ফেলে-যাওয়া কার্তুজ-বন্ধনী আর রাইফেলটা তুলে নিয়ে লাল-ফৌজের লোকদের পেছনে ছুটেছে। দক্ষিণ-পশ্চিমের স্টেশনটা দখল করে না নেওয়া পর্যন্ত তারা সার্জিকে লক্ষ্যই করে নি। সেখানে অস্ত্রশস্ত্র-গোলা-বারুদ আর রসদে বোঝাই কতকগুলো ট্রেন বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে শত্রুপক্ষকে জঙ্গলের মধ্যে তাড়িয়ে দেবার পর তারা একটু বিশ্রাম

নিয়ে আবার নতুন করে দল সাজাবার জন্যে কিছুক্ষণের মতো থামল।

তরুণ মেশিনগান-গোলন্দাজটি সার্জির কাছে এগিয়ে এসে বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোত্থেকে এলে কমরেড?"

"আমি এই শহরের ছেলে। আমি তোমাদের আসার অপেক্ষায় ছিলাম।"

লাল-ফৌজের লোকেরা ঘিরে ধরল সার্জিকে। চীনাটি ভাঙা ভাঙা রাশিয়ান ভাষায় বলল, "আমি জানি ওকে। 'লাল-ফৌজ জিন্দাবাদ!' বলে ও চেঁচিয়ে উঠেছিল। ও বল্‌শেভিক, আমাদের লোক, বেশ ভালো ছেলে!" সার্জির কাঁধে একটা সমর্থনের চাপড় মেরে একগাল হেসে সে বলল। আনন্দে নেচে উঠল সার্জির মন। সঙ্গে সঙ্গেই এরা তাকে আপন করে নিয়েছে নিজেদের একজন হিসেবে। ওদের সঙ্গে সেও বেয়নেট-চার্জ্ করে স্টেশনটার দখল নিয়েছে।

এতক্ষণে নড়ে চড়ে উঠছে শহরটা। এই কদিনের নানা অসুবিধে আর কষ্টের অভিজ্ঞতার পর শহরের লোকজন তাদের মাটির নিচের কুঠুরিগুলো থেকে বেরিয়ে বাড়ির সামনের দেউড়িতে এসে দাঁড়াল লাল-ফৌজের দল-গুলোর শহরে ঢোকা দেখবার জন্যে। এইভাবেই সার্জির মা আর বোন ভালিয়া সার্জিকে লাল-ফৌজের সৈন্যসারির মধ্যে কদম ফেলে যেতে দেখল। তার মাথায় টুপি নেই, কিন্তু একটা কার্তুজ-বন্ধনী পরে আছে সে আর কাঁধে ঝুলছে একটা রাইফেল।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে হাত দুটো নাড়ল আন্তোনিনা ভাসিলিয়েভ্‌না। তার ছেলেটা শেষপর্যন্ত এই সব লড়াইয়ের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। এর ফল পেতে হবে ওকে! দ্যাখো একবার কান্ডখানা—গোটা শহরের লোকজনের সামনে দিয়ে কিনা সেরিওঝা কুচকাওয়াজ করে চলেছে রাইফেল নিয়ে! পরে একটা গন্ডগোল বাধবে নিশ্চয়। আন্তোনিনা ভাসিলিয়েভ্‌না আর সামলাতে পারল না নিজেকে। চেঁচিয়ে উঠল, "সেরিওঝা, এক্ষুণি বাড়ি আয়! হতভাগা, দেখাচ্ছি দাঁড়া! শিখিয়ে দেব কি করে লড়াই করতে হয়।" বলে সে তার ছেলেকে ফিরিয়ে আনার দৃঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে এগিয়ে এল। কিন্তু এবার সার্জি তার মায়ের দিকে দুই চোখের কঠোর দৃষ্টি মেলে তাকাল, অপমানে আর লজ্জায় লাল হয়ে সে পাল্‌টা জবাব দিল, "চেঁচিও না অতো! আমি যাব না।" বলতে বলতে সে না থেমেই কদম কদম এগিয়ে গেল।

রাগে আত্মহারা হয়ে উঠেছে আন্তোনিনা ভাসিলিয়েভ্‌না: "এই বুঝি তোর মায়ের সঙ্গে ব্যবহার! আচ্ছা, এর পরে তুই কেমন বাড়ি ফিরিস দেখ্‌ব!"

"ফিরব না বাড়ি!" মুখ না ফিরিয়েই চেঁচিয়ে উঠল সার্জি।

নিতান্ত বিমূঢ় হয়ে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রইল আন্তোনিনা ভাসিলিয়েভ্‌না। তার পাশ দিয়ে রোদে-পোড়া জলে-ভেজা ধুলোয় ভরা লাল-ফৌজের সৈন্যের সারি পা ফেলে ফেলে এগিয়ে গেল।

হাসিখুশিভরা একটা জোরালো গলায় কে-একজন বলে উঠল, "কেঁদো না, মা! তোমার ছেলেকে আমরা কমিসার করে দেব।"

হাল্‌কা খুশিভরা হাসির একটা দমক ছড়িয়ে গেল গোটা পল্টনটার মধ্যে। সৈন্যসারির সামনের দিকে লোকেরা গলা মিলিয়ে গান ধরল:

কমরেড, শোনো ওই বেজে ওঠে ভেরী—
চলো সংগ্রামে, তুলে নাও হাতিয়ার।
মুক্তির রাজ্যকে জয় করে নিতে
যতো বাধা কেটে চলি, গতি দুর্বার...

দৃপ্ত সেই ঐকতানে যোগ দিল সৈন্যরা সকলে, আর সার্জির কচি তাজা গলা মিশে গেল সেই গানের জোয়ারে। একটা নতুন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সার্জি। সেখানে তার হাতেও ধরা আছে একটা বন্দুক।

লেস্‌চিন্‌স্কিদের বাড়ির দেউড়িতে এক টুক্‌রো সাদা মোটা কাগজ আটকানো আছে। তার গায়ে সংক্ষেপে লেখা: বিপ্লবী কমিটি। তার পাশেই সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো একটা পোস্টার: লাল-ফৌজের একজন লোক দর্শকের চোখের দিকে তাকিয়ে আর তার দিকে সোজা আঙুল দেখিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার নিচে লেখা—"আপনি কি লাল-ফৌজে ভর্তি হয়েছেন?"

রাজনীতিক বিভাগের লোকেরা সারারাত্রি ধরে শহরের সর্বত্র এই পোস্টার-গুলো লাগিয়ে ফিরেছে। পোস্টারের কাছেই ঝুলছে শেপেতোভ্‌কা শহরের খেটে-খাওয়া মানুষদের উদ্দেশে বিপ্লবী কমিটির প্রথম ঘোষণা-পত্র:

> "কমরেড! শ্রমিকদের ফৌজ এই শহরের দখল লইয়াছে। সোবিয়েতের শাসনক্ষমতা আবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা আপনাদের আহ্বান জানাইতেছি—শৃংখলা বজায় রাখুন। রক্তপিপাসু খুনীদের হঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু, তাহাদের ফিরিয়া আসা যদি না চাহেন, তাহারা নিঃশেষে ধ্বংস হউক—ইহাই যদি আপনার কাম্য হয়, তাহা হইলে লাল-ফৌজে সৈন্যদলভুক্ত হউন। শ্রমিক সাধারণের হাতে যাহাতে ক্ষমতা বজায় থাকে, তাহার জন্য সর্বপ্রকারে সাহায্য করুন। এই শহরের সামরিক কর্তৃত্ব সেনাবাহিনীর অধিনায়কের হাতে থাকিবে। বেসামরিক কাজ-কর্মের পরিচালনা করিবেন বিপ্লবী কমিটি।
>
> স্বাক্ষর: দোলিনিক,
> সভাপতি, বিপ্লবী কমিটি॥"

নতুন এক ধরনের লোকজনের আবির্ভাব হচ্ছে লেস্‌চিন্‌স্কিদের বাড়িতে। যে "কমরেড" কথাটির জন্যে লোকে কাল পর্যন্ত প্রাণ দিয়েছে, আজ সেই কথাটাই শোনা যাচ্ছে চারিদিকে। "কমরেড!"—কি অনির্বচনীয় আবেগে ভরা এই কথাটি!

দোলিনিকের আর এই কদিন ধরে ঘুম বা বিশ্রাম নেই। বিপ্লবী-সরকার প্রতিষ্ঠার কাজে সে আজকাল ভয়ানক ব্যস্ত।

ছোট্ট ঘরটার দরজায় একটা কাগজের টুকরো ঝুলছে—কাগজটার ওপরে পেন্সিলে লেখা: "পার্টি কমিটি।" এই ঘরে কমরেড ইগ্‌নাতিয়েভা তার চিরা-চরিত শান্ত আর সুস্থির ভঙ্গিতে বসে আছে। ইগ্‌নাতিয়েভা আর

দোলিনিকের ওপরেই সোবিয়েত সরকারের বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলার ভার দিয়েছে রাজনৈতিক দপ্তর।

একদিনের মধ্যেই ডেস্কে ডেস্কে বসে গেছে অফিসের কর্মীরা, টাইপ-রাইটারে উঠেছে ব্যস্ত খটাখট্ আওয়াজ। একটা সরবরাহ-বিভাগ সংগঠিত হয়েছে পিজিকি-র নেতৃত্বে—অত্যন্ত চটপটে আর কর্মতৎপর লোক সে, আগে ছিল স্থানীয় চিনি-কলের সহকারী-মিস্ত্রি। শহরে এখন সোবিয়েত সরকার ভালভাবে কায়েম হবার পরে সে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে কোমর বেঁধে নেমেছে চিনি-কলের মালিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে। এই মালিকদের ইদানিং একটু খারাপ সময় যাচ্ছে, বলশেভিকদের ওপরে নিদারুণ ঘৃণা মনে চেপে রেখে তারা সুযোগের প্রতীক্ষায় রয়েছে। চিনি-কলের শ্রমিকদের এক সভায় সে সমস্ত অবস্থাটা রুক্ষ আর বেপরোয়া ভাষায় সংক্ষেপে ব্যক্ত করলঃ

"আগেকার অবস্থা আর ফিরে আসতে দেব না আমরা"—টেবিলের ওপরে একটা ঘুষি মেরে সে পোলিশ ভাষায় ঘোষণা করল, "আমাদের বাপ-দাদারা আর আমরা জীবনভোর পোতোকিদের কাছে ঢের গোলামী করেছি। ওদের জন্যে আমরা রাজবাড়ি তৈরি করে দিয়েছি, আর মহামান্য কাউন্ট-মশাই তার বদলে আমাদের পেট-ভাতা দিয়েছে যাতে নেহাৎ আমরা একেবারে না খেয়ে মারা না পড়ি। কতোকাল ধরে এই সব পোতোকি-কাউন্ট আর সাঙুঝ্কো-রাজপুত্তুরেরা আমাদের ঘাড়ে চেপে বেড়িয়েছে? রাশিয়ান আর ইউক্রেনিয়ান মজুরদের মতোই পোলিশ মজুরদের রক্তও এই কাউন্ট পোতোকি শুষেছে। আর এখন কিনা এই পোতোকির দালালরা সেই শ্রমিকদের মধ্যেই গুজব ছড়াচ্ছে যে সোবিয়েত সরকার তাদের শক্ত মুঠোয় বেঁধে জবরদস্তি শাসন চালাবে। কমরেড, এটা একটা জঘন্য মিথ্যে কথা! বিভিন্ন জাতির খেটে-খাওয়া-মানুষরা এর আগে আর কখনও এতখানি আজাদী পায় নি। মজুররা সব ভাই-ভাই। আর ওই ভদ্দর লোকগুলোকে আমরা শিগ্‌গিরই ঠাণ্ডা করে দেব, ঠিক জেনো।" বক্তৃতা-মঞ্চের বেড়াটার ওপরে সজোরে নেমে এল তার ভারি হাতটাঃ "ভাই-ভাইয়ে রক্তারক্তিটা বাধিয়েছে কারা? শত শত বছর ধরে রাজা-রাড়্ড়ারা পোলিশ চাষীদের পাঠিয়েছে তুর্কী চাষীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। ওরাই বরাবর এক দেশের বিরুদ্ধে আরেক দেশকে উস্কিয়ে এসেছে। এই নিদারুণ খুনোখুনি আর দুঃখদুর্দশার কথাটা ভেবে দ্যাখো একবার! আর তাতে লাভের কড়ি গুণেছে কারা? কিন্তু এ সবই বন্ধ হয়ে যাবে শিগ্‌গিরই। ছুঁচোগুলোর দিন ফুরিয়ে এসেছে এবার। বলশেভিকরা এমন একটা আওয়াজ তুলেছে যা শুনে ভয়ে আঁতকে উঠ্ছে বুর্জোয়াদের দিল্ঃ 'দুনিয়ার মজুররা, এক হও!' এই আওয়াজই আমাদের মুক্তি, আমাদের সুখী ভবিষ্যতের সেই সুদিনের আশা যেদিন তামাম্ মজদুর ভাই-ভাই হবে। কমরেড, সবাই এসে যোগ দাও কমিউনিস্ট পার্টিতে! পোলিশ গণতন্ত্র গড়ে উঠবে একদিন—সেটা হবে খেটে-খাওয়া জনসাধারণের গণতন্ত্র যেখানে পোতোকিদের কোনো ঠাঁই থাকবে না। ওদের তখন নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে আমরাই হবো সেই সোবিয়েত পোল্যান্ডের মালিক। তোমরা তো সবাই ব্রোনিক তাস্চিন্স্কি-কে জানো? বিপ্লবী কমিটি তাকেই আমাদের কারখানার কমিসার নিযুক্ত করেছে। 'আমরা কিছুই ছিলাম না, এবার আমরাই সব হবো।' কমরেড, আমাদের আনন্দের দিন আসছে।

শুধু সাবধান থাকতে হবে—চোরাগোপ্তা সাপগুলোর হিস্‌হিসানিতে কান দিও না! মজ্‌দুরদের আদর্শে আমাদের বিশ্বাস অটুট রাখতে হবে, তাহলেই আমরা দুনিয়ার তামাম্‌ মানুষের ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে পারব!"

সহজ সরল এই শ্রমিকটির হৃদয় থেকে আবেগ আর আন্তরিকতার সঙ্গে উচ্চারিত হল কথাগুলি। শ্রোতাদের মধ্যে তরুণ যারা, তাদের সোৎসাহ হাত-তালির মধ্যে সে নেমে এল বক্তৃতার জায়গাটা থেকে। প্রবীণ শ্রমিকরা কিন্তু কিছু বলার আগে ইতস্তত করতে লাগল। কে জানে—কালই হয়তো বলশেভিকদের এই শহর ছেড়ে চলে যেতে হতে পারে, আর তারপরে যারা রয়ে যাবে তাদেরই শেষে এই সব গরম গরম কথাবার্তার প্রত্যেকটির জন্যে চড়া দাম দিতে হবে। ফাঁসির হাত থেকে বাঁচা গেলেও, চাকরিটি যাবে নিশ্চয়।

শিক্ষা-বিভাগীয় কমিসার ছিম্‌ছিমে সুঠাম চের্‌নোপিস্‌কি এ অঞ্চলের শিক্ষকদের মধ্যে এ পর্যন্ত একমাত্র লোক যে বলশেভিকদের পক্ষে যোগ দিয়েছে।

বিপ্লবী-কমিটির বাড়িটার ঠিক উল্টো দিকেই বিশেষ কাজের জন্যে তৈরি দলটির ঘাঁটি। এরই লোকেরা বিপ্লবী কমিটির বাড়িতে ডিউটি দিচ্ছিল। রোজ রাত্রে বাড়িটাতে ঢোকার মুখে বাগানে একটা ম্যাক্সিম মেশিন-গান খাড়া থাকে—তার পেছনটায় আট্‌কে থেকে ঝোলে একটা এবড়ো-খেবড়ো টোটার পাত। রাইফেলধারী দুজন শান্ত্রী তার দুপাশে পাহারা দেয়।

বিপ্লবী-কমিটিতে যাবার পথে কমরেড ইগ্‌নাতিয়েভা ওই দুজনের মধ্যে একজন তরুণ লাল-ফৌজী সৈনিকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কতো বয়েস তোমার, কমরেড?"

"সতেরো চল্‌ছে।"

"এইখানেই থাকো?"

লাল-ফৌজের ছেলেটা হাসল, "হ্যাঁ, আমি সবে পরশুদিন লড়াইয়ের সময়ে লাল-ফৌজে ঢুকেছি।"

তার মুখখানা ভাল করে লক্ষ্য করল ইগ্‌নাতিয়েভা ঃ

"তোমার বাবা কি করেন?"

"ইঞ্জিন-চালকের সহকারী।"

এমন সময়ে আরেকজন সামরিক পোশাক-পরা লোকের সঙ্গে দোলিনিক এসে পড়ল সেখানে। ইগ্‌নাতিয়েভা দোলিনিকের দিকে ফিরে বলল, "এই যে। কম্‌সোমল-এর জেলা-কমিটির ভার দেবার মতো ঠিক ছেলেটিকে খুঁজে বের করেছি। এখানকারই ছেলে ও।"

দোলিনিক তাড়াতাড়ি চোখ ফেরাল সার্জের দিকে—এই ছেলেটিই সার্জে।

"ও, আচ্ছা। তুমি তো জাখোরের ছেলে, না? ঠিক আছে, যাও দেখি, ছোটদের মধ্যে একটা সাড়া জাগিয়ে তোলো।"

বিস্ময়ের চোখে সার্জে তাকাল তাদের দিকে ঃ "কিন্তু আমাদের ফৌজী-দলের কি হবে?"

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে পেছন ফিরে দোলিনিক বলল, "ও ঠিক আছে, আমরা ব্যবস্থা করব'খন।"

দুদিন পরেই বিকেলের দিকে ইউক্রেনীয় তরুণ কমিউনিস্ট দলের স্থানীয় শাখা স্থাপিত হল।

শহরের বুকে হঠাৎ যে নতুন জীবনের স্পন্দন জেগে উঠে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, তারই কেন্দ্রে ঝাঁপ দিল সার্জি। তার সমস্ত অস্তিত্বকে এটা এমন সমগ্রভাবে আচ্ছন্ন করল যে সে এতো কাছে থেকেও তার পরিবারকে ভুলে গেল।

সার্জি ব্রুঝাক এখন একজন বলশেভিক। এই নিয়ে বোধহয় একশোবার সে ইউক্রেনীয় কমিউনিস্ট পার্টির দেওয়া পরিচয়পত্রখানা পকেট থেকে বের করে দেখল: তাতে সার্জিকে কম্‌সোমল্‌-এর সভ্য আর কম্‌সোমল্‌-কমিটির সম্পাদক হিসেবে মনোনয়নের কথা লেখা। এতেও যদি কেউ কোনো রকম সন্দেহ প্রকাশ করে, তাহলে তার রয়েছে প্রিয় বন্ধু পাভেলের উপহার দেওয়া সেই ভারি আর জবরদস্ত রিভলভারটা—হাতে তৈরি ক্যাম্বিসের খাপের মধ্যে তার কোর্তার কোমরবন্ধনীর সঙ্গে ঝোলানো। এটা নিশ্চয়ই রীতিমতো নির্ভরযোগ্য একটা পরিচয়পত্র! আহা, পাভ্‌লুশ্‌কাটাই এখন এখানে নেই!

বিপ্লবী-কমিটির দেওয়া নানান্‌ কাজে সার্জির দিনগুলো কাটছে। আজও ইগ্‌নাতিয়েভা তার অপেক্ষায় ছিল। রেল-স্টেশনে আঞ্চলিক রাজনৈতিক বিভাগে গিয়ে বিপ্লবী কমিটির জন্যে খবরের কাগজ আর বইপত্র নিয়ে আসার কথা তাদের। বাড়িটার বাইরে রাস্তায় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতেই সার্জি দেখে রাজনৈতিক বিভাগের একজন লোক একটা মোটরগাড়ি নিয়ে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

ইউক্রেনের প্রথম আঞ্চলিক সোবিয়েতের রাজনৈতিক বিভাগের সদর দপ্তর বসেছে স্টেশনের রেল-কামরাগুলি জুড়ে। সেখানে যাবার পথে দীর্ঘ সময়টা ইগ্‌নাতিয়েভা সার্জিকে অনবরত প্রশ্ন করে চলল:

"কি রকম চলছে তোমার কাজকর্ম? সংগঠনটা ইতিমধ্যে গড়ে তুলেছ না-কি? তোমার বন্ধু মজুরদের ছেলেমেয়েদের কম্‌সোমলে যোগ দেবার জন্যে রীতিমতো উৎসাহ দিতে থাকো। শিগ্‌গিরই একদল তরুণ কমিউনিস্টের দরকার পড়বে আমাদের। কালই আমরা একটা খসড়া তৈরি করে কম্‌সোমল-এ যোগ দেবার জন্যে প্রচারপত্র ছাপব। তারপর ওই থিয়েটার-ঘরটায় এখানকার তরুণদের নিয়ে বড়ো রকম একটা সমাবেশের ব্যবস্থা করা যাবে। রাজনৈতিক বিভাগে গিয়ে আমি উস্তিনোভিচ্‌-এর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিচ্ছি চলো। যতদূর জানি, ও এখন তরুণদের মধ্যে কাজ চালাচ্ছে।"

দেখা গেল, উস্তিনোভিচ আঠারো-বছর বয়সী একটা মেয়ে—ছোট করে ছাঁটা কালো চুল, সরু চামড়ার কোমর-বন্ধনী আঁটা খাকি কাপড়ের কোর্তা পরা। সার্জিকে সে তার কাজের অনেকগুলো রীতিনীতি বাত্‌লে দিল, তাকে সাহায্য করবে বলে কথা দিল। সার্জির চলে আসার সময় সে তাকে বই আর কাগজ-পত্তরের মস্তবড়ো একটা বান্ডিল দিল—এগুলির মধ্যে একটা বই বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ: কম্‌সোমল-এর কার্যক্রম আর নিয়মকানুন ছাপা আছে তাতে।

বিপ্লবী-কমিটিতে সেদিন একটু বেশি রাতে ফিরে এসে সার্জি দেখে ভালিয়া তার জন্যে অপেক্ষা করছে। সার্জিকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল সে, "এভাবে বাড়ি-ছাড়া হয়ে থাকার মানে কি? লজ্জা করে না তোর? কেঁদে কেঁদে মার চোখ গেল। বাবা তো ভীষণ চটে আছে তোর ওপর। ভয়ানক একটা বকাবকি হবে কিন্তু।"

"না, তা হবে না।" সার্জি তাকে আশ্বাস দিল, "বাড়ি যাবার সময়ই পাচ্ছি না মোটে, সত্যি। আজ রাত্রেও যেতে পারব না। তুই এসেছিস, ভালোই হয়েছে —কথা আছে তোর সঙ্গে। চল্ ভেতরে যাই।"

ভালিয়া যেন চিনতেই পারছে না তার ভাইকে—রীতিমত বদ্‌লে গেছে সার্জি। উৎসাহে উদ্দীপনায় অস্থির হয়ে উঠেছে। ভালিয়া বসতে না বসতেই সার্জি সরাসরি কথাটা পাড়্‌লঃ "শোন্ ভালিয়া, ব্যাপারটা হচ্ছে—তোকে কম্‌সোমলে যোগ দিতে হবে। সেটা কি, জানিস না বুঝি? তরুণ কমিউনিস্ট দল। এখানে ওটার কাজকর্ম আমিই চালাচ্ছি। বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা! দ্যাখ্ তাহলে এটা।"

কাগজটা পড়ার পর ভালিয়া অবাক চোখে তাকালে ভাইয়ের দিকেঃ "কম্‌সোমলে এসে আমি কি করব?"

দু-হাত বাড়িয়ে দিল সার্জি ওর দিকেঃ "বিস্তর কাজ করবার আছে, ভাই। এই আমাকেই দ্যাখ্ না—এতো কাজ করতে হয় যে রাতের পর রাত জাগতে হচ্ছে। প্রচার চালাতে হবে আমাদের। ইগ্‌নাতিয়েভা বলছেন, শিগ্‌গিরই থিয়েটার-ঘরটায় আমাদের এক সভার ব্যবস্থা করে সোবিয়েত-সরকার সম্বন্ধে বলতে হবে। আমাকে বক্তৃতা দিতে বলছেন তিনি। এটা কিন্তু ঠিক হবে বলে মনে হচ্ছে না—বক্তৃতা কি করে দিতে হয়, কিছুই জানি না আমি। নির্ঘাৎ সব ঘুলিয়ে টুলিয়ে ফেলব। আচ্ছা, তাহলে, তোর কম্‌সোমলে আসার কি?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না কি জবাব দেব। মা তো একেবারে ক্ষেপে যাবে তাহলে।"

"মার জন্যে ভাবতে হবে না।" পীড়াপীড়ি করতে লাগল সার্জিঃ "মা তো এসব বোঝে না, শুধু ছেলেমেয়েদের কাছে কাছে আগ্‌লে রাখতে পারলেই হল। কিন্তু সোবিয়েতের বিরুদ্ধে তো মার কিছু বলার নেই। বরং মা তার পক্ষেই। কিন্তু মা চায় লড়াইটা করুক অন্য লোকের ছেলেরা। এটা কি ঠিক? ঝুখ্‌রাই কি বলেছিল আমাদের, মনে আছে তো? আর পাভেলকে দ্যাখ্—সে তার মায়ের কথা ভেবে ইতস্তত করে নি। এখন সময় এসে গেছে—আমাদের মতো তরুণদের লড়াইয়ে সামিল হতেই হবে জীবনকে নতুনভাবে গড়ে তোলার দাবি নিয়ে। তুই নিশ্চয়ই নারাজ হবি না, ভালিয়া? কি চমৎকার হবে ভেবে দ্যাখ্। তুই মেয়েদের মধ্যে কাজ করবি আর আমি কাজ চালাব ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে। ভালো কথা মনে পড়ল—আমি আজই ওই লাল-চুলো ক্লিম্‌কা শয়তানটার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করব। কি বলিস, ভালিয়া? তুই তাহলে আসছিস আমাদের দলে, না কি? এই ছোট্ট বইটা আছে আমার কাছে—এর মধ্যেই সব বলা আছে।"

কম্‌সোমলের নিয়ম-কানুন ছাপা সেই পুস্তিকাটি পকেট থেকে বের করে সার্জি ভালিয়াকে দিল।

ভাইয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভালিয়া নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু পেত্‌লিউরা যদি আবার ফিরে আসে, তাহলে?"

এই প্রশ্নটা এ পর্যন্ত সার্জির মনে আসে নি। দু-এক মুহূর্ত সে কথাটা ভেবে নিল। তারপর বলল, "আর সকলের সঙ্গে তাহলে আমাকেও অবশ্য

শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু তুই কি করবি? হ্যাঁ, তাহলে মা ভয়ানক কষ্ট পাবে।" কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে।

"আচ্ছা সেরিওঝা, মাকে বা আর-কাউকে কিছু না জানিয়ে তুই আমাকে কম্‌সোমলের সভ্য করে নিতে পারিস না? শুধু তুই জানবি আর আমি জানব? তাতে আমার কাজ করে যাওয়াটা কিছু আটকাবে না। সেইটেই সবচেয়ে ভাল হবে।"

"হ্যাঁ, তোর কথাটা ঠিক মনে হচ্ছে, ভালিয়া।"

এমন সময়ে ইগ্‌নাতিয়েভা ঘরে ঢুকল।

"কমরেড ইগ্‌নাতিয়েভা, এই আমার ছোট বোন ভালিয়া। আমি এইমাত্র ওকে কম্‌সোমলে যোগ দেবার কথা বলছিলাম। কম্‌সোমলের সভ্য হিসেবে ও বেশ ভালোই হবে, কিন্তু আমাদের মা গন্ডগোল বাধাতে পারে। কাউকে না জানিয়ে কি ওকে সভ্য করে নেওয়া যেতে পারে? আমাদের শহর ছেড়ে দিতে হতে পারে, জানেনই তো। আমি অবশ্য ফৌজের সঙ্গে চলে যাবো, কিন্তু ভালিয়ার ভয়—মার পক্ষে সেটা সওয়া কঠিন হবে।"

চেয়ারের এক ধারে বসে ইগ্‌নাতিয়েভা গভীর মনযোগের সঙ্গে শুনল কথাটা। সার্জির সঙ্গে সে একমত হল: "হ্যাঁ, সেইটেই সবচেয়ে ভালো হবে।"

সারা শহর জুড়ে যে পোস্টার লাগানো হয়েছে, তারই আহ্বানে কিশোর-কিশোরীরা ভর্তি করে তুলেছে থিয়েটার-ঘরটা, তাদের উত্তেজিত কলরবে জায়গাটা মুখর। চিনি-কলের শ্রমিকদের ঐকতান-বাদন চলেছে। সমবেত শ্রোতার দলে আছে প্রধানত স্থানীয় ইস্কুল দু'টির ছাত্রছাত্রীরা—সভায় বক্তৃতা শোনার চেয়ে শেষের দিকে যে গান-বাজনা হবে, সেইটার প্রতিই তাদের বেশি আগ্রহ।

শেষ পর্যন্ত পর্দা উঠল। ইউক্রেনীয় পার্টি-কমিটির সেক্রেটারী কমরেড রাজিন এইমাত্র শেপেতোভ্‌কা-শহরে এসে পৌঁছেছে। সে মঞ্চের ওপরে আসতেই সকলের চোখ গিয়ে পড়ল এই খাটো ছিপ্‌ছিপে-গড়নের ছোট তীক্ষ্ন নাকওয়ালা মানুষটির দিকে। সবাই গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার বক্তৃতা শুনল। গোটা দেশজুড়ে যে সংগ্রামের জোয়ার জেগেছে তার কথা বলে সে দেশের তরুণদের আহ্বান জানাল কমিউনিস্ট পার্টিতে এসে সামিল হবার জন্যে। ঝানু বক্তার মতোই সে বক্তৃতা দিয়ে গেল, কিন্তু কতকগুলো কথা সে একটু বেশিরকম পুনরাবৃত্তি করল, যেমন—"গোঁড়া মার্কসবাদী", "উগ্রপন্থী সমাজ-বাদী", ইত্যাদি। এ সব কথা শ্রোতারা ঠিক বুঝে উঠছিল না। তবু, তার বক্তৃতার শেষে সবাই তাকে উচ্ছ্বসিত হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল। তারপর, তার পরবর্তী বক্তা সার্জিকে শ্রোতাদের কাছে পরিচিত করিয়ে দিয়ে সে বিদায় নিল।

সার্জি যা ভয় করেছিল, ঠিক তাই হল: শ্রোতাদের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে কি বলবে ভেবে পেল না। থতমতো খেয়ে গেল প্রথমটায়। এমন সময়ে সভানেত্রী হিসেবে ইগ্‌নাতিয়েভা তাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এসে

তার টেবিলের সামনের আসন থেকে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "প্রথমে কয়েকজন কর্মী নিয়ে একটা 'সেল্‌' গড়ে তোলার কথা এদের বলো।"

সঙ্গে সঙ্গে সার্জি তার বক্তব্যটা সরাসরি পাড়ল।

"কমরেড, যা বলার তা তোমরা সবই শুনেছ। আমাদের এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে জনকতক কর্মীর একটা 'সেল্‌' গড়ে তোলা। প্রস্তাবের পক্ষে কারা?"

একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল শ্রোতাদের মধ্যে। উস্তিনোভিচ্‌ এগিয়ে এল এই ফাঁকে—দাঁড়িয়ে উঠে সে বলে গেল মস্কোর তরুণরা কিভাবে সংগঠিত হয়ে উঠ্‌ছে। ততক্ষণ সার্জি একপাশে দাঁড়িয়ে রইল কি করতে হবে বুঝতে না পেরে।

'সেল্‌' গড়ে তোলার প্রস্তাবটায় শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে মনে রাগ জমে উঠছিল তার। ভ্রূকুটি করে সার্জি তাকিয়ে ছিল সভার দিকে। উস্তিনোভিচের কথায় শ্রোতারা বিশেষ কান দিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। সার্জি দেখতে পেল—বক্তৃতামঞ্চে উস্তিনোভিচের দিকে ব্যঙ্গভরা চোখে তাকিয়ে জালিভানভ্‌ কি যেন ফিস্‌ফিসিয়ে বলল লিজা শুখার্‌কো-কে। উঁচু ইস্কুলের ওপরের শ্রেণীর মেয়েরা পাউডার-মাখা মুখে সামনের সারিতে বসে আশেপাশে তির্যক চোখে তাকাতে তাকাতে নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বলছে। এক কোণে মঞ্চের পেছনে যাবার দরজাটার কাছে একদল লাল-ফৌজের ছেলে বসে আছে—তাদের মধ্যে সেই তরুণ মেশিনগান-গোলন্দাজটিকে সার্জি দেখতে পেল। মঞ্চের প্রান্তটার ওপরে বসে সার্জি অস্বস্তির সঙ্গে ছট্‌ফট করছে আর খোলাখুলি ঘৃণাভরা চোখে তাকিয়ে দেখছে জাঁকালো পোশাক-পরা লিজা শুখার্‌কো আর আনা আদ্‌মভ্‌স্কাইয়া-কে—এরা দুজনে তখন সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে তাদের ছেলে-বন্ধুদের সঙ্গে দিব্যি গল্প জমিয়ে তুলেছে।

কেউ তার কথায় কান দিচ্ছে না বুঝতে পেরে উস্তিনোভিচ্‌ তাড়াতাড়ি তার বক্তব্য শেষ করে নিয়ে বসে পড়ল। এর পর বক্তৃতা দিতে দাঁড়াল ইগ্‌নাতিয়েভা। তার ধীর স্থির ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অস্থির শ্রোতারা এবার মনোযোগী হয়ে উঠল। ইগ্‌নাতিয়েভা বলল: "কমরেড, আজ এখানে যে সব কথা তোমাদের বলা হল, সেগুলো তোমাদের প্রত্যেককে আমি ভেবে দেখতে বলছি। আমি নিশ্চয় জানি, তোমাদের মধ্যে বেশ কিছুজন শুধুমাত্র দর্শকের ভূমিকায় না থেকে বিপ্লবে সক্রিয় ভূমিকা নেবে। তোমাদের জন্যে পার্টির দরজা সব সময়েই খোলা—যা হয় তোমরাই ঠিক করো। তোমাদের মতামত কি তাও আমরা জানতে চাই। কারুর কিছু বলার থাকলে, তাকে মঞ্চের ওপরে এসে বলার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি।"

আরেকবার নিস্তব্ধতা নেমে এল হল-ঘরে। তারপর পেছনের দিকে একটা গলা শোনা গেল: "আমি কিছু বলতে চাই!"

অল্প ট্যারা-চোখ আর বাচ্চা ভালুকের মতো ঘাড়ে-গর্দানে চেহারার মিশা লেভ্‌চুকভ নামে একটি ছেলে মঞ্চের ওপর উঠে এসে বলল, "ব্যাপারটা যা শুনলাম, তাতে বলশেভিকদের সাহায্য করাই আমাদের উচিত। আমার সম্পূর্ণ সমর্থন আছে। সেরিওঝ্‌কা আমাকে জানে। আমি কম্‌সোমলের সভ্য হব।"

উজ্জ্বল হয়ে উঠল সার্জির মুখ। মঞ্চের মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, "দেখলে তো কমরেডরা! আমি বরাবর বলে এসেছি—মিশা

আমাদেরই একজন। ওর বাবা ছিলেন রেল-লাইনের পয়েন্টম্যান, গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেলেন, আর তাই ওর আর লেখাপড়া শেখা হয়ে উঠল না। কিন্তু দেশের এই সময়ে কি করা দরকার সেটা বুঝবার জন্যে মিশার উঁচু ইস্কুলে পড়তে যাবার প্রয়োজন হয় নি।"

দারুণ একটা হৈ-হল্লা উঠল হলের মধ্যে। সযত্নে বুরুশ-করা চুল-ওয়ালা একটি তরুণ কিছু বলতে চাইল। ওকুশেভ্ তার নাম—স্থানীয় এক ওষুধের দোকানওয়ালার ছেলে, উঁচু ইস্কুলের ছাত্র। কোর্তাটা টেনে ধরে সে শুরু করলঃ

"মাপ করবেন, কমরেডরা। আমাদের কি করতে বলা হচ্ছে সেইটেই ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না আমি। আমাদের কি রাজনীতি করতে বলা হচ্ছে? তা যদি হয়, তাহলে পড়াশোনা করব কখন? ইস্কুলটা তো ডিঙোতে হবে আমাদের। এটা যদি কোনো খেলাধুলোর সমিতি বা ক্লাব গড়ে তোলার ব্যাপার হত যেখানে জড়ো হয়ে আমরা পড়াশোনা করতে পারতাম, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা ছিল। কিন্তু রাজনীতি করতে ঢোকা মানে, পরে ফাঁসিকাঠে ঝোলার ঝুঁকি নেওয়া। একথা বলতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত, কিন্তু এতে কেউ রাজি হবে বলে আমার মনে হয় না।"

মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে তার নিজের জায়গায় গিয়ে বসবার সময় একটা হাসির রোল উঠল হলঘরে। পরবর্তী বক্তা সেই মেশিনগান-গোলন্দাজটি। ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে কপালের ওপর টুপিটা টেনে নামিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সেঃ "এতো হাসি কিসের! জানোয়ার যতো সব!"

চোখ দুটো তার দু-টুকরো জ্বলন্ত কয়লা, রাগে কাঁপছে তার সর্বাঙ্গ। সজোরে একটা নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে সে বলে চললঃ

"ইভান ঝার্কি আমার নাম। বাপ-মা-মরা ছেলে আমি, কোনোদিন দেখি নি তাঁদের, বাড়িঘর বলতেও কিছু নেই। রাস্তার ধারে বড়ো হয়ে উঠেছি, রুটির টুকরো ভিক্ষে মেগে ফিরেছি আর বেশির ভাগ দিন কেটেছে উপোস দিয়ে। কুকুরের জীবন কেটেছে আমার—যে জীবন সম্বন্ধে তোমরা, মায়ের আদুরে গোপালরা, কিছুই জানো না। তারপরে, সোবিয়েত সরকার কায়েম হল—লাল-ফৌজের লোকেরা আমাকে কুড়িয়ে নিয়ে দেখাশোনা করতে লাগল। পুরো একটা পল্টন আমাকে তাদের পোষ্য হিসেবে নিয়েছে—জামাকাপড় দিয়েছে, লিখতে পড়তে শিখিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথাঃ আমি যে একজন মানুষ—সেই শিক্ষা তারা আমায় দিয়েছে। তাদের জন্যেই আমি আজ বলশেভিক হয়ে উঠেছি এবং মরবার দিনটি পর্যন্ত আমি বলশেভিক থাকব। আমি হাড়ে হাড়ে জানি আমরা লড়াই করছি কিসের জন্যে—আমাদের লড়াই আমাদের মতো এই সব গরীব মানুষদের জন্যে, মজুরদের সরকার কায়েম করবার জন্যে। তোমরা তো এখানে বসে বসে দাঁত বের করে হাসছ, আর ওদিকে যে এই শহরের জন্যে লড়াই করতে করতে দু'শো জন কমরেড মারা পড়েছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তারা..." বলতে বলতে ঝার্কি-র গলা কেঁপে উঠল টান্-টান্ করে বাঁধা বেহালার তারের মতো, "হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছে তারা আমাদের সুখের জন্যে, আমাদের আদর্শের জন্যে...দেশের সর্বত্র মানুষ প্রাণ দিচ্ছে প্রত্যেকটি লড়াইয়ের মোর্চায়, আর তোমরা এদিকে নাগর-দোলায় চেপে ফুর্তির

খেলায় মেতে আছো। কমরেড!"—হঠাৎ সভানেত্রীর টেবিলের দিকে ফিরে বলে উঠল সে, "আপনারা এদের এসব কথা শুনিয়ে বৃথাই সময় নষ্ট করছেন" —হলঘরের দিকে একটা আঙুল বাড়িয়ে দেখাল সে, "এরা সব আপনাদের কথা বুঝবে ভেবেছেন? মোটেই না! খালিপেটের সঙ্গে ভরপেটের মিতালি হয় না। মাত্র একজন আজ এখান থেকে এগিয়ে এসেছে, তার কারণ সেও অনাথ, গরীবদেরই একজন।" সভার দিকে তাকিয়ে প্রচন্ড ক্রোধে গর্জে উঠল সে, "মরুক গে যাক্! তোমাদের না হলেও আমাদের কিচ্ছু যায় আসে না। আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেবার জন্যে আমরা হাতজোড় করিনি তোমাদের কাছে—জাহান্নামে যাও তোমরা সবশুদ্ধ! তোমাদের মতো লোকের সঙ্গে একমাত্র মেশিন-গানের মারফতেই কথাবার্তা চালানো যেতে পারে।" শেষ ঘা দিয়ে সে মঞ্চ থেকে নেমেই কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা এগিয়ে গেল বেরিয়ে যাবার দরজাটার দিকে।

সভার পরিচালনা করছিল যারা, তাদের মধ্যে আর কেউ ঐকতান-বাদন শোনার জন্যে শেষ পর্যন্ত রইল না।

বিপ্লবী কমিটিতে ফেরার পথে সার্জি ক্লোভের সঙ্গে বলল, "সব ভণ্ডুল হয়ে গেল! ঝার্কি ঠিকই বলেছে। ওই উঁচু-ইস্কুলের ছেলেমেয়ের পাল নিয়ে আমরা কিছু করে উঠতে পারব না। শুধু হয়রানির চোটে রাগে পাগল হওয়াই সার হবে!"

ইগ্নাতিয়েভা তাকে বাধা দিয়ে বলল, "এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এখানে শ্রমিকশ্রেণীর তরুণরা আসেই নি বলতে গেলে। বেশির ভাগই এসেছে এখানকার মধ্যবিত্ত ঘরের কিংবা বুদ্ধিজীবীদের ছেলেমেয়েরা—যতো সব চালিয়াত চ্যাংড়ার দল। তোমাকে ওই চিনি-কল আর করাত-কারখানার মজুরদের মধ্যে কাজ চালাতে হবে। তবে এ সভাটা যে একেবারেই কোনো কাজের হয় নি, তা নয়। ছাত্রদের মধ্যে কিছু খুব ভালো কমরেড যে আছে সেটা দেখতে পাবে।"

উস্তিনোভিচ্ ইগ্নাতিয়েভার সঙ্গে এক মত হল। সে বলল, "দ্যাখো সেরিওঝা, আমাদের আদর্শটাকে, আমাদের স্লোগানগুলোকে প্রত্যেকের কাছে তুলে ধরাই আমাদের সবচেয়ে বড়ো কাজ। প্রত্যেকটি নতুন ঘটনার তাৎপর্যের দিকে পার্টি শ্রমিক-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আমাদের আরও বহু সভা, সম্মেলন, কংগ্রেস ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। রাজনৈতিক বিভাগ রেল-স্টেশনের কাছে একটা গ্রীষ্মকালীন থিয়েটার খুলবে। দু-চার দিনের মধ্যেই একটা প্রচারের ট্রেন এখানে এসে পড়ার কথা—তখন আমাদের উঠে পড়ে লাগতে হবে কাজে। লেনিনের কথাটা মনে করে দ্যাখো ঃ জনসাধারণের বৃহত্তম অংশকে, কোটি কোটি খেটে-খাওয়া মানুষকে সংগ্রামের মধ্যে টেনে আনতে না পারলে আমরা জয়ী হতে পারব না।"

সেদিন রাত্রে সার্জি উস্তিনোভিচ্‌কে স্টেশনে পৌঁছে দিতে গেল। বিদায় নেবার সময় সে দৃঢ় মুঠোয় উস্তিনোভিচের হাতখানা যতক্ষণ দরকার তার চেয়ে বরং একটু বেশিক্ষণের জন্যেই চেপে ধরে রইল। উস্তিনোভিচের মুখে একটা ক্ষীণ হাসির রেশ খেলে গেল।

ফেরবার পথে সার্জি নিজের বাড়িতে এল। নিঃশব্দে সে মায়ের তিরস্কার

শুনে গেল, কিন্তু তার বাবাও যখন বকাবকিতে যোগ দিলেন, তখন সার্জি এমন ভাবে প্রতি-আক্রমণ শুরু করল যে বেশ একটু বেকায়দায় পড়ে গেল জাখার ভাসিলিয়েভিচ্।

"আচ্ছা, শোনো বাবা, এই শহর জার্মানদের হাতে থাকার সময়ে তুমি যখন হরতাল করেছিলে আর রেল-ইঞ্জিনের সেই শান্ত্রীটাকে মেরে ফেলেছিলে, তখন তুমি তোমার পরিবারের কথা ভেবেছিলে, না ভাবো নি? নিশ্চয় ভেবেছিলে—কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি যে পেছপাও হওনি, তার কারণ তোমার শ্রমিকের বিবেক তোমাকে ঠিক পথেই চালিয়ে নিয়ে গেছে। আমিও পরিবারের কথা ভাবি। খুব ভালো ভাবেই আমি জানি যে যদি আমাদের শহর ছেড়ে চলে যেতে হয়, তাহলে আমার জন্যে তোমাদের ওপরে অত্যাচার চলবে। কিন্তু তবু, বাড়িতে বসে থাকতে তো পারি না। তুমি নিজেই সব বোঝো, বাবা। তবে আর এতো ঝামেলা কিসের? আমি একটা ভালো আদর্শের জন্যেই কাজে নেমেছি—বকাঝকা না করে তোমার তো আমাকে উৎসাহ দেওয়াই উচিত। এসো বাবা, আমরা একটা বোঝাপড়া করে নিই, তাহলে মা-ও আর আমাকে বকুনি দিতে আসবে না।" বাবার দিকে স্বচ্ছ নীল চোখে তাকিয়ে থেকে সার্জি স্নেহের হাসি হাসল, সে যে ঠিক কথাই বলছে এ সম্বন্ধে তার মনে কোন সন্দেহ নেই।

অস্বস্তির সঙ্গে বেঞ্চিটার ওপরে নড়েচড়ে বসল জাখার ভাসিলিয়েভিচ্, তারপরে তার ঝাঁকড়া গোঁফ আর খোঁচা খোঁচা দাড়ির আড়ালে মৃদু হাসির ফাঁকে বেরিয়ে এল হল্‌দে দাঁতগুলো।

"শ্রেণী-চেতনার কথাটথা এর মধ্যে টেনে আনতে চাস্, অ্যাঁ, হতভাগা ছোঁড়া। ওই রিভলভারটা বাগিয়ে বেড়াস বলে ভেবেছিস বুঝি আমি তোকে একচোট্ ধোলাই না দিয়েই ছেড়ে দেব, অ্যাঁ?" —কিন্তু জাখারের গলার স্বরে বিন্দুমাত্র রাগের চিহ্ন নেই। অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে উঠে সে তার গিঁঠে-পড়া হাতখানা ছেলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "ঠিক আছে রে সেরিওঝা, তোর কাজ তুই চালিয়ে যা। একবার চাবুক হাঁকিয়েছিস যখন, তখন আমি আর রাশ টেনে ধরব না। কিন্তু দেখিস, আমাদের একেবারেই ভুলে যাস না, মাঝে মধ্যে এসে দেখাটেখা করে যাস।"

রাত্রিতে বিপ্লবী-কমিটির একটা আলোচনা-সভা বসেছে। অল্প-খোলা দরজাটার ফাঁক দিয়ে এক ফালি আলো এসে পড়েছে সিঁড়ির ওপরে। মখমলের গদি-আঁটা দামী চেয়ার আর আসবাবপত্রে সাজানো বড়ো ঘরটার মধ্যে উকিল লেস্‌চিন্‌স্কির বিরাট টেবিলের ধারে বসেছে পাঁচজন: দোলিনিক; ইগ্‌নাতিয়েভা; বিশেষ ধরনের কাজ করার জন্যে আর সংবাদ সংগ্রহ করার জন্যে যে কমিটি আছে, সেই 'চেকা' কমিটির নেতা তিমোশেন্‌কো—পশমের কসাক-টুপি মাথায় তাকে দেখাচ্ছে কির্‌ঘিজ-অঞ্চলের লোকের মতো; রেলকর্মী শুদিক্—দৈত্যের মতো দেহখানা তার; আর, রেল-কারখানার শ্রমিক, ভোঁতা-নাক ওস্তাপ্‌চুক্।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ইগ্‌নাতিয়েভার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে কর্কশ গলায় বলে উঠল দোলিনিক: "যুদ্ধসীমান্তে সরবরাহ জোগান্ দিতেই

হবে। শ্রমিকদের খেতে হবে তো। আমরা আসার সঙ্গে সঙ্গেই দোকানদাররা আর চোরাবাজারীরা দাম বাড়িয়ে দিয়েছে জিনিসপত্রের। সোবিয়েত-মুদ্রা ওরা নিতে চায় না। এখানে চালু শুধু পুরোনো জার-আমলের মুদ্রা, আর না হয় কেরেন্‌স্কি-সরকারের কাগজের নোট। আজ আমাদের বসে সব জিনিসের একটা নির্দিষ্ট দাম ঠিক করে ফেলতেই হবে। এটা আমরা খুব ভালোভাবেই জানি যে মুনাফাখোররা কেউই ওই নির্দিষ্ট দামে জিনিস বেচবে না। যা আছে সব লুকিয়ে ফেলবে। সেক্ষেত্রে আমরাও খানাতল্লাশী চালিয়ে রক্তচোষাদের মালপত্র সব বাজেয়াপ্ত করে নেব। এখন আর ভালোমানুষী চলবে না। শ্রমিকদের আমরা আর উপোস করিয়ে রাখতে পারি না। কমরেড ইগ্‌নাতিয়েভা আমাদের সাবধান করছে যাতে বাড়াবাড়ি না করে ফেলি। এটা দুর্বলচিত্ত বুদ্ধিজীবী মনের পরিচয় বলেই আমার মনে হয়। রাগ কোরো না, জোয়া, আমার মনের কথাটাই আমি বলছি। যাই হোক, এটা শুধু খুদে-ব্যাপারীদের বেলাতেই নয় —আজ খবর পেলাম, সরাইখানাওয়ালা বোরিস জোন্‌-এর বাড়িতে একটা চোরাই গুদাম আছে—পেত্‌লিউরার দলবল আসার আগে থেকেই বড়ো বড়ো দোকান-দাররা প্রচুর মাল সেখানে লুকিয়ে রেখেছে।" একটু থেমে দোলিনিক তিমোশেন্‌কোর দিকে একটা তির্যক বিদ্রূপভরা চাউনি হান্‌ল।

হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে তিমোশেন্‌কো জিজ্ঞেস করল, "কি করে জানলে?" এ খবরটা আসলে তিমোশেন্‌কোরই রাখার কথা, কিন্তু দোলিনিক যে তার চেয়ে বেশি খবরাখবর রাখে—এটা জেনে সে একটু বিরক্ত হয়ে উঠল।

চুম্‌কুড়ি কাটল দোলিনিকঃ "সব খবরই রাখি, ভাই। এই গুদামের কথাটা ছাড়াও, এও আমি জানি যে কাল তুমি আর আঞ্চলিক-কম্যান্ডারের মোটর-চালক দু'জনে মিলে আধ-বোতল 'সামোগন' উড়িয়েছ।"

তিমোশেন্‌কো নড়েচড়ে বসল তার চেয়ারে, এক ঝলক রক্ত উঠে এল তার ফ্যাকাসে মুখে।

নিজের অজান্‌তেই যেন দোলিনিককে তারিফ জানাল সে, "দারুণ লোক দেখছি!" কিন্তু ইগ্‌নাতিয়েভার মুখেচোখে ব্যাপারটাকে অনুমোদন-না-করার ভ্রূকুটি দেখে সে থেমে গেল। বিপ্লবী-কমিটির সভাপতি দোলিনিকের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মনে মনে ভাবল, "এই ছুতোর-মিস্ত্রি হতভাগাটার দেখছি নিজেরই একটা 'চেকা' কমিটি আছে!"

দোলিনিক বলে চলল, "সার্জি ব্রুঝাক বলেছে আমায়। স্টেশনের রেস্তরাঁয় কাজ করত এমন একজন ছেলেকে সে জানে। সেই ছেলেটাই রেস্তরাঁর রাঁধুনি-দের কাছে শুনেছিল যে ওদের যখন যা দরকার হয় সবই প্রচুর পরিমাণে বোরিস জোন্‌ তাদের জোগান্‌ দেয়। গতকাল সার্জি ওই গুদামটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানতে পেরেছে। এখন শুধু সেটা কোন জায়গায় সেইটেই বের করার ওয়াস্তা। ছেলেদের এখুনি কাজে লাগিয়ে দাও, তিমোশেন্‌কো। সার্জিকে দাও ওদের সঙ্গে। যদি ভাগ্যক্রমে মিলে যায়, তাহলে শ্রমিকদের আর গোটা ফৌজটাকে খাবার জিনিসপত্র সবই সরবরাহ করতে পারা যাবে।"

আধঘণ্টা বাদে আটজন সশস্ত্র মানুষ সরাইখানাওয়ালার বাড়িতে ঢুকল। সদর-দরজায় পাহারায় থাকল দু'জন।

বেঁটে-খাটো, পিপের মতো গোল শরীর মালিকের, একটা পা কাঠের, খোঁচা

খোঁচা লাল দাড়ি-ভর্তি মুখ। বিনয়ের অবতার সেজে সে এগিয়ে এল আগন্তুকদের কাছে। ভাঙা মোটা গলায় জিজ্ঞেস করল সে, "কি খবর, কমরেডরা? আসাটা একটু দেরিতে হয়ে গেল না?"

জোন্-এর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে তার মেয়েরা, তাড়াতাড়ি কোনোক্রমে পোশাক পরে নিয়েছে, তিমোশেন্কোর বিজ্‌লি-বাতির উজ্জ্বল আলোয় চোখ মিট্‌মিট্ করছে। পাশের ঘরটা থেকে ভেসে আসছে জোন্-এর মুট্‌কী বউয়ের ঘোঁত্ ঘোঁত্ আওয়াজ, তাড়াহুড়ো করে পোশাক পরছে সে।

"আমরা বাড়িটা খানাতল্লাশী করতে এসেছি।" সংক্ষেপে বলল তিমোশেন্কো।

তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা হল গোটা বাড়ির মেঝেটা। চ্যালা-কাঠের উঁচু স্তূপে বোঝাই একটা বিরাট গোলা-ঘর, গোটা কতক ভাঁড়ার ঘর, রান্না-ঘর আর মদ রাখার একটা বড়ো ভাঁড়ার—সবই সযত্নে খুঁজে দেখা হল। কিন্তু কোথাও চোরা-গুদামের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না।

রান্নাঘরের পাশে ছোট্ট একটা ঘরে একজন দাসী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এমন গভীরভাবে ঘুমোচ্ছে মেয়েটা যে সে ঘরে এদের ঢোকাটা টের পায় নি। সার্জি আস্তে করে তাকে জাগাল। জিজ্ঞেস করল, "তুমি কাজ করো এখানে?" ঘুম-ভরা চোখে হক্‌চকিয়ে গিয়ে মেয়েটা তার কাঁধের ওপর কম্বলটা টেনে নিয়ে আলো থেকে হাত দিয়ে আড়াল করল তার চোখ দুটো: "হ্যাঁ। তোমরা কারা?"

তার কথার উত্তর দিয়ে সার্জি তাকে পোশাক পরে নিতে বলে বেরিয়ে এল ঘরটা থেকে।

তিমোশেন্কো এদিকে প্রশস্ত খাবার-ঘরটায় জেরা করছে সরাইখানার মালিকটাকে। থতমতো খেয়ে দারুণ উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে লোকটা:

"কি চাও তোমরা? আমার আর-কোনো ভাঁড়ার-গুদাম নেই। আমি বল্‌ছি, বৃথাই সময় নষ্ট করছ তোমরা। হ্যাঁ, এক সময়ে আমার একটা ছোট সরাইখানা ছিল বটে, কিন্তু ইদানিং আমি একবারে গরীব। পেত্‌লিউরার দলবল আমাকে সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছে, প্রায় মেরেই ফেলেছিল আর একটু হলে। সোবিয়েত-সরকার কায়েম হওয়ায় খুব খুশি হয়েছি আমি। কিন্তু এই আমার সম্পত্তি বলতে যা-কিছু, দেখে নাও তোমরা।" মোটা খাটো হাত দুটো বাড়িয়ে ধরল সে আর সমস্তক্ষণ তার লাল চোখ দুটো তিমোশেন্কোর মুখ থেকে সার্জির মুখের দিকে আর সেখান থেকে ছাদের কোণে ঘুরে ফিরে যেতে লাগল।

ঠোঁট কাম্‌ড়ে ধরল তিমোশেন্কো।

"বল্‌বে না তাহলে? এই শেষবারের মতো হুকুম দিচ্ছি তোমায়, কোথায় সেই গুদামটা দেখিয়ে দাও।"

সরাইখানা-মালিকের বউটা এবার আর্তস্বরে বলে উঠল, "আমাদের নিজে-দেরই কিছু খাবার নেই, কমরেড অফিসার। যা ছিল সব ওই পেত্‌লিউরার লোকজন নিয়ে গেছে।" কান্নার চেষ্টা করল সে, কিন্তু একফোঁটা জলও বেরুল না তার চোখে।

সার্জি বলে উঠল: "খেতে পাও না বলছ, এদিকে তো ঝি রেখেছ দেখছি।"

"ও তো ঝি নয়—গরীব মেয়ে একটা, কোথাও যাবার জায়গা নেই তাই থাকে। ক্রিশ্চিনার নিজের মুখেই শোনো।"

ধৈর্যচ্যুতি ঘটল তিমোশেন্‌কোর। চেঁচিয়ে উঠল সে, "আচ্ছা, বেশ, এবার তাহলে আমাদের উঠেপড়ে লাগ্‌তেই হচ্ছে!"

ভোরের আলো ফুটল। তল্লাশী চলেছে তখনও। তেরো ঘণ্টা ধরে বৃথা খোঁজাখুঁজির পর ক্লান্ত হতাশ তিমোশেন্‌কো যখন চলে যাবে বলে মনস্থ করছে, ঠিক সেই সময়ে দাসী-মেয়েটির ঘরটা খোঁজা শেষ করে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে সার্জি তার পেছনে মেয়েটির ক্ষীণ ফিস্‌ফিসানি শুনল: "রান্নাঘরে উনুনটার ভেতরে একবার দ্যাখো গে।"

দশ মিনিট বাদেই সেই ভেঙে-ফেলা রাশিয়ান চুল্লীটার ফাঁকে একটা লোহার চোরা-দরজার সন্ধান পাওয়া গেল। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই চুয়ান্ন-মণ-ভারবাহী একটা লরি পিপে আর বস্তায় বোঝাই হয়ে রওনা হয়ে গেল সরাইখানাটা থেকে। ততক্ষণে বাড়িটাকে ঘিরে উৎসুক এক জনতার ভিড় জমে উঠেছে।

মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভ্‌না কোরচাগিনা গরমকালে একদিন বাড়ি ফিরে এল তার জিনিসপত্রের ছোট্ট পুঁটুলিটা নিয়ে। পাভেলের ঘটনাটা আরটেমের কাছে শুনে ভয়ানক কান্নাকাটি করল সে। জীবনটা এখন তার কাছে শূন্য আর নীরস হয়ে উঠেছে যেন। কাজের চেষ্টায় ঘুরতে হচ্ছে তাকে। কিছুদিনের মধ্যেই সে লাল-ফৌজের লোকদের জামাকাপড় কেচে দেবার জন্যে বাড়িতে আনা শুরু করল, তারা তাকে মজুরি বাবদ নগদ পয়সার বদলে সৈন্যদের জন্যে বরাদ্দ খাবার দেয়।

একদিন সে জানলার বাইরে আরটেমের পায়ের শব্দ শুনল—শব্দটা যেন অন্যদিনের চেয়ে একটু দ্রুত। দরজাটা ঠেলে চৌকাঠের ওপর থেকেই আরটেম ঘোষণা করল: "পাভ্‌কার কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি।"

পাভেল লিখেছে:

> "প্রিয় ভাই আরটেম, আমি বেঁচে আছি, তবে খুব একটা ভালো নেই। কোমরের নিচে একটা গুলি বিঁধেছিল, অবশ্য সেরে উঠছি ক্রমশই। ডাক্তার বলছেন, হাড়টা অক্ষতই আছে। সুতরাং আমার জন্যে ভেবো না, ঠিক হয়ে উঠব আমি। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর আমি ছুটি পেতে পারি, তখন কিছুদিনের জন্যে একবার বাড়ি যাব। আমি মার ওখানে যাবার ব্যবস্থা করে উঠতে পারি নি। আমি কমরেড কোতোভ্‌স্কি-পরিচালিত ঘোড়সওয়ার-বাহিনীতে ঢুকেছি। তুমি তাঁর নাম শুনেছ নিশ্চয়ই, বীরত্বের জন্যে বিখ্যাত তিনি। তাঁর মতো লোক আমি আর দেখি নি, আমাদের এই কম্যান্ডার কোতোভ্‌স্কির প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা জন্মেছে। মা কি ইতিমধ্যে বাড়ি ফিরেছেন? ফিরে থাকলে তাঁকে আমার ভালবাসা জানিও। আমার জন্যে তোমার যা যা অসুবিধে ঘটেছে, তার জন্যে মাপ কোর। ইতি, তোমার ভাই পাভেল।
>
> পুনশ্চঃ আরটেম, দয়া করে বন-পরিদর্শকের বাড়ি গিয়ে এই চিঠি-টার কথা একবার বলে এসো।"

মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভ্‌না পাভেলের চিঠিখানা নিয়ে অনেক চোখের জল ফেলল। মাথা-মোটা ছোঁড়াটা হাসপাতালের ঠিকানাটুকু পর্যন্ত জানায় নি।

স্টেশনের যে সবুজ-রঙের রেল-গাড়িটার গায়ে লেখা আছেঃ "রাজনৈতিক বিভাগের আন্দোলন ও প্রচার-দপ্তর", সার্জি আজকাল সেখানে ঘন ঘন যাতায়াত করে। প্রচার ও আন্দোলন বিভাগের এই গাড়ির একটা কামরায় উস্তিনোভিচ্‌ আর ইগ্‌নাতিয়েভার অফিস। সার্জি এলেই তাকে দেখে ইগ্‌নাতিয়েভা ঠোঁটে সদাসর্বদা ধরে থাকা সিগারেটের ফাঁকে পরিচিতের হাসি হাসে।

রিতা উস্তিনোভিচের সঙ্গে জেলা-কম্‌সোমল-কমিটির সম্পাদকের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। উস্তিনোভিচের সঙ্গে প্রতিবার কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর চলে আসার সময়ে বই আর কাগজপত্রের বাণ্ডিল ছাড়া অস্পষ্ট একটা খুশির অনুভূতিও সার্জি বয়ে আনে মনে মনে।

আঞ্চলিক রাজনৈতিক বিভাগের খোলা থিয়েটারটায় প্রতিদিন বিস্তর শ্রমিক আর লাল-ফৌজের লোকের সমাবেশ হচ্ছে। বারো নম্বর ফৌজী-বাহিনীর প্রচার-ট্রেনটা সর্বাঙ্গে উজ্জ্বল রঙের পোস্টার সেঁটে স্টেশনের এক ধারে দাঁড়িয়ে আছে, দিনে চব্বিশ ঘণ্টাই কর্মমুখর সেটা। ভেতরে একটা ছাপাখানা বসানো হয়েছে, সেখান থেকে নিরবচ্ছিন্ন স্রোতে ছেপে বেরিয়ে আসছে খবরের কাগজ, পুস্তিকা, ঘোষণাপত্র ইত্যাদি। লড়াইয়ের ফ্রন্ট্‌ এখান থেকে কাছাকাছি।

একদিন বিকেলে সার্জি থিয়েটারে হঠাৎ এসে পড়ে একদল লাল-ফৌজের লোকের সঙ্গে রিতাকে দেখতে পেল। সেদিন রাত্রে স্টেশনে রাজনৈতিক বিভাগের লোকদের থাকার জায়গায় রিতাকে পৌঁছে দেবার সময় সার্জি হঠাৎ বলে উঠল, "কমরেড রিতা, সব সময়েই তোমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করে কেন বলো তো? তোমার সঙ্গে যতক্ষণ থাকি, এতো ভালো লাগে! তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর প্রতিবারই মনে হয় যেন আমি একটানা চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ করে যেতে পারি।"

রিতা দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বলল, "দ্যাখো, কমরেড ব্রুঝাক্‌, এসো একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক ঃ আর কখনো এমন ধারা কাব্যি করে কথা বোলো না যেন। ওসব আমি পছন্দ করি নে।"

ধমক-খাওয়া ইস্কুলের ছেলের মতো লজ্জায় লাল হয়ে উঠে সার্জি বলল, "আমি তো সেরকম কিছু বলি নি। ভেবেছিলাম আমরা বন্ধু দু-জনে। ...আমি তো প্রতিবিপ্লবী কোনো কথা বলি নি, বলেছি কি? বেশ, কমরেড উস্তিনোভিচ, আমি আর একটা কথাও বলব না!"

তাড়াতাড়ি কোনো রকমে রিতার করমর্দন করেই সে বিদায় নিয়ে প্রায় দৌড়ে ফিরে গেল শহরের দিকে।

বেশ কয়েকদিন আর সার্জি যায় নি স্টেশনের দিকে। ইগ্‌নাতিয়েভা তাকে আসতে বললেও সে কাজে ব্যস্ততার দোহাই পেড়ে গেল না। সত্যিই সে কাজে ব্যস্ত ছিল।

একদিন রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে শুদিক গুলিতে আহত হল। যে-রাস্তা দিয়ে সে যাচ্ছিল, সেই পাড়াটায় চিনিকলের ওপরওয়ালা পোলিশ্ কর্তাব্যক্তি-দেরই বেশির ভাগ বসবাস। খানাতল্লাশী চালিয়ে কিছু অস্ত্রশস্ত্র আর 'স্ত্রেলেৎস্' নামে একটি দলের কাগজপত্র পাওয়া গেল। এই দলটির সংগঠক পোল্যান্ডের সামরিক নেতা ও 'পোলিশ লিজিয়ন্'-এর কর্তা পিল্সুদ্স্কি।

বিপ্লবী কমিটিতে একটা সভা ডাকা হয়েছিল। উস্তিনোভিচ উপস্থিত। সে একপাশে সার্জিকে ডেকে শান্ত গলায় বলল, "তোমার ঠুন্‌কো আত্মাভি-মানে ভারি ঘা লেগেছে দেখ্ছি? ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলোকে টেনে এনে তুমি তোমার কাজকর্মের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে চাও? তা চলবে না, কমরেড।"

অতএব সার্জি আবার আগেকার মতো স্টেশনে সেই সবুজ রঙের রেল-গাড়িটায় যাতায়াত শুরু করল।

একটা জেলা-সম্মেলনে উপস্থিত ছিল সার্জি। দুদিন ধরে জোরালো তর্কবিতর্কে যোগ দিল সে। তারপর তৃতীয় দিনে সম্মেলনের অন্যান্য প্রতি-নিধিদের সঙ্গে গেল নদীর ওপারে বনের মধ্যে—পুরো একটা দিন-রাত্রি কাটল সেখানে একটা বোম্বেটে দলের সঙ্গে লড়াই করে। এই দলটার নেতা জারুদ্নি নামে পেত্লিউরার একজন সামরিক অফিসার, লোকটাকে তখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা যায় নি।

ফিরে এসে ইগ্নাতিয়েভার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সেখানে উস্তিনো-ভিচ্‌কেও দেখতে পেল সে। পরে তাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়ে বিদায় নেবার সময়ে সে তার হাতখানা জোরে চেপে ধরল। ক্রুদ্ধ উস্তিনোভিচ্ টেনে ছাড়িয়ে নিল হাতখানা। আবার সার্জি প্রচার-আন্দোলনের রেলগাড়িটায় যাতায়াত বন্ধ করে দিল বেশ কিছু দিনের জন্যে, রিতাকে এড়িয়ে চলতে লাগল, কাজ পড়লেও গেল না। তার এরকম ব্যবহারের জন্যে রিতা কৈফিয়ত চাওয়ায় সে কাটা কাটা জবাব দিল, "তোমার সঙ্গে কথা বলে লাভ? বললেই তো আমাকে হয় শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতক, না হয় ঠুন্‌কো আত্মাভিমানী আর না হয় ওই রকম একটা কিছু বলে গাল দেবে।"

ককেশীয় লাল-ঝাণ্ডা বাহিনীর ট্রেনটা স্টেশনে এসে থামল। রোদে পোড়া গায়ের রঙ তিনজন কম্যান্ডার এসে উঠল বিপ্লবী কমিটিতে। তাদের মধ্যে লম্বা, ছিপ্ছিপে, কোমরে পেটাই করা রুপোর পাতের বেড়্ আঁটা একজন সরাসরি দোলিনিকের কাছে এসে এমন গলায় দাবি জানালো যে তার হুকুম না মানার কোনো প্রশ্নই ওঠে নাঃ "কোনো ওজর চলবে না, এক-শো গাড়ি খড় যেমন করে হোক জোগাড় করে দিতেই হবে। ঘোড়াগুলো আমাদের না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে।"

সুতরাং খড় জোগাড় করে আনার জন্যে সার্জিকে পাঠানো হল দুজন লাল-ফৌজের লোকের সঙ্গে। একটা গ্রামে একদল 'কুলাক্' তাদের আক্রমণ করল। লাল-ফৌজের লোক দুজনের হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে তারা নির্মম প্রহার দিয়ে ছাড়ল তাদের। ছেলেমানুষ বলে সার্জির ঠেঙানিটা অল্পের ওপর দিয়ে গেল।

গরীব চাষীদের কমিটির লোকজন তাদের তিনজনকে গাড়ি করে পেঁছে দিয়ে গেল শহরে।

একটা সশস্ত্র ফৌজীদলকে পাঠানো হল সেই গ্রামে, পরের দিনই খড় এসে পেঁছে গেল।

ব্যাপারটা বাড়িতে জানিয়ে সবাইকে দুশ্চিন্তায় ফেলার ইচ্ছে তার ছিল না। তাই সার্জি এই বিপত্তির ফলাফলটুকুর হাত থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ সারিয়ে না তোলা পর্যন্ত ইগ্‌নাতিয়েভার ওখানেই থেকে গেল। রিতা উস্তিনোভিচ্‌ তাকে একবার এখানে দেখতে এসে সেই প্রথমবার তার হাত দুটি এমন নিবিড় আবেগে আর সস্নেহে চেপে ধরল যে সার্জি নিজে হলে এরকম করতে সাহস করত না।

গ্রীষ্মের বিকেলে একদিন সার্জি প্রচার-আন্দোলনের রেলগাড়িটায় এল রিতার সঙ্গে দেখা করতে। পাভেলের চিঠিখানা সে তাকে পড়ে শুনিয়ে তার এই বন্ধুটির সম্বন্ধে অনেক কিছু বলল, বেরিয়ে আসার সময় পেছন ফিরে বলল, "বনের ধারে গিয়ে একবার হ্রদটায় একটা ডুব দিয়ে নেব ভাবছি।"

কাজ করতে করতে মুখ তুলে রিতা বলল, "একটু দাঁড়াও, আমিও যাব।"

আয়নার মতো মসৃণ আর শান্ত হ্রদটা। উষ্ণ টল্‌টলে জলে আরামের আমন্ত্রণ।

রিতা হুকুম দিল, "তুমি ওই রাস্তাটার ধারে দাঁড়াও গিয়ে। আমি এবার জলে নামব।"

সাঁকোটার পাশে একটা শান-বাঁধানো জায়গায় বসে পড়ে সার্জি সূর্যের দিকে তার মুখটা তুলে ধরল। পেছনে রিতার জলে ঝাঁপাঝাঁপির শব্দ তার কানে আসছে। এমন সময়ে হঠাৎ দেখতে পেল, প্রচার-ট্রেনের সামরিক কমিসার চুঝানিন আর তোনিয়া তুমানোভা রাস্তা বেয়ে হাত ধরাধরি করে আসছে। কেতাদুরস্ত চামড়ার কোমর-বন্ধনী লাগানো অসংখ্য ফিতে আঁটা সুন্দর সামরিক উর্দি-পরা আর ক্রোম-চামড়ার মচ্‌মচে বুট পায়ে চুঝানিনকে দেখাচ্ছে দিব্যি চৌকস্‌ ছোক্‌রা। তোনিয়ার সঙ্গে গভীর মনযোগের সঙ্গে কথা কইছে সে।

তোনিয়াকে চিনল সার্জি—এই মেয়েটাই তাকে পাভেলের চিঠি এনে দিয়েছিল। তোনিয়াও তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে এগিয়ে আসছে—যেন তাকে কোথায় দেখেছে মনে করার চেষ্টা করছে। সাম্‌নাসাম্‌নি যখন এসে পড়ল ওরা, তখন সার্জি পকেট থেকে কয়েকদিন আগে পাওয়া পাভেলের চিঠিখানা বের করে তোনিয়ার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, "এক সেকেন্ড, কমরেড। আমার এই চিঠিটায় তোমার সম্বন্ধেও কিছু কথা আছে।"

চুঝানিনের কাছ থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে চিঠিটা নিল তোনিয়া—পড়বার সময় তার হাতের মধ্যে কাগজের টুক্‌রোটা অল্প একটু কেঁপে গেল। সার্জিকে চিঠিখানা ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ওর আর কোন খবর জানো ?"

"না।"

সেই মুহূর্তে রিতার পায়ের নিচে পাথরের নুড়িতে শব্দ বাজ্‌তেই চুঝানিন

তাকে দেখে তোনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে নিচু গলায় বলল, "চলো, যাওয়া যাক।" চুঝানিন এতক্ষণ রিতাকে লক্ষ্য করেনি।

কিন্তু রিতার বিদ্রূপ আর ভর্ৎসনায় ভরা স্বরে থেমে পড়ল সে।

"কমরেড চুঝানিন! ট্রেনে ওরা তোমাকে সারাদিন ধরে খুঁজছে।"

বিরক্তিভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে চুঝানিন কর্কশ গলায় বলল, "ঠিক আছে, আমাকে না হলেও চালিয়ে নেবে 'খন।"

তোনিয়া আর সামরিক কমিসার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে রিতা শুক্‌নো গলায় মন্তব্য করল, "এই অকর্মাটাকে এতদিনে বিদায় করে দেওয়াই উচিত ছিল।"

ওক-গাছের বিরাট উঁচু মাথাগুলো হাওয়ার দমকে নাড়া খেয়ে গোটা বনটায় একটা মর্মর ধ্বনি তুলেছে। হ্রদের বুক থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে একটা সতেজ মধুরতা। সার্জি উঠে পড়লো জলে নামবার জন্যে।

সাঁতার কেটে ফিরে এসে দ্যাখে, রাস্তার অদূরে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর রিতা বসে আছে। কথা বলতে বলতে তারা বনের গভীরে চলে এল ঘুরতে ঘুরতে, লম্বা ঘন ঘাসে ঘেরা একটা ফাঁকা জায়গায় একটু বিশ্রাম নেবার জন্যে বসল তারা। বনের চারিদিকে নিবিড় প্রশান্তি। ওক-গাছগুলো কানাকানি করছে নিজেদের মধ্যে। নরম ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে রিতা হাত দুটো বিছিয়ে নিল মাথার নিচে। লম্বা ঘাসের ফাঁকে তার সুঠাম পা দুটি আড়াল হল।

তার পায়ের দিকে চোখ পড়ল সার্জির। রিতার ভালো করে তালি মারা বুটজোড়ার দিকে লক্ষ্য করে সে নিজের গোড়ালি বেরিয়ে পড়া জুতোর ফাঁকটার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।

"হাসির কি দেখলে?" জিজ্ঞেস করল রিতা।

নিজের জুতোটার দিকে আঙুল দেখিয়ে সার্জি বলল, "এ রকম বুট পরে আমরা লড়াই করব কি করে?"

জবাব দিল না রিতা। একটা ঘাসের শীষ্ চিবুতে চিবুতে সে অন্য কথা ভাবছে বলে বোঝা গেল। শেষে বলল ঃ

"চুঝানিন-টা অতি বাজে পার্টি-সভ্য। আমাদের আর-সব রাজনৈতিক কর্মীরা ছেঁড়া জামাকাপড়ে ঘোরে, ও কিন্তু নিজেরটা ছাড়া আর কারুর কথা ভাবে না। আসলে ও পার্টির কেউ নয়।...যুদ্ধ-ফ্রন্টের অবস্থাটা খুব গুরুতর। এখনও দীর্ঘ আর প্রচন্ড লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে দেশকে।" একটু থেমে আবার বলল, "মুখের কথা আর বন্দুক—এই দুই দিয়েই আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, সার্জি। কম্‌সোমলের শতকরা পঁচিশ জন সভ্যকে ফৌজে যোগ দিতে হবে—কেন্দ্রীয় কমিটির এই সিদ্ধান্ত শুনেছ তো? আমার মনে হয়, এখানে আর বেশিদিন থাকার মেয়াদ আমাদের নেই।"

ওর কথা বলার মধ্যে সার্জি কি একটা নতুন সুর শুনতে পেয়ে বিস্মিত হল। রিতার কালো গভীর চোখের দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত বিচার-বিবেচনা চুলোয় দিয়ে বলে উঠতে ইচ্ছে হল—রিতার চোখদুটো যেন আয়নার মতো স্বচ্ছ। কিন্তু যথাসময়ে সে সামলে নিল নিজেকে।

কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে একটু উঠে রিতা জিজ্ঞেস করল, "তোমার পিস্তলটা গেল কোথায়?"

ক্ষোভের সঙ্গে কোমরবন্ধনীটা নাড়াচাড়া করে সার্জি বলল, "ওই 'কুলাক্'-দের দলটা ছিনিয়ে নিয়েছে।"

রিতা তার কোর্তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঝক্‌ঝকে একটা অটোম্যাটিক পিস্তল বের করে আনল। ওরা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে প্রায় পঁচিশ পা দূরে ফাঁপা গাছের গুঁড়ির দিকে পিস্তলের নলীটা উঁচিয়ে দেখিয়ে বলল, "ওই ওক-গাছটা দেখ্‌ছ তো?" বলেই প্রায় নিশানা না করেই সে চোখ-বরাবর পিস্তলটা তুলে ধরে গুলি করল। গুঁড়িটার গা থেকে খানিকটা বাকল গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ল নিচে।

"দেখ্‌লে তো?" নিজের কৃতিত্বে ভারি খুশি হয়ে সে আবার গুলি ছুঁড়ল। আর একবার গাছের খানিকটা বাকল গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ল ঘাসের বুকে।

"আচ্ছা, নাও", পিস্তলটা সার্জির হাতে দিয়ে ঠাট্টার সুরেই রিতা বলল, "দেখা যাক্ তোমার দৌড় কতদূর।"

তিনবার গুলি ছুঁড়ে একবার মাত্র তাগ্ মাফিক লাগাতে পারল সার্জি। প্রশ্রয়ের হাসি হাসল রিতাঃ "আমি ভেবেছিলাম, তাও পারবে না বুঝি।"

পিস্তলটা পাশে রেখে গা এলিয়ে দিল সে ঘাসের ওপর। তার নিটোল বুকের ওপরে টান টান হয়ে আছে কোর্তাটা।

কোমল গলায় সে বলল, "এখানে এসো, সার্জি।"

কাছে সরে এল সার্জি।

"আকাশটা দ্যাখো একবার। কী নীল! তোমার চোখেরও ওই রঙ। এটা কিন্তু ভালো নয়। চোখের রঙ হওয়া উচিত ধূসর—ইস্পাতের মতো। নীল রঙটা বড্ডো কোমল।"

তারপর হঠাৎ তার সোনালি চুলে ভরা মাথাটাকে টেনে নিয়ে রিতা তার ঠোঁটে চুমো খেল।

দু-মাস কেটে গেছে। শরৎকাল।

রাত্রি যেন গুঁড়ি মেরে মেরে এসে গাছগুলোকে সব কালো পর্দায় ঘিরে দিয়েছে। বিভাগীয় সদর দপ্তরের টেলিগ্রাফ ধরে যে লোকটি, সে ঝুঁকে পড়েছে তার যন্ত্রটার ওপরেঃ টরেটক্কা শব্দে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ফুটে উঠছে একটা সরু কাগজের ফালির ওপরে, আর সেটাকে আঙুলে পাক দিয়ে দিয়ে জড়িয়ে ধরে লোকটা ফুট্‌কি আর ড্যাশ্‌চিহ্নগুলিকে দ্রুত আক্ষরিক ভাষায় রূপান্তরিত করে চলেছেঃ

> "এক নম্বর বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং শেপেতোভ্‌কা-শহরের বিপ্লবী-কমিটির সভানেত্রীর প্রতিঃ এই তার পাবার দশ ঘণ্টার মধ্যে শহরের সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান অন্যত্র সরিয়ে ফেলুন। যুদ্ধফ্রন্টের উত্তর দিকে যে সৈন্যদল লড়াই করছে, তাদের অধিনায়কের নির্দেশ নেবার জন্যে একটা পল্টনকে শহরে রেখে যান। আঞ্চলিক সদর-দপ্তর, রাজনৈতিক বিভাগ এবং সমস্ত সামরিক প্রতিষ্ঠানকে বারাঞ্চেভ্ স্টেশনে স্থানান্তরিত করুন। এই নির্দেশ ঠিকমতো পালন করা হল কি-না, তা আঞ্চলিক সর্বাধিনায়ককে জানান।
>
> "(স্বাক্ষরিত)"

দশ মিনিট বাদেই একটা মোটর-সাইকেল তার গ্যাস-জ্বলা হেড-লাইটের আলোয় অন্ধকার চিরে শহরের ঘুমন্ত রাস্তা দিয়ে ছুটে চলল। হাঁফাতে হাঁফাতে এসে সেটা থামল বিপ্লবী-কমিটির বাড়ির সদরে। সাইকেল চালিয়ে যে এসেছে, সে দ্রুত পায়ে ভেতরে ঢুকে সভাপতি দোলিনিকের হাতে টেলিগ্রাম-খানা দিল। সঙ্গে সঙ্গে কর্মব্যস্ততায় মুখর হয়ে উঠল জায়গাটা। বিশেষ কাজের জন্যে নির্দিষ্ট বাহিনীর লোকজন প্রস্তুত হয়ে নিল তাড়াতাড়ি। এক ঘণ্টার মধ্যেই বিপ্লবী কমিটির জিনিসপত্রে বোঝাই হয়ে গাড়িগুলো শহরের পথে পথে ঘড়্ঘড়্ আওয়াজ তুলে চলল পোদোল্স্ক্ স্টেশনের দিকে। সেখান থেকে মালপত্রগুলো রেলগাড়িতে তুলে দেওয়া হল।

টেলিগ্রামের খবরটা শুনে সার্জি মোটর-সাইকেল-চালকের কাছে ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল, "আমাকে একটু স্টেশনে পৌঁছে দেবে, কমরেড?"

"চেপে বোসো পেছনে, কিন্তু সাবধান, আঁকড়ে ধরে থাকবে।"

প্রচার-আন্দোলনের গাড়িখানা ইতিমধ্যেই ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে দশ-বারো হাত দূরে রিতাকে দেখতে পেল সার্জি। তার কাঁধে হাত চেপে ধরে সে অনুভব করল, অত্যন্ত প্রিয় আর প্রয়োজনীয় একজন মানুষ আজ তার কাছ-ছাড়া হতে চলেছে। ফিস্ফিসিয়ে বলল, "বিদায় প্রিয় কমরেড রিতা! আবার একদিন না একদিন আমাদের দেখা হবেই। ভুলো না আমাকে।"

কান্নায় তার গলা ধরে আসছে বুঝতে পেরে পাছে কেঁদে ফেলে এই ভয়ে প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিল সে। এখুনি তার চলে যাওয়া দরকার। কি বলতে কি বলে ফেলবে ভেবে আর কোনো কথা না বলে সার্জি শুধু সজোরে রিতার হাত দুটো চেপে ধরল।

সকালে দেখা গেল শহরটা নির্জন, স্টেশন ফাঁকা। শেষ ট্রেনটা যেন বিদায়-ঘোষণায় সিটি বাজিয়ে বেরিয়ে গেছে। শহরে রেখে যাওয়া হয়েছে যাদের, সেই পশ্চাদ্রক্ষী সেনাদল রেল-লাইনের দুধারে তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

গাছের ডালগুলোকে রিক্ত করে দিয়ে হল্দে পাতাগুলো ঝরে পড়ছে। পড়ন্ত পাতাগুলো হাওয়ার ধাক্কায় গড়িয়ে গিয়ে মর্মর ধ্বনি তুলেছে পথের বুকে।

লাল-ফৌজের উর্দি একটা লম্বা কোট পরে, কাঁধের ওপর কার্তুজ-আঁটা ক্যাম্বিসের ফিতে ঝুলিয়ে সার্জি আরও বারোজন লাল-ফৌজের লোকের সঙ্গে চিনি-কলের সামনের চৌরাস্তায় পাহারায় খাড়া। পোলিশ্ সৈন্যদের আসার অপেক্ষায় রয়েছে তারা।

আভ্তোনোম্ পেত্রোভিচ্ তার পড়্শী জেরাসিম নিয়ন্তিয়েভিচ্-এর দরজায় কড়া নাড়ল। জেরাসিমের এখনও রাত্রির ঘুমের পোশাক ছাড়া হয় নি। দরজার ফাঁকে মুখটা বের করে শুধোয়, "কি ব্যাপার?"

রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছে লাল-ফৌজের সৈন্যরা—তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে আভ্‌তোনোম্‌ পেত্রোভিচ্‌ চোখ টিপে বলল, "ওরা চলে যাচ্ছে।"

জেরাসিম লিয়নতিয়েভ চিন্তিত মুখে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "পোলিশ্‌দের প্রতীক-চিহ্ন কি রকমের, জানো ?"

"এক-মুণ্ডুওয়ালা একটা ঈগল, যতদূর জানি।"

"কোন্‌ চুলোয় পাওয়া যেতে পারে সেটা, বলো দেখি ?"

বিব্রতভাবে তার মাথাটা একবার চুল্‌কে নিল আভ্‌তোনোম্‌ পেত্রোভিচ্‌। তারপর দু-এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, "এই এদের আর ভাবনা কি। স্রেফ্‌ পুঁজিপাটা গুটিয়ে নিয়ে কেটে পড়বে। আর তোমাকে আমাকে ভেবে মরতে হবে নতুন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টায়।"

নিঃস্তব্ধতা ভেঙে গেল মেশিন-গানের খটাখট্‌ আওয়াজে। স্টেশনের দিক থেকে হঠাৎ একটা ট্রেনের সিটি ভেসে এল। তারপরেই সেই দিক থেকেই শুন্‌তে পাওয়া গেল কামানের গুম্‌ গুম্‌ শব্দ। একটা ভারি গোলা অনেক উঁচু দিয়ে শূন্যে হাওয়া কেটে এসে প্রচণ্ড শব্দে আছ্‌ড়ে পড়ল চিনি-কলের ওপাশের রাস্তাটায়। এক রাশ নীল ধোঁয়ায় ঢেকে গেল রাস্তার ধারের ঝোপ-ঝাড়গুলো। নিঃশব্দে, গম্ভীর মুখে পেছনে হঠে আসা লাল-ফৌজের সেনাদল সারিবেঁধে চলেছে রাস্তা দিয়ে, যেতে যেতে ঘন ঘন পেছন ফিরে দেখে নিচ্ছে তারা।

সার্জির ঠাণ্ডা গাল বেয়ে এক ফোঁটা চোখের জল নেমে আসার চিহ্ন। তাড়াতাড়ি চোখটা মুছে ফেলে সার্জি আশেপাশের কমরেডদের চোরা-চাউনিতে দেখে নিল—কেউ যে তার চোখের জল লক্ষ্য করেনি সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে। সার্জির পাশাপাশি কুচকাওয়াজ করে চলেছে আন্তেক ক্লোপোতোওস্কি —করাত-কারখানার লম্বা রোগা একজন মজুর। তার রাইফেলের ঘোড়াটার ওপরে ধরে রেখেছে সে আঙুলটা। বিষণ্ণ-গম্ভীর আর চিন্তামগ্ন আন্তেকের সঙ্গে সার্জির চোখাচোখি হতেই এতক্ষণ যে ভাবনায় পীড়িত হচ্ছিল সে মনে মনে, সার্জিকে সেই কথাটা বলে উঠল সে ঃ

"ওরা আমাদের লোকজনদের ওপরে—বিশেষ করে আমার পরিবারের ওপরে —দারুণ অত্যাচার চালাবে, কারণ আমরা পোলিশ্‌। বল্‌বে, পোলিশ্‌ হয়েও কি-না আমি 'পোলিশ্‌ লিজিয়ন'-এর বিরুদ্ধে লড়ছি। নিশ্চয় ওরা আমার বুড়ো বাবাকে করাতকারখানা থেকে লাথি মেরে হাঁকিয়ে দিয়ে পিটিয়ে শেষ করবে। বাবাকে বলেছিলাম আমাদের সঙ্গে আসবার জন্যে, কিন্তু কিছুতেই সে পরিবারের আর-সবাইকে ছেড়ে আসতে চাইল না। আমার আর তর সইছে না ওই হারামজাদা শুয়োরগুলোকে হাতের মুঠোয় পাবার জন্যে!" প্রায় চোখের ওপরে নেমে আসা তার শিরস্ত্রাণটাকে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ঠেলে সরিয়ে দিল আন্তেক।

...বিদায়, শেপেতোভ্‌কা! তুমি অসুন্দর, অপরিচ্ছন্ন তোমার পথ-ঘাট, কুৎসিত তোমার ছোট ছোট বাড়িগুলো, বাঁকাচোরা এলোমেলো তোমার গলি-ঘুঁজি—তবু তুমি পুরাতনী, চিরপ্রিয়া। বিদায়, প্রিয়জনেরা—ভালিয়া, আর অন্যান্য কমরেডরা যারা গোপনে কাজকর্ম চালিয়ে যাবার জন্যে থেকে গেলো

তোমাদের সকলের কাছে বিদায় ! শাদা-কোর্তা 'পোলিশ লিজিয়ন' এগিয়ে আসছে —নির্মম, ভয়ঙ্কর, বেপরোয়া !

তেল-চিটে কোর্তা গায়ে রেলওয়ে-শ্রমিকরা বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল লাল-ফৌজের সেনাদলের চলে যাওয়ার দিকে।

"আমরা আবার আসব, কমরেড !"—বেদনার্ত মনে চেঁচিয়ে উঠল সার্জি।

অষ্টম অধ্যায়

ভোরের কুয়াশায় অস্পষ্ট নদীটা মন্থর স্রোতে বয়ে চলেছে। দুই তীরের মসৃণ নুড়িগুলোয় জলের চাপড় মৃদু শব্দ তুলছে। পাড়-ঘেঁষা চড়ার কাছে জলের গতি শান্ত, রুপোলি বুকে তার যেন ঢেউয়ের ওঠা-পড়া প্রায় নেই বলে মনে হয়। মাঝ-দরিয়ায় কিন্তু জলের স্রোত গভীর আর অশান্ত বেগে পাক খেয়ে খেয়ে বয়ে চলেছে। নীপারের এই মহিমাময় সৌন্দর্য গোগোল-এর রচনায় অমর হয়ে আছে। ডান দিকের উঁচু পাড়টা খাড়া নেমে গেছে জলে—যেন একটা পাহাড়ের অগ্রগতি থম্‌কে গেছে ফুঁসে ওঠা জলের প্রতিরোধে। ওপারে প্রায়-সমতল বাঁ-পাড়টার বুকে এখানে ওখানে বালিয়াড়ি—বসন্তকালে বন্যার শেষে নদীর জল সরে গিয়ে ওগুলো জেগে উঠেছে।

নদীর পাড়ে একটা ছোট গর্তের মধ্যে ভোঁতা-নলওয়ালা একটা ম্যাক্সিম-কামানের পাশে পাঁচজন লোক। সাত-নম্বর রাইফেল-বাহিনীর সামনের ঘাঁটি এটা। নদীর দিকে মুখ করে কামানটার সবচেয়ে কাছাকাছি বসে আছে সার্জি ব্রুঝাক।

গতকাল অবিশ্রাম লড়াইয়ের পরে নিতান্ত শ্রান্তক্লান্ত হয়ে পোলিশ গোলন্দাজ-বাহিনীর প্রচণ্ড গোলাগুলির ঝাপ্‌টায় হঠে গিয়ে তারা কিয়েভ্ ছেড়ে দিয়ে এসেছে। এখন নদীর বাঁ-পাড়ে এসে ঘাঁটি গেড়েছে।

এই পিছিয়ে আসা, প্রচণ্ড ক্ষতি স্বীকার এবং শেষ পর্যন্ত শত্রুর হাতে কিয়েভ্‌কে ছেড়ে দিয়ে আসার ফলে এরা ভয়ানক আঘাত পেয়েছে। সাত-নম্বর রাইফেল-বাহিনী অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে শত্রুপক্ষের ঘেরাও ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল। বনের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে মালিন-স্টেশনে রেল-লাইনের কাছে বেরিয়ে এসে তারা প্রচণ্ড একটা পাল্টা আঘাত হেনে পোলিশ্ ফৌজকে পিছু হঠিয়ে দিয়ে কিয়েভ্-এর পথ পরিষ্কার করে নিয়েছিল।

কিন্তু পরে সেই সুন্দর শহরটিকে ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়েছে বলে লাল-ফৌজের সৈন্যদের মনে দারুণ আফ্‌শোষ্।

লাল-ফৌজকে দার্‌নিত্‌সা থেকে হঠিয়ে দেবার পর পোলিশ সেনাবাহিনী এখন নদীর বাঁ-ধারে রেল-সাঁকোটার মুখে ছোট জায়গাটায় ঘাঁটি গেড়েছে। কিন্তু প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণের ফলে তাদের এর বেশি এগুনোর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

নদীর স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আগের দিনের ঘটনাগুলো সার্জি ভাবছিল মনে মনে।

গতকাল দুপুরে তার দল পোলিশ সৈন্যদের মুখোমুখি প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ চালায়। কালকেই সে প্রথম শত্রুর সঙ্গে সরাসরি হাতাহাতি লড়াই করেছে। রাইফেলের আগায় লাগানো লম্বা তলোয়ারের মতো ফরাসী বেয়নেট সামনে বাগিয়ে ধরে তার ওপরে লাফিয়ে পড়েছিল পোলিশ লিজিয়নের একজন সৈন্য—ছেলেমানুষ, মুখে তার দাড়িও গজায়নি। খরগোসের মতো লাফাতে লাফাতে সে সার্জির দিকে এগিয়ে এসে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলে চিৎকার করে উঠেছিল। এক মুহূর্তেরও ভগ্নাংশ সময়ের জন্যে সার্জি তার উন্মাদের মতো চোখ দুটো দেখতে পেয়েছিল। পরমুহূর্তেই পোলিশ্‌টার বেয়নেটের সঙ্গে সার্জির বেয়নেটের ঠোকাঠুকি হতেই চক্‌চকে ফরাসী বেয়নেটটা ছিট্‌কে পড়ে গিয়েছিল একপাশে। মুখ থুবড়ে পড়েছিল পোলিশ ছেলেটা...

হাত কাঁপে নি সার্জির। সে জানে—তাকে এরকম আরও অনেক মানুষ মারতে হবে। যে-সার্জি এতো নিবিড় মধুর আবেগে ভালবাসতে পারে, প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারে, সেই সার্জিকেই আবার হত্যাও করতে হতে পারে। তার স্বভাবের মধ্যে কোনোরকম নিষ্ঠুরতা নেই, সে প্রতিহিংসাপরায়ণ নয়। কিন্তু সে জানে যে তাকে এই সব বিপথচালিত শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই হবে—দুনিয়ার যতো পরগাছারাই ওদের মনের মধ্যে পাশবিক ঘৃণার একটা উত্তেজনা জাগিয়ে দিয়ে ঠেলে পাঠিয়েছে সার্জির দেশের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে। সুতরাং তাকেই—সার্জিকেই—আজ হত্যা করতে হবে যাতে সেইদিন দ্রুত এগিয়ে আসে যেদিন মানুষ আর মানুষকে মারবে না।

পারামোনভ্‌ আস্তে করে তার কাঁধে চাপড় মারলঃ "চলো, সার্জি, এবার যাওয়া যাক বরং। নইলে আবার ওরা আমাদের দেখে ফেলতে পারে।"

আজ এক বছর ধরে পাভেল কোরচাগিন দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে—কখনও ঘোরে মেশিন-গানের গাদা-গাড়িতে বা কামান-বওয়া খোলা গাড়িতে, কখনও ঘোরে ধূসর রঙের কান-কাটা একটা ছোট মাদি-ঘোড়ায় চেপে। সে এখন পরিণত-বুদ্ধি মানুষ, নানান্‌ কষ্টের মধ্যে দিয়ে অসুবিধে সয়ে সয়ে তার মন পরিণত, তার শরীর শক্ত-সমর্থ। কার্তুজ-আঁটা ভারি ফিতের ভারে তার গায়ের কোমল চাম্‌ড়ায় যে ফোস্‌কা পড়েছিল তা অনেকদিন হল সেরে গেছে, রাইফেল-ঝোলানো চাম্‌ড়ার ফালিটার নিচে কাঁধের ওপর কড়া পড়ে গেছে।

এই এক বছরে পাভেলের অনেক কিছু নিদারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছে। দেশের চতুর্দিকে কুচকাওয়াজ করে ফিরেছে সে তারই মতো ছেঁড়াখোঁড়া নোংরা পোশাক পরা হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে—সেই সব মানুষ, যাদের মনে নিজেদের শ্রেণীশক্তিকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে দুর্জয় দৃঢ়তার আগুন জ্বলছে। মাত্র দুবার সেই ঝড়ের ঝাপটার মধ্যে পাভেল উপস্থিত থাকতে পারে নি—প্রথমবার, যখন তার কোমরের নিচে গুলি বিঁধেছিল আর দ্বিতীয়বার, ১৯২০-র ফেব্রুআরির সেই নিদারুণ শীতে সে টাইফাস্‌-রোগে শয্যাশায়ী হয়ে গরমে-ঘামে ছট্‌ফট্‌ করছিল।

বারো নম্বর ফৌজের বিভিন্ন বাহিনীতে আর পল্টনে যত লোক পোলিশ মেশিন-গানের গুলিতে মারা পড়েছে, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি লোক মারা গেছে টাইফাস্-রোগে। সেই সময়ে বারো নম্বর ফৌজ গোটা উত্তর-ইউক্রেন জুড়ে বিরাট একটা এলাকায় লড়াই চালাচ্ছিল যাতে পোলিশরা আর এগুতে না পারে।

অসুখটা থেকে সেরে উঠতে না উঠতেই পাভেল এসে যোগ দিয়েছে তার সৈন্যদলে। তারা এখন কাজাতিন-উমান শাখা-রেললাইনের ওপরে ফ্রন্তোভ্কা স্টেশনটা রুখ্ছে। ফ্রন্তোভ্কা গ্রামটার চারিদিকে বন। ছোট একটা স্টেশন-ঘর আর তার চারপাশে কতকগুলো ফাঁকা কুঁড়েঘর নিয়ে জায়গাটা। তিন বছর ধরে পালা করে যুদ্ধ চলার ফলে এই অঞ্চলের স্বাভাবিক গ্রাম-জীবন একেবারে পর্যুদস্ত। বহুবার হাত-বদল হয়েছে এই ফ্রন্তোভ্কা।

আবার কতকগুলো গুরুতর ঘটনা ঘটতে চলেছে। বারো নম্বর ফৌজের সৈন্যসংখ্যা ভয়ানক রকম কমে গেছে, আংশিকভাবে তাদের সংগঠনও ভেঙে পড়েছে, পোলিশ সৈন্যবাহিনীর চাপে কিয়েভ পর্যন্ত পিছিয়ে এসেছে তারা—এমন সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর প্রজাতান্ত্রিক সরকার তার সমস্ত শক্তিকে সংহত করতে লেগেছে জয়োল্লাসে মত্ত বলশেভিক-বিরোধী পোলিশ সৈন্যদের ওপরে একটা মোক্ষম আঘাত হানবার জন্যে।

এক-নম্বর ঘোড়-সওয়ার বাহিনীকে সেই উত্তর-ককেশাস্ থেকে বদ্লি করে আনা হয়েছে একেবারে ইউক্রেনে। বহু যুদ্ধের আগুনে পোড়্-খাওয়া সব লোক এরা। সামরিক ইতিহাসে অতুলনীয় এক অভিযানে এদের লাগানো হবে। উমান-অঞ্চলে একে একে এসে জড়ো হয়েছে, চার-নম্বর, ছ-নম্বর, এগারো-নম্বর আর চোদ্দ-নম্বর ঘোড়-সওয়ার বাহিনী। এখানেই যুদ্ধের একটা চরম ফলাফল নির্ধারিত হবে। এখানে আসার পথে তারা মাখ্নো-র বোম্বেটে দলকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এসে, এবার যুদ্ধসীমান্তের পেছন-ঘাঁটিতে নিজেদের শক্তিকে সংহত করে নিচ্ছে।

সাড়ে-ষোলো হাজার ঘোড়সওয়ার—স্তেপ্-অঞ্চলের জ্বলন্ত সূর্যের আগুনে পোড়া, গিঁঠে-পড়া শরীর, সাড়ে-ষোলো হাজার যোদ্ধা-মানুষ।

এই শেষ মুহূর্তে শত্রুপক্ষ যেন এই চরম আঘাতটা ব্যর্থ করে দিতে না পারে, সেইটেই লাল-ফৌজের সর্বোচ্চ পরিচালনা-পরিষদের আর দক্ষিণ-পশ্চিম যুদ্ধফ্রন্টের সামরিক নেতৃত্বের সবচেয়ে গোড়াকার ভাবনা। এই বিরাট ঘোড়-সওয়ার বাহিনীটার যাতে ঠিকমতো সমাবেশ হতে পারে, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্যে সব রকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উমান-এর এই দিকটায় লড়াই বন্ধ রাখা হয়েছে। মস্কো থেকে খারকভ্-ফ্রন্টের সদর-দপ্তর পর্যন্ত আর সেখান থেকে চোদ্দ-নম্বর আর বারো-নম্বর সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর পর্যন্ত যোগাযোগের টেলিগ্রাফ-লাইন অবিরাম কর্মমুখর। অপারেটররা অনবরত সাংকেতিক ভাষার হুকুম-নির্দেশ নিতে ব্যস্ত: "ঘোড়-সওয়ার-বাহিনীর সমাবেশের দিক থেকে পোলিশ্দের নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দাও।" শুধু যখন মাঝে মাঝে পোলিশ্ সৈন্যদের এগিয়ে আসার ফলে বুদিয়নি-ঘোড়সওয়ার-বাহিনী বিব্রত হয়ে পড়ছে, তখনই কেবল শত্রুকে রুখবার জন্যে লড়াই চালানো হচ্ছে।

সৈন্যদের তাঁবুর একপাশে আগুনের কুণ্ডলী জ্বল্ছে লাল শিখার ফুল্কি

ছড়িয়ে। ধোঁয়ার রাশি পাক খেয়ে খেয়ে উঠে যাচ্ছে গুন্‌গুন শব্দ তোলা অস্থির মশার ঝাঁক তাড়িয়ে দিয়ে। জ্বলন্ত কুণ্ডলীটাকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে মানুষগুলো বসে আছে, আগুনের আলোয় একটা তামাটে আভা ফুটেছে তাদের মুখে। আগুনের ধারে ধারে বসানো নীল্‌চে-ধূসর গরম ছাইয়ের ওপর বসানো টিনের পাত্রে জল ফুট্‌ছে।

একটা জ্বলন্ত কাঠ থেকে আগুনের ফুল্‌কি হঠাৎ ছিট্‌কে বেরিয়ে এসে ওদের মধ্যে একজনের ঝাঁকড়া এলোমেলো চুলের ওপর পড়ল। মাথাটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সে বিরক্তিভরা গলায় বিড়বিড়িয়ে বলল, "ধুত্তোরি ছাই!" আগুনের পাশে আর-যারা বসেছিল, তাদের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে এক দমক হাসির রোল উঠল।

গরম সুতি-কাপড়ের কোর্তা পরা গোঁফ-ছাঁটা একজন মধ্যবয়েসী লোক তার রাইফেলের বাঁটটা পরীক্ষা করতে করতে বলে উঠল, "বই পড়ায় এতোই আত্মহারা ছেলেটা যে আগুনে পুড়লেও খেয়াল করে না।"

কে-একজন বলল, "কি পড়ছ আমাদের সবাইকে একটু শোনাও না, কোরচাগিন?"

লাল-ফৌজের ওই তরুণ সৈনিকটি মাথা থেকে এক গোছা পোড়া চুল টেনে নিয়ে মৃদু হাসল:

"সত্যিকারের একটা ভালো বই, কমরেড আন্দ্রোশ্‌চুক। শেষ না করে-আর কিছুতেই ছাড়তে পারছি না।"

কোরচাগিনের পাশের বোঁচা-নাক ছেলেটা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তার বোঁচ্‌কাটার ছেঁড়া-ফিতে মেরামত করছিল—সে জিজ্ঞেস করল, "বইটা কি সম্বন্ধে?" মোটা সুতোটা দাঁতে কেটে বাকিটা ছুঁচের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে তার শিরস্ত্রাণের ফাঁকে সেটাকে আটকে রেখে সে বলল, "যদি প্রেমের গল্প হয়, তাহলে শুনতে রাজি আছি।"

একটা হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল এই মন্তব্যে। মাত্‌ভিচুক তার ছোট করে ছাঁটা চুলওয়ালা মাথাটা তুলে সেই বোঁচা-নাক ছেলেটার দিকে একটা ধূর্ত ভঙ্গিতে চোখ-টিপে বলল, "প্রেম বড়ো ভালো জিনিস, সেরেদা। আর তোমার চেহারাটাও খাসা—একেবারে পটের ছবিটির মতো। তোমার পেছনে ছুটোছুটি করে মেয়েদের তো জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে যাবার জোগাড়। তোমার মতো এমন সুন্দর সুপুরুষের চেহারাতেও যে একটা ছোট খুঁত আছে, এইটে বড়ো দুঃখের কথা: নাকের বদলে তোমার মুখের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা দেড়-আনার মুদ্রা। কিন্তু সেটা সহজেই ঠিক করে নেওয়া যায়—এক রাত্তিরের জন্যে শুধু নাকের সঙ্গে একটা পাঁচ-সেরী 'নোভিত্‌স্কি'* বেঁধে ঝুলিয়ে রাখো, ব্যস্‌ সকালেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

ঠাট্টাটুকু শুনে এমন উচ্চকিত হাসি হেসে উঠল সবাই যে মেশিন-গান বইবার গাড়িগুলোর সঙ্গে বাঁধা ঘোড়াগুলো পর্যন্ত ঘাব্‌ড়ে গিয়ে ছট্‌ফটিয়ে উঠল।

---

* 'নোভিত্‌স্কি' এক ধরনের হাত-বোমা, প্রায় সাড়ে চার সের ওজন, কাঁটাতারের বেড়াজাল উড়িয়ে দেবার জন্যে ব্যবহার করা হয়।

সেরেদা গ্রাহ্য না করার ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে আড়চোখে তাকাল। তারপর বেশ অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে কপালের পাশে ঠোকা মেরে বলল, "মুখের সৌন্দর্যের চেয়ে মাথার মধ্যে কতটা ঘিলু আছে সেইটেই বড়ো কথা। এই তোমার কথাই ধরো—তোমার জিভ্‌টা তো বোল্‌তার হুলের মতো, কিন্তু বুদ্ধিটা তোমার গাধার চেয়ে এক বিন্দুও বেশি নয়, একটা কথার মানে বুঝতেই তোমার এক বেলা লেগে যায়।"

দু-জনে প্রায় মারামারি বেধে যায় আর-কি, এমন সময়ে বিভাগীয় কম্যান্ডার তাতারিনভ্ তাদের শান্ত করল, "আহা, রাগারাগি করছ কেন, ভাই? বরং ততক্ষণ কোরচাগিন আমাদের পড়ে শোনাক দেখি শোনার মতো কিছু কি-না।"

"সেই ভালো। শুরু করো, পাভ্‌লুশ্‌কা!" চারিদিক থেকে বলে উঠল বাকি সবাই।

একটা ঘোড়ার জিন আগুনের কাছাকাছি টেনে নিয়ে তার ওপর বসে পাভেল ছোট মোটা বইটা তার হাঁটুর ওপর রেখে পাতা ওল্‌টালোঃ

"কমরেড, বইটার নাম 'দি গ্যাডফ্লাই'। ফৌজের কমিসার বইটা আমাকে দিয়েছেন। খুব ভালো লাগছে আমার এটা পড়তে। তোমরা যদি চুপ করে বসে শোনো, তাহলে পড়তে পারি।"

"লাগাও, লাগাও! কিচ্ছু ভেবো না—কাউকে টুঁ শব্দটি করতে দেব না।"

কিছুক্ষণ বাদে রেজিমেন্ট-কম্যান্ডার কমরেড পুজিরেভ্‌স্কি তার কমিসারের সঙ্গে এদের অলক্ষ্যে আগুনের কুণ্ডলীটার কাছে ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে দেখে—একজন বই পড়ছে আর এগারো জোড়া চোখ তার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কমিসারের দিকে ফিরে ওদের দেখিয়ে কম্যান্ডার বললঃ

"আমাদের রেজিমেন্টের স্কাউট-দলের অর্ধেকই এখানে আছে দেখছি। এদের মধ্যে চারজন একেবারে সদ্য কম্‌সোমল থেকে এসেছে, বয়েসেও ছেলেমানুষ। কিন্তু এরা সকলেই খুব ভালো সৈনিক। যে ছেলেটা পড়ছে, তার নাম কোরচাগিন। আর ওই যে বসে আছে, যার চোখ দুটো নেক্‌ড়ে-বাচ্চার মতো, ওর নাম ইভান ঝার্‌কি। ওরা দুজনে বন্ধু, কিন্তু আবার ওদের দুজনের মধ্যে কাজের ক্ষেত্রে একটা নিঃশব্দ প্রতিযোগিতাও চলেছে সব সময়। কোরচাগিনই এ পর্যন্ত আমাদের দলে সবচেয়ে ভালো স্কাউট ছিল, কিন্তু এখন ঝার্‌কি ওর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। এখন ওরা রাজনীতি বোঝার চেষ্টা করছে—খুব কাজের হচ্ছে এটা। শুনলাম এই ছেলেদের নাম দেওয়া হয়েছে 'তরুণ প্রহরী'। ভারি জুত্‌সই হয়েছে নামটা, আমার মনে হয়।"

কমিসার জিজ্ঞেস করল, "যে পড়ছে, ওই কি এদের রাজনৈতিক নেতা?"

পায়ের গুঁতো মেরে ঘোড়াটা হাঁকিয়ে নিয়ে এগিয়ে এসে পুজিরেভ্‌স্কি বলল, "না। ক্র্যামার এদের রাজনৈতিক নেতা।"

"এই যে, কমরেডরা!" হেঁকে উঠল সে।

সবাই ফিরে তাকাল কম্যান্ডারের দিকে। সে ততক্ষণে জিন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে দলটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

"শরীরটাকে একটু গরম করে নিচ্ছ নাকি, ভাই?" দরাজ হাসি হেসে কথাটা বলার সময়ে তার ছোট অল্প-চেরা মঙ্গোলীয় চোখের আর শক্ত মুখের কড়া ভাবটুকু একেবারে মুছে গেল। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও কমরেডকে যেমন আন্তরিকতার

সঙ্গে অভ্যর্থনা জানায়, এরা সবাই ঠিক তেমনি ভাবে তাদের কম্যান্ডারকে এনে বসাল নিজেদের মধ্যে। কমিসার এগিয়ে যেতে চায়, তাই সে আর নামল না ঘোড়া থেকে।

খাপে-ভরা পিস্তলটা একপাশে সরিয়ে দিয়ে পুজিরেভ্স্কি কোরচাগিনের পাশে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করল, "একটা করে সিগারেট খাওয়া যাক? খুব ভালো খানিকটা তামাক আছে আমার কাছে।"

একটা সিগারেট পাকিয়ে ধরিয়ে নিয়ে সে কমিসারের দিকে ফিরে বলল, "তুমি এগোও, দোরোনিন। আমি একটু বসি। আমাকে সদর-দপ্তরে দরকার পড়লে জানিও।"

দোরোনিন চলে গেলে পুজিরেভ্স্কি পাভেলকে বলল, "আচ্ছা, পড়ে যাও, আমিও শুনব।"

শেষ পর্যন্ত পড়ার পর পাভেল বইটা হাঁটুর ওপরে নামিয়ে রেখে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে। কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলল না। সবাই ভাবছে 'গ্যাডফ্লাই'-এর বিয়োগান্ত পরিণতির কথাটা। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পুজিরেভ্স্কি রইল আলোচনা আরম্ভ হবার অপেক্ষায়।

নিস্তব্ধতা ভেঙে সেরেদা বলল, "বড়ো ভয়ানক কাহিনী। দেখা যাচ্ছে —পৃথিবীতে এমন মানুষও আছে। 'গ্যাড্ফ্লাই' যা করেছে, খুব কম লোকই তা পারে। কিন্তু মানুষ যখন লড়াই করবার মতো একটা আদর্শ খুঁজে পায়, তখন সে যে-কোনো কষ্ট সইবার মতো বলিষ্ঠতা অর্জন করে।" স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, দারুণ নাড়া খেয়েছে সেরেদার মন। বইটা তার মনে গভীর দাগ কেটেছে। আন্দ্রিউশা ফোমিচেভ্ রাগে গর্জে উঠল, "ওই যে পাদ্রীটা, যে ওর গলার মধ্যে একটা ক্রুশ ঢুকিয়ে দিয়ে 'গ্যাড্ফ্লাই'কে মারার চেষ্টা করেছিল, ওই হারামজাদা-টাকে হাতের কাছে পেলে পিষে মারতাম এখুনি!" —ফোমিচেভ্ বেলাইয়া-ৎসের্কভ্ থেকে এসেছে, সেখানে ও ছিল একজন মুচির সহকারী।

কাঠি দিয়ে একটা টিনের পাত্রকে আগুনের কাছাকাছি ঠেলে দিয়ে গভীর বিশ্বাস-ভরা গলায় আন্দ্রোশ্চুক বলল, "মরবার মতো একটা সত্যিকারের আদর্শ থাকলে মানুষ মরতে ভয় পায় না। আদর্শই মানুষকে শক্তি জোগায়। যা করছ ঠিকই করছ—এটা জানা থাকলে তুমি হাসি মুখে মরতে পারো। এইভাবেই লোকে বীর হয়ে ওঠে। আমি একটা ছেলেকে জানতাম, পোরাইকা নাম তার। ওডেসায় যখন জারের সৈন্যদল তাকে ঘিরে ধরল, সে একাই একটা গোটা পল্টনকে রুখ্‌ল যতক্ষণ পারে। তারপর ওরা তাকে বেয়নেটে বিঁধে ফেলবার আগেই সে একটা হাতবোমা ফাটিয়ে নিজেকে আর সেই সঙ্গে ওদের সবগুলোকে উড়িয়ে দিল। অথচ সে এমন কিছু অসাধারণ ছেলে ছিল না। বইয়ের গল্পে যাদের সম্বন্ধে পড়া যায়, ও মোটেই সেরকম ছিল না—যদিও ওকে নিয়ে গল্প লেখার মতন। আমাদের মধ্যে এরকম অসংখ্য বীর ছেলে আছে।"

টিনের পাত্রের ভেতরটা সে একটা চামচ দিয়ে নেড়ে ঠোঁট কুঁচ্কে একটু চেখে নিয়ে আবার বলতে লাগল:

"কেউ কেউ আছে, কুকুরের মতো অপমান সয়ে অসম্মানের মরণ যারা মরে। —ইজিয়াস্লাভ্-এর লড়াইয়ের একটা ঘটনার কথা বলি, শোন। গোরিন নদীর ধারে সেটা একটা পুরনো শহর, রাজারাজ্ড়াদের আমলে তৈরি হয়েছিল।

কেল্লার মতো করে তৈরি একটা পোলিশ্ গির্জা আছে ওখানে। শহরে ঢুকে আমরা তো বাঁকাচোরা সরু রাস্তাগুলো দিয়ে একজনের পেছনে আরেকজন সার বেঁধে যাচ্ছি। আমাদের ডান দিকটায় পাহারায় আছে একদল ল্যাট্ভিয়ান সৈন্য। বড়ো রাস্তাটায় পড়তেই দেখি একটা বাড়ির বেড়ার গায়ে জিন-লাগানো তিনটে ঘোড়া বাঁধা। আমরা তো ভাবলাম—যাক, এতক্ষণে জনকতক পোলিশ্ সৈন্যকে বাগানো গেছে! জন দশেক আমরা ছুটে ঢুকে পড়লাম আঙিনায়—আমাদের আগে আগে সেই ল্যাট্ভিয়ান্ সৈন্যদলের কম্যান্ডার দৌড়ালো তার মোজার-পিস্তলটা নাড়তে নাড়তে।

"সামনের দরজাটা খোলা। ভেতরে ঢুকে পড়লাম আমরা। কিন্তু দেখা গেল, পোলিশদের বদলে আমাদেরই তিনজন লোক রয়েছে সেখানে। খোঁজ-খবর নিয়ে আসবার জন্যে একটা টহলদার ঘোড়-সওয়ার-দল এরা। আমাদের আগেই এসে পোঁছেছে। যে দৃশ্যটা আমাদের চোখে পড়ল, সেটা মোটেই শোভন নয়। এই বাড়িতে যে পোলিশ্ অফিসারটি ছিল, তারই বউটার ওপরে ওরা অত্যাচার করছে। ল্যাট্ভিয়ান কম্যান্ডার ব্যাপারটা দেখে নিয়েই তার নিজের ভাষায় চিৎকার করে কি যেন বলল। তার সৈন্যরা এসে ওই তিনজন লোককে ধরে বাইরে টেনে আনল। ঘটনাটার সময়ে আমরা মাত্র দুজন ছিলাম রাশিয়ান, বাকি সবাই ল্যাট্ভিয়ান্। এই কম্যান্ডারটির নাম ব্রোদিস্। আমি ওদের ভাষা বুঝি না, কিন্তু বুঝতে পারলাম যে সে এই তিনজনকে খতম করে ফেলার জন্যে হুকুম দিয়েছে। এই ল্যাট্ভিয়ানরা ভারি দুর্ধর্ষ, কিছুতেই দমে না কখনও। তারা তো এই তিনজনকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল আস্তাবলের দিকে। স্পষ্টই দেখতে পেলাম, ওই তিনজন লোকের আর কিছুতেই পার নেই। ওদের মধ্যে একজনের খুব দশাসই লম্বা-চওড়া চেহারা, আমরা যখন ঘরে ঢুকি ঠিক তখনই সে একটা মগ বের করে এক পাত্র মদ চাচ্ছিল মেয়েটার কাছে। সে তো প্রাণপণে লাথি ছুঁড়ে যুঝ্ছে আর চেঁচিয়ে বল্ছে—একটা বাজে মেয়েমানুষের জন্যে তাকে গুলি করে মারার কোনো এক্তিয়ার তাদের নেই। অন্য দুজনও প্রাণভিক্ষা করছে।

"আমার তো ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে উঠল। ব্রোদিস-এর কাছে ছুটে গিয়ে বললাম, 'কমরেড কম্যান্ডার, সামরিক আদালতের ওপরে ওদের বিচারের ভার ছেড়ে দাও, তুমি কেন ওদের রক্তে নিজের হাত নোংরা করতে যাচ্ছ? শহরে লড়াই শেষ হয় নি এখনও, এদিকে আমরা কেন এই জানোয়ারগুলোর জন্যে সময় নষ্ট করতে যাই?' সে তো আমার দিকে বাঘের মতো জ্বলন্ত চোখে তাকাল। সত্যি বলছি, কথাটা বলে ফেলেছি বলে আমার রীতিমত আফ্শোষ্ হল। পিস্তলটা আমার দিকেই বাগিয়ে ধরল সে। সাত বচ্ছর ধরে যুদ্ধ করছি, কিন্তু সেই মুহূর্তে যে আমার সত্যিই দারুণ আতঙ্ক হয়েছিল সে কথা স্বীকার করছি। দেখলাম, লোকটা আগে গুলি করে তারপরে যা শোনার শুনতে চায়। ভাঙা ভাঙা রাশিয়ান ভাষায় সে আমাকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে যা বলল, কোনো রকমে তার মানেটা বুঝলাম: 'আমাদের ঝাণ্ডা আমাদেরই রক্তের রঙে লাল। এই লোকগুলো গোটা লাল-ফৌজের কলঙ্ক। ডাকাতি করার একমাত্র শাস্তি—মৃত্যু!'

"দৃশ্যটা আর সহ্য করতে না পেরে আমি আঙিনাটা থেকে প্রাণপণে ছুটে

বেরিয়ে এলাম রাস্তায়, পেছনে গুলির শব্দ শুনলাম। বুঝলাম, খতম হয়ে গেল ওরা তিনজন। অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে গিয়ে যখন জুটলাম, ততক্ষণে শহরটা আমাদের দখলে চলে এসেছে।

"একেই বল্‌তে চাই কুকুরের মতো মরা—ওই তিনজন লোক সেইভাবেই মরেছে। ওদের তিনজনের ওই টহলদার-দলটি হচ্ছে মেলিতোপল্‌-এ যারা আমাদের পক্ষে যোগ দিয়েছিল তাদেরই একটি দল। এক সময়ে তারা মাখ্‌নোর দলে ছিল। ফাল্‌তু কয়েক জন লোক—এই আর কি!"

টিনের পাত্রটা পাশে রেখে আন্দ্রোশ্‌চুক তার রুটির থলিটা খোলা আরম্ভ করল।

"আমাদের লোকজনদের মধ্যে ও রকম জানোয়ারের সাক্ষাৎ মাঝে মাঝে মিলবে। তাদের সবাইকে ঢিট্‌ করা সম্ভব নয়। আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য সবাই বিপ্লবের পক্ষে। অথচ এদের জন্যেই আবার আমাদের বদনাম হয়। কিন্তু সেদিন আমরা যে দৃশ্যটা দেখেছিলাম তা অতি কুৎসিত। চট্‌ করে আমি ঘটনাটা ভুলব না।" চায়ে চুমুক দিয়ে সে তার বক্তব্য শেষ করল।

তাঁবুর লোকজন সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর রাত্রি গভীর হয়ে এসেছে। নিস্তব্ধতার মধ্যে সেরেদার নাক-ডাকানো বাঁশি শোনা যাচ্ছে। পুজিরেভ্‌স্কি ঘোড়ার জিনে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। দলের রাজনৈতিক নেতা ক্র্যামার শুধু বসে বসে নোটবুকে কি যেন লিখছে।

পরের দিন একটা টহলদারির কাজ থেকে ফিরে এসে পাভেল একটা গাছের ডালে তার ঘোড়াটাকে বেঁধে ক্র্যামারকে ডাকল। তার সবে মাত্র চা খাওয়া শেষ হয়েছে।

"শোনো, ক্র্যামার, আমি যদি এক-নম্বর ঘোড়সওয়ার বাহিনীতে বদ্‌লি হই, তাহলে কেমন হয়? দেখে শুনে মনে হচ্ছে, বড়ো রকম কিছু হবে ওদিকে। মজা দেখবার জন্যে তো আর ওদের জমায়েত করা হয় নি? আমাদের এদিকে তো বিশেষ কিছু হবে মনে হচ্ছে না।"

বিস্মিত হয়ে ক্র্যামার তাকাল তার দিকেঃ

"বদ্‌লি হতে চাও? সিনেমা দেখতে গিয়ে জায়গা বদল করার মতোই ফৌজেও দল বদল করা যায় বলে ভেবেছ না-কি?"

পাভেল বাধা দিয়ে বলল, "কিন্তু একজন সৈন্য কোথায় লড়াই করছে তাতে কি কিছু এসে যায়? আমি তো আর পেছনের ঘাঁটিতে গিয়ে বসে থাকছি না?"

কিন্তু ক্র্যামার সরাসরি এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত দিল।

"তাহলে ফৌজের শৃঙ্খলা থাকে কোথায়? তুমি মোটেই খারাপ ছেলে নও, পাভেল। কিন্তু কোনো কোনো ব্যাপারে তোমার চালচলন একটু নৈরাজ্য-বাদীর মতো। তোমার ইচ্ছে মতো সব কিছু করবে বলে ভেবেছ না-কি? তুমি ভুলে যাচ্ছ যে পার্টি আর কম্‌সোমল কঠিন শৃঙ্খলায় বাঁধা। সব আগে পার্টি। আমাদের মধ্যে যার যেখানে থাকা সবচেয়ে দরকার সেইখানেই তাকে থাকতে হবে, সে যেখানে থাকতে চায় সেখানে নয়। পুজিরেভ্‌স্কি তোমার বদ্‌লির দরখাস্ত একবার ফেরৎ দিয়েছে, মনে নেই? এই তো তোমার কথার জবাব।"

বলতে বলতে ক্র্যামার এতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছে যে এক দমক কেশে উঠল সে। লম্বা রোগা এই মানুষটা ছাপাখানার কর্মী ছিল, সিসের গুঁড়ো তার ফুস্‌ফুসের মধ্যে কায়েমি বাসা বেঁধেছে, মাঝে মাঝে তার রক্তহীন গালে একটা অস্বাস্থ্যকর লাল্‌চে আভা দেখা দেয়।

সে শান্ত হয়ে আসার পর পাভেল নিচু গলায় কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল, "যা বললে সবই ঠিক, কিন্তু তাহলেও আমি বুদিয়নি-বাহিনীতেই যাব।"

পরের সন্ধ্যেয় তাঁবুর পাশে আগুনের কুণ্ডলীর আড্ডায় দেখা গেল—পাভেল অনুপস্থিত।

পাশের গ্রামে পাহাড়ের ওপর একটা ইস্কুল-বাড়ির বাইরে বুদিয়নি-ঘোড়-সওয়ার বাহিনীর একদল লোক একটা বড়ো বৃত্ত তৈরি করে জড়ো হয়েছে। দৈত্যের মতো বিরাট দেহ একজন লোক একটা মেশিন-গানের ঠেলা-গাড়ির পেছনে বসে মাথার পেছনে টুপিটা ঠেলে দিয়ে অ্যাকর্ডিয়ন্ বাজাচ্ছে। তার অপটু আঙুল-চালনার ফলে যন্ত্রটা থেকে বেসুরো বেতালা নানারকম উচ্চকিত গোঙানির সুর বেরিয়ে আসছে—যেন যন্ত্রণায় কাত্‌রাচ্ছে বাজনাটা। পায়ের ওপর অবিশ্বাস্য রকমের চওড়া আর লাল রঙের চামড়ার পটি পরা আরেকজন চৌকস্ গোছের ঘোড়সওয়ার বৃত্তের মাঝখানে উন্মত্ত হয়ে 'হোপাক্'-নাচ নাচছে—কিন্তু নাচের সঙ্গে বাজ্‌না না মেলাতে লোকটা ভারি অসুবিধেয় পড়ে গেছে।

ঠেলা-গাড়িটার চারপাশে আর বেড়ার ধারে ধারে এসে উৎসুক চোখে জড়ো হয়েছে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা এই সৈন্যদের মজার ব্যাপার-ট্যাপার দেখবার জন্যে—সৈন্যদলটা কিছুক্ষণ আগেই ওদের গ্রামে ঢুকেছে।

"লাগাও দেখি হে তোপ্‌তালো! হ্যাঁ, পায়ের গুঁতোয় মাটি খুঁড়ে ফেল, তবে তো! ধাঁই ধপাধপ্—হ্যাঁ, একেই তো বলে নাচ, ভায়া! ওহে, বলি ও অ্যাকর্ডিয়ন-বাজিয়ে, জোরসে বাজাও না!"

কিন্তু অ্যাকর্ডিয়ন-বাজনদারের বিরাট মোটা আঙুলগুলো লোহার ঘোড়ার নাল অতি সহজে বেঁকিয়ে ফেলতে পারলেও, বাজ্‌নাটার চাবির ওপর সেগুলো অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে নড়াচড়া করতে লাগল।

একজন তামাটে রঙের ঘোড়সওয়ার সৈন্য ক্ষোভের সঙ্গে বলে উঠল, "মাখ্‌নোর ডাকাত-দলের হাতে আমাদের আফানাসি কুলিয়াব্‌কা মারা পড়াতে বড়ো দুঃখ হচ্ছে। ছেলেটা অতি চমৎকার অ্যাকর্ডিয়ন বাজাতে পারত। আমাদের দলের ডান-দিকের পাহারাদারিতে থাকত ও। আহা, মারা গেল ছেলেটা! খুব ভালো সৈনিক ছিল, আমাদের দলে এ পর্যন্ত সবার সেরা অ্যাকর্ডিয়ন-বাজনদার ছিল সে!"

পাভেল দাঁড়িয়েছিল জমায়েতের মধ্যে এক জায়গায়। শেষ কথাটা কানে গেল তার। ভিড় ঠেলে মেশিন-গানের ঠেলা-গাড়িটার কাছে এসে অ্যাকর্ডিয়নের হাপরটার ওপরে হাত রাখল সে। বন্ধ হয়ে গেল বাজ্‌নাটা।

অ্যাকর্ডিয়ন-বাজনদার ভ্রূকুটি করে জানতে চাইলঃ "কি চাও তুমি?"

তোপ্‌তালো থেমে পড়ল, ক্রুদ্ধ একটা গুঞ্জন উঠল ভিড়ের মধ্যে থেকে, "ব্যাপার কি?"

পাভেল বাজ্‌নাটা টেনে নিয়ে বলল, "দেখি একবার চেষ্টা করে।"

বুদিয়নি-ঘোড়সওয়ারটি এই লাল-ফৌজের পদাতিক সৈন্যটার দিকে একটু অবিশ্বাসভরা চোখে তাকিয়ে অনিচ্ছার সঙ্গে অ্যাকর্ডিয়ন ঝুলিয়ে দেবার ফিতেটা নিজের কাঁধ থেকে খুলে দিল।

অভ্যস্ত ভঙ্গীতে পাভেল তার হাঁটুর ওপর অ্যাকর্ডিয়নটা রেখে পাখার মতো খুলে ছড়িয়ে ধরল ভাঁজ-করা হাপরটা। তারপর যন্ত্রটার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল একটা পরিচিত গানের কলির মন-মাতানো ছন্দের মিষ্টি সুর-ঝঙ্কার ঃ

ধাঁই ধপাধপ্‌ ছোট্ট আপেল,
কোথায় পড়িস্‌ ঝরে ?
'চেকা' এসে কুড়িয়ে নেবে—
ওইখানে থাক্‌ পড়ে !

সুরের তালে তালে তোপ্‌তালো একটা বিরাট পাখির মতো দুই হাত ছড়িয়ে লাফিয়ে পড়ল বৃত্তের মাঝখানে—অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে পাক খেয়ে ঘুরে ঘুরে সুরের ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে নিজের হাঁটুতে, উরুতে, মাথায়, কপালে, জুতোর তলায় এবং শেষ পর্যন্ত মুখের ওপর চাপড় মেরে মেরে নাচতে লাগল।

অ্যাকর্ডিয়নটা দ্রুত থেকে দ্রুততর বেজে চলল মত্ত মন-মাতানো সুরে আর দম ফুরিয়ে না আসা পর্যন্ত উদ্দাম ভঙ্গীতে পা ছুঁড়ে লাট্টুর মতো পাক খেয়ে খেয়ে বৃত্তটার চারিদিকে নেচে চলল তোপ্‌তালো।

১৯২০-র ৫ই জুন কয়েকটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রচণ্ড লড়াইয়ের শেষে জেনারেল বুদিয়নির এক-নম্বর ঘোড়-সওয়ার বাহিনী তৃতীয় আর চতুর্থ পোলিশ বাহিনীর মাঝখান দিয়ে শত্রুব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে গেল। তাদের এগিয়ে যাবার পথে বাধা দেবার জন্যে পোলিশ্‌ জেনারেল সাউইকি-র অধীনে যে ঘোড়সওয়ার-দলটি মোতায়েন ছিল, সেটাকে ধ্বংস করে দিয়ে বন্যার মতো এগিয়ে চলল রুঝিনির দিকে।

পোলিশ সামরিক নেতারা তাড়াতাড়ি করে একটা প্রতি-আক্রমণ দল গড়ে তুলে সেটাকে খাড়া করে দিল ব্যূহ যেখানে ভেঙে গিয়েছিল সেইখানে। পগ্রেবিশ্‌চ্‌ স্টেশন থেকে লড়াইয়ের জায়গাটায় পাঁচটা ট্যাঙ্ক্‌ তাড়াতাড়ি এনে ফেলা হল। কিন্তু পোলিশ্‌রা যেখান থেকে আক্রমণ চালাবে বলে স্থির করেছিল, বুদিয়নি-বাহিনী সেই জারুদ্‌নিত্‌সি-র পাশ কাটিয়ে গিয়ে পোলিশ্‌দের পেছনের ঘাঁটিতে পৌঁছে গেল।

পোলিশ্‌দের এই পেছনের ঘাঁটির দিকে কাজাতিন হচ্ছে সবচেয়ে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা—এক-নম্বর ঘোড়সওয়ার বাহিনী সেইদিকেই এগুবে বলে পোলিশ্‌ নেতৃত্ব ধরে নিয়েছিল। পেছন দিক থেকে তাদের ওপর হাম্‌লা চালাবার হুকুম দিয়ে পোলিশ্‌ জেনারেল কর্‌নিকি-র ঘোড়সওয়ার-সেনাদলকে পাঠানো হল বুদিয়নি-বাহিনীকে আক্রমণ করবার জন্যে। এর ফলে কিন্তু পোলিশ্‌দের অবস্থাটার বিশেষ উন্নতি ঘটল না। তারা অবশ্য ভাঙা ব্যূহটা

জুড়ে দিয়ে বুদিয়নি-বাহিনীকে দু-ভাগে বিচ্ছিন্ন করে দিতে সমর্থ হল। কিন্তু আবার নিজেদের সৈন্যসারির পেছনে শক্তিশালী একটা শত্রু ঘোড়সওয়ার-বাহিনীর উপস্থিতির ফলে তাদের পেছনের ঘাঁটিগুলো ধ্বংস হয়ে যাবার ভয় আছে। বুদিয়নির ঘোড়সওয়ার-বাহিনী সেখান থেকে কিয়েভ্-এ পোলিশ্-ফৌজের আরেক অংশের ওপর গিয়ে হঠাৎ আক্রমণ চালাতে পারে—এই সব সম্ভাবনার ফলে পোলিশ্ ফৌজের অবস্থাটা খুবই অনিশ্চিত।

এগিয়ে যাবার পথে লাল-ফৌজের ঘোড়সওয়ার-দলগুলি পোলিশ্‌দের পালাবার পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্যে ছোট ছোট রেল-সাঁকোগুলো উড়িয়ে দিয়ে আর রেল-লাইন উপ্‌ড়ে ফেলতে ফেলতে চলল।

পোলিশ্‌দের সামরিক দপ্তর যে ঝিতোমির-এ (আসলে গোটা পোলিশ্ যুদ্ধ-ফ্রন্টের সদর দপ্তরটাই সেখানে)—এ খবরটা পোলিশ্ যুদ্ধবন্দীদের কাছে জানতে পেরে, এক-নম্বর ঘোড়সওয়ার-বাহিনীর কম্যান্ডার ঝিতোমির আর বের্দিচেভ্ দুটো জায়গাই দখল করবে বলে ঠিক করল—এই দুটোই গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে জংশন আর শাসন-কেন্দ্র। সাতই জুনের ভোরে চার-নম্বর ঘোড়-সওয়ার-বাহিনী পুরো বেগে এগিয়ে চলল ঝিতোমির-এর দিকে।

পাভেল কোরচাগিন ঘোড়ায় চেপে চলেছে এদের একটা সৈন্যদলের সঙ্গে তাদের ডানদিকের রক্ষী হিসেবে—মৃত অ্যাকর্ডিয়ন-বাজনদার কুলিয়াব্‌কার জায়গায় তাকে নেওয়া হয়েছে। সৈন্যদের সমবেত অনুরোধে তাকে এই দলটায় ঢুকিয়ে নেওয়া হয়েছে, এমন চমৎকার একজন অ্যাকর্ডিয়ন-বাজিয়েকে তারা হাত-ছাড়া করতে চায়নি।

মুখে ফেনা-ওঠা ঘোড়াগুলিকে না থামিয়ে তারা ঝিতোমির-এ ঢুকে পড়ল ফালের আকারে ছড়িয়ে—সূর্যের আলোয় তাদের খোলা তলোয়ারগুলো ঝিক্‌মিক্ করছে।

খুরের শব্দে মাটি কেঁপে উঠছে, সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে ঘোড়াগুলো, রেকাবে পা রেখে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠছে মানুষগুলো।

পায়ের নিচে দ্রুত মাটি সরে যাচ্ছে। বাগান আর ময়দানে সাজানো মস্ত শহরটা ফৌজিদলটার দিকে সামনে এগিয়ে আসছে। ঘোড়সওয়ার-বাহিনী বন্যার স্রোতের মতো বাগানগুলোর পাশ দিয়ে এসে পড়ল শহরের কেন্দ্রে—মৃত্যুর মতো দুরপনেয় একটা ভয়ংকর যুদ্ধের ধ্বনিতে ভরে উঠল আকাশ-বাতাস।

এই হঠাৎ আক্রমণে পোলিশ্‌রা এতোই হতচকিত হয়ে পড়ল যে তারা বিশেষ কিছু প্রতিরোধ দিয়ে উঠতে পারল না। স্থানীয় রক্ষী-সেনাদল একেবারে গুঁড়িয়ে গেল।

পাভেল কোরচাগিন তার ঘোড়াটার কাঁধের ওপর দিয়ে নিচু হয়ে ঝুঁকে বেগে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছে, তার পাশে ছুটে চলেছে তোপ্‌তালো একটা কালো সরু-পা-ওয়ালা ঘোড়ায় চেপে। এই দুঃসাহসী ঘোড়সওয়ারটি এক সময়ে তলোয়ারের অভ্রান্ত লক্ষ্যে একটি আঘাতেই একজন পোলিশ্ সৈন্যের মাথা উড়িয়ে দিল, লোকটা তার কাঁধে বন্দুক তুলে নেবারও সময় পেল না।—পাভেল দেখল দৃশ্যটা।

রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে তাদের ঘোড়াগুলো, লোহার নাল লাগানো খুরের

শব্দ উঠছে পাথরের বুকে। তারপরে একটা মোড়ের মাথায় তারা একেবারে মুখোমুখি একটা মেশিন-গানের সামনে এসে পড়ল—ঠিক রাস্তার মাঝখানে বসানো রয়েছে মেশিন-গানটি, নীল রঙের উর্দি পরা চৌকনো টুপি মাথায় তিনজন পোলিশ্ তার ওপর ঝুঁকে রয়েছে। চতুর্থ একজন লোকও রয়েছে, তার কোটের গলার বেড়ে সোনার কারুকার্য, সে পাভেল আর তোপ্‌তালোর দিকে তার মোজার-পিস্তলটা বাগিয়ে ধরল।

তোপ্‌তালো বা পাভেল কেউই তাদের ঘোড়ার গতিবেগ রুখতে না পেরে এসে পড়ল মেশিনগানের ওপরে একেবারে মৃত্যুর গহ্বরের মধ্যে। অফিসারটি পিস্তলের গুলি ছুঁড়ল পাভেলকে লক্ষ্য করে—কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। পাভেলের গাল ঘেঁষে গুলিটা সাঁ করে বেরিয়ে গেল, পরমুহূর্তেই অফিসারটির মাথা ঠুকে গেল পাথর-বাঁধানো রাস্তার ওপরে—ঘোড়াটার গতিবেগের ধাক্কায় সে চিৎপাত হয়ে পড়েছে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই মেশিনগানটা বর্বর আর উন্মত্তভাবে দ্রুত-ক্রমান্বয়ে গর্জে উঠল আর ডজনখানেক জ্বলন্ত সীসের বোল্‌তার কামড়ে মুখ থুব্‌ড়ে মাটিতে পড়ে গেল তোপ্‌তালো আর তার কালো ঘোড়াটা।

পাভেলের ঘোড়াটা পেছনের পায়ে ভর করে খাড়া দাঁড়িয়ে উঠে একটা আতঙ্কের হাঁক ছেড়ে ওই দুজনের প্রাণহীন দেহের ওপর দিয়ে একটা লাফ মেরে এসে পড়ল মেশিনগানের কাছে লোকগুলির ওপরে। পাভেলের তলোয়ারটা শূন্যে একটা ঝিলিক্ তুলে বেঁকে নেমে এসে একটা নীল রঙের চৌকনো টুপির মধ্যে কেটে বসে গেল।

আরেকবার ওপরে উঠে এল তলোয়ারটা আরেকটা মাথার ওপরে নেমে আসার জন্যে তৈরি হয়ে, কিন্তু আতঙ্কগ্রস্ত ঘোড়াটা লাফিয়ে পড়ল একপাশে।

ততক্ষণে পুরো বাহিনীটা বন্যায় ফুঁসে ওঠা পাহাড়ে-নদীর মতো রাস্তার ওই পাড়ে নেমে এসেছে। অসংখ্য তলোয়ারের ফলা ঝিকিয়ে উঠ্‌ছে শূন্যে।

জেলখানার লম্বা সরু সরু বারান্দাগুলোয় কোলাহলের প্রতিধ্বনি।

যন্ত্রণাবিদ্ধ শীর্ণ-মুখ মেয়ে-পুরুষের গাদাগাদি ছোট ছোট জেল-কুঠরিগুলোয় দারুণ একটা চাঞ্চল্য। শহরে যে লড়াই চলেছে তা তারা জানে। তার মানে যে মুক্তি এবং শহরের বুকে হঠাৎ নেমে-আসা এই আক্রমণকারীরা যে তাদেরই লোক—এ কথা যেন বিশ্বাসই হতে চায় না।

জেলের আঙিনাটায় গুলি চলছে। লোকজন ছোটাছুটি করছে বারান্দা বেয়ে। আর তারপরেই সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত অতি-প্রিয় আর সুতীক্ষ্ন ঘোষণাটি শোনা গেলঃ "কমরেড্‌রা সব, তোমরা মুক্ত!"

পাভেল ছুটে গেল একটা তালাবন্ধ দরজার কাছে—দরজাটার গায়ে ছোট্ট একটা জানলার মুখে অনেক জোড়া চোখ আটকে আছে। ভীষণ জোরে তালাটার ওপরে পাভেল তার রাইফেলের কুঁদোটা দিয়ে বারবার আঘাত করতে লাগল।

পাভেলকে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মিরোনভ্ তার পকেট থেকে একটা হাত-বোমা বের করে বলল, "দাঁড়াও, একটা বোমা ফাটিয়ে ভাঙি ওটাকে।"

তাদের পল্টনের কম্যান্ডার ৎসিগারচেঙ্কো তার হাত থেকে বোমাটা ছিনিয়ে নিলঃ "থামো, থামো, আহাম্মক কোথাকার! পাগল না-কি? এক্ষুণি চাবি নিয়ে এসে পড়বে। ভাঙতে না পারলে চাবির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।"

জেলখানার প্রহরীদের ততক্ষণে বারান্দা দিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে রিভলভার উঁচিয়ে ধরে। তারপরে জেলখানার খোলা জায়গাগুলো ভরে উঠল ছেঁড়া পোশাক-পরা, নোংরা, আনন্দে উন্মত্ত মেয়ে-পুরুষের ভীড়ে।

জেল-কুঠরিটার দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে ধরে পাভেল ছুটে ভেতরে ঢুকল: "কমরেড, মুক্ত তোমরা! আমরা বুদিয়নির লোক—আমাদের ফৌজ শহর দখল করে নিয়েছে!"

একটি মেয়ে জল-ভরা চোখে পাভেলের কাছে ছুটে এসে দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল—যেন সে তার প্রিয় কোনো আত্মীয়কে পেয়েছে।

শাদা-কোর্তা পোলিশ্‌রা এই পাথুরে আঁধার-কুঠরিগুলোয় পুরে দিয়েছিল পাঁচ হাজার একাত্তর জন বলশেভিককে আর দু-হাজার লাল-ফৌজের রাজনৈতিক কর্মীকে—এরা সবাই গুলিতে কিংবা ফাঁসিতে মরবার অপেক্ষায় ছিল। এদের উদ্ধার করতে পারাটা এই সৈন্যদলের যোদ্ধাদের কাছে সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব, যুদ্ধজয়ের চেয়েও এটা ঢের বড়ো পুরস্কার। সাত হাজার বিপ্লবীর চোখে রাত্রির সূচীভেদ্য অন্ধকার ফুটে উঠল জুন মাসের উষ্ণ দিনের সূর্যের উজ্জ্বলতা নিয়ে।

একজন বন্দী আনন্দের উচ্ছ্বাসে ছুটে এল পাভেলের কাছে, তার গায়ের চামড়াটা শুক্‌নো লেবুর রঙের মতো বিবর্ণ। লোকটা স্যামুয়েল লেখের—শেপেতোভ্‌কা-র সেই ছাপাখানার একজন কম্পোজিটর।

স্যামুয়েলের মুখে তার নিজের শহরের সেই নিদারুণ রক্তাক্ত ঘটনার বিবরণ শুনতে শুনতে পাভেলের মুখ কালো হয়ে উঠল। প্রত্যেকটা কথা যেন হৃদ্‌-পিণ্ডের মধ্যে আগুনে গলানো ধাতুর মত কুরে কুরে দিচ্ছে।

"রাত্রিবেলায় এসে ওরা আমাদের গ্রেপ্তার করল—আমাদের সবাইকে এক সঙ্গে। নিশ্চয়ই কোনো হারামজাদা সামরিক সেপাইয়ের কাছে আমাদের লুকোবার জায়গাটা ফাঁস করে দিয়ে এসেছিল। একবার আমাদের হাতের মুঠোয় পাবার পরে আর ওদের দয়ামায়া ছিল না। সাংঘাতিক মারধোর করল আমাদের। আমার তো তবু অন্যদের চেয়ে কম কষ্ট হয়েছে, কারণ গোটা কতক ঘুসি খেয়েই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু অন্যরা আমার চেয়ে শক্তসমর্থ ছিল।

"গোপন করার কিছুই ছিল না আমাদের। ওরা আমাদের সব খবর আমাদের চেয়েও ভালো জানত। আমরা যা যা বন্দোবস্ত করেছিলাম তার সবই ওদের জানা। আমাদের মধ্যে থেকেই কোন বিশ্বাসঘাতকের এই কাজ, সুতরাং এতে আর বিস্ময়ের কি আছে! সে সব দিনের কথা বলে ওঠা যায় না, পাভেল। যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের অনেককেই তুমি জানো। ভালিয়া ব্রুঝাক, আর রোজা গ্রিৎস্‌মান—চমৎকার মেয়ে, সবে সতেরো বছরে পা দিয়েছে, কি সুন্দর বিশ্বাসে ভরা ওর চোখ দুটি ছিল, পাভেল। তারপরা সাশা বুনশাফ্‌ট্‌, তুমি তো চেনো তাকে, আমাদের কম্পোজিটরদের মধ্যে একজন, আমুদে ছেলেটা, সব সময় প্রেস-মালিককে ব্যঙ্গ করে ছবি আঁকত। তাকে আর দুজন উঁচু ইস্কুলের ছাত্র নভোসেল্‌স্কি আর তুঝিৎস্‌-কে গ্রেপ্তার করেছিল—এদেরও খুব

সম্ভব তুমি চেনো। অন্যরাও সবাই স্থানীয় কিংবা জেলা-সদরের লোক। সব-শুদ্ধ ঊনত্রিশ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়—তাদের মধ্যে ছ'জন মেয়ে। প্রত্যেকের ওপরেই বর্বর অত্যাচার করা হয়। প্রথম দিনেই ভালিয়া আর রোজাকে ধর্ষণ করা হল। জানোয়ারগুলো যতো রকমে পারে বেচারিদের ওপর অত্যাচার চালায়, তারপরে মুমূর্ষু অবস্থায় ওদের জেল-কুঠরিতে টেনে হিঁচড়ে এনে ফেলে যায়। ঘটনাটার পরেই রোজা আপন মনে বক্‌তে শুরু করে আর দিন কয়েকের মধ্যে তার পুরো মাথা খারাপ হয়ে যায়।

"ওর পাগ্‌লামিটাকে ওরা বিশ্বাস করল না। বলল, ওটা রোজার ভাণ মাত্র। আর প্রতি বার ওকে জেরা করার সময়ে নির্মমভাবে মার দিত ওকে। রোজাকে শেষ পর্যন্ত ওরা যখন গুলি করে মারল, তখন কি সাংঘাতিক চেহারা হয়েছিল তার! মুখখানা কালো হয়ে গিয়েছিল আঁচড় আর মারের দাগে, উন্মত্ত চোখ দুটিতে তাকে দেখাতো বুড়ির মতো।

"ভালিয়া ব্রুঝাক শেষ অবধি চমৎকার বীরত্ব দেখিয়েছে। ওরা সবাই সত্যিকারের সংগ্রামী সৈনিকের মতো প্রাণ দিয়েছে। জানি না কোথা থেকে ওরা এতো সহ্য করার মতো শক্তি পেয়েছিল। ওদের মৃত্যুর ঘটনাটা কি করে বর্ণনা করব, পাভেল? বড়ো বীভৎস সেই মৃত্যু!

"ভালিয়া সবচেয়ে বিপজ্জনক ধরনের কাজ করছিল: পোলিশ সদর দপ্তরের বেতার-অপারেটরদের সঙ্গে ভালিয়াই যোগাযোগ রাখত, আর জেলা-সদরে আমাদের লোকদের খবরাখবর দিত। তাছাড়া, ওরা ওর বাড়ি তল্লাশী করে দুটো হাতবোমা আর একটা পিস্তল পেয়েছিল। হাতবোমা দুটো ওকে দিয়েছিল একজন উস্কানিদাতা-দালাল। সবকিছুই এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যাতে সদর-দপ্তর উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল বলে ওদের অভিযুক্ত করা যায়।

"শেষের সেই দিনগুলোর কথা বলতে গিয়ে আমার ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে, পাভেল। তুমি পীড়াপীড়ি করছ বলেই বলছি। সামরিক আদালতে ভালিয়াকে এবং আর-দুজনকে ফাঁসি দেবার আর বাকি-সবাইকে গুলি করে মারার হুকুম হল। পোলিশ সৈন্যদের মধ্যে যারা আমাদের পক্ষে গোপনে কাজ করত, তাদের বিচার দু-দিন আগে হয়ে গিয়েছিল। কর্পোরাল স্নেগুর্‌কো—অল্পবয়েসী একজন বেতার-অপারেটর, যুদ্ধের আগে লদ্‌জ্‌-এ ইলেক্‌ট্রিশিয়ান্‌ হিসেবে কাজ করত—তাকে বিশ্বাসঘাতকতা আর সৈন্যদের মধ্যে কমিউনিস্ট-প্রচার চালানোর অভিযোগে গুলি করে মারবার হুকুম হল। সে আপীল করে নি, হুকুম হবার চব্বিশ ঘণ্টা পরেই গুলিতে মারা পড়ল।

"তার বিচারের সময় ভালিয়াকে সাক্ষী দেবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সে আমাদের বলেছিল—স্নেগুর্‌কো কমিউনিস্ট-প্রচার চালানোর অভিযোগটা স্বীকার করে নিয়েছিল, কিন্তু দেশের প্রতি বেইমানী করেছে—এ অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। বলেছিল, 'পোলিশ সোবিয়েত সমাজবাদী প্রজাতন্ত্রই আমার স্বদেশ। হ্যাঁ, আমি পোল্যান্ডের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে আমাকে সৈন্যদলভুক্ত করা হয়েছে এবং সৈন্যদলে গিয়ে ঢোকার পর আমার মতো অন্যান্য যারা লড়াই করবার জন্যে যুদ্ধসীমান্তে চালান হয়ে এসেছে, তাদের চোখ খুলে দেবার জন্যে আমি আমার পক্ষে যা করা সম্ভব তাই করেছি। এর জন্যে তোমরা আমাকে ফাঁসি দিতে পার, কিন্তু দেশদ্রোহী

হিসেবে নয়—দেশদ্রোহী আমি কিছুতেই নই, কখনো হবোও না। তোমাদের স্বদেশ আর আমার স্বদেশ এক নয়। তোমাদের দেশ ধনীদের, আমার দেশ চাষী-মজুরদের মাতৃভূমি। এবং আমার সেই স্বদেশে—যে স্বদেশ একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস—সেই স্বদেশে আমাকে কেউ কোনদিন বিশ্বাসঘাতক বলবে না।'

"বিচারের শেষে আমাদের সবাইকে এক সঙ্গে রাখা হয়েছিল। মারবার আগে আমাদের জেলে বদ্লি করে দেওয়া হল। রাত্রিবেলায় ওরা হাসপাতালের পাশে জেলখানার সামনের দিকটায় ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করল। গুলি করে মারবার জন্যে বনের ওধারে রাস্তার কাছাকাছি একটা বড়ো খানা-মতো জায়গা বেছে নিল। আমাদের সবাইকে একসঙ্গে গোর দেবার জন্যে একটা বড়ো কবর খোঁড়া হল।

"মৃত্যুদণ্ডের খবরটা সারা শহরে বিজ্ঞপ্তি লট্কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে সবাই জানতে পারে। জনসাধারণকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যেই পোলিশ্রা প্রকাশ্যভাবে আমাদের মারবার ব্যবস্থা করেছিল। সকাল থেকেই তারা সেই জায়গাটায় শহরের লোকদের হাঁকিয়ে নিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে। কেউ কেউ এসেছে কৌতূহলের বশে—যদিও দৃশ্যটা বড়ো সাংঘাতিক, কিছুক্ষণের মধ্যেই জেল-দেয়ালের বাইরে জমে উঠেছে একটা বিরাট ভীড়। আমাদের কুঠুরির মধ্যে তাদের গুঞ্জনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। জনতার পেছনে রাস্তার ওপরে ওরা মেশিনগান খাড়া রেখেছে। সমস্ত জায়গা থেকে ঘোড়সওয়ার-শান্ত্রী আর সাধারণ সেপাইদের এনে মোতায়েন করেছে। গোটা একটা ফৌজীদলকে লাগিয়েছে রাস্তাগুলো আর আশেপাশের ক্ষেত-বাগানগুলো ঘিরে রাখবার জন্যে। যাদের ফাঁসি হবে, তাদের জন্যে মঞ্চটার পাশে একটা গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছে।

"নিঃশব্দে আমরা শেষ মুহূর্তের অপেক্ষায় আছি। মাঝে মাঝে এক-আধটা কথা বলছি নিজেদের মধ্যে। পরস্পরকে যা বলার ছিল সবই আমাদের আগের রাত্রে বলা হয়ে গেছে, বিদায়ও নিয়ে রেখেছি। শুধু কুঠুরিটার এক কোণে বসে রোজা আপন মনে ফিস্ফিসিয়ে কথা বলছে। ভালিয়া এতদিন ধরে নিদারুণ মারধোর আর অত্যাচার সয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে—নড়াচড়া করতে পারছে না বলে চুপ করে বসে আছে বেশির ভাগ সময়। স্থানীয় দুজন কমিউনিস্ট মেয়ে—এরা দুই বোন—পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শেষ বিদায় নেবার সময় চোখের জল আর সামলাতে পারছে না। গ্রামের একজন জোয়ান তরুণ স্তেপানভ্—ওকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে দু-জন সামরিক পুলিস ঘায়েল হয়েছিল ওর হাতে—সে এগিয়ে এসে বোন দুজনকে বলল, 'কান্না নয়, কমরেড! এখানে কাঁদলেও, বাইরে বেরিয়ে ওখানে যেন কেঁদো না। ওই হারামজাদা জানোয়ারগুলোকে হাসাহাসি করার সুযোগ যেন ওখানে আমরা না দিই। যতোই চোখের জল ফেলা যাক না কেন, ওরা কোনরকম দয়া দেখাবে না। মরতেই হবে আমাদের, সুতরাং বীরের মতোই মরি না কেন। মাথা নিচু করব না আমরা। মনে রেখো কমরেড, আমরা মাথা উঁচু করে মরব।'

"তারপর ওরা আমাদের নিতে এল। সকলের আগে সোয়ারকোওস্কি—পোলিশ গোয়েন্দা-বাহিনীর কর্তা, পাগ্লা কুত্তার মতো নিষ্ঠুর, স্ত্রীলোকের

ওপর অত্যাচার করে ওর মতো সুখ বোধহয় আর কেউ পায় না। নিজে যখন ধর্ষণ করে না, তখনও সে তার সৈন্যদের ধর্ষণ করা দেখে মজা উপভোগ করে। দুই সারি পাহারাওলার মাঝখান দিয়ে আমাদের হাঁটিয়ে নিয়ে আসা হল রাস্তার ওপারে ফাঁসিমঞ্চটার কাছে। এই সামরিক পাহারাওলাদের কাঁধের ওপর হল্‌দে রঙের কাপড়ের পটি দেখে আমরা নাম দিয়েছিলাম 'ক্যানারি'-পাখি। খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে 'ক্যানারি'-রা দাঁড়িয়ে ছিল।

"রাইফেলের গুঁতোয় ঠেলে ওরা আমাদের জেল-আঙিনাটা পার করে এনে এক-এক সারিতে চারজন করে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপরে গেট খুলে রাস্তায় বের করে এনে ফাঁসি-মঞ্চের দিকে মুখ করে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিল যাতে নিজের নিজের পালা আসার আগে আমরা আমাদের কমরেডদের মরাটা দেখতে পাই। মোটা গুঁড়িতে তৈরি উঁচু মঞ্চ। মাথার ওপরে আড়্‌কাঠটা থেকে ফাঁস লাগানো তিনটে ভারি দড়ি ঝুলছে। প্রত্যেকটা ফাঁসের নিচে সিঁড়িওয়ালা এক-একটা মঞ্চ কাঠের চৌকস্‌ দিয়ে ঠেকা দেওয়া, যাতে সেটাকে পায়ের গুঁতোয় ঠেলে সরিয়ে দেওয়া যায়। উত্তাল জনসমুদ্র থেকে একটা ক্ষীণ গুঞ্জন উঠ্‌ছে। প্রত্যেকের চোখ আমাদের ওপর আট্‌কে গেছে যেন। আমাদের কিছু লোককে ভিড়ের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলাম।

"কিছু দূরে একটা উঁচু বারান্দায় একদল পোলিশ্‌ ভদ্রলোক আর অফিসার পকেট-দূরবীণ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বলশেভিকদের ফাঁসি দেখতে এসেছে ওরা।

"রাত্রে বরফ পড়েছিল, নরম ঠেকল পায়ের নিচে। বনটা শাদা হয়ে আছে, পেঁজা-তুলোর মতো ঘন তুষারে ঢাকা পড়েছে গাছগুলো। তুষারের পাঁজ পাক খেয়ে ধীরে ধীরে পড়ছে আমাদের উত্তপ্ত মুখের ওপর, ফাঁসিমঞ্চের সিঁড়িগুলো বরফের গালিচায় ঢেকে গেছে। আমাদের গায়ে পোশাক সামান্যই, কিন্তু কেউই ঠাণ্ডা বোধ করছি না। এমন কি, স্তেপানভ্‌ লক্ষ্যই করেনি যে সে খালি মোজা পায়ে বেরিয়ে এসেছে।

"ফাঁসিমঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সামরিক ফৌজদার-উকিল আর অন্যান্য কর্তাব্যক্তিরা। শেষ পর্যন্ত ভালিয়াকে আর অন্য যে-দুজন কমরেডকে ফাঁসি দেওয়া হবে, তাদের বের করে আনা হল জেলখানা থেকে। ওরা তিনজনেই হাত ধরাধরি করে আসছে। ভালিয়াকে মাঝখানে ধরে দুপাশে দুজন নিয়ে আসছে, কারণ তার একা হেঁটে আসার শক্তি নেই। কিন্তু সে স্তেপানভের কথাগুলো মনে রেখে প্রাণপণে নিজেকে খাড়া রাখবার চেষ্টা করছেঃ 'মাথা উঁচু করে মরব আমরা, কমরেড!' একটা পশমের কোর্তা তার গায়ে, কিন্তু কোট নেই।

"ওদের হাত ধরাধরি করে আসাটা যে সোয়ারকোওস্কি-র পছন্দ হয় নি, সেটা স্পষ্টই বোঝা গেল, কারণ সে ওদের পেছন দিক থেকে ঠেলা লাগাল। ভালিয়া কি যেন বলে উঠতেই একজন সেপাই তার মুখের ওপর প্রচণ্ড জোরে চাবুক কষিয়ে দিল। ভিড়ের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক আর্ত চিৎকার করতে করতে পাগলের মতো ছট্‌ফট্‌ করছে শান্ত্রীদের বেড়া ভেঙে বন্দীদের কাছে আসার চেষ্টায়। কিন্তু ওকে ধরে টেনে সরিয়ে দেওয়া হল। সে নিশ্চয়ই ভালিয়ার মা। ওরা ফাঁসি-মঞ্চের কাছাকাছি আসতেই ভালিয়া গাইতে শুরু করল 'ওয়ার্‌শ-ইয়াঙ্কা' গানটি। এমন স্বর আর কখনও শুনি নি—মৃত্যুর মুখে যে এগিয়ে চলেছে কেবল সেই ওরকম আবেগ দিয়ে গাইতে পারে। ভালিয়ার গানের সঙ্গে

অন্য দু-জনও গলা মেলাল। ঘোড়সওয়ার-পাহারাওলারা রাগে অন্ধ হয়ে চাবুক চালাতে লাগল, কিন্তু ওদের তিন জনের গায়ে লাগছে বলে মনে হল না। মাটিতে পেড়ে ফেলে ওদের বস্তার মতো টেনে নিয়ে গিয়ে তোলা হল ফাঁসিমঞ্চে। হুকুমনামাটা তাড়াতাড়ি পড়ে যাবার পরেই ওদের গলায় ফাঁস পরিয়ে দেওয়া হল। সেই মুহূর্তে আমরাও 'আন্তর্জাতিক' গাইতে শুরু করলাম:

জাগ্‌রে তোরা বন্দী যারা ক্ষুধার কারাগারে...

চারিদিক থেকে সেপাই-শান্ত্রীরা ছুটে এল আমাদের দিকে, শুধু এইটুকু দেখতে পেলাম—মঞ্চের নিচে ঠেকা দেওয়া কাঠের চৌকস্‌গুলো রাইফেলের কুঁদোয় ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হল আর তিনটে দেহ দড়ির ফাঁসে আট্‌কে গিয়ে কেঁপে উঠল...

"বাকি আমাদের সবাইকেই দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমন সময়ে খবর এল যে আমাদের দশজনের মৃত্যুদণ্ড মকুব করে কুড়ি বছর হাজতবাসের হুকুম হয়েছে। আমাদের বাকি ষোলজনকে গুলি করে মারা হল।"

স্যামুয়েল তার জামার গলার কাছটা চেপে ধরল একটা স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ায়—যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে তার।

"তিন দিন ধরে ওদের দেহ ওইখানে দড়ির ফাঁসে ঝুলে রইল। দিন-রাত্রি পাহারা দিত ফাঁসি-মঞ্চটাকে। তারপরে আর এক দল নতুন বন্দী জেলখানায় এসে আমাদের বলল, চারদিনের দিন কমরেড তোবোল্‌দিনের দেহটা দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যায়—তোবোল্‌দিন্‌ ওদের তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে ভারি ছিল। তার ফলে ওরা বাকি দুজনকেও নামিয়ে নিয়ে সবাইকেই গোর দিয়েছে।

"কিন্তু ফাঁসিমঞ্চটাকে নামিয়ে নেওয়া হয় নি। আমাদের যখন এখানে নিয়ে আসা হয়, তখনও সেটা খাড়া ছিল। নতুন কয়েদীদের জন্যে সেটা দড়ির ফাঁস ঝুলিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

চুপ করে স্যামুয়েল দৃষ্টিহীন অপলক চোখে তাকিয়ে রইল সামনের দিকে—কিন্তু পাভেলের খেয়াল নেই যে তার বলা শেষ হয়ে গেছে। তার চোখের সামনে তিনটি দেহ দড়িতে লট্‌কানো আর মাথাটা ভয়ঙ্করভাবে একপাশে হেলে যাওয়া অবস্থায় নিঃশব্দে ঝুলতে থাকল।

বাইরে সমস্ত সৈন্যকে জড়ো হবার আহ্বান জানিয়ে বিউগ্‌ল্‌ বেজে উঠতেই পাভেল চম্‌কে সচেতন হয়ে উঠল।

প্রায় শোনা যায় না এমন গলায় সে বলল, "চলো স্যামুয়েল, যাওয়া যাক।"

এক সারি পোলিশ্‌ বন্দীকে ঘোড়সওয়ার-বাহিনীর পাশাপাশি হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রাস্তা দিয়ে। জেলখানার গেটে ফৌজী-কমিসার দাঁড়িয়ে কাগজের প্যাডে একটা হুকুম লিখে দিচ্ছে।

একজন লম্বা-চওড়া স্কোয়াড্রন-কম্যান্ডারকে কাগজের টুকরোটা এগিয়ে দিয়ে সে বলল, "কমরেড আন্তিপভ্‌, এটা নাও, আর, সমস্ত বন্দীদের ঘোড়সওয়ার-সৈন্যের পাহারায় নভোগরোদ-ভালিন্‌স্কিতে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করো। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে কি-না দ্যাখো। তারপরে তাদের গাড়িতে তুলে নিয়ে শহর থেকে মাইল পঁচিশেক দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দাও। ওদের নিয়ে বিব্রত হবার মতো সময় নেই আমাদের। কিন্তু বন্দীদের ওপর কোনরকম দুর্ব্যবহার চলবে না কিছুতেই।"

ঘোড়াটায় চেপে বসে পাভেল স্যামুয়েলের দিকে ফিরে তাকাল, "শুনলে তো? ওরা আমাদের লোকজনদের ফাঁসি দেয়, কিন্তু সেই আমরাই ওদের আবার পাহারাধীনে পেঁছে দিই ওদের স্বপক্ষের লোকজনদের কাছে, আর তাছাড়া ভালো ব্যবহারও করি। কি করে এরকম করি আমরা?"

ফৌজী-কমিসার ঘুরে দাঁড়িয়ে বক্তার দিকে কঠিন চোখে তাকাল। পাভেল শুনল, সে যেন নিজেকেই বলছে, "যে সব কয়েদীর কাছে হাতিয়ার নেই, তাদের ওপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করার শাস্তি—মৃত্যু। আমরা বলশেভিক-বিরোধী পোলিশ্ নই!"

ঘোড়া চালিয়ে যেতে যেতে পাভেলের মনে পড়ল ফৌজের সবাইকে যেটা পড়ে শোনানো হয়েছিল সেই বিপ্লবী সামরিক কাউন্সিলের নির্দেশনামার শেষ কথাগুলোঃ

"শ্রমিক-কৃষকের এই দেশ তার লাল-ফৌজকে ভালবাসে, তার জন্যে গর্ব বোধ করে। তাই সেই ফৌজের পতাকায় একটাও কালো দাগ লাগতে দেওয়া চলবে না।"

আপন মনেই বলে উঠল পাভেল, "একটাও কালো দাগ লাগতে দেওয়া চলবে না।"

চার-নম্বর ঘোড়সওয়ার-বাহিনী যখন ঝিতোমির দখল করে নিচ্ছে, তখন সাত-নম্বর রাইফেল-বাহিনীর কুড়ি-নম্বর ফৌজ কমরেড গোলিকভ্-এর নেতৃত্বে একটা আক্রমণকারী দলের অংশ হিসেবে ওকুনিনোভো-গ্রামাঞ্চলে নীপার নদী পার হচ্ছিল।

পঁচিশ নম্বর রাইফেল-ফৌজ আর একটা বাশ্কির ঘোড়সওয়ার-ফৌজ নিয়ে এই দলটা গড়া হয়েছে। এদের ওপর নির্দেশ আছে—নীপার পার হয়ে ইর্শা স্টেশনের কাছে কিয়েভ্-কোরোস্তেন রেললাইনটাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। এই কাজটা করতে পারলে কিয়েভ্ থেকে পোলিশ্দের পিছু হঠে যাবার শেষ পথটা বন্ধ হয়ে যাবে।

এই নদী পার হবার সময়েই শেপেতোভ্কা কম্সোমল-সংগঠনের সভ্য মিশা লেভ্চুকভ মারা পড়ল। নড়্বড়ে ভাসমান সাঁকোটার ওপর দিয়ে তারা দৌড়ে চলেছে, এমন সময় নদীর ওপারে খাড়া পাড়টার কোনো জায়গা থেকে ছোঁড়া একটা গোলা মাথার ওপর দিয়ে বিশ্রী ভাবে শিষ্ কেটে নদীতে এসে পড়ল জলটা তোলপাড় করে দিয়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে মিশা অদৃশ্য হয়ে গেল সাঁকোর একটা ভেলার নিচে। নদী যেন গ্রাস করে নিল তাকে—ফিরিয়ে দিল না। ইয়াকিমেঙ্কো নামে একজন ছেঁড়াখোঁড়া টুপি পরা সুন্দর চুলওয়ালা সৈন্য চেঁচিয়ে উঠল, "মিশ্কা! আরে, ও যে মিশ্কা! পাথরের মতো ডুবে গেল, বেচারি!" এক মুহূর্ত সে আতঙ্কভরা চোখে কালো জলের দিকে তাকিয়ে রইল, কিন্তু তার পেছনে যারা দৌড়ে আসছে তারা তাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিল সামনেঃ "হাঁ করে ওখানে দেখ্ছ কি, মুখ্যু কোথাকার! এগিয়ে চলো!" কারুর জন্যে ভাবনাচিন্তার অবসর নেই—দলের এই অংশটা পিছিয়ে পড়েছে, আর-সবাই ইতিমধ্যেই নদীর ডান পাড়টা দখল করে নিয়েছে।

এর পরে দিন চারেক কেটে না যাওয়া পর্যন্ত সার্জি মিশার মৃত্যুর খবরটা জানতে পারে নি। ততদিনে তাদের দলটা বুচা স্টেশন দখল করে নেবার পর কিয়েভ্-এর দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে পোলিশ্‌দের প্রচন্ড আক্রমণ রুখ্‌ছে। ওরা কোরোস্তেন-এর ব্যূহ ভেঙে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

সামনের সারিতে যারা গুলি ছুঁড়ছে, তাদের মধ্যে সার্জির পাশে মাটির ওপরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে আছে ইয়াকিমেঙ্কো। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সে অবিরাম গুলি ছুঁড়ছে। ফলে, তার রাইফেলটা এখন বড়ো বেশি গরম হয়ে গেছে—বল্টুটাকে ঠেলে পেছন দিকে সরাতে গিয়ে কি একটা মুশ্‌কিল বেধেছে। মাথাটা সাবধানে নিচু করে রেখে সার্জির দিকে ফিরে সে বলল, "কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিতে হবে রাইফেলটাকে। তেতে লাল হয়ে গেছে একেবারে!"

গুলির আওয়াজের মধ্যে সার্জি প্রায় শুনতেই পেল না তার কথাটা। গোলমালটা একটু কমে এলে ইয়াকিমেঙ্কো যেন নেহাৎ প্রসঙ্গক্রমেই কথাটা বলল, "তোমার কমরেড নীপারে ডুবে মারা গেছে। আমি কিছু করতে পারার আগেই সে তলিয়ে যায়।" এইটুকুই শুধু সে বলল। রাইফেলের বল্টুটা সরাবার খানিকটা চেষ্টা করে আরেকটা কিলিপ্ বের করে নিয়ে সে বন্দুকটায় আর এক দফা গুলি ভরতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বের্‌দিচেভ্ দখল করার জন্যে যাদের পাঠানো হয়েছিল, সেই এগারো-নম্বর বাহিনীকে পোলিশ্‌দের পক্ষ থেকে প্রচন্ড প্রতিরোধের মুখোমুখি দাঁড়াতে হল। রক্তাক্ত লড়াই চলল শহরের পথে পথে। মেশিনগান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষণ করতে করতে লাল-ফৌজের ঘোড়সওয়াররা এগুতে থাকল। শহর দখল হয়ে গেল, উৎখাত হয়ে যাওয়া পোলিশ ফৌজের বাকি লোকজন পালিয়ে গেল। ট্রেনগুলো রেল-স্টেশনে ঠিক যেমন অবস্থায় রাখা ছিল সেই অবস্থাতেই পাওয়া গেল। কিন্তু পোলিশ্‌দের সবচেয়ে সাংঘাতিক ক্ষতি হল গুলি-গোলা মজুদ করা একটা গুদাম উড়ে যাবার ফলে—গোটা যুদ্ধসীমান্তে গুলি-গোলা সরবরাহ করা হচ্ছিল এখান থেকে। লক্ষ লক্ষ গোলা শূন্যে ছিট্‌কে উঠল। বিস্ফোরণের ফলে জানলার শার্সিগুলো টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙে পড়ল, বাড়িগুলো তাসের ঘরের মতো কেঁপে উঠল।

ঝিতোমির আর বের্‌দিচেভ্ দখল হয়ে যাবার ফলে পোলিশ্‌রা তাদের পেছনের ঘাঁটিতে একটা বড়ো রকম ঘা খেল। দুদিক দিয়ে সার বেঁধে তারা কিয়েভ্ থেকে বেরিয়ে আসছে—চারপাশের ইস্পাত-দৃঢ় বৃত্তের ভেতর থেকে পথ কেটে বেরুবার জন্যে তারা বেপরোয়া হয়ে লড়্‌ছে।

যুদ্ধের এই ঝোড়ো ঝাপ্‌টায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে পাভেলের কাছে ইদানিং তার নিজের চিন্তাটা একেবারেই তুচ্ছ হয়ে গেছে। তার ব্যক্তিসত্তা মিশে গেছে সমষ্টির মধ্যে। প্রত্যেকটি সংগ্রামী সৈনিকের মতোই, পাভেলও "আমি" কথাটি ভুলে গেছে। শুধু "আমরা"—আমাদের ফৌজ, আমাদের পল্টন, আমাদের দল।

ঘূর্ণিবাত্যার মতো প্রচন্ড বেগে ঘটনাপ্রবাহ ঘটে চলেছে। প্রত্যেকটা দিন বয়ে আনে নতুন কোনো ঘটনার খবর। আঘাতের পর আঘাত হেনে পোলিশ্‌দের গোটা পেছনের ঘাঁটিটা একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে

বুদিয়নির ঘোড়সওয়ার-বাহিনী—পাহাড় ভেঙে নেমে আসা তুষারস্তূপের মতো। জয়ের উত্তেজনায় মাতাল ঘোড়সওয়ারের দলগুলো নিদারুণ একটা প্রচণ্ডতা নিয়ে পোলিশ্‌দের পেছনের ঘাঁটির একেবারে কেন্দ্রে নভোগ্রাদ-ভলিন্‌স্কির ওপরে নেমে এসেছে। সমুদ্রের ঢেউ যেমন পাহাড়ের পাথুরে তীরের বুকে আছড়ে পড়ে, তারপর পিছিয়ে গিয়ে আবার দুর্বার গতিতে এগিয়ে এসে আঘাত হানে, ঠিক সেইরকম তারা মাঝে মাঝে পিছিয়ে আসছে আবার এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করবার জন্যে—নিদারুণ চিৎকারে বলে উঠছে "এগিয়ে চলো! আরও এগিয়ে!"

কিছুতেই রক্ষা পেল না পোলিশ্‌রা—কাঁটাতারের বেড়াজালেও না, শহরের সেনাবাসে ফৌজীদলের বেপরোয়া প্রতিরোধেও না। সাতাশে জুন সকালে বুদিয়নির ঘোড়সওয়ার-বাহিনী স্লুচ্‌ নদীর বুকের ওপর ভাসমান সাঁকো ফেলে তার ওপর দিয়ে ঘোড়া থেকে না নেমেই পার হয়ে এসে নভোগ্রাদ-ভলিন্‌স্কির মধ্যে ঢুকে পড়ল। পোলিশ্‌দের তারা শহর থেকে বের করে দিয়ে কোরেৎস্‌-এর দিকে হাঁকিয়ে দিল। সেই একই সময়ে প'য়তাল্লিশ নম্বর বাহিনী নোভি-মিরোপোল্‌-এর কাছে স্লুচ্‌ নদী পার হয়ে এল এবং জেনারেল কোতোভ্‌স্কি-র ঘোড়সওয়ার দল লিউবার-এর পোলিশ্‌ ঘাঁটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এক নম্বর ঘোড়সওয়ার বাহিনীর বেতারকেন্দ্র যুদ্ধফ্রন্টের সর্বাধিনায়কের কাছ থেকে একটা নির্দেশ পেল—রোভ্‌নো দখল করবার জন্যে তাদের পুরো ঘোড়সওয়ার ফৌজকে কেন্দ্রীভূত হতে বলা হচ্ছে। লাল-ফৌজের বাহিনী-গুলির দুর্নিবার আক্রমণে পোলিশরা ভগ্নোদ্যম আর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে অনেক-গুলো ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল।

এই উদ্দাম দিনগুলোর মধ্যে একদিন একজনের সঙ্গে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত-ভাবে পাভেল কোরচাগিনের দেখা হয়ে গেল। তাদের দলের অধিনায়ক তাকে স্টেশনে পাঠিয়েছিল, সেখানে একটা সাঁজোয়া-রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। রেল-বাঁধের খাড়াই পথ ধরে ঘোড়াটাকে মন্থর গতিতে চালিয়ে এনে সে সামনের ইস্পাত-ধূসর কামরাটার গায়ে লাগাম বাঁধল। কামানের কালো নলগুলো গাড়িটার বুরুজগুলোর ফাঁকে বেরিয়ে আছে, সাঁজোয়া-ট্রেনটাকে কেমন যেন ভয়ঙ্কর আর দুর্ভেদ্য বলে মনে হচ্ছে। গাড়িটার চাকা ঢেকে রাখা ভারি ইস্পাতের সাঁজোয়া-পাতটা তুলে ধরে জনকতক লোক তেল-লাগা পোশাকে কামরাটার পাশে কাজ করছিল।

চামড়ার কোর্তা পরা লাল-ফৌজের একজন এক-বাল্‌তি জল বয়ে আনছিল, তার কাছে গিয়ে পাভেল জিজ্ঞেস করল, "এই ট্রেনের কম্যান্ডার কোথায়?"

ইঞ্জিনটার দিকে দেখিয়ে লোকটা বলল, "ওইখানে।"

ইঞ্জিনের কাছে ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে পাভেল বলল, "আমি কম্যান্ডারের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।" বসন্তের দাগওয়ালা-মুখ আপাদমস্তক চামড়ায় ঢাকা একজন লোক ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "আমিই কম্যান্ডার।"

পাভেল পকেট থেকে একটা খাম বের করল:

"আমাদের দলের অধিনায়ক এই নির্দেশনামাটা দিয়েছেন। খামটা সই করে দিন।"

কম্যান্ডার খামটা হাঁটুর ওপরে রেখে নাম সই করে দিল। রেললাইনের পাশে একজন লোক একটা তেলের টিন নিয়ে ইঞ্জিনের মাঝখানের চাকাটায় কাজ করছিল। পাভেল শুধু তার চওড়া পিঠের দিকটা আর তার চামড়ার পাত্‌লুনের পকেট থেকে বেরিয়ে পড়া পিস্তলের বাঁটটা দেখতে পাচ্ছিল।

ট্রেন-কম্যান্ডার খামটা পাভেলের হাতে ফিরিয়ে দেবার পর সে লাগাম টেনে রওনা হতে যাবে, এমন সময় তেলের টিন হাতে লোকটা খাড়া হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। পর মুহূর্তেই যেন একটা ভীষণ দম্‌কা হাওয়ার ঝাপ্‌টায় লাফিয়ে নেমে পড়ল পাভেল তার ঘোড়ার ওপর থেকে।

"আরটেম !"

তেলের টিনটা পড়ে গেল লোকটার হাত থেকে। ভালুকের মতো সর্বাঙ্গ দিয়ে সে তরুণ লাল-ফৌজের সৈনিকটিকে জড়িয়ে ধরল ঃ

"পাভ্‌কা ! আরে হতভাগা ! তুই !" নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে না পেরে সে চিৎকার করে উঠল।

সাঁজোয়া ট্রেনের কম্যান্ডার আর জনকতক গোলন্দাজ পাশে দাঁড়িয়ে হাসি-মুখে দেখছিল দৃশ্যটা।

"দুই ভাইয়ে কি রকম হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, বলো দিকি !" বলে উঠলো তারা।

উনিশে আগস্ট ল্‌ভভ্‌-অঞ্চলে একটা যুদ্ধ চলার সময়ে ব্যাপারটা ঘটল। লড়াইয়ের সময়ে টুপিটা হারিয়ে ফেলে পাভেল তার ঘোড়াটার রাশ টেনে ধরেছে। সামনের দলগুলো ইতিমধ্যেই পোলিশ্‌ ঘাঁটিগুলোর মধ্যে ঢুকে গেছে। এমন সময়ে ঝোপঝাড়গুলোর মধ্যে দিয়ে নদীর দিকে দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে দেমিদভ্‌ এসে পাভেলের পাশ কাটিয়ে যাবার সময়ে চিৎকার করে উঠল, "আমাদের বাহিনীর কম্যান্ডার মারা পড়েছেন !"

চমকে উঠল পাভেল। তার আদর্শ বীর কম্যান্ডার লেতুনভ্‌, অসীম বীরত্বে ভরা মানুষটি মারা পড়েছেন ! একটা বর্বর ক্রোধে আচ্ছন্ন হয়ে গেল পাভেল।

তলোয়ারটার উল্টো পিঠ দিয়ে সে তার ঘোড়া গ্নেদ্‌কো-কে তাড়া দিল— ঘোড়াটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তার মুখের দুই পাশে রক্তমাখা ফেনা জমে উঠেছে। তবু পাভেল তার পিঠে চেপে লড়াইয়ের একেবারে মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

"মেরে ফেল, খতম করে ফেল নরকের কীটগুলোকে ! এই সব পোলিশ্‌ রক্ত-চোষাদের দাও শেষ করে ! ওরা লেতুনভ্‌-কে মেরে ফেলেছে !" কোনো দিকে না তাকিয়ে সে তলোয়ারের চোট্‌ বসিয়ে দিল সবুজ উর্দি-পরা একটা লোকের ওপর। তাদের বাহিনীর কম্যান্ডারের মৃত্যুতে রাগে জ্ঞানশূন্য হয়ে লাল-ফৌজের ঘোড়সওয়াররা একটা গোটা পোলিশ পল্টনকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিল।

লড়াইয়ের মাঠের ওপর দিয়ে শত্রুসৈন্যের পেছন পেছন ওরা তাড়া করে ঘোড়া হাঁকাল—কিন্তু এতক্ষণে একটা পোলিশ গোলন্দাজ-দল গোলা ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে। চারিদিকে মৃত্যু হেনে চাক্‌তি-গোলার টুক্‌রোগুলো বাতাস কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ এক ঝলক তীব্র সবুজ আলোর বিদ্যুৎ খেলে গেল পাভেলের চোখের

সামনে। বাজের শব্দে কানে তালা ধরে গেল তার। মাথার খুলির মধ্যে একটা আগুনে লাল করে তাতানো লোহার শিক ফুঁড়ে ঢুকে গেল। অদ্ভুত ভাবে আর ভয়ানক রকম টলছে মাটিটা, ধীরে ধীরে যেন উল্টে যাচ্ছে পৃথিবীটা।

একটা খড়ের কুটোর মতো পড়ে গেল পাভেল তার জিনের ওপর থেকে। সোজা স্নেদকোর মাথার ওপর দিয়ে ধুপ্ করে পাভেল মাটির ওপর গিয়ে পড়ল।

কালো রাত্রি ঘনিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে।

নবম অধ্যায়

অক্টোপাসের চোখটা বেড়ালের মাথার মতো বড়ো, ঠেলে বেরিয়ে আসছে কপালের ওপর—জ্বলজ্বলে লাল একটা চোখ, মণিটা সবুজ, ফস্‌ফরাসের দ্যুতিতে দপ্‌দপ্‌ করছে। অক্টোপাসের আটটা শুঁড়—কুৎসিত আর ভয়ঙ্কর—জট্‌-পাকানো কতকগুলো সাপের মতো কুণ্ডলী বেঁধে পাক খেয়ে এপাশ ওপাশ করছে, কর্কশ আঁশে ঢাকা চামড়া আতঙ্ক জাগিয়ে খস্‌খস্‌ শব্দে নড়াচড়া করছে। সির্‌সির্‌ করে এগিয়ে আসছে অক্টোপাসটা। একেবারে চোখের ওপর ও যেন অক্টোপাসটাকে দেখতে পাচ্ছে। অক্টোপাসের শুঁড়গুলো এবার ওর শরীরের ওপর দিয়ে এগিয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরছে। ঠাণ্ডা শুঁড়গুলোর স্পর্শে বোল্‌তার কামড়ের যন্ত্রণা। হুল বের করে অক্টোপাসটা তার মাথার মধ্যে কামড় বসাচ্ছে ভীমরুলের মতো। পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে অক্টোপাসটা ওর রক্ত শুষে নিচ্ছে। ও স্পষ্ট অনুভব করছে—ওর দেহের রক্ত বেরিয়ে গিয়ে ঢুকছে অক্টোপাসটার ফুলে ওঠা দেহের মধ্যে। হুলের মধ্যে দিয়ে রক্ত শুষেই চলেছে অক্টোপাসটা—কী অসহ্য রক্ত শোষণের সেই যন্ত্রণাটা!

কোথায় যেন অনেক অনেক দূরে ও মানুষের গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে ঃ

"ওর নাড়িটা এখন কেমন?"

আরেকটা মেয়েলী গলা নরম স্বরে জবাব দিচ্ছে ঃ

"নাড়ির গতি এক-শো-আটত্রিশ। জ্বরের উত্তাপ ১০৩·১। সমস্তক্ষণ ভুল বক্‌ছে।"

অক্টোপাসটা মিলিয়ে গেল, কিন্তু যন্ত্রণাটা থেকে গেল। পাভেল অনুভব করল কে যেন তার মণিবন্ধটা ধরেছে। চোখ দুটো খুলতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু পাতা দুটো এতো ভারি যে মেলে ধরবার শক্তি নেই তার। এতো গরম লাগছে কেন? মা নিশ্চয় উনুনটায় আগুন দিয়েছে। আবার সে শুনতে পাচ্ছে সেই গলার স্বর ঃ

"নাড়িটা এখন এক-শো-বাইশ।"

চোখের পাতাটা খুলবার চেষ্টা করল পাভেল—কিন্তু তার শরীরের ভেতরে যেন আগুন জ্বলছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে তার।

নিদারুণ তেষ্টা পেয়েছে তার—এক্ষুণি তাকে উঠে পড়ে খানিকটা জল খেতেই হবে। কিন্তু উঠছে না কেন সে? নড়তে চেষ্টা করছে সে—কিন্তু

তার হাত-পাগুলো তাকে মানছে না কিছুতেই, দেহটা যেন তার নিজের নয়। মা তাকে এক্ষুণি খানিকটা জল এনে দেবে। মাকে বলবে পাভেল, "জল খাব আমি।" কি যেন নড়ে উঠছে তার পাশে—অক্টোপাসটা আবার তার ওপরে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে নাকি? ওই যে আসছে, লাল চোখ দুটো তার দেখতে পাচ্ছে ও...

বহু দূর থেকে সেই কোমল গলার স্বরটা আসছেঃ

"ফ্রোসিয়া, একটু জল আনো!"

কার নাম ওটা? কিন্তু মনে করার চেষ্টা করতে গিয়ে মানসিক অবসাদে আর একবার অন্ধকার এসে আচ্ছন্ন করল তাকে। আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যেতেই তার মনে পড়লঃ

"আমার তেষ্টা পেয়েছে।"

আবার গলার স্বর শুনতে পেলঃ

"জ্ঞান ফিরে আসছে বলে মনে হচ্ছে।"

আরও কাছে, আরও স্পষ্ট সেই মিষ্টি গলার স্বরঃ

"জল খাবে, কমরেড?"

আমাকে জিজ্ঞেস করছে না-কি? আমি কি অসুস্থ? ও হ্যাঁ, আমাকে ওই টাইফাস্-এর অসুখে পেড়েছে।

তারপর তৃতীয় বারের মতো সে তার চোখের পাতা খুলবার চেষ্টা করল। এবং শেষ পর্যন্ত পারল। চেতনা ফিরে আসতেই, তার অল্প খোলা চোখের সংকীর্ণ দৃষ্টিপথে প্রথমেই নজরে পড়ল—তার মাথার ওপরে একটা লাল গোল জিনিস। কিন্তু কি একটা কালো জিনিস তার দিকে ঝুঁকে এগিয়ে আসতেই তার পেছনে আড়াল হয়ে গেল ওই লাল গোল জিনিসটা। তারপর তার ঠোঁটের ওপর গেলাসের শক্ত কাচের স্পর্শ, জলের স্পর্শ—প্রাণদায়িনী জল। শরীরের ভেতরের আগুনটা তার নিভে গেল। তৃষ্ণা মিট্তে শান্ত স্বরে ফিস্ফিসিয়ে পাভেল বলল, "এবার একটু ভালো লাগছে।"

"দেখতে পাচ্ছ আমায়, কমরেড?"

তার ওপরে ঝুঁকে পড়া সেই কালো মূর্তিটা জিজ্ঞেস করল—তারপর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে সে কোনরকমে বলল, "দেখতে পাচ্ছি না, তবে শুন্তে পাচ্ছি।..."

"কেই বা বিশ্বাস করতে পেরেছিল যে ও সামলে উঠবে? তবু দ্যাখো, ও আবার বেঁচে উঠ্ছে। অত্যন্ত শক্ত উপকরণে তৈরি ওর শরীর। নিনা ভ্লাদিমিরোভ্না, তুমি গর্ব করতে পারো। তুমি সত্যিই ওর প্রাণ বাঁচিয়েছ।"

মেয়েটি অল্প একটু কেঁপে ওঠা গলায় জবাব দিল,

"ভারি আনন্দ হচ্ছে আমার!"

তেরো দিন ধরে অচৈতন্য হয়ে থাকার পর, পাভেল কোরচাগিনের জ্ঞান ফিরে এল। তরুণ দেহখানা তার মৃত্যুকে মেনে নিতে চায় নি, ধীরে ধীরে সে শক্তি ফিরে পেয়েছে। যেন নতুন করে জন্ম নেবার মতো। সব কিছু নতুন আর আশ্চর্য ঠেকছে। শুধু মাথাটা তার অনড় হয়ে পড়ে আছে—প্লাস্টারের ছাঁচে আট্কানো দুর্বিষহ রকমের ভারি—মাথাটাকে নড়াবার শক্তি ওর নেই।

কিন্তু অন্যান্য প্রত্যঙ্গের অনুভূতি শিগ্‌গিরই ফিরে এল, অল্প কয়েকদিনেই ও নিজের আঙুলগুলো বাঁকাতে পারছে।

সামরিক হাসপাতালের সহকারী ডাক্তার নিনা ভ্লাদিমিরোভ্‌না তার ঘরে একটা ছোট টেবিলের সামনে বসে লাইলাক্‌-ফুলের মতো নীল রঙের মলাট দেওয়া একটা মোটা নোটবইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল। নোটবইটার পাতায় পরিষ্কার হাতের লেখায় মেয়েলী বাঁকা অক্ষরে সংক্ষিপ্ত নোট লেখা আছে।

২৬শে আগস্ট, ১৯২০

অ্যাম্বুল্যান্স্‌ ট্রেনে আজ কয়েকটা গুরুতর রকম আহত লোককে আনা হয়েছে। একজন আহতের মাথায় সাংঘাতিক চোট্‌ লেগেছে। জানলাটার পাশে কোণের দিকে ওকে আমরা রেখেছি। মোটে সতের বছর বয়েস। ওর পকেটে পাওয়া কাগজপত্র আর ও কিভাবে আহত হল তার পূর্ণ বিবরণ সমেত আমাকে ওরা একটা খাম দিয়েছে। ওর নাম পাভেল, আন্দ্রিয়েভিচ্‌ কোরচাগিন। ওর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে—ইউক্রেনের কম্‌সোমলের সভ্য-কার্ড্‌ (নং ৯৬৭), ছেঁড়া একটা লাল-ফৌজের সনাক্তকরণের বই আর ফৌজী বিবৃতির একটা কপি যাতে বলা হয়েছে যে লালফৌজের সৈন্য পাভেল কোরচাগিন একটা টহলদারী অনুসন্ধানের কাজ অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে করেছে বলে তাকে সাধুবাদ দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে তার নিজের লেখা একটা নোটও আছেঃ "যদি আমি মারা যাই, তাহলে আমার আত্মীয়দের দয়া করে এই ঠিকানায় চিঠি দেবেন ঃ আরটেম কোরচাগিন, কারিগর, রেলওয়ে ডিপো, শেপেতোভ্‌কা।

১৯শে আগস্ট একটা গোলার টুকরোর আঘাত পাবার পর থেকেই ও অজ্ঞান হয়ে আছে। কাল আনাতোলি স্তেপানোভিচ্‌ ওকে পরীক্ষা করবেন।

২৭শে আগস্ট

আজ আমরা কোরচাগিনের ক্ষতটা পরীক্ষা করেছি। ক্ষতটা খুব গভীর, খুলি কেটে গেছে এবং মাথার ডান দিকের গোটাটাই অসাড় হয়ে গেছে। ডান চোখের একটা রক্তবাহ ফেটে গিয়ে চোখটা ভয়ানক রকম ফুলে উঠেছে।

ফুলে ওঠা বন্ধ করার জন্যে আনাতোলি স্তেপানোভিচ্‌ চোখটা তুলে ফেলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ফোলাটা কমে যাবার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হওয়ায় আমি তাঁকে সেটা করতে দিই নি। ওর মুখের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে—একমাত্র এই কারণেই আমি তাঁকে সেটা করতে দিই নি। ছেলেটা সেরে উঠতে পারে; সেক্ষেত্রে তার অঙ্গহানি হলে ভারি দুঃখের কারণ হবে।

ছেলেটা সমস্তক্ষণ ভুল বকছে আর ভয়ানক ছট্‌ফট্‌ করছে। আমাদের মধ্যে একজন করে সব সময় ওর বিছানার পাশে ডিউটিতে রয়েছে। আমি ওর পেছনে আমার অনেক সময় দিই। মারা যাবার পক্ষে ওর বয়স নিতান্তই অল্প। আমি দৃঢ় সংকল্প করেছি, মৃত্যুর মুঠো থেকে এই তরুণ প্রাণটিকে আমি ছিনিয়ে আনবই। নিশ্চয় সফল হবো।

কাল আমার কাজের সময় শেষ হয়ে যাবার পরে ওর ওয়ার্ডে আমি অনেকক্ষণ ছিলাম, সেখানে ওর অবস্থাটা সবচেয়ে গুরুতর। বসে বসে আমি ওর ভুল

বকা শুনলাম। মাঝে মাঝে সেগুলো একটা গল্পের মতো শোনায়—ওর জীবনের অনেক কিছু জানতে পারলাম। কিন্তু মাঝে মাঝে আবার ছেলেটা অতি বিশ্রি-রকম গালাগাল দিতে থাকে। ওর ভাষাটা বড়ো ভয়ানক। ওর মুখে এরকম গালাগালি শুনে কি জানি কেন আমার বড়ো ক্ষোভ হচ্ছে। ও বাঁচবে বলে আনাতোলি স্তেপানোভিচ মনে করেন না। বুড়ো মানুষটা অভিযোগের সঙ্গে সক্ষোভে বললেন, "এই সব বাচ্চাদের নিয়ে আমাদের ফৌজ যে কি করতে চায় তা বুঝি নে। ভারি বিশ্রী ব্যাপার!"

৩০শে আগস্ট

কোরচাগিন এখনও অজ্ঞান হয়ে আছে। যেসব রুগীদের সম্বন্ধে কোনো আশা নেই, তাদের যে ওয়ার্ডে পাঠানো হয়, তাকেও সেখানে পাঠানো হয়েছে। নার্স ফ্রোসিয়া সদাসর্বদা তার পাশে আছে। দেখা গেল, সে ছেলেটাকে চেনে। এক সময়ে তারা একসঙ্গে কাজ করেছে। কী অসীম যত্ন করছে সে ছেলেটাকে! এখন আমারও মনে হচ্ছে, কোন আশা নেই।

২রা সেপ্টেম্বর, রাত ১১টা।

আজ আমার ভারি আনন্দের দিন। আমার রুগী কোরচাগিন জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। সংকট কেটে গেছে। গত দুদিন আমি বাড়ি ফিরিনি, হাসপাতালেই সমস্তক্ষণ কাটিয়েছি। আরও একটি জীবন রক্ষা পেল—এতে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, তা বলে বোঝাতে পারব না। আমাদের ওয়ার্ডে একটা মৃত্যুর সংখ্যা কমল। আমার এই দারুণ খাটুনির কাজে একজন রুগীর সেরে ওঠাটা ভারি আনন্দের ব্যাপার। ওরা শিশুর মতো হয়ে পড়ে। ওদের ভালবাসাটা সরল আর আন্তরিক। আমিও ওদের প্রতি এমন স্নেহাসক্ত হয়ে পড়ি যে ওদের বিদায় নেবার সময়ে আমি প্রায়ই কেঁদে ফেলি। এটা যে আমার বোকামী, তা জানি। কিন্তু তবু কিছুতেই সামলাতে পারি না।

১০ই সেপ্টেম্বর

কোরচাগিন আজ তার বাড়িতে প্রথম চিঠি পাঠাল—ও যা যা বলে গেল, সেই মতো আমিই চিঠিখানা লিখে দিলাম। ও জানাচ্ছে—আঘাতটা ওর এমন কিছু গুরুতর নয়, শিগ্গিরই সেরে উঠে ও একবার বাড়ি যাবে। দারুণ রক্ত-ক্ষয় হয়েছে ওর, মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। এখনও ও খুব দুর্বল।

১৪ই সেপ্টেম্বর

কোরচাগিন আজ প্রথম হাসল। ভারি সুন্দর হাসে ছেলেটা। সাধারণত ওর বয়সের তুলনায় ও খুবই গম্ভীর। খুব দ্রুত সেরে উঠ্ছে ও। কোরচাগিন আর ফ্রোসিয়ার মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব। প্রায়ই ফ্রোসিয়াকে ওর বিছানার পাশে দেখি। সে নিশ্চয়ই ওকে আমার কথা বলেছে—আমার গুণকীর্তন করেছে বলে বোঝা যাচ্ছে। কারণ, ইদানিং কোরচাগিন আমাকে দেখলেই একটা ক্ষীণ হাসি হেসে অভ্যর্থনা জানায়। গতকাল সে জিজ্ঞেস করছিলঃ "তোমার বাহুতে ওই কালো কালো দাগ কিসের, ডাক্তার?"

আমি ওকে বলি নি যে ওই দাগগুলো ওরই আঁচড়ের চিহ্ন—জ্বরের ঘোরে ভুল বকার সময়ে সে আঙুল দিয়ে আমার বাহু খাম্চে ধরেছিল।

১৭ই সেপ্টেম্বর

কোরচাগিনের মাথার চোটটা চমৎকার সেরে উঠছে। ক্ষতটা ধুয়ে বেঁধে দেবার সময়ে যে আশ্চর্য সহিষ্ণুতার সঙ্গে এই ছেলেটি যন্ত্রণা সহ্য করে, তা দেখে আমরা ডাক্তাররা বিস্মিত হয়েছি।

সাধারণত এরকম ক্ষেত্রে রুগীরা দারুণ চেঁচায় আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এদের নিয়ে মহা অসুবিধেয় পড়তে হয়। কিন্তু এই রুগীটি শান্তভাবে শুয়ে থাকে। খোলা ক্ষতটা যখন আয়োডিন দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হয় তখন সে শক্ত হয়ে নিজেকে টান্ টান্ করে রাখে বেহালার কানে মোচড় দেওয়া তারের মতো। মাঝে মাঝে অজ্ঞানও হয়ে যায়—কিন্তু একবারও আমরা ওর মুখ দিয়ে যন্ত্রণার আওয়াজ বেরুতে শুনিনি। কি জানি, কোথা থেকে ছেলেটা এই দুর্নিবার সহ্যশক্তি পেল?

২১শে সেপ্টেম্বর

আজ আমরা প্রথম কোরচাগিনকে ঠেলা-চেয়ারে করে বড়ো বারান্দাটায় এনে বসাই। বাগানটা দেখে কী উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ, কী রকম লোভীর মতো ও মুক্ত বাতাস টেনে নিল নিঃশ্বাসের সঙ্গে! ওর মাথাটা ব্যাণ্ডেজে ঢাকা, মাত্র একটা চোখ খোলা। সেই প্রাণোজ্জ্বল চোখটা পৃথিবীর দিকে চেয়ে রয়েছে—যেন এই প্রথম পৃথিবীর সঙ্গে তার দৃষ্টি-বিনিময়।

২৬শে সেপ্টেম্বর

আজ দুটি তরুণী হাসপাতালে এসেছিল কোরচাগিনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। ওদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে বাইরের লোকদের বসার নিচের ঘরটায় আমি নেমে গেলাম। মেয়ে দুটির মধ্যে একজন ভারি সুন্দরী। ওরা নিজেদের নাম বলল, তোনিয়া তুমানোভা আর তাতিয়ানা বুরানোভ্স্কাইয়া। তোনিয়ার কথা আমি শুনেছি—জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকার সময়ে কোরচাগিন নামটা বলত। তার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি আমি দিলাম ওদের।

৮ই অক্টোবর

কোরচাগিন এখন নিজে নিজেই বাগানে হেঁটে বেড়ায়। ঘন ঘন আমাকে জিজ্ঞেস করছে—হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে কবে। আমি বলেছি—শিগ্গিরই। রুগীদের সঙ্গে দেখা করার প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট দিনে মেয়ে দুটি ওকে দেখতে আসে। কেন যে কোরচাগিন তার গলা দিয়ে যন্ত্রণার আওয়াজ বের হতে দেয় না তা এখন জানতে পেরেছি। আমি জিজ্ঞেস করাতে ও বলল, "'দি গ্যাড্ফ্লাই' বইটা পড়ে দেখো, তাহলেই বুঝতে পারবে।"

১৪ই অক্টোবর

কোরচাগিন ছাড়া পেয়ে গেছে। গভীর আবেগের সঙ্গে সে আমার কাছে বিদায় নিল। চোখের ওপর থেকে ব্যাণ্ডেজটা তার খুলে দেওয়া হয়েছে, এখন শুধু তার মাথাটা বাঁধা। ডান-চোখটা অন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু দেখতে বেশ স্বাভাবিকই আছে। এই চমৎকার তরুণ কমরেডটির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার সময়ে গভীর বেদনা জমে উঠল মনে। কিন্তু এই তো রীতিঃ সেরে উঠলেই ওরা আমাদের ছেড়ে চলে যায়, আর বড়ো একটা দেখাশোনা হয়ে ওঠে না কখনও।

বিদায় নেবার সময় কোরচাগিন বলল, "আহা, বাঁ চোখটা গেল না কেন? এখন আমি বন্দুক ছুঁড়ব কি করে?"

ও এখনও যুদ্ধফ্রন্টের কথা ভাবছে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর পাভেল কিছুদিন বুরানোভ্‌স্কির বাড়িতে রইল—তোনিয়া এখানেই আছে।

পাভেল তোনিয়াকে অবিলম্বে কম্‌সোমলের কাজকর্মের মধ্যে টেনে নেবার চেষ্টা করল। শহরের কম্‌সোমলের একটা সভায় উপস্থিত থাকার জন্যে তোনিয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সে এ ব্যাপারের সূত্রপাত করল। তোনিয়া যেতে রাজি, কিন্তু সভায় যাবার জন্যে পোশাক বদ্‌লে সে যখন তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তখন তাকে দেখে পাভেল দারুণ বিরক্তির সঙ্গে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল। খুব কেতাদুরস্ত পোশাক পরে নিজেকে রীতিমত চটকদার করে তুলেছে সে—পাভেল বুঝতে পারল যে এটা কম্‌সোমলের সভায় একেবারেই বেখাপ্পা হয়ে পড়বে।

তাদের মধ্যে প্রথম ঝগড়ার কারণ ঘটল এই নিয়ে। কেন ওরকম পোশাক পরতে গেল—পাভেল এই প্রশ্ন তোলাতে চটে উঠল তোনিয়া।

"কেন যে আমাকে আর সকলের মতোই দেখতে হতে হবে, তা তো বুঝে উঠতে পারছি না। আমার পোশাকে যদি তোমার না পোষায়, তাহলে আমি না হয় বাড়িতেই থাকি।"

কম্‌সোমল্‌-সমিতির ক্লাব-ঘরে আর-সকলের বিবর্ণ কোর্তা আর ছেঁড়াখোঁড়া ব্লাউজের মধ্যে তোনিয়ার সুন্দর পোশাকটা সকলেরই এতো চোখে ঠেক্‌ল যে পাভেল দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সমস্তক্ষণ। কম্‌সোমলের তরুণ সভ্যরা সবাই তাকে বাইরের লোক হিসেবে ধরে নিল, তাকে যে এরা পছন্দ করছে না সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে তোনিয়াও সবাইকে অগ্রাহ্য করার একটা উন্নাসিক মনোভাব দেখাল।

জাহাজ-ঘাটার কম্‌সোমল্‌-সংগঠনের সম্পাদক পান্‌ক্রাতভ্‌। মোটা সুতির জামা পরা চওড়া-কাঁধ ডক-খালাসী। সে পাভেলকে একপাশে ডেকে চোখের ইসারায় তোনিয়াকে দেখিয়ে ভ্রূকুটি করে বলল,

"এই পুতুলটিকে তুমিই এখানে নিয়ে এসেছ না-কি?"

"হ্যাঁ"—কাটা জবাব দিল পাভেল।

"হুম্‌" পান্‌ক্রাতভ্‌ মন্তব্য করল, "চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, এখানকার সঙ্গে ও ঠিক খাপ খাচ্ছে না। বড্ডো বেশি রকম বুর্জোয়া গোছের দেখতে। এখানে এসে জুটল কি করে?"

রগ্‌ দুটো দপ্‌দপ্‌ করে উঠল পাভেলের।

"ও আমার এক বন্ধু। আমিই ওকে এনেছি এখানে। বুঝলে? আমাদের প্রতি ওর মোটেই কোন বিরুদ্ধ মনোভাব নেই, যদিও নিজের সাজপোশাকের দিকে ওর বড়ো বেশি নজর। কে কি রকম পোশাক পরছে তাই দেখে সবসময়ে মানুষকে যাচাই করতে পারো না তুমি। তুমি যেমন জানো তেমনি আমিও জানি

কাকে এখানে আনা যায় না যায়—সুতরাং তোমার অতো খবরদারি করার কোনো দরকার নেই, কমরেড !"

সে বেশ একটু ঝাঁঝালো আর অপমানজনক কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পান্‌ক্রাতভ্‌ যে সভার সাধারণ মতটাকেই প্রকাশ করেছে, সেটা বুঝতে পেরে সে সামলে নিল। এবং তার সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল তোনিয়ার ওপর ঃ

"যা ওকে বলেছিলাম, ঠিক তাই হল ! কী দরকারটা পড়েছিল ওর ওমনি ধারা চাল দেখাতে যাবার ?"

সেইদিন সন্ধ্যায় তাদের বন্ধুত্বের শেষ অধ্যায়ের সূত্রপাত হল। পাভেল যে সম্পর্কটাকে এতদিন চিরস্থায়ী বলে ভেবে এসেছে, গভীর ক্ষোভ আর হতাশার সঙ্গে সেই সম্পর্কটার মধ্যে ফাটল লক্ষ্য করতে লাগল সে।

আরও কয়েকটা দিন কেটে গেল—প্রত্যেকবার দেখাশোনার মধ্যে দিয়ে, প্রত্যেকটা সংলাপের মধ্যে দিয়ে তারা ক্রমশই পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকল। তোনিয়ার খেলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পাভেলের কাছে ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠছে।

দুজনেই অনুভব করছে—ওদের মধ্যে ছাড়াছাড়িটা অনিবার্য।

আজ তারা শেষবারের মতো কুপেচেস্কি-বাগানে মিলিত হয়েছে। শুক্‌নো পাতায় পথগুলো ঢেকে গেছে। উঁচু খাড়াইটার কাছে ওরা আল্‌সের ধারে এসে দাঁড়িয়ে নিচে নীপারের ধূসর জলের ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। সাঁকোটার মস্ত উঁচু খিলানের ওপাশে একটা ছাদ-খোলা বড়ো নৌকো পেছনে দুটো ভারি বাজ্‌রা টেনে নিয়ে ক্লান্ত ভাবে নদী বেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। অস্তগামী সূর্য ওপারের ত্রুখানভ্‌-চড়াটার বুকে সোনার ছোপ দিয়েছে—ঘরবাড়িগুলোর ছাদ আর জানলায় আগুন ধরে গেছে যেন।

সূর্যের সোনালি আলোর দিকে তাকিয়ে তোনিয়া গভীর বিষাদের সঙ্গে বলল ঃ

"ওই ডুবন্ত সূর্যের মতোই আমাদের বন্ধুত্বও কি মিলিয়ে যাবে ?"

পাভেল একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ওর মুখের দিকে। কঠিন চোখে ভ্রূকুটি করে নিচু গলায় উত্তর দিল ঃ

"তোনিয়া, আমাদের মধ্যে এসব কথা আগেও হয়ে গেছে। তুমি তো জানোই, আমি ভালবেসেছিলাম তোমাকে। এখনও আমার ভালবাসা ফিরে আসতে পারে—কিন্তু তার জন্যে তোমাকে মিলতে হবে আমাদের সঙ্গে। আমি আর সেই আগেকার পাভ্‌লুশা নেই। পার্টির চেয়ে তোমাকে বড়ো করে দেখব —একথা যদি ভেবে থাকো, তাহলে আমি তোমাকে স্বামী হিসেবে খুশি করতে পারব না। কারণ, আমি সর্বদা পার্টিকে আগে স্থান দেব, তারপরে স্থান দেব তোমাকে আর অন্যসব ভালবাসার লোকদের।"

নিবিড় বেদনাভরা চোখে তোনিয়া তাকিয়ে রইল নিচের ঘন নীল জলের দিকে—তার চোখ ভরে উঠল জলে।

পাভেল তার বাদামী রঙের ঘন চুলের দিকে, তার পাশ-ফেরানো মুখটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল—যে-মুখখানাকে সে এতো নিবিড়ভাবে চেনে। মেয়েটির প্রতি একটা করুণার উচ্ছ্বাসে ভরে উঠল তার মন—যে-মেয়েটি তার কাছে এক সময়ে ছিল সবচেয়ে কাছাকাছি, সবচেয়ে প্রিয়।

তোনিয়ার কাঁধের ওপরে আস্তে হাতখানা রাখল সে।

"তোনিয়া, তোমার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে আমাদের সংগে এসে মিলে যাও। একসংগে কাজ করার মধ্যে দিয়ে এসো আমরা মালিক-শ্রেণীকে উৎখাত করি। আমাদের মধ্যে অসংখ্য ভালো ভালো মেয়ে আছে—তারা এই নিদারুণ লড়াইয়ের সব-রকম বোঝা বইছে, সব রকমের কষ্ট আর অসুবিধে সইছে। তারা তোমার মতো শিক্ষিত না হতে পারে, কিন্তু কেন, কেন তুমি আমাদের মধ্যে আসতে চাও না? তুমি বলেছ—চুঝানিন তোমার ওপরে অত্যাচার করবার চেষ্টা করেছিল—কিন্তু চুঝানিনটা তো একটা বিকারগ্রস্ত বাজে লোক। ও যোদ্ধা নয়। তুমি বলেছ, কমরেডরা নাকি তোমার সংগে বন্ধুর মতো ব্যবহার করেনি। কিন্তু তুমিই বা কেন সেদিন ওরকম বড়লোকদের নাচের আসরে যাবার মতো পোশাক পরেছিলে? দোষটা তোমারই ঠুন্‌কো আত্মাভিমানের ঃ আর-সবাই পরছে বলেই আমাকেও এই পুরনো নোংরা ফৌজী-কোর্তা পরতে হবে কেন?—এই রকম ভেবেছিলে তুমি। একজন শ্রমিককে ভালবাসার সাহস তোমার ছিল—কিন্তু তুমি তো কোনো মনগড়া ধারণাকে ভালবাসতে পারো না। তোমার সংগে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে বলে আমি দুঃখিত, তোমার কথা আমি চিরদিন মনে রাখব।"

আর কিছু বলল না পাভেল।

পরের দিন পাভেল রাস্তায় দেখতে পেল আঞ্চলিক 'চেকা' কমিটির সভাপতির একটা নির্দেশ লট্‌কানো রয়েছে দেয়ালের গায়—তাতে নাম-সই করা আছে—ঝুখ্‌রাই। তার হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল। অনেক হাংগামার পর সে জাহাজী ঝুখ্‌রাইয়ের দপ্তরে ঢুকবার অনুমতি পেল। শান্ত্রীরা কিছুতেই তাকে ঢুকতে দেবে না। ফলে, পাভেল এমন একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল যে প্রায় গ্রেপ্তার হয় আর-কি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ঢুকতে পেল সে।

ফিওদোর তাকে আন্তরিক খুশির সংগে অভ্যর্থনা জানাল। তার একটা হাত কাটা গেছে—গোলা লেগে উড়ে গিয়েছিল হাতখানা।

ওদের কথাবার্তা তৎক্ষণাৎ কাজের আলোচনায় মোড় নিল।

"যুদ্ধফ্রন্টে ফিরে যাবার জন্যে উপযুক্ত না হয়ে ওঠা পর্যন্ত তুমি আমাকে এখানকার প্রতি-বিপ্লবীদের উৎখাত করার কাজে সাহায্য করতে পারো। কাল থেকেই কাজ শুরু করে দাও", বলল ঝুখ্‌রাই।

শাদা-কোর্তা পোলিশ্‌দের সংগে লড়াই শেষ হয়ে গেছে। লাল-ফৌজ শত্রুপক্ষকে প্রায় একেবারে ওয়ারশ'র দেয়াল পর্যন্ত হটিয়ে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তাদের অস্ত্রশস্ত্র, আর লোকসংখ্যা কমে আসায় এবং রসদ জোগান দেবার ঘাঁটি অনেক পেছনে পড়ে থাকায় তারা পোলিশ্‌দের এই শেষ ঘাঁটিটা দখল করে নিতে পারে নি। তাই তারা পিছিয়ে এসেছে। ওয়ারশ' থেকে লাল-ফৌজের এই পিছিয়ে আসার ব্যাপারটাকে পোলিশ্‌রা নাম দিয়েছে "ভিশ্চুলার দৈব-ঘটনা।" এর ফলে, ধনিকশ্রেণীর পোল্যান্ড্‌ আরও কিছুদিনের মতো আয়ু ফিরে পেল—পোলিশ্‌ সোবিয়েত সমাজবাদী প্রজাতন্ত্রের স্বপ্ন কার্যকরী করে তুলতে কিছুটা দেরি থেকে গেল।

রক্তাক্ত দেশ এখন খানিকটা বিশ্রাম চায়।

পাভেল তার আত্মীয়স্বজনদের সংগে দেখা করার সুযোগ পেল না, কারণ শেপেতোভ্‌কা আবার পোলিশ্‌দের দেখলে চলে গেছে এবং সেটা সাময়িক-ভাবে একটা সীমান্ত ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধবিরতি-চুক্তির কথাবার্তা চলছে।

'চেকা'র জন্যে নানান ধরনের কাজে পাভেলের দিনরাত্রি কাটছে। তার নিজের শহর পোলিশ্‌দের দখলে চলে গেছে শুনে সে খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। ঝুখ্‌রাইকে সে জিজ্ঞেস করল, "এখন যদি যুদ্ধবিরতি-চুক্তি হয়ে যায়, তাহলে আমার মা কি সীমান্তের অন্য দিকে পড়ে যাবে?"

ফিওদোর তার ভয় দূর করল ঃ

"খুব সম্ভব গোরিনের মধ্যে দিয়ে নদীটার গতিপথ ধরে সীমান্ত নির্দিষ্ট হবে। তার মানে, তোমাদের শহরটা আমাদের এলাকার মধ্যেই পড়বে। যাই হোক, খুব শিগ্‌গিরই জানতে পারব আমরা।"

পোলিশ সীমান্ত থেকে দক্ষিণে সৈন্যবাহিনী চালান করে দেওয়া হচ্ছে। কারণ, ওদিকে সোবিয়েত প্রজাতন্ত্র যখন পোলিশ সীমান্তে তার সমস্ত মনোযোগ সংহত করেছে, তখন র‍্যাঙেগল এদিকে এই বিরতির সুযোগে ক্রিমিয়ায় তার গোপন ঘাঁটি থেকে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এসে নীপার নদীর ধার ঘেঁষে উত্তর দিকে তার অব্যবহিত লক্ষ্য ইয়েকাতেরিনোস্লাভ এলাকাকে দখল করবার জন্যে এগিয়ে আসতে লেগেছে।

পোলিশ্‌দের সংগে লড়াই শেষ হয়ে যাওয়ায় সোবিয়েত সরকার প্রতি-বিপ্লবীদের এই শেষ ঘাঁটিটাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যে অবিলম্বে ফৌজ পাঠিয়ে দিল।

ট্রেন-ভর্তি সৈন্যদল, ঠেলা-গাড়ি, রান্নার সরঞ্জাম আর কামান দক্ষিণ দিকে যাবার পথে কিয়েভ্‌-এর মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই অঞ্চলে যানবাহন-চলাচলের জন্যে যে 'চেকা' কমিটি আছে, তারা ইদানীং প্রাণপণে পরিশ্রম করছে। —যানবাহন-চলাচল অসম্ভব রকম বেড়ে যাওয়ায় মাঝে মাঝে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে চলাচল একদম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাদের সে সব দিনরাত নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে। স্টেশনগুলোয় ট্রেন আটকে আছে, খালি লাইন পাওয়া না যাওয়ায় চলাচল প্রায়ই বন্ধ থাকছে। কোনো না কোনো সৈন্যবাহিনীর চলার পথ পরি-ষ্কার করে দেবার হুকুম দিয়ে টেলিগ্রাফ-অপারেটররা অসংখ্য জরুরী তার পাঠাচ্ছে টরে-টক্কা শব্দে। টেলিগ্রাফ যন্ত্রের মধ্যে থেকে ফুট্‌কি আর ড্যাশ্‌ চিহ্নিত অন্তহীন লম্বা কাগজের ফিতে বেরিয়ে আসছে—প্রত্যেকটাই সর্বাগ্রে বিবেচনার জন্যে দাবি জানাচ্ছে ঃ "অন্য সব কিছুর আগে এটা করা চাই...এটা সামরিক হুকুম...অবিলম্বে পথ পরিষ্কার করে দাও...।" প্রায় প্রত্যেকটা তার-বার্তাতেই একবার করে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে এই হুকুম না মানা হলে বিপ্লবী সামরিক আদালতে অভিযুক্ত করা হবে।

স্থানীয় চলাচল-নিয়ন্ত্রণের 'চেকা' কমিটির কাজের ফলে এই দিকটায় যান-বাহন বিনা বাধায় চলাচল করতে পারছে।

বিভিন্ন সৈন্যদলের অধিনায়করা অনবরত 'চেকা'-র সদর দপ্তরে রিভলভার বাগিয়ে ঢুকে পড়েই দাবি জানাচ্ছে যে ফৌজের সর্বাধিনায়কের সই করা অমুক নম্বরের টেলিগ্রাম অনুযায়ী তাদের ট্রেনটাকেই আগে রওনা করে দেওয়া হোক।

সেটা করা যে অসম্ভব—এ কৈফিয়ত শ্নতে কেউই রাজি নয়ঃ

"আমাদের ট্রেনটা রওনা করে দিতেই হবে—তা করতে গিয়ে যদি তোমাদের কলিজা ফেটেও যায়, তব্ও!"

এবং এক দমক ভীষণ গালাগাল বেরিয়ে আসছে তারপর। বিশেষ গ্রুতর ব্যাপারগুলোয় ঝ্খ্রাই-এর জর্রী তলব পড়ে। তখন এইসব উত্তেজিত মান্ষগ্লো—যারা পরস্পরকে ওইখানেই গ্লি করে মারবার জন্যে তৈরি—তারা সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে পড়ে। এই লৌহদৃঢ় মান্ষটির শান্ত আর বরফের মতো ঠাণ্ডা গলার স্বরের কাছে কোন যুক্তি টেঁকে না—তার উপস্থিতির ফলেই খাপের মধ্যে রিভলভারগ্লো ফের ঢ্কে যায়।

মাঝে মাঝে পাভেল মাথার মধ্যে একটা ভীষণ যন্ত্রণা নিয়ে অফিস থেকে টল্তে টল্তে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে আসে। 'চেকা' কমিটির কাজে তার স্নায়ুর ওপরে ভয়ানক রকম চাপ পড়ছে আজকাল।

একদিন সে হঠাৎ একটা গ্লি-গোলার বাক্সে বোঝাই ছাদখোলা গাড়ির ওপরে সার্জি ব্রুঝাককে দেখতে পেল। সার্জি গাড়িটার ওপর থেকে লাফিয়ে পাভেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রায় তাকে চিৎপাত করে ফেলে দিয়ে দ্হাতে জড়িয়ে ধরল তার বন্ধ্কে।

"পাভ্কা, ওরে বজ্জাত! তোর ওপর চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্ঝেছি—এ তুই ছাড়া আর কেউ নয়।"

এই দ্ই তর্ণ বন্ধ্র মধ্যে এত কথা বলার আছে যে কোথা থেকে তারা শ্র্ করবে ব্ঝে উঠতে পারছে না যেন। ওদের দ্জনের শেষ দেখা হবার পর কত কি ঘটে গেছে। পরস্পরকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করে উত্তরের অপেক্ষা না করেই তারা কথা বলে যেতে লাগল। কথাবার্তায় এতো ডুবে গেছে তারা যে ইঞ্জিনের হ্ইস্ল্ সার্জির কানে যায় নি। ট্রেনটা যখন স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে চলা শ্র্ করেছে, তখন শেষপর্যন্ত তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হল।

তব্ তখনও তাদের অনেক কথা বলতে বাকি ছিল পরস্পরকে। কিন্তু ট্রেনটা ক্রমশই দ্রুতগতি নিচ্ছে। সার্জি তার বন্ধ্র উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে কি একটা বলে প্ল্যাটফর্ম বেয়ে ছ্টতে ছ্টতে একটা মাল-কামরার খোলা দরজা ধরে ফেলল। ভেতর থেকে কয়েকটা হাত বেরিয়ে এসে তাকে ধরে টেনে তুলে নিল ভেতরে। তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ পাভেলের মনে পড়ল, ভালিয়ার মৃত্যু সম্বন্ধে সার্জি কিছ্ই জানে না। কারণ, শেপেতোভ্কা ছাড়ার পর ও আর সেখানে যায় নি—আর, আজকের এই অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে যাবার এই সময়ট্কুর মধ্যে পাভেলেরও সে কথাটা বলতে ভুল হয়ে গেছে।

পাভেল ভাবল, "না জানাটাই ভালো। ওর মনের শান্তি তাতে বজায় থাকবে।" সে জানত না যে বন্ধ্র সঙ্গে আর কোনদিন তার দেখা হবে না। সার্জিও জানত না যে হেমন্ত বাতাসের দিকে ব্ক-খোলা অবস্থায় গাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে সে তার মৃত্যুর ম্খে এগিয়ে চলেছে।

দোরোশেন্কো নামে একজন লাল-ফৌজের সৈন্য সার্জিকে তাড়া দিল, "ওখান থেকে নেমে এসো, সেরিওঝা।"—দোরোশেন্কোর গায়ে একটা কোট যার পেছন দিকটা প্ড়ে গিয়ে গর্ত হয়ে গেছে।

হেসে বলল সার্জি, "ঠিক আছে, বাতাসের সঙ্গে আমার খ্ব ভাব আছে।"

এক সপ্তাহ বাদে প্রথম লড়াইয়ের দিনেই একটা এলোপাথাড়ি বুলেট এসে সার্জির বুকে বিঁধল। যন্ত্রণায় যেন ছিঁড়ে গেল বুকটা, শূন্যে কি যেন মুঠো করে ধরবার চেষ্টা করল, তারপর বুকে হাত দুটো জোরে চেপে ধরে কয়েক পা টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে ঘুরে পড়ে গেল সে মাটির ওপর ভারি একটা বোঝার মতো। ইউক্রেনের সীমাহীন স্তেপ্‌ভূমির দিকে তার দৃষ্টিহীন নীল চোখ দুটি নিষ্পলক তাকিয়ে রইল।

দুর্বল দেহে 'চেকা'র পরিশ্রম-সাপেক্ষ কাজকর্ম পাভেলের স্নায়ুর ওপরে দারুণ একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড মাথা ধরাটা তার ক্রমশই বাড়ছে। কিন্তু একবার একাদিক্রমে দু রাত্রি জাগার ফলে অজ্ঞান হয়ে পড়ার পর তবেই সে ঝুখ্‌রাইয়ের সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনা করবে বলে ঠিক করল।

"তোমার কি মত, ফিওদোর—আমি যদি অন্য কোনো কাজে লাগার চেষ্টা করি, তাহলে কেমন হয়? আমার নিজের সবচেয়ে পছন্দ—বড়ো কারখানা ঘরে যন্ত্রের কাজ। ওটা আমার নিজের পেশা। ভয় হচ্ছে—আমার মাথার মধ্যে কি যেন গোলমাল হয়েছে। চিকিৎসা-কমিশনে ওরা আমাকে ফৌজের কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত বলে দিয়েছে। কিন্তু এ ধরনের কাজে যুদ্ধসীমান্তে লড়াইয়ের কাজের চেয়েও পরিশ্রম বেশি। এই দুদিন ধরে সুতির-এর ডাকাত-দলটাকে পাকড়াও করতে গিয়ে আমার শরীরটা একেবারে ভেঙে পড়েছে। এই সব মারামারির কাজ থেকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্রাম চাই কিছুদিনের জন্যে। দেখতেই পাচ্ছ ফিওদোর, আমি যদি খাড়া হয়ে দাঁড়াতেই না পারি, তাহলে আর তোমার কি কাজে লাগব বলো?"

উদ্বেগভরা চোখে ঝুখরাই পাভেলের মুখখানা ভালো করে দেখল।

"হ্যাঁ, তোমাকে বিশেষ ভালো দেখাচ্ছে না। আমারই দোষ। অনেক আগেই আমার তোমাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বড্ডো ব্যস্ত ছিলাম বলে লক্ষ্য করি নি।"

এই কথাবার্তার অল্পক্ষণ পরেই পাভেল কম্‌সোমলের আঞ্চলিক কমিটিতে এসে উপস্থিত হল। তার হাতে একটা কাগজ—যাতে বলা হয়েছে যে তাকে কাজ দেবার জন্যে কমিটির কাছে পেশ করা হল। মাথার ওপর থেকে টুপিটা কায়দা করে প্রায় নাকের ওপর ঠেলে দেওয়া একটু পাকা-গোছের একটি ছেলে কাগজটার ওপরে তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, "চেকা থেকে আসছ, অ্যাঁ? ভারি ফূর্তির ওই সংগঠনটা। এখানে আমরা তোমার জন্যে এক্ষুণি কাজ জুটিয়ে দিচ্ছি। যাকে পাওয়া যায় তাকেই আমাদের দরকার। কোথায় যেতে চাও তুমি? কমিসার-বিভাগ? না? আচ্ছা, তাহলে জাহাজ-ঘাটায় প্রচার-আন্দোলনের বিভাগ সম্বন্ধে কি মনে করো? তাও না? তাহলে তো মুশকিল হল। ওখানকার কাজটা ভালো—আলাদা ভালো খাবারও পাওয়া যায়।"

পাভেল তার কথায় বাধা দিল।

"আমি বড়ো রেলওয়ে কারখানাটায় যেতে চাই", বলল সে।

"রেলওয়ে কারখানায় ?" হাঁ হয়ে গেল ছেলেটির মুখ, "হুম্...সেখানে আমাদের কাউকে দরকার পড়বে বলে আমার মনে হয় না। তবে, তুমি রিতা উস্তিনোভিচের কাছে একবার যাও। সে তোমাকে একটা কোথাও কাজে লাগিয়ে দেবে।"

ঘন গায়ের রঙ রিতা উস্তিনোভিচের। তার সঙ্গে দেখা করার পর অল্প-ক্ষণ কথাবার্তার শেষে ঠিক হয়ে গেল, পাভেল রেলওয়ে কারখানায় কাজ করবে আর সেখানকার কম্‌সোমল-সংগঠনের সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হবে।

ইতিমধ্যে বলশেভিক-বিরোধী সৈন্যরা ক্রিমিয়ার প্রবেশপথটায় জড়ো হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। এককালে এই লম্বা সরু ভূখণ্ডটি ছিল ক্রিমিয়ান তাতার আর জাপোরোঝিয়ে-কসাকদের বাসভূমির মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা—এখন এটা আধুনিক সশস্ত্র সৈন্যব্যূহে সাজানো পেরেকপ্‌-এর যুদ্ধসীমান্ত।

এবং এই ক্রিমিয়াতে পেরেকপের পেছনে গোটা দেশের সব জায়গা থেকে তাড়া খেয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে পুরনো দুনিয়ার যত ধনী, জমিদার, সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠী—মদের নেশায় চুর হয়ে এরা হুল্লোড় করে বেড়ায়। এখানে আর তাদের কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই—এই রকম একটা মিথ্যা অন্ধ বিশ্বাসের বশে তারা নিজেদের আসন্ন অন্তিম দিনের দিকে চোখ বন্ধ করে আছে।

তুষার ঝরে পড়া এক শীতার্ত হেমন্তের রাত্রে শ্রমজীবী মানুষের হাজার হাজার সন্তান ঝাঁপিয়ে পড়ল সিবাশ্‌-নদীর বরফ-জমা জলের বুকে—অন্ধকারের আড়ালে উপসাগরটা পার হয়ে এসে দুর্গের ভেতরকার শত্রুসৈন্যকে পেছন থেকে হঠাৎ আক্রমণ করা তাদের উদ্দেশ্য। এই হাজার হাজার লোকের মধ্যে একজন ইভান ঝার্‌কি—মেশিনগানটা যাতে জলে ভিজে না যায়, তার জন্যে সেটাকে মাথার ওপরে তুলে ধরে সে জল কেটে চলেছে।

তারপর, ভোরবেলায় পেরেকপের বাসিন্দারা যখন পাগলের মতো উত্তেজিত হয়ে ছুটোছুটি করছে, সামনের দিক থেকে হঠাৎ আক্রমণে দুর্গের প্রতিরোধ বিপর্যস্ত, তখন সিবাশ্‌-নদী পার হয়ে আসা প্রথম দলটি লিতোভ্‌স্কি-উপদ্বীপের ওপর তীরে উঠে পড়েছে বলশেভিক-বিরোধী সৈন্যদের পেছন থেকে আক্রমণ করার জন্যে। এবং প্রথম যারা পাথুরে ডাঙাটায় এসে উঠেছে, তাদের মধ্যে ইভান ঝার্‌কি একজন।

এরকম হিংস্র লড়াই এর আগে আর হয়নি। জল থেকে লাল-ফৌজের সৈন্যদের উঠে আসার সময় তাদের ওপর বর্বর নির্মমতার সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল বলশেভিক-বিরোধী ঘোড়সওয়াররা। ঝার্‌কির মেশিনগান অনর্গল মৃত্যু উদ্‌গীরণ করে চলল একবারও না থেমে। সীসের বৃষ্টির মধ্যে ঘোড়া আর মানুষের দেহের স্তূপ জমে উঠল। দ্রুত ক্রমান্বয়ে নতুন গুলির ম্যাগাজিন পরিয়ে নিচ্ছে ঝার্‌কি তার মেশিন-গানের মুখে।

শত শত কামানের গোলার আওয়াজে পেরেকপ্‌ গর্জন করে উঠল। গোটা পৃথিবীটাই যেন একটা অতল গহ্বরের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে, হাজার হাজার বোমার আঘাতে মৃত্যুর কান-ফাটানো আর্ত আওয়াজ বিদীর্ণ করে দিচ্ছে আকাশ, গোলাগুলো বহুদূর পর্যন্ত অসংখ্য ছোট ছোট টুক্‌রো ছড়িয়ে দিয়ে ফেটে

পড়ছে। ছিন্নভিন্ন মাটি কালো মেঘ হয়ে শূন্যে উঠে যাচ্ছে সূর্যকে ঢেকে দিয়ে।

বীভৎস জানোয়ারটার মাথাটা গুঁড়ো হয়ে গেল। ক্রিমিয়ার ভেতরে বয়ে চলল এক নম্বর ঘোড়সওয়ার বাহিনীর লাল বন্যা—ওরা চলেছে শেষ অমোঘ আঘাতটা হানবার জন্যে। প্রাণের ভয়ে দিশেহারা বলশেভিক-বিরোধী সৈন্যরা আতঙ্কে আত্মহারা হয়ে ছুটে চলল বন্দর ছেড়ে যাওয়া জাহাজগুলোয় চাপবার জন্যে।

ছেঁড়াখোঁড়া কোর্তার নিচে যেখানে নির্ভীক হৃদ্‌পিণ্ডগুলি ধুক্‌ধুক্ করে, ঠিক সেই জায়গাটার ওপরে কোর্তার গায়ে প্রজাতন্ত্রী সরকার সোনার 'অর্ডার অফ দি রেড ব্যানার' মেডেল আট্‌কে দিল। ওই কোর্তাগুলির মধ্যে একটা কোর্তা—কম্‌সোমলের মেশিনগান-গোলন্দাজ ইভান ঝার্‌কি-র।

পোলিশ্‌দের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির চুক্তি হয়ে গেল এবং ঝুখ্‌রাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেপেতোভ্‌কা সোবিয়েত-ইউক্রেনেই থেকে গেল। শহর থেকে প্রায় বাইশ মাইল দূরে একটা নদী এখন সীমান্তের চিহ্ন।

১৯২০-র ডিসেম্বরের এক স্মরণীয় সকালে পাভেল তার নিজের শহরে ফিরে এল। বরফে ঢাকা প্ল্যাটফর্মটার ওপরে নেমে সে এক নজর তাকাল "শেপেতোভ্‌কা—১ নং প্ল্যাটফর্ম" লেখা সাইনবোর্ডটার দিকে। তারপর বাঁয়ে ঘুরে সোজা স্টেশনের ডিপোয় গিয়ে আরটেমের খোঁজ করল। কিন্তু তার দাদা সেখানে নেই। গায়ের ওপরে সামরিক কোটটা আঁট করে নিয়ে পাভেল বনের মধ্যে দিয়ে শহরের দিকে চলল।

দরজায় ঘা পড়তে মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভ্‌না ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "ভেতরে এসো।" দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল একটা বরফে ঢাকা মূর্তি—মারিয়া তার ছেলের প্রিয় মুখখানা দেখতে পেল। হাত দুটো বুকের ওপর চেপে ধরল সে। আনন্দের আচ্ছন্নতায় সে মুখের কথা হারিয়ে ফেলেছে।

ছেলের বুকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চুমোয় চুমোয় ভরে দিল সে তার মুখ। গাল বেয়ে ঝরে পড়ল সুখের অশ্রু। আর পাভেল সেই হাল্কা ছোট্ট দেহখানিকে সজোরে আঁকড়ে ধরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মায়ের দুশ্চিন্তার ছাপ-ধরা কষ্টের আর উদ্বেগের বলি-চিহ্নিত মুখের দিকে। তার শান্ত হয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইল সে।

অনেক কষ্ট সয়েছে মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভ্‌না। এবার আবার তার চোখের দৃষ্টিতে সুখের উজ্জ্বলতা ফিরে এল। যে ছেলেকে আর কোনদিন দেখতে পাবার আশা সে একেবারেই ছেড়ে দিয়ে বসেছিল, সেই ছেলে আবার ফিরে আসায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার যেন আর আশ মেটে না।

তিন দিন পরে একদিন গভীর রাত্রে কাঁধের ওপর তার সৈনিকের বোঁচকাটা বেঁধে যখন আরটেমও ফিরে এসে ছোট্ট ঘরখানাকে ভরাট করে তুলল, তখন আর মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভ্‌নার সুখের সীমা রইল না।

কোরচাগিন-পরিবার এতদিনে আবার পুনর্মিলিত হয়েছে। দুই ভাই-ই মৃত্যুকে এড়িয়ে ঘরে ফিরে এসেছে। নিদারুণ কষ্ট আর নানান্ পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে পার হয়ে এসে আবার পরস্পরের সঙ্গে মিলেছে তারা।

মা তার ছেলেদের জিজ্ঞেস করল, “এখন কি করবি তোরা ?”

হাল্কা সুরে আরটেম জবাব দিল, “আমি আবার ওই রেল-কারখানাতেই গিয়ে ঢুকব, মা !”

আর পাভেল দু সপ্তাহ বাড়িতে কাটানোর পর কিয়েভ্-এ ফিরে গেল—সেখানে কাজ পড়ে রয়েছে তার।

॥ প্রথম খণ্ড শেষ ॥



দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

রাত্রি-দুপুর। শেষ ট্রামগাড়িখানা অনেকক্ষণ আগে তার নড়বড়ে দেহখানা টেনে নিয়ে ফিরে গেছে ডিপোয়। জানলার শার্শির ওপরে চাঁদের একফালি ঠাণ্ডা আলো এসে পড়েছে। বিছানার ওপরে তারই আভা একটা আবছা আলোর চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। ঘরের বাকি অংশটুকু আধা-অন্ধকার। কোণের দিকে টেবিলটার ওপরে একটা ঠুলি-পরানো ডেস্ক্-আলোর বৃত্তের নিচে ঝুঁকে বসে আছে রিতা তার মোটা নোটবইটার সামনে। এটা তার রোজনামচা। পেন্সিলের সরু সীস্‌টা তার লিখে চলেছে এই কথাগুলোঃ

"২৪শে মে

"আমার মনের কথাগুলোকে লিখে রাখবার জন্যে আমি আরেকবার চেষ্টা করতে বসেছি। এই রোজনামচা লেখার ব্যাপারে আরেকবার একটা বড়ো রকম ফাঁক পড়েছে। শেষবার লেখার পর ছ' সপ্তাহ কেটে গেছে। কিন্তু উপায় ছিল না।

"রোজনামচা লেখার সময় পাই কোথায়? রাত্তির বারোটা বেজে গেছে এখন, এদিকে এই আমি সমানে লিখে চলেছি। ঘুম আসছে না কিছুতেই। কমরেড সেগাল চলে যাবেনঃ কেন্দ্রীয় কমিটির হয়ে কাজ করবার জন্যে যাচ্ছেন তিনি, খবরটা পেয়ে আমরা সবাই খুব বিচলিত হয়ে পড়েছি। ভারি চমৎকার লোক—আমাদের এই লাজার আলেক্‌সান্দ্রোভিচ্। তাঁর বন্ধুত্ব যে আমাদের পক্ষে কতোখানি, সেটা আমি এর আগে পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারি নি। উনি চলে গেলে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ক্লাসটা ভেস্তে যেতে বাধ্য। আমাদের 'ছাত্ররা' কতদূর এগিয়েছে হিসেব নেবার জন্যে আমরা কাল তাঁর ওখানে রাত্রি প্রায় একটা-দেড়টা পর্যন্ত ছিলাম। প্রাদেশিক কম্‌সোমল-কমিটির সম্পাদক আকিম এসেছিল। আর সেই অসহ্য তুফ্‌তা-টাও এসেছিল। ওই সবজান্তাটাকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারিনে! পার্টির ইতিহাস সম্বন্ধে একটা তর্ক উঠেছিল। সেগালের ছাত্র কোরচাগিন যখন তুফ্‌তা-কে চমৎকার যুক্তি দিয়ে তর্কে হারিয়ে দিল, তখন ভারি খুশি হয়ে উঠেছিলেন তিনি। না, এই দুটো মাস বৃথা যায় নি। এমন চমৎকার ফল যদি পাওয়া যায়, তাহলে পরিশ্রম করার জন্যে কোনো ক্ষোভ থাকে না। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, ঝুখ্‌রাই-কে নাকি সামরিক অঞ্চলের বিশেষ বিভাগে বদলি করা হচ্ছে। কি জানি কেন।

"লাজার আলেক্‌সান্দ্রোভিচ্‌ তাঁর ছাত্রটির ভার আমার ওপর দিয়ে বললেন, 'যে কাজটা শুরু করেছি, তোমায় সেটা শেষ করতে হবে। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে থামলে চলবে না। দেখো রিতা, তুমি আর ও—দুজনে দুজনের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে। ছেলেটার মধ্যে এখনও খানিকটা শৃঙ্খলার অভাব আছে। ওর স্বভাবটা উদ্দাম রকমের, আবেগের উচ্ছ্বাসে পরিচালিত হবার সম্ভাবনা। আমার মনে হচ্ছে, তুমিই ওকে সবচেয়ে ভালো ভাবে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, রিতা। আচ্ছা, আমার শুভেচ্ছা রইল। আমাকে মস্কোতে চিঠি লিখতে ভুলো না।'

"আজ সোলোমেন্‌স্কি জেলা-কমিটির জন্যে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে একজন নতুন সম্পাদক পাঠানো হয়েছে। ঝার্‌খি তার নাম। সৈন্যদলে তাকে আমি চিনতাম।

"আজ দ্মিত্রি দুবাভা আসবে কোরচাগিনকে নিয়ে। দুবাভার একটু বর্ণনা দেবার চেষ্টা করে রাখা যাক ঃ মাঝারি, শক্তসমর্থ, পেশীবহুল। ১৯১৮-য় কম্‌সোমলে ঢুকেছে। ১৯২০ থেকে পার্টি সভ্য। 'বিরোধীপক্ষ শ্রমিকদল'-এ থাকার জন্যে যে-তিনজনকে প্রাদেশিক কম্‌সোমল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে সে একজন। তাকে কোনকিছু শেখানো বড়ো শক্ত ব্যাপার ছিল। প্রত্যেক দিন অসংখ্য প্রশ্ন তুলে আসল বিষয়টা থেকে আমাদের সবাইকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়ে সে সমস্ত আলোচনাটাকে ভেস্তে দিত। সে আর আমার আরেকজন ছাত্রী ওল্‌গা ইউরেনেভা মোটেই পড়াশোনায় এগুচ্ছিল না। ওদের মধ্যে প্রথম আলাপ-পরিচয়ের দিনেই ওল্‌গার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে দুবাভা মন্তব্য করে বসল, 'তোমার সাজ-পোশাকটা কিন্তু মোটেই ঠিক হয় নি, খুকি। পরা উচিত ছিল—পেছন দিকে চামড়ার পটি-লাগানো প্যান্ট, নাল্‌-ওয়ালা জুতো, চওড়া বেড়্‌-ওয়ালা টুপি আর একটা তলোয়ার। এই পোশাকে তুমি না-মেয়ে না-মরদ।'

"ওল্‌গা অবশ্য এ ধরনের কথা সহ্য করার পাত্রী নয়। আমাকেই শেষ পর্যন্ত থামাতে হল। আমার মনে হয় দুবাভা কোরচাগিনের বন্ধু। আচ্ছা, আজ রাত্তিরের মতো এই পর্যন্ত। শুতে যাবার সময় হল।"

জ্বলন্ত রোদে শুক্‌নো মাটি খাঁ খাঁ করছে। রেলওয়ে-প্ল্যাট্‌ফর্ম্‌গুলোর ওপর দিয়ে ওভারব্রিজ্‌টার লোহার রেলিং তেতে আগুন হয়ে উঠেছে। গরমে ঘর্মাক্ত অবসন্ন শরীর নিয়ে মানুষগুলো ক্লান্তভাবে সাঁকোটায় উঠছে। এদের বেশির ভাগই ট্রেনযাত্রী নয়, রেলওয়ে-অঞ্চলের লোক এরা—শহরে যাবার জন্যে এরা এই সাঁকোটা ব্যবহার করে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার সময় পাভেল রিতাকে দেখতে পেল। ও তার আগেই স্টেশনে এসে গেছে—সাঁকোটা থেকে যারা নেমে আসছে তাদের লক্ষ্য করছে।

ওর কাছ থেকে গজ তিনেক দূরে পাভেল একটু থামল। রিতা দেখতে পায় নি তাকে। রিতার সম্বন্ধে পাভেলের সম্প্রতি যে নতুন আগ্রহটা জেগেছে, সেই আগ্রহ নিয়ে ওকে লক্ষ্য করতে লাগল সে। ডোরা-কাটা একটা ব্লাউজ আর

শস্তা কাপড়ের ছোট একটা নীল রঙের স্কার্ট্ রিতার পরনে। কাঁধের ওপর ঝোলানো একটা নরম চামড়ার কোর্তা। এক ঝাঁক্ড়া এলোমেলো চুলের ফাঁকে রোদে পোড়া মুখখানা পেছন দিকে একটু হেলিয়ে ও দাঁড়িয়ে আছে, রোদের তেজে কুঁচকে গেছে চোখ—দেখতে দেখতে এই প্রথম কোরচাগিনের হঠাৎ মনে হল: তার বন্ধু আর শিক্ষক এই রিতা শুধুমাত্র প্রাদেশিক কম্‌সোমল কমিটির একজন সভ্য নয়, আরও কিছু...। কিন্তু এ ধরনের "পাপচিন্তা"কে সে প্রশ্রয় দিচ্ছে বুঝতে পেরেই পাভেল নিজের ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠল। রিতাকে ডাকল সে।

"পুরো এক ঘণ্টা ধরে তোমার দিকে তাকিয়ে আছি, লক্ষ্যই করো নি আমাকে", হেসে বলল পাভেল, "চলো, আমাদের ট্রেন এসে গেছে।"

প্ল্যাট্‌ফর্মে ঢোকার দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল তারা।

কম্‌সোমলের জেলা-সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে রিতাকে ওদের প্রাদেশিক কমিটি আগের দিন মনোনীত করেছে। আর, কোরচাগিনকে যেতে হবে রিতার সহকারী হিসেবে। আপাতত তাদের অব্যবহিত সমস্যাটা হচ্ছে ট্রেনে চাপা—মোটেই সহজ নয় কাজটা। একেই তো ট্রেন যাতায়াত করে ক্বচিৎ কখনও। যখন যায়, তখন আবার গোটা স্টেশনটাকেই দখলে নিয়ে নেয় সর্বশক্তিমান 'পাঁচ জনের কমিটি'—এদের কাছ থেকে অনুমতিসূচক ছাড়পত্র না পেলে কাউকে প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে দেওয়া হয় না। প্ল্যাট্‌ফর্মে ঢোকার বা বেরুবার সমস্ত পথগুলো এই কমিটির লোকজন পাহারা দেয়। মানুষ বোঝাই হয়ে ট্রেনগুলো আসে, উদ্বিগ্ন যাত্রীদের অতি সামান্য অংশমাত্র তাতে চাপতে পারে, কিন্তু আবার কবে দৈবাৎ কখন একটা ট্রেন এসে পড়বে—এই ভরসায় কেউই আর দিনের পর দিন পড়ে থাকতে চায় না। সুতরাং, প্ল্যাটফর্মে ঢোকার দরজার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাজার হাজার লোক দুর্ভেদ্য কামরাগুলোতে গিয়ে চাপার আশায়। তখনকার দিনে স্টেশনগুলো সব আক্ষরিক অর্থেই জনতা জবরদখল করে নিত আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে রীতিমত একটা দারুণ মারামারি পর্যন্ত হয়ে যেত।

প্ল্যাটফর্মের প্রবেশপথে যে ভীড় জমায়েত হয়েছে, তার মধ্যে দিয়ে বার-কতক ঠেলে ঢোকার ব্যর্থ চেষ্টা করার পর পাভেল মাল-গুদামের পথটা দিয়ে রিতাকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে এল। স্টেশনের এই সব আঁটঘাটগুলো পাভেল ভালোভাবেই জানে। চার নম্বর কামরাটার কাছে অতি কষ্টে এসে পৌঁছাল তারা। কামরাটার দরজার সামনে একজন 'চেকা'-কমিটির লোক গরমে দারুণ ঘামতে ঘামতে ভিড় ঠেকাচ্ছে আর অনবরত বলে চলেছে:

"গাড়ি ভর্তি হয়ে গেছে। পেছনে জোড়ের ওপর কিংবা ছাদে চড়ে যাওয়াটা বেআইনী।"

ক্রুদ্ধ নাগরিকরা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে কমিটির দেওয়া টিকিট-গুলো তার নাকের সামনে উঁচিয়ে ধরেছে। ক্রুদ্ধ গালাগাল, চেঁচামেচি আর প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কি চলেছে প্রত্যেকটি কামরায়। পাভেল বুঝতে পারল—চিরাচরিত রীতিতে ট্রেনে চাপা অসম্ভব। কিন্তু চাপতেই হবে, নইলে সম্মেলনটা বাতিল হয়ে যাবে।

রিতাকে একপাশে টেনে এনে সে তার কার্যক্রমটা ছকে নিল: গাড়িটার ভেতরে ঠেলে ঢুকে একটা জানলা খুলে ফেলে সে তার ফাঁক দিয়ে রিতাকে ভেতরে

উঠে আসতে সাহায্য করবে। এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

"তোমার ওই কোর্তাটা আমাকে দাও। এটা যে-কোনো পরিচয়পত্রের চেয়ে ভালো।"

কোর্তাটা পরে নিয়ে পাভেল তার রিভলভারটা পকেটে এমনভাবে পুরে নিল যাতে সেটার হাতল আর ঝোলাবার দড়িটা বাইরে থেকে দেখা যায়। রিতার জিম্মায় জিনিসপত্রগুলো রেখে কামরাটার দরজায় গিয়ে উত্তেজিত ট্রেনযাত্রীদের দঙ্গলটা কনুইয়ের গুঁতোয় ঠেলে সরিয়ে দরজার হাতলটা মুঠোর মধ্যে ধরে ফেলল।

"এই কমরেড! ঢুক্‌ছ কোথায়?"

একটা অগ্রাহ্যের ভাব দেখিয়ে পাভেল ঘাড় ফিরিয়ে গাঁট্টাগোট্টা 'চেকা'র লোকটির দিকে তাকাল ঃ

"আমি এই অঞ্চলের বিশেষ বিভাগের লোক। এই গাড়ির সব যাত্রীদের কাছে কমিটির দেওয়া টিকিট আছে কিনা দেখতে চাই।" এমন স্বরে সে কথা-গুলো বলল যাতে তার এ কাজ করার অধিকার সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ রইল না।

'চেকা'র লোকটি একনজর পাভেলের পকেটের দিকে তাকিয়ে ঘামে ভেজা কপালটা জামার হাতায় মুছে নিয়ে ক্লান্তভাবে বলল ঃ

"ঢুকতে যদি পারো তো যাও।"

হাত দিয়ে কাঁধ দিয়ে ঠেলে, মাঝে মাঝে আশেপাশে দু-চারটে ঘুসি চালিয়ে, ওপরের তাকে ওঠার হাতলটা ধরে মাঝের পথটুকুতে যে যাত্রীরা তাদের মোট-ঘাটের ওপর গেড়ে বসেছিল তাদের ওপর দিয়ে বেয়ে ওঠার চেষ্টা করতে করতে পাভেল গাড়িটার মাঝখান দিয়ে নিজের পথ করে নিল। চারিদিক থেকে তার ওপরে যে গালাগালির বর্ষণ চলল তা গ্রাহ্যও করল না।

দু পাশে বসার জায়গার মাঝখানকার পথটুকুতে জায়গা করে নেবার সময় দৈবক্রমে পাভেলের পা ঠেকে গিয়েছিল একজন মোটাসোটা মহিলার হাঁটুর সঙ্গে। সে চিৎকার করে উঠল, "আ মোলো যা, চোখ মেলে দেখিস্‌নে কোথায় পা রাখছিস্‌!" বিরাট একটা সব্‌জি-তেলের টিন দুই হাঁটুর মাঝে চেপে ধরে কোনক্রমে তার তিন-মণী দেহখানাকে বেঞ্চিটার একপ্রান্তে গুঁজে দেবার ব্যবস্থা করেছিল। এই রকম সব টিনের বাক্স, ক্যানেস্তারা, বস্তা আর ঝুড়িতে বোঝাই হয়ে আছে প্রত্যেকটা তাক। কামরাটার মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসার মতো অবস্থা।

গালাগালির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, পাভেল মহিলাটির কাছে দাবি জানাল, "দেখি তো আপনার টিকিটখানা!"

"কী!" খেঁকিয়ে উঠল মহিলাটি এই অবাঞ্ছনীয় টিকিট-পরীক্ষকটির দিকে।

ওপরের তাকটা থেকে একটা মাথা বেরিয়ে এল আর একটা বিশ্রি কর্কশ গলা শোনা গেল ঃ "ভাস্‌কা, এ ব্যাটা আবার এখানে কি করতে এল? দিয়ে দাও দেখি ওকে একখানা যমের বাড়ির টিকিট।"

পাভেলের ঠিক মাথার ওপরেই আবির্ভূত হল একটা বিরাট দেহ আর লোমশ বুক—স্পষ্টতই এই লোকটা ভাস্‌কা। একজোড়া রক্তাক্ত চোখে গোরুর মতো নিষ্পলক চাউনিতে সে তাকিয়ে আছে পাভেলের দিকে।

"ছেড়ে দাও না মেয়েছেলেটিকে। আবার টিকিট চাও কেন?"

পাশে ওপরের তাক থেকে চার জোড়া পা ঝুলছে। এই পা-জোড়াগুলির মালিক যারা, তারা পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে সশব্দে সূর্যমুখী-ফুলের বিচি চিবোচ্ছে। এদের মুখের দিকে এক নজর তাকিয়েই পাভেল বুঝে নিল এরা কারাঃ খাবার-জিনিসের চোরাকারবারী হাঙরের একটা দল—ঝানু জোচ্চোর, গোটা দেশটা ট্রেনে চেপে ঘুরে বেড়ায় আর এক জায়গা থেকে খাবার জিনিসপত্র কিনে নিয়ে অন্য জায়গায় ফাট্‌কা-দরে বিক্রি করে দেয়। এদের সঙ্গে বক্‌বক্‌ করে নষ্ট করার মতো সময় পাভেলের হাতে নেই। যে করে হোক, রিতাকে তার ভেতরে নিয়ে আসা চাই।

"এটা কার বাক্স?" জানলাটার নিচে রাখা কাঠের একটা বাক্স দেখিয়ে পাভেল একজন রেলকর্মচারীর পোশাক-পরা বয়স্ক লোককে জিজ্ঞেস করল।

বাদামী রঙের মোজা-পরা একজোড়া মোটা-সোটা পায়ের দিকে দেখিয়ে লোকটা বলল, "ওই মেয়েটির।"

জানলাটা খুলতে হবে, অথচ ওই বাক্সটা পথ আটকে রেখেছে। কোনো-দিকে সরাবার জায়গা নেই দেখে পাভেল বাক্সটাকে নিয়ে ওপরের তাকে বসে থাকা তার মালিকের হাতেই তুলে দিল।

"একটু ধরুন এটা দয়া করে, জানলাটা খুলব।"

খ্যাঁদা-নাক স্ত্রীলোকটির হাঁটুর ওপরে বাক্সটা বসিয়ে দিতেই সে চিৎকার করে উঠল, "অন্যের জিনিসে হাত দিও না বলে দিচ্ছি!"

পাশে বসা লোকটিকে সে বলে উঠল, "এই মোত্‌কা, কি আরম্ভ করেছে লোকটা দ্যাখো দিকি!" সেই লোকটা পাভেলের পিঠের ওপর তার স্যাণ্ডাল-পরা পায়ের একটা গুঁতো মারল।

"দ্যাখো হে! আর এক ঘা বসাবার আগেই কেটে পড়ো এখান থেকে!"

পাভেল নিঃশব্দে সহ্য করে গেল লাথিটা। জানলাটা খোলার দিকেই তার সমস্ত মনোযোগ।

রেলকর্মচারীটিকে সে বলল, "আর একটু সরে বসুন দয়া করে।"

পাভেল আরেকটা ক্যানেস্তারা সরিয়ে দিতেই জানালার সামনেটা ফাঁকা হয়ে গেল। নিচে প্ল্যাট্‌ফর্মের ওপর রিতা। তাড়াতাড়ি সে তার ব্যাগ্‌টা পাভেলের হাতে তুলে দিল। সব্‌জি-তেলের টিন-ওয়ালা সেই মোটা মেয়েটির হাঁটুর ওপরে ব্যাগটা ছুঁড়ে দিয়ে পাভেল নিচু হয়ে ঝুঁকে রিতার হাত ধরে তাকে ভেতরে টেনে তুলল। প্ল্যাটফর্মের প্রহরীটি এই আইন-লঙ্ঘনটুকু লক্ষ্য করার আগেই রিতা ভেতরে ঢুকে গেছে। প্রহরীটা কিছু করতে না পেরে বাইরে থেকে গালাগাল করতে লাগল। রিতা ঢুকতেই ওই ফাট্‌কাবাজের দলটা এমন বিশ্রী হৈ-হল্লা তুলল যে হঠাৎ ঘাব্‌ড়ে গেল রিতা। মেঝের ওপরে দাঁড়াবার জায়গা-টুকু পর্যন্ত নেই। নিচের বেঞ্চিটার এক প্রান্তে কোনোরকমে পা-দুটো রাখার মতো জায়গা করে নিয়ে রিতা ওপরের তাকটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। চারিদিকে কুৎসিত গালাগাল। ওপর থেকে সেই বিশ্রী গলার ভাঙা আওয়াজ শোনা গেলঃ

"কাণ্ড দ্যাখো শুয়োরটার! নিজে ঢুকে গিয়ে আবার পেছন পেছন ওর মাগ্‌টাকেও টেনে তুলল।"

ওপর থেকে একটা গলা বলে উঠল, "মোত্কা, দাও তো ওর নাকের ওপর একটা গোঁত্তা বসিয়ে।"

স্ত্রীলোকটি যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল পাভেলের মাথার ওপরে তার কাঠের বাক্সটা খাড়া বসিয়ে রাখার জন্যে। কামরাটায় এই দুটি নতুন আগন্তুকের চারিদিকে ঘিরে রয়েছে এক সার শয়তানীতে ভরা বর্বর মুখ। রিতাকে যে এহেন একটা অবস্থার মধ্যে এনে ফেলতে হয়েছে, তার জন্যে পাভেলের দুঃখই হল। কিন্তু যা হোক করে মানিয়ে নেওয়া ছাড়া তো আর উপায় নেই।

মোত্কা বলে যে-লোকটিকে ডাকা হয়েছিল, তার দিকে ফিরে পাভেল বলল, "দাঁড়াবার জায়গাটা থেকে আপনার বস্তাগুলো সরিয়ে নিয়ে এই কমরেডকে একটু জায়গা দিন।" কিন্তু উত্তরে লোকটা এমন কুৎসিত একটা গালাগাল দিয়ে উঠল যে রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল পাভেলের। ডান চোখের ভুরুর ওপরকার রগ্টা তার যন্ত্রণায় দপ্ দপ্ করতে লাগল। শয়তান লোকটাকে সে বলে উঠল, "দাঁড়াও বদ্মায়েশ্, এর ফল পাইয়ে দিচ্ছি তোমায়!"—কিন্তু উত্তরে শুধু ওপর থেকে একটা লাথি নেমে এল তার মাথায়।

"বেশ করেছ, ভাস্কা, লাগাও আরেকটা গুঁতো!"—চারিদিক থেকে সমর্থনের চিৎকার উঠল।

শেষ পর্যন্ত পাভেল তার আত্মসংযম হারাল এবং এসব ক্ষেত্রে বরাবরের মতোই তার করণীয়গুলোকে সে সুনির্দিষ্ট দ্রুতগতিতে করে গেল।

চিৎকার করে উঠল সে, "বেজন্মা ফাট্কাবাজ যতো সব, পার পেয়ে যাবি ভেবেছিস?" আর অতি সহজ তৎপরতার সঙ্গে ওপরের তাকে উঠে গিয়েই মোত্কার ট্যারা-চোখো হেঁড়ে-মুখের ওপর ঝাড়ল একটা প্রচণ্ড ঘুসি। এতো জোরে মেরেছিল ঘুসিটা যে ফাট্কাবাজ লোকটা অন্য যাত্রীদের মাথার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে পড়ল বেঞ্চির ফাঁকের জায়গাটাতে।

"বেরো এখান থেকে, শুয়োর, নইলে গুলি করে মারব তোদের গোটা দলটাকে!" ওদের চারজনের নাকের সামনে রিভলভারটা বাগিয়ে ধরে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল পাভেল।

এবারে একেবারে উল্টে গেল অবস্থাটা, কোরচাগিনকে কেউ আক্রমণ করলেই রিতাও যাতে সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাতে পারে, তার জন্যে তৈরি হয়ে সে ঘটনাটার ওপর সতর্ক নজর রেখেছে। ওপরের তাকটা দ্রুত খালি হয়ে গেল। ফাট্কাবাজের দলটা তাড়াতাড়ি সরে পড়ল পাশের কামরাটায়।

ওপরের খালি তাকটায় রিতাকে উঠে যেতে সাহায্য করার সময় পাভেল ফিস্ফিসিয়ে বলল, "তুমি থাকো এখানে, এই লোকগুলোর কি করা যায় একবার দেখে আসি।"

তাকে আট্কাবার চেষ্টা করল রিতা: "আবার ওদের সঙ্গে মারামারি করতে চললে, না-কি?"

"না", পাভেল আশ্বস্ত করল তাকে, "এক্ষুণি আসছি।"

জানলাটা আবার খুলে ফেলে সে তার ফাঁক গলিয়ে নেমে এল প্ল্যাটফর্মে। দু-এক মিনিটের মধ্যেই সে তার ভূতপূর্ব ওপরওয়ালা যানবাহন-চলাচল-বিভাগের বারমেইস্তের-এর সঙ্গে দেখা করল। ল্যাটভিয়ার এই লোকটি তার

সব কথা শোনার পর হুকুম দিল—গোটা গাড়িটা খালি করে দিয়ে যাত্রীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করে নিতে হবে।

চাপা ক্রোধের সঙ্গে বারমেইস্তের বলল, "আমিও ঠিক এই কথাই বলছিলাম। ট্রেনগুলো সব এই স্টেশনে এসে পৌঁছানোর আগে থেকেই ফাট্কাবাজদের দলে বোঝাই হয়ে আসে।"

'চেকা'-কমিটির দশজন লোকের একটা দল গাড়িটাকে খালি করে দিল। পাভেল তার ভূতপূর্ব কাজের দায়িত্ব নিয়ে যাত্রীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করার কাজে সাহায্য করতে লাগল। সে তার আগেকার 'চেকা'-কমরেডদের সঙ্গে সম্পর্কটা পুরোপুরি ছিন্ন করেনি। কম্‌সোমল-এর সম্পাদক হিসেবে পাভেল সেখানকার শ্রেষ্ঠ কয়েকজন কর্মীকে এখানে কাজ করবার জন্যে পাঠিয়েছিল। যাত্রীদের মধ্যে থেকে বাজে লোকদের বের করে দেবার পর পাভেল রিতার কাছে ফিরে এল। এবারে গাড়িটায় চেপে যারা চলেছে, তারা সম্পূর্ণ অন্য একধরনের যাত্রীদলঃ লাল-ফৌজের লোক আর অফিস-কারখানার কর্মী—যারা দরকারী কাজে চলেছে।

কামরার এক কোণে ওপরের তাকে বসেছে রিতা আর পাভেল। কিন্তু খবরের কাগজের বান্ডিলেই তাকটার এতোটা জায়গা জুড়ে গেছে যে শুধু রিতার শোবার মতো জায়গাটুকুই আছে।

"ঠিক আছে," বলল রিতা, "কোনো রকমে কুলিয়ে নেব আমরা।"

শেষ পর্যন্ত চলতে শুরু করেছে ট্রেনটা। ধীরে ধীরে গাড়িটা স্টেশনের বাইরে গড়িয়ে চলেছে, এমন সময়ে দু-এক মুহূর্তের জন্যে ওরা দুজনে দেখতে পেল—প্ল্যাটফর্মে এক বান্ডিল থলের ওপরে সেই মোটা স্ত্রীলোকটি বসে রয়েছে। তার চেঁচানি ওদের কানে গেলঃ "ওরে, মান্‌কা, আমার তেলের টিনটা গেল কোথায় ?"

কোণঠাসা হয়ে জায়গাটুকুর মধ্যে বসেছে পাভেল আর রিতা। খবরের কাগজের বান্ডিলগুলো ওদের আড়াল করেছে অন্যান্য সহযাত্রীদের দৃষ্টি থেকে। আপেল আর রুটির টুক্‌রো চিবুতে চিবুতে ওরা ওদের যাত্রারম্ভের ঘটনাটা বলাবলি করছে আর হাসছে—যদিও ঘটনাটা মোটেই হাস্যকর নয়।

গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে ট্রেনটা। যতোটা বইতে পারা সম্ভব তার চেয়ে ঢের বেশি যাত্রীবোঝাই হয়ে কামরাগুলো ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্ শব্দে আর্তনাদ তুলেছে আর রেলের প্রত্যেকটি জোড়ের মুখে একবার করে ভয়ানকভাবে কেঁপে উঠছে। কামরার মধ্যে গোধূলির ঘন নীল আলো নামল জানলার ফাঁকে। তারপর রাত্রি এসে অন্ধকারে ঢেকে দিল গাড়ীটাকে।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল রিতা। ব্যাগ্‌টার ওপরে মাথা রেখে ঝিমুচ্ছে সে। তাক্‌টার ধারে বসে পাভেল সিগারেট খাচ্ছে। সে-ও ক্লান্ত, কিন্তু শোবার জায়গা নেই। খোলা জানলা দিয়ে রাত্রির তাজা হাওয়া ঢুকছে। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনিতে রিতা জেগে উঠে অন্ধকারে পাভেলের সিগারেটের লাল আভা দেখতে পেল। এই-ই স্বভাব পাভেলের—ওর অসুবিধে ঘটানোর চেয়ে সে বরং গোটা রাত বসেই কাটাবে।

হাল্‌কা স্বরে ও বলল, "কমরেড কোরচাগিন, ও সব বুর্জোয়া কুসংস্কার ছেড়ে শুয়ে পড়ো।"

বাধ্যভাবে পাভেল ওর পাশে শুয়ে পড়ে আরাম করে তার ধরে-ওঠা পা দুটো বিছিয়ে দিল।

"কাল অনেক কাজ আছে আমাদের। সুতরাং ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করো খানিকটা—ডানপিটে কোথাকার!" নির্ভরতার সঙ্গে রিতা ওর গলা জড়িয়ে ধরল। পাভেল নিজের গালের ওপরে অনুভব করল রিতার চুলের স্পর্শ।

পাভেলের কাছে রিতা অতি পবিত্র। পাভেলের সে বন্ধু, কমরেড, রাজনৈতিক শিক্ষক। কিন্তু আবার সে নারীও বটে। এ সম্বন্ধে পাভেল প্রথম সচেতন হয়ে ওঠে সেই রেল-সাঁকোটার কাছে এবং এই জন্যেই রিতার বাহুবন্ধন তাকে এখন এতোটা বিচলিত করে তুলেছে। রিতার গভীর আর নিয়মিত নিঃশ্বাস অনুভব করছে পাভেল। তার খুব কাছাকাছি এক জায়গায় রিতার ঠোঁট দুটি। এই নৈকট্য তার মনে একটা তীব্র কামনা জাগাল সেই ঠোঁট দুটির স্পর্শ পাবার জন্যে। প্রাণপণ চেষ্টায় উত্তেজনাটাকে দমন করল সে।

অন্ধকারের মধ্যে মৃদু হাসল রিতা, যেন পাভেলের মনোভাবকে আন্দাজ করেই। প্রেমের আবেগভরা আনন্দ আর বিচ্ছেদের বেদনা—এই দুইয়েরই অভিজ্ঞতা তার ইতিমধ্যেই হয়েছে। দু'জন বলশেভিককে সে ভালবেসেছে। বলশেভিক-বিরোধী সৈন্যদলের গুলি এসে সেই দুজনকেই ছিনিয়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে। এদের মধ্যে একজন ছিল বিরাট-দেহ সুন্দর সুপুরুষ, একটা ফৌজি-দলের কম্যান্ডার; অপরজন উজ্জ্বল নীল-চোখ একটি তরুণ।

চাকার নিয়মিত ছন্দের দোলায় পাভেল অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। পরের দিন সকালে ইঞ্জিনের তীব্র সিটিটা না বেজে ওঠা পর্যন্ত তার ঘুম ভাঙল না।

প্রতিদিনই গভীর রাত্রি পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় রিতাকে, তাই রোজনাম্‌চা লেখার প্রায় সময়ই পায় না সে। কিছুদিন বাদ যাবার পর আরও কতকগুলো ছোট ছোট লেখা দেখা গেল তার রোজনাম্‌চার পাতায়ঃ

১১ই আগস্ট

"প্রাদেশিক সম্মেলন শেষ হয়েছে। আকিম, মিখাইলো এবং আরও জনকতক খারকভে গেছে সারা-ইউক্রেন সম্মেলনে—আমার ওপরে লেখালেখির কাজের ভারগুলো দিয়ে গেছে। প্রাদেশিক কমিটিতে কাজ করার জন্যে দুবাভা আর পাভেলকে পাঠানো হয়েছে। দ্‌মিত্রিকে পেচর্‌স্ক্‌-জেলা-কমিটি সম্পাদক করে দেবার পর থেকে তার পড়াশোনার ক্লাসে আসা বন্ধ হয়ে গেছে। একগাদা কাজের মধ্যে ডুবে গেছে সে। পাভেল খানিকটা পড়াশোনা করবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু বিশেষ কিছু করে উঠতে পারছি না আমরা, কারণ, হয় আমি ভয়ানক ব্যস্ত থাকি, আর না হয় তাকে কোনো একটা কাজের দায়িত্ব দিয়ে কোথাও পাঠানো হয়। রেলপথের অবস্থাটায় ইদানিং এমন সংকট দেখা দিয়েছে যে কম্‌সোমলের কর্মীদের সেখানে কাজ করার জন্যে অনবরত দলে দলে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ঝার্‌কি কাল আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

কম্‌সোমলের ছেলেদের অন্য কাজে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে বলে সে অভিযোগ করছিল। বলছিল, তাদের নিজেদের কাজের জন্যে ওদের ভীষণ দরকার।”

২৩শে আগস্ট

“আজ যখন বারান্দাটা দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন দেখতে পেলাম—ম্যানেজারের দপ্তরের বাইরে পান্‌ক্রাতভ্‌ আর আরেকজন লোকের সঙ্গে পাভেল দাঁড়িয়ে আছে। আরেকটু কাছাকাছি আসতেই শুনলাম, পাভেল বলছেঃ

‘এইসব গদীয়ান লোকগুলোকে গুলি করা উচিত। লোকটা বলে কি-না—আমাদের হুকুম বাতিল করে দেবার কোনো অধিকার তোমাদের নেই, রেলওয়ের জ্বালানিকাঠ-সংগ্রহকারী কমিটিই হচ্ছে এখানকার কর্তা, কম্‌সোমলের ছেলেদের এ ব্যাপারের মধ্যে না আসাই ভালো।—লোকটার আস্পদ্দাটা যদি দেখতে একবার!...গোটা জায়গাটাই এই এদেরই মতো সব পরগাছায় ভর্তি!’ অত্যন্ত কুৎসিত একটা কথা বলে সে তার বক্তব্য শেষ করল। পান্‌ক্রাতভ্‌ আমাকে দেখতে পেয়ে ওর গা টিপল। ঘুরে দাঁড়িয়ে পাভেল আমাকে দেখেই বিবর্ণ মুখে আমার সঙ্গে চোখাচোখি না করেই চলে গেল। এখন আর ও বেশ কিছুদিন আমার কাছে ঘেঁষবে না। ও জানে, খারাপ কথা আমি সহ্য করব না।”

২৭শে আগস্ট

“আমাদের ব্যুরো-সভ্যদের নিজেদের মধ্যে একটা আলোচনা-বৈঠক হয়েছে। অবস্থাটা ক্রমশই খুব গুরুতর হয়ে উঠছে। এখনই আমি খুব বিশদভাবে খুঁটিনাটি সব লিখে উঠতে পারছি না। আঞ্চলিক সম্মেলন থেকে আকিম ফিরে এসেছে। দেখে মনে হল ও খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। গতকাল আরেকখানা মাল-সরবরাহের গাড়ি লাইনচ্যুত হয়েছে। এই রোজনাম্‌চা লিখে রাখার চেষ্টা আর করে উঠতে পারব বলে আমার মনে হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই এটা বেশ খানিকটা এলোমেলো হয়ে পড়েছে। আমি কোরচাগিনের আসার অপেক্ষায় আছি। সেদিন ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, বলল—ও আর ঝার্‌কি পাঁচজন সভ্যকে নিয়ে একটা কমিউন্‌ সংগঠিত করে তুলছে।”

একদিন রেল-কারখানায় কাজ করার সময়ে টেলিফোনে পাভেলের ডাক এল। রিতা ডাকছে। সেদিন সন্ধ্যের দিকে ওর কোনো কাজ নেই, তাই ও প্রস্তাব করছে—প্যারিস-কমিউনের পরাজয়ের কারণ সম্বন্ধে তারা যে অধ্যায়টা পড়া শুরু করেছিল, সেটা শেষ করে ফেলবে।

ইউনিভার্সিটি স্ট্রীটে রিতার বাড়ির কাছাকাছি এসে পাভেল ওপরের দিকে তাকিয়ে তার জানলায় আলো দেখতে পেল। ওপরে দ্রুত উঠে এসে সে বরাবরের মতো একটু দরজা ঠুকেই ভেতরে ঢুকল।

ঘরের মধ্যে বিছানাটার ওপরে—যে-বিছানায় কোনো তরুণ কমরেডকে মুহূর্তের জন্যেও বসতে পর্যন্ত দেওয়া হত না—শুয়ে আছে একজন সৈনিকের উর্দি-পরা লোক। টেবিলের ওপরে একটা রিভলভার, বোঁচকা আর একটা লাল তারকা-চিহ্নিত টুপি। পাভেলের অপরিচিত এই লোকটাকে নিবিড়ভাবে দুই

হাতে জড়িয়ে ধরে পাশে বসে আছে রিতা। ঘনিষ্ঠ আলাপে ব্যস্ত ওরা দুজন, এমন সময় পাভেল ঢুকতেই রিতা উজ্জ্বল মুখে তাকাল তার দিকে।

রিতার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা।

তার সঙ্গে করমর্দন করে রিতা বলল, "পাভেল, এই হচ্ছে..."

"ডেভিড উস্তিনোভিচ্", বলল লোকটা পাভেলের হাত আনন্দের সঙ্গে চেপে ধরে।

খুশির হাসি হেসে রিতা বলল, "বেশ একটু অপ্রত্যাশিতভাবেই এসে পড়েছে ও।"

পাভেল নিস্পৃহভাবে এই আগন্তুকটির সঙ্গে করমর্দন করল, তার চোখে একটা বিরক্তির ঝিলিক্ খেলে গেল। লোকটার কোর্তার হাতার ওপরে পর-পর চারটে পটি বসানো চিহ্ন লক্ষ্য করল সে—ছোট সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কের চিহ্ন এটা।

রিতা কিছু বলতে যাবে, এমন সময় পাভেল তাকে বাধা দিলঃ

"আমি তোমাকে বলে যেতেই এসেছিলাম—আজ সন্ধ্যেয় জাহাজঘাটার ওদিকে আমি কাঠবোঝাই করার কাজে ব্যস্ত থাকব। তাছাড়া, তোমার কাছেও তো একজন দেখা করতে এসেছেন দেখছি। আচ্ছা, চলি তাহলে। ছেলেরা আমার জন্যে নিচে অপেক্ষা করছে।"

বলেই, যেমন হঠাৎ সে এসে পড়েছিল তেমনি আবার হঠাৎ সে বেরিয়ে গেল। এরা ওর সিঁড়ি-বেয়ে নিচে নামার শব্দ শুনতে পেল। তারপরে বাইরের দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গিয়ে সব আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

ডেভিডের সপ্রশ্ন চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তরে রিতা ইতস্তত করে বলল, "কি যেন একটা কিছু হয়েছে ওর।"

সাঁকোটার নিচে ওখানে একটা রেল-ইঞ্জিন গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে তার বিরাট বলিষ্ঠ হৃদপিণ্ডটার ভেতর থেকে বের করে দিয়েছে এক ঝাঁক সোনালি আগুনের ফুল্‌কি। অদ্ভুত আর অপরূপ নাচের ভঙ্গিতে ফুল্‌কিগুলো হাওয়ায় ভেসে ওপরে উঠে গিয়ে ধোঁয়ায় আড়াল হয়ে গেল।

রেলিংটার গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পাভেল তাকিয়ে রইল রেল-পয়েন্টের ওপর সিগ্‌ন্যালের রঙীন আলোগুলোর মিট্‌মিটানির দিকে। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে নিজের সঙ্গে মনে মনে কথা বলতে লাগল সেঃ

"এইটে তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কমরেড কোরচাগিন, যে রিতার স্বামী আছে আবিষ্কার করে তুমি এত আঘাত পেলে কেন? নেই যে সে কথা কি রিতা তোমায় বলেছিল কখনও? আর থাকলেই বা, তোমার তাতে কি? এভাবে নিচ্ছ কেন ব্যাপারটাকে? তুমি ভেবেছিলে, কমরেড, যে তোমাদের মধ্যে সম্পর্কটা একটা সম্পূর্ণ কামনাহীন আদর্শ বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছু নয়।... এ রকম ধারণাটা গড়ে উঠতে দিলে কি করে?" নিজেকে তীব্র ব্যঙ্গ করে বলে উঠল সে মনে মনে, "কিন্তু ও যদি রিতার স্বামী না হয়? ডেভিড উস্তি-নোভিচ্ ওর ভাই বা কাকা হতে পারে...সে ক্ষেত্রে তুমি লোকটার প্রতি অবিচার করেছ—আহাম্মক কোথাকার! অন্য যে-কোনো শুয়োরের চেয়ে তুমি ভাল কিসে? লোকটা ওর ভাই কিনা জানাটা খুবই সহজ। মনে করো, ডেভিডকে শেষ পর্যন্ত ওর ভাই বা কাকা বলে জানা গেল, তখন এই ব্যবহারের পর তুমি রিতার সামনে

দাঁড়াবে কোন্ মুখে? না, ওর সঙ্গে দেখাশোনা বন্ধ করতেই হবে তোমায়!"

ইঞ্জিনের একটা তীব্র সিটির আওয়াজ এসে বাধা দিল তার চিন্তায়।

"দেরি হয়ে যাচ্ছে। বাড়ি ফেরার সময় হল। যথেষ্ট হয়েছে এইসব বাজে চিন্তা!"

রেলকর্মীরা যেখানে থাকে, সেই অঞ্চলটাকে বলা হয় সোলোমেন্‌কো। এখানে পাঁচজন তরুণ মিলে একটা ক্ষুদে কমিউন গড়েছে। এরা হচ্ছে ঝার্‌কি, পাভেল, ক্লাভিচেক নামে একজন ফুর্তিবাজ সুন্দর-চুলওয়ালা চেক্ ছেলে, রেল-কারখানা-কম্‌সোমল-এর সম্পাদক নিকোলাই ওকুনেভ, আর স্তেপান আরতিউ-খিন নামে একজন বয়লার-মেরামতি মিস্ত্রি যে ইদানিং রেলওয়ে-'চেকা'-কমিটিতে কাজ করছে।

একখানা ঘর জোগাড় করে নিয়েছে তারা। তিনদিন ধরে সমস্ত অবসরের সময়টুকু তারা ঝাড়পোঁছ করে, চুণকাম করে আর ছবি এঁকে দেয়াল সাজিয়ে কাটিয়েছে। বাল্‌তি নিয়ে তারা এতবার দৌড়াদৌড়ি করেছে যে পড়্‌শিরা ভাবতে শুরু করেছিল যে বাড়িটায় আগুনই লেগে গেছে বুঝি। নিজেদের জন্যে দেয়ালে আট্‌কানো খাটিয়া বানিয়ে নিল ওরা, সামনের বাগানটা থেকে ম্যাপ্‌ল্-গাছের পাতায় ভর্তি তোষক তৈরি করে নিল। তারপর চতুর্থ দিনে দেয়ালে লট্‌কানো পেত্রভ্‌স্কির একটা ছবি আর বিরাট একটা মানচিত্রে সজ্জিত হয়ে ঘরটা একেবারে আক্ষরিক অর্থেই পরিচ্ছন্নতায় ঝক্‌ঝক্ করতে লাগল।

জানলা দুটোর ফাঁকে ফাঁকে একটা তাক উঁচু পর্যন্ত বইয়ের সারিতে সাজানো। দুটো কাঠের বাক্সের ওপর মোটা শক্ত কাগজ বসিয়ে নিয়ে চেয়ারের কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়েছে। আরেকটু বড়ো আরেকটা বাক্স দেয়াল-আলমারি হিসেবে কাজে লাগছে। ঘরের মাঝখানে বিলিয়ার্ড খেলার একটা বিরাট টেবিল —তার ওপরকার কাপড়টা নেই। ঘরের বাসিন্দারা এটাকে নিজেদের কাঁধে চাপিয়ে বয়ে এনেছে মালগুদাম থেকে। দিনের বেলায় এটা টেবিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, রাত্রে ক্লাভিচেক এটার ওপরে শোয়। এই পাঁচজন ছেলের প্রত্যেকেই নিজের নিজের যা-কিছু জিনিসপত্র সব নিয়ে এল। বাস্তব-বুদ্ধিসম্পন্ন ক্লাভিচেক এই সব কমিউনের জিনিসপত্রের একটা ফর্দ বানিয়ে ফেলেছে। সে ফর্দটাকে টাঙিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু অন্যেরা তাতে আপত্তি জানাল। ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র পাঁচজনের সাধারণ সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হল। রোজগার, খাবার এবং বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে যে সব জিনিস আসে—সবই সমান ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে যার যার হাতিয়ারগুলো। সর্ববাদীসম্মতভাবে স্থির হল—কমিউনের কোনো সভ্য যদি সাধারণ-মালিকানার নিয়ম ভাঙে কিংবা তার কমরেডদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে সে কমিউন থেকে বিতাড়িত হবে। ওকুনেভ আর ক্লাভিচেক দাবি করল—কমিউন থেকে বের করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘরও ছেড়ে চলে যেতে হবে। এই প্রস্তাবও গৃহীত হল।

জেলা-কম্‌সোমলের সমস্ত সক্রিয় সভ্য এই কমিউনের প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠানে যোগ দিল। পাশের বাড়ির পড়্‌শির কাছ থেকে বিরাট একটা সামোভার ধার

করে আনা হল। এদের চা-খাওয়ানো উপলক্ষ্যে কমিউনের মজুত চিনির সবটাই খরচ হয়ে গেল। চা-পানের পর তারা সবাই একসঙ্গে গান ধরল—বলিষ্ঠ তরুণ গলার আওয়াজে কেঁপে উঠল ঘরের কড়ি-বরগা ঃ

চোখের জলে ডুবেছে এই তামাম দুনিয়াটা
কী নিদারুণ মেহনতে দিন আমাদের কাটে।
কিন্তু এবার, দেরি নেই, দীপ্ত ভোরের ছটা
উঠ্‌ছে ফুটে...

তালিয়া লাগুতিনাই এই সমবেত-সংগীত পরিচালনা করছিল। তামাক-কারখানায় কাজ করে মেয়েটা। তার মাথায় জড়ানো লাল রুমালটা এক পাশে হেলে পড়েছে, দুষ্টুমিতে ভরা তার চোখ দুটো নাচছে—সে চোখের গভীরতার মাপ এ পর্যন্ত কেউ নেয়নি, তালিয়ার হাসিটা অত্যন্ত সংক্রামক, দুনিয়াটাকে সে দেখে তার আঠারো বছর বয়সের উজ্জ্বল চূড়া থেকে। বাহু দুটো তার ওপর দিকে দৃপ্ত ভঙ্গীতে উঠে গেছে, গানের সুর বেরিয়ে আসছে যেন একসঙ্গে অনেকগুলো তূরীভেরী বাজছে ঃ

যাক্ ছড়িয়ে বিশ্বজুড়ে বন্যাসম বেগে
এ গান মোদের—মুক্ত হাওয়ায় উড়্‌ছে রে নিশান
আমাদেরই কলিজার এই খুনের রঙে লাল
আগুন-ছটায় জ্বল্‌ছে যে ওই ঝাণ্ডা খরশান।

অনেক রাত্রে অনুষ্ঠান শেষ হল। ছেলেমেয়েদের সতেজ তরুণ গলার আওয়াজের প্রতিধ্বনিতে জেগে উঠল নিস্তব্ধ রাস্তাগুলো।

টেলিফোনটা বেজে উঠতে ঝার্‌কি রিসিভারটা তুলে নিল। সম্পাদকের দপ্তরে জমায়েৎ একদল কম্‌সোমল-সভ্য চেঁচামেচি করছিল, তাদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল সে, “চুপ করো, কিছু শুনতে পাচ্ছি না।”

গোলমালটা একটু কমে এল।

“হ্যালো! ও, তুমি। হ্যাঁ, এক্ষুণি। আলোচনার বিষয়টা কি? ও, সেই পুরনো ব্যাপার—জাহাজঘাটা থেকে জ্বালানিকাঠ বয়ে আনা। কি বলছ? না, ওকে কোথাও পাঠানো হয়নি। এখানেই আছে। ওর সঙ্গে কথা বলতে চাও? আচ্ছা, এক মিনিট।”

ঝার্‌কি পাভেলকে ইসারায় ডাকল।

“কমরেড উস্তিনোভিচ্ তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়,” রিসিভারটা ওর হাতে দিয়ে বলল সে।

পাভেল শুনল রিতার গলা, “ভেবেছিলাম তুমি শহরের বাইরে গেছ বুঝি। আজ সন্ধ্যেয় আমার কোন কাজ নেই। এসো না একবার? আমার ভাই চলে গেছে। এই শহর দিয়ে যাচ্ছিল সে, আমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে বলে ঠিক করেছিল। দু'বছরের মধ্যে আমাদের দেখাশোনা হয়নি।”

রিতার ভাই!

আর কিছু কানে ঢুকল না পাভেলের। সেদিনের সন্ধ্যার বিশ্রী ঘটনাটার কথা আর সেই রাত্রে রেল-সাঁকোর ধারে সে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল তার কথা স্মরণ করল সে। হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যাতেই রিতার কাছে গিয়ে সে সমস্ত ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলবে। ভালবাসা সঙ্গে করে আনে নিদারুণ বেদনা আর উদ্বেগ। এখন কি আর ওসবের মধ্যে যাওয়ার সময় ?

রিতার স্বর তার কানে এল, "শুনতে পাচ্ছ না আমার কথা ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। ঠিক আছে। আমি ব্যুরোর আলোচনা-বৈঠকের শেষে যাব।" রিসিভারটা টাঙিয়ে রাখল সে।

সরাসরি রিতার চোখের দিকে তাকিয়ে, ওক-কাঠের টেবিলের ধারটা চেপে ধরে সে বলল, "তোমার সঙ্গে আর দেখা করার জন্যে আসতে পারব বলে মনে হয় না।"

পাভেল দেখতে পেল, তার এই কথা শুনে রিতার চোখের ঘন পল্লব উঠে এল ওপরের দিকে। কাগজের ওপরে তার পেন্সিলটা চলতে চলতে ইতস্তত করে থেমে গেল খোলা খাতাটার বুকে।

"কেন ?"

"আমার পক্ষে সময় পাওয়া খুব মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তুমি তো জানোই, সময়টা আমাদের এখন বড়ো সুবিধের যাচ্ছে না। আমি দুঃখিত, কিন্তু আমাদের এ ব্যবস্থাটা এখন বন্ধ করে দিতে হবে..."

তার শেষ কথাগুলো যাতে কড়া না শোনায়, তার জন্যে সে সচেতন ছিল।

মনের মধ্যে একটা ক্রোধ জমে উঠেছিল পাভেলের, "আসল কথাটা এড়িয়ে গিয়ে এভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা কেন? সরাসরি স্পষ্ট করে ফয়সালা করে ফেলার মতো সাহস তোমার নেই।"

মুখে সে বলে গেল, "তাছাড়া, আমি তোমাকে কিছু দিন থেকেই বলতে চাচ্ছিলাম—তোমার ব্যাখ্যাগুলো ঠিকমতো বুঝে নিতে আমার অসুবিধে হচ্ছে। সেগালের কাছে যখন আমরা পড়তাম, তখন যা শিখতাম সেটা যে-কোরেই হোক, আমার মাথার মধ্যে থেকে যেত। কিন্তু তোমার কাছে পড়ে তা থাকে না। তোমার পড়ানোর পরে আমাকে প্রত্যেকবারই তোকারেভ্-এর কাছে গিয়ে আরেক-বার সব ঠিক মতো বুঝে নিতে হয়। আমারই দোষ এটা—আমার ভোঁতা বুদ্ধি ঠিক মতো নিতে পারে না তোমার সব কথা। আরেকটু মাথা-ওয়ালা কোনো ছাত্র তোমায় খুঁজে নিতে হবে।"

রিতার সুতীক্ষ্ম দৃষ্টি থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পাভেল রিতার সঙ্গে ইচ্ছে করেই সমস্ত যোগসূত্রগুলো ছিন্ন করে দিয়ে গোঁয়ারের মতো বলল, "দেখতেই তো পাচ্ছ, এভাবে চালিয়ে গেলে আমাদের পক্ষে সময় নষ্ট করাই হবে।"

তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে সে চেয়ারটা সাবধানে পা দিয়ে পাশে ঠেলে দিল। রিতার নুয়ে-পড়া মাথা আর মুখটার দিকে তাকাল পাভেল—বাতির আলোয় বিবর্ণ দেখাচ্ছে মুখখানা। টুপিটা মাথায় দিল সে।

"আচ্ছা, বিদায়, কমরেড রিতা। এতদিন ধরে তোমার সময় নষ্ট করেছি বলে

আমি দুঃখিত। এর অনেক আগেই আমার কথাটা বলা উচিত ছিল তোমাকে। এইটেই আমার দোষ হয়ে গেছে।”

রিতা যান্ত্রিকভাবে তার হাতখানা এগিয়ে দিল পাভেলের দিকে, কিন্তু পাভেলের এই আকস্মিক নিস্পৃহতায় সে এত আঘাত পেয়েছে যে সামান্য কয়েকটা কথা ছাড়া বেশি কিছু আর সে বলতে পারল না।

“তোমায় দোষ দেব না, পাভেল। পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলার কোনো উপায় যদি আমি বের করতে না পেরে থাকি, তাহলে এই আমার প্রাপ্য।”

ভারি পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে এল পাভেল। বেরিয়ে এসে আস্তে করে বন্ধ করে দিল দরজাটা। নিচে এসে এক মুহূর্ত দাঁড়াল—ফিরে গিয়ে সব কিছু খোলসা করে বলার সময় এখনও বয়ে যায়নি। কিন্তু কি লাভ? কিসের জন্যে? রিতার ঘৃণাভরা জবাব পেয়ে ফের বেরিয়ে আসার জন্যে? না।

রেল-লাইনের দুপাশে ঢালু জমিতে ভাঙাচোরা রেলগাড়ি আর অকর্মণ্য ইঞ্জিনের কবরখানা গজিয়ে উঠেছে। বাতাসের ঘূর্ণি এসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে জনহীন কাঠের কারখানার শুক্‌নো কাঠের গুঁড়োগুলো।

শহরটার চারিধারে বনের ঝোপেঝাড়ে আর পাহাড়ের খাদেখন্দরে ওর্‌লিক-এর দলের লোকজন ওৎ পেতে আছে। দিনের বেলায় এরা আশেপাশের কুঁড়ে-ঘরগুলোয় কিংবা বনের মধ্যে এখানে ওখানে লুকিয়ে থাকে, কিন্তু রাত্রিবেলায় এরা গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসে রেলপথের ওপরে, লাইন উপ্‌ড়ে ফেলে দেয় বেপরোয়াভাবে, তারপরে সেই শয়তানীর শেষে গুঁড়ি মেরে ফিরে যায় তাদের ঘাঁটিগুলোয়।

রেলপথের এই উঁচু পাড় বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে অনেকগুলি ইঞ্জিন। কামরাগাড়িগুলো ভেঙে পড়ে গুঁড়িয়ে গেছে। তাদের ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়ে ঘুমন্ত মানুষের দল চাপাটির মতো চেপ্টে গেছে, বহুমূল্য খাদ্যশস্য রক্তে কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে।

ওর্‌লিক্‌-এর দল হঠাৎ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোনো ছোটখাটো শহরের মধ্যে, ভয়-পাওয়া মুর্গিগুলো ডাক ছেড়ে ছড়িয়ে পড়ে চারিধারে। কয়েকটা গুলি ছুঁড়ে দেয় ওরা যেদিকে সেদিকে। স্থানীয় জেলা-সোবিয়েতের বাড়ির বাইরে সামান্য কিছুক্ষণ রাইফেল-ছোঁড়ার আওয়াজ শোনা যায়—শব্দটা পায়ের নিচে শুক্‌নো সরু গাছের ডাল মাড়িয়ে চলার চড়্‌চড়ে আওয়াজের মতো। তারপরে ডাকাতরা তাদের হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়াগুলোয় চেপে সবেগে ছুটে চলে গ্রামের মধ্যে দিয়ে, সামনে যাকে পায় তাকেই কেটে ফেলে। মানুষের ওপরে তারা এমন শান্তভাবে কোপ বসায় যেন কাঠ চির্‌ছে। গুলি ছোঁড়ে খুব কম, কারণ বুলেট দুষ্প্রাপ্য।

দলটা যেমন দ্রুত আসে, তেমনি চলেও যায়। সর্বত্র এই দলের চোখ আর কান কাজ করে চলেছে। জেলা-সোবিয়েতের ছোট শাদা বাড়িটার দেয়াল ভেদ করে সেই সব চোখ দেখতে পায়, কারণ পাদ্রীর বাড়ি আর কুলাকদের খামার-বাড়িগুলো থেকে একটা অদৃশ্য সুতো চলে গেছে বনের ঝোপঝাড়গুলোর দিকে।

অস্ত্রশস্ত্রের বাক্স, টাট্‌কা মাংসের টুকরো, নীল্‌চে রঙের নির্জলা মদের বোতল ইত্যাদি চালান হয়ে যায় সেইদিকে। ছোটখাটো 'আতামান'-কর্তাদের কানে কানে ফিস্‌ফিসিয়ে বলা খবরাখবরও চলে যায়, আর সেখান থেকে প্যাঁচালো পথে সেটা গিয়ে পেঁছোয় স্বয়ং ওর্‌লিক্‌-এর কাছে।

যদিও দলটায় দু-তিনশোর বেশি বোম্বেটে নেই, তবু তারা এতদিন ধরে ধরা-পড়ার হাত এড়িয়েছে। কতকগুলো ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গিয়ে এরা একই সঙ্গে দু-তিনটে অঞ্চলে কাজ চালায়। ওদের সবাইকে ধরা অসম্ভব। আগের রাত্রের ডাকাতটাকে হয়ত পরদিন সকালে দেখা যাবে নির্বিরোধী একজন চাষী—ক্ষেত-বাগানে এটা-ওটা কাজে ব্যস্ত, ঘোড়াটাকে খাওয়াচ্ছে কিংবা দিব্যি তামাক ফুঁকতে ফুঁকতে বেড়ার সামনে দাঁড়িয়ে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঘোড়-সওয়ার-শান্ত্রীদলের ঘোড়া হাঁকিয়ে যাওয়ার দিকে।

আলেকজান্দার পুজিরেভ্‌স্কি এই তিনটি অঞ্চলে তাঁর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে নাছোড়্‌বান্দার জেদ নিয়ে অবিশ্রাম তাড়া করে ফিরছেন ডাকাতদলটাকে। মাঝে মাঝে তিনি তাদের লেজ মাড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন; একমাস বাদে ওর্‌লিক্‌ দুটো অঞ্চল থেকে তার গুণ্ডাদলকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। ইদানিং সে সংকীর্ণ একফালি জায়গার মধ্যে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

শহরের জীবন তার চিরাচরিত গতিতে বয়ে চলেছে। এখানকার পাঁচটি বাজারে কোলাহলরত জনতা জমে ওঠে। এই প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে দুটো দিকে প্রবণতা সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখা যায়ঃ যতোটা বেশি পারা যায় হাতিয়ে নেওয়া, আর যতোটা কম দিতে পারা যায়। যতো রকমের সব হাঙর আর জোচ্চররা তাই তাদের উদ্যম আর যোগ্যতাকে খাটিয়ে নেবার অবাধ সুযোগ পায় এই পরিবেশে। ভিড়ের মধ্যে ওৎ পেতে ঘুরে বেড়ায় শত শত সন্দেহ-জনক চরিত্রের লোক যাদের চোখের দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় সততা ছাড়া আর সব-কিছু। গোবরগাদায় মাছির মতো এসে জড়ো হয় এখানে শহরের যতো বদ্‌মায়েশ্‌ লোক একটা মাত্র উদ্দেশ্য নিয়েঃ নিরীহ সাদাসিধে লোকদের ঠকানো। যে-সামান্য কয়েকটা ট্রেন আসে, তাদের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে দলে দলে বস্তা-কাঁধে লোক—এরা তৎক্ষণাৎ সোজা বাজারমুখো রওনা দেয়।

রাত্রে যখন বাজারঅঞ্চলটা নির্জন হয়ে পড়ে তখন অন্ধকার দোকানঘরের সারিগুলো বীভৎস আর ভয়ঙ্কর দেখায়।

এই জনহীন অঞ্চলটায়, যেখানে প্রত্যেকটি দোকানঘরের পেছনে বিপদ রয়েছে ওৎ পেতে, সেখানে অন্ধকার নামার পর শুধু সাহসী লোকই যেতে পারে। প্রায়ই রাত্রিবেলায় গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ ওঠে লোহার ওপর হাতুড়ির আঘাত এসে পড়ার মতো শব্দ তুলে আর দেখা যায় হয়তো কোনো মানুষের গলা তার নিজেরই চাপ চাপ রক্তে জমাট হয়ে গেছে। সবচেয়ে কাছাকাছি জায়গাটা থেকে জনকতক শান্ত্রী (তারা একা এদিকে আসতে সাহস করে না) রোঁদে বেরিয়ে এখানে এসে পড়ে, তখন তারা দুম্‌ড়ানো মৃতদেহটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। খুনীরা ততক্ষণে পালিয়ে গেছে, আর বাজার-চত্বরের নিয়মিত রাত্রির বাসিন্দা সামান্য দু-চার জন লোক সেই গোলমালের মধ্যে এক দমক হাওয়ার

মতো উড়ে গেছে।

বাজারের সামনেই "ওরিয়ন" সিনেমা। রাস্তা আর চত্বরটা বৈদ্যুতিক আলোয় উজ্জ্বল। প্রবেশপথে জনতা ভিড় জমিয়ে তোলে। হলের ভেতরে সিনেমার প্রজেক্টার-যন্ত্রটা মৃদু আওয়াজের সঙ্গে পর্দার ওপরে অতিনাটকীয় সব প্রেমের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলে। মাঝে মাঝে ফিল্‌ম্‌ কেটে যায়, দর্শকরা আপত্তি জানিয়ে চিৎকার করে আর তার মধ্যে অপারেটর থেমে যায়।

শহরতলীতে আর শহরের কেন্দ্রে জীবন তার স্বাভাবিক গতিতেই চলেছে বলে মনে হয়। এমন কি, বিপ্লবী-কর্তৃত্বের প্রাণকেন্দ্র যে পার্টির আঞ্চলিক কমিটি, সেখানেও সব কিছু বেশ শান্ত। কিন্তু এটা শুধু একটা বাইরের প্রশান্তি।

একটা ঝড় ঘনিয়ে উঠছে শহরে। নানান্‌ দিক থেকে যারা তাদের সামরিক রাইফেলগুলো নিয়ে আসে, তাদের অনেকেই এই আসন্ন ঝড়ের কথাটা জানে। রাইফেলগুলো এদের লম্বা চাষীদের ব্যবহৃত ওভারকোটের নিচে স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায়। খাবার-জিনিসপত্রের ফাট্‌কাবাজ সেজে যারা ট্রেনের ছাদে চেপে আসে, তারাও কথাটা জানে। এরা তাদের বস্তাগুলো নিয়ে বাজারে যাবার বদলে যায় সাবধানে মনে করে রাখা কতকগুলো ঠিকানায়।

এরা জানে। কিন্তু শ্রমিক-অঞ্চলের লোকেরা এবং, এমন কি, বলশেভিকরাও আসন্ন এই ঝড়ের কোনো আঁচ পায়নি।

শহরের মাত্র পাঁচজন বলশেভিক জানে কিসের ষড়যন্ত্র চলেছে।

পেত্‌লিউরার দলের বাদবাকি লোককে লাল-ফৌজ পোল্যান্ডের বলশেভিক-বিরোধী অঞ্চলে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এরা ওয়ারশ'তে কতকগুলো বৈদেশিক মহলের সহযোগিতায় প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানে যোগ দেবার জন্যে তোড়জোড় চালাচ্ছে। পেত্‌লিউরার ফৌজের যে-অংশটুকু তখনও টিকে আছে, তাদের নিয়ে একটা হাম্‌লাদার-দল তৈরি হয়েছে।

প্রতিবিপ্লবীদের কেন্দ্রীয় একটা সংগঠন আছে শেপেতোভ্‌কায়। সাতচল্লিশজন লোক আছে এতে। এদের অধিকাংশই হচ্ছে ভূতপূর্ব সক্রিয় প্রতিবিপ্লবী যাদের স্থানীয় 'চেকা' কমিটি বিশ্বাস ক'রে স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করতে দিয়েছে।

এই সংগঠনের নেতা ফাদার ভাসিলি, নৌ-বিভাগের কর্মচারী ভিনিক আর কুজ্‌মেন্‌কো নামে একজন পেত্‌লিউরা-অফিসার। গোয়েন্দাগিরির কাজটা চালায় পাদ্রীর মেয়েগুলো, ভিনিক-এর বাবা আর সামোতিনিয়া নামে একজন লোক। এই লোকটা যা হোক করে কার্যকরী-কমিটির দপ্তরে ঢুকে গেছে।

পরিকল্পনাটা ছিল সীমান্তের বিশেষ বিভাগটির ওপর রাত্রে হাত-বোমা ছুঁড়ে হামলা চালিয়ে কয়েদীদের খালাস করে নেওয়া এবং, সম্ভব হলে, রেল-স্টেশনটাকে দখল করে ফেলা।

ইতিমধ্যে, গোপনে অফিসারদের এনে জড়ো করা হচ্ছে বড়ো শহরে যেটা অভ্যুত্থানের কেন্দ্র হবার কথা। আশেপাশের বনেজঙ্গলে সরিয়ে আনা হচ্ছে ডাকাতদের দলগুলোকে। বিশ্বাসভাজন লোকদের মারফৎ এখান থেকে রুমানিয়ার সঙ্গে আর স্বয়ং পেত্‌লিউরার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

বিশেষ বিভাগে তার দপ্তরে ফিওদোর ঝুখ্‌রাই দুরাত্রি ঘুমোয় নি। যে পাঁচজন বলশেভিক কি ঘটতে চলেছে জানে তাদের মধ্যে সে একজন। বাঘ-সিংহ-মারনেওয়ালা শিকারীদের, বড়ো রকম শিকার দেখতে পাবার পর জন্তুটার ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে অপেক্ষা করার সময় যেমন হয়, এই ভূতপূর্ব নাবিকটি ইদানিং সেইরকম একটা উত্তেজনা অনুভব করছে।

সোরগোল তুলে সবাইকে সাবধান করে দেবার ঝুঁকি নিতে চায় না সে। রক্তপিপাসু রাক্ষস্‌টাকে মারতেই হবে। তারপর, শুধুমাত্র তখনই প্রত্যেকটা ঝোপের পেছনে সচকিত হয়ে না তাকিয়ে, শান্তভাবে কাজ করে যাওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু জানোয়ারটা যেন ভয় পেয়ে পালিয়ে না যায় কিছুতেই। এই ধরনের জীবন-মরণ-সংগ্রামে ধৈর্য আর দৃঢ়তাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়।

আসল সংকটের মুহূর্তটা এগিয়ে এসেছে। শহরের কোনো এক স্থানে ষড়যন্ত্রের গোপন জায়গাগুলোর গোলকধাঁধাঁর মধ্যে একটা সময় ঠিক করে ফেলা হয়েছে ঃ আগামীকাল রাত্রে।

কিন্তু যে পাঁচ জন বলশেভিক ব্যাপারটা জানত তারা আগেই আঘাত হানবার সিদ্ধান্ত নিল। তারা ঘোষণা করল—না, আজ রাত্রেই উপযুক্ত সময়।

এইদিন সন্ধ্যের সময় রেল-কারখানা থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল একটা সাঁজোয়া-ট্রেন আর তেমনি নিঃশব্দে তার পেছনে বন্ধ হয়ে গেল ভারি গেট দুটো।

সাংকেতিক টেলিগ্রাম চলে গেল তার বেয়ে, আর, যে-সমস্ত সজাগ আর সতর্ক লোকদের ওপর এই প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া আছে, তারা এই জরুরি তলবের জবাবে তৎক্ষণাৎ ভিমরুলের চাকটিকে পিষে মারবার ব্যবস্থা করল।

ঝার্‌কিকে টেলিফোন করল আকিম।

"সেল-মিটিংগুলোর ব্যবস্থা ঠিক আছে তো? বেশ। এক্ষুণি একটা আলোচনা-বৈঠকের জন্যে চলে এসো, আর জেলা-পার্টি-কমিটির সম্পাদককে সঙ্গে করে নিয়ে এসো। জ্বালানির কাঠ সরবরাহের সমস্যাটা যতোটা ভেবেছি আমরা তার চেয়েও গুরুতর। তোমরা এখানে এসে পৌঁছালে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাবে।" দৃঢ় গলায় দ্রুত বলে গেল আকিম কথাগুলো।

"এই জ্বালানিকাঠের ব্যাপারটা দেখছি আমাদের পাগল করে ছাড়বে।" বিরক্তি-ভরা গলায় ঝার্‌কি উত্তর দিল রিসিভারটার মুখে।

লিত্‌কে ঝড়ের বেগে মোটর হাঁকিয়ে সদর-দপ্তরে পৌঁছে দিল সম্পাদক দুজনকে। সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় উঠ্‌তে উঠ্‌তেই তারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল যে জ্বালানিকাঠের সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্যে তাদের এখানে তলব করা হয়নি।

দপ্তর-ব্যবস্থাপকের ডেস্ক্‌-এর ওপরে মেশিন-গান রাখা আছে আর এটার পাশে বিশেষ-সৈন্যবাহিনীর গোলন্দাজরা ব্যস্ত। শহরের পার্টি আর কম্‌সোমল-সংগঠনগুলোর শান্ত্রীদল নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে বারান্দাগুলো ভর্তি করে। সম্পাদকের দপ্তরের চওড়া দরজা-দুটোর পেছনে আঞ্চলিক পার্টি-কমিটির ব্যুরোর জরুরী বৈঠক প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

রাস্তার দিকে ঘুলঘুলির ফাঁকে একটা তার বেরিয়ে গিয়ে যুক্ত হয়েছে দুটো চলমান ফৌজী-টেলিফোনের সঙ্গে। ঘরটার মধ্যে কথাবার্তার একটা চাপা

গুঞ্জন। এই ঘরে রয়েছে আকিম, রিতা আর মিখাইলো। রিতার মাথায় একটা লাল-ফৌজের শিরস্ত্রাণ, পরনে খাকি-স্কার্ট, চামড়ার কোর্তা, কোমরবন্ধনীটা থেকে ভারি একটা মোজার-পিস্তল ঝুলছে—সৈন্যদলের রাজনৈতিক শিক্ষক হিসেবে কাজ করার সময় সে যুদ্ধসীমান্তে এই রকম উর্দি পরে থাকত।

ঝার্কি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল তাকে, "ব্যাপারখানা কি?"

"সতর্কতাসূচক একটা সমাবেশ, ভানিয়া। এখনই আমরা তোমার পাড়ায় যাব। পাঁচ নম্বর পদাতিক-বাহিনীর ইস্কুলে অভ্যেস রাখার জন্যে যে-রকম নিয়মিত ফৌজী সমাবেশ হয়, তাই হচ্ছে। কম্সোমল-সভ্যরা তাদের সেল-মিটিংয়ের পরে সরাসরি ওখানে যাবে। আসল কথাটা হচ্ছে—কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে ওখানে যাওয়া।"

পুরনো সামরিক ইস্কুলের মাঠ তার বিরাট প্রাচীন ওক্-গাছগুলো, জোলো-ঘাস আর শ্যাওলা-জমা মজা পুকুর, আর চওড়া ধুলোভর্তি রাস্তা নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে।

মাঠটার মাঝখানে একটা উঁচু শাদা দেওয়ালের পেছনে ইস্কুল-বাড়ি—যেটা ইদানিং লাল-ফৌজের অধিনায়কদের জন্যে পাঁচ নম্বরের পদাতিক-বাহিনীর ইস্কুলের জায়গা। গভীর রাত্রি এখন। বাড়িটার ওপরতলা অন্ধকার। বাইরে একটা গভীর প্রশান্তির ভাব। এমনি যদি কেউ এদিক দিয়ে দৈবাৎ যায়, তাহলে ভাববে—ইস্কুলের লোকজন ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু তাহলে লোহার গেট দুটো খোলা কেন, আর দেউড়ির পাশে ওই বিরাট ব্যাঙের মতো দেখতে কালো জিনিস দুটোই বা দাঁড়িয়ে কেন? রেল-কারখানা অঞ্চলের চারিদিক থেকে যারা এই জায়গাটায় এসে জড়ো হয়, তারা জানে, রাত্রির বিপদসূচক সংকেত বাজার পর আর ইস্কুলের বাসিন্দারা কেউ ঘুমুতে পারে না। তারা তাদের কম্সোমলের আর পার্টি সেল-মিটিংয়ে সংক্ষিপ্ত ঘোষণাটা শোনার পর সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে এসেছে। নিঃশব্দে, একে একে, জোড়ায় জোড়ায় এসেছে, একসঙ্গে তিনজনের বেশি কেউ আসেনি এবং প্রত্যেকে নিজের নিজের কমিউনিস্ট পার্টি-সভ্যের কার্ড কিংবা কম্সোমলের কার্ড সঙ্গে এনেছে। এই কার্ড ছাড়া লোহার গেট দিয়ে ঢুকতে পারবে না কেউ।

সকলের জড়ো হবার জন্যে বড়ো হল-ঘরটা আলোয় উজ্জ্বল, ইতিমধ্যেই সেখানে বহু লোক এসে গেছে। জানলাগুলো ভারি মোটা ক্যাম্বিসের কাপড়ে মোড়া। যে-সমস্ত বলশেভিক এখানে তলব হয়ে এসেছে, তারা শান্তভাবে তাদের ঘরে-তৈরি সিগারেট খাচ্ছে আর মামুলি একটা সতর্কতাসূচক সমাবেশের জন্যে এতো বেশি সাবধানতা নেওয়া হয়েছে দেখে নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা আরম্ভ করে দিয়েছে। এটা যে সত্যিকারের একটা বিপদসংকেত, তা কেউই বুঝে উঠতে পারেনি। বিশেষ বিভাগের সৈন্যদলগুলোয় শৃঙ্খলা আর অভ্যেস বজায় রাখার জন্যে মাঝে মাঝে এরকম রাত্রির বিপদসংকেত দেওয়া হয়। অভিজ্ঞ সৈনিক যারা, তারা কিন্তু ইস্কুল-বাড়ির আঙিনায় ঢোকামাত্র এটাকে একটা সত্যিকারের বিপদসংকেত বলে বুঝতে পেরেছে। সাবধানতাটুকু বড়ো বেশি রকম দেখা যাচ্ছে। ফিস্‌ফিসিয়ে বলা হুকুম-অনুযায়ী ফৌজী ছাত্রেরা সব বাইরে সারি বেঁধে দাঁড়াচ্ছে। মেশিনগানগুলোকে নিঃশব্দে বয়ে আনা হচ্ছে আঙিনায় এবং বাড়িটার কোনো জানলায় এক বিন্দু আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে না।

জানলার ধারে একটা মেয়ের পাশে দুবাভা বসেছিল—তাকে গিয়ে পাভেল কোরচাগিন জিজ্ঞেস করল, "গুরুতর কিছু ঘটতে চলেছে নাকি, মিতিয়াই ?" তার পাশের মেয়েটিকে পাভেল দিন দুয়েক আগে ঝার্কি-র ওখানে দেখেছে বলে মনে পড়ল।

দুবাভা কৌতুকের সঙ্গে পাভেলের কাঁধে চাপড় মেরে বললঃ

"পা কাঁপছে বুঝি, অ্যাঁ ? কিচ্ছু ঘাব্ড়াবার নেই, কি করে লড়াই করতে হয়, আমরা ঠিকমতো শিখিয়ে দেব তোমাদের। তোমাদের মধ্যে আলাপ নেই, না ?" মেয়েটিকে মাথা নেড়ে দেখাল সে, "ওর ডাক-নাম আনা, পদবীটা জানিনে, তবে পদটা জানি—ও হচ্ছে প্রচার-আন্দোলন-কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মী।"

দুবাভা এই ঠাট্টাচ্ছলে যার পরিচয় দিল, সেই মেয়েটি তার মাথায় বাঁধা নীল্চে-বেগুনি রঙের রুমালটার ফাঁকে বেরিয়ে-পড়া একগোছা চুল ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আগ্রহের সঙ্গে কোরচাগিনকে দেখল। তার সঙ্গে কোরচাগিনের চোখা-চোখি হতেই দু-এক মুহূর্তের জন্যে নিঃশব্দে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে গেল।

দীর্ঘ চোখের পাতার নিচে তার উজ্জ্বল আর নিবিড় কালো চাউনি পাভেলের চাউনিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করল। লজ্জা পাচ্ছে দেখে সচেতন হয়ে উঠে সে ভুরু কুঁচ্কে তার দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে দুবাভার দিকে তাকাল।

জোর করে মুখে হাসি এনে সে জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের মধ্যে আন্দোলনের কাজটা চালায় কে ?"

সেই মুহূর্তে হলঘরে একটা সাড়া উঠল। ছোট সৈন্যদলের একজন অধি-নায়ক একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে বলল, "এক নম্বর দলের সৈন্যরা সারি বাঁধো। তাড়াতাড়ি করো, কমরেড, চট্পট্।"

আঞ্চলিক কার্যকরী কমিটির সভাপতি আর আকিমের সঙ্গে ঢুকল ঝুখ্রাই। তারা এইমাত্র এসে পেঁাছেছে। হলঘরটা এখন একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সারি বেঁধে দাঁড়ানো মানুষে ভরে উঠেছে।

মেশিনগান-চালানো শেখাবার জন্যে তৈরি একটা মঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে আঞ্চলিক কার্যকরী কমিটির সভাপতি তার হাত তুলে বললঃ

"কমরেড ! অত্যন্ত গুরুতর আর জরুরি একটা ব্যাপারে তোমাদের এখানে তলব করা হয়েছে। আমি এখন তোমাদের যে কথাগুলো বলব, সে কথাগুলো নিরাপত্তামূলক কারণে, এমন কি, গতকাল পর্যন্তও বলা যেত না। আগামীকাল রাত্রে এই শহরে আর ইউক্রেনের অন্যান্য শহরে একটা প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময় নির্ধারিত হয়ে আছে। বলশেভিক-বিরোধী অফিসারে ছেয়ে গেছে শহর। শহরের চারিধার ঘিরে ডাকাতদের দল জমা করা হয়েছে। চক্রান্তকারীদের একাংশ সাঁজোয়া-গাড়ি-বাহিনীতে ঢুকে পড়েছে এবং সেখানে তারা ড্রাইভার হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু সময় হাতে থাকতেই 'চেকা' ষড়যন্ত্রটা ধরে ফেলেছে এবং আমরা তাই গোটা পার্টি আর কম্সোমল সংগঠনগুলিকে সশস্ত্র করে তুলছি। সামরিক ইস্কুলের বাহিনী আর 'চেকা'র ফৌজীদলের সঙ্গে এক-নম্বর আর দু'নম্বর কমিউনিস্ট পল্টন একযোগে কাজ করবে। সামরিক ইস্কুলের সৈন্যদলগুলো ইতিমধ্যেই কাজে নেমে গেছে। এবার তোমাদের পালা, কমরেড। যে যার হাতিয়ার নিয়ে সার বেঁধে দাঁড়াবার জন্যে পনের মিনিট সময় পাবে। সমস্ত কাজটা পরিচালনা করবেন কমরেড ঝুখ্রাই। সৈন্য-

দলের অধিনায়করা তাঁর কাছ থেকে নিজের নিজের কাজের নির্দেশ নেবেন। অবস্থার গুরুত্বটা বারবার করে বলার কোনো দরকার দেখি না। আগামী কালকের প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানকে আজকেই সাম্‌লানো চাই।"

সিকি ঘণ্টা বাদে সশস্ত্র পল্টনটা ইস্কুলবাড়ির আঙিনায় দাঁড়াল সার বেঁধে।

স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যদলটার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিল ঝুখ্‌রাই। তাদের তিন-পা আগে সামনে দাঁড়িয়ে আছে চামড়ার কোমরবন্ধনী-পরা দুজন লোকঃ পল্টন-কম্যান্ডার মেন্‌ইয়াইলো—ঢালাই-কারখানার মজুর সে, উরাল-অঞ্চলের বিরাটকায় মানুষ, এবং তার পাশে কমিসার আকিম। বাঁ দিকে এক নম্বর ফৌজের পল্টনগুলো, তাদের দু-পা সামনে ফৌজের কম্যান্ডার আর রাজনৈতিক শিক্ষক। এদের পেছনে কমিউনিস্ট পল্টনের নিস্তব্ধ সারি দাঁড়িয়ে আছে। এদের সংখ্যা তিনশো।

ফিওদোর সংকেত জানালঃ "কাজে নামবার সময় হয়েছে।"

নির্জন রাস্তা দিয়ে কুচ্‌কাওয়াজ করে চলল তিনশো মানুষ।

শহরটা ঘুমোচ্ছে তখন।

ল্‌বোব্‌স্কাইয়া স্ট্রিট আর দিকাইয়া স্ট্রিটের মোড়ে এরা সারি ভাঙ্‌ল। এইখান থেকে কাজ শুরু হবে।

নিঃশব্দে ঘিরে ফেলল তারা বাড়িগুলো। একটা দোকানের সামনের সিঁড়িতে হেড্‌কোয়ার্টার বসানো হল।

শহরের কেন্দ্রের দিক থেকে একটা মোটরগাড়ি তার হেড্‌লাইটের উজ্জ্বলতায় একটা আলোর পথ কেটে ল্‌বোব্‌স্কাইয়া স্ট্রিট বেয়ে দ্রুত এসে পড়ল। পল্টনকে নির্দেশ দেবার জায়গাটার সামনে এসে গাড়িটা হঠাৎ থামল।

এই দফায় হিউগো লিত্‌কে তার বাবাকে নিয়ে এসেছে। ছেলের দিকে মাথাটা ফিরিয়ে ল্যাট্‌ভিয়ান ভাষায় অল্প গোটাকতক কাটা-কাটা কথা বলে কম্যান্ড্যান্ট্‌ লাফিয়ে নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। সামনে একটা লাফ দিয়েই গাড়িটা রাস্তার বাঁকে এক মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। দৈত্যের মতো গাড়ি হাঁকাচ্ছে হিউগো—স্টিয়ারিং হুইলে তার হাত দুটো এত জোরে চেপে বসেছে যেন সে দুটো হুইলের অংশ, তার চোখ জোড়া রাস্তার ওপরে আট্‌কানো।

হ্যাঁ, আজ রাত্রে হিউগোর এই উন্মত্ত গাড়ি-চালনার দরকার আছে। এ-সময়ে জোরে গাড়ি হাঁকালে তার দু-রাত্রি জেগে পাহারাদারি করার শাস্তি পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই!

উল্কার বেগে রাস্তা বেয়ে উড়ে চলেছে হিউগো লিত্‌কে।

চক্ষের পলকে শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঝুখ্‌রাইকে গাড়ি হাঁকিয়ে এনে ফেলেছে তরুণ লিত্‌কে। ঝুখ্‌রাই তাকে তারিফ না জানিয়ে পারল নাঃ "আজ রাত্রে যদি তুমি কাউকে চাপা না দাও তাহলে কাল তুমি একটা সোনার ঘড়ি পাবে।"

খুশিতে উপছে উঠল হিউগোঃ "আমি তো ভেবেছিলাম, ওই মোড়টা ফেরার জন্যে দশ দিনের হাজতবাস সাজা পাব..."

প্রথম আঘাত হানা হল ষড়যন্ত্রীদের সদর-দপ্তরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রেপ্তার-করা লোকের দলগুলোকে আর দলিলপত্রের বান্ডিল পোঁছে দেওয়া হল বিশেষ-বিভাগে।

দিকাইয়া স্ট্রিটের এগারো নম্বর বাড়িতে জুবার্ট নামে একজন লোক থাকে, —'চেকা'র কাছে যে খবর এসেছিল, সেই অনুযায়ী এই বলশেভিক-বিরোধী ষড়যন্ত্রে লোকটার হাত বড়ো কম ছিল না। অফিসারদের যে-দলটার পোদল-অঞ্চলে অভ্যুত্থান ঘটানোর কথা, তাদের নামের তালিকা এর কাছে ছিল।

কম্যান্ড্যান্ট লিত্‌কে স্বয়ং দিকাইয়া স্ট্রিটে এলেন লোকটাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে। জুবার্টের ঘরের জানলাগুলো বাড়ির বাগানের দিকে খোলা যায়। এই বাগানটা আর ক্রিশ্চান মেয়ে-পাদ্রীদের ভূতপূর্ব একটা মঠ-বাড়ির মাঝখানে উঁচু দেওয়ালের ব্যবধান। জুবার্ট বাড়ি নেই। প্রতিবেশীরা বলল, তাকে সেদিন সারা দিনের মধ্যে দেখা যায়নি। খানাতল্লাশী করে সেই নাম-ঠিকানার তালিকাগুলো আর এক-বাক্স হাতবোমা পাওয়া গেল। আশেপাশে কতকগুলো গোপন জায়গায় পাহারাদারীর জন্যে সৈন্য মোতায়েনের নির্দেশ দিয়ে কম্যান্ড্যান্ট্ লিত্‌কে কাগজপত্রগুলো পরীক্ষা করার জন্যে ঘরটার মধ্যে কিছুক্ষণ রইলেন।

সামরিক ইস্কুলের তরুণ ছাত্রটিকে নিচে বাগানের এক কোণে যেখানে পাহারা দেবার জন্যে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেখান থেকে সে আলোকিত জানলাটি দেখতে পাচ্ছিল। এখানে একা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে তার ভালো লাগল না। একটু ভয়-ভয় করছিল তার। দেয়ালটার ওপর নজর রাখার জন্যে বলা হয়েছিল তাকে। তার পাহারাদারীর জায়গাটা থেকে এই ভরসা-জাগানো আলোর রেখাটা বড়ো দূরে বলে মনে হল তার। এবং, হতভাগা চাঁদটা কেবলই মেঘের পেছনে আড়াল হয়ে গিয়ে গিয়ে অবস্থাটাকে আরও খারাপ করে তুলছে। রাত্রিবেলার ঝোপঝাড়গুলো যেন তাদের নিজস্ব এক ধরনের অশুভ জীবনসঞ্চারে প্রাণ পেয়ে ওঠে। তরুণ সৈন্যটি তার নিজের চারিধারের অন্ধকারকে বিঁধল তার বেয়নেটের খোঁচায়। না, কিছু নেই।

"আমাকে এখানে খাড়া করে দিয়েছে কেন? এই দেয়ালটা বেয়ে তো আর কারুর পক্ষে ওঠা সম্ভব নয়—উঁচু বড়ো কম নয়। জানলাটার কাছে গিয়ে বরং ভেতরে একনজর দেখে নেওয়া যাক।" দেয়ালটার দিকে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে সে তার সোঁদা শ্যাওলা-গন্ধী কোণটা থেকে বেরিয়ে এল। জানলাটার কাছাকাছি সে আসতেই লিত্‌কে টেবিলের ওপর থেকে কাগজগুলো তুলে নিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে দেয়ালের মাথায় একটা ছায়া দেখা গেল যেখান থেকে জানলার পাশে শান্ত্রীটাকে আর ঘরের ভেতরে লিত্‌কে দুজনকেই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। বেড়ালের মতো তৎপরতার সঙ্গে একটা গাছের ডালে ঝুলে পড়ল ছায়াটা, তারপর মাটিতে নেমে পড়ল। নিঃশব্দে এগিয়ে এল শিকারটার দিকে গুঁড়ি মেরে। একটা মাত্র আঘাতেই লম্বা সরু একটা ছোরার হাতল পর্যন্ত গলায় বিঁধে গিয়ে মুখ থুব্‌ড়ে মাটিতে পড়ে গেল শান্ত্রীটি।

আশেপাশের বাড়িগুলো ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে যে সৈন্যরা, তাদের চম্‌কে দিয়ে বাগানে একটা গুলির আওয়াজ উঠল। তাদের মধ্যে থেকে ছ'জন ছুটে এল বাড়িটার দিকে, রাত্রির অন্ধকারে তাদের পা-ফেলার জোরালো আওয়াজ উঠল। টেবিলটার ওপরে ঝুঁকে নেতিয়ে পড়ে আছেন কম্যান্ড্যান্ট্ লিত্‌কে, তাঁর মাথার ক্ষত থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। মারা গেছেন তিনি। গুঁড়িয়ে গেছে জানলার শার্সিটা। কিন্তু আততায়ী দলিলপত্রগুলো হাতিয়ে নেবার সময় পায়নি।

মঠ-বাড়ির দেয়ালটার দিকে আরও কতকগুলো গুলির আওয়াজ শোনা গেল। দেয়াল টপ্‌কে এসে রাস্তায় পড়ে খুনীটা লুকিয়ানভ্‌-ময়দানের ওই দিকটা দিয়ে পালাবার চেষ্টায় গুলি ছুঁড়্‌তে ছুঁড়্‌তে দৌড়াচ্ছিল। কিন্তু একটা বুলেট এসে তার দৌড়ানো রুখে দিল।

সারা রাত্রি ধরে খানাতল্লাশী চলল। শত শত লোক যাদের বাড়ি-অনুযায়ী বাসিন্দার তালিকায় নামভুক্তি ছিল না কিংবা যাদের কাছ থেকে সন্দেহজনক কাগজপত্র আর অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেল, তাদের চালান করে দেওয়া হল 'চেকা' কমিটির কাছে। সেখানে একটা কমিশন সন্দেহভাজন লোকদের বাছাই করার কাজে ব্যস্ত থাকল।

এখানে ওখানে চক্রান্তকারীরা পাল্টা আক্রমণ চালাল। ঝিলিয়ান্‌স্কাইয়া স্ট্রিটে একটা বাড়িতে খানাতল্লাশী চলবার সময়ে আন্তন লেবেদেফ্‌ একেবারে সাম্‌না-সাম্‌নি একটা গুলি লেগে মারা গেল।

সোলোমেন্‌কা-পল্টন তাদের পাঁচজন লোক হারাল সেই রাত্রে, আর 'চেকা'-কমিটি হারাল সেই একাগ্র বলশেভিক আর প্রজাতন্ত্রের বিশ্বস্ত অভিভাবক কম্যান্ড্যান্ট্‌ জান্‌ লিত্‌কে-কে।

কিন্তু বলশেভিক-বিরোধী শ্বেত-অভ্যুত্থানটিকে অংকুরেই বিনাশ করে দেওয়া হল।

সেই রাত্রেই শেপেতোভ্‌কায় ফাদার ভাসিলিকে তাঁর মেয়েদের সঙ্গে এবং দলের আর-সবাইয়ের সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হল।

উত্তেজনাটা কমল। কিন্তু শিগ্‌গিরই আবার আরেকটা নতুন শত্রু এসে আতঙ্ক সৃষ্টি করল শহরের মধ্যে ঃ রেল-চলাচল একেবারে বন্ধ। অর্থাৎ, আসন্ন শীতকালে অনাহার আর ঠাণ্ডায় দুর্ভোগ।

সবকিছু এখন নির্ভর করছে খাদ্যশস্য আর জ্বালানি-কাঠের ওপর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফিওদোর তার খাটো নল-ওয়ালা পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে নিয়ে চিন্তা-মগ্নভাবে পাইপের বাটিটার মধ্যে ছাইটুকু আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে দেখল সাবধানে। নিভে গেছে পাইপটা।

ডজন-খানেক সিগারেটের ধূসর ধোঁয়ার একটা ঘন মেঘ জমে উঠেছে ঘরের ছাদের নিচে আর প্রাদেশিক কার্যকরী সমিতির সভাপতি যেখানে বসে আছে সেই চেয়ারটার ওপর দিকে। টেবিলের চারধারে যারা বসে আছে, তাদের মুখগুলো ঘরের কোণ থেকে ধোঁয়ার মধ্যে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

সভাপতির পাশেই বসে আছে তোকারেভ্, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বিরক্তির সঙ্গে সে তার পাত্‌লা দাড়ি ছিঁড়ছে, আর মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকিয়ে দেখছে বেঁটে টাক-মাথা একটা লোকের দিকে। এই লোকটা চড়া সরু গলায় অনর্গল কথা বলে চলেছে—অর্থহীন ফাঁকা বুলিগুলো তার শূন্যগর্ভ ডিমের খোলার মতোই অন্তঃসারশূন্য।

বৃদ্ধ শ্রমিক তোকারেভের চোখের দিকে তাকিয়ে আকিমের মনে পড়ল—ছেলেবেলায় তার গ্রামে একটা লড়াইয়ে-মোরগ ছিল, প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে সেই মোরগটার চোখে ঠিক এইরকম তীব্র দৃষ্টি ফুটে উঠত।

পার্টির প্রাদেশিক কমিটি একঘণ্টার ওপর আলোচনা-বৈঠকে বসেছে। টেকো লোকটা রেলওয়ের জ্বালানিকাঠ-কমিটির সভাপতি।

সামনের কাগজের স্তূপের মধ্যে দ্রুত আঙুল চালিয়ে টাক-মাথা লোকটা গড়্‌গড়িয়ে বলে চলেছেঃ

"...এ অবস্থায় স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে প্রাদেশিক কমিটির আর রেলওয়ে-ব্যবস্থাপক-কমিটির সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করা অসম্ভব। আমি আবার বলছি, আজ থেকে একমাসের মধ্যেও আমরা চার-শো টনের বেশি জ্বালানিকাঠ দিয়ে উঠতে পারব না। আর এই যে একলক্ষ আশিহাজার টন দরকার, এটা হল গিয়ে নিতান্তই..." উপযুক্ত কথাটা হাত্‌ড়াবার চেষ্টা করল বক্তা লোকটি, "ইয়ে... নিতান্তই স্বর্গরাজ্যের কল্পনা!" বক্তব্য শেষ করে সে তার ছোট্ট মুখখানাকে একটা আহত ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে নিল।

বেশ কিছুক্ষণের জন্যে একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল।

ফিওদোর তার আঙুলের ডগায় পাইপ ঠুকে ছাই ঝেড়ে ফেলল। শেষ পর্যন্ত নিস্তব্ধতা ভাঙল তোকারেভ্।

"শুধু শুধু হাঁপিয়ে পড়ে কোনো লাভ নেই," গুরুগম্ভীর গলায় সে বলতে শুরু করল, "রেলওয়ের জ্বালানিকাঠ-কমিটির হাতে আর জ্বালানিকাঠ নেই, কোনোদিন ছিল না, ভবিষ্যতে থাকবে বলেও মনে হয় না...এই তো?"

টাকওয়ালা লোকটি কাঁধ-ঝাঁকুনি দিল।

"মাপ করবেন, কমরেড, জ্বালানিকাঠের সংগ্রহ আমাদের অবশ্যই ছিল। কিন্তু রেলপথ ছাড়া অন্যপথে মাল-চলাচলের ব্যবস্থা কমে যাওয়ার ফলে..." ঢোঁক গিলে একটা চৌখুপী-ছক-কাটা রুমাল বের করে সে তার চক্‌চকে মাথাটা মুছে নিল। রুমালটা পকেটে গোঁজার জন্যে বারকতক ব্যর্থ চেষ্টা করার পর শেষ পর্যন্ত সেটাকে অস্বস্তির সঙ্গে হাতব্যাগের নিচে গুঁজে দিল সে।

এক কোণ থেকে দেনেকো মন্তব্য করল, "জ্বালানিকাঠগুলো সরবরাহের জন্যে কি ব্যবস্থা করেছেন আপনি? ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত চাঁইদের মধ্যে এ ব্যাপারে যারা বিশেষজ্ঞ তাদের গ্রেপ্তার করার পর অনেক দিনই তো কেটে গেছে।"

টাকওয়ালা লোকটি তার দিকে ফিরে বলল, "রেলপথের কর্তৃপক্ষকে আমি তিনবার লিখে জানিয়েছি যে আমাদের যদি মাল-চালানির উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধে না দেওয়া হয়, তাহলে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে..."

তোকারেভ্ বাধা দিল তাকে। "ওকথা তো আমাদের শোনা হয়ে গেছে," শত্রুতাভরা চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে সে শুক্‌নো গলায় বলল, "আপনি কি আমাদের বোকার দল বলে ঠাউরেছেন?"

এই কথায় টাকওয়ালা মানুষটি অনুভব করল তার শিরদাঁড়া বেয়ে যেন একটা শীতল শিহরণ নেমে গেল।

নিচু গলায় বলল সে, "প্রতিবিপ্লবীদের কাজের কৈফিয়ৎ আমি দিতে পারি না।"

"কিন্তু আপনি তো জানতেন যে রেল-লাইন থেকে বহু দূরের বনে গাছ-কাটা হয়?"

"সে কথা শুনেছি, কিন্তু আমার এলাকার বাইরে অনিয়ম ঘটেছে বলে আমি সেদিকে আমার ওপরওয়ালাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি নি।"

ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিলের সভাপতি জানতে চাইল, "কতজন লোক আছে আপনার বিভাগে?"

"প্রায় দু-শো" জবাব দিল টেকো লোকটি।

হিস্‌হিসিয়ে বলে উঠল তোকারেভ্, "তার মানে পরগাছাগুলোর মাথা-পিছু বছরে এক টন কাঠ!"

"রেলওয়ের কাঠ-সরবরাহ-কমিটির জন্যে বিশেষ খাদ্যের পরিমাণ বরাদ্দ হয়েছে—শ্রমিকদের যে-খাবারটা পাওয়া উচিত ছিল তার থেকে কেটে নিয়ে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর, আপনারা কি করছেন বলুন তো? মজুরদের জন্যে যে দু-গাড়ি ময়দা পেলেন, তার কি হল?" চেপে ধরল ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি।

চারিদিক থেকে এইরকম চোখা চোখা প্রশ্নের বর্ষণ হতে থাকল টাক-মাথা লোকটার ওপর, আর বিরক্তিকর পাওনাদারদের হাত এড়াবার বিব্রতভঙ্গীতে সে তাদের কথার জবাব দিতে লাগল। পাঁকাল মাছের মতো পাক খেয়ে এঁকেবেঁকে সরাসরি জবাব এড়িয়ে যেতে লাগল, কিন্তু চোখ দুটো তার অস্তিত্বের সঙ্গে নিজের চারদিকে ঘোরাফেরা করছে। বিপদ আন্দাজ করে তার ভীরু মন শুধু একটা জিনিসের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেঃ এখান থেকে যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় সরে পড়ে তার আরামে ভরা বাড়িটার মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়া। সেখানে তার রাত্রের খাবার সাজানো রয়েছে আর তার স্ত্রী—যৌবন যার এখনও ফুরিয়ে যায়নি—হয়তো আরাম করে বসে পল্‌-দ্য-কক্‌-এর লেখা হাল্কা উপন্যাস পড়ে সময় কাটাচ্ছে।

টাক-মাথা লোকটার জবাবগুলো মনোযোগের সঙ্গে শুনতে শুনতে ফিওদোর তার নোটবুকে লিখল, "আমার মনে হয়, এই লোকটাকে খুব ভালো করে যাচাই করা উচিত। ব্যাপারটা শুধু আমাদের অযোগ্যতাই নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। আমি এর সম্বন্ধে দু-একটা কথা জানি...এই আলোচনা বন্ধ করে দিয়ে ওকে চলে যেতে দাও আমরা কাজের কথায় আসতে পারি।"

সভাপতি তার এই নোট পড়ে ফিওদোরের দিকে মাথা নাড়ল।

ঝুখ্‌রাই উঠে গিয়ে বারান্দায় এল একটা টেলিফোন করার জন্যে। ফিরে এল যখন, তখন সভাপতি প্রস্তাবটা পড়ছেঃ

"...অন্তর্ঘাতী কাজের জন্যে রেলপথ-জ্বালানীকাঠ-কমিটিকে বরখাস্ত করা হোক এবং কাঠ-সংগ্রহের সমস্ত ব্যাপারটা অনুসন্ধান-বিভাগের কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থিত করা হোক।"

টেকো লোকটি আরও কিছু খারাপ আশা করেছিল। একথা ঠিক যে অন্তর্ঘাতী কাজের জন্যে পদ থেকে বরখাস্ত হওয়ার ফলে সাধারণভাবে তার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু সেটা সামান্য ব্যাপার। আর ওই বোইয়ার্‌কা-র ব্যাপারটা সম্বন্ধে তার কোনো ভাবনা নাই, ওটা তো আর তার এলাকা নয়। "একেবারে কান-ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে অবশ্য," মনে মনে বলল সে, "আমি তো ভেবেছিলাম, সত্যিই কিছু খুঁড়ে বের করেছে বুঝি ওরা..."

এখন প্রায় পুরোপুরি আশ্বস্ত হয়েই, নিজের কাগজপত্রগুলো তার হাত-ব্যাগে পুরতে পুরতে সে বলল, "আমি অবশ্য পার্টির বাইরেকার একজন বিশেষজ্ঞ লোক। আপনারা আমাকে অবশ্যই অবিশ্বাস করতে পারেন। কিন্তু আমার বিবেকের কাছে আমি খালাস। আমার যেটা করবার কথা, সেটা করা অসম্ভব ছিল বলেই আমি করে উঠতে পারিনি।"

কেউ কোনো মন্তব্য করল না। টাকওয়ালা লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে রাস্তার দরজাটা খুলল দারুণ একটা স্বস্তির সঙ্গে।

সামরিক উর্দি-পরা একটা লোক তার দিকে এগিয়ে এল, "মশাই, আপনার নামটা ?"

ধুক্‌পুক্‌ করে উঠল তার বুকের ভেতর, থতমত খেয়ে বলল সে, "চের্‌...ভিন্‌স্কি..."

ওপরের ঘরে এই লোকটা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বড়ো মিটিং-টেবিলটার চারধারে তেরোটা মাথা ঝুঁকে পড়ল।

ভাঁজ-খোলা মানচিত্রটার ওপরে আঙুল চালিয়ে ঝুখ্‌রাই বলল, "এইখানে দ্যাখো। এইটে বোইয়ার্‌কা স্টেশন। এখান থেকে চার মাইল দূরে গাছ-কাটা হয়। এই জায়গায় দু-লক্ষ দশ-হাজার টন কাঠ জমা হয়ে আছে।—পুরো একটা সৈন্যদল এই কাঠটা জড়ো করে তুলেছে আট-মাসের কঠিন পরিশ্রমে। আর, ফলটা কি হয়েছে? বিশ্বাসঘাতকতা। রেলওয়েতে আর শহরে জ্বালানিকাঠের অভাব। এই কাঠগুলো চার মাইল রাস্তা বেয়ে স্টেশনে নিয়ে আসতে পাঁচ-হাজার গাড়ি লাগলেও এক-মাসের কম লাগবে না—তাও আবার যদি দৈনিক দু-বার যাতায়াত করা যায়। সবচেয়ে কাছের গ্রামটা প্রায় দশ মাইল দূরে। আরও বড়ো কথা, ওর্‌লিক্‌ আর তার দল এই অঞ্চলটায় ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছে। এর মানেটা কি বুঝতে পারছো তো? এই দ্যাখো—ওদের পরি-কল্পনা-অনুযায়ী গাছ-কাটা এইখান থেকে শুরু হয়ে স্টেশনের দিকটায় এগিয়ে আসতে থাকার কথা—আর ওই বদ্‌মায়েশগুলো সেটাকে একেবারে বনের ভেতরের দিকে নিয়ে গেছে। উদ্দেশ্যটা—যাতে আমরা রেল-লাইনের দিকে কাঠগুলো বয়ে আনতে না পারি। এবং ওরা বিশেষ ভুলও করেনি—আমরা কাঠ বয়ে আনার এই কাজটার জন্যে মাত্র এক-শো'টার বেশি গাড়িও পাইনি। এটা ওরা একটা সাংঘাতিক ঘা বসিয়েছে আমাদের ওপর। অভ্যুত্থানের ব্যাপারটার চেয়ে এটা কম গুরুতর নয়।"

ম্যাপের পাত্‌লা কাগজটার ওপরে ঝুখ্‌রাইয়ের শক্ত ভারি মুঠিটা এসে পড়ল। ঝুখ্‌রাই যেটা বলতে বাকি রেখেছে, অবস্থার সেই আরও জটিল দিকটা এই তেরো জনের প্রত্যেকেই স্পষ্ট দেখতে পেল। শীত আসন্ন। এরা দেখতে পেল—তুষার-পাতের হিমশীতল মুঠোর মধ্যে আটকে গেছে হাসপাতাল, ইস্কুল, অফিস-বাড়ি আর হাজার হাজার লোক; লোকের ভিড়ে ছেয়ে গেছে স্টেশন, আর এদিকে যাত্রী বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সপ্তাহে মাত্র একখানা ক'রে ট্রেন। গভীর একটা নিস্তব্ধতার মধ্যে অবস্থাটা প্রত্যেকে কল্পনা করতে লাগল।

শেষে ফিওদোর তার হাতের মুঠিটা খুলল।

"একটা মাত্র উপায় আছে, কমরেড," বলল সে, "তিন মাসের মধ্যে স্টেশন থেকে গাছ-কাটার জায়গাটা পর্যন্ত সাড়ে-চার মাইল ছোট-লাইনের একটা রেল-পথ আমাদের তৈরি করে নিতেই হবে। কাঠ-কাটা শুরু হয়েছে যেখানটায়, সেখান পর্যন্ত লাইনের অংশটা ছ'সপ্তাহের মধ্যে তৈরি করে নেওয়া চাই। আমি গত এক সপ্তাহ ধরে এ ব্যাপারে লেগে আছি। আমাদের দরকার," গলাটা শুকিয়ে এসেছে ঝুখ্‌রাইয়ের, ভাঙা স্বরে সে বলে গেল, "সাড়ে তিন-শো শ্রমিক আর দুজন ইঞ্জিনিয়ার। আমাদের হতে যথেষ্ট রেল-লাইন আছে আর পুশ্‌চা-বোদিৎসায় সাতটা ইঞ্জিনও আছে। এই রেলগুলোকে কম্‌সো-মলের কর্মীরা তুলে এনে গুদামঘরে জমা করে রেখেছে। যুদ্ধের আগে পুশ্‌চা-বোদিৎসা থেকে শহর পর্যন্ত একটা ছোট রেল-লাইন বসাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। মুশ্‌কিলটা হচ্ছে, বোইয়ার্‌কায় শ্রমিকদের থাকার মতো জায়গা নেই, চারিদিকে সব ভেঙেচুরে গেছে। ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিয়ে এক

একবারে দু সপ্তাহের জন্যে ওখানে লোক পাঠাতে হবে আমাদের। তার বেশি ওরা ওখানে থাকতে পারবে না। কম্‌সোমল্‌দেরও কি পাঠাব আমরা ওখানে, আকিম?" উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই সে বলে যেতে লাগল, "কম্‌সোমল থেকে যতো বেশি সংখ্যায় সম্ভব সভ্যদের ওখানে পাঠিয়ে দেবে। প্রথমে ধরা যাক সোলোমেন্‌কা-সংগঠনটিকে আর শহরের অন্য কয়েকটা সংগঠনকে। কাজটা কঠিন, খুবই কঠিন, কিন্তু ছেলেদের যদি বুঝিয়ে বলা হয় বিপদটা কতোখানি, তাহলে আমি নিশ্চয় বলতে পারি ওরা করবে।"

রেলওয়ে বড়োকর্তা সন্দেহের সঙ্গে মাথা নাড়ল।

"আমার মনে হয়, কোনো লাভ নেই। বনের ভেতর দিয়ে এ রকম অবস্থায় হেমন্তের বৃষ্টির মুখোমুখি আর আসন্ন তুষারপাতের মধ্যে সাড়ে-চার মাইল লাইন পাতা..." ক্লান্তভাবে বলা শুরু করেছিল সে। কিন্তু ঝুখ্‌রাই তাকে থামিয়ে দিল।

"জ্বালানিকাঠের সমস্যাটার দিকে তোমার বেশি নজর রাখা উচিত, আন্দ্রেই ভাসিলিয়েভিচ্‌। লাইনটা পাততেই হবে, এবং পেতে ফেলবও আমরা। হাত-গুটিয়ে বসে থেকে ঠান্ডায় জমে গিয়ে নিশ্চয়ই মরতে চাইনে আমরা?"

যন্ত্রপাতির শেষ বোঝাটা ট্রেনে চাপিয়ে নেওয়া হল। ট্রেনের লোকজন তাদের নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। ঝির্‌ঝির্‌ বৃষ্টি পড়ছে। রিতার চক্‌চকে চামড়ার কোর্তাটা বেয়ে মুক্তোর মতো জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে।

তোকারেভের হাত জোরে চেপে ধরে রিতা তার সঙ্গে করমর্দন করে নরম গলায় বলল, "আমাদের শুভকামনা রইল।"

বৃদ্ধ মানুষটি তার ঘন ধূসর ভুরুর নিচে দিয়ে রিতার দিকে সস্নেহে তাকাল।

নিজের মনের কথার জবাবেই যেন সে বলল, "হ্যাঁ, বেশ কিছুটা অসুবিধার মধ্যেই আমাদের ফেলেছে ওই হতভাগাগুলো। তুমি বরং এদিকের ব্যাপার-গুলোর দিকে একটু নজর রেখো—যাতে ওখানে কোনো গোলমাল বাধলে তুমি ঠিক জায়গাটিতে গিয়ে চাপ দিতে পার। এখানকার এইসব অকর্মাগুলো দপ্তরের কেতা-কানুন আর এ-বিভাগ থেকে ও-বিভাগে পাঠানো ছাড়া কিছু করতে পারে না। আচ্ছা, এবার ট্রেনে চাপার সময় হল, মেয়ে।"

বৃদ্ধ তার কোর্তার বোতাম আঁটল। শেষ মুহূর্তে রিতা প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞেস করল, "কোর্‌চাগিন যাচ্ছে না? তাকে তো কই ছেলেদের মধ্যে দেখতে পেলাম না।"

"না, সে আর কার্যাধ্যক্ষ ট্রলি চেপে গতকাল চলে গেছে আমাদের আসার ব্যবস্থা করার জন্যে।"

সেই মুহূর্তে তাদের দিকে প্ল্যাট্‌ফর্ম বেয়ে তাড়াতাড়ি এসে পড়ল ঝার্‌কি, দুবাভা আর আনা বোর্‌হার্ট—আনার কাঁধের ওপর কোর্তাটা আল্‌তো-ভাবে রাখা, আর সরু আঙুলের ফাঁকে একটা সিগারেট ধরা।

এরা এসে পড়ার আগে তোকারেভ্‌কে রিতার আর একটা মাত্র প্রশ্ন করার মতো সময় ছিল।

"কোর্‌চাগিনকে তোমার পড়ানো চল্‌ছে কেমন?"

বিস্মিত হয়ে বৃদ্ধ তাকাল রিতার দিকে।

"কিসের পড়ানো? ওর ভার তো তোমার ওপর, তাই না? তোমার কথা অনেক বলেছে ও আমায়। তোমার জগতেই তো ওর বাস।"

অবিশ্বাসের চোখে তাকাল রিতাঃ "ঠিক বলছ, কমরেড তোকারেভ্‌? আমার কাছে পড়ার পর ও কি বরাবর তোমার কাছে ঠিকমতো সবকিছু বুঝে নেবার জন্যে যায় না?"

জোরে হেসে উঠল বৃদ্ধ। "আমার কাছে? কই, আমি তো কোনোদিন ওর টিকিও দেখতে পাইনে।"

আওয়াজ ছাড়্‌ল ইঞ্জিনটা। একটা কামরা থেকে ক্লাভিচেক চেঁচিয়ে উঠলঃ

"এই, কমরেড উস্তিনোভিচ্‌, আমাদের খুড়োকে ছেড়ে দাও! ওঁকে না হলে আমাদের চলবে কি করে?"

চেক্‌-ছেলেটি আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু দেরি করে এসে-পড়া এই তিনজনকে দেখে নিজেকে সামলে নিল সে। এক মুহূর্তের জন্যে তার নজর পড়ল আনার চোখের উদ্বেগভরা চাউনির দিকে, দুবাভার দিকে আনার বিদায়ের হাসিটুকু লক্ষ্য করে একটু যন্ত্রণাবোধও হল তার। তাড়াতাড়ি সে জানলার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

হেমন্তের বৃষ্টি নেমেছে। ছাঁট এসে লাগছে মুখে। সিসের মতো কালো, জলে ভারি, নিচু মেঘের স্তর গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে মাটির বুকের ওপর দিয়ে। হেমন্তের এই শেষের দিনগুলি এসে অরণ্যপ্রহরীদের নিষ্পত্র করে দিয়েছে। প্রাচীন হর্ন্‌বিম-গাছগুলোকে কেমন যেন শীর্ণ আর দুর্বল দেখাচ্ছে—তাদের বলি-রেখাঙ্কিত গুঁড়িগুলো বাদামী শ্যাওলায় ঢেকে গেছে। নির্মম হেমন্ত তাদের শ্যামলশোভাময় পত্রচ্ছদ কেড়ে নিয়েছে। গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে—নগ্ন আর অসহায়।

স্টেশনের ছোট্ট বাড়িটা যেন বনের নির্জনতার মধ্যে হারিয়ে গেছে। স্টেশনের মাল-তোলার পাথুরে প্ল্যাট্‌ফর্মটা থেকে সদ্য কেটে তোলা মাটি দিয়ে তৈরি উঁচু একফালি ঢিবি-পথ চলে গেছে বনের দিকে। এই ঢিবি-পথটার চারধারে পিঁপ্‌ড়ের মতো মানুষের ভিড়।

পায়ের নিচে বিশ্রীভাবে আট্‌কে যাচ্ছে চট্‌চটে কাদা। ঢিবিটার পাড়্‌-ঘেঁষে মানুষগুলো প্রচন্ড বেগে খুঁড়ে চলেছে আর পাথরের সঙ্গে ঠুকে গিয়ে গাঁইতি-বেল্‌চার আওয়াজ উঠছে।

সরু চাল্‌নির ফাঁক দিয়ে জল ঝরে পড়ার মতো বৃষ্টি নেমেছে। হিম-শীতল জলের ফোঁটা মানুষগুলোর পোশাক ভেদ করে গায়ে এসে লাগছে। বৃষ্টিতে তাদের এতো পরিশ্রমের ফল ধুয়ে যাবার আশংকা দেখা দিয়েছে—মাটিটা কাদা হয়ে গড়িয়ে পড়ছে ঢিবির ঢালু বেয়ে।

সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়ে তাদের পোশাকগুলো কন্‌কনে ঠান্ডা আর ন্যাতার মতো হয়ে গেছে, তাই নিয়েই মানুষগুলো অন্ধকার নেমে আসার পরেও অনেক-ক্ষণ পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

আর, রোজ একটু একটু করে মাটির ঢিবির এই উঁচু ফালিটা এগিয়ে চলেছে বনের ভেতর দিকে।

আগে যেটা একটা পাকা বাড়ি ছিল, তারই কুৎসিত কঙ্কালটা দাঁড়িয়ে আছে স্টেশন থেকে অনতিদূরে। টেনে-হিঁচড়ে কিংবা খুঁড়ে তুলে যা কিছু বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, বাড়িটার থেকে সে সবই নিয়ে গেছে লুটেরার দল। দরজা-জানলার জায়গাগুলোয় হাঁ-করা গর্ত। এককালে যেখানে উনুনের পাল্লা ছিল, এখন সেখানে কালো অন্ধকার। ভাঙাচোরা ছাদটার গর্তগুলোর ফাঁকে বর্‌গাগুলো দেখাচ্ছে কঙ্কালের পাঁজরার মতো।

চারটে বড়ো ঘরের মাত্র কংক্রিটের মেঝেটুকু আস্ত আছে। রাত্রে চার-শো লোক এই মেঝের ওপর তাদের জলে-ভেজা কাদা-লেপা পোশাকে শুয়ে থাকে। দরজার কাছে যখন তারা জামাকাপড়গুলো নিংড়ে নেয়, তখন তার থেকে কাদাটে জল চুঁইয়ে পড়ে। বৃষ্টির উদ্দেশে আর এই পাঁকালো জমির উদ্দেশে মানুষ-গুলো নিদারুণ গাল পাড়ে। কংক্রিটের মেঝেতে খড়ের পাত্‌লা আস্তরণের ওপর ঘন সারি বেঁধে মানুষগুলো একটু গরম পাবার জন্যে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে শুয়ে থাকে। তাদের পোশাকগুলো থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া ওঠে, কিন্তু শুকিয়ে যায় না। ফাঁকা জানলার কাঠামোগুলোয় আট্‌কে নেওয়া চটের ছালা-গুলোর ফাঁকে বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়ে আর মেঝে দিয়ে গড়িয়ে যায় জলের ধারা। ঢালাই-টিনের ছাদটার যেটুকু বাকি আছে, তার ওপরে বৃষ্টির চড়্‌বড়ে শব্দ ওঠে আর দরজার বিরাট ফাঁকগুলো দিয়ে বাতাস ঢোকে শিস্‌ কেটে।

সকালে এরা চা খায় ভেঙে নুয়ে পড়া একটা ব্যারাক-ঘরে যেটার মধ্যে রান্নার কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তারপর কাজে যায় সবাই।

রাত্রির খাবার স্রেফ্‌ ডাল সেদ্ধ—দিনের পর দিন এই একই অসহ্য একঘেয়ে খাদ্য। আর, দৈনিক বরাদ্দ—কয়লার মতো কালো দেড় পাউন্ড রুটি।

শহর থেকে আর এর বেশি জোগান দেওয়া সম্ভব নয়।

কার্যাধ্যক্ষ ভালেরিয়ান নিকোদিমোভিচ্‌ পাতোশ্‌কিন—লম্বা, রোগাটে বৃদ্ধ, দুই গাল তার ভেঙে পড়েছে। প্রধান-মিস্ত্রি ভাকুলেন্‌কো—গাঁট্টাগোট্টা মোটা নাক আর কর্কশ মুখের ভাব।—এরা দুজন স্টেশনমাস্টারের বাড়িতে রয়েছে।

স্টেশন-'চেকা'র প্রতিনিধির নাম খোলিয়াভা—বেঁটেখাটো চট্‌পটে এই লোকটির ছোট্ট ঘরখানায় তার সঙ্গে রয়েছে তোকারেভ্‌।

অবিচলিত ধৈর্যের সঙ্গে মানুষগুলো কষ্ট সহ্য করে চলেছে আর রেল-লাইন পাতার জন্যে এই বাঁধটা দিনের পর দিন বনের মধ্যে ক্রমশই এগিয়ে চলেছে।

কিছু লোক অবশ্য পালিয়ে গেছে ঃ প্রথমে ন'জন। তার কয়েকদিন বাদেই আরও পাঁচজন।

সবচেয়ে বড়ো দুর্ঘটনা প্রথম ঘটল যখন কাজ শুরু হবার এক সপ্তাহ বাদে রাত্রির ট্রেনে রুটির সরবরাহ এসে পেঁছল না।

তোকারেভ্‌কে জাগিয়ে তুলে দুবাভা খবরটা জানাল। পার্টি-গ্রুপের সম্পাদকটি বিছানার ধারে তার লোমশ পা দুটো ঝুলিয়ে বসে বগলের নিচে চুল্‌কোতে লাগল প্রাণপণে।

"এইবার মজা জমবে!" ঘোঁত্‌ঘোঁত্‌ করে বলে সে তাড়াতাড়ি পোশাক পড়তে লাগল।

খোলিয়াভা তার ছোট ছোট পা দ্রুত চালিয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

"এক্ষুণি ছুটে গিয়ে বিশেষ বিভাগকে টেলিফোন করো।" তাকে নির্দেশ দিয়ে তোকারেভ দুবাভার দিকে ফিরে বলল, "রুটি সম্বন্ধে একটি কথাও কাউকে বলবে না, মনে থাকে যেন।"

রেলওয়ে টেলিফোন-অপারেটরদের সঙ্গে পুরো আধঘণ্টা চেঁচামেচি করার পর সর্বকর্মে অদম্য খোলিয়াভা শেষ পর্যন্ত বিশেষ বিভাগের প্রধান-সহকারী ঝুখ্‌রাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমর্থ হল। এই সমস্ত সময়টুকু তার পাশে অধৈর্যের সঙ্গে ছট্‌ফট্‌ করেছে তোকারেভ।

"কী! রুটি গিয়ে পৌঁছয় নি? এখুনি দেখ্‌ছি এর জন্যে কে দায়ী!" টেলিফোনের তার বেয়ে আসা ঝুখ্‌রাইয়ের গলাটা ভয়ংকর শোনাল।

ক্রুদ্ধ তোকারেভ্‌ চেঁচিয়ে বলল, "কাল লোকগুলোকে খেতে দেব কি?"

অনেকক্ষণ চুপচাপ—বোঝা গেল ঝুখ্‌রাই একটা কিছু ব্যবস্থা করার কথা ভাবছে।

শেষে বলল, "আজ রাত্রেই পেয়ে যাবে রুটি। আমি হিউগো লিত্‌কে-কে পাঠাচ্ছি গাড়িতে। ও রাস্তা জানে। সকালের মধ্যে রুটি পেয়ে যাবে তুমি।"

ভোরের দিকে সর্বাঙ্গে কাদা-লেপা একটা গাড়ি রুটি-বোঝাই বস্তা নিয়ে স্টেশনে এসে পৌঁছল। ক্লান্তভাবে নেমে এল লিত্‌কে—নিদ্রাহীন একটা রাত্রির শেষে তার মুখ বিবর্ণ আর শীর্ণ।

রেল-লাইন-পাতার কাজটা ক্রমশই বাড়্‌তি রকমের বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে একটা লড়াই হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

রেলওয়ের ব্যবস্থাপনা-বিভাগ জানাল—লাইন-পাতার জন্যে স্লিপারের কাঠ পাওয়া যাচ্ছে না। শহরের কর্তৃপক্ষ লাইন-পাতার জায়গায় রেল-লাইন আর ইঞ্জিন পাঠাবার কোন উপায় করে উঠতে পারল না। ইঞ্জিনগুলোরও বেশ কিছু মেরামতির দরকার। প্রথম দলে যে শ্রমিকরা কাজে গিয়েছিল, তাদের বদ্‌লি হিসেবে যাবার জন্যে আর-কোনো শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। প্রথম দলের শ্রমিকরা তাদের কাজের অংশ পুরো করেছে এবং এখন তারা এতো ক্লান্ত যে তাদের আর আট্‌কে রাখার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

নেতৃস্থানীয় পার্টি-সভ্যেরা এসে জড়ো হল ভেঙে নুয়ে পড়া ব্যারাক-ঘরটার নিচে—চিম্‌নিহীন একটা পল্‌তের আলোয় ঘরটা আব্‌ছারকম আলোকিত। এখানে তারা অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে কাটাল।

পরদিন সকালে তোকারেভ্‌, দুবাভা আর ক্লাভিচেক শহরে এল ছ'জন লোক সঙ্গে নিয়ে ইঞ্জিনগুলো মেরামত করে নেবার জন্যে যাতে রেলগুলো তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারে। ক্লাভিচেকের পেশা রুটি তৈরি করা, তাকে

পরিদর্শক হিসেবে রুটি-সরবরাহ-বিভাগে পাঠানো হল। অন্যেরা রওনা হল পুশ্চা-বোদিৎসার দিকে।

এদিকে এই রেল-লাইন-পাতার জায়গায় সমস্তক্ষণ বৃষ্টি পড়েই চলল অবিরাম ধারায়।

পাভেল কোর্চাগিন কাদায় আট্‌কে যাওয়া তার পা-টা বেশ একটু জোরেই টানল। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ একটা ঠাণ্ডার অনুভূতি তাকে জানিয়ে দিল—ক্ষয়ে-যাওয়া শুকতলাটা তার শেষ পর্যন্ত জুতো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই কাজে আসার সময় থেকেই তার ছেঁড়া বুট-জোড়াটা অত্যন্ত অস্বস্তির উৎস হয়ে আছে। কখনও শুকোয় না জুতোটা আর ভেতরে ঢুকে-যাওয়া কাদা প্যাচ্‌প্যাচ করে হাঁটার সময়। এখন তো একটা শুকতলা একেবারেই ক্ষয়ে গেল—বরফ-ঠাণ্ডা কাদাজমি তার নগ্ন পায়ের তলাটা যেন কেটে দিতে লাগল। শুকতলাটা কাদার মধ্যে থেকে টেনে তুলে গভীর হতাশার সঙ্গে সেটার দিকে তাকিয়ে, সে যে আর গাল পাড়্‌বে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করল। একটা খালি পা নিয়ে কাজ চালানো সম্ভব নয়—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তাই সে বাড়ির বাইরের ব্যারাক-ঘরটায় ফিরে এসে তোলা-উনুনটার পাশে বসে পড়ল। কাদা-লেপা পায়ের পট্টিটা খুলে নিয়ে আড়ষ্ট পা-টিকে মেলে দিল আগুনের দিকে।

রান্নাঘরের টেবিলটার ধারে রেল-লাইনম্যানের বউ ওদার্‌কা বীট্‌ কাটতে ব্যস্ত ছিল—এখানকার রাঁধুনির সহকারী হিসেবে কাজ করে সে—বেশ লম্বা-চওড়া স্ত্রীলোক, এখনও বয়েস আছে তার, চওড়া কাঁধটা প্রায় পুরুষালি ধরনের, পীনোন্নত বুক আর গুরুনিতম্বিনী। বেশ জোরের সঙ্গে ছুরি চালাচ্ছে সে আর সব্‌জির টুকরোগুলো তার ক্ষিপ্র আঙুলগুলোর নিচে পাহাড়ের মতো দ্রুত জমে উঠছে।

পাভেলের দিকে এক নজর তাকিয়ে ওদার্‌কা তার উদ্দেশে বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল ঃ

"রাত্রির খাবার পাবার আশায় যদি এসে থাকো, তাহলে একটু আগেই এসে গেছ হে ছেলে। কাজে ফাঁকি দিয়ে এভাবে কেটে পড়ার জন্যে লজ্জা পাওয়া উচিত তোমার! পা সরিয়ে নাও উনুন থেকে। এটা রান্নাঘর, স্নানঘর নয়!"

ঠিক সেই সময় রাঁধুনি এসে পড়ল।

অসময়ে রান্নাঘরে তার এই এসে পড়ার কারণটা ব্যাখ্যা করল পাভেল, "হত-ভাগা বুটটা আমার ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে একেবারে।"

বৃদ্ধ রাঁধুনি ছেঁড়া বুটটার দিকে তাকিয়ে দেখে মাথা নেড়ে ওদার্‌কা-কে দেখিয়ে বলল, "ওর স্বামী হয়তো কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবে—লোকটা একটু আধটু মুচিগিরি জানে। সেই ব্যবস্থা বরং করো, নইলে ভয়ানক অসুবিধেয় পড়বে। বুট ছাড়া চালাতে পারবে না।"

কথাটা শুনে ওদার্‌কা পাভেলের দিকে আরেকবার তাকিয়ে দেখে বুঝল যে সে তার সম্বন্ধে বড্ড তাড়াতাড়ি রায় দিয়ে ফেলেছে।

অনুতাপের সঙ্গে স্বীকার করল সে, "আমি তোমাকে কাজে-ফাঁকিদেনে-ওয়ালা বলে ধরে নিয়েছিলাম।"

পাভেল যে কিছু মনে করেনি, সেইটে বোঝাবার জন্যে হাসল সে। ওদার্‌কা বিশেষজ্ঞের চোখ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল বুটটা।

"সেলাই করার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই," সিদ্ধান্ত করল সে, "আচ্ছা, আমি যেটুকু করতে পারি সেটা বলছি। আমাদের বাড়িতে পুরনো একজোড়া গালোশ্‌-জুতো পড়ে রয়েছে—সেটা তোমাকে এনে দেব। তুমি সেটা বুটের ওপরে পড়ে নিতে পারো, তাহলে আর পায়ে লাগবে না তোমার। এভাবে তো চলা-ফেরা করতে পারবে না, মারা পড়বে তাহলে! যে-কোনো দিন বরফ-পড়া শুরু হবে এখন!"

ওদার্‌কা এবার গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তার ছুরিটা নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে উঁচু একজোড়া গালোশ্‌-জুতো আর খানিকটা মোটা কাপড়ের ফালি নিয়ে ফিরে এল।

এতক্ষণে পাভেলের পা শুক্‌নো আর গরম হয়ে উঠেছে, মোটা কাপড়ে পা দুটো জড়িয়ে গালোশ্‌-জুতোর মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে সে এর প্রতিদানে ওদার্‌কার দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকাল।

তোকারেভ রাগে ছট্‌ফট্‌ করতে করতে ফিরে এল শহর থেকে। খোলিয়াভার ঘরে সে নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্টদের একটা আলোচনা-বৈঠক ডেকে অপ্রিয় খবরটা শোনাল তাদের।

"গোটা পথ জুড়ে কেবল বাধা আর বাধা। যেখানেই যাও, চাকা ঘুরছে বলে মনে হলেও, দেখবে সামনে এগুচ্ছে না একটুও। ওই 'শাদা' ইঁদুরগুলো সংখ্যায় বড়ো বেশি, আর মনে হচ্ছে—আমাদের জীবনভর ওরাও টিকে থাকবে। আমি বলে দিচ্ছি তোমাদের—অবস্থাটা খুব খারাপ ঠেকছে। আমাদের বদ্‌লি-লোকদের আসার এখনও কোন ব্যবস্থা করে ওঠা যায় নি, আর কতো-জন যে আসবে তাও কেউ জানে না। যে-কোনো দিন বরফ পড়তে পারে, আর তার আগেই ওই জোলো বাদার ওপর দিয়ে লাইন-পাতার কাজটা যেমন করে হোক শেষ করতেই হবে আমাদের—কারণ বরফে মাটি ঢেকে গেলে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। অর্থাৎ, শহরের লোকজন যারা সব কিছুর মধ্যে তালগোল বাধিয়ে ফেলছে, তাদের ওরা যতদিনে সচকিত না করে তুলছে, ততদিন ধরে এদিকে আমাদের কাজের গতি ডবল বাড়িয়ে দিতে হবে। রেল-লাইনটা পাততেই হবে এবং মরে গেলেও আমরা পাতবই লাইনটা। যদি না পারি, তাহলে আমরা বলশেভিক নই, ক্ষীণপ্রাণ জেলি-মাছ কতকগুলো।"—তোকারেভের ভাঙা গম্ভীর গলার স্বরে ইস্পাতের দৃঢ়তা, ঘন ভুরুর নিচে চোখ দুটোয় তার জেদভরা দৃষ্টি।

"আজ আমাদের নিজেদের মধ্যে আমরা একটা আলোচনা-বৈঠক ডাকব এবং পার্টিসভ্যদের সবাইকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়ে আগামী কাল থেকে সবাই কাজে লেগে যাব। যারা পার্টিসভ্য নয়, তাদের আমরা সকালে ছেড়ে দেব। বাকি ক'জন আমরা থাকব—এই হচ্ছে প্রাদেশিক কমিটির সিদ্ধান্ত।"—চার-ভাঁজ করা একটা কাগজ পান্‌ক্রাতভের হাতে দিয়ে সে বলল।

পান্‌ক্রাতভের কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে দেখে পাভেল কোর্‌চাগিন লেখাটা পড়ল ঃ

"জরুরী অবস্থার দরুণ কম্‌সোমলের প্রত্যেকটি সভ্যকে কাজে লেগে থাকতে হবে এবং জ্বালানিকাঠের প্রথম কিস্তিটা না পৌঁছানো পর্যন্ত কেউ ছাড়্ পাবে না।—স্বাক্ষর ঃ রিতা উস্তিনোভিচ, প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদকের পক্ষে।"

রান্নাঘরের নিচু ব্যারাকটা লোকে ভর্তি—সংকীর্ণ জায়গাটুকুর মধ্যে একশো-কুড়ি জন মানুষের গাদাগাদি। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, টেবিলের ওপরে উঠেছে, এমন কি, কেউ কেউ তোলা-উনুনটার ওপরেও চেপে বসেছে।

পান্‌ক্রাতভ মিটিং আরম্ভ করল। তারপরে তোকারেভ ছোট একটু বক্তৃতা দিয়ে যে-ঘোষণাটা বলে তার বক্তব্য শেষ করল, তার ফলটা হল একটা বোমা ফেটে পড়ার মতো ঃ

"কমিউনিস্ট আর কম্‌সোমল-সভ্যেরা কেউ কাল কাজ ছেড়ে যেতে পারবে না।" বৃদ্ধ মানুষটি তার এই ঘোষণাটা করবার সময় এমন একটা ভঙ্গি করল যাতে এই সিদ্ধান্তের যে আর কোনো নড়্‌চড়্ নেই সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই গর্ত থেকে বেরিয়ে গিয়ে শহরে ফিরে বাড়ি যাওয়ার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্মূল করে দিল তার এই কথা।

ক্রুদ্ধ কতকগুলো গলার আওয়াজে কয়েক মুহূর্তের জন্যে আর-সব-কিছু চাপা পড়ে গেল। নড়েচড়ে ওঠা দেহগুলো ক্ষীণ তেলের আলোর শিখাটিকে ভয়ানক রকম কাঁপিয়ে তুলল। আধা-অন্ধকারে বেড়েই চলল গোলমাল। তারা "ঘরে" ফিরতে চায়। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, যতদূর পারা যায় তারা কষ্ট সহ্য করেছে। কেউ কেউ চুপ করে শুনল খবরটা। এবং একজন মাত্র পালিয়ে যাবার কথা বলল।

"গোল্লায় যাক সব!" এক কোণ থেকে কুৎসিত একরাশ গালাগাল ছেড়ে সে বলে উঠল, "এখানে আর আমি একদিনও থাকছি না। বাধ্যতামূলক এই কঠিন পরিশ্রম করা যেতে পারে বে-আইনী অপরাধ কিছু করে থাকলে তার শাস্তি হিসেবে। কিন্তু আমরা কি করেছি? আমরা বোকা, তাই সহ্য করে এসেছি। দু সপ্তাহ সয়েছি আমরা, খুব হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত যারা করেছে, তারা এগিয়ে এসে নিজেরা নামুক না কাজে! এমন কেউ কেউ হয়তো আছে যারা এই পচা কাদায় খোঁচাখুঁচি করে মরতে চায়, কিন্তু আমার তো এই একটাই মোটে জীবন। আমি চল্লাম কাল।"

গলাটা আসছিল ওকুনেভের পেছন দিক থেকে। লোকটাকে দেখবার জন্যে একটা দেশলাই জ্বালল সে। দেশলাইয়ের আলোয় এক মুহূর্তের জন্যে অন্ধকারের মধ্যে ফুটে উঠল বক্তার রাগে বিকৃত হাঁ-করা মুখখানা। কিন্তু প্রাদেশিক খাদ্য-বিভাগের কেরানীর ছেলেটিকে চিনে নেবার জন্যে ওকুনেভের পক্ষে সেই এক মুহূর্তই যথেষ্ট।

"দেখে রাখছ, অ্যাঁ?" খিঁচিয়ে উঠল ছেলেটি, "বেশ, বেশ। আমি ভয় পাইনে, চোর নই আমি।"

দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে গেল। পান্‌ক্রাতভ্ উঠে শরীরটাকে টান করে দাঁড়াল।

"এ কি ধরনের কথা? পার্টি-কর্তব্যের সঙ্গে শাস্তিমূলক শ্রমের তুলনা

করার সাহস কার?" সামনের সারিগুলোর ওপরে আতঙ্ক-জাগানো চোখে তাকিয়ে নিয়ে সে বজ্রস্বরে বলে উঠল, "না, কমরেড, আমাদের শহরে ফিরে যাওয়া চলবে না। আমাদের কাজের জায়গা এখানেই। আমরা যদি এখন সরে পড়ি, তাহলে শীতে জমে মারা যাবে লোকজন। যতো তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করব আমরা, তত শিগ্‌গির বাড়ি ফিরতে পারব। পেছন দিক থেকে ওই কাঁদুনে ছেলেটি যে পালিয়ে যাবার কথা বলছে, সেটা আমাদের আদর্শের সঙ্গে বা শৃঙ্খলার সঙ্গে খাপ খায় না।"

ডক-মজুর পান্‌ক্রাতভ—লম্বা বক্তৃতা করতে ভালবাসে না সে। কিন্তু এই ছোট্ট বিবৃতিটুকুতেও বাধা দিল সেই একই ক্রুদ্ধ গলার স্বর:

"পার্টি-সভ্য নয় যারা, তারা তো চলে যাবে, না-কি?"

"হ্যাঁ।"

ছোট ওভারকোট-পরা একটি ছেলে কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে সামনে এল। একটা কম্‌সোমল-কার্ড বাদুড়ের মতো উড়ে ঘরটা পার হয়ে এসে পান্‌ক্রাতভের বুকের ওপর ঠুকে গিয়ে পড়ল টেবিলের ওপর, টেবিলের এক প্রান্তে ঠেকে রইল কার্ডখানা।

"এই নাও তোমার কার্ড। এক টুক্‌রো কার্ডবোর্ডের জন্যে আমি আমার শরীর খারাপ করে বসার ঝুঁকি নিতে চাই না!"

শেষ কথাগুলো তার ডুবে গেল ক্রুদ্ধ কতকগুলো গলার গর্জনে।

"যেটা ছুঁড়ে দিলে, সেটাকে কি মনে করেছ?"

"বেইমান বেজন্মা!"

"আরামে থাকার কথা ভেবে কম্‌সোমলে ঢুকেছিল।"

"তাড়িয়ে দাও ওকে!"

"ছেড়ে দাও তো, একবার দেখে নেই ছারপোকাটাকে!"

দলত্যাগী ছেলেটা মাথা নিচু করে বেরোবার দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল। কুষ্ঠরোগীর সামনে লোকে যেমন সংকুচিত হয়ে আসে, তেমনিভাবে সরে গিয়ে তাকে সবাই বেরিয়ে যাবার পথ করে দিল। তার পেছনে দরজাটা একটা ক্যাঁচ্‌ কোঁচ শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল।

ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া সেই কম্‌সোমল-সভ্যকার্ডখানা তুলে নিয়ে পান্‌ক্রাতভ সেটাকে তেলের আলোর শিখার ওপরে ধরল।

কার্ডবোর্ডের টুক্‌রোটা জ্বলে উঠে পুড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দুম্‌ড়ে কুঁক্‌ড়ে যেতে লাগল।

বনের মধ্যে একটা গুলির শব্দ প্রতিধ্বনিত হল। নুয়ে-পড়া ব্যারাকঘরটার দিক থেকে একজন ঘোড়সওয়ার ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের অন্ধকারে। এক মুহূর্তে ইস্কুল-বাড়ি আর ঘরটার মধ্যে থেকে লোকজন দৌড়ে বেরিয়ে এল। একজন আবিষ্কার করল—দরজার বাজুটার ফাঁকে এক টুক্‌রো হাল্কা কাঠের তক্তা আট্‌কানো। দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বলে উঠল, অস্থির শিখাটাকে বাতাস থেকে আড়াল করে সবাই পড়ল: আঁচড় কেটে কেটে লেখা রয়েছে তার গায়ে—"এখান থেকে সরে পড়ো, যেখান থেকে এসেছ সেইখানে ফিরে যাও।

যদি না যাও, তাহলে তোমাদের প্রত্যেকটি লোককে ধরে ধরে গুলি করে মারব। আগামী কাল রাত্রি পর্যন্ত তোমাদের চলে যাবার জন্যে সময় দিলাম।—আতামান চেস্‌নক।"

চেস্‌নক্‌ ওর্‌লিকের দলের লোক।

রিতার ঘরে টেবিলের ওপর রয়েছে একটা খোলা রোজ্‌নাম্‌চার খাতাঃ

২রা ডিসেম্বর

"আজ সকালে আমাদের এখানে প্রথম তুষারপাত হল। প্রচণ্ড রকম বরফ জমেছে। ভিয়াচেস্লাভ্‌ ওল্‌শিন্‌স্কি-র সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা হল, আমরা দুজনে একসঙ্গে রাস্তায় নেমে হেঁটে এলাম।

"ওল্‌শিন্‌স্কি বলছিল, 'এই প্রথম তুষারপাতটা আমি ভারি উপভোগ করি সবসময়। বিশেষ করে, এই রকম যখন বরফে জমে যায় সব কিছু। ভারি সুন্দর, না?'

"আমি কিন্তু বোইয়ার্‌কা-র কথা ভাবছিলাম—বললাম, 'তুষারপাত আর বরফজমা মোটেই খুশি করে না আমাকে, বরং দমিয়ে দেয়।' কেন, সেটা বললাম ওকে।

"ওল্‌শিন্‌স্কি বলল, 'ওটা নেহাতই একটা আত্মমুখী প্রতিক্রিয়া। ওই কথার থেকে যদি কেউ যুক্তি দেখায়, তাহলে, বলতে গেলে, যুদ্ধের সময় যে-কোনো আমোদ-প্রমোদ, যে-কোনো আনন্দের প্রকাশকেই বন্ধ করে দিতে হয়। কিন্তু জীবন তো তা নয়। লড়াই যেখানে চলছে, সেই একফালি সীমান্ত-এলাকাতেই দুঃখ-বিষাদ সীমাবন্ধ। সেখানেই মৃত্যুর আসন্নতায় জীবন ছায়াচ্ছন্ন। তবু সেখানেও লোকে হাসে। এবং সীমান্ত থেকে দূরে জীবনের স্রোত চিরাচরিত-ভাবেই বয়ে চলেঃ মানুষ হাসে, কাঁদে, দুঃখ পায়, আনন্দ করে, ভালবাসে, আমোদ-প্রমোদ আর উত্তেজনা খোঁজে।'

"ওল্‌শিন্‌স্কির এই কথাগুলির মধ্যে কোনোরকম ব্যঙ্গের আভাস খুঁজে পাওয়া কঠিন। বৈদেশিক বিভাগ-সংক্রান্ত গণদপ্তরের একজন প্রতিনিধি এই ওল্‌শিন্‌স্কি। ১৯১৭ থেকে পার্টি-সভ্য। ভালো পোশাক-আশাক পরে সে, সর্বদা পরিষ্কার করে দাড়ি কামানো, সবসময়ে তার গায়ে একটা মৃদু সুগন্ধ। আমাদের বাড়িতে সেগাল্‌-এর ঘরে সে আছে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যের দিকে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বেশ আগ্রহ জাগে—ইউরোপ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে, প্যারিসে বহু বছর ছিল। কিন্তু ওর সঙ্গে আমার ভালো রকম বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে কি-না, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। কারণ, ওর কাছে আমি প্রথমত নারী; আমি যে ওর পার্টি-কমরেড, এ ব্যাপারটা ওর কাছে পরবর্তী বিবেচনার বিষয়। এটা ঠিক যে এ সম্বন্ধে ওল্‌শিন্‌স্কি তার মনোভাব আর মতামত লুকোবার চেষ্টা করে না—নিজের মতবাদ সম্বন্ধে বিশ্বাসের দৃঢ়তা ওর আছে এবং আমার প্রতি ওর মনোযোগের মধ্যে কোনোরকম স্থূলতা নেই। এক ধরনের সৌন্দর্যের সঙ্গে

সেটাকে প্রকাশ করার দিকে ওর একটা পটুত্ব আছে। তবু, আমি ওকে পছন্দ করি না।

"ওল্‌শিন্‌স্কির এই সুমার্জিত ইওরোপীয় আদব-কেতার চেয়ে ঝুখ্‌রাইয়ের রুক্ষ সরলতা আমার ঢের বেশি রুচিসম্মত।

"বোইয়ারকা থেকে খবর আসে সংক্ষিপ্ত রিপোর্টের আকারে। প্রতিদিন একশোটা ক'রে নতুন স্লিপার-কাঠ পাতা হচ্ছে। ওরা সরাসরি বরফ-জমাট মাটির ওপরে স্লিপার পাতছে—তার জন্যে অল্প গর্ত খুঁড়ে মাটি কেটে তুলছে। মাত্র দু-শো চল্লিশ জন লোক কাজ চালাচ্ছে। বদ্‌লি হিসেবে যারা গিয়েছিল, তাদের অর্ধেক লোক পালিয়ে গেছে। সত্যিই ভয়ানক অবস্থা সেখানে। বরফে যখন সব কিছু ঢেকে যাবে, তখন তার মধ্যে কি করে যে ওরা কাজ চালাবে তা আমি তো কল্পনা করতে পারছি না। দুবাভা আজ এক সপ্তাহ হল গেছে। পুশ্‌চা-বোদিৎসায় ওরা আটটা ইঞ্জিনের মধ্যে মাত্র পাঁচটা মেরামত করে নিতে পেরেছে। বাকিগুলোর জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে যন্ত্রপাতির অংশ পাওয়া যায় নি।

"দ্‌মিত্রি দুবাভার বিরুদ্ধে ট্রামওয়ে-কর্তৃপক্ষ অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ রুজু করেছে। পুশ্‌চা-বোদিৎসা থেকে ট্রামওয়ের যতগুলো খোলা-গাড়ি যাতায়াত করে, তার সবগুলোকে দ্‌মিত্রি আর তার কর্মীদল আটক ক'রে যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে বোইয়ারকার ওদিকে লাইন-পাতার জন্যে রেল-বোঝাই করেছিল। শহরে রেল-স্টেশনে ওরা ট্রাম-লাইন বেয়ে ঊনিশ-গাড়ি-ভর্তি রেল এনে ফেলেছিল। ট্রামের কর্মীরা খুশি মনেই সাহায্য করেছিল ওদের।

"সোলোমেন্‌কা-কমসোমলের কর্মীরা তখনও শহরেই ছিল—তারা ট্রেনের মালগাড়িগুলোয় রেলগুলো তুলে দেবার কাজ সারারাত্রি ধরে করেছে। তারপরে এদের নিয়ে দ্‌মিত্রি দুবাভা আর তার কর্মীদল বোইয়ারকায় রওনা হয়ে গেছে।

"দুবাভার এই কাজটা সম্বন্ধে কম্‌সোমল-ব্যুরোয় আলোচনা তুলতে গররাজি হয়েছে আকিম। ট্রামওয়ে-পরিচালনা-বিভাগে যে বিশ্রীরকম আমলাতন্ত্র আর বিভাগীয় সংকীর্ণতার মনোভাব আছে, সে কথা দ্‌মিত্রি দুবাভা আমাদের বলেছে। ওরা এই কাজটার জন্যে দুখানার বেশি গাড়ি দিতে সরাসরি অস্বীকার করেছিল।

"তুফ্‌তা অবশ্য আড়ালে দুবাভাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তিরস্কার করেছে। 'এই সব পার্টিসানসুলভ কৌশল বরবাদ করে দেবার সময় এসেছে,' বলেছিল সে, 'নইলে কোন্‌দিন হয়তো নিজের অজান্‌তেই জেলে গিয়ে ঢুকবে। হাতিয়ারের জবরদস্তির সাহায্য না নিয়েও নিশ্চয়ই তুমি একটা বোঝাপড়ায় আসতে পারতে?'

"দুবাভাকে আমি আর কোনোদিন এতোটা ক্রুদ্ধ হতে দেখিনি।

"রাগে চিৎকার করে উঠেছিল সে, 'তা তুমি নিজে গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা-বার্তা বলার চেষ্টা করে দ্যাখো না, ঘুণ-ধরা কলম-নবীশ কোথাকার! বসে বসে শুধু চেয়ার গরম করতে আর মুখ নাড়তেই তো পারো খালি। ওই রেলগুলো না নিয়ে আমার বোইয়ারকায় যাওয়া চলত কি করে—ভেবে দেখেছ? এখানে বসে বসে সকলের পেছনে লেগে না থেকে কিছু দরকারী কাজ করিয়ে নেবার জন্যে তোমাদের একবার ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। তোকারেভ তোমাদের মাথায় কিছু বুদ্ধিসুদ্ধি ঢুকিয়ে দিতে পারবে!' দ্‌মিত্রি এতো জোরে চেঁচাচ্ছিল যে গোটা বাড়ি জুড়ে তার কথা শোনা যাচ্ছিল।

"তুফ্‌তা দুবাভার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ লিখছিল, কিন্তু আকিম আমাকে ঘরের বাইরে যেতে বলে মিনিট দশেক তার সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলার পর তুফ্‌তা রাগে লাল হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এল।"

৩রা ডিসেম্বর

"প্রাদেশিক কমিটির কাছে আরেকটা অভিযোগ এসেছে—এবার যানবাহন-চলাচলের 'চেকা' কমিটির কাছ থেকে। পান্‌ক্রাতভ্‌, ওকুনেভ্‌ এবং আরও জনকতক কমরেড না-কি মোতাভিলোভ্‌কা স্টেশনে গিয়ে সেখানকার খালি বাড়িগুলো থেকে সমস্ত দরজা-জানলার কাঠামোগুলো খুলে নিয়ে এসেছে। ওরা যখন এই সব জিনিস ট্রেনের মালগাড়িতে তুলছিল, তখন স্টেশন-'চেকা'র কর্মীটি ওদের গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেছিল। ওরা তাকে নিরস্ত্র করে তার রিভলভারের সমস্ত টোটা বের করে ফেলে দেয় এবং ট্রেনটা চলতে আরম্ভ করার পর তবে তাকে সেটা ফেরত দেয়। ওরা দরজা-জানলার কাঠামোগুলো নিয়ে চলে এসেছে।

"রেলওয়ের সরবরাহ-বিভাগ তোকারেভের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে যে সে বোইয়ারকা স্টেশনের মালগুদাম থেকে কুড়ি প্যাকেট পেরেক নিয়েছে। স্লিপারের জন্যে তারা যে কাঠ ব্যবহার করছে, সেই কাঠের গুঁড়ি বয়ে আনার জন্যে যে চাষীরা তাদের সাহায্য করেছিল, তাদের মজুরি হিসেবে তোকারেভ এই পেরেকগুলো তাদের দিয়েছে।

"আমি এইসব অভিযোগের কথা কমরেড ঝুখ্‌রাইকে বললাম। সে কিন্তু হাসল। বলল, 'এ সবগুলোরই ব্যবস্থা আমরা করব।'

"রেল-লাইন পাতার কাজের ওখানে অবস্থাটা অত্যন্ত সঙ্গীন এবং এখন প্রতিটি দিন অত্যন্ত মূল্যবান। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জিনিসের জন্যে এখানে আমাদের চাপ দিতে হচ্ছে। প্রাদেশিক কমিটিতে যারা নানা ব্যাপারে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করছে, তাদের সম্বন্ধে আমাদের প্রায়ই অভিযোগ পেশ করতে হচ্ছে। আর ওদিকে, কাজের জায়গায় ছেলেরা ক্রমশই বেশি বেশি মাত্রায় সাধারণ দস্তুরগুলো অমান্য করে চলেছে।

"ওল্‌শিন্‌স্কি আমায় একটা ছোট ইলেক্‌ট্রিক উনুন এনে দিয়েছে। আমি আর ওল্‌গা ইউরেনেভা তাতে আমাদের হাত গরম করি, কিন্তু ঘরটা ও দিয়ে বিশেষ কিছু গরম হয় না। এই প্রচণ্ড শীতের রাতে বনের মধ্যে ওই লোকগুলো কি করে কাটাচ্ছে, তাই ভাবি। ওল্‌গা বলছিল, হাসপাতালে এতো ঠাণ্ডা যে রোগীরা কম্বলের নিচে শীতে কাঁপে। সেখানে মাত্র একদিন অন্তর আগুন জ্বালিয়ে ঘরগুলো গরম করা হয়।

"না, কমরেড ওল্‌শিন্‌স্কি, যুদ্ধসীমান্তের দুঃখদুর্দশা আমাদের এই পেছনের ঘাঁটিরও দুঃখদুর্দশা।"

৪ঠা ডিসেম্বর

"সারারাত্রি বরফ পড়েছে। বোইয়ারকা থেকে ওরা লিখ্‌ছে—সমস্ত কিছু বরফে ঢেকে গেছে, লাইন-পথ পরিষ্কার করার জন্যে ওদের কাজ বন্ধ করে দিতে হয়েছে। আজ প্রাদেশিক কমিটি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কাঠ-কাটার

জায়গাটা পর্যন্ত রেললাইন-পাতার প্রথম অংশটুকু ১৯২২-এর ১লা জানুআরির মধ্যে শেষ করতে হবে। তাদের এই সিদ্ধান্ত বোইয়ারকায় পেঁছালে তোকারেভ নাকি মন্তব্য করেছে, 'তা আমরা করব—যদি তার আগেই আমরা শিঙে না ফুঁকি।'

"কোরচাগিন সম্বন্ধে কিছুই খবর পাই না। পান্‌ক্রাতভের ওই 'ঘটনা'টার মতো কোনো কিছুতে সে জড়িয়ে পড়েনি দেখে আমি একটু আশ্চর্যই হচ্ছি। আমাকে সে এড়িয়ে চলেছে কেন, তা এখনও বুঝতে পারছি না।"

৫ই ডিসেম্বর

"গতকাল রেল-লাইন-পাতার জায়গায় ওখানে ডাকাতদলের একটা হাম্‌লা হয়ে গেছে।"

নরম তুষারের মধ্যে সাবধানে পা ফেলে ফেলে চলেছে ঘোড়াগুলো। তুষারের স্তূপ বসে বসে যাচ্ছে তাদের পায়ের নিচে। মাঝে মাঝে বরফের নিচে ঢাকা পড়ে যাওয়া দু-একটা শুক্‌নো গাছের ডাল হয়তো কোনো ঘোড়ার খুরের চাপে মট্‌ মট্‌ করে ভেঙে যাচ্ছে আর ঘোড়াটা ভড়্‌কে গিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে উঠছে। পেছন দিকে তুলে বাঁধা তার কানের ওপর কড়া একটা চাবুক পড়্‌তেই সে ছুটে চলেছে আর সকলের পিছু পিছু।

জন-বারো ঘোড়সওয়ার পার হয়ে এল সরু পাহাড়ী পথটা, যার ওধারে এক ফালি কালো জমি—এখনও জমিটুকু বরফের চাদরে ঢাকা পড়েনি। এখানে এসে ঘোড়সওয়াররা লাগাম টেনে থামাল তাদের ঘোড়াগুলো। রেকাবগুলো ঠোকা-ঠুকি হয়ে ক্ষীণ একটা আওয়াজ উঠল। দলের নেতার বিরাট জোয়ান ঘোড়াটা সশব্দে নিজের শরীরটাকে ঝেড়ে নিল, অনেকক্ষণ একটানা দৌড়ানোর পর তার সর্বাঙ্গ ঘামে চক্‌চকে হয়ে উঠেছে।

ঘোড়সওয়ার দলের নেতা ইউক্রেনীয় ভাষায় বলল, "এখানে হতভাগাদের অনেকগুলোই আছে দেখছি। যাই হোক, আমরা ওদের মনে পরকালের ভয় ঢুকিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও! আতামান বলেছেন, কালকের মধ্যেই বেজন্মাগুলোকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। ব্যাটারা জ্বালানিকাঠ-কাটার জায়গাটার বড্ড কাছাকাছি এসে যাচ্ছে।"

সরু রেল-লাইনের ধার ঘেঁষে একজনের পেছনে আর-একজন সারি বেঁধে এরা ঘোড়া হাঁকিয়ে স্টেশন পর্যন্ত এল। পুরনো ইস্কুল-বাড়িটার কাছে ফাঁকা জায়গাটা দেখে তারা পায়ে হাঁটার গতিতে ঘোড়ার বেগ কমিয়ে আনল এবং খোলা জায়গায় আসতে সাহস না করে গাছগুলোর পেছনে এসে থামল।

রাত্রির নিস্তব্ধতাকে চিরে দিল একঝাঁক গুলির আওয়াজ। চাঁদের আলোয় তুষারে আচ্ছন্ন একটা বার্চ-গাছের ডাল রুপোর মতো ঝক্‌মক করছিল, বরফের স্তরটা ডাল থেকে খসে পড়ল লাফিয়ে-পড়া কাঠবেড়ালির মতো। গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বন্দুকের আগুনের শিখা বেরিয়ে যাচ্ছে, ভাঙা দেওয়ালের ওপর শুড়্‌কির আস্তরণ ফুটো করে দিয়ে গুলি ঢুকে যাচ্ছে। পান্‌ক্রাতভের

জানলার শার্সি ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়ে কাচের ঝন্‌ঝনানির আওয়াজ উঠল।

কংক্রিটের মেঝের ওপর থেকে মানুষগুলো গুলির আওয়াজে লাফিয়ে উঠেই আবার সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক সব নানারকম পোকামাকড় ঘরের মধ্যে উড়ে বেড়াচ্ছে দেখেই একজনের ওপরে আরেকজন চেপে বসে পড়ল।

পাভেলের কোটের প্রান্তটা টেনে ধরল দুবাভা, "যাচ্ছ কোথায় ?"

"বাইরে।"

"উপুর হয়ে শুয়ে পড়ো, উজ্‌বুক কোথাকার !" হিস্‌হিসিয়ে উঠল দ্‌মিত্রি দুবাভা, "বাইরে মাথা বের করেছ কি ওরা তোমায় খতম করে দেবে।"

দরজাটার ঠিক পাশেই তারা পাশাপাশি পড়ে রইল। দুবাভা তার রিভলভার দরজার দিকে তাক করে ধরে মেঝের ওপর সটান হয়ে আছে। পেছনের ওপর ভর দিয়ে বসে পাভেল তার রিভলভারের টোটা ভরবার ঘরগুলো আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করছে একটা স্নায়বিক উত্তেজনার সঙ্গে। পাঁচবার গুলি চালাবার মতো টোটা ভরা আছে ওটায়, একটা ঘর খালি। টোটা ভরার চাক্তিটার একটা খাঁজ ঘুরিয়ে নিল সে।

হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল গুলি ছোঁড়া। পরবর্তী নিস্তব্ধতাটুকু অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় গুরুভার।

ভাঙা গলায় ফিস্‌ফিসিয়ে দুবাভা হুকুম দিল, "যাদের যাদের হাতিয়ার আছে, তারা এই দিক দিয়ে এসো।"

সাবধানে দরজাটা খুলল পাভেল। খোলা জায়গাটা জনহীন। হাল্‌কা-ভাবে ঝরে পড়ছে বরফের চিল্‌কে।

বনের মধ্যে ততক্ষণে দশজন সওয়ার তাদের ঘোড়াগুলোকে চাবুক মেরে দ্রুত দৌড় করিয়ে নিয়ে চলেছে।

পরের দিন শহর থেকে একটা রেলগাড়ি এসে পৌঁছাল। ঝুখ্‌রাই আর আকিম নেমে এল—তাদের নিতে এসেছে তোকারেভ আর খোলিয়াভা। একটা ম্যাক্সিম-মেশিনগান, গোটাকতক টোটা-ভর্তি মেশিনগানের বেল্‌ট্‌ আর দু-ডজন রাইফেল নামিয়ে আনা হল প্ল্যাটফর্মে।

রেল-লাইন পাতার জায়গাটার দিকে তারা এগুলো তাড়াতাড়ি। ফিওদোরের লম্বা ওভারকোটের পেছন দিকটা বরফের ওপরে আঁকাবাঁকা নক্সা কেটে নেতিয়ে চলেছে তার পিছু পিছু। সে এখনও জাহাজী-মানুষের মতোই সামনে ঝুঁকে থপ্‌থপে ভঙ্গিতে হাঁটে—যেন কোনো যুদ্ধজাহাজের দোলায়মান পাটাতনের ওপরে পায়চারি করছে। ফিওদোরের পাশাপাশি হেঁটে চলেছে লম্বা পা-ওয়ালা আকিম, কিন্তু এদের সঙ্গে তাল রেখে চলবার জন্যে তোকারেভকে মাঝে মাঝে অল্প অল্প দৌড়াতে হচ্ছে।

"ডাকাত-দলের হাম্‌লাটাই আমাদের সবচেয়ে বড়ো হাঙ্গামা নয়। লাইন-পাতার ঠিক পথের ওপরেই একজায়গায় জমিটা বিশ্রিরকম উঁচু হয়ে উঠেছে। মন্দ কপাল আমাদের আর কি। তার মানে, আরও অনেকটা বাড়্‌তি খোঁড়ার কাজ করতে হবে।"

বৃদ্ধ থেমে পড়ল। বাতাসের দিকে পেছন ফিরে হাতটা গোল করে ধরে তার ফাঁকে দেশলাইয়ের কাঠি আড়াল করে সে একটা সিগারেট জ্বালাল। কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সে দ্রুত এগুল আর-দুজনের সঙ্গ ধরবার জন্যে। তোকারেভের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল আকিম, কিন্তু ঝুখরাই এগিয়ে চলেছে।

তোকারেভকে জিজ্ঞেস করল আকিম, "তোমার কি মনে হয়—নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লাইন পেতে ফেলতে পারবে?"

জবাব দিতে গিয়ে এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করল তোকারেভ।

শেষে বলল, "দ্যাখো, ছেলে, কথাটা হচ্ছেঃ সাধারণ নিয়মে কাজটা করে ওঠা যায় না। তবে, আমাদের করতেই হবে—ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই।"

ফিওদোরের সঙ্গ ধরে পাশাপাশি হাঁটতে থাকল তারা।

আন্তরিকতার সঙ্গে বলে চলল তোকারেভ, "অবস্থাটা এই—পাতোশ্‌কিন্‌ আর আমি, মাত্র দুজনে আমরা জানি যে এই যৎসামান্য মালমশলা আর কাজ করার লোক নিয়ে এ অবস্থার মধ্যে একটা লাইন পাতা অসম্ভব। কিন্তু আর সকলের প্রত্যেকেই জানে যে লাইনটা পেতে ফেলতেই হবে যে-কোনো উপায়ে। সেই-জন্যেই তো বলছি যে শীতে জমে যদি আমরা মরে না যাই, তাহলে লাইন পাতা হবে ঠিকই। তোমরা নিজেরাই বিবেচনা করে দ্যাখোঃ এক মাসেরও বেশি আমরা এখানে মাটি খুঁড়ে চলেছি, আমাদের কাজে বিশ্রাম দেবার জন্যে বদ্‌লি হিসেবে চার-নম্বর দলটার এসে পড়ার কথা, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সমস্তক্ষণ গোড়ার শ্রমিকদলটাই কাজ করে চলেছে। শুধু বয়েসে তরুণ বলেই এরা চালিয়ে যেতে পারছে। কিন্তু এদের অর্ধেক লোকই সাংঘাতিক কষ্ট পাচ্ছে শীতে। দেখে তোমাদের সত্যিই দুঃখ হবে। আশ্চর্য ভালো ছেলে সব—এদের চেয়ে সেরা ছেলে আর পাবে না। কিন্তু ওদের থাকার জন্যে এই যে হতচ্ছাড়া জায়গাটা, সেইটাই একাধিক লোকের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে।"

সরু করে পাতা রেল-লাইনটা স্টেশন থেকে প্রায় পৌনে-এক মাইল দূরে এসে শেষ হয়েছে। সেটাকে ছাড়িয়ে প্রায় এক মাইল লম্বা এক ফালি জায়গা জুড়ে সমান-উঁচু পথটার ওপরে যা ছড়িয়ে পড়ে আছে, তা দেখে মনে হয় যেন একটা কাঠের গুঁড়ির বেড়া ঝড়ের ঝাপ্‌টায় পড়ে গেছে—এগুলো রেল বসাবার স্লিপার-কাঠ, সব ঠিক মতো জায়গায় দৃঢ়ভাবে আট্‌কে বসানো। আর এটাকে ছাড়িয়ে চড়াইয়ের জায়গাটা পর্যন্ত সমস্তটা শুধু একটা সমান-উঁচু পথ।

এই অংশটায় কাজ করছে পান্‌ক্রাতভের রেলপথ-কর্মীদের এক নম্বর দল। চল্লিশ জন লোক স্লিপারগুলো আট্‌কাবার শিক গাঁথছে আর লাল্‌চে-রঙের দাড়িওয়ালা একজন চাষী নতুন একজোড়া গোড়ালি-উঁচু জুতো পায়ে দিয়ে ধীরে সুস্থে উঁচু রাস্তার বুকে গুঁড়ি-কাঠের বোঝা নামাচ্ছে। কিছু দূরে আরও কতকগুলো বরফের ওপর দিয়ে টানা চাকাহীন স্লেড্‌-গাড়ি থেকে কাঠের বোঝা এই ভাবে নামানো হচ্ছে। দুটো লম্বা লোহার ডাণ্ডা পড়ে আছে মাটিতে—স্লিপারগুলোকে ঠিক মতো সমান্তরাল করে বসাবার জন্যে এগুলো ব্যবহার

করা হয়। সমান করে বসাবার সময় স্লিপারগুলোর ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে কোদাল-শাবল-বেল্‌চা সবই ব্যবহার করা হচ্ছে।

রেল-লাইনের স্লিপার পাতার কাজটা মন্থর আর শ্রমসাপেক্ষ। মাটির বুকের ওপর দৃঢ়ভাবে আট্‌কে দেওয়া চাই স্লিপারগুলো যাতে প্রত্যেকটার ওপরে রেলের চাপ সমানভাবে পড়ে।

দলের মাত্র একজন লোক স্লিপার বসাবার পদ্ধতিটা জানে। সে হল তালিয়ার বাবা লাইনের শ্রমিক-সর্দার লাগুতিন—চুয়ান্ন বছর বয়েস তার, কয়লার মতো কালো দাড়ি মাঝখানে সিঁথি কাটা, মাথার একটা চুলও পাকেনি। এই কাজের গোড়া থেকেই সে বোইয়ারকায় খাটছে, তরুণ কর্মীদের সঙ্গে সমস্ত রকমের কষ্ট সমানে সহ্য করে চলেছে এবং গোটা শ্রমিকদলটার শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। পার্টি-সভ্য না হলেও লাগুতিন সমস্ত পার্টি-সভায় সম্মানের আসন পায়। এ জন্যে তার ভারি গর্ব এবং সে কথা দিয়েছে কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে এখান থেকে যাবে না।

বদ্‌লি-শ্রমিকদলের প্রশ্নটা উঠলেই সে প্রতিবারেই কৌতুকের সঙ্গে বলত, "তোমাদের ওপর কাজ চালাবার ভার ছেড়ে দিয়ে আমি কি করে চলে যাব? একজন অভিজ্ঞ লোক যদি সব কিছুর ওপর নজর না রাখে, তাহলে একটা-না-একটা গোলমাল বাধবেই। অভিজ্ঞতার কথাই যদি বলো, আমার জীবনে যে আমি দেশের নানা জায়গায় কতো অসংখ্য স্লিপার ঠুকে বসিয়েছি, তা আজ আর মনেও করতে পারি না।" সুতরাং সে থেকে গেছে।

লাগুতিন যে তার কাজ ভালো করেই জানে, সেটা পাতোশ্‌কিন্‌ দেখেছে আর তাই সে তার নিজের এলাকায় কাজকর্ম দেখাশোনার জন্যে কচিৎ কখনও আসে। পান্‌ক্রাতভ্‌ একটা স্লিপার বসানোর জন্যে গর্ত খুঁড়ছিল, পরিশ্রমে ঘেমে গেছে সে, তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে—এমন সময়ে আকিম আর ঝুখ্‌রাইয়ের সঙ্গে তোকারেভ সেখানে এসে পড়ল। জাহাজের মাল-খালাসী তরুণটিকে আকিম প্রায় চিনতেই পারেনি। পান্‌ক্রাতভ খুব রোগা হয়ে গেছে, তার শুক্‌নো গাল-বসা গম্ভীর মুখের ওপর চওড়া চোয়ালের হাড় তীক্ষ্ণভাবে বেরিয়ে এসেছে।

ঘামে-ভেজা উষ্ণ একটা হাত আকিমের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে বলে উঠল, "আরে, এই যে, বড়ো-কর্তারা সব এসে গেছেন!"

কোদালের ঠুন্‌ঠুন্‌ আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। চারিধারে বিবর্ণ আর শুক্‌নো মুখগুলোর দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখল আকিম। এদের কোট আর কোর্তাগুলো বরফের ওপরে হেলাফেলায় স্তূপীকৃত।

লাগুতিনের সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তোকারেভ তাদের সঙ্গে পান্‌ক্রাতভকেও আসার অনুরোধ জানিয়ে মাটি খোঁড়ার জায়গাটায় নিয়ে এল দলটাকে। ঝুখ্‌রাইয়ের পাশাপাশি হেঁটে চলেছে মাল-খালাসী ছেলেটি।

"মোতোভিলোভ্‌কায় কি ঘটেছিল বলো তো, পান্‌ক্রাতভ্‌? ওই 'চেকা'-লোকটির হাতিয়ার কেড়ে নেওয়াটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে বলে কি তোমাদের মনে

হয় না?” কঠিন স্বরে ফিওদোর জিজ্ঞেস করল স্বল্পভাষী মাল-খালাসী ছেলেটিকে।

পান্‌ক্রাতভ্ মিইয়ে যাওয়া ভঙ্গীতে হাসল।

“উভয় পক্ষের সম্মতি অনুসারেই সবটা করা হয়েছিল,” ব্যাখ্যা করে বলল সে, “ওর হাতিয়ার কেড়ে নেবার জন্যে ও বলেছিল আমাদের। বেশ ভাল ছেলেটি। ব্যাপারটা সব যখন আমরা ওকে বুঝিয়ে বললাম, ও তখন বলল, ‘তোমাদের মুশ্‌কিলটা আমি বুঝতে পারছি ভাই, কিন্তু ওই জানলা-দরজাগুলো তোমাদের নিয়ে যেতে দেবার অধিকার আমার নেই। রেলওয়ের সম্পত্তি লোপাট হওয়া বন্ধ করার জন্যে কমরেড দ্‌জেরঝিন্‌স্কি-র হুকুম আছে আমাদের ওপর। এখানকার এই স্টেশন-মাস্টারটা আমার ওপরে লাঠি উঁচিয়ে বসে আছে। বেজন্মা ব্যাটা এটা ওটা চুরি করছে আর আমি ওর সে পথ বন্ধ করে দিচ্ছি। আমি যদি তোমাদের এই কাজটা বিনা বাধায় করতে দিই, তাহলে সে নিশ্চয়ই আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করবে আর বিপ্লবী-কমিটির আদালতে আমার বিচার হবে। তবে, তোমরা আমাকে নিরস্ত্র করে ফেলে সরে পড়তে পার। আর যদি স্টেশন-মাস্টার রিপোর্ট না করে, তাহলে ব্যাপারটা ওইখানেই চুকে যাবে।’ সুতরাং আমরা তাই করেছি। আর-যাই-হোক, আমরা তো ওই দরজা-জানলা-গুলো নিজেদের জন্যে নিই নি, না-কি?”

ঝুখ্‌রাইয়ের চোখ-দুটো এক নিমেষের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখে সে বলে চলল, “যদি চাও তো তোমরা আমাদের শাস্তি দিতে পার, কিন্তু, কমরেড ঝুখরাই, ওই ছেলেটিকে কোনো কড়া রকম শাস্তি দিয়ো না।”

“ব্যাপারটা এইখানেই চুকিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু দেখবে যাতে আর ভবিষ্যতে এরকম কিছু না হয়—শৃঙ্খলার দিক থেকে এটা খারাপ। আমরা এখন যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছি যাতে আমলাতন্ত্রকে সংগঠিতভাবে গুঁড়িয়ে দিতে পারি। এসো এখন আরও গুরুতর বিষয়ে কিছু বলাকওয়া যাক।” তারপর ডাকাত-দলের হামলার ব্যাপারটা সম্বন্ধে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল ফিওদোর।

বোইয়ারকা স্টেশন থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে যেখানে রেল-লাইনের পথের ওপরে মাটিটা খানিকটা উঁচু হয়ে উঠেছে, সেখানে একদল লোক ভীষণ জোরে মাটি কোপাচ্ছে। সাতজন লোক পাহারা দিচ্ছে এই গোটা শ্রমিকদলটার যা-কিছু হাতিয়ার সম্পত্তি আছে তাই নিয়ে সশস্ত্র হয়ে।—খোলিয়াভার রাইফেল আর কোরচাগিন-পান্‌ক্রাতভ-দুবাভা-খোমুতোভের রিভলভার—এই হচ্ছে এদের মোট হাতিয়ার।

উঁচু জায়গাটার মাথায় বসে পাতোশ্‌কিন তার নোটবইয়ে হিসেব কষছে। এই কাজে সে একমাত্র ইঞ্জিনিয়ার। মিস্ত্রি ভাকুলেন্‌কো সেদিন সকালে পালিয়ে গেছে—ডাকাতদের হাতে মারা পড়ার চেয়ে পালিয়ে যাবার জন্যে কাঠগড়ায় দাঁড়ানোটাকেই সে শ্রেয় বলে মনে করেছে।

“এই ঢিবিটাকে কেটে পথ করার জন্যে দু সপ্তাহ লাগবে। মাটিটা শীতে

জমে শক্ত হয়ে গেছে।" পাতোশ্‌কিন নিচু গলায় বলল খোমুতোভ্‌কে। সে তার পাশে বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

খোমুতোভ্‌ তার গোঁফের প্রান্তটা চিবিয়ে নিয়ে ঘোঁত্‌ঘোঁত্‌ করে বলল, "পুরো লাইনটা পাতার জন্যে আমাদের পঁচিশ দিন সময় দেওয়া হয়েছে, আর তুমি এইটুকুর জন্যেই পনের দিনের হিসেব কষছ।"

"হয়ে উঠবে না বলেই তো আমার আশঙ্কা হচ্ছে। অবশ্য আমি এর আগে কখনও এরকম অবস্থার মধ্যে আর এরকম শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করিনি। আমার ভুলও হতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে, আমার আগে আরও দুবার ভুল হয়েছে।"

এমন সময়ে ঝুখ্‌রাই, আকিম আর পান্‌ক্রাতভ্‌কে ঢালুটার দিকে আসতে দেখা গেল।

"দ্যাখো, ওদিকে কারা আসছে!" চেঁচিয়ে উঠল পিওত্‌র্‌ ত্রোফিমভ্‌—রেল-কারখানার একজন মিস্ত্রি এই তরুণ ছেলেটি, তার গায়ে কনুইয়ের কাছে ছেঁড়া একটা পুরনো সোয়েটার। কোরচাগিনের গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে সে আগন্তুকদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখাল। পর মুহূর্তেই কোরচাগিন হাতে কোদাল ধরেই ছুটে নেমে এল ঢিবিটা বেয়ে। মাথায় চাপানো শক্ত টুপিটার নিচে তার চোখে আবেগদীপ্ত সম্ভাষণের হাসি। করমর্দনের সময় ফিওদোর তার হাতখানা অনেকক্ষণ চেপে ধরে রইল।

"এই যে, পাভেল! ওই তালি-মারা জামা-গায়ে তোমায় দেখে প্রায় চিনতেই পারি নি।"

শুকনো গলায় হাসল পান্‌ক্রাতভ, "তালি-মারা কথাটা ঠিক হল না। আলো-বাতাস খেলার জন্যে যথেষ্ট খোলা জায়গা আছে জামাটায়। পালিয়ে গেছে যারা, তাদের মধ্যে কেউ একজন ওর ওভারকোটটা মেরে নিয়ে গেছে। ওকুনেভ ওকে দিয়েছে ওই কোর্তাটা—ওরা সবাই কমিউন করে আছে জানো তো। কিন্তু পাভেল ঠিক আছে, ওর গায়ের রক্ত খুব গরম। আরও দু-এক সপ্তাহ ও কন্‌ক্রিটের মেঝেটায় গড়াগড়ি দিয়ে নিজেকে গরম রাখবে—বিচুলির আস্তরণটার জন্যে এমন-কিছু যায় আসে না—তারপরে দিব্যি একটা পাইন-কাঠের কফিনের মধ্যে শোবার জন্যে ও তৈরি হয়ে উঠবে।" মর্মান্তিক একটা কৌতুক করল জাহাজের মাল-খালাসীটি।

কালো ভুরু আর ভোঁতা নাকওয়ালা ওকুনেভ তার দুষ্টুমিভরা চোখ দুটো কুঁচ্‌কে প্রতিবাদ জানাল, "কিচ্ছু ভেবো না, আমরা পাভ্‌লুশ্‌কার ভালোমন্দের ভার নিচ্ছি। আমরা সবাই ভোট দিয়ে ওকে রান্নাঘরে ওদার্‌কা-কে সাহায্য করার জন্যে পাঠিয়ে দেব। ওর যদি বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে, তাহলে দুমুঠো বাড়্‌তি খাবারও ভরে নিতে পারবে, আবার শরীরটাকে গরম করার জন্যে উনুন ঘেঁষে কিংবা স্বয়ং ওদার্‌কার গায়ে সেঁটে থাকতেও পারবে।"

এক দমক হাসির হুল্লোড় উঠল এই মন্তব্যে—সেদিন ওরা এই প্রথম হাসল।

ফিওদোর ঢিবি-জমিটা ভাল করে দেখার পর তোকারেভ আর পাতোশ্‌কিনের সঙ্গে স্লেড্‌-গাড়িতে চেপে কাঠ-চেরার জায়গাটায় গেল। ফিরল যখন, তখনও মানুষগুলো সব দুর্নিবার সংকল্প নিয়ে ঢিবিটা খুঁড়ে চলেছে। কোদালের

দ্রুত ওঠানামা আর পরিশ্রমের চাপে নুয়ে পড়া শ্রমিকদের পিঠগুলো লক্ষ্য করল ফিওদোর। আকিমের দিকে ফিরে সে নিচু গলায় বলল ঃ

"সভাসমিতির দরকার নেই। এখানে কোনো আন্দোলনেরও প্রয়োজন নেই। তুমি ঠিকই বলেছ তোকারেভ—সোনার ছেলে সব এরা। এইখানেই ইস্পাতকে পোড় খাইয়ে শক্ত করা হয়।"

মাটি খুঁড়ছে যারা, তাদের দিকে তাকিয়ে রইল ঝুখরাই সপ্রশংস আর দৃঢ় অথচ স্নেহভরা গর্বের সঙ্গে। এদের মধ্যে কিছু লোক মাত্র অল্প কিছু দিন আগে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের বেয়নেটের ইস্পাত-ফলা বাগিয়ে ধরে।—সেটা বলশেভিক-বিরোধী অভ্যুত্থানের আগের রাত্রের ঘটনা। আর এখন, একমাত্র উদ্দেশ্য সাধনের দৃঢ়তা নিয়ে এরা খেটে চলেছে যাতে রেলপথের ইস্পাত-ধমনীটা গিয়ে পোঁছায় উষ্ণ স্বাচ্ছন্দ্য আর জীবনের মহার্ঘ উৎসমুখে।

ভদ্রভাবে, কিন্তু দৃঢ়ভাবে, পাতোশ্‌কিন ফিওদোরকে দেখিয়ে দিল যে দু সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে উঁচু জমিটা খুঁড়ে সমান করা অসম্ভব। ফিওদোর তার যুক্তিগুলো শুনে গেল অন্য একটা চিন্তায় আচ্ছন্ন মন নিয়ে। স্পষ্টতই কোনো একটা বিশেষ সমস্যার দিকে তার চিন্তা নিবিষ্ট।

শেষ পর্যন্ত সে বলল, "ঢিবি কাটার সব কাজ বন্ধ রেখে ওদিক থেকে লাইন-পাতার কাজ চালিয়ে যাও। ঢিবিটার ব্যবস্থা আমরা অন্যভাবে করব।"

স্টেশনে এসে টেলিফোনে সে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা চালাল। দরজার বাইরে পাহারায় ছিল খোলিয়াভা, ভেতর থেকে ফিওদোরের কর্কশ গম্ভীর গলা শুনতে পাচ্ছিল সে, "সামরিক বিভাগের প্রধান অধিনায়ককে টেলিফোনে ডেকে আমার নাম করে বলো পুজিরেভ্‌স্কির ফৌজকে এখুনি এই লাইন-পাতার জায়গায় বদ্‌লি করবার জন্যে। ডাকাতগুলোকে অবিলম্বে এই অঞ্চল থেকে হঠিয়ে দিতেই হবে। সৈন্যদের জন্য পথ পরিষ্কার করার মতো কিছু লোক একটা সাঁজোয়া-ট্রেনে করে পাঠাও। বাকিটুকুর ব্যবস্থা আমি করব। আমার ফিরতে দেরি হবে। লিত্‌কে-কে বলে দিও রাত্রি বারোটার সময়ে যেন গাড়ি নিয়ে স্টেশনে থাকে।"

ব্যারাক-ঘরটার মধ্যে আকিমের একটা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার শেষে ঝুখ্‌রাই বলবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। কমরেড-সুলভ আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে এক-ঘণ্টা কেটে গেল। ফিওদোর সবাইকে জানাল—কাজটা শেষ করার জন্যে যে পয়লা জানুআরি পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে, সেটা আর বাড়ানোর কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

"এখন থেকে আমরা কাজটাকে সামরিক ভিত্তিতে চালাব", বলল সে, "পার্টি-সভ্যদের নিয়ে কমরেড দুবাভার নেতৃত্বে বিশেষ কাজের জন্যে একটা বাহিনী গড়া হবে। এই বাহিনীর ছ'টা দলের প্রত্যেকের ওপর এক-একটা বিশেষ কাজের দায়িত্ব থাকবে। বাকি কাজটুকু ছ'টা সমান এলাকায় ভাগ করে নিয়ে প্রত্যেকটা দলকে এক-একটা বিভাগে দেওয়া হবে। পয়লা জানুআরির মধ্যে পুরো কাজটা শেষ হওয়াই চাই। যে-দলটা প্রথমে তাদের কাজ শেষ করবে, তাদের শহরে ফিরে যেতে দেওয়া হবে। তাছাড়া, যে-দল প্রথমে কাজ শেষ করবে,

সেই দলের শ্রেষ্ঠ কর্মীকে 'অর্ডার অফ্ রেড ব্যানার' পুরস্কার দেওয়ার জন্যে প্রাদেশিক কার্যকরী কমিটি সরকারকে অনুরোধ জানাবে।"

বিভিন্ন দলগুলির নেতা হিসেবে এরা নিযুক্ত হলঃ ১নং দল, কমরেড পানক্রাতভ; ২নং, কমরেড দুবাভা; ৩নং, কমরেড খোমুতোভ; ৪নং, কমরেড লাগুতিন; ৫নং, কমরেড কোরচাগিন; ৬নং, কমরেড ওকুনেভ।

"রেললাইন-পাতার কাজের প্রধান হিসেবে এবং রাজনৈতিক ও ব্যবস্থাপক নেতা হিসেবে, আগেকার মতোই, থাকবেন কমরেড আন্তন্ নিকিফোরোভিচ্ তোকারেভ্।" —খানিকটা বাগ্মীতার ঢঙে তার বক্তব্য শেষ করল ঝুখরাই।

এক ঝাঁক পাখির হঠাৎ ডানা ছড়িয়ে উড়ে যাবার মতো হাততালির আওয়াজ উঠল এবং দৃঢ়তায় ভরা গম্ভীর মুখগুলো হাসিতে কোমল হয়ে এল। ঝুখরাইয়ের বক্তৃতার এই উজ্জ্বল কৌতুকে ভরা আকস্মিক পরিসমাপ্তিটুকু এক ঝলক হাসির দমকে সভার গুমোট মনোযোগের আবহাওয়াটা সহজ করে দিল।

আকিম আর ফিওদোরকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসার জন্যে প্রায় কুড়ি জন লোক সার বেঁধে স্টেশনে এল।

কোরচাগিনের সঙ্গে করমর্দন করার সময়ে ফিওদোর তার তুষারে ভর্তি গালোশ্-জুতোটার দিকে নজর করল।

নিচু গলায় সে বলল, "একজোড়া বুট-জুতো তোমায় পাঠিয়ে দেব আমি। বরফের ছোঁয়া লেগে তোমার পায়ে এখনও ঘা হয় নি, আশা করি?"

পাভেল জবাব দিল, "একটু ফুলে উঠেছে পা দুটো।" তারপরে অনেকদিন আগে সে যে একটা জিনিস চেয়েছিল, সে কথা মনে পড়তেই সে ফিওদোরের বাহু দুটো ধরে বলে উঠল, "আমার রিভলভারের জন্যে গোটাকতক কার্তুজ দিতে পার? আমার মোটে তিনটে ভালো কার্তুজ বাকি আছে দেখছি।"

ঝুখরাই দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়ল। কিন্তু পাভেলের হতাশ চাউনি লক্ষ্য করে সে তাড়াতাড়ি নিজের মোজার-রিভলভার ঝোলানো চামড়ার বন্ধনীটা খুলে নিলঃ

"এই নাও, এটা উপহার দিলাম তোমাকে।"

সুদীর্ঘ কাল ধরে যে জিনিসটা সে মনে প্রাণে একান্তভাবে কামনা করে আসছে, সেটা সত্যি সত্যিই পাচ্ছে দেখে যেন পাভেলের প্রথমে বিশ্বাসই হতে চাইল না। কিন্তু ঝুখরাই চামড়ার পটিটা তার কাঁধে পরিয়ে দিয়ে বলল,

"নাও, এটা নাও! আমি জানি, অনেকদিন ধরেই তোমার এ জিনিসের ওপর নজর। কিন্তু সাবধান, আমাদের নিজেদের কোনো লোককে এটা দিয়ে গুলি করে বোসো না যেন। ওটার সঙ্গে পুরো তিন রাউন্ড চলার মতো গুলি আছে।"

অন্য সবাই যে ঈর্ষ্যার দৃষ্টিতে তাকে দেখছে, সেটা অনুভব করল পাভেল।

কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, "এই, পাভ্কা, আমি ওটার বদলে একজোড়া বুট দেব তোমায়—সেই সঙ্গে একটা কোটও।"

পাভেলকে প্রলুব্ধ করার জন্যে পান্ক্রাতভ্ তার পিঠে একটা গুঁতো মেরে বলল, "এসো, ওটার জন্যে আমি তোমাকে এক জোড়া ফেল্ট্-এর বুট-জুতো দেব। ওই গালোশ-জুতো পরলে তুমি তো বড়োদিনের আগেই মরে যাবে।"

রেলগাড়িটার পাদানির ওপরে একটা পা ঠেকা রেখে ঝুখরাই রিভলভারটার জন্যে একটা-পারমিট্ লিখে দিল।

পরের দিন ভোরে একটা সাঁজোয়া-ট্রেন সিগ্ন্যাল-পয়েণ্টের সামনে দিয়ে গড়গড়িয়ে এসে স্টেশনে থামল। এক ঝলক হাঁস-পালকের মতো সাদা বাষ্পের নিঃশ্বাস ছাড়ল ইঞ্জিনটা, মুক্তোর মতো স্বচ্ছ শীতার্ত বাতাসে মিলিয়ে গেল বাষ্পটা। ইস্পাত-মোড়া কামরাগুলো থেকে চামড়ার পোশাক-পরা কতকগুলো মূর্তি বেরিয়ে এল। কয়েক ঘণ্টা বাদে, সৈন্য-চলাচলের জন্যে যারা পথ তৈরি করে দেয়, তাদের তিন জন লোক ট্রেন থেকে নেমে এসে ঢিবিটার মাটির নিচে দুটো বিরাট কালো তরমুজের মতো জিনিস খুঁড়ে বসিয়ে দিল। এই দুটো জিনিসের সঙ্গে লম্বা পল্‌তে আট্কানো। সাবধান-সংকেত হিসেবে তারা দু-একটা গুলি ছুঁড়ল। ঢিবিটা এখন মারাত্মক হয়ে উঠেছে। মানুষগুলো সেখান থেকে দূরে দূরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দেশলাই জ্বালিয়ে পল্‌তেটার এক প্রান্তে ধরিয়ে দিতেই ছোট্ট একটা উজ্জ্বল শিখা জ্বলে উঠল।

কিছুক্ষণের জন্যে মানুষগুলো নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল। দু-এক মুহূর্ত উৎকণ্ঠ অনিশ্চয়তা, আর তার পরেই কেঁপে উঠল মাটি, প্রচণ্ড একটা শক্তি ঢিবিটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে দিল, আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল বিরাট বিরাট মাটির চাঙাড়ি। দ্বিতীয় বিস্ফোরণটা প্রথমটার চেয়েও জোরালো। বাজ পড়ার মতো তার শব্দটা অনেকক্ষণ ধরে চারপাশের বনের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে চারিদিক ভরে তুলল নানারকমের এলোমেলো শব্দে।

ধুলো আর ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে আসার পর দেখা গেল এখুনি যেখানে ঢিবিটা দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে একটা গভীর গর্ত হাঁ করে রয়েছে আর চারিদিকে বেশ কয়েক গজ জায়গা ঘিরে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে চিনির মতো গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ।

বিস্ফোরণের ফলে তৈরি এই কৃত্রিম গর্তটার দিকে মানুষগুলো ছুটে এল গাঁইতি বেল্‌চা নিয়ে।

ঝুখরাই চলে যাবার পর বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে সব প্রথম কাজ শেষ করার সম্মান অর্জনের জন্যে একাগ্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল।

ভোর হবার অনেক আগে কোরচাগিন নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল যাতে অন্যেরা না জেগে যায়। ঠাণ্ডা মেঝের ওপর তার শীতে জমে যাওয়া পা সাবধানে ফেলে রান্নাঘরের দিকে এল। সেখানে চায়ের জন্যে জল গরম করে ফিরে এল তার দলকে জাগিয়ে তোলার জন্যে।

অন্য সকলের যখন ঘুম ভাঙল, তখন পরিষ্কার দিনের আলো ফুটে গেছে।

সেদিন সকালে পানক্রাতভ কনুইয়ের গুঁতোয় ব্যারাক-ঘরের ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল যেখানে দুবাভা আর তার দল সকালের খাবার খাচ্ছে।

উত্তেজিতভাবে সে বলল, "শুনেছ, মিতিয়াই? পাভ্‌কা তার দলের ছেলে-দের সকাল হবার আগেই ঘুম থেকে তুলে নিয়ে গেছে। এতক্ষণে ওরা প্রায়

কুড়ি গজ লাইন পেতে ফেলেছে—বাজি রেখে বলতে পারি। সবাই বলছে, পাভেল তার রেল-কারখানার ছেলেদের নিয়ে এমন জোর কাজে লেগে গেছে যে ওরা পঁচিশে তারিখের মধ্যেই ওদের অংশটা শেষ করে ফেলবে। আমাদের সবাইকে হারিয়ে দিয়ে বোকা বানাতে চায়। কিন্তু, আমি বলছি—ওসব চলবে না!”

দুবাভা তিক্ত-হাসি হাসল। রেল-কারখানার কর্মীরা যা করেছে, তার জন্যে দরিয়া-বন্দরের কম্‌সোমলের এই সম্পাদকটির যে কেন এতো আঁতে ঘা লেগেছে, সেটা দুবাভা বোঝে। বাস্তবিকপক্ষে, তার বন্ধু পাভেল দুবাভাকেও পিছু ফেলে এক-পা এগিয়ে গেছে। মুখে কিছু না বললেও সে গোটা দলটাকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানিয়েছে।

পানক্রাতভ বলল, “বন্ধুই হোক আর যাই হোক, সবচেয়ে ভালো কর্মী যে সেই জিতবে।”

বেলা বারোটার কাছাকাছি কোরচাগিনের দল যখন খুব জোর কাজ চালিয়েছে তখন একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাঘাত ঘটল। রাইফেলগুলো যেখানে জড়ো করা রয়েছে, সেখানে যে শান্ত্রীটি পাহারায় ছিল, সে গাছের ফাঁকে একদল ঘোড়সওয়ারকে এগিয়ে আসতে দেখে একটা বিপদ-সংকেত-সূচক গুলির আওয়াজ করল।

“হাতিয়ার নিয়ে নাও, ভাইসব! ডাকাতদল!” চেঁচিয়ে উঠল পাভেল। কোদালটা ছুঁড়ে ফেলে সে ছুটে গেল যেখানে গাছের সঙ্গে তার মোজার-রিভলভারটি ঝোলানো।

রাইফেলগুলো তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে অন্যেরা রেললাইনের ধার ঘেঁষে সটান বরফের ওপরে শুয়ে পড়ল। সামনের সারির ঘোড়সওয়াররা তাদের মাথার টুপি নাড়ল।

একজন তাদের মধ্যে থেকে চেঁচিয়ে উঠল, “সামলে, কমরেড, গুলি ছুঁড়ো না!”

বুদিয়নি-টুপি মাথায়, বুকে উজ্জ্বল লাল তারকা আঁটা প্রায় পঞ্চাশ জন ঘোড়সওয়ার-সৈন্য রাস্তা বেয়ে এল।

রেল-লাইনের কাজের জায়গায় দেখাশোনা করতে এসেছে পুজিরেভ্‌স্কির ফৌজের একটা দল। এই দলের কম্যান্ডারের সুন্দর ধূসর রঙের মাদী ঘোড়াটাকে লক্ষ্য করল পাভেল—কপালের ওপর খানিকটা জায়গা জুড়ে সাদা রঙ, একটা কানের প্রান্তটা তার কাটা। সওয়ারকে পিঠে নিয়ে সে অস্থিরভাবে পা ঠুকছে। পাভেল ছুটে গিয়ে তার লাগামটা চেপে ধরতেই সে ঘাবড়ে গিয়ে পিছিয়ে গেল।

“কি রে, লিস্‌কা, বুড়ি মেয়েটা! ভাবতেও পারিনি যে তোর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে! তাহলে দেখছি বুলেট বিঁধতে পারেনি তোর গায়ে—কান-কাটা সুন্দরী আমার!”

পাভেল স্নেহের সঙ্গে ঘোড়াটার ছিম্‌ছাম্‌ গলাটা জড়িয়ে ধরে তার কেঁপে কেঁপে ওঠা নাকের প্রান্তে চাপড় মারল।

এক মুহূর্ত পাভেলের দিকে তাকিয়ে থেকে কম্যান্ডার বিস্ময়ে চেঁচিয়ে

উঠল, "আরে! কোরচাগিন না? ঘোড়াটাকে চিনতে পারলে, আর তোমার পুরোনো বন্ধু সেরেদা-কে একবার তাকিয়েও দ্যাখোনি। ভালো আছ, ভাই?"

ইতিমধ্যে, রেল-লাইন পাতার কাজটা যাতে খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়, তার জন্যে শহরে সর্ববিভাগে চাপ দেওয়া হচ্ছে। কাজের জায়গায় এর ফলাফলটা সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যেতে লাগল। জেলা-কম্‌সোমল-কমিটি থেকে সমস্ত পুরুষ কর্মীদের সরিয়ে নিয়ে ঝার্‌কি তাদের পাঠিয়ে দিয়েছে বোইয়ারকায়। সোলোমেন্‌কায় রয়েছে শুধু মেয়েরা। রেলওয়ের কারখানা-ইস্কুল থেকে আরেক দল ছাত্র পাঠাবার ব্যবস্থাও সে করেছে।

আকিমের কাছে তার কাজের ফলাফল রিপোর্ট করার সময়ে সে ঠাট্টা করে বলল, "আমি এখানে পড়ে রয়েছি সর্বহারা-নারীদলকে নিয়ে। ভাবছি—তানিয়া লাগুতিনাকে আমার জায়গায় এনে বসিয়ে, দরজার গায়ে 'মহিলা-বিভাগ' লেখা তক্তা ঝুলিয়ে দিয়ে, নিজে বোইয়ারকায় কেটে পড়ব। এতগুলো মেয়ের মধ্যে আমি একমাত্র পুরুষ—ভারি অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমার পক্ষে। কি বিশ্রী-ভাবে যে ওরা আমার দিকে তাকায়, যদি দেখতে একবার। ওরা নিশ্চয় বলাবলি করে, 'এই যে, ঘাগী অকর্মাটা, সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে এখানে বসে আছে।' কিংবা এর চেয়েও খারাপ কিছু বলে হয়তো। আমায় যেতে দিতে হবে তোমাদের।"

কিন্তু আকিম শুধু হাসল তার কথায়।

বোইয়ারকায় নতুন কর্মীদল আসতে থাকল। এদের মধ্যে এল রেল-কারখানা-ইস্কুল থেকে ষাট জন ছাত্র।

নতুন যারা এসেছে, তাদের থাকার জন্যে যাত্রীবাহী-ট্রেনের চারখানা কামরা পাঠাতে রেলওয়ের ব্যবস্থাপনা-বিভাগকে রাজি করাল ঝুখরাই।

দুবাভার দলকে এখানকার কাজ থেকে খালাস দিয়ে পুশ্‌চা-বোদিৎসায় পাঠানো হয়েছে সেখান থেকে ইঞ্জিন আর পঞ্চাশখানা সরু রেলপথের মালবাহী খোলা-গাড়ি নিয়ে আসার জন্যে। এই কাজটাকে তাদের রেল-লাইন-পাতার কাজের অংশের মধ্যে গণ্য করা হবে।

যাবার আগে দুবাভা তোকারেভকে পরামর্শ দিল ক্লাভিচেক-কে শহর থেকে ফিরিয়ে এনে বোইয়ারকায় নতুনভাবে সংগঠিত কোনো-একটা কর্মীদলের ভার তার ওপরে দেবার জন্যে। তাই করল তোকারেভ। দুবাভার এই অনুরোধের আসল কারণটা সে জানত না। সেটা হচ্ছে—সোলোমেন্‌কা থেকে নতুন যারা এসেছে তাদের মারফত আনার একখানা চিঠি। আনা লিখেছে:

> "দ্‌মিত্রি! ক্লাভিচেক আর আমি তোমার জন্যে একগাদা বই জোগাড় করেছি। তোমাকে, আর বোইয়ারকায় বিশেষ কাজের জন্যে যারা খাটছে তাদের সবাইকে আমাদের অভিনন্দন। তোমরা সবাই চমৎকার ছেলে! কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে আমরা তোমাদের শক্তি ও উদ্যম কামনা করছি। গতকাল এখানে জ্বালানিকাঠের শেষ দফা বিলি করা হয়ে গেছে। ক্লাভিচেক তোমায় তার শুভেচ্ছা জানাবার জন্যে আমাকে লিখতে বলেছে। চমৎকার ছেলে সে। বোইয়ারকায় পাঠাবার জন্যে সমস্ত রুটি সেই সেঁকে,

ময়দা ঝাড়ে আর জল দিয়ে নিজেই ময়দা মেখে রাখে। রুটিখানার আর-কাউকে এ কাজ করতে দিয়ে ভরসা পায় না ও। খুব ভালো ময়দা পাবার বন্দোবস্ত ও করে নিয়েছে, ওর রুটিগুলো দিব্যি হয়—আমি যেরকম রুটি পাই, তার চেয়ে ঢের ভালো। বিকেলের দিকে আমার এখানে বন্ধু-বান্ধবরা সব আসে—লাগুতিনা, আর্তিউখিন, ক্লাভিচেক এবং মাঝে মাঝে ঝারকি। আমরা একটু-আধটু পড়ি, তবে বেশির ভাগই সকলের সম্বন্ধে আর সব বিষয় সম্বন্ধেই গল্প করি—প্রধানত বোইয়ারকায় তোমাদের কথাই বেশি বলাবলি করি। ওখানে কাজ করার জন্যে যেতে দেওয়া হয়নি বলে মেয়েরা সব ভীষণ চটে আছে তোকারেভের ওপর। এরা বলছে, কষ্ট সহ্য করার ব্যাপারে ওরা কারু চেয়ে কম যায় না। তালিয়া ঘোষণা করেছে—তার বাবার পোশাক পরে সে নিজেই বোইয়ারকায় গিয়ে হাজির হবে, বলছে, 'দেখি, কি করে তোকারেভ আমাকে ঠেকায়!'

তালিয়া যদি ওর কথা রাখে, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তোমার সেই কালো-চোখওয়ালা বন্ধুটিকে আমার শুভেচ্ছা জানিও।

—আনা।"

তুষার-ঝড় শুরু হয়ে গেল আকস্মিকভাবে। আকাশ ছেয়ে গেল ধূসর মেঘের নিচু স্তরে আর বরফ পড়তে লাগল ঘন হয়ে। রাত্রিবেলায় চিম্‌নির মুখে সোঁ-সোঁ আওয়াজ তুলে আর গাছের ফাঁকে কান্নার শব্দে বাতাস বইতে লাগল, পাক-খাওয়া তুষারের চিল্‌কেগুলোকে তাড়া করে ফিরল হাওয়া তার অশুভ গোঙানির আরণ্যক প্রতিধ্বনি জাগিয়ে।

সারারাত্রি ধরে বন্য উন্মত্ততায় ঝড় বয়ে গেল। সারারাত্রি ধরে উনুনগুলো জ্বালিয়ে রাখা হলেও মানুষগুলো শীতে কেঁপেছে। ভাঙাচোরা স্টেশন-বাড়িটায় শীত আটকায় নি।

সকালে লোকগুলোকে নিজের কাজের জায়গায় যাবার সময় বরফের স্তূপের মধ্যে পথ কেটে যেতে হল। কিন্তু গাছগুলোর মাথায় অনেক উঁচুতে নীল আকাশের বুকে সূর্য জ্বলছে, তার উজ্জ্বল ছটাকে ম্লান করার মতো এক টুকরো মেঘও কোথাও নেই।

কোরচাগিন আর তার কর্মীদল তাদের কাজের জায়গায় এল তুষারস্তূপ সরাবার জন্যে। শীতে যে একটা মানুষের কতোখানি কষ্ট হতে পারে, সেটা পাভেল এতক্ষণে উপলব্ধি করছে। ওকুনেভের ছেঁড়াখোঁড়া কোর্তাটা মোটেই গরম রাখতে পারছে না তার শরীরকে। গালোশ্‌-জুতোটা অনবরত বরফে ভরে যাচ্ছে। বরফের মধ্যে আট্‌কে গিয়ে গালোশ্‌টা প্রায়ই খুলে আসছে। তার বুট-জোড়ার অন্য পাটিটাও সম্পূর্ণ ছিঁড়ে যাবে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কাঁধের ওপরে তার বিরাট দুটো ফোঁড়া উঠেছে—ঠাণ্ডা মেঝের ওপরে শোবার ফল। গলাবন্ধনীর বদলে পরার জন্যে তোকারেভ তাকে তার তোয়ালেটা দিয়েছে।

শীর্ণ দেহে লাল দুটো চোখ নিয়ে পাভেল তার বরফ-কাটা কাঠের বেল্‌চাটা সবেগে চালাচ্ছে, এমন সময় একটা যাত্রীবাহী ট্রেন মন্থর নিঃশ্বাস ছেড়ে স্টেশনে এসে থামল। দম ফুরিয়ে আসা ইঞ্জিনটা এই পর্যন্ত কোনোক্রমে ট্রেনটাকে

টেনে আনতে পেরেছে। তার জ্বালানিকাঠের বাক্সটায় একটা কাঠের গুঁড়িও নেই। বয়লারে শেষ কাঠের টুক্‌রোগুলোর আগুনও মিইয়ে এসেছে।

ইঞ্জিন-ড্রাইভার চেঁচিয়ে বলল স্টেশন-মাস্টারের উদ্দেশে, "জ্বালানিকাঠ দাও, তবেই যেতে পারব আমরা। আর তা নইলে, যেটুকু চলার শক্তি অবশিষ্ট আছে, সেটুকু থাকতে থাকতে পাশের কোন লাইনে আমাদের 'শান্ট্' করে আসতে দাও!"

পাশের একটা লাইনে সরিয়ে আনা হল ট্রেনটাকে। বিরক্ত আর অসন্তুষ্ট যাত্রীদের কাছে ট্রেন থামিয়ে দেবার কারণটা জানাতেই একটা আপত্তি আর গালা-গালির ঝড় উঠল ভীড়াক্রান্ত কামরাগুলো থেকে।

তোকারেভ যাচ্ছিল প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে—তার দিকে ট্রেনের গার্ডদের দেখিয়ে স্টেশনমাস্টার পরামর্শ দিল, "ওই বুড়ো মানুষটার সঙ্গে গিয়ে কথা বলো। ও এখানকার লাইনপাতার কাজের প্রধান কর্তা। ও হয়তো স্লেড্-গাড়ি করে ইঞ্জিনের জন্যে জ্বালানিকাঠ পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারে। ওরা স্লিপারের জন্যে কাঠের গুঁড়ি ব্যবহার করছে।"

গার্ডরা তার কাছে গিয়ে আবেদন জানাতে তোকারেভ বলল, "কাঠ আমি দেব তোমাদের, তবে তোমাদেরও তার জন্যে কিছু দিতে হবে। ওই কাঠ আমাদের রেললাইন-পাতার উপকরণ। আপাতত বরফ পড়ার ফলে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে আছে। তোমাদের ট্রেনে নিশ্চয়ই প্রায় পাঁচ-ছ'শো যাত্রী আছে। মেয়েরা আর শিশুরা যেমন আছে থাকুক, কিন্তু পুরুষদের নেমে এসে বিকেল পর্যন্ত বরফ সাফ্ করার কাজে হাত লাগাতে হবে। তাহলে আমি তোমাদের কাঠ দেব। যদি আসতে না চায়, তাহলে নতুন বছর না আসা পর্যন্ত ওরা যেখানে আছে, সেইখানেই থাকুক।

কোরচাগিন তার পেছন দিকে একটা বিস্ময়ভরা উক্তি শুনলঃ "দ্যাখো, দ্যাখো, কতো লোক আসছে এদিকে! মেয়েরা পর্যন্ত!" ঘুরে দাঁড়াল সে। তোকারেভ এসে বললঃ

"এই এক-শো জন এসেছে তোমাদের সাহায্যের জন্যে। ওদের কাজ দাও, আর দেখো যেন কেউ ফাঁকি না দেয়।"

আগন্তুকদের কাজে লাগিয়ে দিল কোরচাগিন।

রেলওয়ে-অফিসারের কেতাদুরস্ত উর্দি গায়ে, লোমের গলা-বন্ধনী জড়ানো আর মাথায় পশমের উঁচু টুপি-পরা লম্বা একজন লোক বিরক্তির সঙ্গে তার হাতের মধ্যে বেল্‌চাটা ঘোরাতে ঘোরাতে তার সঙ্গীর দিকে ফিরল। এই সঙ্গীটি একটি তরুণী, তার মাথায় সিল-মাছের চামড়ার টুপির ওপরে চটক্‌দার পশমের বেড়্ বসানো।

"আমি বরফ কাটছি না, আর জোর করে আমাকে দিয়ে এ কাজ করানোর অধিকার কারও নেই। ওরা যদি আমাকে বলে, তাহলে রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমি এ কাজটা করিয়ে নেবার ভার নিতে পারি। কিন্তু তোমার বা আমার বেল্‌চা দিয়ে বরফ কাটার কোনো দরকার পড়ে নি—ওটা রেলওয়ের কানুনের বিরোধী। ওই বুড়োটা আইন ভাঙছে। আমি ওকে আইনে অভিযুক্ত

করতে পারি। তোমাদের কাজের সর্দার কোথায়?" —লোকটা তার সবচেয়ে কাছাকাছি শ্রমিকটির দিকে ফিরে দাবী জানাল।

এগিয়ে এল কোরচাগিন।

"কাজ করছেন না কেন, মশাই?"

পাভেলের আপাদমস্তক অত্যন্ত অবজ্ঞার সঙ্গে তাকিয়ে দেখল লোকটা।

"তা, তুমি কে হে?"

"আমি একজন মজুর।"

"তাহলে তোমায় কিছু বলার নেই। তোমাদের সর্দারকে—কিংবা যাই বলো তোমরা তাকে—পাঠিয়ে দাও এখানে..."

ভ্রূকুটি করল কোরচাগিন।

"যদি কাজ করতে না চান তো করবেন না। কিন্তু আপনার টিকিটে আমরা সই করে না দিলে আপনি ট্রেনে চাপতে পারবেন না। আমাদের বড়ো-কর্তার এই হুকুম।"

মহিলাটির দিকে ফিরে পাভেল বলল, "আর, আপনি কি করতে চান?" বলেই সে বিস্ময়ে নির্বাক হলে গেল। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তোনিয়া তুমানোভা!

তোনিয়ার যেন বিশ্বাসই হতে চায় না যে শতচ্ছিন্ন পোশাক-পরা, অদ্ভুত জুতো-পায়ে, গলায় একটা নোংরা তোয়ালে জড়ানো, বহুদিনের না-ধোয়া ময়লা-ভরা মুখ এই ভবঘুরে-চেহারার মানুষটিই হচ্ছে তার এককালের পরিচিত পাভেল কোরচাগিন। কেবল চোখদুটো তার আগের মতোই তীব্র দীপ্তিতে জ্বল্‌ছে। এ সেই পাভেলের চোখ, যে-পাভেলকে তার মনে আছে। আর, যেন ভাবতেই পারা যায় না যে এই নিতান্ত হতশ্রী প্রাণীটিকেই সে অল্প কিছু-কাল আগে ভালবেসেছিল। কী ভাবে যে বদ্‌লে গেছে সবকিছু!

তোনিয়া সম্প্রতি বিয়ে করেছে এবং সে আর তার স্বামী চলেছে শহরে। সেখানে রেলওয়ের পরিচালনা-বিভাগে তার স্বামী একজন ওপরওয়ালা-চাকুরে। কেই বা ভাবতে পেরেছিল যে তার কিশোরী বয়সের ভালবাসার পাত্রটির সঙ্গে এইভাবে দেখা হয়ে যাবে? এমন কি সে পাভেলের দিকে তার হাতটা এগিয়ে দিতেও ইতস্তত করছে। কি ভাববে ভাসিলি? কোরচাগিন এতো নিচে নেমে গেছে—কি দুর্ভাগ্য! স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, বয়লারের কয়লা-জোগানদার ছেলেটি রেল-মজুরের বেশি উঁচুতে আর উঠতে পারেনি।

অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে রইল সে আর তার গাল দুটো লাল হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে, এই ভবঘুরেটি যে তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে, সেটাকে ঔদ্ধত্য বলে ধরে নিয়ে সেই রেলওয়ে-ইঞ্জিনিয়ারটি ক্রুদ্ধ হয়ে তার বেল্‌চাটা ফেলে দিয়ে তোনিয়ার পাশে এসে দাঁড়াল।

"চলো তোনিয়া, আমরা যাই। এই 'লাৎসারোনি'টার* চেহারার সামনে দাঁড়ানো যাচ্ছে না।"

---

* ইতালির নেপ্‌ল্‌স্‌ শহরের অতি দুঃস্থ আর অকর্মণ্য এক শ্রেণীর লোককে 'লাৎসারোনি' (lazzarone) বলা হত। ইতালীয় মুক্তিসংগ্রামের নেতা জোসেফ গারিবল্‌ডি এদের একটা বড়ো অংশকে বিপ্লবী কর্মী হিসেবে সংগঠিত করে তুলেছিলেন।—অনুবাদক ॥

কোরচাগিনের 'জিউসেপি গ্যারিবল্‌ডি' বইটা পড়া ছিল, তাই ওই কথাটার মানে জানা ছিল তার।

কর্কশ গলায় সে বলল, "আমি 'লাৎসারোনি' হতে পারি, কিন্তু আপনিও একটা ঘুণ-ধরা বুর্জোয়ার বেশি কিছু নন।" তোনিয়ার দিকে ফিরে কঠিন স্বরে বলল সে, "কমরেড তুমানোভা, বেল্‌চাটা তুলে নিয়ে কাজের সারিতে সামিল হও। এই নাদুসনুদুস যাঁড়টির উদাহরণ অনুসরণ কোরো না...ও যদি তোমার কোনো আত্মীয় হয়, তাহলে মাপ কোরো।"

তোনিয়ার পশম-বুটজোড়ার দিকে এক নজর তাকিয়ে পাভেল একটু নির্মম হাসি হেসে প্রসঙ্গক্রমে কথা বলার ভঙ্গীতে বললঃ

"এখানে তোমার থেকে যাওয়ার পরামর্শটা আমি দিতে পারি না। সেদিন রাত্রে আমাদের ওপর ডাকাতদলের হামলা হয়েছিল।"

বলেই সে পেছন ফিরে চলে গেল তার গালোশ-জুতোজোড়ায় চপচপ্‌ আওয়াজ তুলে।

রেলওয়ে-ইঞ্জিনিয়ারটির ওপরে তার শেষ কথাগুলির ফল ফলল এবং এখানে কাজটা শেষ করার জন্যে তাকে রাজি করাতে পারল তোনিয়া।

সেদিন বিকেলে সারাদিনের কাজের শেষে লোকজন দলে দলে স্টেশনে ফিরছে, তোনিয়ার স্বামী ট্রেনে জায়গা পাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছে। একদল শ্রমিককে বেরিয়ে যেতে দেবার জন্যে একটুখানি দাঁড়িয়ে পড়তেই তোনিয়া দেখল—পাভেল আর-সকলের পেছনে ক্লান্তভাবে পা ফেলে চলেছে তার বেল্‌চাটার ওপরে ভর দিয়ে দিয়ে।

"এই যে, পাভ্‌লুশা," তার পাশে এসে একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তোনিয়া বলল, "এতোটা দুঃস্থ অবস্থায় তোমাকে দেখতে পাব বলে যে আশা করিনি, সেটা স্বীকার করতেই হবে। কর্তৃপক্ষের অবশ্যই জানা উচিত ছিল যে এই রেল-মজুরের কাজের চেয়ে তুমি আরও ভালো কিছুর যোগ্য। আমি ভেবেছিলাম —এতদিনে তুমি কমিসার কিংবা ওইরকম কিছু হয়েছ বুঝি। বড়ো দুঃখের কথা যে জীবন তোমার প্রতি এতোটা বিমুখ হয়েছে..."

পাভেল দাঁড়িয়ে পড়ে বিস্মিত হয়ে তোনিয়াকে লক্ষ্য করল।

"আমিও তোমাকে এতোটা...এতোটা ঘাড়ে-গর্দানে দেখব বলে আশা করিনি।" নিজের মনোভাব প্রকাশের জন্যে সবচেয়ে ভদ্র কথাটা সে যা ভাবতে পারে তাই বেছে নিয়ে বলল পাভেল।

তোনিয়ার কান-দুটো লাল হয়ে উঠল,

"তুমি ঠিক আগের মতোই অভদ্র আছ!"

কোরচাগিন তার বেল্‌চাটা কাঁধের ওপর ফেলে এগিয়ে গেল। কয়েক পা গিয়েই সে থামল।

"কমরেড তুমানোভা", বলল সে, "তোমাদের তথাকথিত ভদ্রতা মানুষকে যতোটা আঘাত দেয়, আমার এই অভদ্রতা তার অর্ধেক আঘাতও দিতে পারে না। আর, দয়া করে আমার জীবন সম্বন্ধে তুমি কিছু ভেবো না। আমার জীবনের মধ্যে কোথাও কোনো গোলমাল নেই। তোমার জীবনটাই একদম গোলমাল হয়ে গেছে—যতোটা ভেবেছিলাম তার চেয়েও ঢের বেশি খারাপ দেখছি। দু-বছর আগে তুমি এর চেয়ে ভালো ছিলে, তখন তুমি কোনো শ্রমিকের সঙ্গে করমর্দন

করতে লজ্জা পেতে না। কিন্তু এখন তোমার সর্বাঙ্গ দিয়ে অগুরুর দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। সত্যি বলতে কি; তোমার আমার মধ্যে এখন আর কোনো সম্পর্ক নেই।"

আরটেমের কাছ থেকে একটা চিঠি পেল পাভেল। সে বিয়ে করতে চলেছে জানিয়ে বিশেষ করে লিখেছে যেন পাভেল সে উপলক্ষ্যে অবশ্যই আসে।

একটা দম্‌কা বাতাস এসে পাভেলের হাত থেকে কাগজখানা ছিনিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল হাওয়ায় ভাসিয়ে। বিয়ের আনন্দ-উৎসব পাভেলের জন্যে নয়। এরকম সঙ্কটের সময়ে সে কাজ ছেড়ে যাবে কি করে? মাত্র গতকাল ওই হতভাগা পান্‌ক্রাতভ্‌টা তার দলের চেয়ে কাজে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। ও হঠাৎ এতোটা কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছে যে সবাই অবাক হয়ে গেছে। বন্দরের মাল-খালাসী ছেলেটা প্রতিযোগিতায় প্রথম হবার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছে। সাধারণত তার মধ্যে যে একটা গড়িমসি ভাব ছিল, সেটা কেটে গেছে এবং তার "দরিয়া-মোর্চাদার" ছেলেদের পেছনে লেগে থেকে সে তাদের কাজের গতিবেগ প্রচণ্ড রকম বাড়িয়ে দিয়েছে।

লোকগুলো যে নিঃশব্দ একাগ্রতার সঙ্গে প্রাণপণে কাজ করে চলেছে, সেটা লক্ষ্য করে পাতোশ্‌কিন বিমূঢ়ভাবে তার মাথাটা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে অবাক হয়ে ভাবল, "এরা কি মানুষ না দৈত্য? এরা এই অবিশ্বাস্য রকমের শক্তি পায় কোথা থেকে? আর মাত্র আট দিন যদি আবহাওয়াটা এরকম থেকে যায়, তাহলে তো আমরা কাঠ-কাটাইয়ের জায়গায় পৌঁছে যাব! সেই যে বলে, সারা জীবন ধরে খালি দ্যাখো আর শেখো! এই লোকগুলো তো সমস্ত হিসেব ভেস্তে দিয়ে আগেকার সব রেকর্ড ভেঙে দিল দেখছি।"

ক্লাভিচেক তার সেঁকা রুটির শেষ বোঝাটা নিয়ে শহর থেকে এল। তোকারেভের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে সে বেরিয়ে পড়ল কোরচাগিনের খোঁজে। আন্তরিক খুশির সঙ্গে করমর্দন করল তারা দুজনে। এক-গাল হেসে ক্লাভিচেক তার বোঁচ্‌কাটার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল অতি সুন্দর একটা লোমের বেড়্‌ বসানো সুইডেনের তৈরি চামড়ার কোর্তা।

নরম চামড়াটার ওপরে মৃদু চাপড় মেরে সে বলল, "এটা তোমার জন্যে! বলো দেখি কে পাঠিয়েছে? সেকি! জানো না? তুমি একটা বুদ্ধু! কমরেড উস্তিনোভিচ্‌ পাঠিয়েছে যাতে তোমার ঠাণ্ডা না লাগে। ওকে ওল্‌শিন্‌স্কি দিয়েছিল এটা। রিতা এটা নিয়েই সোজা আমার হাতে তুলে দিল তোমাকে পৌঁছে দেবার হুকুম দিয়ে। আকিম রিতাকে বলেছিল যে এখানে বরফে সব জমে যাচ্ছে আর তারই মধ্যে তোমার গায়ে একটা পাতলা কোর্তা ছাড়া আর কিছুই নেই। ওল্‌শিন্‌স্কি এ ব্যাপারে বেশ একটু কান-মলা খেয়ে গেল। 'আমি ওই কমরেডটিকে একটা সামরিক কোট পাঠাবার জন্যে দিতে পারি', বলেছিল সে। কিন্তু রিতা তার উত্তরে শুধু হেসে উঠে বলেছিল, 'ঠিক আছে, এই কোর্তাটা গায়ে দিয়েই ওর কাজ করতে বেশি সুবিধে হবে।' "

বিস্মিত পাভেল এই সৌখিন-চেহারার কোর্তাটা নিয়ে একটু ইতস্তত করে মাথা গলিয়ে পরে নিল সেটা তার ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া দেহের ওপরে। প্রায়

সঙ্গে সঙ্গেই সে অনুভব করল তার কাঁধ আর বুকের ওপরে নরম লোমের আস্তরণের উষ্ণতাটুকু।

রিতা তার রোজনাম্‌চায় লিখেছে ঃ

"২০শে ডিসেম্বর

"তুষার-ঝড়ের একটা পালা চলছে আমাদের ওপর দিয়ে। বরফ পড়ছে আর ঝড় বইছে। বোইয়ারকায় ওখানে ওরা প্রায় ওদের লক্ষ্যে পৌঁছাবে, এমন সময়ে তুষার-ঝড় এসে ওদের থামিয়ে দিয়েছে। এক-গলা বরফের মধ্যে গেড়ে গেছে ওরা, শীতে জমে যাওয়া মাটি কেটে তোলাও সহজ নয়। আর মাত্র আধ-মাইলটাক এগুতে বাকি আছে ওদের, কিন্তু কাজের এই অংশটুকুই সবচেয়ে কঠিন।

"তোকারেভ রিপোর্ট করছে—ওখানে টাইফয়েড দেখা দিয়েছে সংক্রামকভাবে, তিন জন অসুখে পড়েছে।"

"২২শে ডিসেম্বর

"প্রাদেশিক কম্‌সোমল কমিটির সমস্ত সভ্যদের নিয়ে একটা পূর্ণ অধিবেশন হয়ে গেছে, কিন্তু বোইয়ারকা থেকে কেউ উপস্থিত ছিল না। বোইয়ারকা থেকে বারো মাইল দূরে ডাকাতরা শস্য-বোঝাই একটা ট্রেন লাইনচ্যুত করে দিয়েছে এবং যারা লাইন-পাতার কাজে আছে, সেই সমস্ত কর্মীদের ঘটনাস্থলে যাবার জন্যে হুকুম জারি করেছে খাদ্য-দপ্তরের প্রতিনিধি।"

"২৩শে ডিসেম্বর

"বোইয়ারকা থেকে আরও সাতজন টাইফয়েড-রুগীকে শহরে আনা হয়েছে। এদের মধ্যে ওকুনেভ একজন। আজ স্টেশনে গিয়ে দেখলাম খারকভ্‌ থেকে আসা একটা ট্রেনের কামরাগুলোর মাঝখানের ফাঁকে চেপে জনকতক লোক আসছিল, ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া তাদের মৃতদেহগুলো নামিয়ে নেওয়া হল। হাসপাতালগুলো গরম রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই। এই হতচ্ছাড়া বরফের ঝড়টা থামবে কবে?"

"২৪শে ডিসেম্বর

"এইমাত্র ঝুখরাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। আগের রাত্রে ওর্‌লিক্‌ তার পুরো দলটা নিয়ে বোইয়ারকা আক্রমণ করেছিল বলে যে কথাটা শোনা যাচ্ছে, সেটাকে সে ঠিক বলে জানাল। দুঘণ্টা ধরে লড়াই চলেছিল। যোগাযোগের সূত্রগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং আজ সকালের আগে পর্যন্ত ঝুখ্‌রাই সঠিক রিপোর্ট পায় নি। ডাকাতদলটাকে হঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তোকারেভ আহত হয়েছে—একটা বুলেট সরাসরি তার বুকে এসে বিঁধেছে। আজ তাকে শহরে নিয়ে আসা হবে। সেদিন রাত্রে পাহারার ভার ছিল যার ওপরে, সেই ফ্রান্‌স্‌ ক্লাভিচেক মারা গেছে। ডাকাতদলটাকে আসতে দেখে সে-ই সাবধান-সংকেত জানায়। হামলাকারীদের উপরে সে গুলি চালাতে শুরু করে, কিন্তু ইস্কুল-বাড়িটায় গিয়ে পৌঁছাবার আগেই তাকে ওরা ধরে ফেলে। তলোয়ারের একটা চোটে ও কাটা পড়ে। কর্মীদের মধ্যে এগারোজন আহত হয়েছে। এতক্ষণে ওখানে একটা সাঁজোয়া-ট্রেন আর ঘোড়সওয়ার-বাহিনীর দুটো দল গিয়ে পৌঁছেছে।

"লাইন-তৈরির কাজের ভার নিয়েছে পান্‌ক্রাতভ্‌। আজ গ্লুবোকি গ্রামে ডাকাতদলের একটা অংশকে পুজিরেভ্‌স্কি পাক্‌ড়াও করে একদম খতম করে দিয়েছেন। পার্টি-সভ্য নয়, এমন কিছু শ্রমিক ট্রেন আসার অপেক্ষায় না থেকে লাইন-পথ ধরে পায়ে হেঁটেই শহরের দিকে চলে আসতে শুরু করেছে।"

"২৫শে ডিসেম্বর

"তোকারেভ আর অন্যান্য আহত লোকরা শহরে এসে পেঁছেছে এবং তাদের হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে। বৃদ্ধ শ্রমিকটিকে বাঁচাবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ডাক্তাররা। সে এখনও অচেতন হয়ে আছে। অন্যদের প্রাণের কোনো আশঙ্কা নেই।

"আমাদের আর আঞ্চলিক পার্টি কমিটির উদ্দেশ্যে লেখা একটা টেলিগ্রাম এসেছে বোইয়ারকা থেকেঃ 'এই সভায় সমবেত আমরা—রেল-লাইন-কর্মীরা, 'সোবিয়েত-শক্তি' নামে সাঁজোয়া-ট্রেনের চালক-রক্ষীদল আর লাল-ফৌজের ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সৈন্যরা—ডাকাতদলের হামলার জবাবে তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করছি যে সমস্ত রকম বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও পয়লা জানুয়ারির মধ্যেই শহরবাসীরা জ্বালানিকাঠ পাবে। আমাদের সমস্ত শক্তিকে সংহত করে আমরা কাজে নেমেছি। কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের এই কাজে পাঠিয়েছে—কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ!—কোরচাগিন, সভাপতি ॥ বের্‌জিন্‌, সম্পাদক ॥'

"ক্লাভিচেককে সোলোমেন্‌কায় সামরিক সম্মানের সঙ্গে গোর দেওয়া হয়েছে।"

এতদিনের কামনার লক্ষ্যস্থলটি দৃষ্টিপথে এসেছে, কিন্তু সেদিকে এগিয়ে চলার গতিটা যন্ত্রণাদায়ক ভাবে মন্থর হয়ে পড়েছে—কারণ, প্রতিদিন কর্মীদের মধ্যে থেকে ডজন-খানেক করে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজের লোককে টাইফয়েড এসে ছিনিয়ে নিচ্ছে।

একদিন কাজ সেরে ফেরবার পথে কোরচাগিন মাতালের মতো টল্‌তে টল্‌তে স্টেশনে এসে পেঁছাল। তার পা দুটো যেন আর চলে না। বেশ কয়েকদিন থেকেই তার একটু জ্বর-জ্বর ভাব যাচ্ছে, কিন্তু আজ তাকে অসুখটা যেন নির্মম-ভাবে চেপে ধরেছে।

রেলপথ-তৈরির কর্মীদলের সংখ্যাকে টাইফয়েড দিন দিন কমিয়ে আনছে। সেই টাইফয়েড আজ একটা নতুন শিকার ধরেছে। কিন্তু মজবুত শরীরের জোরেই পাভেল অসুখকে রুখেছে। পর পর পাঁচদিন কংক্রিটের মেঝেয় পাতা খড়ের আস্তরণের ওপর থেকে নিজেকে টেনে তুলে এনেছে সে। আর-সকলের সঙ্গে কাজে যোগ দেবার মতো শক্তিটুকু তখনও তার শরীরে ছিল। কিন্তু এখন অসুখটা তাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করেছে—গরম কোর্তাটায় কিংবা বরফের ছোঁয়া লেগে ঘা হয়ে যাওয়া পায়ের ওপরে পরা ফিওদোরের উপহার ওই ফেল্টের বুটজোড়ায় আর চলছে না।

প্রতি পদক্ষেপে একটা তীব্র যন্ত্রণা তার বুকে এসে বিঁধছে, দাঁত ঠকঠক করছে আর দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে—গাছপালাগুলো যেন অদ্ভুত রকমের

পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

অতি কষ্টে সে নিজেকে টেনে নিয়ে এল স্টেশনে। একটা অস্বাভাবিক গোলমালে সে থেমে গিয়ে জ্বরের ঘোরে অস্পষ্ট হয়ে আসা চোখে কষ্ট করে চেয়ে দেখল—গোটা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে পর পর অনেকগুলো খোলা মালগাড়ি জোড়া একটা ট্রেন। ট্রেনটায় যারা এসেছে, তারা লোহার রেল, স্লিপার-কাঠ আর ছোট রেল-লাইনে চলার মতো ইঞ্জিন ইত্যাদি নামিয়ে আনতে ব্যস্ত। টল্‌তে টল্‌তে সামনের দিকে এগিয়ে যেতেই পা ফসকে গেল পাভেলের। মাথাটা তার মাটিতে ঠুকে যেতে একটা ভোঁতা যন্ত্রণা আর তার জ্বরে-পোড়া গালের ওপর বরফের আরামদায়ক একটা শীতলতা অনুভব করল।

কয়েক ঘণ্টা পরে তাকে সেই অবস্থায় পাওয়া গেল এবং ব্যারাক-ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে তার, পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন। সাঁজোয়া-ট্রেনটিতে সৈন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্যে যে ডাক্তার ছিলেন, তাঁকে ডেকে আনা হল এবং তিনি পাভেলের নিউমোনিয়া আর টাইফয়েড রোগ নির্ণয় করলেন। জ্বরের উষ্ণতা ১০৬ ডিগ্রিরও বেশি। পাভেলের পিঠের ঘাগুলো আর তার শরীরের গিঁটের জায়গাগুলোর ফুলে ওঠাটা ডাক্তার লক্ষ্য করলেন, কিন্তু জানালেন যে নিউমোনিয়া আর টাইফয়েডের তুলনায় ওটা যৎসামান্য ব্যাপার—শুধু টাইফয়েডই তাকে মেরে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট।

দুবাভা শহর থেকে ফিরেছে। সে আর পান্‌ক্রাতভ্‌ পাভেলকে সারিয়ে তোলার জন্যে যথাসাধ্য করল।

আলিওশা কোখান্‌স্কির বাড়ি পাভেলের শেপেতোভ্‌কা শহরেই। তার ওপরে ভার দেওয়া হল সেখানে পাভেলকে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে তার আত্মীয়দের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে।

কোরচাগিনের দলের ছেলেদের সাহায্যে এবং প্রধানত খোলিয়াভা গুঁতো মেরে মেরে লড়ুয়ে ভেড়ার মতো ভিড় ঠেলে সরিয়ে দেবার ফলেই পানক্রাতভ আর দুবাভা কোনোরকমে মানুষ-গাদাগাদি ট্রেনের কামরাটার মধ্যে আলিওশাকে আর অচেতন কোরচাগিনকে ঢুকিয়ে দিতে পারল। যাত্রীরা সবাই সংক্রামক টাইফাস সন্দেহ করে প্রচণ্ডভাবে বাধা দিল এবং মাঝপথে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে বলে শাসাল।

খোলিয়াভা রিভলভারটা তাদের নাকের ওপর বাগিয়ে ধরে চিৎকার করে বলল, "এর অসুখ ছোঁয়াচে নয়! আর ও এই ট্রেনেই যাবে—যদি তার জন্যে তোমাদের সবাইকে এই ট্রেন থেকে নামিয়ে দিতে হয় তবুও! আর, মনে রেখো, শুয়োরের দল, যদি ওর গায়ে একটা আঙুলও ঠেকাও কেউ, তাহলে আমি এই রেল-পথের প্রত্যেকটি স্টেশনে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি—তোমাদের সবাইকে ট্রেন থেকে নামিয়ে নিয়ে জেলে পুরে দেবে। এই নাও, আলিওশা, পাভ্‌কার মোজার-রিভলভারটা ধরো—প্রথম যে লোকটা ওকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করবে, তাকেই গুলি করবে।" নিজের কথায় খানিকটা বাড়তি গুরুত্ব আরোপ করার জন্যে খোলিয়াভা এই বলে শেষ করল।

ট্রেনটা ধোঁয়া ছেড়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেল। নির্জন প্ল্যাটফর্মের ওপরে দুবাভা দাঁড়িয়ে আছে—তার কাছে এগিয়ে এল পান্‌ক্রাতভ।

"তোমার কি মনে হয়—ও সেরে উঠবে?"

প্রশ্নের জবাবটা অনুক্তই থেকে গেল।

"চলো, মিতিয়াই, কোনো উপায় তো নেই। এখন সব কিছুর দায়িত্ব আমাদের ওপরে। রাত্রির মধ্যে এই ইঞ্জিনগুলো আমাদের নামিয়ে ফেলতেই হবে, কাল সকালে ওগুলোর বয়লারে আগুন জ্বালিয়ে দেখতে হবে।"

খোলিয়াভা রেলপথের প্রত্যেকটি স্টেশনে তার 'চেকা' কমিটির বন্ধুদের কাছে টেলিফোন করে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাল—মাঝপথে কোথাও ট্রেন থেকে কোরচাগিনকে যাতে নামিয়ে না দেওয়া হয় সেদিকে যেন তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখে। এটা যে করা হবে, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত সে ঘুমোতে গেল না।

রেলপথ বেয়ে আরও কিছুদূরে একটা জংশন-স্টেশনে চল্‌তি যাত্রী-ট্রেনটা কিছুক্ষণের জন্যে যখন থামল, তখন একটা কামরা থেকে একজন সুন্দর চুলওয়ালা তরুণের দেহ নামিয়ে এনে রাখা হল প্ল্যাটফর্মে। কেউ জানে না সে কে বা কিসে সে মারা গেছে। স্টেশনের 'চেকা' কমিটির লোকটি খোলিয়াভার অনুরোধ স্মরণ করে কামরাটার কাছে ছুটে এল। কিন্তু তরুণটি মারা গেছে দেখে সে মৃতদেহটিকে লাশ-ঘরে চালান দেবার জন্যে নির্দেশ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বোইয়ারকায় টেলিফোন করে খোলিয়াভাকে জানিয়ে দিল—যে-বন্ধুটিকে বাঁচাবার জন্যে সে এতো উৎকণ্ঠিত ছিল, সে মারা গেছে।

কোরচাগিনের মৃত্যুর খবর জানিয়ে বোইয়ারকা থেকে একটা সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেওয়া হল প্রাদেশিক কম্‌সোমল কমিটির কাছে।

ইতিমধ্যে, আলিওশা কোখান্‌স্কি অসুস্থ কোরচাগিনকে তার বাড়িতে পৌছে দিয়ে নিজেই অসুখ নিয়ে ফিরে এল।

"৯ই জানুআরি

"আমার মনের মধ্যে এতো যন্ত্রণা হচ্ছে কেন? লিখতে বসার আগে ভয়ানক কেঁদেছি। কে বিশ্বাস করবে যে রিতা এমন যন্ত্রণাভরা কান্না কাঁদতে পারে? কিন্তু কান্না কি সবসময়েই দুর্বলতার লক্ষণ? আজ আমার এই চোখের জল নিদারুণ দুঃখের। আজ এই বিজয়-উৎসবের দিনে শীতের ভীষণতাকে জয় করা গেছে; রেল-স্টেশনগুলোয় মহামূল্য জ্বালানিকাঠের স্তূপ জমে উঠেছে; শহর-সোবিয়েতের সমস্ত সভ্যদের নিয়ে একটা বড়ো সভায় রেলপথ-কর্মী বীরদের সমস্ত রকম সম্মান জানানো হয়েছে। আমি এইমাত্র সেই বিজয়-অনুষ্ঠান থেকে ফিরে এসেছি। আজকের মতো এরকম একটা আনন্দের দিনে দুঃখ আমার মনকে আচ্ছন্ন করেছে কেন?—আমাদের জয় হয়েছে, কিন্তু যাতে আমরা জয়ী হই তার জন্যে দু জন মানুষ প্রাণ দিয়েছে—ক্লাভিচেক আর কোরচাগিন।

"পাভেলের মৃত্যুতে আমার চোখে সত্যটা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে—আমি যতোটা ভেবেছিলাম, তার চেয়েও ঢের বেশি প্রিয় ছিল সে আমার কাছে।

"আপাতত এই রোজনাম্‌চা লেখা শেষ করব। আর কখনও লিখব কি-না সন্দেহ। ইউক্রেনীয় কম্‌সোমলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে আমাকে যে কাজ দিতে চাওয়া হয়েছে, সে কাজটা নেব জানিয়ে আমি কাল খারকভে চিঠি লিখব।"

তৃতীয় অধ্যায়

কিন্তু যৌবন জয়ী হল। পাভেল টাইফয়েড জ্বরে মারা পড়েনি। এই নিয়ে চারবার সে মৃত্যুর সীমান্তরেখা ছুঁয়ে জীবনের এলাকায় ফিরে এল। পুরো একমাস কেটে গেছে তার বিছানা ছেড়ে ওঠার সামর্থ্য ফিরে পেতে। শীর্ণ বিবর্ণ দেহে কাঁপন-ধরা পায়ে দেয়াল-ঘেঁষে শরীরের ভর রেখে সে দুর্বলভাবে টলতে টলতে ঘরের মধ্যে চলাফেরা করছে। মায়ের সাহায্যে জানলাটার কাছে এসে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইল বাইরে রাস্তাটার দিকে চেয়ে যেখানে বরফ-গলা জল জমে উঠে বসন্ত-ভোরের সূর্যের আলোয় চিক্‌চিক্ করছে। বছরের প্রথম উষ্ণ হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

জানলাটার ঠিক সামনেই চেরি-গাছের ডালে বসে ধূসর-বুকওয়ালা একটা চড়ুইপাখি ঠোঁট দিয়ে তার পালকগুলো আঁচড়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছিল আর মাঝে মাঝে দ্রুত চোখে অস্বস্তির সঙ্গে তাকিয়ে দেখছিল পাভেলের দিকে।

জানলাটার শার্সির গায়ে মৃদু আঙুলে চাপড় মেরে পাভেল বলল, "তাহলে দেখছি, তুই আর আমি শীত-কালটা পেরিয়ে এসেছি।"

চম্‌কে উঠে তার মা তাকাল।

"কার সঙ্গে কথা বলছিস ওখানে?"

"চড়ুই একটা।...এই যাঃ, উড়ে গেছে—ক্ষুদে শয়তানটা!" শীর্ণ একটা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

পূর্ণ বসন্ত নেমে আসতেই পাভেল শহরে ফেরার কথা ভাবা আরম্ভ করেছে। সে এখন হেঁটে চলার মতো যথেষ্ট শক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কি যেন একটা রহস্যময় ব্যাধি তার শক্তি ক্ষইয়ে দিচ্ছে। একদিন যখন সে বাগানে হেঁটে বেড়াচ্ছে, তখন শিরদাঁড়ায় হঠাৎ একটা নিদারুণ যন্ত্রণা হতেই সে মাটিতে পড়ে গেল। অতি কষ্টে সে নিজেকে টেনে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে। পরের দিন এক-জন ডাক্তারকে দিয়ে খুব ভালো করে সে নিজেকে পরীক্ষা করাল। পাভেলের পিঠের দিকটা পরীক্ষা করতে করতে ডাক্তার তার শিরদাঁড়ায় ভেতরের দিকে বেশ খানিকটা বসে-যাওয়া একটা জায়গা লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়ে জেরা করলেন ঃ

"এটা হল কি করে?"

"রোভ্নোর লড়াইয়ে ওটা হয়েছে। তিন ইঞ্চি বেড়ের একটা কামানের মুখ থেকে আমাদের পেছনের রাস্তায় একটা গোলা এসে পড়ে, একটা পাথর ছিট্কে এসে আমার পেছনে লাগে।"

"কিন্তু তুমি এতদিন হাঁটাহাঁটি করতে পারলে কি করে? এর জন্যে কোনো কষ্ট হয়নি?"

"না। ওই ঘটনাটার পর আমি দু'এক ঘণ্টার জন্যে উঠতে পারিনি। তার-পরে যন্ত্রণাটা কেটে গিয়েছিল আর আমিও ঘোড়ার জিনের ওপর চেপে বসে এগিয়ে গিয়েছিলাম। তারপরে এই প্রথম যন্ত্রণাটা ফের জেগেছে।"

শিরদাঁড়ার গর্তটা বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করার সময়ে ডাক্তারের মুখখানা দারুণ গম্ভীর হয়ে উঠল।

"হ্যাঁ, ভাই, বড়ো বিশ্রী দাঁড়িয়েছে ব্যাপারটা। শিরদাঁড়া এরকম একটা চোট খেলে সামলে নিতে পারে না। আশা করা যাক, সেরে যাবে।"

পাভেলের জামা পরে নেবার সময় ডাক্তার তাঁর এই রোগীটিকে লক্ষ্য করতে লাগলেন সহানুভূতি আর দুঃখের সঙ্গে, মনোভাবটাকে তিনি গোপন করতে পারলেন না।

আরটেম থাকে তার স্ত্রীর আত্মীয়দের সঙ্গে। তার বউ স্তিওশা খুব সাধারণ চেহারার চাষী মেয়ে। অতি গরীব পরিবারে তার জন্ম।

পাভেল একদিন তার দাদার সঙ্গে দেখা করতে এল। গম্ভীর মুখ আর ট্যারা-চোখ একটা বাচ্চা নোংরা সংকীর্ণ উঠোনটায় খেলা করছিল, একদৃষ্টিতে পাভেলের দিকে তাকিয়ে থেকে নির্বোধের ভঙ্গিতে নাক উঁচিয়ে জবাব চাইল: "কি চাই? চোর নও তো? কেটে পড়ো বরং, নইলে মায়ের কাছে জব্দ হয়ে যাবে!"

পুরনো ভাঙাচোরা কুঁড়েটার একটা ছোট্ট জানলা খুলে গেল, বাইরের দিকে তাকাল আরটেম।

"ভেতরে চলে আয়, পাভেল" ডাক দিল সে।

একটি বুড়ী উনুনটার কাছে কাজে ব্যস্ত—পুরনো পার্চ্মেন্ট কাগজের মতো হলদে তার মুখ। তার পাশ কাটিয়ে যাবার সময় সে পাভেলের দিকে একটা বিরূপ দৃষ্টি হেনে বাসনপত্রগুলো নিয়ে ঠক্ঠাক শুরু করল।

আঁটসাঁট করে বিনুনি বাঁধা দুটি মেয়ে উনুনটার ওপরে চড়ে বসে সেখান থেকে তাকিয়ে রইল পাভেলের দিকে, আদিম শিশুসুলভ কৌতূহলে হাঁ হয়ে গেছে তাদের মুখ।

টেবিলের সামনে বসে আরটেম কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছে বলে মনে হচ্ছিল। সে জানে যে তার মা আর ভাই কেউই এই বিয়ে সমর্থন করেনি। আরটেমদের পরিবার পুরুষানুক্রমে শ্রমজীবী, রাজমিস্ত্রির সুন্দরী মেয়ে গালিয়া নিজে একজন পেশাদার দর্জি। তার সঙ্গে তিন বছর ধরে প্রেম করার পর কেন যে আরটেম তাকে ছেড়ে স্তিওশার মতো মূর্খ আর ভোঁতা একটা মেয়ের সঙ্গে গিয়ে বসবাস শুরু করল আর পাঁচজন মানুষের একটা পরিবারের রুজি-রোজগারের ভার তুলে নিল, সেটা তারা বুঝতে পারেনি। ইদানিং তাকে

রেল-কারখানায় সারাদিনের কঠিন পরিশ্রমের পর ফিরে এসে অচল জোত-জমিটাকে আবার জীইয়ে তোলার চেষ্টায় লাঙল ঠেলতে হয়।

পাভেল যাকে বলে "পেতি-বুর্জোয়ার দল", নিজের দল ছেড়ে সেই তাদের দলে এসে আরটেমের যোগ দেওয়াটাকে যে পাভেল সমর্থন করেনি, তা আরটেম জানে। তাই তার ভাই তার এই পরিবেশকে কি চোখে দেখছে সেটা লক্ষ্য করতে লাগল আরটেম।

বসে বসে কিছুক্ষণ ধরে তারা খুব সাধারণ রকমের এটা-ওটা কথাবার্তা চালাল—দু'জন লোকের মধ্যে এমনি হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে যে-রকম প্রসঙ্গ বিনিময় হয়, সেইরকম। একটু বাদেই পাভেল যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু আরটেম আটকাল তাকে ঃ

"বোস্, একটু, যা হোক কিছু খেয়ে যা আমাদের সঙ্গে বসে। স্তিওশা এখুনি দুধ নিয়ে এসে যাবে। তাহলে, তুই কালই আবার চলে যাচ্ছিস ? গায়ে যথেষ্ট জোর ফিরে এসেছে বলে কি তোর মনে হচ্ছে, পাভ্‌কা ?"

স্তিওশা ঢুকল। পাভেলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সে আরটেমকে বলল তার সঙ্গে গিয়ে গোলাঘর থেকে কি একটা জিনিস নিয়ে আসবার জন্যে তাকে সাহায্য করতে। পাভেল বসে রইল সেই গোমড়ামুখো বুড়ীটার সঙ্গে। জানলার ফাঁকে ভেসে এল গির্জার ঘণ্টার শব্দ। বুড়ীটা তার শিকেটা নামিয়ে রেখে বিরক্তিভরা গলায় বিড়্‌বিড়্ করে উঠল।

"হায় ভগবান! ঘরদোরের এই হতচ্ছাড়া কাজকর্ম করে কি আর মানুষে একটু প্রার্থনা করারও সময় পায়!" শালটা খুলে ফেলে আগন্তুকটির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সে এগিয়ে গেল ঘরের কোণে যেখানে দেবতা-সন্তদের বহু-কালের বিবর্ণ রঙ্-চটা মূর্তিগুলো রাখা আছে। হাড়-জির্‌জিরে তিনটি আঙুল জড়ো করে সে নিজের বুকের ওপরে ক্রশ্-চিহ্ন আঁকল।

জীর্ণ শুক্‌নো ঠোঁটে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "হে আমাদের স্বর্গস্থিত পিতা, তোমার নাম ধন্য হউক!"

বাইরের উঠোনে সেই বাচ্চাটা খেলা করতে করতে লাফিয়ে চেপে বসেছে একটা কালো রঙের কান-ঝোলা শুয়োরের পিঠে। ছোট ছোট খালি পা দুটো দিয়ে শুয়োরটার দুই পাশ চট্ করে আঁকড়ে ফেলে লোমগুলো চেপে ধরে সে চিৎকার করছে ঘোঁত্ ঘোঁত্ শব্দে ছুটে-চলা শুয়োরটার উদ্দেশে ঃ 'জোর্‌সে চালাও, হেঁইও! হট্ হট্, হেই!"

পিঠের ওপর ছেলেটাকে নিয়ে শুয়োরটা পাগলের মতো উঠোনে ছুটে বেড়াচ্ছে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্যে বেপরোয়া চেষ্টা করতে করতে। কিন্তু ট্যারা-চোখ ক্ষুদে শয়তানটা দিব্যি গদি বাগিয়ে বসে আছে।

বুড়ীটা প্রার্থনা থামিয়ে জানলা দিয়ে গলিয়ে দিল তার মাথাটা।

"ওরে ও জাহান্নমের কুত্তা! নেমে পড়্ এক্ষুনি শুয়োরটার পিঠ থেকে, নইলে ছাল ছাড়িয়ে নেব তোর। মরণও হয় না হতভাগার!"

শেষ পর্যন্ত শুয়োরটা অত্যাচারী ছেলেটাকে পিঠ থেকে ফেলে দিতে সমর্থ হল। বুড়ীটা তাতে খুশি হয়ে ঘরের কোণে মূর্তিগুলোর কাছে ফিরে এসে

চেহারায় একটা ভক্তির ভাব ফুটিয়ে তুলে ফের আরম্ভ করল ঃ

"তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক..."

সেই মুহূর্তে ছেলেটা কান্নায় ফোলা মুখ নিয়ে দরজায় দেখা দিল। জামার হাতা দিয়ে তার ছ'ড়ে যাওয়া নাকটা মুছতে মুছতে আর যন্ত্রণায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে নাকি-সুরে বলল ঃ

"একটা কেক্ দাও, ঠাক্‌মা-আ-আ— !"

প্রচণ্ড রাগে তার দিকে ফিরে তাকাল বুড়ীটা ঃ

"দেখ্‌ছিস্ নে আমি প্রার্থনায় বসেছি, ট্যারা-চোখ শয়তান কোথাকার? দাঁড়া, দিচ্ছি তোকে কেক্, ইব্‌লিসের বাচ্চা!..." বেঞ্চির ওপর থেকে একটা চাবুক তুলে নিল সে। চক্ষের পলকে উধাও হয়ে গেছে ছেলেটা। উনুনের ওপরে বসে মেয়ে দুটো ফিক্ ফিক্ করে হাসছে।

বুড়ীটা তার ধর্মকর্মে তৃতীয় বার মন বসাবার চেষ্টা করল।

পাভেল তার দাদার জন্যে আর অপেক্ষা না করে উঠে বেরিয়ে এল। বেড়ার দরজাটার পেছনে বন্ধ করে দেবার সময় সে লক্ষ্য করল—বুড়ীটা বাড়ীর শেষ প্রান্তের জানলাটা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সন্দেহভরা চোখে তাকিয়ে আছে।

আরটেমের মাথায় এ কোন্ দুর্বুদ্ধি ভর করেছিল যার টানে সে এখানে এসে পড়ল? এখন তো সে তার বাকি জীবনটার মতো এখানেই বাঁধা পড়ে গেল। স্তিওশা বছরে বছরে একটা করে ছেলে বিয়োবে। আর, আরটেমকে এখানে সেঁটে থাকতে হবে গোবরগাদায় গুব্‌রে-পোকার মতো। এমন কি, হয়তো সে রেল-কারখানার চাকরিও ছেড়ে দেবে।—বিষণ্ণ মনে ভাবতে ভাবতে পাভেল ছোট্ট শহরটার নির্জন রাস্তা বেয়ে হেঁটে চলেছে ঃ "আর, আমি কিনা আশা করে-ছিলাম যে রাজনৈতিক কাজে ওর আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারব।"

আগামী কাল যে সে এই জায়গা ছেড়ে বড়ো শহরে ফিরে যাবে, আর যারা তার এতো প্রিয় সেই বন্ধু আর কমরেডদের সঙ্গে মিলিত হবে—এই চিন্তায় আনন্দ পেল পাভেল। বিশাল ওই শহরের কর্মব্যস্ত মুখর জীবন, অসংখ্য মানুষের অন্তহীন স্রোত, ট্রামের ঘড়্‌ঘড়ানি আর মোটরগাড়ির গতিশব্দ যেন পাভেলকে চুম্বকের মতো টানছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি সে কামনা করছে ইঁটের তৈরি সেই বিরাট ফ্যাক্টরি-বাড়িটার ধোঁয়ায় মলিন কারখানা-ঘরগুলোর যন্ত্রপাতি আর চাকা-ঘোরানো বেল্ট্‌গুলোর কাছে ফিরে যাবার জন্যে। বিরাট ফ্লাই-হুইলটা যেখানে উন্মত্তের মতো পাক খেয়ে ঘুরছে সেখানে ফিরে যাবার জন্যে, যন্ত্রে লাগানো তেলের ঘ্রাণ নেবার জন্যে, আর যে-সব জিনিস তার অস্তিত্বের অঙ্গ হয়ে উঠেছে সেই সবের সঙ্গ পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সে। এই নিস্তরঙ্গ মফস্বল শহর—যার পথ বেয়ে সে এখন চলেছে—সেটা কেমন একটা অস্পষ্ট বিষণ্ণতার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করে তুলল তার মন। এখন যে তার নিজেকে এখানে বিদেশী বলে মনে হচ্ছে, এতে আশ্চর্য হল না সে। এমন কি, দিনের বেলাতেও এই শহরে এক পাক ঘুরে আসাটা যেন একটা রীতিমত অস্বস্তিকর পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাবার মতো। গিন্নি-মেয়েরা বাড়ির দাওয়ায় বসে গালগল্প করছে, তাদের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় ওদের অলস মন্তব্যগুলো পাভেল না শুনে পারল না।

"এই চোয়াড়ে চেহারার লোকটা আবার কে?"

"দেখে তো মনে হচ্ছে ক্ষয়রোগ হয়েছিল ওর—যাকে বলে, ফুস্‌ফুসের ব্যারাম।"

"সুন্দর কোর্তাখানা পরেছে তো—চুরি করা জিনিস, নিশ্চয়।"

এই ধরনের আরও অনেক উক্তি। এ সবে ঘেন্না ধরে গেছে পাভেলের।

বহুদিন আগেই সে নিজেকে শেকড় শুদ্ধ বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে এই পরিবেশ থেকে। ওই বিরাট শহরের সঙ্গে সে নিজের ঢের বেশি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা অনুভব করল—যে-শহরের সঙ্গে শ্রমের আর সহকর্মের প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ যোগসূত্রে সে বাঁধা।

এই সব চিন্তায় আচ্ছন্ন মন নিয়ে চলতে চলতে পাভেল হঠাৎ লক্ষ্য করল সে পাইন-বনটার কাছে এসে পড়েছে। রাস্তাটা যেখানে দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে, সেখানে সে একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে পড়ল। তার ডান দিকে পুরনো জেলখানা—চারিদিকে উঁচু উঁচু কাঠের গুঁড়ির বেড়া দিয়ে বন থেকে আলাদা করা। তার পেছনে হাসপাতালের শাদা বাড়িগুলো।

এইখানে ওই চওড়া খোলা জায়গাটায় ফাঁসুড়ের দড়ির গেরোয় রুদ্ধশ্বাস হয়ে ভালিয়া আর তার কমরেডরা তাদের তাজা জীবন দিয়েছে। ফাঁসির মঞ্চটা যেখানে ছিল, সেখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল পাভেল। তারপরে উৎরাই বেয়ে নেমে এল ছোট গোরস্থানটায় যেখানে সাধারণ একটা কবরের নিচে একসঙ্গে শুয়ে রয়েছে 'শ্বেত-সন্ত্রাসের' সময়কার সেই শহীদরা। কারা যেন সস্নেহ হাতে কবরটার ওপরে বিছিয়ে দিয়েছে ফার-গাছের কচি ডাল আর চারিধারে সযত্নে গেঁথে দিয়েছে সবুজ রঙের ছোট বেড়া। উৎরাইটার মাথায় পাইনগাছগুলো উঠে গেছে খাড়া আর ঋজু হয়ে, ঢালু বেয়ে কচি ঘাসের রেশম-সবুজ গালিচা বিছানো।

শহরের বাইরের এইদিকটায় একটা বিষণ্ণ নিঃশব্দতা। গাছগুলোর মৃদু ফিস্‌ফিসানি আর নতুন প্রাণ পাওয়া মাটির বুকে বসন্তের তাজা গন্ধ।... এই জায়গায় পাভেলের কমরেডরা বীরের মতো এগিয়ে গেছে মৃত্যুর দিকে যাতে সুন্দর হয়ে ওঠে তাদের জীবন যারা জন্ম নিয়েছে দারিদ্র্যের মধ্যে, যাদের জন্মের মুহূর্তটি হচ্ছে দাসত্বের আরম্ভ-লগ্ন।

ধীরে ধীরে পাভেল হাত তুলে টুপিটা খুলে নিল মাথা থেকে। নিবিড় একটা বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার সমস্ত সত্তা।

জীবন মানুষের সবচেয়ে প্রিয়। এই জীবন সে পায় মাত্র একবার বাঁচবার জন্যে। এমন ভাবে বাঁচতে হবে তাকে যাতে বছরের পর বছর লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করার জন্যে পরে যন্ত্রণাভরা অনুশোচনায় ভুগতে না হয়, যাতে বিগত জীবনের গ্লানিভরা হীনতার জন্যে লজ্জার দগ্ধানি তাকে সইতে না হয়। এমন-ভাবে বাঁচতে হবে যাতে মৃত্যুর মুহূর্তে সে যেন বলতে পারেঃ আমার সমস্ত জীবন, সমস্ত শক্তি আমি ব্যয় করেছি এই দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো আদর্শের জন্যে—মানুষের মুক্তির জন্যে সংগ্রামের আদর্শ। এবং তার জন্যে জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে কাজে লাগাতে হবে পাছে হঠাৎ কোনো ব্যধি বা কোনো মর্মান্তিক দুর্ঘটনা জীবনে আকস্মিক ছেদ টেনে দেয়।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে কোরচাগিন ফিরে চলল কবরখানা থেকে।

* * *

বাড়িতে তার মা বিষণ্ণ মনে ছেলের রওনা হবার ব্যবস্থাপত্র করছিল। মাকে লক্ষ্য করে পাভেল বুঝতে পারল যে সে তার চোখের জল লুকোবার চেষ্টা করছে।

শেষে সাহস করে মা বলল, "আরও কয়েকদিন হয়তো তোর থাকলে চলে, পাভ্‌লুশা? এই বুড়ো বয়সে আমার একা পড়ে থাকা যে কি কষ্ট। ছেলে-পুলে যতোই থাক না কেন, বড়ো হয়ে সবাই ছেড়ে চলে যায়। শহরে ছুট্‌তেই কেন হবে তোকে, বল্‌তো? এখানেও তো দিব্যি থাকতে পারিস। নাকি, হয়তো কোনো বব্‌করা চুলওয়ালা ছোট্ট দোয়েল-পাখি তোর মন টেনেছে? তোরা ছেলেরা তোদের বুড়ো মাকে কখনও কিছু বলিস নে। আরটেম আমাকে একটাও কথা না বলে চলে গিয়ে বিয়ে করল। আর, তুই তো এ সব দিক থেকে ওর চেয়েও খারাপ। অসুখ হয়ে যখন আর চলতে পারিসনে, শুধু তখনই আমি তোর দেখা পাই।" পাভেলের সামান্য কয়েকটা জিনিস পরিষ্কার একটা থলেয় ভরতে ভরতে মা মৃদুস্বরে অনুযোগ করল।

পাভেল মার কাঁধ দুটো ধরে তাকে নিজের দিকে টেনে নিল।

"দোয়েল-পাখি-টাখি আমার জন্যে নয়, মা! জানো না, পাখিরা তাদের নিজের নিজের জাত থেকেই সঙ্গী বেছে নেয়? আর, আমি দোয়েল-পাখি, তাই বলতে চাও না-কি?"

নিজের অনিচ্ছাতেই হেসে ফেলল তার মা।

"না, মা। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—দুনিয়ার সমস্ত বুর্জোয়াকে খতম না করা পর্যন্ত মেয়েদের কাছে ঘেঁষব না। তাহলে আমাকে অনেক দিন অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে বলে তোমার মনে হচ্ছে, না? না, মা, বুর্জোয়ারা এখন আর খুব বেশি দিন টিঁকতে পারবে না। শিগ্‌গিরই দুনিয়ার তামাম মানুষের জন্যে একটা মস্তবড়ো লোকতন্ত্র গড়ে উঠবে। তোমরা বুড়ো মানুষরা, যারা জীবন-ভর খেটেছ, তারা সমুদ্রের ধারে সেই সুন্দর গরম দেশ ইতালিতে যাবে। সেখানে শীত নেই মা। বড়োলোকদের প্রাসাদগুলোয় আমরা তোমাদের নিয়ে গিয়ে তুলব সেখানে। তোমরা বসে বসে রোদ্দুর পোয়াবে আর বুড়ো হাড়গুলোকে তাজা করে তুলবে, আর আমরা ততক্ষণে আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার বুর্জোয়াদের সাবাড় করে দিয়ে আসব।"

"ওসব ভারি সুন্দর রূপকথার গল্প, বাবা। কিন্তু আমি তো আর ওসব সত্যি হয়ে ওঠা পর্যন্ত বেঁচে থাকব না।...তুই হয়েছিস ঠিক তোর জাহাজী ঠাকুরদার মতো, নানান্ ধরনের ধারণায় ভর্তি ছিল লোকটার মাথা। রীতিমত বোম্বেটে ছিল একটা—ভগবান ক্ষমা করুন তাকে! সেবাস্তোপোলের যুদ্ধে ঘায়েল হয়ে একটা হাত আর একটা পা হারিয়ে ঘরে এল—বুকের ওপরে দুটো ক্রুশ আর ফিতেয় বাঁধা জারের দুটো রূপোর মেডেল ঝুলিয়ে দিয়েছিল ওরা। অনেক বয়েস পর্যন্ত বেঁচেছিল লোকটা আর মারা গিয়েছিল সাংঘাতিক গরীব অবস্থার মধ্যে। মেজাজটাও ছিল তার দারুণ তিরিক্ষি—চলে ফিরে বেড়াবার ঠেকোলাঠিটা দিয়ে একবার একজন অফিসারের মাথায় মেরে বসেছিল। ফলে, বছরখানেক জেল হয়েছিল। তখন তার সামরিক ক্রুশগুলো দেখিয়েও কোনো ফল হয় নি। হ্যাঁ, তুই ঠিক তোর ঠাকুরদার মতোই হয়েছিস, কোনো ভুল নেই এতে।"

"তাহলে তো আমাদের এমন মন খারাপের মধ্যে দিয়ে বিদায় নেওয়া চলে না, মা, কি বলো? আমার অ্যাকর্ডিয়নটা দাও। অনেকদিন আমি ওটা ছুঁইনি পর্যন্ত।"

ঝিনুকের চাবিগুলোর ওপরে মাথাটা নুইয়ে সে বাজানো আরম্ভ করল। তার সুরে যে নতুন গুণ বর্তেছে, বাজানো শুনতে শুনতে সেটা লক্ষ্য করে মা বিস্মিত হল। ওতো কখনও এরকম বাজাতো না। সেই হাল্কা নাচের জলদ-তালে সুরমূর্চ্ছনা, সেই মন-মাতানো ছন্দ—যার জন্যে এই তরুণ অ্যাকর্ডিয়ন-বাজিয়ে সারা শহরে বিখ্যাত ছিল—সেসব আর পাভেলের বাজনায় নেই। পাভেলের আঙুলগুলো তাদের দক্ষতা বা শক্তি কিছুমাত্র হারায় নি, কিন্তু আঙুলগুলোর ফাঁকে ফাঁকে যে সুরলহরী বেরিয়ে আসছে, তা হয়ে উঠেছে আরও ঐশ্বর্যময়, আরও গভীর।

স্টেশনে একাই এল পাভেল।

শেষ বিদায়ের মুহূর্তে মা বড়ো বেশি রকম বিচলিত হয়ে পড়বে বলে বুঝতে পেরে মাকে সে বাড়িতে থাকার জন্যে রাজি করিয়েছে।

অপেক্ষমান জনতার ভিড়। বিশৃঙ্খলভাবে গাদাগাদি হয়ে উঠল ট্রেন। সব-চেয়ে উঁচু একটা তাকে উঠে বসে পাভেল সেখান থেকে দেখতে থাকল উত্তেজিত যাত্রীদের চিৎকার, তর্কবিতর্ক আর নিচের দিকে লক্ষ্য করে হাত-পা-নাড়া।

বস্তা আর পোঁট্লার চিরাচরিত বাহুল্য, বসবার বেঞ্চির নিচে ওগুলোকে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলা হয়েছে।

ট্রেনটা চলতে আরম্ভ করার পর গোলমাল কিছুটা কমে আসতেই যাত্রীরা সব খেয়ে পেট বোঝাই করার কাজে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল পাভেল।

কিয়েভ্-এ পৌঁছেই পাভেল সঙ্গে সঙ্গে শহরের মাঝখানে ক্রেশ্চাতিক স্ট্রিটের দিকে রওনা হল। ধীরে ধীরে উঠল সে পুলটায়। সব কিছুই যেমন ছিল তেমনি আছে, কিছুই বদ্লায়নি। মসৃণ রেলিংটার ওপর দিয়ে হাত টেনে টেনে হেঁটে পার হয়ে এল পুলটা। নামতে শুরু করার আগে একটু দাঁড়াল। পুলটার ওপরে জনমানুষ নেই। তার বিমুগ্ধ চোখের সামনে রাত্রির নিঃসীম বিস্তার খুলে ধরেছে এক মহিমাময় সৌন্দর্যসমারোহ। অন্ধকারের মখমল-আস্তরণে ঢাকা পড়েছে দিগন্ত। অসংখ্য উজ্জ্বল তারা নীল্চে-সবুজ আভায় জ্বল্জ্বল্ করছে। আর, দূরে নিচে যেখানে কোনো এক অদৃশ্য সীমারেখায় পৃথিবী গিয়ে মিশেছে আকাশের সঙ্গে, সেখানে কোটি কোটি আলো জ্বালিয়ে শহরটা অন্ধকারকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়েছে।...

রাত্রির নিঃশব্দতা ভেঙে দিয়ে কথাবার্তার স্বর উঠল, পাভেলকে জাগিয়ে দিল তার স্বপ্নাচ্ছন্নতা থেকে। কেউ একজন আসছে এদিকে। শহরের আলো-গুলোর দিক থেকে চোখদুটোকে বিচ্ছিন্ন করে এনে পাভেল সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল।

জেলার বিশেষ বিভাগে যে-লোকটা ডিউটিতে ছিল, সে পাভেলকে খবর দিল—ঝুখ্‌রাই অনেকদিন আগেই শহর থেকে চলে গেছে।

এই তরুণটি যে সত্যিই ঝুখরাইয়ের একজন ব্যক্তিগত বন্ধু, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্যে সে পাভেলকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে, শেষ পর্যন্ত জানাল—তুর্কীস্তান-সীমান্তে তাশ্‌কেন্ত্‌-এ কাজ করার জন্যে ফিওদোরকে পাঠানো হয়েছে। খবরটা শুনে পাভেল এত বিচলিত হয়ে পড়ল যে সে আর কোনো কিছু বিস্তৃতভাবে জানতে না চেয়েই ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইরে চলে এল। হঠাৎ একটা শ্রান্তির ভারে আচ্ছন্ন হয়ে তাকে দরজার গোড়ায় বসে পড়তে হল কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার জন্যে।

ঘর্ঘর শব্দে রাস্তাটাকে মুখরিত করে তুলে একটা ট্রামগাড়ি গড়িয়ে চলে গেল। জনতার অন্তহীন স্রোত চলেছে তার সামনে দিয়ে। বিচ্ছিন্নভাবে পাভেলের কানে ঢুকছে মেয়েদের খুশিভরা হাল্‌কা হাসি, গুরুগম্ভীর একটা গলার কথার টুক্‌রো, ছোট ছেলের সরু চড়া পর্দার স্বর, একজন বৃদ্ধের কাঁপন-ধরা খাদের গলা। দ্রুত চলমান ভিড়ের বিরতিহীন জোয়ারভাঁটা। উজ্জ্বল আলোকিত ট্রামগাড়ি, মোটরের হেড-লাইটের ধাঁধাঁ-লাগানো দীপ্তি, কাছের একটা সিনেমা-গৃহের প্রবেশমুখে বিজ্‌লি-আলোর জ্যোতি...আর, সর্বত্র জনতা—অবিশ্রাম কথার গুঞ্জনে পথ মুখর করে তোলা জনতা। রাত্রির এই বিরাট শহর!

ফিওদোরের চলে যাবার খবরে পাভেলের মনে যে বেদনা জেগেছিল, তার তীক্ষ্ণতা কিছুটা কমে এল রাস্তার কলকোলাহলে। কোথায় যাবে সে এখন? যেখানে তার বন্ধুরা থাকে, সেই সোলোমেন্‌কা এখান থেকে অনেক দূরে। এখান থেকে অনতিদূরে ইউনিভার্সিটি-স্ট্রিটের বাড়ির ছবিটা একবার পাভেলের মনের পটে ভেসে উঠল। সেখানে অবশ্য যেতে পারে সে। ফিওদোরের পরেই যে-কমরেডের সঙ্গে দেখা করার কামনা পাভেলের মনে সবচেয়ে বেশি, সে রিতা। আর, ওখানে হয় তো আকিমের ঘরে রাতটা কাটানোর ব্যবস্থাও করতে পারে পাভেল।

দূর থেকে সে কোণের জানলাটায় আলো দেখতে পেল। মনের আবেগ-চঞ্চলতাটুকু জোর করে সামলে নিয়ে সে বাইরের দিকের ভারি ওক-কাঠের দরজাটা ঠেলে খুলল। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সিঁড়ির সামনের জায়গাটুকুতে। রিতার ঘর থেকে গলার আওয়াজ আসছে। কেউ একজন একটা গিটারে টুং টাং শব্দ তুলছে।

"আরে, ও দেখছি আজকাল গিটার বাজাতে দেয় ওর ঘরে—কড়াকড়ি শাসনটা একটু ঢিলে করেছে দেখছি"—মনে মনে ভাবল পাভেল। তারপর সে ভেতরের উত্তেজনাটা চাপা দেবার জন্যে ঠোঁট কামড়ে দরজার ওপরে মৃদু ঠুক্‌-ঠুক্‌ আওয়াজ করল।

কোঁকড়ানো-চুল একটি তরুণী দরজাটা খুলে প্রশ্নভরা চোখে তাকাল কোরচাগিনের দিকে।

"কাকে চাই?"

দরজাটা পুরোপুরি খুলে ধরেছিল মেয়েটি। ভেতরে এক নজর তাকিয়েই পাভেল বুঝে নিল যে তার এখানে আসাটা নিষ্ফল হয়েছে।

"উস্তিনোভিচের সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি?"

"সে তো এখানে নেই। গত জানুআরি মাসে সে খার্কভ্-এ গেছে। শুনেছি, এখন সে আছে মস্কোতে।"

"কমরেড আকিম কি এখনও এখানে থাকে? না-কি, সেও চলে গেছে?"

"কমরেড আকিমও এখানে নেই। সে এখন ওদেসা-জেলা-কম্সোমলের সম্পাদক।"

ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই পাভেলের। শহরে ফিরে আসার আনন্দ-উত্তেজনাটা তার মিইয়ে এসেছে।

এখনকার মতো অব্যবহিত সমস্যাটা হচ্ছে রাত্রি কাটাবার মতো একটা জায়গা খুঁজে নেওয়া।

নৈরাশ্যটুকু হজম করে নিয়ে সে মনে মনে ঘোঁত্ঘোঁত্ করে নিজেকেই বলল, "পুরনো বন্ধুদের খোঁজে হেঁটে হেঁটে পা খোঁড়া করে আর লাভটা কি হবে, তারা যে আদপেই নেই এখানে।" তবু যা হোক, আরেকবার ভাগ্য পরীক্ষা করবে বলে স্থির করে সে দেখতে চলল পান্ক্রাতভ্ এখনও শহরে আছে কি-না। জাহাজের মালখালাসীটি থাকে জাহাজঘাটা-অঞ্চলে—সেটা সোলোমেন্কার চেয়ে কাছে।

পান্ক্রাতভের বাসার কাছে এসে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল পাভেল। দরজাটার ওপরে এককালে একপোঁচ হল্দে রঙের জৌলুস ছিল, তার ওপরে হাত ঠুকে আওয়াজ করার সময় পাভেল মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, "পান্ক্রাতভ্ও যদি এখানে না থাকে, তাহলে খোঁজাখুঁজি ছেড়ে দিয়ে ঘাটে গিয়ে একটা ডিঙির নিচে গুঁড়ি মেরে ঢুকে ওখানেই রাতটা কাটিয়ে দেব।"

মাথার ওপর দিয়ে থুত্নির নিচে রুমাল বাঁধা একজন বৃদ্ধা এসে দরজা খুলে দিলেন। পানক্রাতভের মা ইনি।

"ইগনাত্ বাড়ি আছে, মা?"

"এইমাত্র এসেছে ও।"

পাভেলকে চিনতে না পেরে তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, "ইগনাত্, একজন ডাকছে তোকে!"

পাভেল তাঁর পেছনে ঘরের মধ্যে ঢুকে মেঝের ওপরে তার বোঁচ্কাটা রাখল। পান্ক্রাতভ্ টেবিলে বসে রাত্রির খাওয়া সারছিল, পেছন ফিরে আগন্তুকের দিকে এক নজর দেখে নিল।

"আমার কাছেই এসে থাকো যদি, তাহলে কিছুক্ষণ বসে চাঙ্গা হয়ে নাও", বললে সে, "আমি ততক্ষণে কিছু পুরে নিই পেটে। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয় নি আমার।" বলেই সে মস্তবড়ো একটা কাঠের চামচ তুলে নিল।

পাভেল একটা নড়বড়ে চেয়ারে বসে রইল একপাশে। টুপিটা খুলে নিয়ে তার একটা পুরনো অভ্যেস অনুযায়ী সেটা দিয়ে মুছে নিল কপালটা।

মনে মনে ভাবল, "এতোই কি আমি বদ্লে গেছি যে ইগনাত্ও আমাকে চিনতে পারছে না?"

দু-এক চামচ মাংসের ঝোল পাচার করার পর, আগন্তুকটি কিছু বলল না দেখে পান্ক্রাতভ মাথা ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল।

"আচ্ছা, বলে ফেল দিকি, কি বলতে চাও?"

এক টুক্রো রুটি-ধরা হাতখানা তার মাঝপথে শূন্যে থেমে রইল। বিস্ময়ে চোখ দুটো মিট্মিট্ করতে করতে সে তাকিয়ে রইল তার অতিথির দিকে।

"আরে...একি ?...আচ্ছা ! এমনটি তো কখনও..."

পানক্রাতভের লাল্‌চে মুখখানায় বিমূঢ় বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠতে দেখে পাভেল আর থাকতে না পেরে সশব্দে হেসে উঠল।

"পাভ্‌কা!" চিৎকার করে উঠল পান্‌ক্রাতভ, "কিন্তু আমরা যে সবাই এদিকে জানি যে তুই মারা গেছিস! আরে, দাঁড়াও, দাঁড়াও এক মিনিট—আরেকবার নামটা বলো দিকি ?"

তার চিৎকার শুনে পান্‌ক্রাতভের দিদি আর মা পাশের ঘর থেকে ছুটে এল। ও যে পাভেল কোরচাগিন ছাড়া আর কেউ নয়, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তারা তিনজনে মিলে প্রশ্ন-বৃষ্টি করে চলল পাভেলের ওপর।

বাড়ির সবাই অনেকক্ষণ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখনও পর্যন্ত পান্‌ক্রাতভ গত চারমাসে যা যা ঘটেছে তার সমস্ত বিবরণ দিয়ে চলেছে পাভেলের কাছে।

"গেল শীতে ঝার্‌কি আর মিতিয়াই খারকভে চলে গেল। কোথায় গেল বল্‌ দিকি নচ্ছারগুলো? কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে, অন্য কোথাও নয়! প্রাথমিক পাঠ নেবার ক্লাসে ঢুকল ওরা। গোড়ার দিকে আমরা ছিলাম পনের জন। তোর এই বন্ধুটিও দলে পড়ে ঝোঁকের মাথায় দরখাস্ত দিয়ে বসেছিল। ভাবলাম, এবার একটু নিরেট মাথাটা সাফ্‌সুফ্‌ করে নেওয়া যাক্‌। বললে বিশ্বাস করবি নে, পরীক্ষক-মণ্ডলী আমায় সোজা বরবাদ করে দিলে!"

ঘটনাটা মনে পড়ে যেতে ক্রুদ্ধভাবে সশব্দ একটা নিঃশ্বাস টেনে পানক্রাতভ বলে চলল ঃ

"গোড়ার দিকে সব কিছুই বেশ দিব্যি চলছিল। আর-সব দিক থেকেই আমি যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছিলাম—আমার পার্টি কার্ড ছিল, কম্‌সোমলে আমি অনেকদিন ছিলাম, আমার ব্যক্তিগত জীবন আর পার্টিসভ্য হিসেবে আমার এতোদিনের কাজকর্মের মধ্যে কোনো গোলমাল ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক জ্ঞানের ব্যাপারে এসেই একদম কোণঠাসা হয়ে পড়লাম।

"পরীক্ষক-মণ্ডলীর একজন কমরেডের সঙ্গে আমি একটা তর্কাতর্কির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলাম। সে আমাকে এই ধরনের একটা বিদ্‌ঘুটে প্রশ্ন করে বসল, 'আচ্ছা বলো তো, কমরেড পান্‌ক্রাতভ, দর্শন সম্বন্ধে তুমি কি জানো?' এখন, আসলে তো আমি দর্শন সম্বন্ধে ঘোড়ার ডিম কিচ্ছু জানিনে। কিন্তু আবার জাহাজঘাটায় আমাদের সঙ্গে একটি ছেলে কিছুদিন কাজ করেছিল—ইস্কুলের ছাত্র ছিল ছেলেটা, ভবঘুরে হয়ে বেরিয়ে পড়ে এমনি দিনকতক মজা করবার জন্যে জাহাজের মাল-খালাসীর কাজ নিয়েছিল। এখন, আমার মনে আছে—সেই ছেলেটা গ্রীসের জনকতক মাথাওয়ালা লোকের গল্প করেছিল, তারা সমস্ত প্রশ্নের জবাব জানত, তাদের সবাই বলত দার্শনিক—ছেলেটার কাছে শুনেছিলাম। এই এদেরই একজন ছিল—এখন আর তার নামটা মনে করতে পারছি না—দিওজিনিস, না-কি ওই ধরনের কিছু—লোকটা সারা জীবন কাটিয়েছিল একটা পিপের মধ্যে বসে...এদের মধ্যে সবচেয়ে চৌকস ছিল যে-লোকটা, সে না-কি চল্লিশ বার চল্লিশ রকমে কালোকে শাদা আর শাদাকে কালো বলে প্রমাণ করতে পারত। যতো সব বুজ্‌রুকের দল, বুঝ্‌লি তো? ছাত্রটি যা বলেছিল, মনে পড়ে গেল আমার। মনে মনে ভাবলাম, 'হুঁ, লোকটা আমাকে প্যাঁচে ফেলতে

চাচ্ছে।' দেখলাম, পরীক্ষা যে নিচ্ছে সে তাকিয়ে আছে আমার দিকে মিট্‌মিটে উজ্জ্বল চোখে। আর, আমিও তাই ওর মুখের ওপর জবাব দিলাম, বললাম, 'দর্শন হচ্ছে স্রেফ্‌ বুজরুকি, চোখে ধুলো দেওয়া মাত্র। এবং, আমি ও-জিনিসের পেছনে অনর্থক মাথা ঘামাতে চাই নে, কমরেড। পার্টি-ইতিহাস যদি বলো, হ্যাঁ, সেটা অন্য জিনিস। সে সম্বন্ধে জানবার শোনবার সুযোগ পেলে আমি খুশি মনেই তা করব।' তারপরে ওরা উঠে পড়ে লাগল আমার পেছনে—দর্শন সম্বন্ধে আমার এই অদ্ভুত ধারণাটা হল কোথা থেকে জানতে চাইল। অতএব আমি ওই ছাত্র ছেলেটার কথা বললাম ওদের, ও যা-যা বলেছিল আমায় তাও কিছু কিছু বললাম, আর পরীক্ষা নিতে বসেছিল যারা প্রচণ্ড হাসির চোটে পেটে তো তাদের খিল ধরে গেল। হাসিটা আমাকে লক্ষ্য করেই। ভারি চটে গেলাম। 'মুখ্যু বলে ঠাউরেছে আমায়, না?' বলেই বেরিয়ে চলে এলাম।

"পরে প্রাদেশিক কমিটিতে সেই পরীক্ষকটি আমাকে পাক্‌ড়াও করে ঝাড়া তিন ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা শোনাল। দেখা গেল, জাহাজঘাটার সেই ছাত্রটি সব ঘুলিয়ে ফেলেছিল। দর্শন জিনিসটা ভালো বলেই মনে হল, ভয়ানক দরকারী জিনিস বলতে গেলে।

"দুবাভা আর ঝার্‌কি পরীক্ষায় পাশ করে গেল। মিতিয়াই তো বরাবরই লেখাপড়ায় ভালো, কিন্তু ঝার্‌কি আমার চেয়ে বিশেষ দড়ো নয়। নিশ্চয়ই ওর ওই রেল-লাইন-পাতার কাজের পুরস্কার হিসেবে পাওয়া মেডেলটাই ওকে পার পাইয়ে দিয়েছে। যাই হোক, আমি তো এখানেই পড়ে রইলাম। ওরা চলে যাবার পর আমাকে জাহাজঘাটায় ব্যবস্থা-বিভাগের একটা কাজ দেওয়া হয়—মাল-বোঝাইয়ের ঘাটায় প্রধান-সহকারী। তরুণ পার্টিকর্মীদের কাজকর্ম সম্বন্ধে আমার সঙ্গে তো উপরওয়ালা ম্যানেজারদের ঝগড়াঝাঁটি লেগেই ছিল, এখন আমি নিজেই ম্যানেজার হয়েছি। কাজের বেলায় কুঁড়ে বা হাঁদা যদি কাউকে আজকাল আমি দেখতে পাই, তাহলে তাকে আমি একই সঙ্গে ম্যানেজার হিসেবে আর কম্‌সোমল-সম্পাদক হিসেবে খুব একচোট নিই। আমার চোখে কিন্তু ধুলো দিতে পারবে না! আচ্ছা যাক্‌, নিজের কথা তো ঢের বলা হল। আর কি খবর তোমায় দেবার আছে? আকিমের কথা তো জানোই। প্রাদেশিক কমিটিতে একমাত্র তুফ্‌তাই আছে পুরনো দলের মধ্যে। তার সেই পুরনো কাজই এখন করছে। তোকারেভ সোলোমেন্‌কায় পার্টির জেলা-কমিটির সেক্রেটারি। তোমার সঙ্গে কমিউনে ছিল যে ওকুনেভ, সে আছে জেলা-কম্‌সোমল-কমিটিতে। তালিয়া কাজ করছে রাজনৈতিক শিক্ষা-বিভাগে। ৎস্‌বেতায়েভ কারখানায় তোমার কাজটা করছে। আমি তার সম্বন্ধে বেশি কিছু জানি না। মাঝে মাঝে শুধু প্রাদেশিক কমিটিতে দেখা হয়—বেশ বুদ্ধিমান বলেই তো ওকে মনে হয়, কিন্তু একটু যেন অমিশুক প্রকৃতির। আনা বোরহার্ট্‌কে মনে আছে? সেও সোলোমেন্‌কায় আছে—জেলা-পার্টি-কমিটির মহিলা-বিভাগের প্রধান। আর-সকলের কথা তো বলেছি তোমায়। হ্যাঁ, পড়াশোনা করার জন্যে প্রচুর লোককে পার্টি পাঠিয়েছে, পাভ্‌লুশা। পুরনো নেতৃস্থানীয় কর্মীরা সবাই আজকাল প্রাদেশিক সোবিয়েতে আর পার্টিস্কুলে যায়। আস্‌ছে বছর আমাকেও পাঠাবে বলে কথা দিয়েছে।"

বারোটা বেজে যাবার অনেক পরে তারা ঘুমোল। পরদিন সকালে যখন পাভেলের ঘুম ভাঙল, তখন পান্‌ক্রাতভ্ জাহাজঘাটায় চলে গেছে। তার বোন দুসিয়া—লম্বা মেয়েটা, ভাইয়ের সঙ্গে তার চেহারার ঘনিষ্ঠ মিল আছে—সমস্তক্ষণ নানা বিষয়ে কথা বলতে বলতে পাভেলকে চা খাওয়াল। পান্‌ক্রাতভের বাবা জাহাজী-ইঞ্জিনিয়ার, তিনি বাড়িতে নেই।

পাভেল বেরুবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, দুসিয়া তাকে মনে করিয়ে দিল, "ভুলে যেও না যেন, সন্ধ্যেবেলা খাওয়ার সময় আমরা তোমার অপেক্ষায় থাকব।"

পার্টির প্রাদেশিক কমিটিতে সেই মুখর কর্মতৎপরতার চিরাচরিত দৃশ্য। সামনের দরজাটা অনবরত খুলে যাচ্ছে আর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বারান্দা আর দপ্তর-ঘরগুলো ভীড়াক্রান্ত, পরিচালনা-বিভাগের বন্ধ দরজার ভেতর থেকে টাইপ-রাইটারের চাপা শব্দ বেরিয়ে আসছে।

একটা কোনো চেনা-মুখের সন্ধানে পাভেল বারান্দায় কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করল, কিন্তু চেনা কাউকে না পেয়ে সে সরাসরি সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে ঢুকল। নীল রঙের একটা রাশিয়ান কোর্তা পরে সম্পাদক বসে আছে বিরাট একটা টেবিলের সামনে। পাভেল ঢুকতে সংক্ষেপে একনজর তাকিয়ে নিয়ে লিখেই চলল সে।

পাভেল তার সামনে একটা চেয়ারে বসে আকিমের এই উত্তরাধিকারীটির চেহারা লক্ষ্য করতে লাগল।

সম্পাদকের পরনের শার্ট্‌টায় গলার দিকে উঁচু বেড় দেওয়া। লেখাটা শেষ করে সে জিজ্ঞেস করল, "কি করতে পারি আপনার জন্যে, বলুন?"

পাভেল তার বৃত্তান্ত বলে বক্তব্য শেষ করলঃ

"এখন, এইটে করতে হবে, কমরেডঃ পার্টি-সভ্যের তালিকায় আমাকে ফের ঢুকিয়ে নিতে হবে, আর তারপরে রেল-কারখানায় আমাকে পাঠাতে হবে। দরকারী নির্দেশ যা দেবার তা দিয়ে দিন।"

সম্পাদক তার চেয়ারে হেলান দিয়ে গা এলিয়ে বসল।

"আমরা অবশ্যই আপনাকে তালিকায় ঢুকিয়ে নেব, সে সম্বন্ধে বলার কিছু নেই।" একটু ইতস্তত করে বলল সম্পাদক, "কিন্তু কারখানায় আপনাকে পাঠানোটা একটু খারাপ দেখাবে। ওখানে ৎস্‌বেতায়েভ কাজ করছে। সে প্রাদেশিক কমিটির সভ্য। আপনার কাজের জন্যে আমাদের অন্য কিছু দেখে দিতে হবে।"

চোখ দুটো কুঁচকালো কোরচাগিন।

"ৎস্‌বেতায়েভ-এর কাজে হস্তক্ষেপ করার কিছুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই," বলল সে, "আমি আমার পেশায় ফিরে যেতে চাই—পার্টি-সম্পাদক হিসেবে নয়। আর তাছাড়া, আমার শরীরটা এখনও খানিকটা দুর্বল আছে বলে আপনাকে অনুরোধ জানাতে চাই—অন্য কোনো কাজে আমাকে দেবেন না।"

সম্মত হল সম্পাদক। এক টুকরো কাগজে কয়েকটা কথা লিখে দিয়ে বললঃ

"এটা কমরেড তুফ্‌তাকে দিন, সে সব ব্যবস্থা করে দেবে।"

কর্মী-বিভাগে গিয়ে পাভেল দেখে তুফ্‌তা তার সহকারীকে খুব একচোট ধমক দিচ্ছে। দু-এক মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত কথা-কাটাকাটি শুনল সে। কিন্তু ব্যাপারটা বহুক্ষণ ধরে চলার আশঙ্কা দেখে সে কর্মী-বিভাগের এই বড়ো-কর্তাটির বক্তৃতার তোড়ে বাধা দিয়ে বলে উঠল:

"আচ্ছা, তুফ্‌তা, তোমার তর্কটা পরে কোনো সময়ে শেষ কোরো এখন। আমার কাগজপত্রগুলো ঠিকঠাক করে দেবার জন্যে তোমার নামে এই একটা চিরকুট।"

তুফ্‌তা কিছু বুঝতে না পেরে একবার কাগজটার দিকে, একবার পাভেলের দিকে বড়ো বড়ো চোখে তাকাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে এল তার মাথায়।

"আরে! একি, দাঁড়াও, দাঁড়াও! তাহলে মরো নি তুমি শেষ পর্যন্ত?" তালুতে জিভ্ ঠেকিয়ে আফ্‌শোষের আওয়াজ করে বলল তুফ্‌তা, "কি করবে তাহলে এখন? লিস্টি থেকে তো তোমার নাম কাটা গেছে। আমি নিজেই তোমার কার্ড্ কেন্দ্রীয় কমিটিতে জমা দিয়েছি। আরও কি জানো, তুমি পার্টির আদমশুমারি থেকে বাদ গেছ—কম্‌সোমল-কেন্দ্রীয়-কমিটির নির্দেশপত্র অনুসারে যারা আদমশুমারিতে তালিকাভুক্ত হয়নি, তারা বরবাদ হয়ে গেছে। সুতরাং, তুমি আবার নতুন করে একটা দরখাস্ত দাও—এ ছাড়া তোমার আর কিছু করবার নেই।" তুফ্‌তার গলার স্বরে বোঝা গেল, আর কোনো তর্ক চলবে না।

ভুরু কুঁচকাল পাভেল:

"তোমার সেইসব পুরনো প্যাঁচ্ কষতে শুরু করেছ, অ্যাঁ? বয়সে তরুণ হলেও তুমি দেখছি আমাদের ওই ফেজ্‌খানার সবচেয়ে বুড়ো নোংরা ইঁদুরটার চেয়েও খারাপ। তোমার বয়েস হবে কবে, ভলোদ্‌কা?"

লাফিয়ে উঠল তুফতা—যেন বোলতায় কামড়েছে তাকে।

"আমার কাছে বক্তৃতা ঝাড়তে এসো না বলে দিচ্ছি। এই বিভাগের ভার আমার ওপর। নির্দেশ-পত্র জারি করা হয় মানবার জন্যেই, অমান্য করার জন্যে নয়। 'ইঁদুর' বলে আমাকে যে অপমানটা করলে, তার জন্যে টের পাওয়াব তোমায়।"

শেষ কথাগুলো একটা শাসানির সুরে উচ্চারণ ক'রে, পাভেলের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার শেষ হয়ে গেছে—এমন একটা ভঙ্গিতে হাত নেড়ে তুফ্‌তা খাম-না-খোলা চিঠিপত্রগুলো নিজের দিকে টেনে নিল।

ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল পাভেল। তারপরে, কি একটা কথা মনে পড়াতে টেবিলের কাছে ফিরে এসে তুফ্‌তার সামনে থেকে সম্পাদকের লেখা চিরকুটটা তুলে নিল। তুফ্‌তা সমস্তক্ষণ লক্ষ্য করে যাচ্ছে পাভেলকে।

কর্মী-বিভাগের কেরানি এই তুফ্‌তার চেহারায় একই সঙ্গে কেমন যেন একটা বিশ্রী আর হাস্যকর ভাব মেশানো—বুড়ো মানুষের মতো বাচাল আর বদরাগী, বড়ো বড়ো কান-দুটো তার যেন সব সময় উৎকীর্ণ হয়ে আছে।

"বেশ," ব্যঙ্গভরা শান্ত গলায় পাভেল বলল, "যদি খুশি হয় তাহলে তোমার সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবনিকেশে তালগোল পাকিয়ে ফেলার জন্যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারো তুমি। কিন্তু, যারা আগে থাকতে কেতা-

মাফিক নোটিশ না দিয়েই মরবে, তাদের শাসন করবার মতো কি ব্যবস্থা তুমি করতে চাও, বলো দিকি? আর যাই হোক, খুশি হলেই লোকে অসুখে পড়তে পারে তো, কিংবা তেমন তেমন মনে হলে মরতেও পারে যে-কেউ—কিন্তু, বাজি রেখে বলতে পারি, নির্দেশ-পত্রে সে সম্বন্ধে কিছু বলা নেই।"

তুফ্‌তার সহকারীটি এতক্ষণে আর তার নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে না পেরে উচ্চকিত হেসে উঠল, "ওঃ হোঃ হোঃ!"

তুফ্‌তার পেন্সিলের সিস্‌টা ভেঙে গেল। ছুঁড়ে ফেলে দিল সে পেন্সিলটা মেঝের ওপর। কিন্তু প্রতিপক্ষের কথার পাল্টা জবাব দেবার আগেই জনকতক লোক হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়ল। এদের মধ্যে একজন ওকুনেভ্‌। পাভেলকে চিনতে পারার পর ওদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা। অসংখ্য প্রশ্নের বাণ ছোঁড়া হল তার দিকে। কয়েক মিনিট বাদে আরেকদল তরুণতরুণীর সঙ্গে ঘরে ঢুকল ওল্‌গা ইউরেনেভা। পাভেলকে ফিরে পাবার আনন্দ-উত্তেজনায় আচ্ছন্ন হয়ে ওল্‌গা অনেকক্ষণ তার হাতখানা চেপে ধরে রইল।

এবং পাভেলকে তার বৃত্তান্তটুকু ফের গোড়া থেকে সবটা বলতে হল। কমরেডদের আন্তরিক আনন্দ, তাদের মনখোলা বন্ধুত্ব আর দরদ, উষ্ণ করমর্দন আর পিঠের ওপর প্রীতিভরা চাপড় পাভেলকে সেই মুহূর্তের জন্যে তুফ্‌তার কথা ভুলিয়ে দিল।

কিন্তু নিজের কথা বলার পরে সে যখন তুফ্‌তার সঙ্গে তার কথাবার্তা যা হয়েছে সব বলল, তখন সমবেত কণ্ঠে ক্রুদ্ধ মন্তব্যের একটা গুঞ্জন উঠল। ওল্‌গা তুফ্‌তার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল, যেন তাকে ভস্ম করে ফেলবে। তারপরে সে ঢুকল সম্পাদকের দপ্তর-ঘরে।

ওকুনেভ চেঁচিয়ে বলল, "এসো, সবাই আমরা নেঝ্‌দানভ্‌-এর কাছে যাই। সে ওর একটা ব্যবস্থা করবে।" এই বলে পাভেলের কাঁধে হাত রাখল সে। ওল্‌গার পিছু পিছু তরুণ বন্ধুদের পুরো দলটি এসে ঢুকল সম্পাদকের ঘরে।

"ওই তুফ্‌তাকে কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়াই উচিত, ওকে বরং বছরখানেকের জন্য পান্‌ক্রাতভের অধীনে জাহাজঘাটায় মালবোঝাইয়ের কাজ করতে দেওয়া হোক্‌। ও একটা একগুঁয়ে আমলাতান্ত্রিক!"

তুফ্‌তাকে কর্মী-বিভাগ থেকে খারিজ করে দেবার জন্যে ওকুনেভ, ওল্‌গা এবং আর-সবাই দাবি তোলাতে মৃদু প্রশ্রয়ের হাসি হাসল প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক।

"কোরচাগিনকে যে ফের পার্টিতে নেওয়া হবে, সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই ওঠে না," ওল্‌গাকে ভরসা দিয়ে বলল সে, "ওকে এক্ষুণি একটা নতুন কার্ড্‌ দেওয়া হবে। তুফ্‌তা যে একটু বেশি রকম কেতাদুরস্ত, সে সম্বন্ধে আমিও তোমাদের সঙ্গে একমত," বলে চলল সে, "ওইটে ওর প্রধান দোষ। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, নিজের কাজের বেলায় সে অতোটা অযোগ্য নয়। আমি যেখানেই কাজ করেছি, সর্বত্রই কম্‌সোমল-কর্মীদের সংখ্যার হিসেবনিকেশগুলো ছিল অবর্ণনীয় রকম বিশৃঙ্খল অবস্থায়। কোনো একটা হিসেবের ওপরে ভরসা করা যেত না। আমাদের এখানকার কর্মী-বিভাগে সংখ্যার হিসেবগুলো ঠিক অবস্থায় আছে। তোমরা নিজেরাই তো জানো, তুফ্‌তা প্রায়ই রাত জেগে

কাজ করে। আমি তো ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখি: ওকে যে-কোনো সময়েই সরিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু ওর জায়গায় যদি এমন একজন হাল্কা-স্বভাবের ফাঁকিবাজ ছেলেকে এনে বসানো যায় যে দলিলপত্র রাখার ব্যাপারে কিছুই জানে না, তাহলে আমাদের এখানে আমলাতন্ত্র বলে কিছু থাকবে না বটে, কিন্তু কাজের শৃঙ্খলাও বিশেষ কিছু থাকবে না। ওকে ওর কাজেই থাকতে দেওয়া যাক। আমি ওর সঙ্গে এ বিষয়ে ভালো করে কথাবার্তা বলব। তাতে আপাতত সুবিধে হবে, না শোধ্রালে পরে দেখা যাবে।"

"বেশ, থাকুক ও", সম্পাদকের সঙ্গে একমত হল ওকুনেভ, "চল্ পাভ্লুশা, সোলোমেন্কায় যাই আমরা। আজ রাত্রে ওখানে 'সক্রিয়' কম্সোমল-কর্মীদের একটা সভা আছে। এখনও কেউ জানে না যে তুই ফিরে এসেছিস। আমরা যখন ঘোষণা করব 'এবার কোরচাগিন কিছু বলবে!' তখন সবাই কি রকম আশ্চর্য হয়ে যাবে, একবার ভাব দিকি! মারা না গিয়ে তুই বড়ো ভালো কাজ করেছিস রে পাভলুশা। মরে গেলে আর তুই শ্রমিকশ্রেণীর কি কাজে লাগ্তিস?" বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে ওকুনেভ তাকে বারান্দা বেয়ে নিয়ে এল।

"তুমি আসছ নাকি, ওল্গা?"

"নিশ্চয় যাবো!"

রাত্রে খাবার জন্যে পান্ক্রাতভদের ওখানে ফিরল না পাভেল। আসলে সে সারাদিনের মধ্যেই ওখানে ফেরেনি। 'সোবিয়েত প্রাসাদে' তার নিজের ঘরে ওকুনেভ তাকে নিয়ে এল। সাধ্যানুযায়ী সবচেয়ে ভালো খাবার ওকুনেভ খাওয়াল তাকে। তারপরে একতাড়া খবরের কাগজ আর জেলা-কম্সোমল-ব্যুরোর বিভিন্ন সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণের দুটো মোটা ফাইল তার সামনে রেখে ওকুনেভ উপদেশ দিল:

"এগুলোর ওপরে চোখ বুলিয়ে নে। টাইফয়েড নিয়ে যখন সময় নষ্ট করছিলি, তখন এদিকে অনেক কিছু ঘটে গেছে। আমি বিকেলের দিকে ফিরে আসব, তারপরে একসঙ্গে কম্সোমল-ক্লাবে যাওয়া যাবে। যদি ক্লান্ত হয়ে থাকিস, তাহলে শুয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারিস।"

নানারকম দলিল আর কাগজপত্রে পকেট দুটো ঠেসে ভর্তি করে (ওকুনেভ নীতির দিক থেকে পোর্ট্ফোলিও ব্যবহার করাটাকে ঘৃণা করে, পোর্ট্ফোলিওটা অবহেলায় পড়ে থাকে তার বিছানার নিচে) বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল জেলা-কমিটির সম্পাদক।

বিকেলে যখন সে ফিরল, তখন ঘরের গোটা মেঝেটায় খবরের কাগজ ছড়ানো আর বিছানার নিচ থেকে বের করে রাখা আছে এক গাদা বই। কিছু বই টেবিলের ওপরে স্তূপীকৃত। পাভেল বিছানায় বসে বন্ধুর বালিসের নিচ থেকে খুঁজে পাওয়া কেন্দ্রীয় কমিটির শেষ চিঠিগুলো পড়ছিল।

"আমার ঘরের একি বিশ্রী তছনছ্ অবস্থা করে তুলেছিস, লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার!" কৃত্রিম ক্রোধে বলল ওকুনেভ, "এই, দাঁড়াও কমরেড! এসব গোপনীয় দলিল তুমি পড়ে ফেলছ! তোমার মতো গোলমালবাধানেওয়ালা ছেলেকে নিজের কুঠরিতে ঢুকতে দেবার এই ফল!"

পাভেল হাসিমুখে পাশে সরিয়ে রাখল চিঠিখানা।

"এই চিঠিখানাই গোপনীয় নয়," বলল সে, "কিন্তু ওই যে ওটা তুমি বাতির ঘেরাটোপ হিসেবে লাগিয়েছ, ওইটার গায়ে 'গোপনীয়' লেখা আছে। দ্যাখো, চারধারে ঝল্‌সে গেছে কাগজটার।" শিরোনামাটার দিকে এক নজর তাকিয়ে ওকুনেভ সক্ষোভে কপাল চাপ্‌ড়াল ঃ

"এই হতভাগা কাগজখানাকে আজ তিন দিন ধরে আমি খুঁজছি! কোথায় যে গেল কিছুতেই আর ভেবে পাইনে। এবার মনে পড়েছেঃ ভলিওসেভ্ সেদিন এটা দিয়ে বাতিটার ঘেরাটোপ বানিয়েছিল—পরে আবার সে নিজেই এটার খোঁজে তছ্‌নছ্ করল গোটা ঘর।"

দলিলখানা সযত্নে ভাঁজ করে ওকুনেভ সেটা গুঁজে রাখল তোষকের নিচে। ভরসা দিয়ে বলল, "পরে সব ঠিকমতো গোছ্‌গাছ করে রাখব এখন। আপাতত কিছু খাওয়া যাক। তারপর ক্লাবে রওনা হয়ে যাই চল্। আয় পাভেল, টেবিলে এসে বোস্।"

ওকুনেভ একটা পকেট থেকে টেনে বের করল খবরের কাগজে জড়ানো লম্বা একটা শুঁট্‌কো হেরিং-মাছ আর অন্য পকেট থেকে দু টুক্‌রো রুটি। খবরের কাগজটা টেবিলের ওপরে বিছিয়ে নিয়ে হেরিং-মাছের মাথাটা চেপে ধরে নিপুণ হাতে সেটা টেবিলের ধারটায় আছাড় মেরে আধখানা করে নিল।

টেবিলের ওপরে বসে হাসিঠাট্টা করতে করতে পাভেলকে সব খবরাখবর দিয়ে যেতে লাগল সে।

ক্লাবে এসে ওকুনেভ কোরচাগিনকে খিড়্‌কিদরজাটা দিয়ে নিয়ে এল মঞ্চের পেছন দিকটায়। প্রশস্ত হলঘরটার এক কোণে মঞ্চের ডান দিকে পিয়ানোর কাছে বসে আছে তালিয়া লাগুতিনা আর আনা বোরহার্ট্, একদল রেল-কর্মী কম্‌সোমল-সভ্যের সঙ্গে। রেলওয়ে-কারখানার কম্‌সোমল-সম্পাদক ভলিন্‌ত্-সেভ আনার সামনে বসে আছে। আগস্ট্-মাসের আপেল-ফলের মতো তার মুখখানা টক্‌টকে লাল, চুল আর চোখের ভুরুর রঙ পাকা ধানের মতো। তার অতি জীর্ণ চামড়ার কোর্তাটার রঙ এককালে কালো ছিল।

তার পাশেই, পিয়ানোর ঢাক্‌নিটার ওপরে আল্‌গোছে কনুইয়ের ভর রেখে বসে আছে ৎস্‌বেতায়েভ—তরুণ সুপুরুষ, বাদামী রঙের চুল আর নিখুঁতভাবে খোদাই-করা ঠোঁট দুটি। তার শার্টের গলার বোতাম খোলা।

দলটার কাছে আসতে ওকুনেভ আনাকে বলতে শুনল ঃ

"নতুন সভ্যদের ভর্তি করার ব্যাপারটাকে জটিল করে তোলবার জন্যে কিছু লোক যতোদূর পারা যায় চেষ্টা করছে। এদের মধ্যে ৎস্‌বেতায়েভ একজন।"

একগুঁয়ে অবজ্ঞার সঙ্গে পাল্টা জবাব দিল ৎস্‌বেতায়েভ, "কম্‌সোমলটা চড়ুইভাতি করার জায়গা নয়।"

ওকুনেভকে দেখতে পেয়ে তালিয়া চেঁচিয়ে উঠলঃ "নিকোলাইকে দ্যাখো! ও আজ পালিশ্-করা সামোভার-পাত্রের মতো খুশিতে চক্‌চক্ করছে!"

ওকুনেভকে দলটার মধ্যে টেনে এনে প্রশ্নের বোমা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারা হল তার দিকে ঃ

"কোথায় ছিলে তুমি ?"

"এসো, আরম্ভ করে দেওয়া যাক সভার কাজ।"

ওদের চুপ করানোর জন্যে হাতটা তুলল ওকুনেভ ঃ

"একটু দাঁড়াও, ভাইসব। তোকারেভ এলেই আমরা শুরু করে দেব।"

"ওই যে ও আসছে," বলে উঠল আনা।

সত্যিই এসে পড়েছে জেলা-পার্টি-কমিটির সম্পাদক। ওকুনেভ ছুটে গেল তার দিকে।

"এই যে, এসো খুড়ো। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার জন্যে তোমাকে একবার মঞ্চের পেছনে নিয়ে যাই চলো। আশ্চর্য হয়ে যাবার জন্যে তৈরি হও!"

সিগারেট টানতে টানতে ঘোঁত্‌ঘোঁত্‌ করে বলল বৃদ্ধ, "কি ব্যাপার হে?" কিন্তু ওকুনেভ ততক্ষণে জামার হাতটা ধরে তাকে টেনে নিয়ে চলেছে।

...ওকুনেভ সভাপতির টেবিলের ঘণ্টাটা এমন প্রচণ্ড জোরে বাজাল যে শ্রোতাদের মধ্যে থেকে যারা সবচেয়ে বেশি বক্‌বক্‌ করছিল তারা পর্যন্ত চুপ মেরে গেল।

তোকারেভের পেছনে, ফার-গাছের সবুজ পাতা-ঘেরা একটা কাঠামোর মধ্যে থেকে সভার দিকে চেয়ে আছে 'কমিউনিস্ট্‌ ইশ্‌তেহার'-রচয়িতার সিংহের মতো মুখখানা।

সভার কাজ শুরু করে ওকুনেভ যখন বক্তৃতা দিচ্ছে, তখন উইংস্‌-এর আড়ালে দাঁড়িয়ে ইশারার জন্যে অপেক্ষারত কোরচাগিনের দিক থেকে তোকারেভ তার চোখ দুটোকে কিছুতেই ফিরিয়ে নিতে পারছে না।

"কমরেড! আজকের বিষয়সূচীর সংগঠন-সংক্রান্ত সাম্প্রতিক প্রশ্নগুলো নিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু করার আগে উপস্থিত একজন কমরেড কিছু বলতে চেয়েছেন। আমি আর তোকারেভ প্রস্তাব করছি—তাকে বলতে দেওয়া হোক।"

হলঘরে সমর্থনের গুঞ্জনধ্বনি উঠতেই ওকুনেভ চেঁচিয়ে বলে উঠল ঃ

"আমি পাভ্‌কা কোরচাগিনকে বলবার জন্যে আহ্বান করছি!"

হলঘরের এক-শো জনের মধ্যে অন্তত আশিজন কোরচাগিনকে চিনত। পরিচিত চেহারার এই লম্বা, ফ্যাকাশে-রঙ তরুণটি যখন দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করল, তখন খুশির চিৎকার আর প্রচণ্ড হাততালির একটা ঝড় বয়ে গেল হল-ঘরের মধ্যে।

"প্রিয় কমরেড!"

কোরচাগিনের গলা অকম্পিত, কিন্তু মনের আবেগকে সে সামলাতে পারছে না।

"বন্ধুগণ, শেষ পর্যন্ত আমি তোমাদের মধ্যে ফিরে এসেছি কর্মী হিসেবে আমার জায়গা নেবার জন্যে। ফিরে আসতে পেরেছি বলে আমি আনন্দিত। এই সভায় আমার অনেক পুরনো বন্ধু রয়েছে দেখছি। শুনলাম, সোলোমেন্‌কা কম্‌সোমলে এখন আগের চেয়ে শতকরা তিরিশ জন সভ্যের সংখ্যা বেড়েছে। শ্রমিকরা যে আজকাল কারখানায় সিগারেট জ্বালাবার যন্ত্র তৈরি করে সময় নষ্ট করা বন্ধ করেছে এবং রেল-কারখানার বাতিল যন্ত্রপাতির জঞ্জাল ঘেঁটে পুরনো

ইঞ্জিন-ইত্যাদি উদ্ধার করে এনে মেরামত করে তুলে ফের কাজে লাগানো হচ্ছে, তাও শুনেছি। তার মানে, আমাদের দেশে নতুন প্রাণের একটা জোয়ার আসছে, সমস্ত শক্তি সংহত করে আনছি আমরা। জীবন তো এই জন্যেই! এরকম সময়ে আমি কি করে মারা যেতে পারি!" আনন্দের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কোরচাগিনের চোখ।

হাততালি আর অভিনন্দনের প্রচণ্ড কোলাহলের মধ্যে সে মঞ্চ থেকে নেমে এসে এগিয়ে এল যেখানে আনা আর তালিয়া বসে আছে। অভিনন্দন জানাবার জন্যে তাদের বাড়িয়ে ধরা হাত দুখানা ধরে ঝাঁকুনি দিল সে। দুই বন্ধু সরে বসল নিজেদের মাঝখানে তার বসার জায়গা করে দেবার জন্যে। পাভেলের হাতখানা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল তালিয়া। আনার চোখ দুটো তখনও বিস্ময়ে বিস্ফারিত, চোখের পাতা কাঁপছে মৃদু মৃদু, তার চোখের দৃষ্টিতে পাভেলের প্রতি আন্তরিক সংবর্ধনার অভিব্যক্তি।

দ্রুত কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। তবু এই কেটে যাওয়ার মধ্যে একটুও এক-ঘেয়েমি নেই: প্রতিদিনই নতুন কিছু ঘটে এবং রোজ সকালে সারাদিনের কাজটা ছকে নেবার সময়ে পাভেল হতাশার সঙ্গেই লক্ষ্য করে যে দিনটা বড়ো ছোট আর সে যা যা করবে বলে ভেবেছিল, তার অনেকগুলোই করে উঠতে পারেনি।

পাভেল ওকুনেভের সঙ্গেই আছে। রেলওয়ে-কারখানায় সহকারী ইলেকট্রি-ক্যাল ফিটার হিসেবে কাজ করছে সে।

কম্‌সোমলের নেতা হিসেবে কাজের থেকে নিজেকে সাময়িকভাবে সরিয়ে নেবার ব্যাপারে ওকুনেভ্‌কে রাজি করাবার আগে তাকে বহুক্ষণ তর্ক করতে হয়েছে।

"আমাদের লোকজন এতো কম যে তোমাকে রেল-কারখানায় জিরিয়ে নেবার জন্যে আমাদের ছেড়ে দেওয়া চলে না," আপত্তি জানিয়ে বলেছিল ওকুনেভ্‌ "তোমার শরীর খারাপ—ও কথা বোলো না। আমি নিজেই তো টাইফয়েড থেকে ভুগে ওঠার পর একমাস লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটেছি। আমাকে বোকা বোঝাতে পারবে না পাভ্‌কা। তোমাকে তো জানি, নিশ্চয়ই আরও গভীর কোনো কারণ আছে। বলে ফেলো দিকি—ব্যাপারখানা কি।" পীড়া-পীড়ি করতে লাগল ওকুনেভ্‌।

"ঠিক বলেছ, কোলিয়া। হ্যাঁ, আছে। আমি পড়াশোনা করতে চাই।"

"তাই বলো!" বিজয়ীর ভঙ্গীতে চিৎকার করে উঠল ওকুনেভ্‌, "আমি জানি, কিছু একটা আছে। আমিও কি পড়াশোনা করতে চাই না ভাবো? এটা তোমার স্রেফ্‌ আত্মকেন্দ্রিকতা। ভাবছ, আমরা চাকায় কাঁধ লাগিয়ে ঠেলাঠেলি করে মরব আর তুমি ওদিকে দিব্যি গিয়ে পড়াশোনা করবে। ও সব চলবে না হে ছোক্‌রা, কালকেই তুমি সংগঠক হিসেবে কাজে লাগছ।"

শেষ পর্যন্ত যা হোক, দীর্ঘ তর্কাতর্কির পর ওকুনেভ্‌ হার মানল।

"আচ্ছা বেশ, দু মাসের মতো আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। আশা করি, আমার এই উদারতাটুকুর তারিফ করবে তুমি। কিন্তু ৎস্‌বেতায়েভের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে বলে আমার মনে হচ্ছে না—ও বেশ একটু আত্মাভিমানী।"

রেল-কারখানায় পাভেলের ফিরে আসাটা ৎস্‌বেতায়েভকে সচকিত করে তুলেছে। সে নিশ্চিতরূপেই জানত যে কোরচাগিনের আসার ফলে নেতৃত্ব নিয়ে একটা লড়াই বাধবে। তার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং সুদৃঢ় একটা প্রতিরোধ দেবার জন্যে সে তৈরি হয়েছে। অবশ্য অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারল যে তার ভুল হয়েছে। কোরচাগিন যখন জানতে পারল যে তাকে কম্‌সোমল-ব্যুরোর সভ্য করে নেবার জন্যে একটা পরিকল্পনা হয়েছে, তখন সে সরাসরি কম্‌সোমল-সম্পাদকের দপ্তরে গিয়ে বিষয়সূচী থেকে ওই আলোচনাটাকে বাতিল করে দেবার জন্যে তাকে রাজি করাল। ওকুনেভের সঙ্গে তার যে বোঝাপড়া হয়েছে, সেটাকে সে অজুহাত হিসেবে দেখাল। কারখানার কমসোমল-সেলে পাভেল একটা করে রাজনৈতিক-পড়াশোনার ক্লাস নিচ্ছে বটে, কিন্তু তবু, নেতৃত্বের ব্যাপারে তার কোনো রকম অনুমোদিত ভূমিকা না থাকলেও, কম্‌সোমল-সংঘের প্রত্যেকটি কাজের ক্ষেত্রে তার প্রভাব সবাই অনুভব করছে। কমরেড-সুলভ তার সংযত ধরনে পাভেল একাধিকবার সংকটের সময়ে ৎস্‌বেতায়েভকে সাহায্য করেছে।

কারখানায় ঢুকে একদিন ৎস্‌বেতায়েভ অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করল কম্‌সোমল-সেলের সবাই আর ডজন তিনেক পার্টির বাইরের ছেলে মহা ব্যস্ত হয়ে জানলা ধুয়ে পরিষ্কার করছে, যন্ত্রপাতিগুলোর ওপর থেকে বহু বছরের জমা ময়লা সাফ্ করছে, ঠেলাগাড়ি করে জঞ্জালের স্তূপ এনে ফেলছে বাইরের আঙিনায়। যন্ত্রের তেলে-আঠায় আচ্ছন্ন সিমেন্টের মেঝেটা পাভেল নিজেই প্রাণপণে ঘষছে বিরাট একটা ন্যাকড়া দিয়ে।

"বসন্তকাল উপলক্ষ্যে এই ঝাড়্‌পোঁছ নাকি ? উপলক্ষ্যটা কি ?" পাভেলকে জিজ্ঞেস করল ৎস্‌বেতায়েভ।

"এই নোংরামির মধ্যে কাজ করে করে এলিয়ে পড়েছি আমরা। এক কুড়ি বছরের মধ্যে জায়গাটা সাফ্ হয়নি। এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা কারখানাটাকে একেবারে নতুন করে তুলব," সংক্ষেপে বলল পাভেল।

কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে ৎস্‌বেতায়েভ চলে গেল।

শুধু কারখানাটাকে পরিষ্কার করেই ওরা খুশি নয়, ইলেক্‌ট্রিশিয়ান্‌রা কারখানার আঙিনাটার ব্যবস্থাও করল। বছরের পর বছর ধরে আঙিনাটাকে ব্যবহার করা হয়েছে যতো রকমের সব বাতিল যন্ত্রপাতির আস্তাকুঁড় হিসেবে। শত শত কামরার চাকা আর চাকার আল্, মর্‌চে-পড়া লোহা, রেল, স্প্রিং, আল্-বাক্স ইত্যাদির পাহাড়—কয়েক হাজার টন ধাতু খোলা আকাশের নিচে পড়ে মর্‌চে ধরে ক্ষয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কারখানার ব্যবস্থাপনা-বিভাগ তরুণ কর্মীদের এই কাজটা বন্ধ করে দিল।

"আরও অনেক গুরুতর সমস্যার দিকে মন দিতে হবে আমাদের। আঙিনার ব্যবস্থাটা পরে করলেও চলবে," বলা হল তাদের।

অতএব ইলেক্‌ট্রিশিয়ান্‌রা তাদের কারখানায় ঢোকার পথের বাইরে আঙিনাটার খানিকটা জায়গা বাঁধিয়ে নিয়ে দরজাটার সামনে একটা তারের মাদুর বিছিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হল। কিন্তু কারখানা-ঘরের ভেতরে সাফ্ করাটা তারা চালিয়ে গেল কাজের ঘণ্টার পরে। প্রধান ইঞ্জিনিয়ার স্ত্রিঝ্ সপ্তাহখানেক বাদে একদিন এসে দেখল, কারখানাটা আলোয় উজ্জ্বল। ধুলো আর তেলের পুরু

স্তর উঠে গিয়ে বড়ো বড়ো লোহার গরাদ বসানো জানলাগুলোর ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে ডিজেল-ইঞ্জিনগুলোর পালিশ-করা তামার পাতের ওপরে ঠিক্‌রে গিয়ে উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব ফেলছে। যন্ত্রপাতির ছাঁচে ঢালাই করা লোহার অংশগুলোর ওপরে সবুজ রঙের সদ্য লাগানো একটা পোঁচ ঝক্‌ঝক্‌ করছে। এমন কি, চাকার পাখ্‌-ডান্ডাগুলোর গায়ে কে যেন হল্‌দে তীরও এঁকে দিয়েছে।

বিস্ময়ে বিড়্‌বিড়্‌ করল স্ত্রিঝ্‌, "এ কি? আচ্ছা!..."

কারখানা-ঘরের এক প্রান্তে জনকতক শ্রমিক তাদের কাজ শেষ করছিল। স্ত্রিঝ্‌ সেদিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে মাঝপথে কোরচাগিনকে দেখতে পেল—একটা রঙ্‌ভর্তি টিন নিয়ে যাচ্ছে সে।

"এই যে, এক সেকেন্ড শোনো দিকি," ইঞ্জিনিয়ার থামাল তাকে, "তোমাদের এই কাজে আমার সম্পূর্ণ সমর্থন আছে, কিন্তু ওই রঙ্‌টা পেলে কোথায়? আমি খুব কড়া নির্দেশ দিয়েছিলাম না যে আমার অনুমতি ছাড়া কোনো রঙ খরচ করা চলবে না? এই ধরনের কাজে রঙ নষ্ট করা চলে না আমাদের। যেটুকু রঙ আমাদের আছে, তার সবটাই রেল-ইঞ্জিনে লাগাবার জন্যে দরকার পড়বে।"

"ফেলে দেওয়া রঙের টিনগুলোর তলা ঘষে ঘষে এই রঙটুকু উদ্ধার করা হয়েছে। দুদিন লেগেছে আমাদের এটা করতে, কিন্তু প্রায় পঁচিশ পাউন্ড রঙ আমরা এইভাবে ঘষে ঘষে তুলেছি। এ ক্ষেত্রে আমরা কোনো রকম আইন ভাঙিনি, কমরেড ইঞ্জিনিয়ার।"

ইঞ্জিনিয়ার আরেকবার ঘোঁত্‌ঘোঁত্‌ আওয়াজ করল, কিন্তু দেখে মনে হল বেশ একটু মিইয়ে গেছে সে।

"হ্যাঁ, তাহলে অবশ্য যা করছ করে যাও। তা, ব্যাপারটা তো বেশ আগ্রহ জাগাবার মতো মনে হচ্ছে। কিভাবে ব্যাপারটাকে ধরা যায়...মানে, কি বলা যেতে পারে এটাকে নিজেদের উদ্যোগে কারখানাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে এই যে চেষ্টাটা? নিশ্চয়ই ধরে নিতে পারি যে এই সবটাই কাজের ঘণ্টার পরে করা হয়েছে?"

ইঞ্জিনিয়ারের গলার স্বরে সত্যিকারের একটা বিমূঢ়তার আভাস পেল কোরচাগিন।

"হ্যাঁ নিশ্চয়," বলল সে, "ধরে নিতে যাবেন কেন?"

"না, তবে..."

"অবাক হবার কিছু নেই এতে, কমরেড স্ত্রিঝ্‌। বলশেভিক্‌রা নোংরা জমিয়ে রাখে—এ কথা কে বলেছে আপনাকে? দাঁড়ান না, সব ঠিকঠাক করে নিই এখানটায়, তারপর দেখবেন, অবাক করে দেবার মতো আরও অনেক কিছু আপনার অপেক্ষায় রয়েছে।"

এই বলে, যাতে ইঞ্জিনিয়ারের গায়ে রঙ না লেগে যায় তার জন্যে সাবধানে তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল পাভেল।

রোজ বিকেলে পাভেল সাধারণ-পাঠাগারে যায় আর অনেক রাত পর্যন্ত কাটায় সেখানে। তিনজন লাইব্রেরিয়ানের প্রত্যেকের সঙ্গেই সে বন্ধুত্ব জমিয়ে তুলেছে এবং অন্যকে কোনো-কিছুতে রাজি করাবার যতখানি ক্ষমতা তার আছে,

তার সবটা ব্যবহার করে সে বইপত্র খুশি-মতো ঘাঁটাঘাঁটি করার অধিকারটুকু এঁদের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে। উঁচু উঁচু বইয়ের তাকগুলোর গায়ে মইটা ঠেস দিয়ে তার ওপরে উঠে গিয়ে মনের মতো পড়ার জিনিস বাছাই করে নেবার উদ্দেশ্যে সে বইয়ের পর বই ধরে ধরে পাতা উল্টে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বেশির ভাগই পুরনো বই। ছোট্ট একটা তাক-ভর্তি আধুনিক সাহিত্য—গোটা কতক গৃহ-যুদ্ধ-সংক্রান্ত পুস্তিকা, মার্কস্-এর 'ক্যাপিট্যাল', জ্যাক লন্ডনের 'দি আয়রন হিল্' এবং আরও গোটাকয়েক বই। পুরনো বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে সে 'স্পার্টাকাস্' নামে একটা উপন্যাস পেয়ে গেল। দু রাত্রের মধ্যে সে বইটা পড়ে ফেলল এবং শেষ করার পর বইটা রেখে দিল ম্যাক্সিম গোর্কির রচনাবলীর পাশে তাকের ওপরে। এইভাবে, যে সব উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আধুনিক বিপ্লবী বাণীর ঘোষণা আছে, সেই বইগুলোর একটা ক্রমিক মনোনয়ন চলল কিছুদিন ধরে।

লাইব্রেরিয়ানরা কোনো আপত্তি তোলেনি, তাদের কিছু যায় আসে না এতে।

রেল-কারখানায় কম্‌সোমল-জীবনের শান্ত দৈনন্দিনতার মধ্যে হঠাৎ একটা গোলযোগ সৃষ্টি হল এমন একটা ঘটনার ফলে যেটাকে প্রথমে নেহাৎ তুচ্ছ ব্যাপার বলেই মনে হয়েছিল: কারখানার কম্‌সোমল-শাখার ব্যুরোর সভ্য এবং মেরামত-বিভাগের মিস্ত্রি কোস্তিয়া ফিদিন এক টুকরো লোহার পাত ফুটো করতে গিয়ে বিদেশ থেকে আনা একটা দামী ড্রিলিং-যন্ত্র ভেঙে ফেলেছিল—চ্যাপ্টা নাক আর মুখে বসন্তের দাগ-ভরা অলস প্রকৃতির ছেলে এই ফিদিন। দুর্ঘটনা ঘটেছিল নিতান্তই অমনোযোগিতার ফলে; তার চেয়েও খারাপ: ঘটনাটা দেখেই মনে হচ্ছিল, ফিদিনের পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অনিষ্ট করার মনোভাবের ফলেই ব্যাপারটা ঘটেছে।

ব্যাপারটা ঘটেছিল সকালের দিকে। মেরামত-বিভাগের সিনিয়ার ফোরম্যান খোদোরোভ্ কোস্তিয়াকে বলেছিল একটা লোহার পাতের ওপরে গোটাকতক ফুটো করার জন্যে। প্রথমে কাজটা করতে চায়নি কোস্তিয়া, কিন্তু ফোরম্যান জোর করে বলাতে সে লোহার পাতটা তুলে নিয়ে ড্রিল্ করতে শুরু করে। ফোরম্যান খোদোরোভ কাজ করিয়ে নেবার দিকে বড়ো কড়া নজর রাখে, তাই শ্রমিকদের মধ্যে সে জনপ্রিয় নয়। আগে সে ছিল মেন্‌শেভিক, কারখানার সামাজিক জীবনে কোনোদিন যোগ দেয় না এবং কম্‌সোমলকে সমর্থনও করে না। কিন্তু নিজের কাজ সম্বন্ধে সে একজন বিশেষজ্ঞ এবং অত্যন্ত কর্তব্য-পরায়ণতার সঙ্গে সে তার কাজ করে থাকে। খোদোরোভ লক্ষ্য করল—কোস্তিয়া ড্রিলের মুখে তেল না লাগিয়েই লোহার পাতটা ফুটো করতে লেগেছে। তাড়াতাড়ি যন্ত্রটার কাছে এসে সেটাকে থামিয়ে দিল সে।

"কাণা, না-কি? ঠিকমতো কিভাবে ড্রিল্ করতে হয় তা জানো না?" চেঁচিয়ে উঠল সে কোস্তিয়ার উদ্দেশে। সে জানে, এভাবে চালালে যন্ত্রটা বেশি দিন টিঁকবে না।

কিন্তু কোস্তিয়া শুধু পাল্টা চিৎকার করে লেদ্‌টাকে আবার চালিয়ে দিল। খোদোরোভ অভিযোগ পেশ করার জন্যে গেল এই বিভাগের যিনি সর্বপ্রধান,

তাঁর কাছে। ইতিমধ্যে, কোস্তিয়া যন্ত্রটাকে চালু রেখেই চট্ করে একটা তেলের টিন জোগাড় করে আনার জন্যে গিয়েছিল, যাতে কিনা বিভাগীয় বড়োকর্তা এসে পড়ার আগেই সব ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে থাকে। তেল নিয়ে ফিরে এসে দ্যাখে—ড্রিল্‌টা ভেঙে গেছে। বিভাগীয় বড়োকর্তা কোস্তিয়া ফিদিনকে বরখাস্ত করার জন্যে মত দিয়ে রিপোর্ট পেশ করলেন। কিন্তু, খোদোরোভোর কম্‌সোমল-সভ্যদের ওপরে রাগ আছে—এই অজুহাতে কম্‌সোমল-শাখার ব্যুরো ফিদিনের পক্ষ সমর্থনের জন্যে উঠেপড়ে লাগল। কারখানার ব্যবস্থাপনা-বিভাগ ফিদিনকে বরখাস্ত করার মতটাকে চালু রাখল এবং গোটা কারখানার কম্‌সোমল-ব্যুরোর কাছে ব্যাপারটাকে উপস্থিত করা হল। লড়াই বেধে গেল।

ব্যুরোর পাঁচজন সভ্যের মধ্যে তিনজনের মত—কোস্তিয়াকে সরকারীভাবে কঠিন তিরস্কার করে অন্য কাজে বদ্‌লি করে দেওয়া হোক। এই তিনজনের মধ্যে একজন ৎস্‌বেতায়েভ। অন্য দুজন কোস্তিয়াকে শাস্তি দেবার আদৌ দরকার আছে বলে মনে করে না।

ব্যাপারটা আলোচনা করার জন্যে ৎস্‌বেতায়েভ-এর দপ্তর-ঘরে ব্যুরোর সভা ডাকা হয়েছে। লাল কাপড়ে ঢাকা একটা বড়ো টেবিলের চারধারে সাজানো কতকগুলো বেঞ্চি আর টুল—ছুতোর-কারখানার কম্‌সোমল-কর্মীরা এগুলো বানিয়েছে। দেয়ালে নেতাদের ছবি আর টেবিলের পেছনের গোটা দেয়াল-জুড়ে রেল-কারখানার ঝাণ্ডা টাঙানো।

ৎস্‌বেতায়েভ ইদানিং সারাক্ষণের কম্‌সোমল-কর্মী। পেশার দিক থেকে সে ঢালাই-মিস্ত্রি, কিন্তু তার সংগঠনের ক্ষমতার ফলে কম্‌সোমলের নেতৃত্বের আসনে উঠে এসেছে। সে এখন কম্‌সোমলের জেলা-কমিটির ব্যুরোর একজন সভ্য, তাছাড়া প্রাদেশিক কমিটির সভ্য। যন্ত্রপাতি তৈরির একটা কারখানার ঢালাই-বিভাগে সে কাজ করেছে, রেল-কারখানায় নতুন এসেছে সে। প্রথম থেকেই সে দৃঢ় হাতে ব্যবস্থাপনার লাগাম তুলে নিয়েছে। আত্মবিশ্বাস আছে তার, তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারে। গোড়া থেকেই সে অন্যান্য কম্‌সোমল-কর্মীদের স্বতোপ্রবৃত্ত হয়ে কাজে নামার প্রয়াসটাকে চেপে দিয়েছে। নিজেই সব কিছু করার দিকে তার ঝোঁক এবং সমস্ত কাজের তাল যখন একা সামলাতে পারে না, তখন সহযোগী কর্মীদের বিরুদ্ধে অকর্মণ্যতার অভিযোগ তুলে চেঁচামেচি করে।

এমন কি, আপিস-ঘরটা পর্যন্ত তার ব্যক্তিগত তদারকে সাজানো হয়েছে।

এই ঘরের একমাত্র নরম গদি-আঁটা আরামকেদারাটায় গা এলিয়ে দিয়ে সে আলোচনা-বৈঠকের কাজ পরিচালনা করছে। আরামকেদারাটাকে নিয়ে আসা হয়েছে কম্‌সোমলের ক্লাবঘর থেকে। শুধুমাত্র ব্যুরো-সভ্যদের নিয়েই এই সভা। পার্টি-সংগঠক খোমুতোভ সবেমাত্র কিছু বলবার জন্যে অনুমতি চেয়েছে, এমন সময় দরজার গায়ে ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ উঠল—ভেতর থেকে ছিট্‌কিনি তুলে বন্ধ করা ছিল দরজাটা। আলোচনায় বাধা পড়তে ৎস্‌বেতায়েভ বিরক্ত হয়ে ভ্রূকুটি করল। কাতিয়া জেলেনোভা উঠে এসে দরজা খুলে দিল। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে কোরচাগিন। কাতিয়া ঢুকতে দিল তাকে।

খালি চেয়ারটায় পাভেল বসতে যাবে, এমন সময়ে ৎস্‌বেতায়েভ তাকে

উদ্দেশ করে বলল, "কোরচাগিন, শুধু ব্যুরোর সভ্যদের নিয়েই আমাদের আজকের এই আলোচনা-বৈঠক।"

মুখ লাল হয়ে উঠল পাভেলের। ধীরে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে সে টেবিলের দিকে তাকাল।

"তা জানি। ফিদিনের ব্যাপারটা সম্বন্ধে তোমাদের মতামত জানার আগ্রহ আছে আমার। এ সম্বন্ধে আমার একটা কথা বলবার আছে। ব্যাপারটা কি, আমার উপস্থিত থাকাতে কি তোমার আপত্তি আছে?"

"আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার জানা উচিত এ ধরনের আলোচনা-সভায় শুধু ব্যুরোর সভ্যরাই উপস্থিত থাকতে পারে। যতো বেশি লোক থাকবে, ঠিকমতো ফয়সালা করার ব্যাপারটা ততোই কঠিন হয়ে উঠবে। কিন্তু তুমি এসে গেছ যখন, তখন থাকতে পারো।"

কোরচাগিনকে এ ধরনের অপমান এর আগে কখনও সইতে হয়নি। কুঁচকে যাওয়া কপালে তার নতুন কয়েকটা ভাঁজ দেখা দিল।

"এতো কেতা-কানুন কিসের জন্যে?" বিরক্ত হয়ে খোমুতোভ বলে উঠতেই, কোরচাগিন হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে দিয়ে বসে পড়ল।

খোমুতোভ তার বক্তব্য বলতে শুরু করল, "আচ্ছা, আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম: খোদোরোভ যে প্রাচীনপন্থী, সে কথা ঠিক। কিন্তু শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে কিছু একটা করা দরকার। কম্‌সোমল-কর্মীরা সবাই যদি ড্রিল্ ভেঙে ফেলতে শুরু করে, তাহলে কি দিয়ে কাজকর্ম চালাব আমরা? আরও বড়ো কথা, পার্টির বাইরেকার কর্মীদের সামনে আমরা খুব খারাপ উদাহরণ উপস্থিত করছি। আমার মতে, ফিদিন ছেলেটাকে খুব কড়া রকমের শাসানি দেওয়া দরকার।"

তাকে শেষ করবার সুযোগ না দিয়েই, ৎস্‌বেতায়েভ আপত্তি তুলতে শুরু করল। দশ মিনিট কেটে গেল। ইতিমধ্যে পাভেল বুঝে নিয়েছে যে হাওয়াটা কোনদিকে বইছে। যখন চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যে প্রস্তাবটাকে ভোটে দেওয়া হবে, তখন সে দাঁড়িয়ে উঠে কিছু বলতে চাইল। অনিচ্ছার সঙ্গে তাকে বলার অনুমতি দিল ৎস্‌বেতায়েভ।

"কমরেড, আমি ফিদিনের ঘটনাটা সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য বলতে চাই," শুরু করল পাভেল। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার গলার স্বরটা কর্কশ শোনাল।

"ফিদিনের ঘটনাটাকে একটা লক্ষণ বলা যেতে পারে, এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কোস্তিয়া ফিদিনের অপরাধটা সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার নয়। আমি কাল গোটাকতক তথ্য সংগ্রহ করেছি।" পকেট থেকে একটা নোটবই বের করল পাভেল। "কারখানার হাজিরা রাখে যে, তার কাছ থেকে আমি এই তথ্যগুলো পেয়েছি। বেশ মন দিয়ে শোন: কম্‌সোমল-সভ্যদের শতকরা তেইশ জন প্রতিদিন পাঁচ মিনিট থেকে পনের মিনিট পর্যন্ত দেরি করে কাজে আসে। এটা একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। প্রতি মাসে শতকরা সতের জন একদিন বা দুদিন করে আদৌ কাজে আসে না। কম্‌সোমলের বাইরেকার তরুণ কর্মীদের মধ্যে কাজ-কামাইয়ের সংখ্যা শতকরা চোদ্দ জন। কমরেড, এই হিসেবগুলো চাবুকের মতো যেন মার লাগাচ্ছে আমাদের। আরও কয়েকটা তথ্য আমি লিখে

এনেছিঃ পার্টি-সভ্যদের মধ্যে শতকরা চারজন মাসে একদিন করে কামাই করে আর শতকরা চারজন দেরি করে কাজে আসে। পার্টি-সভ্য নয় যারা, সেই সব বয়স্ক শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা এগারো জন মাসে একদিন করে কামাই করে আর শতকরা তেরো জন নিয়মিতভাবে দেরি করে কাজে আসে। যন্ত্রপাতির ভাঙচুর যা হয়, তার মধ্যে শতকরা নব্বুইটার জন্যে দায়ী তরুণ শ্রমিকরা—এদের মধ্যে শতকরা সাতজন নতুন কাজে ঢুকেছে। এই সব হিসেব থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে পার্টিসভ্য আর বয়স্ক শ্রমিকদের চেয়ে কম্‌সোমলের তরুণ শ্রমিকদের কাজে গাফিলতি ঢের বেশি। কিন্তু অবস্থাটা সর্বত্রই এক-রকম নয়। ঢালাই-বিভাগে কাজের হিসেব চমৎকার, ইলেক্‌ট্রিশিয়ান্‌দের কাজও অতোটা খারাপ নয়, কিন্তু বাদবাকিটুকুর অবস্থা মোটামুটি একই। আমার মতে, কমরেড খোমুতোভ শৃঙ্খলা সম্বন্ধে যা বলেছে, সেটা যা বলা উচিত তার একটা অতি সামান্য অংশ মাত্র। আমাদের আশু সমস্যাটা হচ্ছে, এই সব ঘোর-প্যাঁচগুলোকে সিধে করে দেওয়া। এখানে বক্তৃতা দিয়ে আন্দোলন সৃষ্টি করার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু কাজে ঢিলেমি আর অমনোযোগিতা বন্ধ করতেই হবে আমাদের। পুরনো শ্রমিকরা খোলাখুলি স্বীকার করছে যে পুঁজিবাদী মালিকদের অধীনে কাজ করার সময় তারা এর চেয়ে ঢের ভালো কাজ করত। এখন কিন্তু আমরাই মালিক, তাই খারাপভাবে কাজ করার স্বপক্ষে কোনো যুক্তিই নেই। কোস্তিয়া ফিদিন কিংবা আর কোনো শ্রমিকের দোষ ততোটা নয়। দোষটা আমাদের সকলের নিজেদের। কারণ, দোষত্রুটিগুলোকে দূর করার জন্যে ঠিকভাবে লড়াই না চালিয়ে আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোস্তিয়ার মতো শ্রমিকদের একটা-না-একটা ছুতো ধরে পক্ষ সমর্থন করছি।

"সামোখিন আর বুতিলিয়াক এইমাত্র বলেছে যে ফিদিন ভালো ছেলে, সব-চেয়ে ভালো ছেলেদের মধ্যে একজন, ও একজন সক্রিয় কম্‌সোমল-কর্মী, ইত্যাদি; একটা ড্রিল ভেঙে ফেলেছে, তাতে আর হয়েছে কি, অন্য যে-কোনো লোকের কাছেই তো ওটা ভাঙতে পারত; ও আমাদের একজন, কিন্তু ফোরম্যান তো তা নয়...কিন্তু জিজ্ঞেস করি, খোদোরোভের সঙ্গে কি কেউ কখনও এ সম্বন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করেছে? সে সবসময় গজ্‌গজ্‌ করে বটে, কিন্তু তার ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতার কথাটা ভুলে যেও না! আমরা তার রাজনীতিক মতামত নিয়ে আলোচনা করব না। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তার কাজটাকেই ঠিক বলব, কারণ, সে বাইরের লোক হয়েও রাষ্ট্রের সম্পত্তির দিকে নজর রেখেছে। আর, আমরাই কিনা দামী দামী যন্ত্রপাতি ভাঙতে লেগে গেছি। এ ধরনের অবস্থাটাকে কি বলতে চাও তোমরা? আমি মনে করি, আমাদের এক্ষুণি প্রথম আঘাতটা হানা দরকার এবং কারখানার কাজের এই গল্‌তিটাকে বন্ধ করার জন্যে এখুনি কোমর বেঁধে লাগা উচিত।

"আমি প্রস্তাব করছি—কাজে ঢিলেমির জন্যে এবং উৎপাদনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্যে ফিদিনকে কম্‌সোমল থেকে বের করে দেওয়া হোক। দেয়াল-পত্রিকায় তার ব্যাপারটা সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া উচিত। আর, ফলাফলের কোনো ভয় না করে এই হিসাবগুলোও একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে খোলাখুলি প্রকাশিত হওয়া উচিত। আমরা যথেষ্ট শক্তিশালী, নির্ভর করতে পারার মতো সমর্থন আমাদের পেছনে আছে। কম্‌সোমল-সভ্যদের অধিকাংশই ভালো কর্মী।

এদের মধ্যে ষাট জন বোইয়ারকায় কাজ করে এসেছে এবং সেখানে তাদের প্রচণ্ড রকমের একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। এদের সাহায্যে আর সহযোগিতায় আমরা সমস্ত অসুবিধা দূর করতে পারি। শুধু, গোটা ব্যাপারটার প্রতি আমাদের সমস্ত দৃষ্টিভংগীটা একেবারে বরাবরের মতো বদলে ফেলতে হবে।"

কোরচাগিন সাধারণত শান্ত আর গম্ভীর প্রকৃতির। কিন্তু এখন সে এমন আবেগের সংগে কথাগুলো বলল যে ৎস্‌বেতায়েভ বিস্মিত হয়ে গেল। আসল পাভেলকে সে যেন এই প্রথম দেখল। পাভেল যে ঠিক বলেছে, সেটা উপলব্ধি করেছে সে, কিন্তু খোলাখুলি তার মতটাকে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে সে বড়ো সাবধানী। কোরচাগিনের বক্তব্যটাকে ৎস্‌বেতায়েভ সাধারণভাবে সাংগঠনিক অবস্থার একটা তীব্র সমালোচনা হিসেবে আর তার নিজের কর্তৃত্বকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা হিসেবেই ধরে নিল এবং তার প্রতিপক্ষেরই যে বিচারে ভুল হচ্ছে, সেই কথাটা স্বীকার করিয়ে নিয়ে ছাড়বে বলে মনস্থ করল সে। মেন্‌শেভিক খোদোরোভের পক্ষ সমর্থন করছে বলে পাভেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সে তার বক্তব্য শুরু করল।

তর্কের ঝড় বয়ে গেল তিন ঘণ্টা ধরে। চূড়ান্ত ভোট নেওয়ার ঠিক আগে কোরচাগিনকে ঘর ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে সে গণতান্ত্রিক নিয়মটাকে অমান্য করে বসল।

"আচ্ছা বেশ, আমি যাচ্ছি, যদিও তোমার ব্যবহারটা মোটেই তোমার পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক নয়, ৎস্‌বেতায়েভ। তুমি যদি তোমার মতটাকে চালু রাখার জন্যে জেদ্‌ করো, তাহলে তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি—আমি কাল সাধারণ সভ্যদের সভায় সমস্ত ব্যাপারটা উপস্থিত করব এবং আমি নিশ্চয় জানি যে সেখানে তুমি অধিকাংশ ভোটে হেরে যাবে। তুমি ভুল করছ, ৎস্‌বেতায়েভ। কমরেড খোমুতোভ, আমার মনে হয় সাধারণ সভার আগে পার্টি-গ্রুপে তোমার এই আলোচনাটা তোলা উচিত।"

পাভেলকে অগ্রাহ্য করার ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠল ৎস্‌বেতায়েভঃ "ভয় দেখাতে এসো না আমাকে। আমি নিজেই পার্টি-গ্রুপের কাছে যেতে পারি—তাছাড়া, সেখানে তোমার সম্বন্ধেও আমার কিছু বলার আছে। নিজে যদি কাজ করতে না চাও, তাহলে যারা করছে তাদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে এসো না।"

বেরিয়ে এসে পাভেল দরজাটা বন্ধ করে দিল। গরম হয়ে ওঠা কপালটার ওপরে হাত বুলিয়ে নিয়ে ফাঁকা আপিসটা পার হয়ে বাইরে রাস্তায় এসে খোলা হাওয়ায় গভীর একটা নিঃশ্বাস নিল সে। একটা সিগারেট ধরিয়ে রওনা হল বাতিয়েভা পাহাড়ের দিকে যেখানে ছোট্ট একটা বাড়িতে তোকারেভ থাকে।

এসে দেখে, বৃদ্ধ মিস্ত্রি তখন খেতে বসেছে।

তোকারেভ পাভেলকে টেবিলে এসে বসবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল, "এসো, খবর-টবর শোনা যাক। দারিয়া, আরেক প্লেট ঝোল এনে দাও ছেলেটার জন্যে।"

তোকারেভ যেমন ছোটখাটো রোগা মানুষটি, তার স্ত্রী দারিয়া ফোমিনিচ্‌না ঠিক তেমনিই লম্বাচওড়া আর মোটাসোটা। এক প্লেট কড়াইয়ের ঝোল এনে

পাভেলের সামনে রেখে সাদা তোয়ালেটা দিয়ে ভিজে ঠোঁট দুটো মুছে নিয়ে সে সস্নেহে বলল, "খাও, বাবা।"

তোকারেভ আগে যখন কারখানায় কাজ করত, তখন পাভেল তার বাড়িতে প্রায়ই এসেছে এবং এই বৃদ্ধ দম্পতির সঙ্গে অনেক মধুর সন্ধ্যা কাটিয়েছে। কিন্তু শহরে ফিরে আসার পর এখানে সে এই প্রথম এল।

দ্রুত চামচ চালাতে চালাতে বৃদ্ধ মিস্ত্রিটি পাভেলের পুরো কাহিনীটা শুনে গেল, মাঝে মাঝে বিরক্তিসূচক ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করা ছাড়া কোনো মন্তব্য করল না। ঝোলটা শেষ করে রুমাল দিয়ে গোঁফ মুছে খাঁকারি দিয়ে গলাটা সাফ করে নিল সে।

"ঠিক কথাই বলেছ তুমি," বলল সে, "প্রশ্নটাকে ঠিকমতো তোলার সময় হয়েছে। এই জেলায় অন্য যে-কোনো জায়গার চেয়ে এই কারখানায় কমিউনিস্টের সংখ্যা ঢের বেশি, সুতরাং এইখান থেকেই আমাদের শুরু করা উচিত। তাহলে, শেষ পর্যন্ত ৎস্‌বেতায়েভের সঙ্গে তোমার ঘুষোঘুষি বেধে গেছে, অ্যাঁ? খুব খারাপ। হঠাৎ উঁচুতে উঠে গেলে যা হয়, ও ছেলেটার খানিকটা তাই হয়েছে। কিন্তু তুমি তো আর সব ছেলেদের সঙ্গে বেশ মানিয়ে চলতে, তাই না? হ্যাঁ ভালো কথা, কারখানায় তোমার কাজটা ঠিক কি?"

"আমি একটা বিভাগে কাজ করছি আর সাধারণভাবে যা যা হয় তার মধ্যে আমি থাকি। আমার নিজের সেলে আমি একটা রাজনীতিক পড়াশোনার ক্লাস নিই।"

"আর, ব্যুরোর কাজ?"

ইতস্তত করল কোরচাগিন।

"শরীরটা সম্পূর্ণ সেরে না ওঠা পর্যন্ত কিছুদিন ঠিক সরকারীভাবে নেতৃত্বের ব্যাপারে কোনোরকম অংশ নেব না বলেই ভেবে রেখেছি। আর, খানিকটা পড়াশোনাও করতে চাই।"

"তাই বলো!" আপত্তির সুরে বলে উঠল তোকারেভ, "শোনো বাপু, তোমার শরীরটা খারাপ না থাকলে একচোট ঝাড়তাম আমি তোমায়। আচ্ছা যাক্, এখন কেমন বোধ করছ? জোর বেড়েছে তো খানিকটা?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ। তাহলে এবার মন দিয়ে কাজে লেগে যাও। আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে এলোমেলো ঢং-মারাটা বন্ধ করো। কোণঘেঁষে বসে থেকে কোনো লাভ হবে না। তুমি যে দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছ, তা তুমি জানো। কাল থেকেই তোমাকে সব ঠিকমতো গুছিয়ে ফেলার জন্যে লাগতে হবে। আমি এ সম্বন্ধে ওকুনেভের সঙ্গে কথা বলব।" তোকারেভের গলার স্বরে বিরক্তি ফুটে উঠল।

তাড়াতাড়ি আপত্তি জানাল পাভেল, "না, খুড়ো, ওকে কিছু বলার দরকার নেই। আমাকে কোনো কাজ না দেবার জন্যে আমি নিজেই ওকে বলেছিলাম।"

বিরক্তির চোটে হিসিয়ে উঠল তোকারেভ।

"তুমি বললে, অ্যাঁ, আর ও তোমাকে দিব্যি ছেড়ে দিল? তোমাদের এই

কম্‌সোমলদের নিয়ে কি করা যায় বলো দিকি ?...কাগজটা একটু পড়ে শোনাবে বাবা, আগে যেমন পড়ে শোনাতে ? আমার চোখের আর তেমন জোর নেই।”

কম্‌সোমল-ব্যুরোর অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্তটাকেই কারখানার পার্টি ব্যুরো বহাল রাখল এবং শ্রমিক-শৃঙ্খলার গুরুত্বপূর্ণ আর আয়াসসাধ্য কাজের উদাহরণ স্থাপন করার জন্যে পার্টির আর কম্‌সোমলের দলগুলো উঠে পড়ে লাগল। ব্যুরোর সভায় ৎস্‌বেতায়েভের কড়া সমালোচনা করা হল। প্রথম দিকটায় সে একটু ফোঁসফাঁস করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সম্পাদক লোপাখিনের কাছে কোণঠাসা হয়ে সমালোচনাটুকু মেনে নিয়ে সে আংশিকভাবে নিজের দোষ স্বীকার করল। বয়েস হয়েছে লোপাখিনের, মোমের মতো বিবর্ণ তার গায়ের রঙ দেখে বোঝা যায় যে ভেতরে ভেতরে সে যক্ষ্মায় ক্ষয়ে যাচ্ছে।

পরের দিন দেয়াল-পত্রিকাগুলোয় কতকগুলো প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার ফলে রেল-কারখানায় বেশ খানিকটা সাড়া পড়ে গেল। চেঁচিয়ে পড়ল সবাই লেখাগুলো, দারুণ আলোচনা হল তাই নিয়ে। সেদিন সন্ধ্যায় যে তরুণ কর্মীদের সভা ডাকা হয়েছিল, তাতে উপস্থিতের সংখ্যা অসাধারণ রকম বেশি দেখা গেল। দেয়াল-পত্রিকার প্রবন্ধে যে সব সমস্যার কথা তোলা হয়েছিল, সেই সভায় কেবল তাই নিয়েই আলোচনা হল।

ফিদিনকে কম্‌সোমল থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হল এবং রাজনীতিক শিক্ষার ভার দিয়ে একজন নতুন সভ্যকে ব্যুরোয় নেওয়া হল—পাভেল কোরচাগিন।

এই নতুন অবস্থায় রেল-কারখানার কর্মীদের সামনে যে নতুন কর্তব্যগুলি দেখা দিয়েছে, সে সম্বন্ধে নেঝ্‌দানভ যখন একটা ছক দিয়ে গেল, তখন অস্বাভাবিক একটা নিস্তব্ধতার মধ্যে হল-ঘরসুদ্ধ সবাই তা মনোযোগের সঙ্গে শুনল।

সভার শেষে বাইরে এসে ৎস্‌বেতায়েভ দেখে কোরচাগিন তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

পাভেল বলল, “চলো একসঙ্গে যাই, কিছু কথা আছে তোমার সঙ্গে।”

“কি সম্বন্ধে ?” বিরক্তভাবে জিজ্ঞেস করল ৎস্‌বেতায়েভ।

পাভেল তার হাত ধরে কয়েক গজ এসে থামল একটা বেঞ্চির কাছে।

“একটু বসা যাক এখানে, কেমন ?” বলে সে নিজেই আগে বসে পড়ল।

ৎস্‌বেতায়েভের সিগারেটের জ্বলন্ত মুখটা মাঝে মাঝে লাল দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, মাঝে মাঝে নিভন্ত হয়ে আসছে।

“আমার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগটা কি, ৎস্‌বেতায়েভ ?”

দু-এক মিনিট নিস্তব্ধতা।

“ও, এই ব্যাপার ? আমি ভেবেছিলাম তুমি কোনো কাজের কথা বলতে চাও,” বিস্ময়ের ভাণ করে বলল ৎস্‌বেতায়েভ, কিন্তু তার গলাটা কেঁপে গেল।

পাভেল তার হাঁটুটা চেপে ধরল দৃঢ় হাতে।

“উঁচ্‌কপালে ভাবটা ছাড়ো, দিম্‌কা। ও ধরনের কথা কূটনীতিকদের মুখেই শোভা পায়। এইটে শুধু বলো দিকি: তুমি আমাকে এতো অপছন্দ করো কেন ?”

অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে বসল ৎস্ বেতায়েভ।

"কি বলতে চাও তুমি? তোমার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ কি থাকতে পারে? আমি নিজেই তো তোমাকে কাজ করার জন্যে বলেছিলাম, না কি? তুমি রাজি হলে না, আর এখন আমি তোমাকে কাজে ঢুকতে দিইনি বলে আমার ওপরেই দোষ চাপাচ্ছ?"

কিন্তু, তার এই কথার মধ্যে কোনো আত্মপ্রত্যয় ছিল না। ৎস্ বেতায়েভের হাঁটুর ওপরে হাতখানা রেখেই পাভেল আবেগের সঙ্গে বলল ঃ

"তুমি যদি না বলো তাহলে আমি বলছি ঃ তুমি ভাবছ আমি তোমার পথের কাঁটা, তুমি ভাবছ আমি তোমার নেতৃত্ব কেড়ে নিতে চাই। তা যদি না ভাবতে, তাহলে কোস্তিয়া ফিদিনের ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের ঝগড়া বাধত না। নিজেদের মধ্যে এ ধরনের সম্পর্কের ফলে আমাদের সমস্ত কাজকর্ম একেবারে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এটা যদি শুধু আমাদের দুজনের মধ্যে একটা ব্যাপার হত, তাহলে কিছুমাত্র আসত যেত না—আমার সম্বন্ধে তুমি কি ভাবছ না ভাবছ, তা আমি গ্রাহ্য করতাম না। কিন্তু কাল থেকে আমরা একসঙ্গে কাজ করব। এভাবে আমরা কাজ চালাব কি করে? শোনো ঃ আমাদের মধ্যে কোনোরকম মনোমালিন্য থাকলে চলবে না। আমরা দুজনেই মেহনতী মানুষ। যে আদর্শের জন্যে আমরা দুজনেই লড়ছি, সেই আদর্শই যদি তোমার কাছে আর সব কিছুর চেয়ে বড়ো হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি আমার দিকে তোমার হাত বাড়িয়ে দেবে, আর কাল থেকেই তাহলে আমরা বন্ধু হিসেবে কাজে লেগে যেতে পারব। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এই সব আজেবাজে ধারণা তোমার মাথা থেকে না তাড়াচ্ছ এবং প্যাঁচ কষা ছেড়ে সোজা পথে না আসছ, ততক্ষণ পর্যন্ত কাজের ক্ষেত্রে যতোবার অসুবিধা দেখা দেবে ততোবারই আমরা দুজন কামড়াকামড়ি লড়াই করব। এখনও তোমার প্রতি আমার বন্ধুত্ব বজায় থাকতে থাকতে এই আমি আমার হাত বাড়িয়ে ধরছি তোমার দিকে, ধরো।"

ৎস্ বেতায়েভের কড়া-পড়া আঙুলগুলো যখন তার হাতখানা চেপে ধরল, তখন গভীর একটা আনন্দের অনুভূতিতে ভরে উঠল পাভেলের সমস্ত মন।

এক সপ্তাহ কেটে গেছে। সেদিনকার মতো পার্টির জেলা-কমিটির কাজকর্ম শেষ হয়ে আসছে। দপ্তর-ঘরগুলো নিস্তব্ধ। কিন্তু তোকারেভ তখনও তার ডেস্কের সামনে বসে আছে। আরামকেদারাটায় বসে সে সাম্প্রতিক রিপোর্টগুলো পড়ছে, এমন সময়ে দরজায় ঠুকঠুক আওয়াজ হল।

"ভেতরে এসো!"

ভেতরে ঢুকে কোরচাগিন সম্পাদকের ডেস্কের সামনে রাখল ভর্তি করা দুটো প্রশ্নপত্রের ফর্ম্।

"এটা কি?"

"দায়িত্বহীনতাকে চুকিয়ে দেবার জন্যে এটা করা হয়েছে, খুড়ো। এবং এটা করার সময়ও হয়েছে, যদি বলো। তোমারও যদি তাই মনে হয়, তাহলে তোমার সমর্থন পেলে আমি কৃতজ্ঞ হবো।"

শিরোনামাটার দিকে এক নজর দেখে নিয়ে এই তরুণটির দিকে তাকাল

তোকারেভ। তারপর কলমটা তুলে নিল সে। যেখানে লেখা রয়েছেঃ "রাশিয়ান কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির সভ্যপদপ্রার্থী হিসেবে পাভেল আন্দ্রিয়েভিচ্ কোরচাগিনকে যে সব কমরেডরা সুপারিশ করছে, তারা পার্টিতে কতোদিন ধরে আছে," সেইখানটায় তোকারেভ দৃঢ় হাতে "১৯০৩" লিখে নিজের নাম সই করে দিল।

"এই নাও, বাবা। আমি জানি, তুমি কোনোদিন আমার এই বুড়ো পাকা-চুলওয়ালা মাথার ওপরে লজ্জার বোঝা চাপাবে না।"

গরমে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে ঘরের মধ্যে। সকলের মনেই একটি চিন্তা সবচেয়ে বেশি ঘোরাফেরা করছেঃ যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় সোলোমেন্কার চেস্ট্নাট্-গাছের শীতল ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে।

ৎস্বেতায়েভ অনুনয় জানাল, "শেষ করতে চাও, পাভ্কা। এই গরম আর এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারছি না।" দারুণ ঘাম ঝরছে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে। কাতিউশা এবং অন্য সবাই ৎস্বেতায়েভকে সমর্থন করল।

পাভেল বইটা বন্ধ করে দিতেই পড়াশোনার বৈঠকটা ভেঙে গেল।

একসঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে লট্কানো পুরনো ধাঁচের এরিক্সন-টেলিফোনের বাক্সটার মধ্যে থেকে ঝন্ঝন আওয়াজ উঠল। ঘরের মধ্যে চেঁচামেচির রোল ওঠায় সেটাকে ছাপিয়ে উঁচু পর্দায় গলা চড়িয়ে জবাব দিতে হল ৎস্বেতায়েভকে যাতে অপর প্রান্তে তার গলা শোনা যায়।

রিসিভারটা ঝুলিয়ে রেখে কোরচাগিনের দিকে ফিরল সে।

"পোলিশ রাষ্ট্রদপ্তরের কূটনীতিক বিভাগের লোকদের দুটো রেল-কামরা দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনে। কামরা দুটোর আলো নিভে গেছে—তারের কি একটা গোলমাল হয়েছে। এক ঘণ্টার মধ্যে ট্রেনটা ছেড়ে যাবে। যন্ত্রপাতি জোগাড় করে নিয়ে ওখানে চট্ করে চলে যাও, পাভেল। জরুরী ব্যাপার।"

এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে রাত্রে ঘুমোবার কামরা দুটো। চক্চকে পেতলের হাতলে আর জানলার কাচে ঝক্ঝক্ করছে গাড়িখানা। চওড়া জানলাওয়ালা বসবার কামরাটা আলোয় উজ্জ্বল। কিন্তু পাশের গাড়িটা অন্ধকার।

আরামের উপকরণে ভরা এই পুলম্যান্-গাড়িটায় ঢোকার উদ্দেশ্যে সিঁড়ি বেয়ে উঠে পাভেল হাতলটা চেপে ধরতেই স্টেশনের দেয়াল-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মূর্তি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রাখল।

"কোথায় যাচ্ছেন, মশাই ?"

গলার স্বরটা চেনা। ঘুরে দাঁড়িয়ে পাভেল তাকাল চামড়ার কোর্তা-পরা চওড়া বেড়ওয়ালা টুপি মাথায় সরু আঁক্শির মতো নাকওয়ালা মানুষটার দিকে। তার চোখের সন্দেহভরা দৃষ্টিটাকে সে যেন গোপন করতে চাচ্ছে।

লোকটা আর্তিউখিন। পাভেলকে সে চিনতে পারেনি প্রথমে। কিন্তু এবারে তার হাতখানা নেমে গেল পাভেলের কাঁধ থেকে আর তার মুখের ওপর থেকে গাম্ভীর্যটুকু কেটে গেল—যদিও যন্ত্রপাতির বাক্সটার ওপরে সপ্রশ্ন

দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে। তার গলার স্বরে কেতাদুরস্ত ভাবটা আরেকটু কমিয়ে এনে জিজ্ঞেস করল সে, "যাচ্ছ কোথায় ?"

সংক্ষেপে তাকে তার উদ্দেশ্য জানাল পাভেল। গাড়িটার পেছন দিক থেকে আরেকটা মূর্তি এগিয়ে এল।

"আচ্ছা, এক সেকেন্ড। আমি এদের কন্ডাক্টরকে ডেকে আনছি।"

কন্ডাক্টরের পেছনে গাড়ির মধ্যে ঢুকে পাভেল দেখে, সেলুন-কামরাটায় নিখুঁত ভ্রাম্যমানের পোশাক-পরা জনকতক লোক বসে আছে। দামাস্কাস-কাপড়ে ঢাকা একটা টেবিলের কাছে একজন মেয়ে বসে আছে দরজার দিকে পেছন ফিরে। পাভেল যখন ঢুকল, তখন সে সামনে দাঁড়ানো একজন লম্বা অফিসারের সঙ্গে কথা বলছিল। ইলেক্‌ট্রিশিয়ানটি আসতেই তারা কথা বন্ধ করল।

তারের যোগাযোগটা দ্রুত পরীক্ষা করে নিল কোরচাগিন—এই ঘরের শেষ আলোটা থেকে কামরার বারান্দাটার দিকে চলে গেছে তারটা। এখানে সেটা ঠিক আছে দেখে নিয়ে কোথায় গণ্ডগোলটা হয়েছে খুঁজে বের করার জন্যে বেরিয়ে এল সে। তাকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করে ফিরছে গাঁট্টাগোঁট্টা আর ষাঁড়ের মতো ঘাড়ওয়ালা কন্ডাক্টরটি। পোলিশ ঈগল-আঁকা বড়ো বড়ো পেতলের বোতাম লাগানো উর্দি গায়ে লোকটাকে খুব জাঁকালো দেখাচ্ছে।

"পরের কামরাটা দেখা যাক, এখানে তো সব ঠিক আছে। ব্যাটারি চলছে। গোলমালটা নিশ্চয়ই বেধেছে ওই কামরাটায়।"

দরজার চাবিটা ঘোরাল কন্ডাক্টর এবং দুজনে তারা বেরিয়ে এল কামরার অন্ধকার বারান্দাটার দিকে। তারের ওপর দিয়ে বিজ্‌লি-বাতির আলোটা ফেল্‌তে ফেল্‌তে এগিয়ে এসে পাভেল অল্পক্ষণের মধ্যেই তারটা যেখানে পুড়ে গেছে সেই জায়গাটা পেয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কামরার বারান্দার প্রথম আলোটা জ্বলে উঠে জায়গাটাকে ভরে তুলল অনতিউজ্জ্বল আলোয়।

কোরচাগিন তার সঙ্গের লোকটিকে বলল, "কামরার ভেতরকার বাল্‌বগুলো বদ্‌লাতে হবে। পুড়ে গেছে ওগুলো।"

"তাহলে আমাকে একবার ওই মহিলাটিকে ডাকতে হবে, ওঁর কাছে চাবি আছে।" ইলেক্‌ট্রিশিয়ানটিকে এখানে একা রেখে যাবার ইচ্ছে না থাকায় সে তাকে সঙ্গে আসতে বলল।

মেয়েটি প্রথমে ঢুকল কামরায়, তারপরে পাভেল। ঢোকার পথটা জুড়ে দাঁড়িয়ে রইল কন্ডাক্টর। ভ্রমণের উপযোগী চটকদার চামড়ার ব্যাগ, বসবার জায়গাটার ওপরে অযত্নে পড়ে থাকা সিল্কের জোব্বা, সুগন্ধির শিশি আর জানলার পাশে টেবিলের ওপরে রাখা তামরাঙার ছোট্ট ভ্যানিটি-ব্যাগটা লক্ষ্য করল পাভেল। গদি-আঁটা আসনের এক কোণে বসল মেয়েটি, সুন্দর চুল-গুলো নাড়াচাড়া করে নিয়ে ইলেক্‌ট্রিশিয়ানের কাজ লক্ষ্য করতে লাগল সে।

কন্ডাক্টরটি অত্যন্ত বিনম্রভাবে বলল, "মাদাম যদি আমাকে দু-এক মুহূর্তের জন্যে অনুমতি দেন। মেজর একটু ঠাণ্ডা বিয়ার চেয়েছেন।" ষাঁড়ের মতো ঘাড়টা নোয়াবার সময় বেশ একটু কষ্ট করতে হল তাকে।

কৃত্রিম গলায় বলল মেয়েটি, "তুমি যেতে পারো।"

কথাবার্তা হল পোলিশ ভাষায়।

কামরার বারান্দাটা থেকে এক ফালি আলো এসে পড়েছে মেয়েটার কাঁধে। লিয়ঁ-র সিল্কে তৈরি আর প্যারিসের সবচেয়ে ভালো দর্জিদের হাতে বানানো গাউনটায় তার কাঁধ আর হাত দুটো ঢাকা পড়েনি। কমনীয় তার কর্ণপুট-দুটিতে হীরের দুটি বিন্দু জ্বলে জ্বলে উঠছে। কোরচাগিন শুধু তার গজদন্তের মতো শুভ্র কাঁধ আর হাত দুটো দেখতে পাচ্ছিল। মুখটা অন্ধকারে। দ্রুত স্ক্রু-ড্রাইভারটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাভেল কামরার ছাদের বাল্‌ব্‌টা বদলে দিতেই এক মুহূর্তের মধ্যে ভেতরের আলো জ্বলে উঠল। এখন তাকে শুধু একবার অন্য বাল্‌ব্‌টা পরীক্ষা করে দেখতে হবে—ওটা আটকানো রয়েছে সোফার ওপরে যেখানে মেয়েটি বসে রয়েছে তারই মাথায়।

মেয়েটির সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল কোরচাগিন, "এই বাল্‌ব্‌টা একবার আমার পরীক্ষা করা দরকার।"

খাঁটি রাশিয়ান ভাষায় উত্তর দিল মহিলাটি, "ও, হ্যাঁ, আমি পথ আটকে রেখেছি।" হাল্‌কাভাবে উঠে পড়ে সে কোরচাগিনের পাশে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রইল। এবারে পাভেল তাকে সম্পূর্ণভাবে দেখতে পেল। ধনুকের মতো বাঁকা চোখের ভুরু আর অবজ্ঞায় ভরা ফোলা ফোলা ঠোঁট দুটো পাভেলের পরিচিত। কোনো সন্দেহ নেই : নেলি লেস্‌চিন্‌স্কি, সেই উকিলের মেয়েটা। পাভেলের বিস্ময়ভরা চাউনিটা নেলি লক্ষ্য না করে পারল না। কিন্তু পাভেল তাকে চিনতে পারলেও, এই ইলেক্‌ট্রিশিয়ান ছেলেটিই যে তার সেই এককালের ডানপিটে প্রতিবেশী, সেটা নেলির পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়—কারণ, পাভেলের চেহারা এই চার বছরে অনেকখানি বদ্‌লে গেছে।

পাভেলের বিস্ময়ভরা চাউনি দেখে বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে নেলি কামরাটার দরজার কাছে এগিয়ে গেল, দাঁড়িয়ে পড়ে অধৈর্যের সঙ্গে তার পেটেন্ট-চামড়ার জুতোর গোড়ালিটা ঠুকতে লাগল। দ্বিতীয় বাল্‌ব্‌টার দিকে মনোযোগ দিল পাভেল। প্যাঁচ ঘুরিয়ে খুলে নিয়ে সেটাকে আলোর দিকে তুলে ধরে পোলিশ ভাষায় জিজ্ঞেস করে বসল :

"ভিক্তরও এই গাড়িতে আছে না কি?"

প্রশ্নটা করে ফেলেই পাভেল নিজেই নেলির মতোই বিস্মিত হয়ে পড়েছে। মাথাটা না ঘুরিয়েই প্রশ্ন করেছিল পাভেল। নেলির মুখটা দেখতে পায়নি সে। কিন্তু প্রশ্নটা করার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত যে সে নিরুত্তর হয়ে রইল, তার থেকেই নেলির বিমূঢ়তাটুকু বোঝা গেল।

"কেন, তুমি তাকে চেনো নাকি?"

"হ্যাঁ, খুব ভালো করেই চিনি। আমরা পড়্‌শী ছিলাম যে।" মুখটা ফিরিয়ে পাভেল তাকাল তার দিকে।

"তুমি...তুমি পাভেল, আমাদের ওই..." হতবুদ্ধি হয়ে থেমে গেল নেলি।

"...রাঁধুনির ছেলে।" তাকে খেই ধরিয়ে দিল কোরচাগিন।

"কিন্তু কতো বড়ো হয়ে গেছ তুমি! আমি তোমাকে যখন দেখেছিলাম, তখন তো তুমি ছিলে একটা বুনো ছোঁড়া!"

অত্যন্ত নিস্পৃহভাবে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করল নেলি।

"ভিক্তরের কথা জিজ্ঞেস করছ কেন? আমি যতদূর জানি—তার সঙ্গে তোমার ঠিক বন্ধুত্ব ছিল বলা যায় না," সুরেলা গলায় বলল নেলি। পাভেলের

সঙ্গে তার এই অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে যাবার ফলে এই একঘেয়েমির মধ্যে কিছুক্ষণের মতো একটু মুখরোচক বৈচিত্র্যের স্বাদ পাবে বলে আশা জেগেছে নেলির মনে।

স্ক্রুটা দ্রুত বসে গেল দেয়ালের গায়ে।

“ভিক্তরের একটা দেনা আছে আমার কাছে, এখনও সেটা শোধ দেয়নি সে। দেখা হলে তাকে বলে দেবেন, হিসেবটা চুকিয়ে নেবার আশা আমি ছাড়িনি।”

“তোমার পাওনাটা কতো বলো দিকি, আমিই না হয় ভিক্তরের হয়ে মিটিয়ে দিচ্ছি।”

কোরচাগিন যে কোন্ দেনার কথা বলছে, তা নেলি খুব ভালো করেই জানে। পেত্‌লিউরা-শান্ত্রীদের কাছে ভিক্তরই যে বিশ্বাসঘাতকতা করে পাভেলকে ধরিয়ে দিয়েছিল সেটা নেলি জানত। কিন্তু এই চোয়াড়ে ছেলেটাকে নিয়ে মজা করার ইচ্ছেটাই তাকে এরকম অপমানসূচক গলায় কথা বলতে প্ররোচিত করে তুলেছে।

কোনো উত্তর দিল না কোরচাগিন।

“আচ্ছা, আমাদের বাড়িতে নাকি লুটপাট হয়ে গেছে, সব ভেঙেচুরে পড়ছে, সত্যি নাকি? বাগান-বাড়িটা আর ফুলের বাগিচাগুলো সব তছ্‌নছ্ করে দিয়েছে নিশ্চয়ই?” জিজ্ঞেস করল নেলি কৃত্রিম ঔৎসুক্যের সঙ্গে।

“ও বাড়িটা আর এখন আপনাদের নয়, আমাদের। আর, আমাদের নিজেদের জিনিস আমরা নিজেরা নষ্ট করব—এমন সম্ভাবনা নেই।”

বিদ্রুপের সঙ্গে অল্প একটু হেসে উঠল নেলি।

“হ্যাঁ, শিক্ষাটা তো বেশ ভালোই পেয়েছ দেখছি! তা প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি, এই গাড়িটা পোলিশ রাষ্ট্রদপ্তরের, আমি হচ্ছি এখানকার কর্ত্রী আর তুমি চাকর মাত্র—ঠিক যেমনটি তুমি বরাবরই ছিলে। দেখতেই পাচ্ছ, তুমি আলোটা ঠিক করে দেবার জন্যে খাটছ, যাতে কিনা আমি আরাম করে ওই সোফাটায় বসে বই পড়তে পারি। তোমার মা আমাদের কাপড়চোপড় ধোলাই করত আর তুমি জল বয়ে দিতে। ঠিক সেই একই অবস্থার মধ্যে আবার আমাদের দেখা হয়ে গেল।”

বিদ্বেষ ভরা একটা জয়ের সুর ধ্বনিত হল তার গলায়। ছুরিটা দিয়ে তারের ওপরকার রবারের আস্তরণটা চেঁচে তুলে পাভেল এই পোলিশ্ মেয়েটির দিকে সুস্পষ্ট ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাল।

“আপনার জন্যে হলে আমি একটা মরচে-ধরা পেরেকও ঠুক্‌তে যেতাম না। কিন্তু যেহেতু বুর্জোয়ারা কূটনীতিক বলে একটা জিনিস আবিষ্কার করেছে, তাই আমরাও খেলাটা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা তাদের মাথা কেটে ফেলি না—এমন কি, আমরা বাস্তবিক পক্ষে তাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারই করে থাকি যেটা আপনাদের কাছ থেকে মোটেই আশা করা যায় না।”

নেলির গাল দুটো লাল হয়ে উঠল।

“ওয়ারশ’ যদি দখল করে নিতে পারতে, তাহলে আমাকে নিয়ে কি করতে তুমি? বোধহয় থেঁৎলে কিমা বানিয়ে ফেলতে, কিংবা হয়তো আমাকে তোমার উপপত্নী হিসেবে রাখতে?”

দরজাটার ওপরে কমনীয় ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে নেলি। তার কোমল টিকোলো নাক মৃদু মৃদু কাঁপছে—বোঝা যায়, ও নাকের সঙ্গে কোকেন্-এর

পরিচয় আছে। সোফার ওপরে আলোটা জবলে উঠল। খাড়া হয়ে দাঁড়াল পাভেল।

"আপনাকে ? আপনার মতো লোকদের মারার জন্যে মাথা ঘামাতে যাবে কে! আমাদের কিছু করতে হবে না, কোকেন টানার ফলেই আপনি মারা পড়বেন। আর, উপপত্নীর কথাই যদি বলেন, তাহলে আপনার চেয়ে রাস্তার ধারের যে-কোনো গণিকা আমার ঢের বেশি পছন্দসই!"

যন্ত্রপাতির বাক্সটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে এল সে। তাকে যেতে দেবার জন্যে সরে দাঁড়াল নেলি। পাভেল যখন কামরার বারান্দাটার মাঝামাঝি এসে পড়েছে, তখন পেছন দিকে তীব্রস্বরে নেলিকে গালাগাল দিয়ে উঠতে শুনল সে ঃ "হতভাগা বলশেভিক!"

পরের দিন বিকেলে লাইব্রেরিতে যাবার পথে পাভেলের সঙ্গে কাতিউশা জেলেনোভার দেখা। পাভেলের জামার হাতাটা তার ছোট্ট হাত দুটোয় চেপে ধরে কাতিউশা হাসতে হাসতে পাভেলের পথ রুখে দাঁড়াল।

"কোথায় ছুটে চলেছেন, জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিত মশাই ?"

"লাইব্রেরিতে যাচ্ছি, খুড়ী, সরো, যেতে দাও," তারই মতো কৌতুকভরা গলায় জবাব দিল পাভেল। মৃদুভাবে তার কাঁধ চেপে ধরে তাকে পাশে সরিয়ে দিল পাভেল। ঝাঁকানি দিয়ে নিজেকে তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কাতিউশা তার পাশাপাশি হাঁটতে থাকল।

"শোনো, পাভ্লুশা! দিনরাত তোমার পড়াশোনা করা চলবে না। বলছিলাম কি—আজ রাত্রে চলো একটা পার্টিতে যাই। জিনা গ্লাদিশ্-এর ওখানে আসবে সবাই। মেয়েরা প্রায়ই আমাকে বলে তোমাকে নিয়ে আসবার জন্যে। কিন্তু তুমি তো আজকাল রাজনীতি নিয়ে পড়াশোনা করা ছাড়া আর কিছুই ভাবো না দেখি। মাঝে মাঝে একটু আমোদ-টামোদ কি একেবারেই করতে চাও না ? এক-আধবার পড়াশোনা বাদ দেওয়াটা ভালোই হবে তোমার পক্ষে।" পাভেলকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করল কাতিউশা।

"কি ধরনের পার্টি ? কি করব সেখানে গিয়ে ?"

"কি করব সেখানে গিয়ে!" টিট্‌কিরি দিয়ে হেসে উঠল কাতিউশা। "প্রার্থনার শেলাক উচ্চারণ করব না নিশ্চয়ই, একটু গল্পগুজব করে সময় কাটাব আর কি। তুমি না অ্যাকর্ডিয়ন বাজাতে পারো ? আমি একবারও তোমার বাজনা শুনিনি! আজ সন্ধ্যায় এসে আমাদের বাজিয়ে শোনাও, কেমন ? আমার জন্যেই না হয় বাজালে একবার। জিনার মামার একটা অ্যাকর্ডিয়ন আছে, কিন্তু একদম বাজাতে পারে না সে। মেয়েদের ভারি আগ্রহ তোমার সম্বন্ধে, কিন্তু তুমি তো বইয়ের পোকা একটা। কম্‌সোমল-সভ্যদের আমোদ-আহ্লাদ করতে নেই—এ কথা কে বলেছে তোমায় ? এসো বলছি, তা নইলে তোমাকে রাজি করাতে গিয়ে এমন রাগ ধরে যাবে যে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে একমাস কথা বলব না তোমার সঙ্গে।"

বাড়িঘর রঙ করে কাতিয়া—ভালো কমরেড সে, প্রথম সারির কম্‌সোমল-কর্মী। পাভেল তার মনে আঘাত দিতে চায় না বলেই রাজি হয়ে গেল, যদিও

ওই ধরনের ব্যাপারে গিয়ে অস্বস্তি বোধ করে সে, বেজায়গায় এসে পড়েছে বলে মনে হয় তার।

ইঞ্জিন-ড্রাইভার গ্লাদিশ্-এর বাড়িতে একদল তরুণ-তরুণী ভিড় জমিয়ে তুলে গোলমাল শুরু করে দিয়েছে। বড়োরা আরেকটা ঘরে চলে এসেছে। ছোট বাগানটার সামনে বারান্দাওয়ালা বড়ো শোওয়া-বসার ঘরের মধ্যে গোটা পনের ছেলেমেয়ে। বাগানের পথ বেয়ে কাতিউশা যখন পাভেলকে সঙ্গে নিয়ে বারান্দায় এসে উঠল, তখন "পায়রাদের খাওয়ানো" নামে একটা খেলা চলছিল। বারান্দার মাঝখানে পিঠাপিঠি দুটো চেয়ার বসানো। গৃহকর্ত্রী গ্লাদিশ্ খেলাটা পরিচালনা করছে—তার ডাকে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে এসে চেয়ার দুটোয় বসেছে পরস্পরের দিকে পেছন ফিরে। গ্লাদিশ্ যেই বলছে "এবার পায়রাদের খাওয়াও!" অম্‌নি ছেলে-মেয়ে দুটি পেছন দিকে মাথা হেলিয়ে পরস্পরের ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকাচ্ছে। আর-সবাই তাই দেখে মহা খুশি। এর পরে ওরা খেলা শুরু করল—"বেড়্ দেওয়া" আর "ডাকপেয়াদার ঠক্‌ঠকানি"—দুটোই চুমো-খাওয়ার খেলা, যদিও এই শেষের খেলাটায় খেলোয়াড়রা আলোয় উজ্জ্বল বারান্দায় প্রকাশ্যে চুমো খাওয়াটা এড়িয়ে গিয়ে আলো-নেভানো ঘরের মধ্যে ঢুকে চুমো খাচ্ছে। যারা এই সব খেলায় বিশেষ উৎসাহী নয়, তাদের জন্যে এক কোণে ছোট্ট একটা গোল টেবিলের ওপর রাখা আছে নানারকম ফুলের ছবি আঁকা এক প্যাকেট তাস—এই তাসের খেলাটাকে বলে "ফুল-পীরিতি।" পাভেলের পাশ থেকে একটি মেয়ে এগিয়ে এল—বছর ষোলো বয়েস, চোখের রঙ হাল্কা নীল, নিজের পরিচয় দিয়ে নাম জানাল মুরা—চটুল চোখে পাভেলের দিকে এক নজর তাকিয়ে তার হাতে একটা তাস তুলে দিয়ে নিচু গলায় বলল ঃ

"ভায়োলেট ফুল।"

কয়েক বছর আগে পাভেল এই ধরনের পার্টিতে উপস্থিত থেকেছে এবং এসব চপলতায় সরাসরি যোগ না দিলেও সে এগুলোকে এতদিন পর্যন্ত সাধারণ ব্যাপার বলেই মনে করে এসেছে। কিন্তু এখন সে মফঃস্বল শহরের এই সব পেটি-বুর্জোয়াসুলভ হালচাল থেকে নিজেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলেছে, তাই আজকের এই পার্টিটা তার কাছে ন্যক্কারজনক আর নিতান্তই হাস্যকর বলে মনে হল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, আপাতত তার হাতে ধরা রয়েছে ওই "ফুল-পীরিতি"র তাসখানা।

ভায়োলেট্-ফুলের উল্টো দিকে তাসখানার গায়ে লেখা আছে ঃ "তোমাকে আমার ভারি ভালো লাগে।"

মেয়েটির দিকে তাকাল পাভেল। বিন্দুমাত্র সংকোচ না করে সে পাল্টা তাকিয়ে রইল পাভেলের দিকে।

"কেন ?"

কেমন যেন ভোঁতা শোনাল পাভেলের প্রশ্নটা। কিন্তু খেলার নিয়ম অনুযায়ী মুরার উত্তরও তৈরি আছে।

"গোলাপ ফুল", ফিস্‌ফিসিয়ে বলে সে তার হাতে আরেকটা তাস তুলে দিল।

গোলাপ-ফুল আঁকা তাসটার গায়ে লেখা আছে ঃ "তুমিই আমার আদর্শ।"

পাভেল মেয়েটির দিকে ফিরে খুব সচেতনভাবে গলার স্বরটাকে নরম শোনাবার চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করল ঃ

"এই সব বাজে ব্যাপারের মধ্যে কেন যাও ?"

মুরা এমন অপ্রস্তুত হয়ে গেল যে সে কি বলবে ভেবে পেল না।

অভিমানের ভঙ্গীতে ঠোঁট ফুলিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "বিরক্ত হলে নাকি ?"

প্রশ্নটার কোনো উত্তর দিল না পাভেল। কিন্তু এই মেয়েটির সম্বন্ধে আরও জানার আগ্রহ জেগেছে তার মনে। কতকগুলো প্রশ্ন করল সে মেয়েটিকে, বেশ আগ্রহের সঙ্গেই উত্তর দিল মুরা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাভেল জেনে ফেলেছে যে সে মাধ্যমিক স্কুলে লেখাপড়া করেছে, তার বাবা রেল-কারখানায় কাজ করে, পাভেলকে সে অনেকদিন ধরে জানে এবং তার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছেও ছিল তার।

"তোমার পদবীটা কি ?" জিজ্ঞেস করল পাভেল।

"ভোলিন্ত্‌সেভা।"

"তোমার ভাই তো কারখানার একটি বিভাগীয় কমসোমল-সেলের সম্পাদক, না ?"

"হ্যাঁ।"

এইবার পাভেল তার অভ্যস্ত প্রসঙ্গে এসে গেছে। স্পষ্টই দেখতে পেল সে—এই জেলার কমসোমল-কর্মীদের মধ্যে যারা সবচেয়ে কর্মঠ, ভোলিন্ত্‌সেভ্ তাদের একজন হওয়া সত্ত্বেও, নিজের বোনটিকেই সে বেড়ে উঠতে দিচ্ছে একটি অজ্ঞ আর নিতান্ত হাল্‌কা স্বভাবের মেয়ে হিসেবে। গত এক বছর ধরে মুরা তার বন্ধুবান্ধবীদের সঙ্গে এই ধরনের পার্টিকে এসে অসংখ্যবার এরকম চুমো-খাওয়া-খেলায় যোগ দিয়েছে। মুরা জানাল, সে তার ভাইয়ের ওখানে কয়েকবার পাভেলকে দেখেছে।

মুরা বুঝতে পেরেছে যে তার এই সঙ্গীটি তার হালচালকে ঠিক সমর্থন করছে না। পাভেল কোরচাগিনের মুখে উপহাসের হাসিটা লক্ষ্য করেছে মুরা, তাই তার যখন খেলায় ডাক পড়ল, তখন "পায়রাদের খাওয়ানো"র জন্যে আসতে সরাসরি অস্বীকার করে বসল সে। কয়েক মিনিট বসে বসে কথাবার্তা বলল ওরা দুজনে, মুরা তার নিজের সম্বন্ধে আরও খবরাখবর জানাল। তারপর জেলেনোভা এগিয়ে এল ওদের দিকে।

"অ্যাকর্ডিয়নটা এনে দেব ?" জিজ্ঞেস করেই মুরার দিকে দুষ্টুমি ভরা চোখে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে সে বলল, "তোমরা দুজনে খাতির জমিয়ে ফেলেছ দেখছি ?"

পাভেল তাদের দুজনের পাশে কাতিউশাকে বসিয়ে চারদিকে যে গোলমাল আর হাসাহাসির রোল উঠেছে তারই অজুহাত দেখিয়ে বলল ঃ

"আর বাজাব না, থাক। আমি আর মুরা চলি।"

"ওঃ হো ! বড়ো একঘেয়ে লাগছে বুঝি ?" ঠাট্টা করল জেলেনোভা।

"হ্যাঁ, তাই। আচ্ছা কাতিউশা, এখানে আমরা ছাড়া আর কোনো কমসোমল-সভ্য আছে কিনা বলো তো ? নাকি, শুধু আমরাই এই পায়রা খাওয়ানো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি ?"

"এ সব বাজে ব্যাপারে আর না," বলল কাতিউশা পাভেলকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে, "এবার নাচব আমরা।"

উঠে দাঁড়াল পাভেল।

"আচ্ছা বেশ, তাহলে নাচো তোমরা। মুরা আর আমি চললাম কিন্তু।"

আনা বোর্‌হার্ট্‌ একদিন বিকেলের দিকে ওকুনেভের ঘরে এসে দেখে পাভেল একা রয়েছে।

"খুব ব্যস্ত আছ নাকি, পাভেল? শহর-সোবিয়েতের সমস্ত সভ্যদের নিয়ে আজ একটা পুরো অধিবেশন বস্‌ছে, আমার সঙ্গে চলো না ওখানে? আমি ঠিক একা যেতে চাচ্ছি না, বিশেষ করে ফিরতে রাত হবে বলেই।"

পাভেল তৎক্ষণাৎ যাবার জন্যে প্রস্তুত। বিছানার ওপরে ঝোলানো তার মোজার-রিভলভারটা নিতে গিয়ে, বড়ো ভারি হবে বলে পাভেল সেটা না নিতেই মনস্থ করল। তার বদলে টানাটার ভেতর থেকে ওকুনেভের রিভলভারটা বের করে পকেটে গুঁজে নিল। ওকুনেভের জন্যে একটা চিরকুট লিখে রেখে চাবিটা এমন জায়গায় রেখে দিল যেখানে রাখলে সে পেয়ে যাবে।

থিয়েটার-বাড়িতে যেখানে সভা বসেছে, সেখানে এসে পানক্রাতভ্‌ আর ওল্‌গা ইউরেনেভার সঙ্গে দেখা হল। হলের মধ্যে সবাই এক সঙ্গে বসল, সভার কাজের বিরতির সময়ে দল বেঁধে তারা ঘুরে বেড়াল সামনের পার্কে। আনা যা ভেবেছিল তাই—সভা শেষ হল অনেক রাত্রে।

ওল্‌গা জিজ্ঞেস করল, "রাত্রিটা বরং আমার এখানেই থেকে যাও? অনেক রাত হয়ে গেছে, যেতেও তো হবে বহু দূর।"

কিন্তু আনা রাজি হল নাঃ "পাভেল আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে বলেছে," বলল সে।

পানক্রাতভ্‌ আর ওল্‌গা বড়ো রাস্তা ধরে রওনা হয়ে গেল আর ওরা দুজনে চলল সোলোমেন্‌কার চড়াই রাস্তাটা ধরে।

অন্ধকার, গুমোট রাত্রি। সভায় যোগ দিতে এসেছিল যারা, তারা যখন বিভিন্ন রাস্তা বেয়ে বাড়িমুখো রওনা হল, তখন গোটা শহরটা ঘুমিয়ে পড়েছে। তাদের কথাবার্তা আর পায়ের শব্দ ক্রমশ মিলিয়ে গেল। শহরের মাঝামাঝি জায়গাটা থেকে আনা আর পাভেল দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে। নির্জন একটা বাজারের জায়গায় একজন টহলদার পাহারাওয়ালা তাদের থামিয়ে কাগজপত্র পরীক্ষা করে তারপর যেতে দিল। দুধারে গাছের সারি বসানো চওড়া রাস্তাটা পার হয়ে তারা এসে পড়ল একটা অন্ধকার নিস্তব্ধ রাস্তায় যেটা চলে গেছে একটা ফাঁকা জমির ওপর দিয়ে। বাঁয়ে ঘুরে তারা দুজনে চলল রেল-কারখানার বড়ো গুদাম-বাড়িগুলোর সমান্তরাল লম্বা রাস্তাটা বেয়ে—রাস্তার পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে কংক্রিটের লম্বা বিষণ্ণ চেহারার গুদাম-বাড়িগুলো, কেমন যেন একটা নিষেধ ঘোষণা করছে। কিসের যেন একটা অস্পষ্ট আশঙ্কায় ভরে উঠেছে আনার মন। উদ্বিগ্ন চোখে অন্ধকার ভেদ করে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করছে সে, সঙ্গীর প্রশ্নের উত্তরে ঘাব্‌ড়ে-যাওয়া গলায় কাটাকাটা জবাব দিচ্ছে। ভয়ঙ্কর একটা ছায়াকে যখন লক্ষ্য করে দেখা গেল যে সেটা টেলিফোনের একটা

খংটি মাত্র, তার চেয়ে ভয়ানক কিছ্ নয়, তখন জোরে হেসে উঠল আনা, পাভেলকে তার মানসিক উদ্বেগের কথাটা খ্লে বলল। পাভেলের বাহ্টা চেপে ধরল সে, তার কাঁধের পাশে পাভেলের কাঁধের চাপ পড়ায় ভরসা বোধ করল।

"মোটে তেইশ বছর বয়েস আমার, কিন্তু ব্ড়ির মতো স্নায়বিক উত্তেজনায় ভুগি আমি। আমাকে ভীতু বলে ভাবলে কিন্তু তোমার ভুল হবে। কিন্তু আজ রাত্রে আমার স্নায়্গ্লো সব কেমন যেন টান টান হয়ে আছে। অবশ্য তুমি সঙ্গে থাকাতে আমার নিজেকে দিব্যি নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে। সত্যি, ভয় পাচ্ছি বলে লজ্জা হচ্ছে আমার।"

এবং সত্যিই, রাত্রির অন্ধকার, জায়গাটার নির্জনতা আর এইমাত্র সভায় শ্নে আসা আগের রাত্রে শহরতলীর একটা বীভৎস হত্যার ঘটনা আনার মনে যে আতঙ্ক জাগিয়ে তুলেছিল, সেটা পাভেলের ধীর শান্ত ভাব দেখে কেটে গেল—তার জ্বলন্ত সিগারেটের আভায় পাভেলের ম্খের একটা পাশ এক ম্হ্তের জন্যে আলোকিত হয়ে উঠল, তার চোখের ভুর্ দ্টোর বলিষ্ঠ বাঁকা টান দ্টো দেখে সাহস পেল আনা।

মাল-গ্দামের বাড়িগ্লো পেছনে পড়ে গেছে। ছোট একটা নালার ওপর দিয়ে সাঁকোটা পার হয়ে ওরা বড়ো রাস্তা ধরে এসে পড়ল রেল-লাইনের বাঁধের নিচে স্ড়ঙ্গটার কাছাকাছি যেটা শহরের এই দিকটার সঙ্গে রেলওয়ে-অঞ্চলের যোগস্ত্র বজায় রেখেছে।

এতক্ষণে ওদের ডান-দিকে অনেক পেছনে পড়ে গেছে রেল-স্টেশনের বাড়ি-গ্লো। ডিপোটার ওধারে একটা কানাগলির মধ্যে রাস্তাটা শেষ হয়েছে। ওরা দ্জনে পরিচিত জায়গায় এসে পড়েছে ইতিমধ্যেই। রেল-লাইনের গায়ে দ্রে অন্ধকারে দপ্ দপ্ করছে সিগ্ন্যাল-সংকেতের রঙীন আলোগ্লো, ডিপোর পাশে একটা কারখানার ইঞ্জিন রাত্রির মতো ডিপোয় ফিরে যাবার পথে ক্লান্ত নিঃশ্বাস ছাড়ছে।

স্ড়ঙ্গের ম্খটার উপরে মর্চে-ধরা আঁক্শির গায়ে ঝ্লছে রাস্তার আলোটা। বাতাসে দ্লছে সেটা অল্প অল্প, ঘোলাটে হল্দে আলোটা তার স্ড়ঙ্গের এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়ালে সরে সরে যাচ্ছে।

স্ড়ঙ্গের ম্খটা থেকে গজ দশেক দ্রে বড়ো রাস্তাটার পাশে ছোট একটা কুঁড়েঘর। দ্ বছর আগে একটা বিরাট গোলা ট্করো এসে ওটার গায়ে লেগে ভেতরটা একেবারে ভেঙেচুরে দিয়েছে, ধ্বসে পড়েছে সামনের অংশটা, ফলে এখন কুঁড়েটা একটা বিরাট গর্তের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে ভিখিরি যেমন দাঁড়িয়ে থাকে তার দারিদ্র্যের প্রদর্শনী খ্লে। বাঁধের ওপর দিয়ে সশব্দে একটা ট্রেন বেরিয়ে গেল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে আনা বলল, "এবার প্রায় বাড়ি পেঁছে গেছি আমরা।"

পাভেল আল্গোছে তার বাহ্টা ছাড়িয়ে নেবার জন্যে একবার চেষ্টা করল। কিন্তু আনা ছাড়ল না তার হাত। ভেঙে-পড়া কুঁড়েঘরটাকে ছাড়িয়ে এল তারা।

হঠাৎ একটা হ্ড়ম্ড় শব্দ হল তাদের পেছনে। ছ্টে চলা পায়ের শব্দ, ঘোঁত্ঘোঁত্ নিঃশ্বাসের শব্দ। কারা যেন এসে চেপে ধরল ওদের।

পাভেল একটা ঝাঁকুনি দিল হাতটা ছাড়িয়ে নেবার জন্যে, কিন্তু ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়ে আনা প্রাণপণে চেপে ধরেছে তাকে। পাভেল হাতটা ছিনিয়ে নিল যখন, তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। সাঁড়াশির মতো একটা চাপে আট্‌কা পড়ে গেছে তার গলাটা। আর এক মুহূর্ত পরে একটা পাক খেয়ে তাকে ঘুরে দাঁড়াতে হল আক্রমণকারীর মুখোমুখি। সেই হাতটা উঠে এসেছে পাভেলের গলার ওপরে, শার্টের কলারটা এমনভাবে মুচ্‌ড়ে ধরেছে যাতে তার প্রায় দম বন্ধ হয়ে এসেছে, চেপে ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে তাকে একটা রিভলভারের নলের মুখোমুখি, চোখের ওপরে রিভলভারের নলটা ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছে।

অমানুষিক একটা স্নায়বিক উত্তেজনার সঙ্গে পাভেলের চোখ দুটো সম্মোহিতভাবে রিভলভারের নলটার ঘুরে যাওয়াটাকে অনুসরণ করছে। ওই নলটার ফাঁকে মৃত্যু চেয়ে আছে তার দিকে, কিন্তু এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্যেও নিজের চোখদুটোকে ওখান থেকে সরিয়ে নেবার মতো শক্তি বা ইচ্ছে তার নেই। শেষ মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করছে সে। কিন্তু আক্রমণকারীটা গুলি করল না। বিস্ফারিত চোখে পাভেল ডাকাতটার মুখখানা দেখল—বিরাট মাথা, ভারি চোয়াল, গোঁফ আর না-কামানো দাড়ির কালো ছায়া। কিন্তু টুপিটার চওড়া বেড়ের নিচে চোখদুটো তার দেখা যাচ্ছে না।

পাভেল আড়চোখে এক নজর আনার খড়ির মতো সাদা মুখখানার দিকে তাকিয়ে দেখল—তাকে ততক্ষণে আক্রমণকারীদের তিনজনের মধ্যে এক-জন কুঁড়েঘরটার হাঁ-করা গর্তের দিকে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে। নির্মমভাবে তার হাত দুটো মুচ্‌ড়ে ধরে লোকটা তাকে মাটিতে ফেলে দিল। আরেকটা কালো মূর্তি লাফিয়ে এগিয়ে এল পাভেলের দিকে। সে শুধু সুড়ঙ্গের গায়ে তার ছায়াটা দেখতে পেল। পেছনে ভাঙা ঘরটার মধ্যে ধস্তাধস্তির শব্দ শুনতে পেল সে। বেপরোয়া হয়ে যুঝ্‌ছে আনা—মুখের মধ্যে একটা টুপি গুঁজে দিতেই দমবন্ধ হয়ে আসা তার চিৎকারটা হঠাৎ থেমে গেল। বিরাট মাথাওয়ালা যে দুর্বৃত্ত পাভেলকে সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলেছে, সে আনার ওপরে ধর্ষণের দৃশ্যটার দিকে এগিয়ে গেল জানোয়ার যেমন তার শিকারের দিকে এগিয়ে যায়। স্পষ্ট বোঝা গেল—এই লোকটাই দলের সর্দার এবং এই অবস্থায় নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকাটা ঠিক তার মনঃপূত নয়। এই যে ছোঁড়াটাকে সে রিভলভার উঁচিয়ে কাবু করে রেখেছে, ওটা একটা আনাড়ি মাত্র, দেখে মনে হয় ওই "ডিপোর চ্যাংড়া"দের একজন। ওরকম একটা পোঁটা-নাক বাচ্চার কাছ থেকে ভয় পাবার কিছু নেই।

পাভেলকে চেপে ধরা মুঠোটায় ঢিল দিয়ে সে বলল, "ওটার মাথার ওপরে বেশ গোটা কতক গোঁত্তা বসিয়ে দিয়ে বলে দাও ওই মাঠটার ওপর দিয়ে কেটে পড়তে—পেছন দিকে একবারও না তাকিয়ে ও শহর পর্যন্ত গোটা পথটা ছুটে চলে যাবে।"

"পা চালাও হে, এই!...যে পথে এসেছিলে সেই দিকে কেটে পড়ো, কিন্তু খবরদার, চেঁচালেই একটি গুলি গিয়ে ঢুকবে মাথায়।" পাভেলের কপালের ওপরে নলটাকে চেপে ধরল সে। "যা, দৌড়ে পালা!" কর্কশ স্বরে ফিস্‌-ফিসিয়ে বলে রিভলভারটা নামিয়ে নিল সে যাতে ছেলেটা পেছন দিক থেকে পিঠে গুলি এসে বিঁধবে বলে ভয় না পায়।

টলতে টলতে পিছু হটে গেল পাভেল, আক্রমণকারীর ওপরে চোখ রেখে পাশ ফিরে দৌড়তে লাগল সে। দুর্বৃত্তটা যখন দেখল যে সে গুলি করবে বলে ছোঁড়াটা এখনও ভয় খাচ্ছে, তখন সে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভাঙাবাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল।

পাভেলের হাতখানা মুহূর্তের মধ্যে ঢুকে গেল তার পকেটের মধ্যে। খুব দ্রুত কাজ সারতে হবে তাকে! ঘুরে দাঁড়াল সে, বাঁ হাতখানা টান করে বাড়িয়ে ধরল, দ্রুত নিশানা ঠিক করে নিয়েই গুলি ছুঁড়ল।

ডাকাতটা যখন নিজের ভুল বুঝতে পারল, তখন বড়ো দেরি হয়ে গেছে। হাতখানা তুলবার আগেই গুলিটা তার পাশ ফুঁড়ে বিঁধে গেছে।

গুলির ধাক্কায় একটা গোঙানির শব্দ করে লোকটা সুড়ঙ্গের দেয়ালের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, দেয়ালটা আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করতে করতে মাটিতে শুয়ে পড়ল সে। বাড়িটার মধ্যে থেকে একটা ছায়া বেরিয়ে এসে নিচে নালিটার দিকে ছুটে গেল। তার দিকে ধাওয়া করে পাভেল আরেকটা গুলি ছুঁড়ল। দ্বিতীয় একটা ছায়া নিচু হয়ে গুঁড়ি মেরে এক দৌড়ে ছুটে গেল সুড়ঙ্গটার নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে। গুলির আওয়াজ হল আর একটা। দেয়ালের গা থেকে গুলি লেগে ঝরে পড়া কংক্রিটের ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে কালো মূর্তিটা এক পাশে লাফিয়ে পড়ে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আরেকবার ব্রাউনিং রিভলভারের আওয়াজে রাত্রির নিস্তব্ধতা খান্‌খান হয়ে গেল। দেয়ালের গায়ে বিরাট মাথাওয়ালা সেই ডাকাতটার দেহ মৃত্যুযন্ত্রণায় মোচড় খাচ্ছে।

আনাকে তুলে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল পাভেল। এইমাত্র আনার যে বীভৎস অভিজ্ঞতা হয়েছে, তারই ফলে সে এমন বিহ্বল হয়ে পড়েছে যে বিপদটা কেটে গেছে বলে বিশ্বাস করতে পারছে না সে—বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে ডাকাতটার দেহের খিঁচুনির দিকে।

পাভেল তাকে সুড়ঙ্গের ওপরকার আলোর বৃত্তটার বাইরে অন্ধকারের দিকে ধরে ধরে নিয়ে এসে ফিরে চলল শহরের দিকে। রেল-স্টেশনের দিকে যখন তারা ছুটে চলেছে, তখন সুড়ঙ্গের কাছে বাঁধটার ওপরে গোটাকতক আলো দেখা দিয়েছে, রেল-লাইনের ওপর দিয়ে একটা রাইফেলের গুলির আওয়াজ ভেসে এল।

বাতিয়েভা পাহাড়ে আনার ঘরে এসে যখন তারা পৌঁছল, তখন মোরগ ডাকছে। আনা শুয়ে আছে বিছানায়। পাশের টেবিলে বসে পাভেল সিগারেট টানতে টানতে ওপর দিকে উঠে-যাওয়া ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলো লক্ষ্য করছে...এই নিয়ে জীবনে চারবার সে মানুষ খুন করল।

সাহস বলে কোনো জিনিস আছে নাকি—অবাক হয়ে ভাবছে সে—এমন জিনিস যা সবচেয়ে নিখুঁতভাবে নিজেকে প্রকাশ করে? ঘটনাটার সমস্ত অনুভূতিগুলিকে মনে মনে আরেকবার অনুভব করে নিয়ে স্বীকার করল সে—রিভলভারের নলটার ভয়ঙ্কর কালো চোখটা যখন তার দিকে তাকিয়ে ছিল, তখন সেই প্রথম কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার হৃদপিণ্ডটাকে হিমশীতল মুঠোয়

চেপে ধরেছিল আতঙ্ক। এবং এই যে ছায়ামূর্তি দুটো পালিয়ে যেতে পারল, সেটা কি শুধুই তার দুর্বল দৃষ্টিশক্তির জন্যে আর তাকে বাঁ হাতে গুলি করতে হয়েছে বলেই? না। ওই কয়েক পা দূরত্ব থেকে তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কথা নয়। স্নায়বিক উত্তেজনার ফলে আর তাড়াতাড়ি করতে গিয়েই তার হাত কেঁপে গেছে—এই দুটোই ঘাবড়ে যাবার লক্ষণ।

টেবিল-ল্যাম্পটার আলোয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার মুখখানা। তাকে লক্ষ্য করতে করতে আনা তার মুখের গড়নের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করছে। পাভেলের চোখের দৃষ্টি শান্ত, শুধু ভুরুর কুঁচকানিতে তার মনের একাগ্রতাটুকু ফুটে উঠেছে।

"কি ভাবছ, পাভেল?"

আলোর বৃত্তের বাইরে ধোঁয়াটা যেমন মিলিয়ে যাচ্ছে ঠিক তেমনি এই আকস্মিক প্রশ্নে তার চিন্তার সূত্রটা ছিঁড়ে গেল এবং প্রথমেই যে কথাটা তার মাথায় এল সেইটেই সে বলল:

"একবার কম্যান্ড্যান্টের দপ্তরে যেতে হবে আমাকে। এই ব্যাপারটা এখুনি রিপোর্ট করা দরকার।"

ভয়ানক একটা ক্লান্তির সচেতনতায় সে অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

একলা থাকার চিন্তায় একটু আড়ষ্ট হয়ে পড়ল আনা, পাভেলের হাতখানা চেপে ধরল সে। পাভেলের কাছে সে এখন অনেকখানি ঋণী। তারপরে দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে, রাত্রির অন্ধকারে সেই তরুণটির মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে রইল সে।

রেলওয়ের পাহারাওয়ালারা এই খুনের ব্যাপারটা নিয়ে ধাঁধাঁয় পড়ে গিয়েছিল, পাভেল কোরচাগিনের রিপোর্ট পাবার পর সমস্ত ঘটনাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। মৃতদেহটাকে "মড়ামাথা ফিম্‌কা" নামে একজন কুখ্যাত বদ্‌মাইশের বলে সনাক্ত করা গেল, লোকটা জেল-ফের্‌তা একজন খুনী ডাকাত।

সুড়ঙ্গের কাছের ওই ঘটনাটা নিয়ে পরের দিন সবাই বলাবলি করতে লেগে গেল। বাস্তবিকপক্ষে, পাভেল আর ৎস্‌বেতায়েভের মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত সংঘর্ষের কারণ হয়ে দাঁড়াল ঘটনাটা।

শিফ্‌টের মাঝখানে কারখানায় এসে ৎস্‌বেতায়েভ পাভেল কোরচাগিনকে একবার বাইরে আসতে বলল। নিঃশব্দে সে পাভেলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল বারান্দাটার দূর প্রান্তে এক কোণে। দারুণ রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে, কিভাবে কথাটা পাড়বে ভেবে পাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত সে হঠাৎ বলে উঠল:

"কাল কি ঘটেছিল বলো।"

"আমি তো ভেবেছিলাম তুমি জানো।"

অস্বস্তির সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকুনি দিল ৎস্‌বেতায়েভ। সুড়ঙ্গের ঘটনাটা সম্বন্ধে ৎস্‌বেতায়েভের যে আর কারুর চেয়ে বেশি আগ্রহ থাকতে পারে, পাভেল তা জানত না। বাইরের দিক থেকে সে যতোই ঔদাসীন্য দেখাক, আনা বোর্‌হার্ট্‌-এর প্রতি এই কামার-ছেলেটির মনে একটা গভীর আকর্ষণ জন্মেছে। মেয়েটির প্রতি যে সে একাই আকৃষ্ট হয়েছে, তা নয়। কিন্তু সে সত্যিই আন্তরিকভাবে প্রেমে পড়ে গেছে আনার সঙ্গে। কিছুক্ষণ আগেই লাগুতিনা তাকে সুড়ঙ্গের ঘটনাটার কথা বলেছিল। শোনার পর থেকেই সে একটি

জবাব না পাওয়া প্রশ্নের যন্ত্রণায় মনে মনে জর্জরিত হচ্ছে। এই ইলেক্‌ট্রি-শিয়ান ছেলেটির কাছে সে সরাসরি প্রশ্নটা তুলতে পারছে না, অথচ উত্তরটা তার জানাই চাই। তার চরিত্রের ভালোর দিকটা তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে তার এই প্রশ্নটা হীন আর স্বার্থপ্রণোদিত, কিন্তু তার মনের মধ্যে যে দুই বিরোধী আবেগের সংঘাত চলেছে, সেই সংঘাতে বর্বর আর আদিম মানুষটিই জয়ী হল।

"শোনো, কোরচাগিন," কর্কশ গলায় বলল সে, "এটা শুধু তোমার-আমার মধ্যে। আমি জানি, আনার কথা ভেবেই তুমি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইবে না, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। আমাকে শুধু বলো, তোমাকে যখন ডাকাতটা রিভলভার দেখিয়ে আট্‌কে রেখেছিল তখন অন্য দুজন আনার ওপরে বলাৎকার করেছে কি-না ?"

বিমূঢ়তায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে সে কথাটা শেষ করবার আগেই চোখ নামিয়ে নিল।

অস্পষ্টভাবে ক্রমশ কোরচাগিন বুঝতে থাকল—ৎস্‌বেতায়েভ্‌কে পীড়িত করছে কোন্‌ প্রশ্নটা। "আনার জন্যে যদি ওর কিছুমাত্র ভাবনা না থাকত, তাহলে ও এতোটা বিহ্বল হয়ে পড়ত না। কিন্তু আনাকে যদি ও ভালোই বাসে, তাহলে..." ভাবতে ভাবতে, ৎস্‌বেতায়েভের প্রশ্নটার মধ্যে আনার প্রতি যে অপমান প্রচ্ছন্ন ছিল, সেটা বুঝতে পেরে পাভেল রাগে জ্বলে উঠল।

"এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন ?"

ৎস্‌বেতায়েভ জড়িয়ে জড়িয়ে কতকগুলো অসংলগ্ন কথা বলল। তার আসল প্রশ্নটা যে পাভেল বুঝতে পেরেছে, সেটা অনুভব করে সে চটে উঠল ঃ

"আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করে পাশ কেটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা কোর না। আমি শুধু সরাসরি জবাব চাই।"

"আনাকে ভালবাসো তুমি ?"

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর জোর করে নিজেকে দিয়ে বলাল সে ঃ "হ্যাঁ।"

চেষ্টা করে রাগটাকে চেপে গিয়ে কোরচাগিন ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল বারান্দা বেয়ে, একবারও পেছন ফিরে তাকাল না।

একদিন রাত্রের দিকে ওকুনেভ তার বন্ধুর বিছানাটার আশেপাশে অনিশ্চিত-ভাবে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করার পর শেষ পর্যন্ত একধারে বসে পড়ে পাভেল যে বইটা পড়ছিল, সেটার ওপরে হাতখানা রাখল।

"শোনো, পাভ্‌লুশা, একটা কথা বলে মনের বোঝাটা নামিয়ে ফেলতে চাই। একদিক থেকে অবশ্য এটাকে খুব গুরুতর বলে মনে না হতে পারে, কিন্তু আরেক দিক থেকে আবার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। তালিয়া লাগুতিনা আর আমার মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। বুঝলে কিনা, প্রথম প্রথম আমার ওকে বেশ ভালো লাগত।" ওকুনেভ বোকার মতো মাথাটা চুল্‌কোতে থাকল, কিন্তু বন্ধুর মুখে হাসির চিহ্নমাত্র নেই দেখে, ভরসা পেল সে ঃ "কিন্তু তারপরে, তালিয়া...মানে বুঝতেই পারছ। আচ্ছা যাক্‌, অতো সব খুঁটিনাটি

বলার দরকার নেই, ওসব না বললেও ব্যাপারটা সবই বুঝতে পারছ তুমি। গতকাল আমি আর তালিয়া একসঙ্গে থাকব বলে ঠিক করেছি, দেখা যাক কেমন চলে। আমার বয়েস বাইশ বছর, আমাদের দুজনেরই ভোট দেবার অধিকার আছে। আমরা দুজনে সমান-সমান অধিকারের ভিত্তিতে সংসার পাততে চাই। কি মনে হয় তোমার ?"

প্রশ্নটা একটু ভেবে দেখল পাভেল।

"আমি আর কি বলব, কোলিয়া ? তোমরা দুজনেই আমার বন্ধু, আমরা সকলেই একই গোষ্ঠীভুক্ত, আর-সব কিছুতেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে মিল আছে। তালিয়া ভারি চমৎকার মেয়ে। এর মধ্যে তো অসুবিধার কিছু নেই।"

পরের দিন কোরচাগিন রেল-ডিপোর কর্মীদের হোস্টেলে এসে উঠল এবং আরও দিন কতক বাদে তালিয়া লাগুতিনা আর নিকোলাই ওকুনেভের সংসার পাতার উপলক্ষ্যে আনা বোরহার্ট্ একটা পার্টি দিল—কমিউনিস্ট ছেলেমেয়েদের অনাড়ম্বর পার্টি, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নেই। পরস্পরে মিলে অতীত দিনের স্মৃতিমন্থন ক'রে আর প্রিয় লেখকদের বই থেকে জায়গা বিশেষ পড়ে শুনে কাটল সন্ধ্যেটা। অনেকগুলো গান গাইল তারা, সুন্দর গাইল সবাই। প্রাণমাতানো সুর অনেকদূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরল। তারপরে কাতিউশা জেলেনোভা আর মুরা ভোলিন্‌ত্‌সেভা একটা অ্যাকর্ডিয়ন নিয়ে এল—মোটা তারের খাদের মসৃণ আওয়াজের সঙ্গে মিহি তারের রুপোলি ঝঙ্কার মিশে গিয়ে সুরের লহরী ঘর ভরিয়ে তুলল। সেদিন সন্ধ্যেয় পাভেল অন্যদিনের চেয়েও ভালো অ্যাকর্ডিয়ন বাজাল। আর, সকলের খুশির মধ্যে পান্‌ক্রাতভ্ যখন তার বিরাট দেহটা নিয়ে নাচতে শুরু করে দিল, তখন পাভেল তার নতুন শেখা বিষণ্ণ সুরে অ্যাকর্ডিয়ন বাজানোর ভঙ্গীটা ভুলে গিয়ে, উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বাজানো আরম্ভ করল।

বুড়ো কোল্‌চাক্ হল কুপোকাৎ—
দেনিকিন্ সেটা জানবে যখন, ভাই রে,
আহা, সে পাগল হয়ে যাবে হায়, হায় রে !

অতীত দিনের গান গেয়ে উঠল তার অ্যাকর্ডিয়ন, দুঃখকষ্টের ঝড়ে ঠাসা সেই সব দিনগুলোর গান, আজকের মৈত্রী আর সংগ্রাম আর আনন্দের গান।

কিন্তু তারপরে যখন যন্ত্রটা ভোলিন্‌ত্‌সেভ্‌কে এগিয়ে দেওয়া হল আর সেই মিস্ত্রি ছেলেটি চটুল মন-নাচানো সুরে "ইয়ারলোচ্‌কো" নাচের ছন্দ বাজাতে শুরু করে দিল, তখন স্বয়ং পাভেল কোরচাগিন কিনা মেঝের ওপর জুতো ঠুকে ঠুকে উদ্দাম নাচ জুড়ে দিল—পাভেল তার জীবনে এই তৃতীয়বার এবং শেষবারের মতো নাচল।

চতুর্থ অধ্যায়

দুই দেশের সীমান্ত। নিঃশব্দ শত্রুতায় পরস্পরের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছে দুটো খুঁটি, প্রত্যেকেই তার নিজস্ব জগতের প্রতিনিধি। একটা খুঁটি চাঁচাছোলা, পালিশ করা, পুলিশের পাহারা দেবার কাঠগড়া-বাক্সের গায়ে যেমন রঙ করা থাকে তেমনি শাদা-কালো ডোরা-ডোরা রঙ করা, মাথার ওপরে শক্ত পেরেক ঠুকে আট্‌কানো একটা এক-মাথাওয়ালা ঈগল পাখি।—দুই পাখা ছড়িয়ে, ডোরা-কাটা খুঁটিটা থাবা দিয়ে চেপে ধরে, বাঁকানো ঠোঁট সামনের দিকে তীক্ষ্ণভাবে বাড়িয়ে ধরে শিকারী পাখিটা শত্রুতা-ভরা চোখে তাকিয়ে আছে সামনের খুঁটিটার গায়ে আট্‌কানো ঢালাই-করা লোহার বর্মের ওপরে খোদাই-করা কাস্তে-হাতুড়ির চিহ্নটার দিকে। ভারি, গোল, উব্‌ড়োখেব্‌ড়ো ওক-কাঠের এই খুঁটিটা মাটির বুকে শক্ত করে গেড়ে বসানো। এই দুটো খুঁটিই পোঁতা আছে সমতল জমির বুকে, কিন্তু এই দুটি খুঁটির মধ্যে গভীর একটা ব্যবধান—দুই জগতের ব্যবধান। প্রাণের ঝুঁকি না নিয়ে এদের মাঝখানকার এই ছ' পা জমির ব্যবধান পার হওয়া যাবে না।

দুই দেশের সীমান্ত।

কৃষ্ণ-সাগর থেকে সুদূর উত্তরে সুমেরু-সাগর পর্যন্ত শত শত মাইল জুড়ে সোবিয়েত সমাজবাদী প্রজাতন্ত্রের প্রহরায় রত এই শান্ত্রীর দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে তাদের লোহার বর্মের বুকে আঁকা শ্রমের মহৎ নিদর্শন কাস্তে-হাতুড়ির চিহ্ন নিয়ে। হিংস্র ঈগল-পাখিটাকে মাথায় নিয়ে যেখানে ওই খুঁটিটা দাঁড়িয়ে আছে, সেই জায়গাটা সোবিয়েত ইউক্রেন আর বুর্জোয়া পোল্যান্ডের সীমান্তরেখাকে চিহ্নিত করছে। ছোট্ট বেরেজ্‌দভ্‌ শহর থেকে এটা সওয়া ছয় মাইল দূরে—ইউক্রেনের উপান্তে যেন হারিয়ে গেছে শহরটা। আর এর উল্টো দিকে ছোট্ট পোলিশ শহর কোরেক। স্লাভুতা থেকে আনাপোল্‌ পর্যন্ত সীমান্ত-অঞ্চলটাকে পাহারা দেয় সীমান্তরক্ষী ফৌজের চোদ্দ নম্বর পল্টন।

সীমান্তকে চিহ্নিত ক'রে এই খুঁটিগুলো চলে গেছে বরফ-ঢাকা মাঠের বুকের ওপর দিয়ে, বনের মধ্যে জঙ্গল কেটে সাফ্‌-করা জায়গার ফাঁকে ফাঁকে, উপত্যকার উৎরাই ভেঙে, পাহাড়ের চড়াই বেয়ে উঠে চূড়োর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছে একটা নদীর উঁচু খাড়ির ধারে—সেখানে দাঁড়িয়ে বরফের আস্তরণের নিচে ঘুমন্ত ভিন্‌দেশী মাঠপ্রান্তরকে লক্ষ্য করছে।

কন্‌কনে ঠাণ্ডা পড়েছে। ফেল্ট্‌বুটের শুকতলার নিচে জমাট বরফ যখন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়ে, সেই রকম একটা দিন। দৈত্যের মতো বিরাট একজন লাল-ফৌজের লোক প্রাচীন যুগের যক্ষ-দেবতাদের মতো একটা মস্ত-বড়ো শিরস্ত্রাণ মাথায় চাপিয়ে পাহারারত অবস্থায় ভারি পা ফেলে ফেলে কাস্তে-হাতুড়ি-আঁকা বর্ম-আঁটা একটা খুঁটির কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। বুকের ওপরে সবুজ বেড়্‌ দেওয়া ধূসর রঙের একটা ওভারকোট তার গায়ে, পায়ে তার ফেল্টের বুট। ওভারকোটের ওপরে আবার ভেড়ার চামড়ার একটা হাঁটু পর্যন্ত নামানো বিরাট গলাবন্ধনীওয়ালা কোট চাপানো—এমন একটা কোট যেটা প্রচণ্ডতম তুষার ঝড়েও মানুষের শরীরকে গরম রাখবে। মাথায় তার কাপড়ের শিরস্ত্রাণ, হাত দুটো ভেড়ার চামড়ার দস্তানায় ঢাকা। রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে। যেটুকু অঞ্চল তার টহল দেবার কথা, সেই পথটুকুর ওপর বরফের বুকে তার ওভারকোটের প্রান্তটা দাগ কেটে চলেছে। হাঁটতে হাঁটতে সে বাড়িতে তৈরি তামাকের একটা সিগারেট টানছে—দেখে বোঝা যায় ভারি আরাম পাচ্ছে। সোবিয়েত সীমান্ত-প্রহরীরা ওরকম খোলা জায়গায় প্রায় আধ-মাইল অন্তর একজন করে টহল দেয় যাতে প্রত্যেকে তার পরবর্তী শান্ত্রীকে সব সময়ে দেখতে পায়। সীমান্তের পোলিশ অঞ্চলে প্রতি আধ-মাইলে দুজন করে শান্ত্রী থাকে।

একটি পোলিশ পদাতিক সৈন্য টহল দিতে দিতে এগিয়ে আসছে লাল-ফৌজের লোকটির দিকে। তার পায়ে মোটা চামড়ার ফৌজী বুট, পরনে ধূসর সবুজ রঙের উর্দির ওপরে দুই সারি চক্‌চকে বোতাম লাগানো একটা কালো কোট। মাথায় শাদা ঈগল-চিহ্নিত চার-কোণায় ভাঁজ করা ফৌজী ক্যাপ। বেড়্‌-লাগানো তার কাঁধের কাপড়ে আর গলার বন্ধনীতে আরও গোটা কতক শাদা ঈগল আটকানো—কিন্তু তাতে সে একটুও বেশি গরম বোধ করছে না। সাংঘাতিক ঠাণ্ডায় তার হাড় পর্যন্ত জমে গেছে। হাঁটবার সময়ে অসাড় কান দুটোকে সে অনবরত ঘষছে আর গোড়ালি দুটো ঠুকছে। পাতলা দস্তানায় তার হাত দুটো ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট। পোলিশ সৈন্যটি এক মুহূর্তের জন্যেও হাঁটা বন্ধ করার ঝুঁকি নিতে চায় না। মাঝে মাঝে সে দৌড়াচ্ছে। কারণ, তা নইলে এক মুহূর্তের মধ্যে ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে যাবে তার সমস্ত শরীর। টহল দিতে দিতে শান্ত্রী দুজন যখন কাছাকাছি আসছে, তখন "পোলোনি" সৈন্যটি ঘুরে দাঁড়িয়ে লাল-ফৌজের সৈন্যটির পাশাপাশি হাঁটছে।

সীমান্ত-অঞ্চলে কথা বলা বারণ। কিন্তু আধ-মাইল দূরে কতকগুলো মানুষের মূর্তি ছাড়া কাছাকাছি যখন আর-কেউ নেই, তখন দুদিকে দুজন মানুষ নিঃশব্দে টহল দিচ্ছে কিনা, অথবা আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করছে কিনা কে আর ধরতে যাবে!

পোলিশ সৈন্যটির একটা সিগারেট খাওয়া একান্ত দরকার, কিন্তু ব্যারাক-ঘরে সে তার দেশলাইটি ফেলে এসেছে। এদিকে বাতাসটা যেন ইচ্ছে করেই সোবিয়েত অঞ্চলের ওধার থেকে তামাকের লোভ-জাগানো সুগন্ধ বয়ে আনছে। পোলিশ সৈন্যটি কান-রগ্‌ড়ানো থামিয়ে পেছন ফিরে এক নজর তাকিয়ে নিল। —কে জানে, আবার ক্যাপ্টেন-মশাই কিংবা স্বয়ং লেফ্‌টেন্যান্ট্‌-"প্রভু"ই হয়তো একদল টহলদার ঘোড়সওয়ার নিয়ে হঠাৎ একটা ঢিবির আড়াল থেকে আবি-

ভূ'ত হবেন। পাহারাদারী কেমন চলছে দেখার জন্যে মাঝে মাঝে ও'রা এরকম বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু রোদ-ঠিক্‌রানো চোখ-ধাঁধানো বরফের শুভ্রতা ছাড়া আর কিছু তার চোখে পড়ল না। আকাশের বুকে এক টুক্‌রো মেঘের চিহ্ন-মাত্র নেই।

"দেশলাই আছে নাকি, কমরেড ?" আইনের পবিত্র নির্দেশটিকে প্রথম লঙ্ঘন করল পোলিশ সৈন্যটি এবং কাঁধের ওপর থেকে বেঅনেটের ফলা-আটকানো ফরাসী ফৌজী-রাইফেলটা সরিয়ে নিয়ে সে তার কোটের পকেটের তলা থেকে আড়ষ্ট আঙুলে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে টেনে বের করল এক প্যাকেট শস্তা দামের সিগারেট।

লাল-ফৌজের লোকটি তার কথা শুনতে পেয়েছে, কিন্তু ফৌজী কানুন-অনুযায়ী সীমান্তের বেড়া ডিঙিয়ে কথা বলা বারণ। তাছাড়া, সৈন্যটা কি বলতে চায় সেটা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেনি সে। তাই সে ভারি ভারি পা ফেলে টহল দিয়েই চলল উষ্ণ নরম ফেল্ট্‌-বুটের নিচে বরফ ভেঙে ভেঙে।

এবারে পোলিশ সৈন্যটি রাশিয়ান ভাষায় বলল, "কমরেড বলশেভিক, দেশলাই আছে নাকি ? বেড়া ডিঙিয়ে ছুঁড়ে দাও না ?"

লাল-ফৌজের লোকটি তার প্রতিবেশীকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে ভালো করে দেখে নিল। মনে মনে ভাবল, "বরফ-ঝরা এই শীতে 'প্রভু'টি বেশ ঘায়েল হয়ে পড়েছেন দেখছি। হতভাগা ভিখিরিটা বুর্জোয়া-সৈন্য হলেও, বড়ো কষ্টের জীবন বেচারির। ভাবো দিকি—ওই বস্তাপচা পোশাকে এই ঠাণ্ডায় বেরুতে হয়েছে লোকটাকে, খরগোসের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে যে ওকে চলে বেড়াতে হচ্ছে তাতে আর এমন অবাক হবার কি আছে। একটা সিগারেটও খাবার জো নেই।"

ঘুরে না দাঁড়িয়েই লাল-ফৌজের লোকটি বেড়া ডিঙিয়ে দেশলাইয়ের একটা বাক্স ছুঁড়ে দিল তার দিকে। লুফে নিল সেটা পোলিশ সৈন্যটি, বারকতক ব্যর্থ চেষ্টার পর সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার বেড়া ডিঙিয়ে ছুঁড়ে দিল দেশলাইটা যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকে। এর পরে কিন্তু লাল-ফৌজের লোকটিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কানুন ভাঙতে হলঃ

"রেখে দাও, আমার আরও আছে।"

সীমান্তের ওপার থেকে জবাব এলঃ

"ধন্যবাদ। তবে, না রাখাই ভালো। আমার পকেটে এই বাক্সটা যদি দেখতে পায় ওরা, তাহলে দু' বচ্ছর জেল হয়ে যাবে আমার।"

লাল-ফৌজের লোকটি ভালো করে দেখল দেশলাইয়ের বাক্সটি। লেবেলের ওপরে ছাপা একটা হাওয়াই জাহাজ, সেটার সামনের হাওয়া-কেটে-চলা পাখ্‌না-টার জায়গায় একটা বলিষ্ঠ মুঠো-বাঁধা হাত, আর তার নিচে "চরমপত্র" কথাটা লেখা।

"তাই তো, এ কি আর ওদের রাখা চলে।"

লাল-ফৌজের লোকটির পাশাপাশি হেঁটে চলেছে পোলিশ সৈন্যটি। এই নির্জন প্রান্তরে বড়ো একা একা ঠেকছে তার।

*   *   *

সমান মসৃণ গতিতে ঘোড়াগুলোর পা ফেলে পাশাপাশি এগিয়ে চলার তালে তালে তাদের পিঠের জিনগুলোর থেকে ক্যাঁচ্‌কোঁচ্ আওয়াজ উঠছে। শীতার্ত বাতাসে ঘোড়াগুলোর নিঃশ্বাস জমে গিয়ে দু-এক মুহূর্তের জন্যে শাদা বাষ্পের পালক ছড়াচ্ছে। কালো মাদী-ঘোড়াটার নাকের চারপাশ ঘিরে বিন্দু বিন্দু বরফ জমে উঠেছে। কমনীয় ভঙ্গীতে পা ফেলে ফেলে ঘাড় বেঁকিয়ে চলেছে পল্টন-কম্যান্ডারের ফোঁটা-কাটা মাদীটা মুখে আট্‌কানো লাগামটা দোলাতে দোলাতে। ঘোড়সওয়ারদের দুজনের গায়েই কোমর-বন্ধনী জড়ানো ফৌজী ওভারকোট, হাতার ওপরে তিনটে লাল কাপড়ের চৌখুপি আঁটা। তফাৎটুকু এই যে পল্টন-কম্যান্ডার গাভ্রিলভ্-এর চৌখুপিগুলো সবুজ ফিতে আটকে সেলাই করা, আর তার সঙ্গীর চৌখুপিগুলোর সেলাই লাল ফিতেয়। গাভ্রিলভ্ সীমান্ত-প্রহরীদের কম্যান্ডার—পঁয়তাল্লিশ মাইল জুড়ে এই সীমান্ত-অঞ্চলটায় তার পল্টনের সৈন্যরা পাহারা দেয়। সীমান্তরেখার এই অঞ্চলটুকু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তার ওপরে। তার যে সঙ্গীটি বেরেজ্‌দভ্ শহর থেকে এই সীমান্ত-অঞ্চলটা দেখতে এসেছে সে হল সার্বিক সামরিক শিক্ষাকেন্দ্রের পল্টন-কমিসার পাভেল কোরচাগিন।

আগের রাত্রে বরফ পড়েছিল। তাজা আর শাদা নরম তুষারের পাঁজ গ্রাম-প্রান্তরকে ঢেকে দিয়েছে, নিষ্কলুষ এই তুষার-আস্তরণের ওপর মানুষ বা জন্তুর পায়ের চিহ্ন পড়েনি এখনও। বনের বাইরে বেরিয়ে এসে এরা দুজনে সীমান্তকে চিহ্নিত করেছে যে দুটি খুঁটি সেখান থেকে প্রায় চল্লিশ পা দূরে একটা খোলা জায়গা পার হবার জন্যে এসে পড়ল। এমন সময়ে গাভ্রিলভ্ হঠাৎ ঘোড়ার লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে গেল। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কোরচাগিন দ্যাখে—জিনের ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে গাভ্রিলভ্ বরত্রের ওপরে একটা অদ্ভুত দাগ লক্ষ্য করছে যে-দাগটাকে দেখে মনে হয়, কেউ যেন খাঁজ-কাটা একটা ছোট্ট চাকা গড়িয়ে নিয়ে গেছে বরফের ওপর দিয়ে—ধূর্ত কোনো এক ছোট্ট জন্তু এখান দিয়ে চলে গেছে এই জটিল আর হঠাৎ ধাঁধাঁ-লাগানো নক্সার দাগ কেটে রেখে। জন্তুটা কোন্‌দিক থেকে কোন্‌দিকে গেছে বোঝা মুশ্‌কিল। কিন্তু পল্টন-কম্যান্ডার থেমে পড়েছে এই দাগটা দেখে নয়। দু-পা দূরে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফের একটা পাত্‌লা আস্তরণের নিচে আরেক সারি দাগ—মানুষের পায়ের ছাপ। এগুলো যে মানুষেরই পায়ের ছাপ, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই —সরাসরি বনের দিকে চলে গেছে পায়ের দাগগুলো, সীমান্তের পোলিশ অঞ্চল থেকেই যে অনধিকার-প্রবেশকারী এই লোকটি এদিকে ঢুকেছে, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পল্টন-কম্যান্ডার ঘোড়া হাঁকিয়ে পায়ের ছাপটাকে অনুসরণ করে শান্ত্রীর টহল দেবার জায়গাটা পর্যন্ত চলে এল। পোলিশ অধিকারভুক্ত জায়গাটায় প্রায় বারো পা পর্যন্ত পায়ের দাগটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

"কেউ একজন কাল রাত্রে সীমান্ত পার হয়ে ঢুকেছে", বিড়্‌বিড়্ করে বলল পল্টন-কম্যান্ডার, "তিন নম্বর ফৌজীদলটা দেখছি ফের ঘুমুতে শুরু করেছে—এই ব্যাপারটার কোনো উল্লেখ সকালের রিপোর্টে নেই। হতভাগা-গুলো যত!"

গাভ্রিলভের গোঁফে পাক ধরেছে, সেই গোঁফের ওপরে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া নিঃশ্বাসের জলবিন্দুর একটা রূপোলি স্তর। ঠোঁটের ওপর ঝুলে-পড়া

সেই গোঁফে তাকে ভীষণ গম্ভীর দেখাল।

দূর থেকে দুটো মূর্তি এগিয়ে আসছিল ঘোড়সওয়ার দুজনের দিকে—একজন ছোটখাটো, কালো ওভারকোট গায়ে, ফরাসী রাইফেলের বেয়নেটের ফলাটা তার রোদ্দুরে চিক্‌চিক্ করছে; অন্যজন লম্বা-চওড়া দৈত্যবিশেষ, গায়ে তার ভেড়ার চামড়ার হল্‌দে কোট। পেটের নিচে পাশের দিকে জুতোর একটা ধাক্কা খেয়ে ফোঁটা-কাটা মাদীটা জোরে দৌড়তে শুরু করল। এবং ঘোড়সওয়ার দুজন দ্রুত এসে পড়ল এগিয়ে আসা মূর্তি-জোড়ার দিকে। এগুতে এগুতে লাল-ফৌজের লোকটি কাঁধের ওপরে ঝোলানো তার রাইফেলটা টেনে ধরে মুখ থেকে সিগারেটের প্রান্তটা নিয়ে ছুঁড়ে দিল বরফের ওপরে।

"সুপ্রভাত, কমরেড। তোমাদের পাহারার সীমানার সব খবর-টবর কি?" লাল-ফৌজের সৈন্যটার দিকে পল্টন কম্যান্ডার হাত বাড়িয়ে দিতেই সে তাড়াতাড়ি একটা দস্তানা খুলে ফেলে করমর্দন করল। সীমান্তের এই প্রহরীটি এতো লম্বা যে তার হাত ধরবার জন্যে কম্যান্ডারকে তার জিনের ওপর থেকে ঝুঁকে পড়তে হয়নি বললেই চলে।

দূর থেকে তাকিয়ে রইল পোলিশ সৈন্যটি। লাল-ফৌজের দুজন অফিসার একজন সাধারণ সৈন্যকে সম্ভাষণ জানাচ্ছে ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে যেমন জানায়। এক-মুহূর্তের জন্যে কল্পনা করার চেষ্টা করল যে সে করমর্দন করছে মেজর জাক্‌র্‌জেভ্‌স্কির সঙ্গে—কিন্তু সে চিন্তাটাও এতোই অসম্ভব যে সৈন্যটি চম্‌কে উঠে চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিল।

লাল-ফৌজের লোকটি জানাল, "আমি এইমাত্র পাহারায় হাজির হয়েছি, কমরেড কম্যান্ডান্ট্।"

"ওখানে ওই দাগটা দেখেছ?"

"না তো, এখনও দেখিনি।"

"রাত্রে দুটো থেকে ছ'টা পর্যন্ত এখানে পাহারার কাজে ছিল কে?"

"সুরাতেন্‌কো, কমরেড কম্যান্ডার।"

"ঠিক আছে, কিন্তু চোখ খোলা রেখো।"

ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে যাবার আগে কম্যান্ডার কড়া গলায় একটা সাবধান-বাণী ঘোষণা করলঃ

"ওসব লোকের সঙ্গে পাশাপাশি টহলদারিটা একটু কম করলেই ভালো হয়।"

সীমান্ত-অঞ্চল থেকে বেরেজ্‌দভের দিকে চওড়া রাস্তাটা বেয়ে তাদের ঘোড়া দুটো যখন কদম কদম এগিয়ে চলেছে, তখন কম্যান্ডার তার সঙ্গীর উদ্দেশে বলল, "এই সীমান্ত-অঞ্চলে সব সময়ে চোখ খোলা রাখা দরকার। সামান্য ত্রুটি হলেই তার জন্যে পরে দারুণ পস্তাতে হবে। আমাদের এ ধরনের কাজে চোখটি বুঁজবার সময় নেই। খোলাখুলি দিনের আলোয় সীমান্ত টপ্‌কে আসাটা ততো সহজ নয়, কিন্তু রাত্রে সমস্তক্ষণ সচকিত থাকতে হবে। তুমি নিজেই ভেবে দ্যাখো, কমরেড কোরচাগিন। আমার এই এলাকায় সীমান্তের লাইনটা চারটে গ্রামের মাঝখান দিয়ে কেটে বেরিয়ে গেছে। এর ফলে ব্যাপারটা বেশ কিছুটা ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে। যতোই কাছাকাছি শান্ত্রীদের দাঁড় করিয়ে দাও না কেন, দেখবে লাইনের এক ধারের যতো আত্মীয়স্বজন আরেক

ধারের প্রত্যেকটা বিয়ে বা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে যোগ দিতে চলে এসেছে। আশ্চর্য হবারও কিছু নেই—কুঁড়েঘরগুলোর থেকে সীমান্ত-লাইনের তফাৎ তো মাত্র বিশ-পঁচিশ পা, আর খাল-নালাগুলোতেও জল এত কম যে মুরগীর ছানাও পার হয়ে আসতে পারে। তাছাড়া, কিছু বেআইনী মাল-চালাচালিও হয়ে থাকে। এর বেশির ভাগটাই যে খুব ছোটখাটো জিনিস নিয়ে, তা ঠিক—কোনো বুড়ী হয়ত ঠেলা-গাড়ি করে সীমানা পার হয়ে দু-এক বোতল পোলিশ ভোদ্‌কা চালান দিল বা ওই রকম কিছু। কিন্তু বড়ো রকম বেআইনী আমদানী-রপ্তানীও বেশ কিছু চলে—বিরাট টাকাওয়ালা সব লোক এই কারবার চালায়। সীমান্তের সীমানা-ঘেঁষা সব গ্রামে গ্রামে পোলিশরা দোকান খুলেছে যেখানে প্রায় সব-কিছুই পাওয়া যায়—শুনেছ তো? ওদের নিজেদের গরীব হা-ঘরে চাষীদের জন্যে যে ওসব দোকান খোলা হয়নি, তা নিশ্চয় জেনো।"

পল্টন-কম্যান্ডারের কথা শুনতে শুনতে পাভেলের মনে হচ্ছিল: সীমান্ত-অঞ্চলের এই জীবন যেন সমস্তক্ষণ একটা সতর্ক প্রহরা।

"বেআইনী মাল-চালাচালি ছাড়াও আরও গুরুতর হয়তো কিছু ঘটে থাকে, কি বলো কমরেড গাভ্রিলভ্?"

"সেই তো মুশ্‌কিল," বিষণ্ণভাবে বলল পল্টন-কম্যান্ডার।

বন-জঙ্গলে ঢাকা ছোট্ট একটা শহর এই বেরেজ্‌দভ্, ইহুদীরা যেসব জায়গায় বেশি পরিমাণে বসবাস করে সেই রকম একটা জায়গা। এলোমেলো ভাবে ছড়ানো দু-শো কি তিন-শো ঘরবাড়ি আর মাঝখানে ডজন-দুয়েক দোকান-ওয়ালা মস্তবড়ো একটা হাট-চত্বর। গোবরে ভর্তি নোংরা বাজারের চত্বরটা। শহরের আশপাশ ঘিরে চাষীদের কুঁড়েঘর। কসাইখানায় যাবার পথে ইহুদী-পাড়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো একটি ইহুদীদের প্রার্থনা-মন্দির—জীর্ণশীর্ণ কুৎসিত একটা বাড়ি। এখনও প্রতি শনিবারে এই প্রার্থনা-মন্দিরে লোকের ভিড় জমে বটে, কিন্তু এর সে গৌরবের দিন আর নেই। পুরোহিত-মশাইকে যেভাবে দিন চালাতে হয়, সেটা মোটেই তাঁর মনঃপূত নয়। ১৯১৭-য় যেটা ঘটে গেছে, সেটা নিতান্তই একটা পাপাচার।—এই যে বেরেজ্‌দভ্ শহর, যার কথা স্বয়ং ভগবানও ভুলে বসে আছেন, এখানকার তরুণরা আর তাঁকে সামাজিক মর্যাদা-অনুযায়ী তাঁর প্রাপ্য সম্মানটুকুও দেয় না। বুড়ো-বুড়িরা অবশ্য এখনও পর্যন্ত শাস্ত্র-সম্মত খাবার ছাড়া আর-কিছু খায় না বটে, কিন্তু তরুণদের সকলেই তো দিব্যি শুয়োরের মাংসের কাবাব চালায়—যে-শুয়োরের মাংসের ওপরে ঈশ্বর অভিশাপ দিয়েছিলেন। কথাটা ভাবতেই ঘেন্নায় মন শিউরে ওঠে! ভাবতে ভাবতে পুরুত-মশাই রাগের চোটে একটা শুয়োরের গায়ে ভীষণ-ভাবে লাথি ঝেড়ে বসলেন—শুয়োরটা খাবারের খোঁজে অভিনিবেশের সঙ্গে একটা গোবরগাদা খুঁড়্‌ছিল। বেরেজ্‌দভ্-এ যে একটা জেলা-কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে, এ ব্যাপারটায় পুরুত-মশাই মোটেই খুশি নন। এই কমিউনিস্টরা যে কোথা থেকে এখানে উড়ে এসে জুড়ে বসল তা শয়তানই জানে—সমস্ত বিধি-ব্যবস্থাকে যে ওরা একেবারে উল্টেপাল্টে দিচ্ছে, এটাও তিনি মোটেই সমর্থন করেন না। রোজই নতুন কোনো-একটা বিরক্তিকর ঘটনা ঘটছে। যেমন, গত-

কাল তিনি পাদ্রীর বাড়ির বেড়ার গায়ে একটা ফলক আট্‌কে থাকতে দেখেছেন: তার ওপরে লেখা আছে ঃ

"বেরেজ্‌দভ্‌ জেলা-কমিটি,
সারা-ইউক্রেন তরুণ কমিউনিস্ট্‌ লীগ।"

এই লেখাটার থেকে মন্দ ছাড়া আর-কিছু হবে বলে আশা করাটাই বৃথা—মনে মনে ভাবছিলেন পুরুত-মশাই। নিজের চিন্তায় তিনি এতো আচ্ছন্ন যে তাঁরই প্রার্থনা-মন্দিরের দরজার ওপরে সাঁটা একটা কাগজের গায়ে ছোটো ঘোষণাটুকুর ওপরে প্রায় হুম্‌ড়ি খেয়ে না পড়া পর্যন্ত লক্ষ্যই করেননি সেটা। ঘোষণাটা এই ঃ

"আজ ক্লাব-ঘরে শ্রমিক-তরুণদের জনসভা।
বক্তা ঃ লিসিৎসিন, কার্যনির্বাহক-কমিটির সভাপতি
ও
কোরচাগিন, জেলা-কম্‌সোমল-কমিটির
কার্যকরী সম্পাদক।
সভার শেষে উচ্চ-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক যন্ত্র-
সঙ্গীতের অনুষ্ঠান।"

প্রচণ্ড রাগে পুরুত-মশাই টেনে ছিঁড়ে ফেললেন কাগজখানা।

"হুঁ, শুরু করে দিয়েছে দেখছি!"

স্থানীয় গির্জার গা ঘেঁষে বড়ো বাগানটার মাঝখানে পুরনো মস্ত একটা বাড়ি যেটা আগে ছিল পাদ্রীর।

পুরনো নোংরা ঘরগুলোর শূন্যতা জুড়ে রয়েছে বুক-চাপা একটা এক-ঘেয়েমির আবহাওয়া। এই ঘরগুলোয় এতোদিন পর্যন্ত ছিল পাদ্রী আর তার স্ত্রী—এই বাড়িটার মতোই জীর্ণ আর ভোঁতা স্বভাবের দুটি মানুষ, যারা নিজেরাই পরস্পরের কাছে হয়ে উঠেছে অত্যন্ত ক্লান্তিকর। এখন এই বাড়িটার নতুন মালিক হয়ে এলো যারা, তাদের আসার সঙ্গে সঙ্গেই এখানকার রুদ্ধ-শ্বাস নিরানন্দ আবহাওয়াটা কেটে গেল। আগেকার এই ধর্মপরায়ণ বাসিন্দা দুজন ধর্মোৎসব উপলক্ষ্যে ছুটির দিনে যে বড়ো হল-ঘরটায় শুধু নিমন্ত্রিত অতিথি-দের আদর-আপ্যায়ন করতেন, সেটা এখন বেরেজ্‌দভ্‌ কমিউনিস্ট পার্টি-কমিটির কেন্দ্রীয় দপ্তর। সামনের হল-ঘরটায় ঢুকেই ডান দিকে যে ছোট্ট ঘরখানা, তার দরজায় খড়ি দিয়ে লেখা আছে, "জেলা-কম্‌সোমল-কমিটি।" পাভেল কোরচাগিন তার দৈনিক কাজের কিছুটা সময় এখানে কাটায়। সে এখানকার সার্বিক সামরিক শিক্ষার্থীদের দু-নম্বর পল্টনের সামরিক-কমিসার এবং সেই সঙ্গে সদ্য সংগঠিত জেলা-কম্‌সোমল-কমিটির সম্পাদক হিসেবেও কাজ করছে।

আনা বোরহার্ট্‌-এর ঘরে যেদিন সে আর-সকলের সঙ্গে গিয়ে জড়ো হয়ে-ছিল, সেদিনের পর আট মাস কেটে গেছে। তবু যেন মনে হয় সেটা গত কালকের ঘটনা। কাগজের স্তূপটা এক পাশে ঠেলে সরিয়ে রেখে চেয়ারটায় হেলান দিয়ে বসে পাভেল কোরচাগিন নিজের চিন্তায় ডুবে গেল।...

নিঝুম হয়ে এসেছে বাড়িটা। অনেক রাত্রি হয়ে গেছে। পার্টি-কমিটির অফিসটা ফাঁকা। কমিটি-সম্পাদক ত্রোফিমভ্‌ কিছুক্ষণ আগে বাড়ি চলে গেছে, গোটা বাড়িটায় কোরচাগিন এখন একা। ঝরে পড়ে তুষার অদ্ভুত একটা নক্সা

বুনে দিয়েছে জানলার গায়ে, কিন্তু ঘরের ভেতরটা গরম। টেবিলের ওপরে জ্বলছে একটা কেরোসিনের আলো। গত কয়েকমাসের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো পাভেলের মনে পড়ছে। মনে পড়ছে—আগস্ট মাসে রেল-কারখানার কম্‌সোমল-সংগঠন থেকে তাকে একটা মেরামতী-ট্রেনের সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল যুব-সংগঠক হিসেবে ইয়েকাতেরিনাস্লাভ্‌-এ দেড়-শো জন মিস্ত্রি ছিল এই ট্রেনটায়। হেমন্তকাল শেষ হয়ে আসা পর্যন্ত তারা ওই ট্রেনে চেপে এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশন ঘুরে বেরিয়েছে, যুদ্ধ-পরবর্তী বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে শৃঙ্খলা এনে দিয়েছে, জখম যন্ত্রপাতি মেরামত করে তুলেছে, ভাঙা-চোরা আর পোড়-খাওয়া রেলগাড়ির অংশগুলোকে সরিয়ে সাফ্‌ করে দিয়েছে। সিনেলনিকোভো থেকে তাদের যেতে হয়েছে পোলোগি পর্যন্ত অঞ্চলটার মধ্যে দিয়ে যেখানে এক সময়ে ডাকাত মাখ্‌নো-র দল লুঠপাট চালিয়েছিল। গোটা এলাকা জুড়ে বেপরোয়া লুঠপাট আর ধ্বংসের চিহ্ন রেখে গেছে তারা। গুলিয়াই-পোলিয়ে শহরে পুরো এক সপ্তাহ কেটে গিয়েছিল জলের ট্যাঙ্ক্‌ রাখার উঁচু ইঁটের বুরুজ্‌টাকে মেরামত করতে আর ডিনামাইটে ভেঙে-পরা জলের ট্যাঙ্কটাকে লোহার পাত জুড়ে ঠিক করতে। ফিটার-মিস্ত্রির কাজের কলা-কৌশল তার জানা নেই এবং এ ধরনের খাটুনির কাজেও সে অভ্যস্ত নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আর-সকলের সঙ্গে রেঞ্চ্‌-সাঁড়াশি বাগিয়ে ধরে কতো যে হাজার হাজার মর্চে-ধরা বল্টু সেঁটেছে তা মনে নেই পাভেলের।

হেমন্তের শেষ দিকে ট্রেনটা এল তার নিজের জায়গায় এবং রেল-কারখানায় আবার দেড়-শো জন কাজের লোকের সংখ্যা বাড়ল।...

এর পর থেকে আনার ওখানে পাভেল আগের চেয়ে বেশি যেত। তার কপালের ওপর কুঁচকে থাকা চামড়াটা মসৃণ হয়ে এসেছে। তার সংক্রামক হাসির শব্দ আবার শোনা যাচ্ছে।

রেল-কারখানার গম্ভীর-মুখ বন্ধুর দল আবার আগেকার মতো পাভেলকে ঘিরে জড়ো হতে শুরু করেছেঃ অতীত দিনের সংগ্রামের কথা, দেশের বুকের ওপরে চেপে বসা মাথায় রাজার মুকুট পরা সেই রাক্ষসটাকে উৎখাত করার জন্যে শেকলে বাঁধা বিদ্রোহী রাশিয়ার চাষীদের নানা চেষ্টার কাহিনী, স্তেপান রাজিন আর পুগাচভ্‌-এর অভ্যুত্থানের বর্ণনা পাভেলের কাছ থেকে শুনত তারা।

একদিন সন্ধ্যের দিকে আনার ওখানে যখন অন্য দিনের চেয়ে বেশি সংখ্যায় ছেলে-মেয়েরা এসে জড়ো হয়েছে, তখন পাভেল ঘোষণা করল, সিগারেট-খাওয়া ছেড়ে দেবে সে—এই অস্বাস্থ্যকর বদ্‌অভ্যাসটিতে বলতে গেলে শিশু বয়েস থেকেই সে অভ্যস্ত।

"আমি আর সিগারেট খাব না," অনমনীয় একটা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করল সে।

ব্যাপারটা ঘটেছিল অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। উপস্থিত একজন তরুণ বলেছিল যে অভ্যেস—যেমন ধরা যাক, সিগারেট খাওয়ার অভ্যেস—ইচ্ছাশক্তির চেয়েও জোরালো। মতভেদ দেখা দিল। প্রথমে এই ইলেক্‌ট্রিশিয়ানটি কিছু বলেনি, কিন্তু তালিয়া তার মতামত জিজ্ঞেস করাতে সে শেষ পর্যন্ত তর্কের মধ্যে ভিড়ে গেল।

"মানুষই তার অভ্যেসকে নিয়ন্ত্রিত করে, উল্টোটা তো নয়। উল্টোটাই যদি হত, তাহলে কি হত?"

"দিব্যি বলেছ তো কথাটি?" এককোণ থেকে বলে উঠল ৎস্‌বেতায়েভ। "বড়ো বড়ো কথা বলতে ভালোবাসে কোরচাগিন। কিন্তু এই জ্ঞানগর্ভ সিদ্ধান্তটি ও নিজে কাজে লাগায় না কেন? ও তো সিগারেট খায়, না-কি? ও জানে যে ওটা একটা অতি বাজে অভ্যেস। অবশ্যই জানে। কিন্তু অভ্যেসটা ছেড়ে দেবার মতো মনের জোর ওর নেই।" তারপর গলার স্বরটা বদ্‌লে কঠিন অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, "এই তো অল্পদিন আগে ও আমাদের পড়াশোনার আলোচনা-বৈঠকে 'সংস্কৃতির প্রসারে' ভারি ব্যস্ত ছিল। কিন্তু তাতে কি ওর বিশ্রী গালাগাল দেওয়াটা আট্‌কে ছিল? পাভ্‌কাকে যারা জানে তারা সকলেই স্বীকার করবে যে ও খুব ঘন ঘন গলাগাল করে না বটে, কিন্তু যখন করে তখন আর নিজেকে সামলাতে পারে না। নিজে সাধু হওয়ার চেয়ে অন্যের কাছে বক্তৃতা ঝাড়াটা ঢের সোজা।"

কিছুক্ষণের জন্যে একটা থম্‌থমে নিঃস্তব্ধতা নেমে এল। ৎস্‌বেতায়েভের গলার তীক্ষ্নতায় একটা আশঙ্কার ভাব নেমে এল যারা জড়ো হয়েছে তাদের সকলের মনে। কোরচাগিন সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিল না। ঠোঁট দুটোর ফাঁক থেকে ধীরে ধীরে সিগারেটটা সরিয়ে নিয়ে শান্ত স্বরে সে বলল ঃ

"আমি আর সিগারেট খাব না।"

তারপরে কিছুক্ষণ থেমে সে বলল ঃ

"দিম্‌কার কথা শুনে যতোটা নয়, তার চেয়েও বেশি আমার নিজের জন্যেই, আমি এই অভ্যেসটা ছেড়ে দিচ্ছি। যে-মানুষ একটা বদ্‌অভ্যেস ছাড়্‌তে পারে না, সে কোনো কাজের নয়। এবার শুধু ওই গাল-পাড়াটার দিকে নজর দিতে হবে। আমি জানি, এই নিতান্ত লজ্জাকর অভ্যেসটা আমি ঠিকমতো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। কিন্তু, এমন কি দিম্‌কাও স্বীকার করছে যে খুব ঘন ঘন খারাপ কথা ও আমাকে বলতে শোনেনি। সিগারেট খাওয়াটা বন্ধ করার চেয়ে মুখ দিয়ে একটা খারাপ কথা বেরিয়ে আসাটা বন্ধ করা বেশি কঠিন। সুতরাং এই মুহূর্তেই আমি ওই বদ্‌অভ্যেসটিও ছেড়ে দেবার কথাটা ঠিক বলতে পারছি না। তবে, ছেড়ে দেব নিশ্চয়ই।"

বরফ-পড়া শুরু হবার ঠিক আগে নদীর স্রোত বেয়ে নেমে আসা জ্বালানি-কাঠের স্তূপ জমে উঠে মোহানার মুখটা একদম আট্‌কে দিল। তারপরেই শেষ-হেমন্তের বন্যা এসে জলের তোড়ে সেই অতি প্রয়োজনীয় জ্বালানি-কাঠের স্তূপ এলোমেলো করে দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আরেকবার সোলোমেন্‌কা তার লোকজনদের কাজে লাগাল বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে—এবারকার কাজটা হচ্ছে ওই মহামূল্যবান জ্বালানি-কাঠকে বাঁচানো।

সেই সময় বিশ্রী রকম ঠান্ডা লেগে কয়েকদিন থেকে ভুগ্‌ছিল পাভেল, কিন্তু অন্য সকলের পেছনে পড়ে থাকবার ইচ্ছে ছিল না তার। এক সপ্তাহ লেগে গেল নদীর ধারে ধারে জ্বালানি-কাঠের স্তূপ জড়ো করে তুলতে—ততদিন পর্যন্ত সে তার ঠান্ডা লাগার কথাটা চেপে গিয়েছিল। এতোদিন শত্রুটা তার দেহের

মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে মিশে ছিল, বরফের মতো ঠান্ডা জলে আর হেমন্তের কন্‌কনে ভিজে হাওয়ায় সেই শত্রুটা চাড়া দিয়ে উঠল—ভীষণ জ্বরে পড়ে গেল পাভেল। দু-সপ্তাহ ধরে কঠিন গিঁঠেবাতের যন্ত্রণায় সারা শরীরটা যেন তার ছিঁড়েখুঁড়ে গেল। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর, কারখানায় এসে বাইস্‌-যন্ত্রটা চালাবার সময়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াবার জন্যে পাভেলকে বেঞ্চটা শক্ত হাতে ধরে থাকতে হত। সর্দার-মিস্ত্রি তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ত। কিছুদিন বাদে শ্রমিকদের চিকিৎসা-বিভাগের ডাক্তাররা তাকে কাজের অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করল। কারখানা থেকে মাইনে-খালাস দিয়ে দেওয়া হল তাকে এবং যাতে সে অবসরভোগীর মাসোহারা পায় তার জন্যে সুপারিশ-পত্র দেওয়া হল। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে সে অবশ্য এটা নিতে গর্‌রাজি হয়েছিল।

ভারী মন নিয়ে রেল-কারখানার কাজ ছেড়ে এল সে। লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে বেড়ায়, কিন্তু প্রত্যেকবার পা ফেলার সঙ্গে দারুণ যন্ত্রণা হতে থাকে। মায়ের কাছ থেকে কতকগুলো চিঠি এসেছে, বাড়িতে একবার যাবার জন্যে লিখেছে মা। কিন্তু যতোবার মায়ের কথা ভাবে, ততোবারই সেবারকার বিদায় নেবার সময়ে মার শেষ কথাগুলো মনে পড়ে যায়ঃ

"তুই তো অসুখে ভুগে কাবু না হয়ে পড়লে আমার কাছে আসিস নে!"

প্রাদেশিক-কমিটি থেকে তাকে তার কম্‌সোমল-কার্ড আর পার্টি-সভ্যভুক্তির কার্ড, দুখানা দিয়ে দেওয়া হল। বিচ্ছেদের কষ্টটা এড়াবার জন্যে বিদায় নেবার আগে বন্ধুদের সঙ্গে যতোটা কম দেখা করা সম্ভব তাই করল। বিশেষ কাউকে না জানিয়ে শহর ছেড়ে চলে এল মার কাছে। বৃদ্ধা দু-সপ্তাহ ধরে তার ফোলা-পা দুটোয় সেঁক দিল আর মালিশ করল। তারপর, একমাস বাদে লাঠির সাহায্য ছাড়াই চলে হেঁটে বেড়াতে থাকল পাভেল। আরেকবার আনন্দে মন ভরে উঠল তার, আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার কেটে গিয়ে নতুন দিনের আলো ফুটছে। আরেকবার ট্রেনটা তাকে এনে পৌঁছে দিল প্রাদেশিক কেন্দ্রে। তিন দিন বাদে সেখানকার সাংগঠনিক বিভাগ তার হাতে একটা কাগজ তুলে দিল—আঞ্চলিক সামরিক বিভাগকে তাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তাকে সামরিক শিক্ষার্থীদের কোনো একটা দলের রাজনীতিক কর্মীহিসেবে কাজে লাগানো হয়।

আরও এক-সপ্তাহ বাদে পাভেল তুষারাচ্ছন্ন একটা ছোট্ট শহরে এসে পৌঁছাল দু-নম্বর পল্টনের সামরিক কমিসার হিসেবে। কম্‌সোমলের আঞ্চলিক কমিটিও তার ওপরে একটা কাজের ভার দিয়েছিলঃ এখানকার ছড়িয়ে পড়া কম্‌সোমল-সভ্যদের জড়ো করে স্থানীয় একটা তরুণ-সংগঠন গড়ে তোলার কাজ।

এইভাবে তার জীবনের নতুন পদক্ষেপ শুরু হল।

বাইরে দম-আটকানো গরম। কার্যনির্বাহক-কমিটির সভাপতির ঘরের খোলা জানলাটার ফাঁকে একটা চেরি-গাছের ডাল ভেতরে উঁকি দিয়েছে। রাস্তার ওপারে পোলিশ গির্জাটার গথিক ধাঁচের ঘণ্টাঘরের ওপরে সোনালি ক্রুশটা

রোদে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। জানলার সামনে নিচের আঙিনায় খাবারের খোঁজে ভারি ব্যস্ত ছোট্ট আর চারপাশের ঘাসের মতোই সবুজ রঙের সদ্য পালক-গজানো রাজহাঁসের বাচ্চাগুলো—কার্যনির্বাহক-কমিটির এই বাড়িটা দেখাশোনা করে যে তারই সম্পত্তি এগুলো।

কার্যনির্বাহক-কমিটির সভাপতি এইমাত্র যে রিপোর্টটা পেয়েছে সেটা পড়ে শেষ করল। মুখের ওপর দিয়ে একটা ছায়া খেলে গেল তার, লম্বা ঘন চুলের ফাঁকে আঙুল চালাতে চালাতে থেমে গেল একখানা বিরাট থাবাওয়ালা গিঁঠে-পড়া হাত।

বেরেজ্‌দভ্‌ কার্যনির্বাহক-কমিটির সম্পাদক নিকোলাই নিকোলায়েভিচ্‌ লিসিৎসিন-এর বয়েস মোটে চব্বিশ বছর, কিন্তু তার সহযোগী কর্মীদের মধ্যে কিংবা স্থানীয় পার্টি-কর্মীদের মধ্যে কেউই যেন বিশ্বাস করতে চায় না কথাটা। লম্বা-চওড়া জোয়ান মানুষটার গম্ভীর আর মাঝে মাঝে ভয়ানক রকম রাশভারি চেহারাটা দেখে তার বয়েস অন্তত প'য়ত্রিশ বছর বলে মনে হয়। বলিষ্ঠ শরীর-খানা তার, মোটা ঘাড়ের ওপর বিরাট মাথাটা দৃঢ়ভাবে বসানো, কটা চোখের তীব্র চাউনিতে ইস্পাত-কঠিন উজ্জ্বলতা, শক্ত চোয়াল দেখে বোঝা যায় অত্যন্ত কর্মঠ প্রকৃতির লোক। পরণে তার পায়ের দিকে চামড়ার বেড়-লাগানো নীল রঙের পাত্‌লুন এবং খানিকটা বেমানানভাবে বাঁ দিকে বুক-পকেটের ওপরে 'অর্ডার অফ্‌ রেড ব্যানার' মেডেল আট্‌কানো ধূসর রঙের কোর্তা।

তার বাবা আর ঠাকুর্দার মতোই লিসিৎসিনও বলতে গেলে ছেলেবেলা থেকেই ছিল ধাতুর কাজের কারিগর। অক্টোবর-বিপ্লবের আগেই সে তুলা-শহরের কামান-তৈরির কারখানায় একটা লেদ্‌-যন্ত্র "পরিচালনা" করেছে।

হেমন্তের সেই রাত্তিরে যেদিন এই কামান-কারিগরটি কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে নিয়ে শ্রমিকের রাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে লড়াই করতে যায়, সেদিন থেকে সে ঘটনার ঘূর্ণিজালে জড়িয়ে গেছে। বিপ্লবের আর পার্টির ডাকে কোলিয়া লিসিৎসিন একটা সংগ্রামের কেন্দ্র থেকে আরেকটা সংগ্রামের কেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে—সাধারণ একজন লাল-ফৌজের পদাতিক সৈন্য থেকে অত্যন্ত গৌরবজনক বীরত্ব দেখিয়ে সে উঠে এসেছে পুরো একটা প্রাদেশিক সৈন্য-বাহিনীর অধিনায়ক এবং কমিসারের পদে।

যুদ্ধের আগুন আর কামানের আওয়াজ আজ অতীতের ঘটনা। নিকোলাই লিসিৎসিন এখন সীমান্ত-অঞ্চলের একটা জেলায় কাজ করছে। শান্ত আর নির্দিষ্ট গতিতে এখানে বয়ে চলেছে জীবনের স্রোত। কার্যনির্বাহক কমিটির সম্পাদক ইদানিং তার দপ্তরে বসে বসে ফসল-সংক্রান্ত রিপোর্ট পড়ে রাত্রির পর রাত্রি অনেকক্ষণ জেগে কাটায়।

এখন অবশ্য যে-রিপোর্টটা সে পড়ছে, সেটা অব্যবহিত অতীতের স্মৃতি জাগিয়ে তুলল তার মনে। এটা একটা সাবধানসূচক খবর, টেলিগ্রাফের সংক্ষিপ্ত ভাষায় লেখা ঃ

"বিশেষ গোপনীয়। বেরেজ্‌দভ্‌ কার্যনির্বাহক-কমিটির সভাপতি লিসিৎসিন্‌কে জানানো যাচ্ছে ঃ

"সীমান্ত-এলাকায় ইদানিং পোলিশদের বিশেষ কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সীমান্ত-জেলাগুলিতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্যে পোলিশরা

সীমানা ডিঙিয়ে বড়ো রকম একটা দল পাঠাবার চেষ্টা করছে। প্রতিরোধের ব্যবস্থা করুন। সংগৃহীত খাজনা-সুদ্ধ দামী দামী সমস্ত জিনিসপত্র প্রাদেশিক কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেবার জন্যে রাজস্ব বিভাগের কাছে প্রস্তাব করুন ॥”

জেলা-কার্যনির্বাহক-কমিটির এই দপ্তর-বাড়িটায় কেউ ঢুকলে, তাকে এই জানলাটার কাছ থেকে লিসিৎসিন দেখতে পায়। মুখ ঘুরিয়ে তাকাতেই সে সামনের বারান্দাটায় পাভেল কোরচাগিনকে দেখতে পেল এবং এক মুহূর্ত পরেই তার দরজার ওপরে ঠুক্‌ঠাক্‌ শব্দ উঠল।

পাভেলের সঙ্গে করমর্দন করার পর লিসিৎসিন বলল, “বোসো। কথা আছে তোমার সঙ্গে।”

পুরো একঘণ্টা ধরে দপ্তর-ঘরে নিভৃতে বসে বসে কথাবার্তা বলল দুজনে।

পাভেল যখন দপ্তর-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল, তখন দুপুর বারোটা। বাইরে বেরুতেই লিসিৎসিনের ছোট্ট বোনটি বাগানের দিক থেকে ছুটে এল তার কাছে। ভীরু স্বভাবের বাচ্চা মেয়েটা তার বয়সের তুলনায় দারুণ গম্ভীর। কোরচাগিনকে দেখেই সে সবসময়ে খুশির হাসি হাসে। পাভেল তার নামটা ছোট করে নিয়ে তাকে আদর করে আনিউত্‌কা বলে ডাকে। এবারও পাভেলকে দেখে সে তার কপালের ওপর এসে পড়া ছাঁটা চুলের একটা গোছা আল্‌গোছে সরিয়ে দিয়ে সলজ্জ খুশির হাসি হাসল।

“কোলিয়া খুব ব্যস্ত নাকি?” জিজ্ঞেস করল সে, “মারিয়া মিখাইলোভ্‌না অনেকক্ষণ থেকে তার খাবার তৈরি করে বসে আছে।”

“ভেতরে চলে যাও, আনিউত্‌কা। ও একাই আছে।”

পরের দিন ভোরের আলো ফোটার অনেক আগে তিনটে গাড়ি এসে থামল কার্যনির্বাহক-কমিটির বাড়িটার সামনে। হৃষ্টপুষ্ট কতকগুলো ঘোড়া জোতা আছে গাড়িগুলোর সঙ্গে। গাড়িগুলোর সঙ্গে যে কয়েকজন লোক ছিল, তারা নিচু গলায় কয়েকটা কথা বলাবলি করল, তারপর রাজস্ব-বিভাগের ঘর থেকে গোটাকতক সীলমোহর করা বস্তা বের করে এনে গাড়িতে চাপানো হল এবং কয়েক মিনিট বাদে বড়ো রাস্তার বুক বেয়ে মিলিয়ে গেল চাকার ঘর্ঘর শব্দ। এই গাড়িগুলো কোরচাগিনের নেতৃত্বে ছোট একটা শান্ত্রীদল পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে। পঁচিশ মাইল রাস্তা (তার মধ্যে প্রায় ষোলো মাইল পথ বনের মধ্যে দিয়ে গেছে) তারা নিরাপদে পার হয়ে এল এবং দামী জিনিসগুলো পৌঁছে গেল রাজস্ব-বিভাগের প্রাদেশিক কেন্দ্রের সিন্দুকে।

এর কয়েক দিন বাদে সীমান্তের দিক থেকে একজন ঘোড়সওয়ার দারুণ জোরে ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে ঢুকল বেরেজ্‌দভ্‌ শহরে। তার ঘোড়ার মুখে ফেনা জমে উঠেছে। রাস্তা দিয়ে ছুটে চলার সময়ে পথের ধারের আড্ডাবাজ স্থানীয় লোকেরা বিস্মিত চোখে তার পেছনে তাকিয়ে রইল।

কার্যনির্বাহক-কমিটির বাড়ির দেউড়িতে এসে ঘোড়সওয়ারটি লাফিয়ে নেমে পড়ল মাটিতে, এক হাতে তার তলোয়ারটা চেপে ধরে ভারি বুটের আওয়াজ তুলে সামনের সিঁড়ি বয়ে উঠে গেল। দুর্ভাবনায় ভ্রূকুঞ্চিত কপালে লিসিৎসিন তার হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে খামের ওপরে সই করে দিল। চিঠিখানা পৌঁছে দিয়েই সীমান্ত-প্রহরীটি সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে প্রাণীটাকে একটুও বিশ্রামের

অবকাশ না দিয়ে তলপেটে পায়ের গুঁতো মেরে জোরে হাঁকিয়ে চলে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকে।

লিসিৎসিন তৎক্ষণাৎ পড়ল চিঠিখানা এবং সে ছাড়া আর কেউ জানল না কি লেখা ছিল তাতে। কিন্তু কখন কোন্ ঘটনা পাকিয়ে উঠছে, সে দিকে টন্‌টনে নজর আছে শহরবাসীদের। এখানকার প্রতি তিনজন ছোট ব্যবসাদারের মধ্যে দু-জনই ছোটখাটো রকম বেআইনী মাল আমদানি-রপ্তানি করে থাকে। এই কারবার করতে করতে তাদের এমন একটা সহজাত প্রবৃত্তি গড়ে উঠেছে যাতে কোথাও কোনো বিপদ আসন্ন হয়ে উঠলে সেটা তারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে।

ফৌজী শিক্ষা-ছাউনির সদর দপ্তরের দিকে দ্রুত হেঁটে চলেছে দুজন মানুষ রাস্তার পাশে বাঁধানো পথটুকুর ওপর দিয়ে। এদের একজন পাভেল কোরচাগিন, তার কোমরে রিভলভার ঝুলছে। কিন্তু তা দেখে পথচারী দর্শকদের মনে বিস্ময় জাগল না—কারণ, ওটা তার অভ্যেস। কিন্তু দ্বিতীয় জন পার্টি-কমিটির সম্পাদক ত্রোফিমভ্, তার কোমরে যে রিভলভার বাঁধা, সেইটেই কেমন যেন দুর্লক্ষণ বলে মনে হল।

কয়েক মিনিট বাদে কাঁধে বেয়নেট-সাঁটা রাইফেল ঝুলিয়ে সদর দপ্তর থেকে বেরিয়ে পড়ল জন-বারো লোক, চৌমাথার মোড়ে ময়দা-কলের বাড়িটার কাছে দ্রুত পায়ে কুচকাওয়াজ করে এল তারা। পার্টি-কমিটির দপ্তরে স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টি এবং কম্‌সোমল-সভ্যদের বাকি সবাইকে হাতিয়ার বিলি করে দেওয়া হল। কার্যনির্বাহক-কমিটির সভাপতি ঘোড়া হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল, তার মাথায় কসাক-টুপি, কোমরবন্ধনীতে ঝুলছে তার চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী মোজার-পিস্তলটা। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে। বড়ো ময়দানটা আর আশেপাশের রাস্তাগুলো নির্জন হয়ে গেল। জনপ্রাণীও চোখে পড়ে না কোথাও। চক্ষের পলকে ছোট্ট ছোট্ট দোকানঘরগুলোর দরজায় বিরাট আকারের মধ্যযুগীয় কুলুপ পড়ে গেল আর জানলার ওপরে হুড়্কো আটকে শার্সি বন্ধ করে দেওয়া হল। শুধু নির্ভীক মুরগি আর শুয়োরগুলো গরমের জ্বালায় বাইরে জঞ্জালের স্তূপ খুঁড়ে চলেছে।

শহরের প্রান্তে বাগানগুলোর আড়ালে আড়ালে মোতায়েন করে দেওয়া হল যারা চারিদিকে নজর রাখবে তাদের—যেখান থেকে ফাঁকা মাঠগুলো আর দূরে মিলিয়া যাওয়া সোজা রাস্তার ফালিটুকু তারা বেশ ভালোরকম দেখতে পাচ্ছে।

লিসিৎসিনের কাছে ওই চিঠিতে যে খবরটা এসেছিল, তা খুব সংক্ষিপ্ত ঃ

> “গত রাত্রে পোদ্দুব্ৎসি-এলাকায় একটা সংঘর্ষের পর প্রায় এক-শো জন বলশেভিক-বিরোধী ঘোড়সওয়ার-সৈন্য দুটো হাল্কা মেশিন-গান নিয়ে সোবিয়েত অঞ্চলে ঢুকে পড়েছে। যথাযোগ্য প্রতিরোধের ব্যবস্থা করুন। ঘোড়সওয়ার দলটা কোন্ দিকে গেছে তার চিহ্নটা স্লাভুতার বন পর্যন্ত গিয়ে হারিয়ে গেছে। দলটাকে খুঁজে বের করার জন্যে লাল-ফৌজের একটা কসাক-বাহিনীকে পাঠানো হয়েছে। আজকের মধ্যে কোনো এক সময়ে কসাক-বাহিনী বেরেজ্‌দভের মধ্যে দিয়ে যাবে—এদের শত্রু বলে ভুল করবেন না।—গাভ্রিলভ্, স্বতন্ত্র সীমান্তরক্ষী ফৌজের কম্যান্ডার॥”

ঘণ্টাখানেকও কাটেনি, শহরমুখো সড়কটার ওপর একজন ঘোড়সওয়ার দেখা দিল। তার প্রায় আধ-মাইল পেছন পেছন একদল ঘোড়সওয়ার এগিয়ে আসছে। পাভেল কোরচাগিন তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাদের চলাফেরা লক্ষ্য করছে। সামনের দিকে যে-ঘোড়সওয়ারটি একা এগিয়ে আসছে, সে লাল-ফৌজের সাত-নম্বর কসাক-বাহিনীর লোক, শত্রুপক্ষের ঘাঁটি সম্বন্ধে খোঁজ নেবার কাজে বেরিয়েছে, কিন্তু এই ধরনের কাজে সে এখনও আনাড়ি। তাই, যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে সে এগুচ্ছে বটে, কিন্তু পথের ধারে বাগানের আড়ালে চারিদিকে নজর রাখার জন্যে যারা মোতায়েন আছে, তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আন্দাজ করে উঠতে পারেনি সে। সেটা সে বুঝে ওঠার আগেই গাছগাছালির আড়াল থেকে সশস্ত্র লোকের দল রাস্তায় বেরিয়ে এসে ঘিরে ফেলেছে তাকে। এদের কোর্তার ওপরে কম্‌সোমলের চিহ্ন দেখে বোকার মতো হাসল সে। সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা বলে নিয়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সে দ্রুত ফিরে গেল পেছনের ঘোড়সওয়ার দলটার দিকে, তারা ততক্ষণে দুল্‌কি চালে এগিয়ে আসছে। পাহারার কাজে যারা আছে, তারা লাল-ফৌজের কসাক-বাহিনীটাকে এগিয়ে যেতে দিয়ে ফের বাগানের মধ্যে ঢুকে পাহারাদারির কাজে লেগে গেল।

কয়েকটা উদ্বিগ্ন দিন কেটে যাবার পর লিসিৎসিন খবর পেল যে ওই ঘোড়সওয়ার দলটির ওপরে যে অন্তর্ঘাতী কাজগুলো করার ভার ছিল সেগুলো তারা করে উঠতে পারেনি। লাল-ফৌজের ঘোড়সওয়ার-বাহিনীর কাছ থেকে তাড়া খেয়ে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে তাদের সীমান্তের বেড়া ডিঙিয়ে ওপারে পালাতে হয়েছে।

মুষ্টিমেয় জনকতক বলশেভিক—সংখ্যায় তারা মোটে ঊনিশ জন—এই জেলায় নতুন সোবিয়েত জীবন গড়ে তোলার কাজে উৎসাহের সঙ্গে উঠে পড়ে লেগে গেল। ব্যবস্থাপনার দিক থেকে এলাকাটা নতুন, সুতরাং সমস্ত কিছুই একেবারে গোড়া থেকে গড়ে তোলা দরকার। তাছাড়া, সীমান্তের কাছাকাছি হবার ফলে প্রত্যেকের তরফ থেকে সদাসতর্ক প্রহরার দিকে নজর রাখার দরকার পড়ল।

লিসিৎসিন, ত্রোফিমভ্‌, কোরচাগিন আর সক্রিয় কর্মীদের নিয়ে যে ছোট দলটি তারা গড়ে তুলেছে তাদের প্রত্যেককেই সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সারাদিন খাটতে হয়—সোবিয়েত-সংগঠনগুলির পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হয়, ডাকাতদলগুলোকে রুখবার জন্যে লড়তে হয়, সাংস্কৃতিক কাজকর্মের সংগঠন গড়ে তুলতে হয়, বেআইনী মাল আমদানি-রপ্তানি বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হয় —প্রতিরোধ-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্যে পার্টির এবং কম্‌সোমলের যে-সব কাজের দায়িত্ব আছে, তা ছাড়াও এগুলো তাদের উপরি কাজ।

ঘোড়ার জিন থেকে লেখার ডেস্কে আর ডেস্ক থেকে ময়দানে, যেখানে তরুণ সামরিক শিক্ষার্থীরা ধৈর্যের সঙ্গে কুচকাওয়াজ করে চলেছে, ঘোরাঘুরি করার পর ক্লাবে আর স্কুলে যেতে হয় এবং তারপর আবার দু-তিনটে কমিটির সভায় হাজির থাকতে হয়—এই হচ্ছে দু-নম্বর পল্টনের সামরিক কমিসারের দৈনিক কাজের তালিকা। রাত্রিগুলো তার প্রায়ই ঘোড়ার পিঠে চেপেই কাটে, মোজার-পিস্তলটি কোমরে বেঁধে নেয়, রাত্রির নিস্তব্ধতা চিরে তীক্ষ্ম স্বরে বলে ওঠেঃ

"থামো! কে যায়?" আর সীমান্তের ওপার থেকে বেআইনীভাবে চালান দেওয়া মালে বোঝাই দ্রুতগতি একটা গাড়ির শব্দ দূরে মিলিয়ে যায়।

বেরেজ্‌দভের জেলা-কম্‌সোমল-কমিটিতে আছে পাভেল কোরচাগিন; লিদা পলেভিখ্‌—ভল্‌গা-পারের মেয়ে, নীল্‌চে-কালো চোখ, মহিলা-বিভাগের নেত্রী; আর জেন্‌কা রাজভালিখিন—লম্বা, সুন্দর চেহারার তরুণ, মাত্র অল্প কিছুদিন আগে সে ছিল উঁচু-স্কুলের ছাত্র। লোমহর্ষক অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্পের প্রতি রাজ্‌ভালিখিনের একটা দুর্বলতা আছে, শার্লক্‌ হোম্‌স্‌ আর লুই বুসেনার্‌ সম্বন্ধে সে একজন বিশেষজ্ঞ। ইতিপূর্বে সে পার্টির জেলা-কমিটির দপ্তর-ম্যানেজার ছিল এবং মাত্র চার মাস আগে কম্‌সোমলে যোগ দিলেও, তরুণদের কাছে সে নিজেকে একজন "পুরনো বলশেভিক" বলে জাহির করত। বেশ খানিকটা ইতস্তত করার পর প্রাদেশিক কমিটি তাকে বেরেজ্‌দভে পাঠিয়েছিল রাজনীতিক শিক্ষার কাজের ভার নেবার জন্যে—একমাত্র এই কারণে যে আর কাউকে পাঠাবার মতো পাওয়া যায়নি।

সূর্য মাথার ওপরে উঠেছে। গরম যেন সব কিছু আড়াল ভেদ করে ঢুকছে সর্বত্র। সমস্ত প্রাণী ছায়ার আশ্রয় খুঁজছে। কুকুরগুলো পর্যন্ত চালার নিচে ঢুকে হাঁফ ছাড়ছে আর ঝিম্‌-ধরা অবস্থায় নির্জীব হয়ে পড়ে আছে। কুয়োর পাশেই একটা কাদার গর্তে একটা শুয়োর আরামে লুটোপুটি খাচ্ছে—গোটা গ্রামটায় এইটেই একমাত্র জীবনের চিহ্ন।

পাভেল কোরচাগিন তার ঘোড়ার বাঁধনটা খুলে নিয়ে হাঁটুর যন্ত্রণায় ঠোঁট কামড়ে জিনের ওপর চেপে বসল। স্কুল-বাড়ির সিঁড়িটার ওপরে শিক্ষয়িত্রীটি দাঁড়িয়েছিল হাতের তেলোয় রোদ্দুর থেকে চোখ আড়াল করে।

"আবার শিগ্‌গিরই তোমার সঙ্গে দেখা হবে আশা করি, কমরেড কমিসার।" হেসে বলল সে।

অধৈর্যভাবে পা ঠুকল ঘোড়াটা, ঘাড় বাড়িয়ে ধরে লাগামে টান লাগাল।

"আচ্ছা চলি, কমরেড রাকিতিনা। তাহলে, ওই ঠিক থাকলঃ কাল থেকেই তুমি পড়ানো শুরু করে দাও।"

লাগামের টানটা কমেছে অনুভব করতেই ঘোড়াটা দ্রুত কদমে চলা শুরু করে দিল। হঠাৎ একটা উন্মত্ত চিৎকার পাভেলের কানে এল। গ্রামে আগুন লাগলে মেয়েরা যেমন চিৎকার করতে থাকে, সেইরকম শোনাল আওয়াজটা। হেঁচ্‌কা একটা টানে ঘোড়ার মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে একটি অল্প-বয়েসী চাষী মেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে গ্রামের দিকে। রাকিতিনা ছুটে এগিয়ে এসে থামাল তাকে। ব্যাপারটা কি দেখবার জন্যে আশে-পাশের কুঁড়ে-ঘরগুলো থেকে মুখ বের করে তাকাল প্রতিবেশীরা—এদের বেশির ভাগই বুড়ো-বুড়ী, কারণ জোয়ান চাষীরা সব মাঠে কাজে গেছে।

"হায়, হায়! ভালোমানুষের বাছারা সব শিগ্‌গির এসো গো, শিগ্‌গির ছুটে এসো! ওরা ওদিকে খুনোখুনি করে মরছে গো!"

এক ছুটে ঘোড়া হাঁকিয়ে যখন এই জায়গাটায় এসে পড়ল পাভেল, তখন মেয়েটাকে ঘিরে বেশ কিছু লোকের ভিড় জমে উঠেছে—কেউ বা তার শাদা

ব্লাউজটা ধরে টানছে, কেউ বা উদ্বিগ্ন প্রশ্নবৃষ্টি করে চলেছে, কিন্তু তার অসংলগ্ন কথার কোনো মানে কেউ বের করতে পারছে না। শুধু বলে চলেছে, "খুন! কেটে ফেলছে ওরা সবাইকে..."

তখন লম্বা দাড়িওয়ালা একজন বুড়ো এলোমেলোভাবে পা ফেলে ফেলে তার ঘরে-বোনা কাপড়ের পাৎলুনটা এক হাত দিয়ে চেপে ধরে দৌড়ে এল। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মেয়েটাকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠল সেঃ

"এই! প্যান্‌প্যানানি থামা শিগ্‌গির! কে খুন হল? আরে, ব্যাপার-খানা কি? চ্যাঁচানিটা থামা, হতভাগী!"

"আমাদের আর ওই পোদ্দুব্‌ৎসির লোকজন...জমির চৌহদ্দি নিয়ে মারা-মারি বাধিয়েছে। আমাদের সমস্ত লোকজনদের কেটে ফেলছে ওরা!"

এইটুকুতেই সব বুঝে গেল সবাই। মেয়েরা তারস্বরে কান্নাকাটি করতে লাগল, বুড়োরা রাগে গজ্‌রাতে লাগল। সারা গ্রামজুড়ে ঘরে ঘরে উঠোনে-আঙিনায় ছড়িয়ে পড়ল খবরটাঃ "পোদ্দুব্‌ৎসি গ্রামের লোকজন এসে কাস্তে দিয়ে আমাদের লোকজনদের গলা কেটে ফেলছে...আবার ওই জমির চৌহদ্দি নিয়ে বেধেছে!" শুধু রোগে শয্যাশায়ী যারা, তারাই ঘরে পড়ে রইল। বাকি সবাই কোদাল-কুড়ুল নিয়ে কিংবা বাড়ির ছিটেবেড়ার গা থেকে বাতা তুলে নিয়ে সশস্ত্র হয়ে ছুটে চলল মাঠের দিকে যেখানে দুই গ্রামের লোকজন জমির সীমানা নিয়ে তাদের বাৎসরিক রক্তাক্ত শক্তিপরীক্ষায় রত।

কোরচাগিন একটা চাবুক হাঁকাতেই ঘোড়াটা দারুণ জোরে ছুটে চলল। সওয়ারের চিৎকারে উত্তেজিত হয়ে ঘোড়াটা ছুটে চলা গ্রামবাসীদের পাশ কাটিয়ে দৌড়ে চলল। পেছন দিকে কান দুটো টান করে ধরে, মাটির বুকে প্রচণ্ড শব্দে খুর ঠুকে ঠুকে ঘোড়াটা হাওয়ার বেগে ক্রমশই দ্রুত ছুটে চলল। সামনের ঢিবির ওপরে একটা বায়ুচালিত জাঁতাকল তার বাহু বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন পথ আটকাবার উদ্দেশ্যেই। ডান দিকে নদীর পাড়ে ঢালু জমি আর বাঁ দিকে একটা সরষে-খেত উঠে গিয়ে দিগন্ত পর্যন্ত চলে গেছে। পাকা সরষের শীষের ওপর দিয়ে বাতাস ঢেউ খেলিয়ে বয়ে চলেছে। পথের ধারে পপি-ফুলের উজ্জ্বল লাল ছিটে। জায়গাটা নিস্তব্ধ আর অসহ্য গরম। কিন্তু দূরে নদীর রুপোলী ফিতের ফালিটুকু যেখানে রোদে গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছে, সেখান থেকে ভেসে আসছে লড়াইয়ের চিৎকার।

উন্মত্ত বেগে খেতের দিকে ছুটে চলেছে ঘোড়াটা। বিদ্যুতের মতো একটা ভাবনা খেলে গেল পাভেলের মনে, "ঘোড়াটার পা যদি হড়্‌কায়, তাহলে আমরা দুজনেই খতম হয়ে যাব।" কিন্তু এখন থামার অবসর নেই, জিনের ওপর নিচু হয়ে বসে কানের পাশ দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে যাবার সোঁ সোঁ শব্দ শোনা ছাড়া এখন আর কিছু করার নেই।

ঘূর্ণির বেগে পাভেল ছুটে এসে পড়ল মাঠের মধ্যে যেখানে ক্রোধে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে মানুষগুলো জানোয়ারের মতো মারামারি করছে। ইতিমধ্যেই জনকতক রক্তাক্ত দেহে মাটিতে পড়ে আছে। অল্প বয়েসী একটি ছেলের মুখ দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে, তাকে তাড়া করেছে একটা কুড়ুলের হাতল বাগিয়ে ধরে একজন দাড়িওয়ালা বুড়ো—ঘোড়াটা এসে পড়ল তার ওপরে। পাশে রোদে-পোড়া-মুখ বিরাট-শরীর একটা লোক তার মস্তবড়ো আর ভারি বুটসুদ্ধ পা তুলে

সাংঘাতিক একটা লাথি ঝাড়তে যাচ্ছে মাটিতে পড়ে-যাওয়া একজন শত্রুপক্ষের লোকের পাছার ওপরে।

লড়াইয়ে মত্ত মানুষগুলোর মধ্যে পুরোদমে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পড়ে পাভেল তাদের চারিদিকে ছত্রভঙ্গ করে দিল। মানুষগুলো তাদের বিস্ময়টা কাটিয়ে ওঠার আগেই সে এদের এক-একজনের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাগলের মতো ঘোড়া হাঁকাল। এটুকু বুঝেছে সে যে এই জানোয়ার বনে যাওয়া তাল-গোল পাকানো রক্তাক্ত মানুষগুলোকে আলাদা করে দেবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ওদের প্রত্যেকের মনে আতঙ্ক জাগিয়ে তোলা।

"সরে যা, শুয়োরের দল!" ক্রোধে আত্মহারা হয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, "নইলে প্রত্যেককে ধরে ধরে গুলি করব, হতভাগা ডাকাতগুলো!"

পাশবিক ক্রোধে বিকৃত পাশ-ফেরানো একটা মুখ লক্ষ্য করে পাভেল তার পিস্তলটা বের করে নিয়ে গুলি ছুঁড়ল। আরেকবার ঘুরে দাঁড়াল ঘোড়াটা, আরেকবার গর্জন করে উঠল তার পিস্তল। লড়্নেওয়ালাদের মধ্যে জনকতক হঠে গেল তাদের কোদাল-কুড়ুলগুলো ফেলে দিয়ে। মাঠের ওপর দিয়ে চারি-দিকে ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটতে ছুটতে অনবরত গুলি ছুঁড়ে পাভেল অবস্থাটাকে আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলল। পালিয়ে যেতে আরম্ভ করল চাষীরা। মারামারি করে রক্তপাত ঘটাবার দায়িত্ব এড়াবার জন্যে এবং এই ক্রোধোন্মত্ত ভয়ঙ্কর ঘোড়-সওয়ারটির অবিশ্রান্ত গুলি-চালনার হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তারা চারি-দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল।

সৌভাগ্যক্রমে মারা পড়েনি কেউ। জখম হয়েছিল যারা, তারা সেরে উঠল। কয়েক দিন বাদে মামলাটা শোনার জন্যে পোদ্দুব্‌ৎসিতে জেলা-আদালতের বিচার বসল, কিন্তু ওই মারামারির ব্যাপারে পান্ডা ছিল যারা তাদের বের করার জন্যে বিচারকের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। সত্যিকারের বলশেভিকের ধৈর্য আর একাগ্রতা নিয়ে বিচারক আদালতে উপস্থিত অপ্রসন্ন-মুখ চাষীদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করল তাদের কাজটা কতোখানি বর্বরোচিত হয়েছে। এ ধরনের মারামারি যে ভবিষ্যতে আর সহ্য করা হবে না, এ কথাটাও সে তাদের জানিয়ে দিল।

চাষীরা বলল, "যতো দোষ ওই জমির চৌহদ্দির, কমরেড বিচারক। কিভাবে যেন ওগুলো সব মিলে মিশে যায়—প্রতি বছর আমাদের লড়াই করে ওর ফয়সালা করতে হয়।"

যাই হোক, জনকতক চাষীকে মারামারির ঘটনাটার জন্যে শাস্তি পেতে হল।

ফসলের যে-জমিগুলোকে নিয়ে গন্ডগোল বেধেছে, সেখানে সপ্তাহখানেক বাদে জনকতক লোকের একটা কমিশন এসে খেতের ফালিগুলোর ধারে ধারে খুঁটি পুঁতে সীমানা নির্দিষ্ট করতে লেগে গেল।

কমিশনের সঙ্গে যে বৃদ্ধ আমিন এসেছিল, সে তার ফিতেটা জড়াতে জড়াতে পাভেলকে বলল, "তিরিশ বছর ধরে আমি এই জমি-জরিপের কাজ করছি, সব সময়ে দেখেছি এই দুই জমির মাঝখানকার চৌহদ্দির আল্‌ নিয়েই যতো গন্ড-গোল বাধে।" গরম আর পায়ে হেঁটে অনেকখানি ঘোরাঘুরি করার ফলে বৃদ্ধের দারুণ ঘাম ঝরছে।

"জমিগুলো যে কিভাবে ভাগ করা হয়েছে তা দেখলে বিশ্বাস হবে না তোমার। মাতাল লোকেও বোধহয় এতোটা আঁকাবাঁকা লাইন টানে না। আর, আবাদি-খেতগুলোর অবস্থা আরও খারাপ। তিন-পা চওড়া এক-একটা ফালি, একটার ওপর দিয়ে আরেকটা চলে গেছে—প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে নেবার চেষ্টা করতে গেলে পাগল হয়ে যাবে। প্রতি বছরে আবার এই জমিগুলো আরও বেশি বেশি সংখ্যায় ভাগাভাগি হয়ে যায়, ছেলেরা বড়ো হয়ে ওঠে আর বাপেরা তাদের জমি ভাগ করে আলাদা করে দেয়। বিশ্বাস করো, কুড়ি বছর পরে আর আবাদ করার মতো জমি বাকি থাকবে না, সব খুঁটি-পোঁতা আল হয়ে যাবে। এখনই তো এইভাবে শতকরা দশ ভাগ জমি নষ্ট হয়।

হাসল পাভেল ঃ

"কুড়ি বছর পরে একটা খুঁটিও পোঁতা থাকবে না, কমরেড।"

প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল বৃদ্ধ আমিন।

"সাম্যবাদী সমাজের কথা বলছ তো? হ্যাঁ, কিন্তু সেটা তো হল গিয়ে সুদূর ভবিষ্যতের কথা, তাই না?"

"বুদানোভ্‌কা যৌথখামারের কথা আপনি শোনেননি?"

"ও, বুঝেছি, কি বলতে চাচ্ছ।"

"তা হলে?"

"আমি বুদানোভ্‌কায় গিয়েছি। কিন্তু সেটা তো হল গিয়ে একটা ব্যতিক্রম, কমরেড কোরচাগিন।"

খেত-জমির টুকরোগুলো মাপ-জোক করে চলল কমিশনের লোকজন। দুটি ছেলে হাতুড়ির ঘায়ে খুঁটি পুঁততে চলল। আর, দুধারের চাষীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল—আগেকার সীমানার লাইন বরাবর যেখানে ঘাসের ফাঁকে আধ-পচা খুঁটিগুলো দেখা যাচ্ছে, ঠিক সেই সেই জায়গায় এই নতুন খুঁটিগুলো পোঁতা হচ্ছে কি-না।

হা-ঘরে টাট্টু-ঘোড়াটার ওপরে গোটাকতক চাবুক চালিয়ে গাড়োয়ানটি ঘুরে বসল গাড়ীর সওয়ারদের দিকে।

"এই কম্‌সোমলের ছেলেগুলো যে কোথা থেকে এসে জুটল কি জানি!" অনর্গল বক্‌বক্‌ করে চলল সে ঃ "এ ধরনের ব্যাপার আগে কখনও ঘটেছে বলে তো মনে পড়ে না। ইস্কুলের ওই মাস্টারনী মেয়েটাই এ সব শুরু করেছে নিশ্চয়। রাকিতিনা ওর নাম, বোধহয় চেনো ওকে তোমরা? নেহাৎ ছুঁড়ি একটা কিন্তু বড়ো কম যায় না! গাঁয়ের যতো মেয়েমানুষদের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে তুলেছে, যতো সব আজেবাজে ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছে ওদের মাথায় আর তারই ফলে নানান গন্ডগোল পাকিয়ে উঠছে। এতোদূর গড়িয়েছে ব্যাপারটা যে আজকাল আর স্বামীরা পর্যন্ত তাদের বউদের মারধোর করতে পারে না! আগেকার দিনে মেজাজ বিগ্‌ড়ে গেলে বুড়ি বউটাকে এক-আধটা চড়চাপড় মারতে পারা যেত, আর সেও তাতে গুটিসুটি মেরে যেত, হয়তো একটু মুখ গোম্‌ড়া করে থাকত। কিন্তু ইদানিং ওরা এমন সোরগোল তোলে যে গায়ে হাত না তুললেই ভালো হত বলে মনে হয়। গণ-আদালতের কথা বলে শাসায়, আর

অল্প-বয়েসী বউগুলো তো তালাক দেবার কথা তোলে, যতোসব আইনের বুলি আওড়ায়। আমার এই গান্‌কা-কেই দ্যাখো না—ভাবতেই পারবে না কী ঠাণ্ডা স্বভাবের মেয়ে ছিল সে—আজকাল একদম বিগ্‌ড়ে গেছে, কি যেন 'প্রতিনিধি' না-কি হয়েছে। তার মানে হল গিয়ে—মেয়েদের মধ্যে ওই একটু নেত্রী গোছের আর-কি। সারা গাঁয়ের মেয়েরা ওর কাছে এসে জোটে। কথাটা শোনার পর আমি তো ওকে চাবুক মেরে বসতে গিয়েছিলাম আর-কি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাবলাম—মরুক গে যাক্‌। ওরা যদি জাহান্নমে যায় তো যাক! ও কিন্তু সংসারের কাজেকর্মে খারাপ মেয়ে নয়।"

ঘরে-বোনা শার্টের খোলা বোতামের ফাঁক দিয়ে গাড়োয়ানের লোমশ বুকটা দেখা যাচ্ছে। বুকটা চুল্‌কে নিয়ে সে ঘোড়াটার তলপেটে একটা চাবুক হাঁকাল। গাড়ির দুজন সওয়ার—রাজভালিখিন আর লিদা। পোদ্দুব্‌ৎসিতে কাজে চলেছে তারা দুজনেই। মেয়ে-প্রতিনিধিদের একটা সম্মেলনের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা ছিল লিদার। আর, রাজভালিখিন-কে পাঠানো হচ্ছে সেখানকার সেল-এর কাজকর্মকে সংগঠিত করে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে।

"তাহলে তুমি দেখছি কম্‌সোমলকে পছন্দ করো না?" লিদা কৌতুক করে জিজ্ঞেস করল গাড়োয়ানকে।

ছোট তার দাড়ির কয়েকটা চুল উপ্‌ড়ে ফেলার পর সে উত্তর দিল ঃ

"না, ঠিক অপছন্দ যে করি তা নয়...আমার বিশ্বাস, ছেলেমেয়েদের একটু আমোদ-আহ্লাদ করতে দেওয়া উচিত। নাটক অভিনয় করতে চায় বা ওই রকম কিছু করতে চায় তো করুক না। আমি নিজে হাসির নাটক দেখতে বড়ো ভালবাসি—অবশ্য যদি ভালো নাটক হয়। গোড়ার দিকে আমরা সত্যিই ভেবেছিলাম যে ছেলেমেয়েরা শাসনের বাইরে চলে যাবে, কিন্তু এখন দেখছি একদম অন্যরকম দাঁড়িয়েছে ব্যাপারটা। আমি এর ওর মুখে শুনেছি—মদ-খাওয়া, মারপিট করা এসব ব্যাপারে ভয়ানক কড়াকড়ি নিয়ম ওদের। লেখা-পড়ার দিকেই ওদের বেশি নজর। কিন্তু ধর্মে ওদের একেবারেই মতি নেই, গির্জাটাকে ক্লাব-ঘর হিসেবে ব্যবহার করার দিকে ওদের সবসময়ে চেষ্টা। ওটা কিন্তু ভালো হচ্ছে না—বুড়োবুড়িরা এর ফলে ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মোটের ওপর ওরা ততো খারাপ নয়। অবশ্য, কথাটা তুললে যখন তখন বলতে পারি—গাঁয়ের ওই যতোসব নিতান্তই গরীব আর বেকার লোক, যারা দিন-মজুরি খাটে বা নিজের নিজের খেত-খামার চালাতে পারে না, শুধু তাদেরই ওরা দলে ভিড়িয়ে নিয়ে একটা মস্তবড়ো ভুল করছে। বড়োলোক চাষীদের ছেলেদের সঙ্গে ওরা কোনো সম্পর্ক রাখে না।"

ঘর্ঘর শব্দ তুলে টিলাটা বেয়ে নেমে এসে গাড়িটা ইস্কুল-বাড়ির সামনে থামল।

ইস্কুল-বাড়িটার দেখাশোনা করে যে মেয়েটি, সে ঘরখানায় আগন্তুকদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজে শুতে গেল খড় রাখার চালাটায়। লিদা আর রাজভালিখিন এইমাত্র একটা সভা থেকে ফিরেছে, বেশ একটু দেরি হয়ে গেছে সভাটা ভাঙতে। কুঁড়েঘরটার ভেতরে অন্ধকার। কোনো রকমে পোশাক বদলে বিছানায় শুয়েই লিদা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। খানিক বাদে

রাজভালিখিনের হাতের স্থূল স্পর্শে লিদার হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, হাতখানা তার দেহের ওপর এমনভাবে নাড়াচাড়া করছে যে রাজভাখিলিনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিদার মনে কোনো সন্দেহের অবকাশ রইল না।

"কি চাও ?"

"আস্তে, লিদা, অতো চেঁচিয়ো না। একা একা এখানে শুয়ে থাকতে আর ভালো লাগছে না। নাক-ডাকানোর চেয়ে উত্তেজক আর-কিছু কি তোমার করবার নেই ?"

তাকে একটা ধাক্কা মেরে লিদা বলল, "আমার গা-টেপা বন্ধ করে এখুনি নেমে যাও এই বিছানা থেকে!" রাজভালিখিনের আড়্-চোখের বাঁকা হাসি দেখে লিদার কোনোদিনই ভালো লাগেনি। অত্যন্ত অপমানজনক কিছু একটা বলার ইচ্ছে হল তার, কিন্তু ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে চোখ বুজল সে।

"হয়েছে, হয়েছে, থাক! অতো ন্যাকামি কিসের ? তুমি তো আর খ্রীস্টান সন্ন্যাসিনীদের মঠে মানুষ হওনি। সরল কচি খুকীটির মতো ভাব দেখিয়ে এই ছেলেটিকে বোকা বানাতে পারবে না। যদি সত্যিই একজন প্রগতিবাদী আধুনিকা হও, তবে আমার কামনার দাবি মেটাবার পর যতো পারো ঘুমোও।"

লিদা ব্যাপারটা বুঝে গেছে ধরে নিয়ে রাজভালিখিন এগিয়ে এসে ফের বসল তার বিছানার প্রান্তে, হাতখানা বাড়িয়ে চেপে ধরল লিদার কাঁধ।

"চুলোর দুয়োরে যা, হতভাগা!" এবারে লিদা সম্পূর্ণ জেগে গেছে, "কালই আমি কোরচাগিনকে বলে দেব সব কথা।"

লিদার হাতখানা চেপে ধরে রাজভালিখিন দাঁত চেপে ফিসফিসিয়ে বলল, "তোমার ওই কোরচাগিনকে আমি একটুও গ্রাহ্য করিনে। বাধা দেবার চেষ্টা কোর না, তাহলে জোর খাটাব বলে দিচ্ছি।"

অল্প একটু ধস্তাধস্তির শব্দ আর তারপরেই রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হল দুটো চড়-মারার আওয়াজ। লাফিয়ে একপাশে সরে গেল রাজভালিখিন। হাত্ড়ে হাত্ড়ে দরজার দিকে এগিয়ে এল লিদা, ঠেলে খুলে ফেলল দরজাটা, ছুটে বেরিয়ে এল আঙিনায়। দাঁড়িয়ে রইল চাঁদের আলোয়। রাগে ঘৃণায় সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে তার।

রাজভালিখিন ভয়ঙ্কর গলায় লিদার উদ্দেশ্যে বলল, "ভেতরে যাও, আহাম্মক!"

সে তার নিজের বিছানাটা ঘরের বাইরে চালাটার নিচে তুলে নিয়ে এসে বাকি রাতটুকু সেখানে কাটাল। লিদা দরজাটায় খিল আটকে বন্ধ করে দিয়ে গুটি-শুটি মেরে শুয়ে ফের ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে ফিরে চলল তারা বেরেজ্দভে। রাজভালিখিন বুড়ো গাড়োয়ানটার পাশে বসে একটার পর একটা সিগারেট ফুঁকে চলেছে।

"ছুঁচিবাইওয়ালা মেয়েটা হয়তো সত্যিই কোরচাগিনের কাছে গিয়ে সব ফাঁস করে দেবে, হতচ্ছাড়ী একটা! ও যে এতোটা দেমাক দেখিয়ে বসবে তা কে জানত। আসলে এমন কিছু দেখতে নয়, এদিকে হাবভাব এমন দেখায় যে মনে হয় যেন কতোই সুন্দরী। কিন্তু ওর সঙ্গে একটা বনিবনা করে ফেলা ভালো, নইলে বিপদ বাধবে। এমনিতেই তো কোরচাগিনের নজর আছে আমার ওপরে।"

লিদার পাশে এসে বসল সে। যেন কতোই লজ্জা হয়েছে তার—এমনি এক-খানা ভাব দেখিয়ে মনমরা হয়ে পড়ার ভাণ করে ক্ষমা চেয়ে এলোমেলো কতক-গুলো কথা বলল।

খেটে গেল ফন্দিটা। গাড়িটা গ্রামের প্রান্তে পৌঁছানোর আগেই লিদা তাকে কথা দিল যে রাত্রের ঘটনাটার কথা সে কাউকে বলবে না।

সীমান্ত-অঞ্চলের গ্রামগুলোয় একে একে কম্‌সোমল-সেল গড়ে উঠছে। কমিউনিস্ট-আন্দোলনের এই নবজাত অঙ্কুরগুলিকে যত্নের সঙ্গে লালন করে চলেছে জেলা-কমিটির সভ্যেরা। পাভেল কোরচাগিন আর লিদা পলোভিখ্ বিভিন্ন অঞ্চলে কম্‌সোমলের তরুণ সভ্যদের সঙ্গে কাজ করে অনেকক্ষণ সময় কাটায়।

রাজভালিখিন গ্রামাঞ্চলে যাওয়াটা বিশেষ পছন্দ করে না। চাষীছেলেদের বিশ্বাস কি করে অর্জন করতে হয় তা তার জানা নেই, সমস্ত ব্যাপারে তালগোল পাকাতেই শুধু পারে সে। চাষী-তরুণদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলার ব্যাপারে লিদা আর পাভেলের কোনো অসুবিধা হয় না। মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গেই লিদার প্রতি আকৃষ্ট হয়, নিজেদের একজন বলেই তাকে গ্রহণ করে এবং ক্রমশ কম্‌সোমল-আন্দোলন সম্বন্ধে সে তাদের মনে আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। আর কোরচাগিনকে তো জেলার সমস্ত তরুণতরুণীরা চেনে। সামরিক বিভাগে কাজের জন্যে যে এক হাজার ছ'শো জন তরুণের ডাক পড়ার কথা, তারা সকলেই পাভেলের পল্টনে প্রাথমিক শিক্ষা পেয়ে গেছে। এখানে গ্রামে গ্রামে প্রচারের ব্যাপারে তার অ্যাকর্ডিয়ন-বাজনা যতোটা কাজে লেগেছে, এমনটি আর কোথাও নয়। এই বাজনাটা পাভেলকে এখানকার তরুণদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয় করে তুলেছে। গ্রামের পথে সন্ধ্যের দিকে ওরা জড়ো হয় গানবাজনা উপভোগ করার জন্যে। এই সব ঝাঁক্‌ড়া-চুলো তরুণদের অনেকের পক্ষেই অ্যাকর্ডিয়নের মন-মাতানো সুর শুনতে শুনতে কম্‌সোমলে ঢোকার পথ শুরু হল এখান থেকেই—কখনও আবেগভরা সুরে, কখনও মনকে নাড়া দিয়ে, কখনও দীপ্ত উদ্দীপনায়, আবার কখনও মধুর কোমলতায় সুর বেজে চলে—এমন সুর আছে শুধু ইউ-ক্রেনের এই বিষণ্ণ বিধুর গানগুলিতেই। ওরা অ্যাকর্ডিয়নের বাজনা শোনে, যে তরুণটি এই অ্যাকর্ডিয়ন বাজায় তার কথাগুলিও শোনে। এই ছেলেটি ছিল রেল-কারখানার একজন শ্রমিক—এখন যে সামরিক কমিসার আর কম্‌সোমলের সম্পাদক। তরুণ এই কমিসার যে কথাগুলি তাদের বলে, সেই কথাগুলির সঙ্গে তার অ্যাকর্ডিয়নের সুর যেন একটি ঐকতানে মিশে যায়। নতুন নতুন গানে মুখরিত হয়ে উঠছে গ্রামগুলো, কুঁড়েঘরগুলোয় বাইবেল আর প্রার্থনা-গানের বইয়ের পাশাপাশি নতুন নতুন বই দেখা দিচ্ছে।

বে-আইনী মাল-চালাচালি করে যারা, তাদের এখন সীমান্তপ্রহরীদের ছাড়াও আরও অনেকের তাল সামলাতে হয়। সোবিয়েত সরকার কম্‌সোমল-সভ্যদের পেয়েছে অতি বিশ্বস্ত বন্ধু আর উৎসাহী সহযোগী হিসেবে। মাঝে মাঝে সীমান্ত-অঞ্চলের এই শহরগুলোয় কম্‌সোমল-সেলের সভ্যেরা উৎসাহের ঝোঁকে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলে, আর কোরচাগিনকে ফের আসতে হয় তার তরুণ

কমরেডদের সাহায্য করার জন্যে। পোদ্দুব্‌ৎসির কম্‌সোমল-সেলের সম্পাদক গ্রিশ্‌ুৎকা খোরোবোদ্‌কো—নীল-চোখ, মাথা-গরম, তর্কবাগীশ এই ছেলেটা ধর্ম-বিরোধী আন্দোলনে দারুণ উৎসাহী। সে একবার ব্যক্তিগত সূত্রে খবর পেল যে সেদিন রাত্রে গোপনে সীমান্ত পার করে আনা কিছু চোরাই-মাল গ্রামের ময়দা-কলের ওখানে নিয়ে আসা হবে। সমস্ত কম্‌সোমল-সভ্যদের জাগিয়ে তুলে সে সামরিক শিক্ষার জন্যে ব্যবহৃত একটা রাইফেল আর দুটো বেয়নেট নিয়ে সশস্ত্র হয়ে গভীর রাত্রে বেরিয়ে পড়ল। ময়দা-কলের বাড়িটার আশেপাশে দলের ছেলেদের নিঃশব্দে বসিয়ে দিয়ে ওৎ পেতে রইল তাদের শিকারের আসার অপেক্ষায়।

সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন যারা সীমান্ত-অঞ্চলে মোতায়েন আছে, তারা এই চোরাকারবারীদের ব্যাপারটা জানতে পেরে তারাও তাদের নিজেদের লোকের একটা দল পাঠিয়ে দিয়েছিল। অন্ধকারের মধ্যে এই দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়ে গেল। সীমান্তরক্ষী শান্ত্রীরা যদি সজাগ দৃষ্টি না রাখত, তাহলে এই লড়াইয়ে কম্‌সোমলের তরুণদের মধ্যে বেশ কিছুজন হতাহত হত। ছেলেদের শুধু হাতিয়ারগুলো কেড়ে নিয়ে আড়াই মাইল দূরে একটা গ্রামে নিয়ে গিয়ে হাজতে আটকে রাখা হল।

পাভেল সেই সময়ে গাভ্রিলভের ওখানে এসে পড়েছিল। পরের দিন সকালে পল্টন-কম্যান্ডার যখন তাকে খবরটা জানাল, তখন পাভেল ঘোড়ায় চেপে ছুটে এল তার ছেলেদের উদ্ধার করার জন্যে।

গোয়েন্দা-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত লোকটিকে পাভেল সব কথা বলতেই সে হেসে উঠল। বলল, "আচ্ছা, যেটুকু করা যেতে পারে সেটা বলছি, কমরেড কোরচাগিন। ছেলেগুলো ভারি চমৎকার, ওদের আমরা বিপদে ফেলতে চাই না। কিন্তু তোমার বেশ ভালো করে সম্‌ঝে দেওয়া চাই ওদের—যাতে ওরা আর ভবিষ্যতে আমাদের কাজ নিজেরা করার চেষ্টা না করে।"

শান্ত্রীটা ছাউনির দরজা খুলে দিতে এগারোটি ছেলে উঠে বোকার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক-পা থেকে আরেক পায়ে তাদের শরীরের ভর রাখতে লাগল।

গোয়েন্দা-বিভাগের লোকটি চেষ্টা করে মুখে চোখে একটা কড়া ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল, "দ্যাখো একবার তাকিয়ে এদের দিকে। কি বিশ্রী গোলমাল পাকিয়ে তুলেছে গোটা ব্যাপারটার মধ্যে। এখন আমাকে আবার এদের পাঠিয়ে দিতে হবে এলাকার সদর-দপ্তরে।"

এবার গ্রিশ্‌ুৎকা কথা বলল।

উত্তেজিতভাবে বলে উঠল সে, "কিন্তু কমরেড সাখারভ, অপরাধটা কি করেছি আমরা? ওই শয়তানগুলোর ওপরে অনেকদিন থেকেই আমরা নজর রেখেছিলাম। আমরা তো শুধু সোবিয়েত কর্তৃপক্ষকেই সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। আর তুমি কিনা ডাকাত কয়েদ করার মতো আমাদের আটক করে রেখেছ!" আহত ভঙ্গীতে সে ঘুরে দাঁড়াল।

খুব গাম্ভীর্যপূর্ণ আলাপ-আলোচনা চলল কিছুক্ষণ, অবশ্য এটা চালাবার সময় কোরচাগিন আর সাখারভের পক্ষে গাম্ভীর্য বজায় রাখা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল ছেলেরা শাস্তি যা পাবার তা যথেষ্ট পেয়েছে।

পাভেলের উদ্দেশ্যে বলল সাখারভ, "তুমি যদি ওদের হয়ে কথা দাও যে ওরা আর সীমান্তের দিকে পা বাড়াবে না, তাহলে আমি ওদের ছেড়ে দিতে রাজি আছি। ওরা অন্যান্য কাজে আমাদের সাহায্য করতে পারে।"

"বেশ, আমি ওদের হয়ে কথা দিচ্ছি। আশা করি, ওরা আমাকে আর অপদস্থ করবে না।"

ছেলেরা গান গাইতে গাইতে কুচকাওয়াজ করে ফিরে এল পোদ্দুব্‌ৎসিতে। ব্যাপারটা চেপে দেওয়া হল। এবং, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ময়দা-কলের মালিককে গ্রেপ্তার করা হল—এবার আইনসঙ্গতভাবেই করা হল কাজটা।

মাইদান-ভিলা বনের ওদিকে কয়েক ঘর বড়োলোক জার্মান চাষীর বসবাস। এই কুলাকদের খামারগুলো একটা থেকে আরেকটা প্রায় সিকিমাইল দূরে দূরে। এক একটা ছোটোখাটো কেল্লার মতোই শক্ত করে বানানো। এই মাইদান-ভিলা থেকেই আন্তোনিউক আর তার দলের লোকরা লুঠপাটের কাজ চালায়। এক-কালে জারের সৈন্য-বাহিনীতে সার্জেন্ট-মেজর ছিল এই আন্তোনিউক, নিজের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে থেকে সাতজন গলা-কাটা খুনীকে নিয়ে একটা দল গড়ে তুলেছে সে, পিস্তল নিয়ে সশস্ত্র হয়ে গ্রামাঞ্চলের রাস্তায় চল্‌তি লোকজনদের পথ আটকে তাদের সমস্ত জিনিসপত্র কেড়ে নেয়। রক্তপাত ঘটানোর ব্যাপারে কিছুমাত্র ইতস্তত করে না, পয়সাওয়ালা ফাট্‌কাবাজ্‌দের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিতেও তার কোনো আপত্তি নেই, সোবিয়েত কর্মচারীদের উত্যক্ত করতেও ছাড়ে না সে। আন্তোনিউকের কাজের আসল নীতিটা হচ্ছে চট্‌পট্‌ কাজ সেরে ফেলা। আজ হয় তো সে সমবায়-ভাণ্ডারের দুজন কেরানীর কাছ থেকে টাকা-কড়ি লুটে নিল, আবার পরের দিনই হয় তো বারো-তেরো মাইল দূরের কোনো গ্রামে ডাক-বিভাগের কোনো কর্মচারীকে নিরস্ত্র করে ফেলে তার শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত যথাসর্বস্ব লুটে নিল। আরেকজন সহযোগী-লুটেরা গোদেই-র সঙ্গে আন্তোনিউকের প্রতিযোগিতা। এরা দুজন কেউ কারুর চেয়ে কম যায় না। দুজনে মিলে এই এলাকার সামরিক বিভাগকে আর গোয়েন্দা-কর্তৃপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। আন্তোনিউক লুঠতরাজ চালায় ঠিক বেরেজ্‌দভের উপান্তে, শহর-মুখো রাস্তাগুলো দিয়ে যাতায়াত করাটা ক্রমশই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ধরা-পড়ার হাত এড়িয়ে চলেছে ডাকাতটা। অবস্থাটা যখন তার পক্ষে বড়ো বেশি রকম সঙ্গীন হয়ে ওঠে, তখন সীমান্তের ওপারে সরে পড়ে আর কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকে। তারপরে ফের দেখা দেয় এমন একটা সময় বুঝে, যখন তার এসে পড়ার সম্ভাবনাটা সবচেয়ে কম বলে সবাই ধরে নিয়েছে। তার এই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবার ক্ষমতার ফলেই সে এই অঞ্চলের লোকদের কাছে ভয়ানক রকম একটা উৎপাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যতোবার এই লুটেরাটির নতুন কোনো বদমায়েসীর রিপোর্ট লিসিৎসিনের কাছে এসে পোঁছায়, ততোবারই সে রাগে ঠোঁট কামড়ায়।

"এই সাপটা আমাদের ছোব্‌লানো বন্ধ করবে কবে? হারামজাদাটা যদি এখনও সাবধান না হয় তাহলে ওকে খতম করার কাজটা আমাকেই করতে হবে দেখছি"—দাঁতে দাঁত চেপে বিড়্‌বিড়িয়ে বলে লিসিৎসিন। জেলা-কার্যনির্বাহক-

কমিটির সভাপতি নিজে দুবার কোরচাগিনকে আর অন্য তিনজন কমিউনিস্টকে সঙ্গে নিয়ে ডাকাতটার পিছু পিছু ধাওয়া করেছিল, কিন্তু দুবারই আন্তোনিউক পালিয়ে গেছে।

প্রাদেশিক কেন্দ্র থেকে ডাকাতগুলোকে প্রতিরোধ করার জন্যে একটা বিশেষ ফৌজীদল পাঠানো হয়েছে। ফিলাতভ নামে একটি অতি-চালাক ছেলে এই দলটার কম্যান্ডার। কার্যনির্বাহক-কমিটির সভাপতির কাছে এসে নিয়মমাফিক রিপোর্ট না করেই এই গুমোরভরা চালিয়াত ছেলেটি সরাসরি সেমাকি নামে সবচেয়ে কাছাকাছি গ্রামটায় চলে এল। গভীর রাত্রে পেঁছে গ্রামের প্রান্তে একটা বাড়িতে এসে উঠল তার লোকজনদের নিয়ে। সশস্ত্র কতকগুলো লোকের এই রহস্যজনকভাবে এসে পড়াটা লক্ষ্য করেছিল পাশের বাড়ির একজন কম্‌সোমল-সভ্য। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে এসে খবর দিল গ্রাম-সোবিয়েতের সভাপতির কাছে। সে এই বিশেষ ফৌজীদল পাঠানোর খবরটা কিছু জানত না, এদের ডাকাতদল বলে ধরে নিয়ে তৎক্ষণাৎ কম্‌সোমল-সভ্যটিকে পাঠিয়ে দিল জেলা-কেন্দ্রের কাছে সাহায্য চেয়ে। ফিলাতভের এই গোঁয়ারতুমির ফলে অনেকগুলো মানুষ প্রায় মরতে বসেছিল আর-কি। লিসিৎসিন মাঝরাত্রে ফৌজী-শান্ত্রীদের জাগিয়ে তুলে সেমাকি গ্রামের এই "ডাকাতদল"টির ব্যবস্থা করার জন্যে জন-বারো লোক সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এল। বাড়িটার কাছে ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে নেমে পড়ে বেড়া ডিঙিয়ে ঢুকেই ওরা চারধারে ঘিরে ফেলল। দরজার কাছে ওদের শান্ত্রীটা পাহারা দিচ্ছিল, সে নেতিয়ে পড়ল মাথার ওপরে রিভলভারের কুঁদোর একটা ঘা খেয়ে। কাঁধ লাগিয়ে দরজাটা ভেঙে ফেলল লিসিৎসিন, লোকজনসুদ্ধ সে সবেগে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। কড়িকাঠের সঙ্গে ঝোলানো একটা তেলের আলোয় ঘরটা অস্পষ্টভাবে আলোকিত। একহাতে একটা হাত-বোমা ধরে আর অন্য হাতে রিভলভার বাগিয়ে লিসিৎসিন এমন প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল যে জানলার শার্সিগুলো থরথর করে কেঁপে উঠলঃ

"আত্মসমর্পণ করো, নইলে উড়ে যাবে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে!"

মেঝে থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ঘুমে ঝিমন্ত মানুষগুলো, আর এক মিনিট দেরি হলেই এক ঝাঁক বুলেট এসে ছিঁড়েখুঁড়ে দিত ওদের। হাত-বোমাটা ছুঁড়ে দেবার ভঙ্গিতে এই মানুষটাকে এমন ভয়ংকর দেখাচ্ছে যে তারা দুই হাত তুলে দাঁড়াল। কয়েক মিনিট বাদে অন্তর্বাস-পরিহিত এই "ডাকাত"-গুলোকে যখন বাইরে এনে জড়ো করা হল, তখন লিসিৎসিনের কোর্তার ওপরে মেডেলটা দেখে ফিলাতভ তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে বলল ব্যাপারটা।

ভয়ানক ক্ষেপে গেল লিসিৎসিন। নিতান্ত অবজ্ঞার সঙ্গে থুথু ফেলে শুক্‌নো গলায় বলল, "আহাম্মক কোথাকার!"

জার্মানীর বিদ্রোহের খবর এসে পেঁছাতে লাগল। হামবুর্গ-এর রাস্তায় প্রতিরোধ-ব্যূহের রাইফেলের গুলি-ছোঁড়াছুঁড়ির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি এসে পেঁছাচ্ছে এই সীমান্ত-অঞ্চলে। গোটা এলাকা জুড়ে একটা আশঙ্কাভরা উত্তেজনার আবহাওয়া। আগ্রহের সঙ্গে খবরের কাগজ পড়ে লোকে নতুন কোনো খবর জানার আশায়। পশ্চিম দিক থেকে বিপ্লবের হাওয়া বইছে। জেলা-

কম্‌সোমল-কমিটির কাছে কম্‌সোমল-সভ্যেরা সব অনবরত দরখাস্ত পাঠাচ্ছে—লাল-ফৌজের কাজে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দিতে চায় তারা। সোবিয়েত দেশ যে শান্তির নীতি অনুসরণ করে চলেছে এবং প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে যুদ্ধে নামবার কোনো ইচ্ছে যে তার নেই—এই কথাটা বিভিন্ন কম্‌সোমল-সেলের তরুণ সভ্যদের কাছে অনবরত বুঝিয়ে বলতে হচ্ছে কোরচাগিনকে। কিন্তু এর ফল বিশেষ কিছু হচ্ছে না। প্রতি রবিবারে পাদ্রীর বাড়ির বড়ো বাগানটায় গোটা জেলার সমস্ত কম্‌সোমল-সভ্যেরা জড়ো হয়ে সভা করে। একদিন দুপুরে পোদ্দুব্‌ৎসির কম্‌সোমল-সেলের সভ্যেরা রীতিমত ফৌজী কায়দায় কুচকাওয়াজ করে জেলা-কমিটির আঙিনায় এসে হাজির। জানলার ফাঁকে এদের দেখেই পাভেল বেরিয়ে এল বারান্দাটায়। গ্রিশুৎকা খোরোবোদ্‌কো-র নেতৃত্বে এগারোজন ছেলে দেউড়ির কাছে এসে থামল—তাদের সকলের পায়ে উঁচু-বুট, কাঁধে ঝোলানো ক্যাম্বিসের বড়ো ফৌজী-ব্যাগ্‌।

বিস্মিত হয়ে পাভেল জিজ্ঞেস করল, "কি ব্যাপার, গ্রিশা?"

জবাব না দিয়ে খোরোবোদ্‌কো পাভেলের দিকে চোখের ইশারা করে বাড়িটার ভেতরে চলে এল তাকে সঙ্গে নিয়ে। লিদা, রাজভালিখিন আর অন্য দুজন কম্‌সোমল-সভ্য এই আগন্তুকটিকে চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ৎ দাবি করল। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে খোরোবোদ্‌কো তার ধূসর ভুরু দুটো কুঁচকে ঘোষণা করলঃ

"কমরেড, এটা হল গিয়ে আমাদের সেল-সভ্যদের পরীক্ষামূলক একটা ফৌজী-সমাবেশ। পরিকল্পনাটা আমার নিজের। আজ সকালে আমি ছেলে-দের জানাই যে জেলা থেকে একটা টেলিগ্রাম এসেছে, অবশ্য অত্যন্ত গোপনীয় টেলিগ্রাম, তাতে বলা হয়েছে যে জার্মান বুর্জোয়াদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে আমাদের যেতে হবে এবং ওই পোলিশ 'প্রভু'দের সঙ্গেও আমাদের শিগ্‌গিরই লড়াই বাধবে। মস্কোর নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত কম্‌সোমল-সভ্যদের তলব পড়েছে—আমি বলি ওদের। যদি কেউ লড়াইয়ে নামতে ভয় পায়, তাহলে সে একটা দরখাস্ত দিক, তাকে ঘরে থাকতে দেওয়া হবে। আমি ওদের নির্দেশ দিই —কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও কাউকে যুদ্ধের কথাটা না বলে আর শুধু একটা পাঁউরুটি আর এক টুকরো শুকনো মাংস নিয়েই যেন প্রত্যেকে চলে আসে—যাদের ঘরে শুকনো মাংস নেই তারা পেঁয়াজ বা রসুন আনতে পারে। গ্রামের বাইরে গোপনে সবাই একজায়গায় এসে মিলব আমরা, জেলা-কেন্দ্রে যাব, তারপর সেখান থেকে যাব আঞ্চলিক কেন্দ্রে যেখানে আমাদের বন্দুক-হাতিয়ার সব দেওয়া হবে। কথাটা শুনে ছেলেদের ভাবখানা যা হল, তা যদি দেখতে! আমাকে দারুণ জেরায় ফেলার চেষ্টা করেছিল ওরা, কিন্তু আমি ওদের বললাম বেশি প্রশ্ন-টশ্ন না করে কাজে লেগে যেতে। যারা যেতে চায় না, তারা সে কথা বলুক। আমরা চাই শুধু স্বেচ্ছাসেবক। যা হোক, আমার সেলের ছেলেরা তো সব চলে গেল আর আমি এদিকে রীতিমত দুর্ভাবনায় পড়ে গেলাম। ধরো যদি কেউ আর হাজির না হয়? তা যদি হয়, তাহলে আমি গোটা সেলটাকে বাতিল করে দিয়ে অন্য কোনো জায়গায় বদ্‌লি নিয়ে নেব। গ্রামের বাইরে এসে বসে আছি আর আমার তো বুক ঢিপ ঢিপ করছে বুঝি কেউ আর এলো না শেষ পর্যন্ত। কিছুক্ষণ বাদে ওরা এসে জুটতে লাগল একে একে। দু-এক

জন একটু-আধটু ফুঁপিয়েছে, লুকোতে চেষ্টা করলেও ওদের মুখ দেখে সেটা বোঝা যায়। দশজনের প্রত্যেকেই এসে হাজির হল, একজনও দলত্যাগী নেই। এই হচ্ছে আমাদের পোদ্দুবৎসি সেল!" বিজয়গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করল গ্রিশুৎকা।

ব্যাপারটা শুনে ভয়ানক চটে গিয়ে লিদা পলোভিখ যখন তাকে বকা আরম্ভ করল, তখন গ্রিশুৎকা তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, "কি বলছ তুমি? এই হচ্ছে ওদের পরখ করার সবচেয়ে ভালো উপায়, আমি বলে রাখছি। এর মধ্যে দিয়ে ওদের প্রত্যেককে পরিষ্কার করে বুঝে নেওয়া গেল। এর মধ্যে তো কোনো জোচ্চুরি নেই। শুধু ওদের যা বলেছি সেটা যে সত্যি, তা বোঝাবার জন্যে আমি ওদের আঞ্চলিক কেন্দ্রে টেনে নিয়ে যেতাম, কিন্তু বেচারি ছেলে-গুলো বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তোমাকে একবার ওদের সামনে এসে ছোটো একটা বক্তৃতা দিতে হবে, কোরচাগিন। দেবে, কেমন তো? একটু কিছু বক্তৃতা ওদের না শোনালে ভালো দেখায় না। বলো যে কোনো একটা কারণে ফৌজী-সমাবেশটা আপাতত বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এ কথাও বলো যে, তা হলেও, ওদের জন্যে আমরা সত্যিই গর্ব বোধ করছি।"

কোরচাগিন ক্বচিৎ কখনও আঞ্চলিক কেন্দ্রে যায়, কারণ ওখানে যাতায়াত করতে কয়েকদিন লেগে যায়, তাছাড়া জেলার কাজে তার এখানেই সব সময়ে থাকার দরকার পড়ে। পক্ষান্তরে, রাজভালিখিন যে-কোনো ছুতোয় গাড়ি চেপে শহরে যাবার জন্যে প্রস্তুত। আপাদমস্তক হাতিয়ারে সশস্ত্র হয়ে, নিজেকে ফেনিমোর কুপারের কাব্যের কোনো নায়ক হিসেবে কল্পনা করতে করতে সে শহরমুখো রওনা হয়। বনের মধ্যে দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে ছুটন্ত কোনো কাঠ-বেড়ালির দিকে বন্দুক উঁচোয়; পথচল্‌তি একলা লোকদের থামিয়ে কড়া গলায় প্রশ্ন করে—তারা কারা, কোথা থেকে আসছে আর কোথায় যাবে। শহরের কাছাকাছি এসে হাতিয়ারগুলো খুলে নেয়, গাড়ির খড়ের ফাঁকে রাইফেলটা গুঁজে রাখে, পকেটে লুকিয়ে ফেলে রিভলভারটা, তারপর আঞ্চলিক কম্‌সোমল-কমিটির দপ্তরে ঢোকে স্বাভাবিক চেহারায়।

একদিন রাজভালিখিন আঞ্চলিক-কমিটির দপ্তরে ঢুকতেই সেখানকার সম্পাদক ফেদোতভ তাকে জিজ্ঞেস করল, "এই যে, বেরেজ্‌দভের খবর-টবর কি?"

ফেদোতভের দপ্তরে সর্বদাই লোকের ভীড়, আর সবাই একসঙ্গে কথা বলে। এরকম অবস্থার মধ্যে কাজ করে যাওয়াটা বড়ো সহজ কথা নয়—একই সঙ্গে চারজন লোকের কথা শুনতে হয়, পঞ্চম জনের কথার জবাব দিতে হয়, আবার কিছু একটা লিখতেও হয় সেই সঙ্গে। ফেদোতভের বয়েস খুব কম হলেও সে ১৯১৯ থেকে পার্টি-সভ্য। সেই সব ঝোড়ো দিনেই পনেরো বছর বয়েসী একজন ছেলের পক্ষে পার্টি-সভ্য হওয়া সম্ভব ছিল।

"খবর তো অনেক আছে," নির্লিপ্তভাবে জবাব দিল রাজভালিখিন, "অতো খবর এককথায় বলা যায় না। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত একটানা কাজের ঠেলা। কতদিকে যে দেখাশোনা করতে হয়। আমাদের একেবারে গোড়া থেকে শুরু

করতে হয়েছে, জানো তো। আমি দুটো সেল গড়ে তুলেছি। আচ্ছা, আমাকে ডেকেছিলে কেন বলো তো ?" কাজের মানুষের ভঙ্গীতে সে আরামকেদারাটায় বসল।

অর্থনীতি-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্রিম্‌স্কি তার ডেস্কের ওপর কাগজের স্তূপ থেকে এক মুহূর্তের জন্যে মাথা তুলে বলল, "আমরা তো কোরচাগিনকে আসতে বলেছিলাম, তোমাকে নয়।"

তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে ঘন একটা মেঘের সৃষ্টি করে রাজভালিখিন বলল, "কোরচাগিন এখানে আসাটা পছন্দ করে না, তাই আর সব কাজ মুলতুবি রেখে আমাকেই আসতে হল...সাধারণত দেখা যাচ্ছে, সম্পাদকদের মধ্যে কিছু লোক বেশ দিব্যি আছে। তারা নিজেরা কিছু করে না, আমার মতো গর্দভদেরই যতো বোঝা বইতে হয়। কোরচাগিন যখনই সীমান্তে যায়, দু-তিন সপ্তাহের মধ্যে আর ফেরে না, আর সমস্ত কাজকর্ম আমার ওপরে এসে পড়ে।"

সে-ই যে জেলা-সম্পাদকের পদের পক্ষে যোগ্যতার লোক—রাজভালিখিনের এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিতটুকু তার শ্রোতারা যে ধরতে পারেনি তা নয়।

সে চলে যাবার পর ফেদোতভ অন্যদের কাছে মন্তব্য করল, "এই লোকটাকে আমার খুব সুবিধের মনে হয় না।"

রাজভালিখিনের চালিয়াতিটা দৈবক্রমে একদিন ফাঁস হয়ে গেল। লিসিৎসিন একদিন ফেদোতভের দপ্তরে এসেছিল ডাকে-আসা কাগজপত্র ইত্যাদি নিয়ে যাবার জন্যে। জেলা থেকে যারা আসে, এই হচ্ছে তাদের সকলেরই দস্তুর। এবং ফেদোতভের সঙ্গে লিসিৎসিনের কথাবার্তা-প্রসঙ্গে রাজভালিভিনের স্বরূপ প্রকাশ পেয়ে গেল।

লিসিৎসিনের বিদায় নেবার সময় ফেদোতভ তাকে বলল, "যাই হোক, কোরচাগিনকে একবার পাঠিয়ে দিও এখানে। আমরা তো তাকে প্রায় চিনিই না বলতে গেলে।"

"বেশ তো। কিন্তু দেখো, ওকে যেন আবার আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেবার চেষ্টা কোরো না। সেটা আমরা হতে দেব না।"

এ বছরে এই সীমান্তঅঞ্চলে অক্টোবর-বিপ্লবের বার্ষিক উৎসব অন্যান্য-বারের চেয়েও বেশি উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল। সীমান্তের গ্রামগুলিতে যে উৎসব হবে, সেটার ব্যবস্থাপক-কমিটির সভাপতি মনোনীত হল পাভেল কোরচাগিন। পোদ্দুব্‌ৎসিতে সভার শেষে পাশাপাশি তিনটি গ্রামের পাঁচ হাজার চাষী সিকি মাইল লম্বা এক মিছিল করে লাল ঝান্ডা নিয়ে ফৌজী বাজ্‌না বাজিয়ে সীমান্ত পর্যন্ত গেল। মিছিলের সামনের দিকে ছিল শিক্ষার্থী পল্টনের দলটা। সীমান্তের সোবিয়েত এলাকার ধার ঘেঁষে খুঁটি-গুলোর সমান্তরাল রেখায় মিছিলটা এগিয়ে গেল সেইসব গ্রামগুলির দিকে যেগুলির মাঝখান দিয়ে সীমা-নির্দেশক রেখাচিহ্নটা চলে গেছে গ্রামগুলিকে দু-ভাগে ভাগ করে দিয়ে। পোলিশ্‌রা তাদের সীমানা-এলাকায় এ ধরনের দৃশ্য আগে কখনও দেখেনি। মিছিলের সামনে ঘোড়ায় চেপে চলেছে পল্টন-কম্যান্ডার গাভ্রিলভ আর পাভেল কোরচাগিন, তাদের পেছনে বাজ্‌না বাজছে,

হাওয়ায় পত্‌পত্‌ করে উড়ছে ঝান্ডাগুলো, গলা মিলিয়ে গান ধরেছে সবাই, বহুদূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে সেই গানের সুর। ছুটির দিনের সবচেয়ে ভালো পোশাক পরে এসেছে খুশি-ভরা-মন চাষী-ছেলেরা, খিল্‌খিল্‌ শব্দে ফুর্তির হাসি হাসছে গ্রামের মেয়েরা, বড়ো-বয়েসীরা গম্ভীর মুখে কুচকাওয়াজ করে চলেছে, বৃদ্ধেরা চলেছে একটা পবিত্র বিজয়-অভিযানের ভাব নিয়ে। চোখ যতদূর যায় শুধু মানুষের স্রোত। সীমান্তের একধার ঘেঁষে বয়ে চলেছে সেই মিছিলের স্রোত, কিন্তু সেই নিষিদ্ধ রেখাচিহ্নটির ওপরে কেউ একবার পা-ও ফেলল না। এক জায়গায় থেমে পড়ে পাভেল, একবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল জনসমুদ্রের এই কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে যাওয়াটা। কম্‌সোমল-সভ্যেরা গান ধরেছে, "গহন অরণ্য থেকে বৃটেন-সাগর জুড়ে সবচেয়ে বলীয়ান এই লাল-ফৌজ।" এই গানের রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতে মেয়েদের গলা-মেলানো গান জাগল, "ওই যে পাহাড়তলীর কোলে মেয়েরা কাটে ধান..."

সোবিয়েত শান্ত্রীরা খুশির হাসি হেসে মিছিলটাকে অভ্যর্থনা জানাল। বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইল পোলিশ প্রহরীরা। সীমান্ত দিয়ে এই মিছিল করে যাওয়ায় পোলিশ এলাকায় বেশ একটা সচকিত ভাবের সৃষ্টি হল—যদিও পোলিশ-বাহিনীর কর্তৃপক্ষকে আগে থেকেই এই মিছিলের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঘোড়সওয়ার চৌকীদার সৈন্যগুলো অস্থিরভাবে ঘোরাঘুরি করতে থাকল, সীমান্তরক্ষী পাহারাদারদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পাঁচগুণ এবং জরুরী অবস্থার জন্যে প্রস্তুত রিজার্ভ সৈন্যদের কাছাকাছি পাহাড়গুলোর আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু মিছিলটা গানের সুরে আকাশ মুখরিত করে তুলে খুশির তালে পা ফেলে ফেলে নিজেদের এলাকার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে গেল।

একটা ঢিবির ওপরে দাঁড়িয়ে ছিল একজন পোলিশ শান্ত্রী। তালে তালে পা ফেলে মানুষের সারিটা এগিয়ে আসছে। কুচকাওয়াজের সামনের সারিটা এগিয়ে আসতেই পোলিশ সৈন্যটি ফৌজী-কেতায় তার রাইফেলটা পাশে নামিয়ে এনে সামরিক সেলাম জানাল, তারপরে পাভেল স্পষ্ট এই কথাগুলো শুনতে পেল: "কমিউন জিন্দাবাদ!"

সৈনিকটার চোখের দিকে তাকিয়েই পাভেল বুঝল যে সে-ই বলেছে ওই কথাগুলো। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল পাভেল।

ও আমাদের বন্ধু! সৈনিকের উর্দির নিচে ওর হৃদয়টা এই মিছিলের তালে তালে সাড়া তুলেছে। পাভেল পোলিশ ভাষায় নিচুগলায় বলল:

"লাল সেলাম, কমরেড!"

মিছিলটা যতক্ষণ পর্যন্ত তার সামনে দিয়ে গেল, ততক্ষণ পর্যন্ত সৈনিকটি ওইভাবে দাঁড়িয়ে রইল। পাভেল বারকতক পেছন ফিরে দেখল কালো ছোট মূর্তিটার দিকে। এই আরেকটা পোলিশ। গোঁফ-জোড়ায় তার পাক ধরেছে, টুপিটার চক্‌চকে চূড়ার নিচে তার চোখের চাউনি ভাবলেশহীন। পাভেল এইমাত্র যা শুনেছে, তখনও সেই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পোলিশ ভাষায় বিড়বিড় করে বলল, যেন আপন মনেই বলছে:

"সেলাম, কমরেড!"

কিন্তু কোনো উত্তর এল না।

মৃদু হাসল গাভ্রিলভ। ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে সে।

“বড়ো বেশি আশা করছ তুমি,” মন্তব্য করল সে, “এরা সকলেই সাধারণ পদাতিক সৈন্য নয়, বুঝলে? কিছু কিছু ফৌজী-পুলিশও আছে এদের মধ্যে। ওর উর্দির হাতায় পটিটা লক্ষ্য করো নি? ও নিশ্চয়ই ফৌজী-পুলিশ-পদভুক্ত।”

মিছিলের সামনের দিকটা ইতিমধ্যে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নামতে শুরু করেছে গ্রামের মুখে। সীমান্তের সীমারেখা এই গ্রামটাকে দুভাগে ভাগ করে দিয়ে মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। সোবিয়েত এলাকাভুক্ত গ্রামের যে অর্ধাংশ, তারা সমারোহের সঙ্গে এই মিছিলের অতিথিদের অভ্যর্থনার আয়োজন করেছে। ছোট নদীটার এক পাড়ে সীমান্তের সাঁকোটার কাছে সমস্ত গ্রামবাসী এসে অপেক্ষা করছে। রাস্তাটার দুপাশে ছোট ছেলেমেয়েরা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। পোলিশ এলাকায় কুঁড়েঘর আর খামারবাড়িগুলোর ছাদে ছাদে লোক ভর্তি হয়ে গেছে, একাগ্র আগ্রহের সঙ্গে তারা নদীর অন্য তীরের ঘটনাগুলো লক্ষ্য করছে। কুঁড়েঘরের দাওয়ায় আর বাগানের বেড়ার পাশে পাশে চাষীদের ভিড়। দুপাশে সারিবাঁধা মানুষগুলোর মাঝখানে মিছিলটা ঢুকতেই “আন্তর্জাতিক”-এর সুর বেজে উঠল ঐকতান-বাজনায়। সবুজ পাতায় সাজানো মঞ্চটার ওপর থেকে পরে বক্তৃতা ইত্যাদি হল। জনতাকে উদ্দেশ করে বক্তৃতা দিল তরুণ বক্তারা আর সাদা-চুল অভিজ্ঞ প্রবীণরা। পাভেলও তার ইউক্রেনিয়ান মাতৃভাষায় বক্তৃতা দিল। সীমান্ত ডিঙিয়ে তার কথাগুলো নদীর অপর পারে শোনা যেতে লাগল এবং পাছে তার অগ্নিগর্ভ কথাগুলো পোলিশ এলাকার শ্রোতাদের মনে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, এই আশঙ্কায় ওদিককার শান্ত্রীরা সব গ্রামবাসীদের হটিয়ে দিতে থাকল। তাদের হাতের ফৌজী-চাবুকগুলো সপাসপ্ শব্দে ওঠানামা করতে লাগল, বন্দুকের গুলির ফাঁকা আওয়াজ উঠল শূন্যে।

নির্জন হয়ে গেল রাস্তাগুলো। শান্ত্রীদের গুলি ছোঁড়ার আওয়াজে ভয় পেয়ে ছোট ছেলেমেয়েরা ছাদের ওপর থেকে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল। দৃশ্যটা দেখে সোবিয়েত এলাকার লোকেদের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। একজন বুড়ো রাখাল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মঞ্চের ওপর উঠে এল জনকতক ছেলের সাহায্যে। দারুণ উত্তেজনার সঙ্গে সে জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা দিলঃ

“তোমরা, যারা আমার ছেলেমেয়ে, তারা তো ঘটনাটা সবাই দেখলে! এক-কালে আমাদের সঙ্গেও ঠিক এইরকম ব্যবহারই করা হত। কিন্তু এখন চাষীরাই গ্রামের কর্তা, চাবুকের ব্যবস্থা এখন আর নেই। বড়লোকের শাসন শেষ হয়ে গেছে এবং এখন আর চাবুকের চোটে আমাদের পিঠ টন্‌টন্ করে ওঠে না। তোমরা সব আমার ছেলেমেয়ে, তোমাদেরই নজর রাখতে হবে যাতে বড়লোকের রাজত্ব আর কিছুতেই ফিরে না আসে। বুড়ো মানুষ আমি, বক্তৃতাও মোটে করতে পারি না। যদি পারতাম, তাহলে অনেক কিছু আমার বলার ছিল তোমাদের। জারদের অধীনে সারা জীবন ধরে আমরা খিদে ভরা পেট নিয়ে নিদারুণ দুঃখকষ্টের মধ্যে বলদের মতো খেটে মরেছি...ওই হতভাগ্যদের মতোই!” জীর্ণ একটা হাত বাড়িয়ে ধরল নদীর অপর পারে, তারপরে আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে কেঁদে ফেলল সে—শিশু আর অতিবৃদ্ধেরা যেরকম কেঁদে ওঠে।

তারপরে বক্তৃতা দিল গ্রিশুৎকা খোরোবোদ্‌কো। তার জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনতে শুনতে গাভ্রিলভ তার ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নিয়ে নদীর অপর পারে চারিদিকে একবার দেখে নিল যে সেখানে কেউ তার বক্তৃতা লিখে নিচ্ছে কি-না। কিন্তু ওপারে নদীর তীর জনশূন্য। সাঁকোর কাছের শান্ত্রীটিকে পর্যন্ত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

"দেখে তো মনে হচ্ছে যেন বৈদেশিক বিভাগের সদর দপ্তরে আর কোনো প্রতিবাদ-পত্র পাঠানো হবে না," হেসে উঠল গাভ্রিলভ।

হেমন্তের শেষ দিকে এক বৃষ্টি-ঝরা রাত্রে আন্তোনিউক আর তার সাতজন সহযোগীর রক্তাক্ত গতিবিধি বন্ধ হয়ে গেল। মাইদান-ভিলার জার্মান-বসতিটায় একজন ধনী চাষীর বাড়িতে একটা বিয়ের ভোজসভায় ঠ্যাঙাড়ে লোকটা ধরা পড়ল। খেত্রালিন্‌স্কি কমিউনের চাষীরা তাকে একদম অপ্রস্তুত অবস্থায় পাকড়াও করে ফেলল।

মাইদান-ভিলায় আন্তোনিউক-দলের নিমন্ত্রিত হয়ে আসার খবরটা ছড়িয়েছিল স্থানীয় মেয়েরা। সঙ্গে সঙ্গে খেত্রালিন্‌স্কি-কমসোমলের বারো জন সভ্য জড়ো হয়ে হাতের কাছে যা-কিছু হাতিয়ার জুটল তাই নিয়ে সশস্ত্র হয়ে গাড়িতে চেপে রওনা হয়ে গেল মাইদান-ভিলায়। তার আগে খবর পাঠিয়ে দিল বেরেজ্‌দভে—একটা লোক খবর নিয়ে চলে গেল দারুণ জোরে ঘোড়া হাঁকিয়ে। যাওয়ার পথে তার সেমাকি-গ্রামে ফিলাতভের ফৌজী-দলটার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ায় ফিলাতভ তার দলবল নিয়ে ঘোড়া হাঁকাল মাইদান-ভিলার দিকে। খেত্রালিন্‌স্কির ছেলেরা খামারবাড়িটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, আন্তোনিউকের দলের সঙ্গে তাদের পাল্টা রাইফেল-ছোঁড়াছুঁড়ি চলছে। খামারবাড়িটার এক টেরে একটা ছোট দালান-মতো জায়গার আড়ালে থেকে আন্তোনিউকের দল বন্দুকের গুলির আওতার মধ্যে যে আসছে, তার দিকেই রাইফেল ছুঁড়ছে। হঠাৎ একটা পাল্টা আক্রমণ করে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল তারা, কিন্তু দলের একজন লোককে খুইয়ে এখন বাড়িটার ভেতরে হঠে আসতে বাধ্য হয়েছে। আন্তোনিউক এই রকম কোণঠাসা অবস্থায় এর আগেও অনেকবার পড়েছে এবং প্রতিবারই হাত-বোমার সাহায্যে আর অন্ধকারের সুযোগে সে পথ কেটে বেরিয়ে গেছে। এবারেও সে হয় তো এইভাবে পালাতে পারত, কারণ, খেত্রালিন্‌স্কি-কমসোমলের ছেলেদের মধ্যে ইতিমধ্যেই দুজন মারা পড়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তে ফিলাতভ এসে পড়ল। আন্তোনিউক বুঝতে পেরেছিল যে এবারে আর তার পার নেই। বাড়িটার সমস্ত জানলাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে সে সকাল পর্যন্ত পাল্টা গুলি চালিয়ে গেল। কিন্তু ভোরবেলায় ওরা তাকে পাকড়াও করল। সাতজনের একজনও আত্মসমর্পণ করল না। এই রক্তচোষা-বাদুড়ের বাসাটা ধ্বংস করতে গিয়ে চারজন লোক মারা পড়ল। নিহতদের মধ্যে তিনজন সদ্য-সংগঠিত খেত্রালিন্‌স্কি-কম্‌সোমল-সভ্য-দলের সভ্য।

হৈমন্তিক ফৌজী-সমাবেশের জন্যে পাভেল কোরচাগিনের পল্টনের ডাক

পড়েছে। দারুণ বৃষ্টির মধ্যে একদিনে পুরো পঁচিশ মাইল রাস্তা হেঁটে তার পল্টন এসে পৌঁছাল আঞ্চলিক ফৌজী-শিবিরে। ভোরবেলায় বেরিয়ে তারা গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছাল অনেক রাত্রে। পল্টন-কম্যান্ডার গুসেভ আর তার কমিসার দুজনে এল ঘোড়ায় চেপে। আট-শো জন শিক্ষার্থী যখন ব্যারাকে এসে পৌঁছাল, তখন ক্লান্তিতে তাদের দম ফুরিয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমোতে গেল তারা। পরের দিন সকালেই ফৌজী-সমাবেশ আরম্ভ হবার কথা —প্রতিরক্ষা-বাহিনীর সদর-দপ্তর থেকে এই পল্টনটাকে ডেকে পাঠাতে দেরি করেছিল। পরিদর্শনের জন্যে পল্টনটা যখন উর্দি পরে আর রাইফেল নিয়ে সামিল হয়ে দাঁড়ালো তখন দৃশ্যটা দেখা গেল সম্পূর্ণ অন্যরকম। গুসেভ এবং কোরচাগিন দুজনেই এই তরুণদের শিক্ষিত করে তুলবার জন্যে যথেষ্ট সময় আর শক্তি ব্যয় করেছে, পল্টনটা যে যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে সে সম্বন্ধে তারা নিশ্চিত ছিল। সরকারী পরিদর্শনের পরে এবং পল্টনের ছেলেদের সামরিক কলা-কৌশলে পারদর্শিতা দেখানো শেষ হবার পরে কম্যান্ডার-দের মধ্যে থেকে একজন কোরচাগিনের দিকে এগিয়ে এল। লোকটা সুপুরুষ কিন্তু মুখখানা একটু মাংসল। তীক্ষ্ন গলায় কৈফিয়ৎ চাইল সেঃ

"তুমি ঘোড়ায় চেপে রয়েছ কেন? আমাদের শিক্ষার্থী পল্টনগুলোর কম্যান্ডার আর কমিসারদের ঘোড়ায় চাপার এক্তিয়ার নেই। ঘোড়াটাকে আস্তা-বলে জিম্মা করে দিয়ে কুচকাওয়াজের জন্যে পায়ে হেঁটে এসো।"

পাভেল জানে, ঘোড়া থেকে নেমে গেলে সে আর কুচকাওয়াজে যোগ দিতে পারবে না, কারণ পায়ে হেঁটে আধ মাইলও যেতে পারবে না সে। কিন্তু এই বাহারে চামড়ার বেড়্-লাগানো শৌখিন আর উচ্চকণ্ঠ ফুলবাবুটিকে সে অবস্থাটা খুলে বোঝাবে কি করে?

"পায়ে হেঁটে তো আমি এই কুচকাওয়াজে যোগ দিতে পারব না।"

"কেন পারবে না?"

কিছু একটা কৈফিয়ৎ দিতে হবে বুঝতে পেরে পাভেল নিচু গলায় বলল, "আমার পা দুটো ফুলে গেছে, এক সপ্তাহ ধরে হাঁটাহাঁটি আর দৌড়ানো আমার সহ্য হবে না। কিন্তু, কমরেড, তুমি কে জানতে পারি?"

"প্রথমত, তোমার পল্টন যে-সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত, আমি সেই সৈন্য-বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক। দ্বিতীয়ত, আমি তোমাকে আরেকবার হুকুম করছি ঘোড়া থেকে নেমে যাবার জন্যে। তুমি যদি পঙ্গুই হও, তাহলে ফৌজে তোমার থাকা উচিত নয়।"

মুখের ওপর যেন একটা চাবুকের ঘা খেয়েছে বলে মনে হল পাভেলের। স্নায়বিক উত্তেজনায় লাগামটা মুঠোর মধ্যে টেনে ধরল সে, কিন্তু গুসেভের বলিষ্ঠ হাত তাকে এগিয়ে যেতে বাধা দিল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আহত আত্মসম্মান আর আত্মসংযমের একটা লড়াই চলল তার মনের মধ্যে—কে জয়ী হবে। কিন্তু পাভেল কোরচাগিন এখন আর সেই লাল-ফৌজের সৈন্য নয় যে একটা দল থেকে আরেকটা দলে হাল্কা মনে বদ্‌লি হয়ে আসবে। সে এখন পল্টন-কমিসার, পুরো একটা পল্টন দাঁড়িয়ে রয়েছে তার পেছনে। হুকুমটাকে যদি সে অমান্য করে, তাহলে নিজের পল্টনের ছেলেদের সামনে সে সামরিক শৃঙ্খলা সম্বন্ধে বিশ্রী একটা উদাহরণ তুলে ধরবে! এই পদমর্যাদা-গর্বিত

গর্দভটার জন্যে সে তো আর তার পল্টনকে গড়ে তোলে নি। রেকাব থেকে পা সরিয়ে নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে এল সে, হাঁটু দুটোর কাছে নিদারুণ যন্ত্রণাটাকে চাপতে চাপতে ডান দিকের সৈন্যসারির দিকে এগিয়ে গেল।

দিন কয়েক ধরে আবহাওয়াটা অস্বাভাবিক রকম ভালো যাচ্ছে। ফৌজী-সমাবেশ শেষ হয়ে এল প্রায়। পাঁচ দিনের দিন ফৌজীদলগুলো এসে গেল শেপেতোভ্‌কার কাছাকাছি—সেখানেই কুচকাওয়াজ আর লড়াইয়ের কায়দা-কানুন-প্রদর্শনী শেষ হবার কথা। বেরেজ্‌দভ্‌-পল্টনটার ওপরে ভার দেওয়া হয়েছে—ক্লিমেন্তোভিচি গ্রামের দিক থেকে রেল-স্টেশনটাকে দখল করে নিতে হবে।

পাভেল এখন তার নিজের দেশের মাটিতে এসে পড়েছে। স্টেশনটার দিকে এগুবার সমস্ত পথঘাট দেখিয়ে দিল সে গুসেভ্‌কে। পল্টনটা দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে বেশ খানিকটা তফাত দিয়ে পথ ঘুরে এসে "শত্রু"র পেছনের ঘাঁটির ওপরে হঠাৎ এসে পড়ে প্রচণ্ড জয়ধ্বনির সঙ্গে স্টেশন-বাড়িটাকে দখল করে নিল। এই সামরিক পরিকল্পনাটা সবচেয়ে বেশি প্রশংসা পেল। বেরেজদভ্‌-পল্টনের সৈন্যরা স্টেশনটা দখল করে রইল, আর যে-পল্টনটার ওপরে স্টেশনটার প্রতিরক্ষার ভার ছিল, তাদের শতকরা পঞ্চাশ জন "নিহত" হয়েছে বলে ধরে নেবার জন্যে বিচারকরা রায় দেবার পর, তারা বনের দিকে হঠে গেল।

বেরেজদভ্‌-পল্টনের দুটো দলের মধ্যে একটার অধিনায়ক ছিল পাভেল। নিজের সৈন্যদলকে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সারি বেঁধে দাঁড়াবার হুকুম দিয়ে পাভেল রাস্তার মাঝখানে কম্যাণ্ডার আর তিন নম্বর দলের রাজনীতিক শিক্ষকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময়ে তার কাছে দৌড়ে এল একজন লাল-ফৌজের লোক।

"কমরেড কমিসার", হাঁফাতে হাঁফাতে বলল সে, "পল্টন-কম্যান্ডার জানতে চাচ্ছেন—মেশিনগান-বাহিনীর সৈন্যরা রেলওয়ে-ক্রসিংটা দখল করে আছে কি-না। কমিশনটা এদিকে আসছে।"

পাভেল আর কম্যাণ্ডাররা একসঙ্গে একটা রেল-ক্রসিংয়ের কাছে এল। রেজিমেন্টের কম্যান্ডার আর তার সহকারীরা সবাই ছিল সেখানে। স্টেশন দখল করে নেবার পরিকল্পনাটাকে সফলভাবে কার্যকরী করার জন্যে গুসেভ্‌কে অভিনন্দন জানানো হল। পরাজিত পল্টনের প্রতিনিধিরা নিরীহ ভাবে চেয়ে রইল, এমন কি আত্মপক্ষ-সমর্থনের কোনো চেষ্টাও তারা করল না।

গুসেভ বলল, "এর জন্যে কৃতিত্বটা আমার প্রাপ্য নয়। কোরচাগিনই আমাদের পথ-ঘাট দেখিয়ে দিয়েছিল। ও এই অঞ্চলের লোক।"

পাভেলকে যে অধিনায়কটি ঘোড়া থেকে নেমে যেতে বলেছিল, সে এবার পাভেলের দিকে ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে নাক সিঁটকে বলল: "তুমি তো দেখছি দিব্যি দৌড়াতে পারো, কমরেড। তাহলে ঘোড়াটা খালি চাল বাড়াবার জন্যেই, না-কি?" আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু কোরচাগিনের মুখ আর চোখের চাউনি দেখে সে থেমে গেল।

উচ্চপদস্থ কম্যান্ডাররা সবাই চলে যাবার পর পাভেল গ্নুসেভ্‌কে জিজ্ঞেস করল, "তুমি ওর নামটা জানো না-কি?"

গ্নুসেভ্ তার কাঁধ চাপড়ে দিলঃ "যেতে দাও, ওই হঠাৎ-মাতব্বরটির কথায় কান দিয়ো না। নাম ওর চুঝানিন। আমি যতদূর জানি, আগে ও ছিল একজন লেফ্‌টেন্যান্ট্।"

সেদিন সারাদিন ধরে পাভেল বারকতক মাথা খুঁড়ে মনে করবার চেষ্টা করল সে কোথায় এই নামটা আগে শুনেছে। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারল না।

ফৌজী-সমাবেশ শেষ হয়ে গেছে। পাভেলদের পল্টন উচ্চ প্রশংসা পাবার পর ফিরে গেছে বেরেজ্‌দভে। পাভেল তার মায়ের কাছে গিয়ে দু-একদিন কাটিয়ে আসার জন্যে থেকে গেল। বড়ো টানাটানির মধ্যে দিন কাটছে মায়ের। পাভেল দুদিন ধরে রোজ একটানা বারো ঘণ্টা করে ঘুমোল। তৃতীয় দিনে সে গেল রেল-কারখানায় আরটেমের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। এই ধোঁয়ায় কালো বিষণ্ণ বাড়িটায় ঢুকে পাভেলের মনে হল যেন সে তার নিজের বাড়িতেই এসেছে। ক্ষুধার্তের মতো সে কয়লার ধোঁয়াভরা বাতাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিল। এইখানকারই মানুষ সে, এইখানেই সে থাকতে চেয়েছিল। অত্যন্ত প্রিয় কোনো কিছুকে যেন হারিয়েছে বলে তার মনে হল। কতো মাস হয়ে গেল সে একটা ইঞ্জিনের সিটির শব্দ শোনে নি। সেই চিরপরিচিত পরিবেশটুকু ফিরে পাবার জন্যে এই এককালের কয়লা-জোগানদার আর ইলেক্‌ট্রিশিয়ান ছেলেটির মনে তীব্র কামনা জাগল—ডাঙার ওপরে দীর্ঘ দিন কাটানোর পরে নাবিকের মনে যেমন নিঃসীম সমুদ্র-বিস্তারের মধ্যে ফিরে যাবার জন্যে কামনা জাগে। অনেক-ক্ষণ লেগে গেল তার এই অনুভূতিটাকে কাটিয়ে উঠতে। দাদার সঙ্গে কথাবার্তা সামান্যই বলল সে। আরটেম এখন একটা আধুনিক ধরনের চলমান হাপর-যন্ত্রে ঢালাইয়ের কাজ করছে। পাভেল লক্ষ্য করল—আরটেমের কপালে নতুন একটা কুঞ্চন জেগেছে। সে এখন দুটি সন্তানের বাপ। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, বেশ কষ্টেসৃষ্টে চালাতে হচ্ছে তাকে। সে অবশ্য কোনো অভিযোগ তোলে নি, কিন্তু পাভেল নিজেই বুঝতে পারল।

তারা দুজনে দু-এক ঘণ্টা পাশাপাশি কাজ করল। তারপরে চলে এল পাভেল।

রেল-লাইনটা পার হবার জায়গাটায় এসে পাভেল তার ঘোড়াটাকে রাশ টেনে থামিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল স্টেশনটার দিকে। তারপরে গুঁতো মেরে ঘোড়াটাকে জোরে হাঁকিয়ে চলল বনের পথ ধরে। বনের পথগুলো আজকাল সম্পূর্ণ নিরাপদ। ছোট-বড়ো সমস্ত ঠ্যাঙাড়ে-দলগুলিকে বলশেভিকরা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এই অঞ্চলের গ্রামবাসীরা এখন শান্তিতে বসবাস করছে।

দুপুরের দিকে পাভেল এসে পৌঁছাল বেরেজ্‌দভে। লিদা পলেভিখ্ জেলা-কমিটির দপ্তর-বাড়ির দাওয়ায় ছুটে বেরিয়ে এল তাকে অভ্যর্থনা জানা-বার জন্যে। খুশির হাসি হেসে সে বলল, "এই যে, এসো! আমরা এখানে

তোমার অভাব বোধ করছিলাম।" দুই হাত দিয়ে পাভেলকে জড়িয়ে ধরল সে। দুজনে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

কোটটা খুলতে খুলতে পাভেল জিজ্ঞেস করল, "রাজভালিখিন কোথায় ?"

একটু যেন অনিচ্ছার সঙ্গে লিদা জবাব দিল, "জানি না। ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আজ সকালে ও বলেছিল যে তোমার বদলে সে-ই সমাজতত্ত্বের ক্লাসটা নেবার জন্যে ইস্কুলে যাচ্ছে। ও বলছে যে ওটা ওরই কাজ, তোমার নয়।"

কথাটা শুনে পাভেল একটু বিরক্তিমিশ্রিত বিস্ময় বোধ করল। রাজভালিখিনকে তার কোনদিনই ভালো লাগেনি। বিরক্তির সঙ্গে মনে মনে ভাবল, "ইস্কুলের ব্যাপারে আবার ওই ছেলেটা একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে বসতে পারে।" লিদাকে বলল, "ওর কথা গ্রাহ্য কোর না। আচ্ছা, এখানকার ভালো খবরগুলো আগে সব বলো তো। গ্রুশেভ্কায় গিয়েছিলে নাকি? ওখানকার বাচ্চাদের সব খবর-টবর কি?"

লিদা সব খবর বলে গেল, ততক্ষণে পাভেল আরামকেদারাটায় ছড়িয়ে বসল—হাত-পাগুলো ব্যথায় টন্‌টন্ করছে তার।

"গত পরশু রাকিতিনাকে পার্টির সভ্যপদপ্রার্থী কর্মী হিসেবে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে আমাদের পোদ্দুব্‌ৎসি-সেল অনেকটা জোরালো হয়ে উঠল। রাকিতিনা বেশ মেয়ে, আমার ভারি ভালো লাগে ওকে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা আমাদের পক্ষে চলে আসতে শুরু করেছে, জনকতক তো ইতিমধ্যেই চলে এসেছে।"

পাভেল আর জেলা-পার্টি-কমিটির নতুন সম্পাদক লিচিকভ্ প্রায়ই সন্ধ্যের পর লিসিৎসিনের ঘরে গিয়ে জোটে। তিনজনে মিলে বড়ো ডেস্ক্‌টার ধারে বসে রাত্রি একটা-দুটো পর্যন্ত পড়াশোনা করে। লিসিৎসিনের স্ত্রী আর বোন শোবার ঘরে ঘুমোয় আর ওই ঘরের দরজাটা আঁট করে বন্ধ থাকে। আর এঘরে তারা তিনজনে কোনো একটা বই সামনে খুলে ধরে নিচু গলায় কথাবার্তা বলে। লিসিৎসিন পড়াশোনা করার সময় পায় শুধু রাত্রে। তা সত্ত্বেও, পাভেল তার ঘন ঘন গ্রামান্তর-যাত্রা থেকে ফিরে এসে প্রত্যেকবারই হতাশার সঙ্গে লক্ষ্য করে যে তার কমরেডরা তার চেয়ে ঢের এগিয়ে গেছে।

পোদ্দুব্‌ৎসি থেকে একদিন একজন এসে খবর দিল—আগের রাত্রে অজ্ঞাত আততায়ীদের হাতে গ্রিশুৎকা খোরোবোদ্‌কো খুন হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের যন্ত্রণা ভুলে ছুটে গেল পাভেল কার্যনির্বাহক-কমিটির দপ্তর-বাড়ির আস্তাবলে, তাড়াতাড়ি করে একটা ঘোড়ায় জিন এঁটে প্রাণপণ বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে রওনা হয়ে গেল সীমান্তের দিকে।

গ্রাম-সোবিয়েতের কুঁড়েঘরটার মধ্যে ফার-গাছের কাঁচ ডাল দিয়ে সাজানো একটা টেবিলের ওপরে শোয়ানো আছে গ্রিশুৎকার দেহ—সোবিয়েতের লাল-ঝাণ্ডায় ঢাকা। একজন সীমান্তরক্ষী প্রহরী আর একজন কমসোমল-সভ্য দরজায় পাহারা দিচ্ছে, কর্তৃপক্ষ না এসে পড়া পর্যন্ত কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না তারা। পাভেল কোরচাগিন কুঁড়েঘরটায় ঢুকে টেবিলটার কাছে এসে সরিয়ে দিল লাল-ঝাণ্ডাটা।

গ্রিশ্যুৎকার মাথাটা একপাশে হেলে পড়েছে, মুখখানা তার মোমের মতো বিবর্ণ, বিস্ফারিত চোখ দুটো মৃত্যুর যন্ত্রণায় স্থির হয়ে আছে। মাথার পেছন দিকটা ফাঁক হয়ে গেছে তীক্ষ্ণ কোনো অস্ত্রের আঘাতে, একটা কচি ফার-গাছের ডালে জায়গাটা ঢাকা পড়েছে।

কে নিয়েছে এই তরুণটির প্রাণ? বিধবা খোরোবোদ্‌কোর একমাত্র ছেলে সে। তার বাবা ছিল জাঁতাপেষা-কারখানার একজন মজুর, পরে সে গরীব চাষীদের কমিটির একজন সভ্য হয়ে বিপ্লবের পক্ষে লড়াই করে মারা যায়। ছেলের মৃত্যুর আঘাতে বৃদ্ধা শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে তার বিছানায়, পড়শীরা এসে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। ছেলে তার শুয়ে রয়েছে আড়ষ্ট শীতল দেহে, এই অকালমৃত্যুর রহস্যটা তার মনের মধ্যেই গোপন থেকে গেল।

গ্রিশুৎকার হত্যার ঘটনাটা সমস্ত গ্রামবাসীর মনে এক নিদারুণ ঘৃণা জাগিয়ে তুলেছে। দেখা গেল, এই গ্রামে গরীব চাষীদের স্বার্থরক্ষক এই তরুণ কমসোমল-নেতাটির শত্রুর চেয়ে বন্ধুর সংখ্যাই ঢের বেশি।

খবরটা পেয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে রাকিতিনা তার ঘরে জ্বালাভরা কান্নায় ভেঙে পড়েছে। পাভেল ঘরে ঢোকার পর সে মুখ তুলে পর্যন্ত তাকাল না। ধুপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে ভাঙা গলায় বলে উঠল পাভেল, "ওকে কে খুন করেছে বলে তোমার মনে হয় রাকিতিনা?"

"ওই গম-পেষা কলের দলটা নিশ্চয়ই। গ্রিশা বরাবরই ওই বে-আইনী-মাল-চালানদারদের পথের কাঁটা হয়ে ছিল।"

গ্রিশুৎকা খোরোবোদ্‌কো-কে গোর দেওয়া উপলক্ষ্যে দুটো গাঁয়ের সব লোকজন এসে জড়ো হল। কোরচাগিন তার পল্টন নিয়ে এল, কমসোমল-সংগঠনের সমস্ত ছেলেমেয়েরা এল তাদের কমরেডের উদ্দেশে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে। গ্রাম-সোবিয়েতের দপ্তরের সামনের ময়দানটায় গাভ্রিলভ আড়াই-শো সীমান্তরক্ষী সৈন্য সামিল করল। সামরিক অন্ত্যেষ্টি-যাত্রার বিষণ্ণ ঐকতান-বাদনের তালে তালে লাল নিশান দিয়ে ঢাকা শবাধারটি বয়ে নিয়ে এসে ময়দানের মাঝখানে রাখা হল। গৃহযুদ্ধের সময়ে যে-সব বলশেভিক পার্টিসান নিহত হয়েছিল, তাদের কবরের পাশে একটা নতুন কবর খোঁড়া হয়েছে।

গ্রিশুৎকা যাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করে এসেছে, তারা সবাই তার মৃত্যুর ফলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল। তরুণ খেত-মজুর আর গরীব চাষীরা এবং অন্যান্য যারা এই অন্ত্যেষ্টি-উপলক্ষ্যে বক্তৃতা দিল, তারা সবাই ক্রুদ্ধ দাবি জানাল—হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হোক, তারা যাকে খুন করেছে তারই কবরের পাশে এইখানে তাদের ধরে এনে বিচার করা হোক যাতে সবাই চিনে রাখতে পারে সেই শত্রুরা কারা।

একসঙ্গে এক ঝাঁক গুলির গর্জন উঠল পর পর তিনবার। ফার-গাছের কচি তাজা ডাল বিছিয়ে দেওয়া হল কবরের ওপর। সেদিন সন্ধ্যায় পোদ্দুব্‌ৎসি-সেলের সভ্যেরা একজন নতুন সম্পাদক নির্বাচিত করল—রাকিতিনা-কে। গোয়েন্দা-বিভাগের সীমান্ত-ঘাঁটি থেকে কোরচাগিনের কাছে খবর এল যে তারা খুনীদের সন্ধান পেয়েছে।

এক সপ্তাহ বাদে যখন শহরের থিয়েটার-বাড়িতে সোবিয়েত-সংগঠনগুলির দ্বিতীয় জেলা কংগ্রেস শুরু হল, তখন সেখানে লিসিৎসিন বিজয়ীর গাম্ভীর্য নিয়ে ঘোষণা করল ঃ

"কমরেড, গত এক বছরে আমরা যে অনেক কিছু করতে পেরেছি, একথা এই পার্টি-কংগ্রেসের সামনে ঘোষণা করতে পারছি বলে আমি আনন্দিত। এই জেলায় সোবিয়েত শক্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ডাকাত-ঠেঙাড়েদের দল-গুলোকে নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে, এবং বেআইনী মাল আমদানি-রপ্তানি প্রায় সম্পূর্ণই বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে গরীব চাষীদের শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠেছে, কমসোমল-সংগঠনগুলি আগের চেয়ে দশগুণ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং পার্টি-সংগঠনগুলির কর্মী-সংখ্যা বেড়েছে। পোদ্দুব্ৎসিতে যে কুলাকরা কিছুদিন আগে উস্‌কানি দিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল—যার ফলে আমাদের কমরেড খোরোবোদ্‌কো-কে হারাতে হয়েছে—সেই কুলাকদের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেছে। খুনী দুজন—গমপেষা-কলের মালিক আর তার জামাই—গ্রেপ্তার হয়েছে। জেলা-আদালতে দু-একদিনের মধ্যেই তাদের বিচার হবে। কয়েকটি গ্রামের জনকতক প্রতিনিধি দাবি তুলেছেন যে এই ডাকাত-সন্ত্রাসবাদী-দের চরম শাস্তির দাবি জানিয়ে এই কংগ্রেস থেকে একটা প্রস্তাব নেওয়া হোক।"

সমর্থনসূচক উল্লাসের ঝড়ে কেঁপে উঠল হল-ঘরটা।

লিসিৎসিনের উদ্দেশে সাধুবাদ জানিয়ে সমবেতকণ্ঠে আওয়াজ উঠল, "সোবিয়েত শক্তির শত্রুদের মৃত্যু চাই!"

পাশের একটা দরজায় দেখা গেল লিদা পলেভিখ্‌-কে। পাভেলের দিকে ইশারা করল সে। বাইরের বারান্দায় পাভেলকে সে একখানা চিঠি দিল। খামের ওপরে "জরুরী" লেখা চিঠিখানা খুলে পাভেল পড়ল ঃ

> "বেরেজদভ্‌ জেলা কমসোমল-কমিটিকে জানানো যাচ্ছে ঃ প্রাদেশিক কমিটির সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী কমরেড পাভেল কোরচাগিনকে দায়িত্বপূর্ণ কমসোমল-কাজের ভার নেবার জন্যে জেলা-কমিটি থেকে প্রাদেশিক কমিটিতে তলব করা হল।
>
> এই চিঠির একটি প্রতিলিপি পার্টির জেলা-কমিটির কাছে পাঠানো হল।"

পাভেল বিদায় নিল এই জেলা থেকে যেখানে সে গত এক বছর ধরে কাজ করেছে। তার যাওয়ার আগে পার্টির জেলা-কমিটির যে সভা হল তার আলোচনা-সূচীতে দুটো বিষয় ছিল ঃ ১। কমরেড পাভেল কোরচাগিনের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য-পদভুক্তি, ২। জেলা কম্‌সোমল-কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে তাকে খালাস দেবার উপলক্ষ্যে তার কাজকর্মের বিবরণী-পত্রের অনুমোদন।

বিদায়ের আগে লিসিৎসিন আর লিদা পাভেলের হাত জোরে চেপে ধরল, প্রীতির সঙ্গে আলিঙ্গন করল। তারপর পাভেলের ঘোড়াটা যখন আঙিনা ছাড়িয়ে রাস্তার ওপরে এসে পড়ল, তখন বারোটা রিভলভার একসঙ্গে গুলি ছুঁড়ে তাকে বিদায়-অভিনন্দন জানাল।

পঞ্চম অধ্যায়

ট্রামগাড়িটা অত্যন্ত কষ্টেসৃষ্টে গুঁড়ি মেরে উঠছে ফুন্দুক্লিয়েভ-পাহাড়ের গা বেয়ে। বোঝার টানে তার মোটরগুলো গোঙাচ্ছে। থিয়েটার-বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা থামতেই তার ভেতর থেকে নেমে এল একদল তরুণ-তরুণী।

আর-সবাইকে তাগিদ দিল পান্‌ক্রাতভঃ "চলো একটু তাড়াতাড়ি হাঁটা যাক, নইলে দেরি হয়ে যাবে আমাদের।"

থিয়েটারের প্রবেশ-পথে ওকুনেভ তাকে ধরে ফেললঃ "এই একই ধরনের একটা সম্মেলনের ব্যাপারে তিন বছর আগে আমরা এখানে এসে জড়ো হয়েছিলাম, তোমার মনে আছে, গেন্‌কা? সেটা হয়েছিল যখন দুবাভা 'শ্রমিকদের বিরোধিতা'র কথা তুলেছিল। বিরাট সভা হয়েছিল সেবার! আজ রাত্রে আবার ওর সঙ্গেই আমাদের বোঝাপড়া করতে হবে!"

প্রবেশপত্র দেখিয়ে তারা হল-ঘরে ঢোকার পর পান্‌ক্রাতভ তার কথার জবাবে বলল, "হুঁ, এই একই জায়গায় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে দেখছি।"

তাদের চুপ করিয়ে দিল সবাই স্‌ স্‌ শব্দ করে। সম্মেলনের সান্ধ্য-অধিবেশন শুরু হয়ে গেছে, সামনেই যে চেয়ার পেল সেখানেই বসে পড়ল তারা দুজনে। বক্তৃতামঞ্চের ওপরে দাঁড়িয়ে একজন তরুণী সভাকে উদ্দেশ করে বক্তৃতা দিচ্ছে।

"ঠিক মুহূর্তটিতে এসে গেছি আমরা। এবার চুপ করে বসে শোন তোমার গিন্নি কি বলছে", ফিসফিসিয়ে বলল পান্‌ক্রাতভ ওকুনেভের পাঁজরায় একটা খোঁচা মেরে।

"...এই আলোচনায় আমরা যে অনেকখানি সময় আর উদ্যম ব্যয় করেছি, সে কথা ঠিক। কিন্তু আমার মনে হয় এর থেকে আমরা সবাই শিখেওছি অনেক কিছু। আমাদের সংগঠনে ট্রট্‌স্কি-পন্থীদের যে হার হয়েছে, এটা লক্ষ্য করে আজ আমরা সকলেই খুব আনন্দিত। তাদের বলতে দেওয়া হয়নি—এ অভিযোগ তারা আনতে পারবে না। বরং নিজেদের মতামত প্রকাশ করার পূর্ণ সুযোগ তারা পেয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে, তাদের মত প্রকাশের যে স্বাধীনতা আমরা দিয়েছিলাম, তারা সেটার অপব্যবহার করেছে এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্থূলভাবে তারা পার্টি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে।"

উত্তেজিত হয়ে উঠেছে তালিয়া। বক্তৃতা দেবার সময় সে যেভাবে বারবার

তার চোখের ওপর এসে পড়া একগোছা চুল পেছনে সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে, তাই দেখেই তার উত্তেজনাটা বোঝা যায়।

"মফস্বলের বহু কমরেড এখানে বক্তৃতা দিয়েছে এবং তারা প্রত্যেকেই ট্রট্স্কিপন্থীদের কাজকর্মের পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু বলেছে। এই সম্মেলনে বেশ কিছু সংখ্যক ট্রট্স্কিপন্থী উপস্থিত আছে। মফঃস্বলের পার্টি-সংগঠনগুলি তাদের ইচ্ছে করেই এখানে পাঠিয়েছে যাতে এই শহর পার্টি-সম্মেলনে আর একবার তাদের বক্তব্য শুনবার সুযোগ আমরা পাই। এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার যদি তারা না করে, তাহলে সেটা আমাদের দোষ নয়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, জেলাগুলিতে আর তাদের নিজের নিজের সেল--গুলিতে সম্পূর্ণভাবে হেরে যাবার ফলে কিছু শিক্ষা তাদের হয়েছে। মাত্র গতকাল তারা যা যা বলেছে, এই সম্মেলনে ফের দাঁড়িয়ে উঠে সেইসব কথা আবার বলবার মতো জোর তাদের আছে বলে মনে হয় না।"

এইখানে হল-ঘরের ডান দিকের কোণ থেকে একটা রুক্ষ গলা তালিয়াকে বাধা দিল ঃ "আমরা এখনও আমাদের বক্তব্য বলিনি!"

গলার স্বরটা যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে ফিরে তালিয়া বলল, "ঠিক আছে, দুবাভা, এখনই এখানে উঠে এসে বলো তোমার যা বলবার আছে, আমরা শুনব।"

দুবাভা ক্রোধ-গম্ভীর চোখে ফিরে তাকাল তালিয়ার দিকে, রাগে কুঁচকে গেছে তার ঠোঁট দুটো। চেঁচিয়ে পাল্টা জবাব দিল সে, "সময় এলেই বলব আমরা!" আগের দিন নিজের জেলায় যে তার দারুণ হার হয়েছে, সে কথাটা মনে পড়ল তার। ঘটনার স্মৃতিটা তখনও তাকে খোঁচাচ্ছে।

হলের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উঠল। পানক্রাতভ্ আর নিজেকে সাম্‌লাতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল, "ফের বুঝি পার্টিকে একটা ধাক্কা মারবার চেষ্টায় আছ, অ্যাঁ?"

দুবাভা গলার স্বরটা চিনতে পারল, কিন্তু ফিরে তাকাল না সেদিকে। নিচের ঠোঁটটা শুধু দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে মাথাটা নামিয়ে নিল।

তালিয়া বলে চলল, "ট্রট্স্কিপন্থীরা যে কি ভাবে পার্টি-শৃঙ্খলা ভাঙে দুবাভা নিজেই তার একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। কমসোমলে সে দীর্ঘদিন কাজ করেছে, আমাদের অনেকেই তাকে জানে—বিশেষ করে অস্ত্রাগারের কর্মীরা। খারকভের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সে; তা সত্ত্বেও সে যে গত তিন সপ্তাহ ধরে এখানে শুম্‌স্কির সঙ্গে রয়েছে, তাও আমরা সবাই জানি। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তার ক্লাস চলতে থাকার মাঝামাঝি সময়ে সে কিসের টানে এখানে এসেছে? শহরের এমন কোনো পাড়া বাকি নেই, যেখানে ওরা দুজনে বক্তৃতা না করে বেড়িয়েছে। একথা অবশ্য ঠিক যে গত কয়েকদিনে শুম্‌স্কির বুদ্ধি-শুদ্ধি যে খানিকটা ফিরে এসেছে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ওদের এখানে পাঠিয়েছে কারা? ওরা ছাড়াও, অন্য কতকগুলি সংগঠন থেকেও বেশ কিছু ট্রট্স্কিপন্থী এসেছে। এরা সকলেই এখানে আগে কোনো-না-কোনো সময়ে কাজ করেছে। এবারে ওরা ফিরে এসেছে পার্টির মধ্যে গণ্ডগোল পাকিয়ে তোলবার জন্যে। ওদের পার্টি-সংগঠনগুলি কি জানে যে তাদের অবস্থাটা কি? নিশ্চয়ই না।"

সম্মেলনে উপস্থিত সবাই আশা করছিল যে ট্রট্স্কিপন্থীরা এগিয়ে এসে তাদের ভুলভ্রান্তি স্বীকার করবে। এটা তাদের করতে রাজি করাবার আশা নিয়ে তালিয়া আন্তরিক আবেদন জানাল। সে সরাসরি তাদের উদ্দেশ করে বলল, যেন ঘরোয়া কোনো বিতর্কে কমরেডসুলভ ভঙ্গিতেই বলছে, "এই থিয়েটার-ঘরেই তিন বছর আগে দুবাভা আমাদের কাছে সেই আগেকার 'শ্রমিকদের বিরোধিতা'র কথাটা তুলেছিল। মনে পড়ছে? সেবারে কি বলেছিল সে, মনে আছে তো? পার্টির ঝাণ্ডাকে আমরা কখনও আমাদের মুঠি থেকে খুলে পড়ে যেতে দেব না। কিন্তু তিন বছর যেতে না যেতেই দুবাভা ঠিক সেই কাজটাই করেছে। হ্যাঁ, আমি আবার বলছি, পার্টির ঝাণ্ডাকে সে তার মুঠো থেকে খুলে পড়ে যেতে দিয়েছে। এক্ষুণি সে বলেছে, 'আমরা এখনও আমাদের বক্তব্য বলিনি!' এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে সে আর তার সহযোগী ট্রট্স্কিপন্থীরা আরও কিছুদূর যেতে চায়।"

পেছন দিকের আসনগুলো থেকে একটা গলার স্বর শোনা গেল, "হাওয়াটা কোন্ দিকে বইছে, সে সম্বন্ধে তুফ্তা আমাদের কিছু বলুক, সে-ই তো ওদের আবহতত্ত্ববিদ্।"

ক্রোধ-বিরক্ত কতকগুলো গলায় এর জবাব এল:

"বাজে রসিকতা করার সময় এটা নয়!"

"পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই করাটা এরা বন্ধ করবে কি-না? এ কথার জবাব ওরা দিক!"

"ওই পার্টি-বিরোধী ঘোষণাপত্রটা কে লিখেছিল—ওরা বলুক!"

ঘৃণাভরা ক্রোধের তীব্রতাটা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। সবাইকে চুপ করতে বলার জন্যে সভাপতি তার ঘণ্টাটা অনেকক্ষণ ধরে অবিরাম বাজিয়ে চলেছে। গোলমালের মধ্যে ডুবে গেছে তালিয়ার গলা। সে ফের বলা শুরু করতে পারার আগে গণ্ডগোলের ঝড়টা থামতে বেশ কিছুক্ষণ সময় নিল:

"শহরতলী-অঞ্চলগুলোর কমরেডদের কাছ থেকে আমরা যে চিঠিপত্র পাই, তার থেকে বোঝা যায় যে তারা আমাদেরই পক্ষে এবং এটা খুবই উৎসাহজনক। এই রকম একটা চিঠি, যা আমাদের হাতে এসেছে, তার থেকে খানিকটা পড়ে শোনাবার অনুমতি চাচ্ছি। ওল্গা ইয়ুরেনেভার কাছ থেকে এই চিঠিটা এসেছে। এখানকার অনেকেই তাকে চেনে। কমসোমলের একটা আঞ্চলিক-কমিটির সাংগঠনিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মী সে।"

তালিয়া তার সামনের এক তাড়া কাগজের মধ্যে থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়ে তার ওপরে চোখ বুলিয়ে পড়া আরম্ভ করল:

"প্রত্যক্ষ কাজগুলো সবই উপেক্ষা করা হয়েছে। গত চারদিন ধরে ব্যুরোর সভ্যেরা সব বেরিয়ে পড়েছে মফস্বল অঞ্চলে যেখানে ট্রট্স্কি-পন্থীরা আগের চেয়েও জোরালো রকমের ক্ষতিকর প্রচারে নেমেছে। গতকাল এমন একটা ঘটনা ঘটেছে যেটা সমস্ত সংগঠনের মধ্যে ঘৃণার সৃষ্টি করেছে। শহরের একটা কোনো সেলেও ভোটের সংখ্যায় জিততে না পেরে বিরোধীপক্ষ তাদের সমস্ত শক্তি সংহত করে আঞ্চলিক সামরিক কমিসারিয়েটের সেলে লড়াইয়ে নামবে বলে প্রস্তুত হয়। আঞ্চলিক পরি-কল্পনা-কমিশনে এবং শিক্ষা-বিভাগে যে কমিউনিস্টরা কাজ করে, তারাও

এই সামরিক কমিসারিয়েট-সেলের অন্তর্ভুক্ত। এই সেলে বিয়াল্লিশ জন সভ্য আছে, কিন্তু ট্রট্স্কিপন্থীরা সবাই এখানে জোট বেঁধে এসে জড়ো হয়। এই সভায় যেরকম সব পার্টি-বিরোধী বক্তৃতা করা হয়েছে, সে রকমটি এর আগে আর আমরা কখনও শুনিনি। সামরিক কমিসারিয়েট-সভ্যদের মধ্যে থেকে একজন উঠে সরাসরিই বলল, 'পার্টি-সংগঠন যদি আমাদের কথা না মেনে নেয়, তাহলে আমরা সেটাকে ভেঙে চুরমার করে দেব।' বিরোধী-পক্ষের সবাই তার এই কথায় হাততালি দিয়ে সমর্থন জানাল। এর পরে কোরচাগিন বলতে উঠলঃ 'নিজেদের পার্টি-সভ্য বলে ঘোষণা করার পরেও তোমরা কি করে এই ফ্যাশিস্ট্‌কে হাততালি দিয়ে সমর্থন জানাচ্ছ?' বলল সে, কিন্তু ওরা চিৎকার করে চেয়ার চাপড়ে এমন হৈ-হল্লা সৃষ্টি করল যে সে আর এগুতে পারল না। এই কুৎসিত ব্যবহারে যেসব সেল-সভ্য অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, তারা দাবি জানাল—কোরচাগিনকে বলতে দেওয়া হোক। কিন্তু কোরচাগিন যেই ফের বলা আরম্ভ করল অমনি চেঁচামেচি শুরু হল আবার। গোলমালের ওপরে গলা চড়িয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, 'একেই বুঝি তোমরা গণতন্ত্র বলে থাকো! যতোই চেঁচাও, আমি আমার বক্তব্য বলেই যাবো।' সেই মুহূর্তে জনকতক লোক তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টেনে হিঁচড়ে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করল। উদ্দাম গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। পাভেল পাল্টা বাধা দিয়ে বলেই যেতে লাগল, কিন্তু ওরা তাকে মঞ্চ থেকে টেনে নামিয়ে নিয়ে পাশের একটা দরজা খুলে সিঁড়ির ওপরে ছুঁড়ে দিল। কোনো একজন শয়তান কেটে দিয়েছে তার মুখখানা। এর পর প্রায় সমস্ত সেল-সভ্যই সভা থেকে উঠে চলে গেল। এই ঘটনাটা অনেকেরই চোখ খুলে দিয়েছে।..."

বক্তৃতা মঞ্চ থেকে নেমে গেল তালিয়া।

সেগাল গত দু-মাস থেকে জেলা-পার্টি-কমিটির প্রচার-আন্দোলন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। সে সভাপতি-মণ্ডলীর জায়গায় তোকারেভের পাশেই বসে আছে, প্রতিনিধিদের বক্তৃতাগুলো মনোযোগের সঙ্গে শুনছে। এতক্ষণ পর্যন্ত সম্মেলনের উদ্দেশে বক্তৃতা দিয়েছে শুধু তরুণরাই যারা এখনও রয়েছে কমসোমল-সংগঠনের মধ্যে।

"গত কয়েক বছরে এরা কতো পরিণত হয়ে উঠেছে!" ভাবছিল সেগাল। তোকারেভের কাছে সে মন্তব্য করল, "বিরোধীপক্ষ ইতিমধ্যেই খুব জোর মার খেতে লেগেছে। এখনও তো তবু তোপ-কামান দাগা শুরু হয়নি। অল্প-বয়েসীরাই ট্রট্স্কিপন্থীদের ঘায়েল করে তুলেছে।"

ঠিক সেই মুহূর্তে তুফ্‌তা লাফিয়ে উঠে এল মঞ্চে। সংক্ষিপ্ত একটা হাসির আওয়াজ আর তার প্রতি বিরুদ্ধতার একটা উচ্চকিত গুঞ্জনধ্বনি উঠল সঙ্গে সঙ্গে। এ ধরনের অভ্যর্থনা পেয়ে তুফ্‌তা প্রতিবাদ জানানোর জন্যে ঘুরে দাঁড়াল সভাপতিমণ্ডলীর দিকে। কিন্তু ততক্ষণে হলঘরটা শান্ত হয়ে এসেছে।

"এখানকার কেউ একজন আমাকে আবহতত্ত্ববিদ্ বলেছে। তোমরা যারা সংখ্যাগরিষ্ঠদলের কমরেড, তারা এই ভাবে আমার রাজনৈতিক মতামতকে ব্যঙ্গ করতে চাও দেখছি!" এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলল সে কথাগুলো।

এক দমক হাসির গর্জন উঠল তার কথার জবাবে। ক্রোধ-বিরক্তির সঙ্গে তুফ্‌তা সভাপতির কাছে আবেদন জানাল ঃ

"তোমরা হাসতে পারো, কিন্তু আমি আরেকবার বলছি তোমাদের—তরুণ-রাই হচ্ছে আবহাওয়ার দিক্‌নির্দেশক। লেনিন একাধিকবার একথা বলেছেন।"

এক মুহূর্তে নিস্তব্ধ হয়ে গেল হল-ঘর।

"কি বলেছেন লেনিন ?" শ্রোতাদের মধ্যে থেকে আওয়াজ উঠল।

তুফ্‌তা কিছুটা সজীব হয়ে উঠল।

"অক্টোবর অভ্যুত্থানের জন্যে যখন প্রস্তুতি চলেছে, তখন শ্রমিক-শ্রেণীর দৃঢ়মনা তরুণদের ঐক্যবদ্ধ আর সশস্ত্র করে তুলে জাহাজীদের সঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে তাদের পাঠাবার জন্যে লেনিন নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদি চাও, তাহলে সেই জায়গাটা পড়ে শোনাতে পারি। বিভিন্ন কার্ডে আমার সমস্ত উদ্ধৃতিগুলো টোকা আছে।" তুফ্‌তা তার চামড়ার থলেটার মধ্যে হাত চালিয়ে দিল।

"থাক্, ঠিক আছে, আমরা জানি কথাটা !"

"কিন্তু লেনিন ঐক্য সম্বন্ধে কি লিখেছেন ?"

"আর পার্টি-শৃঙ্খলা সম্বন্ধে ?"

"লেনিন আবার কোন্‌কালে প্রবীণ পার্টি-নেতাদের বিরুদ্ধে তরুণদের লাগিয়েছেন ?"

চিন্তার খেই হারিয়ে তুফ্‌তা চট্ করে আরেকটা প্রসঙ্গে চলে এল ঃ "লাগুতিনা এখুনি ইয়ুরেনেভার একটা চিঠি পড়ে শুনিয়েছে। তর্কাতর্কির সময়ে যদি একটু আধটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তাহলে তার জন্যে আমাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে বলে আশা করা যায় না।"

শুমস্কির পাশে বসেছিল ৎস্‌বেতায়েভ, দারুণ ক্রোধে হিস্‌হিসিয়ে বলে উঠল সে, "মূর্খেরাই নাক ঢোকাতে যায় যেখানে..."

"হ্যাঁ", ফিস্‌ফিসিয়ে জবাব দিল শুমস্কি, "আহাম্মকটা আমাদের স্রেফ্ ডুবিয়ে ছাড়বে।"

তুফ্‌তার খ্যান্‌খেনে চড়া পর্দার গলা শ্রোতাদের কানে যেন ঝাঁঝ্‌রা পিটিয়ে চলল, "তোমরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ উপদল সংগঠিত করে তুলতে পারো, তাহলে আমাদেরও সংখ্যালঘু উপদল সংগঠিত করে তোলার অধিকার আছে।"

চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল হল-ঘরের মধ্যে। চারিদিক থেকে তুফ্‌তার ওপরে ক্রুদ্ধ প্রশ্নের বৃষ্টি নামল ঃ

"এ আবার কি? ফের সেই বলশেভিক আর মেনশেভিকের বৃত্তান্ত !"

"রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি পার্লামেন্ট নয় !"

"ওরা মিয়াস্‌নিকভ থেকে মারতভ্ পর্যন্ত সক্কলের হয়েই কাজ করছে দেখছি !"

তুফ্‌তা তার দুই বাহু বিক্ষিপ্ত করল যেন এখুনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারপরে দ্রুত গুলি ছোঁড়ার মতো করে দারুণ উত্তেজিত হয়ে পাল্টা জবাব দিয়ে চলল, "হ্যাঁ, দল তৈরি করার স্বাধীনতা আমাদের নিশ্চয়ই থাকা চাই। তা নইলে, আমরা যারা অন্যরকম মত পোষণ করি, তারা কি করে এরকম একটা সংগঠিত সুশৃঙ্খল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বিরুদ্ধে নিজেদের মতের স্বপক্ষে লড়াই চালাব ?"

হৈ-হল্লাটা বেড়ে চলল। পানক্রাতভ দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে বলল ঃ "বলতে দাও একে। ওর কি বলার আছে সেটা আমাদের শোনা দরকার। অন্যেরা যে সব কথা না বলাটাই ভালো বলে মনে করবে, তুফ্‌তা হয়তো ঠিক সেই কথাগুলোই ফস্‌ করে বলে বসবে।"

শান্ত হয়ে এল হল-ঘর। তুফ্‌তা বুঝতে পেরেছে যে সে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। এ কথাটা বোধহয় তার এখনই বলা উচিত হয়নি। নিজের মনের কথাগুলোকে সে একেবারে হঠাৎ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে একসঙ্গে অনেক-গুলো কথা দ্রুত উচ্চারণে বলে নিয়ে বক্তব্য শেষ করল ঃ

"তোমরা অবশ্য আমাদের পার্টি থেকে বের করে দিয়ে এক ধাক্কায় উল্টে ফেলে দিতে পারো। এ ধরনের ব্যাপার তো শুরু হয়েই গেছে। ইতিমধ্যেই তোমরা আমাকে কম্‌সোমলের প্রাদেশিক কমিটি থেকে সরিয়ে দিয়েছ। কিন্তু তাতে কিছু যাবে আসবে না। শিগ্‌গিরই দেখা যাবে কাদের কথাটা ঠিক।"— এই বলেই সে মঞ্চ থেকে লাফিয়ে হলের মধ্যে নেমে গেল।

ৎস্‌বেতায়েভ একটা চিরকুট চালান করে দিল দুবাভার দিকে ঃ

"মিতিয়াই, এরপরে তুমি বল্‌তে ওঠো। তাতে অবশ্য অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হবে না, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এখানে আমরা নিতান্তই ঘায়েল হয়ে গেছি। তুফ্‌তাটাকে আমাদের সামলাতেই হবে। ও একটা নিরেট মুখ্যু আর বক্তৃতার ধোঁয়ায় ভরা ফানুস মাত্র।"

দুবাভা বলতে চেয়ে অনুরোধ জানাল এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দেওয়া হল।

মঞ্চের ওপরে সে উঠতেই হল-ঘরে একটা প্রত্যাশার নিস্তব্ধতা নেমে এল। কেউ বক্তৃতা শুরু করার আগে সাধারণত যে নিস্তব্ধতা নামে, এটা তাই। কিন্তু দুবাভার পক্ষে এই নিস্তব্ধতাটুকু প্রচ্ছন্ন বিরোধিতায় ভরা। সেল-মিটিংগুলোয় সে যে-উৎসাহ নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছে, তা এতক্ষণে কিছুটা মিইয়ে এসেছে। দিনে দিনে তার উদ্দীপনাটা কমে এসেছে এবং নিদারুণ পরাজয়ের পর আর ভূতপূর্ব কমরেডদের কাছ থেকে কঠিন পাল্টা ঘা খাবার পর তার মনের অবস্থাটা এখন জলের ছিটেয় নেভানো আগুনের মতো—আহত আত্মাভিমানের জ্বালাভরা ধোঁয়ায় সে এখন আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তার যে ভুল হয়েছে সে কথাটা গোঁয়ারের মতো অস্বীকার করতে চেয়ে তার মনের জ্বালাটা আরও বেড়ে গেছে। সরাসরি ঝাঁপ দেবে বলে স্থির করল সে, যদিও সে জানে যে এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠদের থেকে সে নিজেকে আরও বেশি বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। বলার সময়ে তার গলার আওয়াজটা শোনাল একঘেয়ে, কিন্তু স্পষ্ট।

"দয়া করে আমাকে বলার সময়ে বাধা দিয়ো না কিংবা প্রশ্ন তুলে তুলে জেরা করে বিরক্ত কোর না। আমি আমাদের মতামতটা সম্পূর্ণ খোলসা করে বলে নিতে চাই, যদিও আগে থেকেই জানি যে তাতে কিছুমাত্র ফল হবে না। তোমরাই সংখ্যায় বেশি।"

শেষ পর্যন্ত যখন সে বলা শেষ করল, তখন অবস্থাটা দেখে মনে হয় যেন হল-ঘরে বোমা ফেটে পড়েছে। ক্রুদ্ধ চিৎকারের একটা ঘূর্ণি ঘিরে ধরল তাকে, চাবুকের মতো যেন সেগুলো কেটে বসছে তার গায়ে। ধিক্কার-ধ্বনির ফাঁকে ফাঁকে তার উদ্দেশে চিৎকার উঠল ঃ

"পার্টির ঐক্যে যারা ভাঙন ধরাতে চায়, তারা নিপাত যাক!"

"খুব তো কাদা ছুঁড়লে হে!"

ব্যঙ্গের হাস্যরোলের মধ্যে দুবাভা তার চেয়ারে এসে বসল, সেই হাসি তাকে একেবারে ধ্বসিয়ে দিয়েছে। এরা যদি চেঁচামেচি করে তার উদ্দেশ্যে গাল পাড়ত, তাহলে সে খুশি হত, কিন্তু তার বদলে তাকে এরা বিদ্রূপ করছে—তৃতীয় শ্রেণীর কোনো অভিনেতার কৃত্রিম সুরে আবৃত্তি করতে গিয়ে গলা ভেঙে গেলে দর্শকরা যেমন বিদ্রূপ করে ওঠে।

"এবার শুম্স্কি বলবে," ঘোষণা করল সভাপতি।

শুম্স্কি উঠে দাঁড়াল: "আমি বলতে চাই না।"

এবার পেছনের সারি থেকে পান্ক্রাতভের গম্ভীর খাদের গলা গম্গম্ করে উঠল: "আমি বলতে চাই!"

তার গলার স্বরটা শুনেই দুবাভা বুঝেছে যে পান্ক্রাতভ্ মনে মনে উত্তেজনায় টগ্বগ্ করছে। যখনই সে মর্মান্তিক অপমানিত বোধ করে তখনই এই জাহাজের মাল-খালাসীটির গভীর গলাটা এই রকম গম্ গম্ করে ওঠে। সামান্য একটু নুয়ে-পড়া লম্বা মূর্তিটার দ্রুত পা ফেলে বক্তৃতা-মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাওয়াটা বিষণ্ণ-গম্ভীর চোখে লক্ষ্য করতে করতে একটা অস্বস্তিতে ভরে উঠল দুবাভার মন। পান্ক্রাতভ্ কি বলবে তা সে জানে। আগের দিন সোলোমেনকায় পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে সে যে আলোচনা-বৈঠকে মিলিত হয়েছিল এবং তারা যে তাকে বিরোধীপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার জন্যে নানা-রকম যুক্তি দেখিয়েছিল—সে ঘটনাটা তার মনে পড়ল। তোকারেভের ঘরে তারা জড়ো হয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল শুম্স্কি আর ৎস্বেতায়েভ। পান্ক্রাতভ্, ওকুনেভ্, তালিয়া, ভোলিন্ত্সেভ্, জেলেনোভা, স্তারোভেরভ্ আর আর্তিউখিন্ উপস্থিত ছিল। ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই চেষ্টায় একেবারেই কান দেয়নি দুবাভা। আলোচনার মাঝখানে ৎস্বেতায়েভের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সে নিজের ভুলটাকে স্বীকার করার অনিচ্ছাটুকু আরও প্রকট করে তুলেছিল। শুম্স্কি থেকে গিয়েছিল। আর এখন সে বক্তৃতা দিতে অস্বীকার করে বসল। "মেরুদণ্ডহীন বুদ্ধিজীবী! নিশ্চয়ই ওরা ওকে নিজেদের দলে টেনে নিয়েছে," ভাবল দুবাভা জ্বালাভরা ক্ষোভের সঙ্গে। এই দিশেহারা লড়াইয়ে সে একে একে তার সমস্ত বন্ধুদের হারাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝার্কির সঙ্গে তার বন্ধুত্বে ভাঙন ধরেছে। পার্টি-ব্যুরোর একটা আলোচনা-বৈঠকে ঝার্কি "ছেচল্লিশ জন"-এর ঘোষণাপত্রটার তীব্র নিন্দা করেছিল এবং পরে সংঘর্ষটা আরও তীব্র হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে দুবাভার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। এর পরে ঝার্কি বারকয়েক আনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বছরখানেক হতে চলল আনা আর দুবাভার বিয়ে হয়েছে। ওরা আলাদা আলাদা ঘরে থাকে এবং আনা দুবাভার সঙ্গে একমত নয়। দুবাভার বিশ্বাস—আনার সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে ইদানীং যে বনিবনার অভাব দেখা দিয়েছে, সেটা ঝার্কির ঘন ঘন যাতায়াতের ফলেই আরও বেড়ে গেছে। দুবাভা নিজের মনকে বিশেষ করে বুঝিয়েছে যে তার দিক থেকে এটা ঈর্ষ্যা নয়। কিন্তু এই অবস্থায় ঝার্কির সঙ্গে আনার বন্ধুত্বটা দুবাভার মনের মধ্যে একটা অন্তর্দাহের সৃষ্টি করেছে। আনার সঙ্গে সে এ সম্বন্ধে কথা বলেছিল, এবং

তার ফলে এমন একটা দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল যার মধ্যে দিয়ে তাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটেনি বিন্দুমাত্র। এই সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে রওনা হবার আগে সে আনাকে বলে আসেনি যে কোথায় যাচ্ছে।

তার মনের দ্রুত চিন্তায় বাধা পড়ল পান্‌ক্রাতভের বক্তৃতায়।

"কমরেড!" বক্তা একেবারে মঞ্চের ধার ঘেঁষে এসে দাঁড়াতেই কথাটার উচ্চকিত আওয়াজ কানে এল।

"কমরেড! ন'দিন ধরে আমরা বিরোধী-দলের বক্তৃতা শুনেছি এবং খুব খোলাখুলিভাবে আমাকে বলতেই হবে যে তারা যা বলেছে সেটা মোটেই সহযোগী-যোদ্ধা হিসেবে, বিপ্লবী হিসেবে, শ্রেণীসংগ্রামে আমাদের কমরেড হিসেবে বলেনি। তাদের বক্তৃতাগুলো শত্রুতা, নিদারুণ বিদ্বেষ আর মিথ্যা কুৎসায় ভরা। হ্যাঁ, কমরেড, কুৎসাই গেয়েছে তারা। আমাদের—বলশেভিকদের—ওরা এমনভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছে যেন আমরা পার্টির মধ্যে একটা জবরদস্তির রাজত্ব কায়েম করার পক্ষে, যেন আমরা এমন একদল লোক যারা শ্রেণীস্বার্থের প্রতি আর বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি। রুশ কমিউনিস্ট পার্টিকে যারা গড়ে তুলেছে, জারের জেলখানায় যারা কষ্ট সয়েছে, কমরেড লেনিনকে পুরোভাগে নিয়ে যারা বিশ্ব-মেনশেভিকবাদ আর ট্রট্‌স্কিবাদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত লড়াই চালিয়ে গেছে, আমাদের পার্টির সেই সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন আর সবচেয়ে পরীক্ষিত অংশটিকে, বলশেভিকদের গৌরব সেই সব প্রবীণ আর অভিজ্ঞ পার্টিসভ্যদের এরা আম্‌লা-তান্ত্রিক হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে। শত্রু ছাড়া আর কেউ কি এ ধরনের কথা বলতে পারে? পার্টি এবং সেই পার্টির কাজকর্ম যারা পরিচালনা করে তারা কি সমগ্রভাবে এক নয়? তাহলে এতো সব কথা কিসের জন্যে, জানতে চাই? যে সব লোক লাল-ফৌজের তরুণ সৈন্যদের তাদের কম্যান্ড্যার, কমিসার আর ফৌজী সদর-দপ্তরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলতে চায়, এবং এমন একটা সময়ে যখন তাদের দলটিকে শত্রুসৈন্যরা ঘিরে ধরেছে, তাহলে সেই সব লোককে কি বলা উচিত আমাদের? এই সব ট্রট্‌স্কিপন্থীদের মতে—আমি যতক্ষণ একজন মিস্ত্রি হিসেবে আছি, ততক্ষণ পর্যন্ত 'ঠিক আছি', কিন্তু কালই যদি আমি কোনো একটা পার্টি-কমিটির সম্পাদক হই, অমনি আমি হয়ে দাঁড়ালাম 'আম্‌লাতান্ত্রিক উপরওয়ালা' আর 'গদি-গরম-করনেওয়ালা!' কমরেড, এটা কি একটু আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে এই আম্‌লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আর গণ-তন্ত্রের স্বপক্ষে যারা লড়াই করছে সেই বিরোধীপক্ষের মধ্যেই, ধরা যাক, তুফ্‌তার মতো একজন লোক আছে যাকে সম্প্রতি আম্‌লাতান্ত্রিক বলে তার পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে? কিংবা ৎস্‌বেতায়েভ যে কি-না সোলোমেন্‌কার লোকদের কাছে তার 'গণতন্ত্রের' জন্যে সুপরিচিত; কিংবা আফানাসিয়েভ—পোদোল্‌স্ক জেলায় কাজকর্ম পরিচালনার ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতার জন্যে যাকে তার পদ থেকে প্রাদেশিক কমিটি তিন-তিনবার অপসারিত করেছিল। দেখা যাচ্ছে, পার্টি যাদের যাদের শাস্তি দিয়েছে, তারাই সকলে মিলে পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে একজোট হয়েছে। প্রবীণ বলশেভিকরা আমাদের ট্রট্‌স্কির 'বলশেভিকবাদ' সম্বন্ধে বলুন—বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ট্রট্‌স্কির লড়াইয়ের ইতিহাস এবং একশিবির থেকে আরেক শিবিরে তার

অনবরত দল-পরিবর্তনের কথাটা আমাদের তরুণদের পক্ষে জেনে রাখাটা খুবই প্রয়োজনীয়। বিরোধীপক্ষের বিরুদ্ধে এই লড়াই আমাদের সাধারণ সভ্যদের ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছে এবং মতাদর্শের দিক থেকে আমাদের তরুণদের শক্তিশালী করে তুলেছে। পেটি-বুর্জোয়া ঝোঁকগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে বলশেভিক পার্টি আর কম্‌সোমল পোড় খেয়ে খেয়ে ইস্পাতের মতো শক্ত হয়ে উঠেছে। বিরোধীপক্ষের হিস্টিরিয়াগ্রস্ত আতঙ্ক-সৃষ্টিকারীরা ভবিষ্যদ্বাণী করছে যে আমাদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ভিত্‌ সম্পূর্ণভাবে ধ্বসে পড়বে। এই সব ভবিষ্যদ্বাণীর মূল্য কতটুকু তা আগামী দিনই প্রমাণ করবে। এরা দাবি তুলেছে যে তোকারেভ বা এই রকম সব প্রবীণ বলশেভিকদের পেছনের সারিতে হঠিয়ে দিয়ে আমাদের সেই জায়গায় এনে বসাতে হবে দুবাভার মতো কোনো সুবিধাবাদীকে যে কি-না যখন যে দিকে হাওয়া বয় সেই দিকেই পাল তুলে দেয় এবং যে লোকটা পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই করাটাকে একটা বস্তবড়ো বীরত্বের কাজ বলে মনে করে। না, কমরেড, এতে আমরা রাজি হতে পারি না। প্রবীণ বলশেভিকদের জায়গায় নতুন নতুন লোক আসবে ঠিকই। কিন্তু যখনই আমরা কোনো একটা বাধার বিরুদ্ধে লড়ছি, ঠিক সেই সময়েই এসে যারা তীব্রভাবে পার্টিকে আক্রমণ করে, সেই সব লোককে আমরা তাদের জায়গায় এনে বসাতে পারি না। আমাদের এই মহান পার্টির ঐক্যে ভাঙন ধরতে দেব না আমরা। প্রবীণ আর তরুণ পার্টি-কর্মীরা কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না। লেনিনের পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে পেটি-বুর্জোয়া প্রবণতাগুলির বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আমরা বিজয়ের পথে এগিয়ে যাব!"

সমর্থনসূচক উল্লাসের বজ্রনিনাদের মধ্যে মঞ্চ থেকে নেমে গেল পানক্রাতভ্‌।

পরের দিন দশ জন লোকের একটা দল তুফ্‌তার ঘরে এসে জড়ো হল।

"শুম্‌স্কি আর আমি আজ খারকভে রওনা হচ্ছি," বলল দুবাভা, "এখানে আমাদের আর কিছু করার নেই। তোমাদের এককাট্টা হয়ে থাকার চেষ্টা করতেই হবে। এখন আমরা শুধু অপেক্ষা করে থেকে দেখে যেতে পারি কি ঘটে ব্যাপারখানা। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সারা-রুশ সম্মেলনে আমাদের নিন্দা করে প্রস্তাব নেওয়া হবে; কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে, এতো শিগ্‌গির আমাদের বিরুদ্ধে কোনো দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না বলেই আশা করা যায়। সম্মেলনের অধিকাংশ প্রতিনিধিই আমাদের আরেকটা সুযোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন, বিশেষ করে এই সম্মেলনের পরেই, খোলাখুলি লড়াই চালানোর মানেটা হচ্ছে পার্টি থেকে লাথি খেয়ে বেরিয়ে যাওয়া। এটা ঠিক আমাদের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নয়। ভবিষ্যতে কি হবে না হবে এখন বলা কঠিন। আমার আপাতত এ ছাড়া আর কিছু বলার নেই।" দুবাভা যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

ক্ষীণ-দেহ, পাতলা-ঠোঁট স্তারোভেরভ্‌ও উঠে দাঁড়াল।

"আমি তোমার কথা বুঝলাম না, মিতিয়াই," বলল সে। কথার মধ্যে 'র' গুলোকে সে 'র্‌র্‌র্‌র্‌' শব্দে উচ্চারণ করছে আর অল্প একটু তোৎলাচ্ছে,

"তার মানে কি এই যে সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মেনে চলার ব্যাপারে আমাদের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই?"

ৎস্‌বেতায়েভ আকস্মিকভাবে তার কথায় বাধা দিয়ে বলল, "দস্তুর অনুযায়ী আছে। না মেনে চললে তোমাকে পার্টি-কার্ড্‌খানি হারাতে হবে। কিন্তু আমরা এখন অপেক্ষা করে থেকে দেখে যাব হাওয়াটা বইছে কোন্‌ দিকে এবং ইতিমধ্যে আমরা আলাদা আলাদা হয়ে যাব।"

তুফ্‌তা অস্বস্তির সঙ্গে নড়ে চড়ে বসল তার চেয়ারে। বিবর্ণ মুখে দমে-যাওয়া মন নিয়ে জানলাটার পাশে বসে নখ কাম্‌ড়াতে লাগল শুম্‌স্কি—তার চোখের কোলে কালি পড়েছে। ৎস্‌বেতায়েভের কথায় সে তার এই বিষণ্ণ কর্মব্যস্ততা ছেড়ে সভার দিকে ফিরে বসল।

"আমি এই ধরনের কৌশল খাটানোর বিরুদ্ধে," হঠাৎ-ক্রোধে বলে উঠল সে, "ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মানতে আমরা বাধ্য। আমাদের মতবাদের পক্ষে আমরা লড়েছি, কিন্তু এখন অধিকাংশ ভোটে যে-সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা মেনে নিতেই হবে আমাদের।"

স্তারোবেরভ তার দিকে সমর্থনসূচক চাউনিতে তাকাল।

"আমিও এই কথাই বলতে চাচ্ছিলাম," জড়িয়ে জড়িয়ে বলল সে।

দুবাভা স্থিরদৃষ্টিতে শুম্‌স্কির দিকে তাকিয়ে নাক সিঁটকে বলল, "কেউ তোমাকে কিছু করতে বলছে না। প্রাদেশিক সম্মেলনে গিয়ে 'অনুতাপ' প্রকাশ করার সুযোগ তোমার এখনও আছে।"

লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল শুম্‌স্কি।

"তোমার বলার ভঙ্গিটায় আমি তীব্র আপত্তি জানাচ্ছি, দুমিত্রি! আর, খোলাখুলি বলতে গেলে তোমার বক্তব্যটা আমার কাছে অত্যন্ত কদর্য বলে মনে হচ্ছে এবং তোমার ওই কথায় আমি আমার অবস্থাটা পুনর্বিবেচনা করে দেখতে বাধ্য হচ্ছি।"

দুবাভা হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিলঃ "তুমি ঠিক এইটেই করবে বলে আমি ভাবছিলাম। ছুটে যাও, বেশি দেরি হয়ে যাবার আগেই আফ্‌শোষ জানাও গিয়ে।" কথাটা বলেই দুবাভা তুফ্‌তা আর অন্যদের সঙ্গে করমর্দন করে বেরিয়ে গেল। শুম্‌স্কি আর স্তারোভেরভ্‌ও একটু বাদেই চলে গেল।

ইতিহাসের পাতায় ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের আবির্ভাব ঘটল নির্মম শীতের পদচিহ্নের মধ্যে দিয়ে। বরফ-ঢাকা দেশটাকে জানুআরি তার তুহিন-মুঠোর মধ্যে আরও জোরে চেপে ধরল—মাসের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সোঁ সোঁ হাওয়া আর তুষার-ঝড় বইতে থাকল প্রবল বেগে।

দক্ষিণ-পশ্চিম রেলপথের লাইনগুলো বরফে চাপা পড়ে গেছে, আর প্রকৃতির সেই উন্মত্ত বাধার বিরুদ্ধে শুরু হয়ে গেছে মানুষের লড়াই। স্তূপীকৃত বরফের রাশির মধ্যে কেটে কেটে বসে যাচ্ছে বরফ-কাটা লাঙলের ইস্পাতের দাঁতগুলো, ট্রেন-চলাচলের জন্যে পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছে। বরফের ভারে নুয়ে-পড়া টেলিগ্রাফের তার শীতে জমে গিয়ে তুষার-ঝড়ের দম্‌কা ঝাপটে ছিঁড়ে খুঁড়ে পড়ে যাচ্ছে। বারোটা টেলিগ্রাফ-লাইনের মধ্যে মোটে তিনটে

লাইনে কাজ চলেছে ঃ একটি ইন্দো-ইউরোপীয় যোগাযোগের লাইন, অন্য দুটি সরকারী লাইন।

শেপেতোভ্কা-স্টেশনের টেলিগ্রাফ-দপ্তরে তিনটি যন্ত্র অবিরাম টরেটক্কা আওয়াজ করে চলেছে—শিক্ষিত কান যাদের শুধু তাদের পক্ষেই এই আওয়াজের মানে বোঝা সম্ভব।

মেয়ে-অপারেটররা সকলেই এখনও তরুণী। তারা এতদিনে যতগুলো শব্দ টিপেছে, ফিতের ওপরে তার দৈর্ঘ্যটা দাঁড়াবে বারো-তেরো মাইলের বেশি নয়। কিন্তু তাদের পাশে বসে যে বুড়ো টেলিগ্রাফার কাজ করে, তার টেপা-অক্ষরের ফিতের দৈর্ঘ্য ইতিমধ্যেই এক-শো-পঁচিশ মাইল ছাড়িয়ে গেছে। তার অল্প-বয়েসী সহযোগীদের মতো তাকে আর খবরটা উদ্ধার করার জন্যে ফিতেটা পড়ে দেখতে হয় না, ভুরু কুঁচকে কঠিন কঠিন শব্দ আর বাক্যাংশের মানে বের করার জন্যেও তাকে আর মাথা ঘামাতে হয় না। যন্ত্র থেকে টরেটক্কা আওয়াজ বেরুতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে সে শুধু শব্দগুলো একে একে টুকে যায়। এবারে তার কানে এই কথাগুলো বাজল ঃ

"সবাইকে জানানো যাচ্ছে। সবাইকে জানানো যাচ্ছে। সবাইকে জানানো..."

"নিশ্চয়ই ওই বরফ সাফ্ করার ব্যাপারে আরেকটা কোনো নির্দেশ," বুড়ো টেলিগ্রাফার ভাবল মনে মনে কথাগুলো লিখে নিতে নিতে। বাইরে তুষার-ঝড় বইছে প্রচণ্ড বেগে, জমাট বরফের শক্ত টুক্‌রো এসে আছড়ে পড়ছে জানলার গায়ে। জানলায় কেউ ধাক্কা মারছে মনে করে টেলিগ্রাফারের দৃষ্টিটা সরে এল শব্দের উৎসটার দিকে। এক মুহূর্তের জন্যে তার চোখ দুটো আট্‌কে গেল শার্সির গায়ে তুষার-চিহ্নিত জটিল নক্সাটার দিকে। এমন অপরূপ ডাল-পাতা-কাটা নক্সার সঙ্গে কোনো শিল্পীর রচনা পাল্লা দিতে পারবে না!

আপন চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে টেলিগ্রাফের আওয়াজের দিকে আর তার কান রইল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে ফিরে তাকিয়ে ফিতেটা টেনে নিয়ে যে-শব্দের আওয়াজগুলো তার কান এড়িয়ে গেছে সেগুলো পড়তে আরম্ভ করল।

যন্ত্রটার থেকে বেরিয়ে-আসা কথাগুলো এই ঃ

"গতকাল ২১শে জানুআরি সন্ধ্যে ৬টা ৫০ মিনিটে..."

তাড়াতাড়ি এই কথাগুলো টুকে নিয়ে ফিতেটা ছেড়ে দিয়ে টেলিগ্রাফার হাতের ওপর মাথাটা রেখে ফের শোনার দিকে মন দিল।

"...গোর্কি-শহরে মারা গেছেন..."

ধীরে ধীরে সে অক্ষরগুলো টুকে নিতে লাগল কাগজের বুকে, দীর্ঘ জীবনে এ রকম কতো খবর সে টুকেছে—আনন্দের খবর আর মর্মান্তিক দুঃখের খবর—অন্যের আনন্দ-বেদনার সংবাদ সে যে আর-সবার আগে এরকম কতোবার পেয়েছে তার হিসেব নেই। এই সব কাটাছাঁটা সংক্ষিপ্ত কথাগুলোর মানে নিয়ে ভাবতে বসার অভ্যাসটা সে অনেক দিন আগেই ছেড়ে দিয়েছে। এখন সে শুধু আওয়াজটা শুনে যায় আর যান্ত্রিকভাবে অক্ষরগুলো লিখে চলে কাগজের বুকে।

এবারও কেউ একজন মারা গেছে, এবং সেই ঘটনাটা আর-কাউকে জানানো হচ্ছে। টেলিগ্রাফার বৃদ্ধটি গোড়ার কথাগুলো ভুলে গেছে ঃ "সবাইকে জানানো

যাচ্ছে, সবাইকে জানানো...” টরেটক্কা আওয়াজে যন্ত্রটার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে অক্ষরগুলো ঃ “ভ্-ল-া-ি-দ-ি-ম-র ই-ি-ল-চ্,” আর বৃদ্ধ টেলিগ্রাফারটি কানে-শোনা সেই টকাটক্ আওয়াজগুলোকে লিখিত হরফে অনুবাদ করে চলেছে। নিরুদ্বেগ মনে বসে আছে সে, সামান্য একটু ক্লান্তিও বোধ করছে। ভ্লাদিমির ইলিচ্ নামে কেউ একজন কোনো এক জায়গায় মারা গেছে—এই বেদনাতুর সংবাদটি কেউ একজন পাবে, তার হৃদয় নিংড়ে বেরিয়ে আসবে একটা ব্যথাভরা যন্ত্রণার আর্তস্বর—কিন্তু এ ঘটনার সঙ্গে টেলিগ্রাফারের কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ সে তো এই ঘটনার পেছনে একজন আকস্মিক দর্শক মাত্র। যন্ত্রের মুখে বেরিয়ে এল একটা বিন্দু-চিহ্ন, তারপরে একটা ড্যাশ্-চিহ্ন, তারপরে আরও কতকগুলো বিন্দু, আরেকটা ড্যাশ্...পরিচিত আওয়াজগুলোর মধ্যে দিয়ে সে প্রথম অক্ষরটা বুঝে নিল, টেলিগ্রামের ফরমটার ওপরে লিখে ফেলল “ে” অক্ষর-চিহ্নটা। তারপরে শোনা গেল দ্বিতীয় অক্ষরের আওয়াজ—“ল”। এর পাশেই সে পরিষ্কার হাতে লিখে ফেলল “ি” অক্ষর-চিহ্নটা। খাড়া সোজা রেখাটির মাথায় অর্ধ-বৃত্তাকার বাঁকা টানটি দিয়েই তাড়াতাড়ি বসাল একটি “ন”। তারপরে অন্যমনস্কভাবে যন্ত্রের আওয়াজ শুনে শেষ অক্ষরটি বসাল—আরেকটি “ন”।

যন্ত্রটার মুখ থেকে একটা বিরতির চিহ্ন বেরিয়ে এল এবং টেলিগ্রাফারের দৃষ্টি পড়ল তার লেখা এই শব্দটার ওপরে ঃ “লেনিন”।

টরেটক্কা আওয়াজ করেই চলেছে যন্ত্রটি—কিন্তু এতক্ষণে এই অতি-পরিচিত নামটি টেলিগ্রাফারের সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। খবরটার শেষ শব্দটার ওপরে সে আরেক নজর তাকাল—“লেনিন”। এ কী! লেনিন? টেলিগ্রামের সমস্ত কথাগুলো তার মনের পটে ঝিলিক্ মেরে গেল। অপলক চোখে তাকিয়ে রইল সে টেলিগ্রাম-ফরমটার ওপরে—টেলিগ্রাফ-অপারেটর হিসেবে তার বত্রিশ বছরের কর্মজীবনে সে এই প্রথম নিজের হাতে লেখা অক্ষরগুলোকে বিশ্বাস করতে পারল না।

লাইনগুলোর ওপরে তিনবার সে দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল, কিন্তু অক্ষরগুলো কিছুতেই বদ্‌লে যাবে না বলে গোঁ ধরেছে ঃ “গতকাল ২১শে জানুআরি সন্ধ্যে ৬টা ৫০ মিনিটে গোর্কি-শহরে মারা গেছেন ভ্লাদিমির ইলিচ্ লেনিন।” লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল বৃদ্ধ টেলিগ্রাফার, পাক খেয়ে পেঁচিয়ে যাওয়া ফিতেটাকে এক হেঁচ্‌কা টানে ছিঁড়ে নিয়ে তার গায়ের চিহ্নগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সে। যে কথাটা সে বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না, সেই কথাটা সুস্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে প্রায় দু-গজ লম্বা এই ফালিটার গায়ে। মড়ার মতো মুখ নিয়ে ফিরে তাকাল সে সহকর্মীদের দিকে, তাদের কানে বাজল বৃদ্ধের আর্ত চিৎকার ঃ

“লেনিন মারা গেছেন!”

এই মর্মান্তিক বিয়োগ-বেদনার খবরটা টেলিগ্রাফ-অফিসের চওড়া খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসে ঘূর্ণির গতিতে ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র—স্টেশন পার হয়ে তুষার-ঝড়ের মধ্যে দিয়ে রেল-পথ বেয়ে সিগ্‌ন্যাল-ঘরে, বরফ-ঝরে-

পড়া হাওয়ার ঝাপ্টায় রেল-কারখানার লোহার দেউড়ি ভেঙে কারখানা-ঘরের ভেতরে।

এক নম্বর মেরামতি-ঘরের খোঁদলের ওপরে বসানো একটা ইঞ্জিন সারানোর কাজে ব্যস্ত ছিল জরুরি মেরামতির কাজ যারা করে সেই মিস্ত্রিদের একটা দল। বুড়ো পলেন্তভ্স্কি স্বয়ং তার ইঞ্জিনটার পেটের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেছে—জখম জায়গাগুলো সে মিস্ত্রিদের দেখিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। জাখার বুঝাক আর আরটেম কোরচাগিন ইঞ্জিনের চুল্লির ঝাঁঝ্রাটার বেঁকে-যাওয়া ডান্ডাগুলো পিটিয়ে সোজা করছে। জাখার ঝাঁঝ্রাটাকে ধরে আছে নেহাইয়ের ওপরে আর আরটেম হাতুড়ি পিট্ছে।

বুড়িয়ে গেছে জাখার। গত কয়েকটি বছর তার কপালে এঁকে দিয়ে গেছে একটা গভীর কুঞ্চন-চিহ্ন, রুপোলি রঙ্ ধরিয়ে দিয়ে গেছে তার রগের চুলে, পিঠটা বেঁকে গেছে, বসে-যাওয়া চোখের কোণে কালিমা।

দরজাটার ওপরে একটা মানুষের কালো মূর্তি এক মুহূর্তের জন্যে দেখা দিল, তারপরেই রাত্রির অন্ধকার তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। লোহার ঝাঁঝ্রাটার ওপরে হাতুড়ির আওয়াজে প্রথমবার তার গলার স্বরটা শোনা গেল না। কিন্তু ইঞ্জিনের কাছে কাজে ব্যস্ত লোকগুলোর পাশে সে এসে পৌঁছতেই আরটেম তার হাতুড়িটা নেহাইয়ের ওপর নামিয়ে আনার আগে এক মুহূর্ত থামল।

"কমরেড! লেনিন মারা গেছেন!"

হাতুড়িটা আরটেমের কাঁধের ওপর থেকে ধীরে ধীরে নেমে গেল, নিঃশব্দে তার হাত দুটো হাতুড়িটাকে নামিয়ে দিল কংক্রিটের মেঝের ওপর।

"সে কী? কী বলছ তুমি?" আরটেমের মুঠো একটা প্রচণ্ড স্নায়বিক উত্তেজনায় আঁকড়ে ধরল যে-মানুষটা এই সাংঘাতিক খবর নিয়ে এসেছে তার চামড়ার কোর্তাটা।

তুষারে ঢেকে গেছে লোকটার সারা দেহ, দম নেবার জন্যে হাঁফাতে হাঁফাতে সে নিচু ভাঙা গলায় আরেকবার বলল,

"হ্যাঁ, কমরেড, লেনিন মারা গেছেন!"

লোকটা যে চেঁচামেচি করে কথাটা বলেনি, তার থেকেই আরটেম বুঝতে পারল যে এই সাংঘাতিক খবরটা সত্যি। এতক্ষণে সে মানুষটাকে চিনেছে—স্থানীয় পার্টি-সংগঠনের সম্পাদক সে।

খোঁদলটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সবাই নিঃশব্দে শুনল সেই মানুষটির মৃত্যুর খবর যে-মানুষটির নাম গোটা দুনিয়া জুড়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

দেউড়ির বাইরে কোথায় যেন একটা ইঞ্জিনে সিটি বেজে উঠল, মানুষগুলো হঠাৎ চম্কে উঠল আওয়াজটা শুনে। স্টেশনের দূর প্রান্ত থেকে আরেকটা ইঞ্জিন সিটি বাজিয়ে আগেকার ইঞ্জিনের যন্ত্রণাভরা আওয়াজটার প্রতিধ্বনি তুলল, তারপরে সিটি বেজে উঠল তৃতীয় একটা ইঞ্জিনে। ইঞ্জিনগুলোর এই জোরালো সমবেত-আওয়াজের সঙ্গে যুক্ত হল বিজলি-কারখানার সাইরেনটার গোলার টুকরো উড়ে চলার মতো সুতীক্ষ্ন আর চড়া পর্দার আওয়াজ। তারপরে, কিয়েভ-গামী যাত্রীবাহী-ট্রেনটার অতি সুন্দর "এস্" ইঞ্জিনটির গভীর স্বরের রিণ্রিণে আওয়াজ বেজে উঠল অন্য আওয়াজগুলোকে চেপে দিয়ে।

শেপেতোভ্‌কা থেকে ওয়ারশ' পর্যন্ত যে পোলিশ্ এক্সপ্রেস-ট্রেনটি যায়, সেই ট্রেনের ইঞ্জিন-চালক এই দুঃসংবাদের সংকেত-সূচক সিটি-বাজবার কারণটা জেনে দু-এক মুহূর্ত কান পেতে শুনল, তারপর ধীরে ধীরে হাতটা তুলে ইঞ্জিনের সিটি-বাজাবার দড়িটায় টান দিল।—সোবিয়েত গোয়েন্দা-বিভাগের এক-জন লোক এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। পোলিশ্ ইঞ্জিন-চালকটি জানে যে এই শেষবার তার ইঞ্জিন-চালনা, আর কখনও তাকে আর এই ইঞ্জিন চালাতে দেওয়া হবে না, কিন্তু তবু সে ওই দড়িটা থেকে সরিয়ে নিল না তার হাতখানা। পোলিশ্ কূটনীতিজ্ঞ আর রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা তাদের ইঞ্জিনের এই আর্ত চিৎকার শুনে নরম গদিগুলোর ওপরে চম্‌কে নড়ে-চড়ে উঠে বসল।

রেল-কারখানার আঙিনায় লোকের ভিড় জমে উঠেছে। সমস্ত প্রবেশ-পথ-গুলো দিয়ে দলে দলে এসে তারা জড়ো হয়েছে। তারপর বিরাট কারখানা-বাড়িটায় যখন আর লোকের ভিড়ে তিল ধারণের জায়গা রইল না, তখন গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে শোক-সভা শুরু হল। পার্টির শেপেতোভ্‌কা প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক প্রবীণ বলশেভিক শারাবুরিন্ সমবেত সকলের উদ্দেশে বলল ঃ

"কমরেড! বিশ্ব-শ্রমিকশ্রেণীর নেতা লেনিন মারা গেছেন। পার্টির এ এক অপূরণীয় ক্ষতি—বলশেভিক পার্টির স্রষ্টা যিনি এবং যিনি এই পার্টিকে শত্রুদের আঘাতের সামনে অভেদ্য করে তুলতে শিখিয়েছেন, তিনি আর নেই... আমাদের পার্টির এবং আমাদের শ্রেণীর নেতার এই মৃত্যু শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আহবান জানাচ্ছে—আমাদের সঙ্গে এক সারিতে এসে তারা সামিল হোক..."

শোক-যাত্রার সুর বেজে উঠল, শত শত মানুষ টুপি নামিয়ে নিল তাদের মাথা থেকে, আর আরটেম—যে লোকটা গত পনেরো বছরের মধ্যে কোনোদিন কাঁদেনি—সে তার গলার কাছে একটা দলা আট্‌কে গেছে বলে অনুভব করল, তার বলিষ্ঠ কাঁধটা কেঁপে কেঁপে উঠল।

মানুষের ভিড়ের চাপে রেলওয়ে-কর্মীদের ক্লাব-ঘরের দেয়ালগুলো পর্যন্ত যেন গোঙাচ্ছে। বাইরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা, হল-ঘরের ঢোকার মুখে দু-পাশের লম্বা ফার-গাছ দুটো তুষারে আচ্ছন্ন, জমাট বরফের সূচীমুখগুলো ঝুলছে তাদের ডালপালা থেকে। কিন্তু ভেতরে দম বন্ধ হয়ে আসছে চুল্লির আগুনের গরমে আর ছ-শো লোকের নিঃশ্বাসের উষ্ণতায়—এরা এসে জড়ো হয়েছে পার্টি-সংগঠন যে-স্মৃতিসভার ব্যবস্থা করেছে, সেই সভায় যোগ দেবার জন্যে।

সভায় সাধারণত কথাবার্তার যে গুঞ্জনধ্বনি উঠে থাকে, সেটা এখন স্তব্ধ। দুঃখের বিহ্বলতায় গলার স্বর চাপা পড়ে গেছে মানুষগুলোর, ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বলছে সবাই, শত শত লোকের চোখের চাউনিতে বেদনা আর উদ্বেগ। এরা যেন সবাই একটা জাহাজের একদল মাল্লা যারা ঝড়ের সময় তাদের কর্ণ-ধারকেই হারিয়ে বসেছে।

নিঃশব্দে পার্টি-ব্যুরোর সভ্যেরা মঞ্চের ওপরে এসে বসল। মোটাসোটা সিরোতেন্‌কো সাবধানে ঘণ্টাটা তুলে ধরে মৃদুভাবে একবার বাজিয়েই ফের

রেখে দিল টেবিলের ওপরে। গোটা হল-ঘর জুড়ে একটা যন্ত্রণাদায়ক নিস্তব্ধতা নেমে আসার পক্ষে এই ইঙ্গিতটুকুই যথেষ্ট।

মূল বক্তৃতাটা হয়ে যাবার পর পার্টি-সংগঠনের সম্পাদক সিরোতেন্‌কো বলবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। যে-ঘোষণাটা সে করল, সেটা স্মৃতিসভার পক্ষে একটু অনন্যসাধারণ হলেও, কেউ আশ্চর্য হল না।

সে বলল, "পার্টির সভ্যপদপ্রার্থী হিসেবে একদল শ্রমিক একটা দরখাস্ত দিয়েছে এবং তারা এই সভাকে অনুরোধ জানিয়েছে তাদের দরখাস্তটা বিবেচনা করে দেখবার জন্যে। সাঁইত্রিশ জন কমরেড সই করেছে এটায়।" এই বলে সে পড়ে গেল দরখাস্তখানা ঃ

"দক্ষিণ-পশ্চিম রেলপথের অন্তর্ভুক্ত শেপেতোভ্‌কা স্টেশনের বলশেভিক পার্টির রেলওয়ে-সংগঠন সমীপে—

"আমাদের নেতার মৃত্যু আহ্বান জানিয়েছে বলশেভিক-কর্মীদের সারিতে আমাদের সামিল হবার জন্যে। লেনিনের পার্টিতে যোগ দেবার মতো যোগ্যতা আমাদের আছে কি-না সেটা বিচার করে দেখবার জন্যে আমরা এই সভাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।"

এই ছোট্ট বিবৃতিটুকুর নিচে দু-সারি নামের স্বাক্ষর।

জোরে জোরে এই নামগুলো পড়ে গেল সিরোতেন্‌কো—প্রত্যেকটা নাম বলার পর কয়েক মুহূর্ত থেমে রইল যাতে নামগুলো সকলের মনে থাকে।

"স্তানিস্লাভ সিগ্‌মুন্দোভিচ্ পলেন্তভ্‌স্কি, ইঞ্জিন-চালক, কাজের অভিজ্ঞতা—ছত্রিশ বছর।"

হল-ঘরের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেল সমর্থনসূচক গুঞ্জনের একটা ঢেউ।

"আরটেম আন্দ্রিয়েভিচ্ কোরচাগিন, মিস্ত্রি, কাজের অভিজ্ঞতা—সতের বছর।"

"জাখার ফিলিপোভিচ্ ব্রুঝাক্, ইঞ্জিন-চালক, কাজের অভিজ্ঞতা—একুশ বছর।"

প্রবীণ আর অভিজ্ঞ এই সব রেলওয়ে-শ্রমিকরা তাদের বলিষ্ঠ গিঁঠে-পড়া হাতে হাত মিলিয়ে এক ঐক্যবদ্ধ ভ্রাতৃসংঘ গড়ে তুলেছে—মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে সিরোতেন্‌কো এই নামগুলো একে একে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হল-ঘরের গুঞ্জনটা বেড়ে চলল।

তারপরে আরেকবার নিস্তব্ধতা নেমে এল যখন সভার সামনে এসে দাঁড়াল পলেন্তভ্‌স্কি, যার নামটা আছে এই তালিকার প্রথমে।

বৃদ্ধ এই ইঞ্জিন-ড্রাইভার তার জীবন-কাহিনী বলবার সময়ে মনের উত্তেজনাটা কিছুতেই চাপতে পারল না।

"...আমি আর কি বলতে পারি তোমাদের, কমরেড? আগেকার দিনে একজন মজুরের জীবন যে কি ধরনের ছিল, তা তো তোমরা সবাই জানো। সারা জীবন খেটে মরেছি কেনা-গোলামের মতো আর এই বুড়ো বয়সে ভিখিরির অবস্থা। এ কথা স্বীকার করছি যে যখন বিপ্লব এল তখন আমার নিজেকে মনে হয়েছিল সংসারের ভাবনা-চিন্তার বোঝায় নুয়ে-পড়া একজন বুড়ো মানুষ, তাই তখন পার্টির ভেতরে আসার পথ আমি খুঁজে পাইনি। এবং, যদিও আমি কখনও শত্রুপক্ষকে সমর্থন করিনি, তবু নিজে লড়াইয়েও বড়ো একটা

যোগ দিইনি। ১৯০৫-এ ওয়ারশ-র রেল-কারখানায় হরতাল-কমিটির আমি একজন সভ্য ছিলাম এবং বলশেভিকদেরই পক্ষে ছিলাম। আমি তখন ছিলাম তরুণ আর দারুণ জঙ্গী। কিন্তু অতীতের কথা টেনে এনে কি লাভ! ইলিচের মৃত্যু আমার বুকের মধ্যে এসে বিঁধছে। আমাদের বন্ধুকে আর যোদ্ধাকে আমরা হারিয়েছি। আমি যে বুড়ো হয়ে গেছি, সে প্রসঙ্গটা এই শেষবারের মতো তুললাম। কিভাবে যে কথাটা পাড়ব তা ঠিক বুঝতে পারছি না, কারণ, আমি কোনদিনই বক্তৃতা করার ব্যাপারে বিশেষ পোক্ত নই। কিন্তু এই কথাটাই শুধু আমি বলতে চাইঃ বলশেভিকদের পথই আমার পথ, অন্য কোনো পথ নয়।"

ইঞ্জিন-চালকটি তার সাদা মাথাটা নাড়ল, সাদা ভুরুর নিচে তার চোখ-দুটো স্থিরদৃষ্টিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে তাকিয়ে রইল সভার সকলের দিকে—যেন অপেক্ষা করে রয়েছে তাদের সিদ্ধান্ত জানবার জন্যে।

ছোটোখাটো এই সাদা-চুল মানুষটির দরখাস্তের বিরুদ্ধে একটা আওয়াজও উঠল না এবং ভোট নেবার সময়ে একজন লোকও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রইল না। এই ভোটের ব্যাপারে পার্টি-সভ্য নয় যারা তাদেরও যোগ দেবার জন্যে বলা হয়েছিল।

সভাপতিমণ্ডলীর টেবিলের কাছ থেকে যখন পলেন্তভ্‌স্কি চলে এল তখন সে কমিউনিস্ট পার্টির একজন সভ্য।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু-একটা যে ঘটছে, সে সম্বন্ধে সবাই সচেতন। ইঞ্জিন-চালকটি এখুনি যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে এবার আবির্ভূত হল আরটেমের বিরাট দেহখানা। মিস্ত্রি-মানুষটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না যে হাত দুখানা নিয়ে কি করবে, ঘাবড়ে যাওয়া ভঙ্গিতে সে চেপে চেপে ধরছে তার লোমওয়ালা চামড়ার টুপিটা। ধারগুলোয় সেলাই-ছিঁড়ে যাওয়া ভেড়ার চামড়ার কোর্তার বোতামগুলো খোলা, কিন্তু গলার কাছে উঁচু বেড়্‌-লাগানো তার ধূসর রঙের ফৌজি-কোটের পেতলের বোতামগুলো সাঁটা থাকার ফলে তার চেহারায় যেন এক ধরনের ছুটির দিনের ছিম্‌ছাম্‌ ভাব এসে গেছে। হল-ঘরের মুখোমুখি আরটেম ঘুরে দাঁড়াতেই এক মুহূর্তের জন্যে তার নজরে পড়ল—রাজমিস্ত্রির মেয়ে গালিনা এক জায়গায় বসে আছে দর্জির দোকানের তার সহকর্মী মেয়েদের সঙ্গে। ক্ষমার হাসি হাসছে সে আরটেমের দিকে তাকিয়ে। তার মনে হল—গালিনার এই হাসিটুকুর মধ্যে যেন সমর্থন রয়েছে, আরও কি যে তার মনে হল তা সে ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবে না।

সিরেতেন্‌কো-কে সে বলতে শুনল, "তোমার নিজের সম্বন্ধে বলো আরটেম।"

কিন্তু নিজের সম্বন্ধে বলতে শুরু করাটা আরটেমের পক্ষে সহজ নয়। এমন বিরাট একটা সমাবেশের সামনে বক্তৃতা করার অভ্যেস নেই তার। হঠাৎ তার মনে হল—এ জীবনে যত কিছু বলবার মতো কথা তার মনের মধ্যে জমে উঠেছে, তা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা তার নেই। উপযুক্ত ভাষাটি খুঁজে পাবার চেষ্টায় সে একটা যন্ত্রণা অনুভব করল তার মনের মধ্যে, ঘাবড়ে-যাওয়ার ফলে তার পক্ষে কিছু বলাটা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াল। এরকম অভিজ্ঞতা তার এর আগে কখনো হয়নি। সে যে এসে দাঁড়িয়েছে একটা বিরাট পরিবর্তনের

প্রবেশপথে, সে যে এমন একটা জায়গায় পা ফেলতে চলেছে যার ফলে তার বাঁকা-চোরা নীরস জীবন হয়ে উঠবে সরস আর তাৎপর্যময়—এ সম্বন্ধে সে তীব্রভাবে সচেতন।

"আমাদের সংসারে ছিলাম আমরা চারজন", বলতে শুরু করল আরটেম।

নিস্তব্ধ হল-ঘর। টিকালো-নাক আর ঘন-কালো ভুরুর নিচে চাপা-পড়া-চোখ এই দীর্ঘদেহ-মজুরটির কথা আগ্রহের সঙ্গে শুনছে হল-ঘরের ছ'শো লোক।

"বড়োলোকদের বাড়ি রাঁধুনির কাজ করত আমার মা। বাবাকে আমার প্রায় মনেই পড়ে না, মার সঙ্গে তার বনিবনা ছিল না। ভয়ানক মদ খেত বাবা। তাই, আমাদের খাওয়ানো-পরানোর কথা মাকেই ভাবতে হত। এতোগুলো পেট চালানো মায়ের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত বাঁদীগিরি করে চার রুবল্ মাইনে আর একমুঠো খেতে পেত। দু বচ্ছর ইস্কুলে পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল—সেখানে আমাকে লিখতে পড়তে শেখানো হয়েছিল, কিন্তু আমি ন' বছরে পড়তেই আমাকে একটা ছোট কারখানায় শিক্ষানবীশ হিসেবে ভর্তি করে দেওয়া ছাড়া মার আর কোনো উপায় রইল না। তিন বছর বিনা মাইনেয় কাজ করেছি—শুধু দুবেলা দুটি খোরাকী পেতাম।...কারখানার মালিক ছিল ফর্স্টার নামে একজন জার্মান। আমার বয়েস বড়ো কম বলে সে প্রথমে আমাকে নিতে চায়নি, কিন্তু আমার গড়নটা ছিল বাড়ন্ত আর মা তাই আমার বয়েসটা দু-তিন বছর বাড়িয়ে বলেছিল। সেই জার্মানটার কাছে আমি তিন বছর কাজ করেছিলাম—কিন্তু কাজ শেখানোর বদলে লোকটা আমাকে দিয়ে বাড়ির এটা-ওটা কাজ করিয়ে নিত, ভদ্কা আনবার জন্যে পাঠাত। মদে চুর হয়ে থাকত সে সমস্তক্ষণ...কয়লা আর লোহা-লক্কড় বয়ে আনবার জন্যেও আমাকে পাঠাত...গিন্নিটি তো আমাকে গোলাম বানিয়ে ছেড়েছিল—বাসন মাজতে হত আমায়, তরকারি কুটতে হত। কিল-চড়-লাথি তো লেগেই ছিল—বেশির ভাগ সময়েই বিনা কারণে, শুধু অভ্যাসের বশেই, মারত আমাকে। কর্তাটি দিনরাত মদ খেত বলে গিন্নিটার মেজাজ সব-সময়েই খারাপ হয়ে থাকত আর আমি তাকে খুশি করতে না পারলেই প্রচণ্ড চড় কষাত আমার গালে। আমি ছুটে পালিয়ে গিয়ে বেরিয়ে আসতাম রাস্তায় —কিন্তু যাব কোথায়, নালিশ করব কার কাছে? মা থাকে চল্লিশ মাইল দূরে, তাছাড়া মা তো আর আমার পেট চালাতে পারবে না।...আর কারখানার অবস্থাটাও এর চেয়ে ভালো ছিল না মোটেই। মালিকের ভাই ছিল এখানকার কর্তা, শুয়োরটা আমাকে জব্দ করে মজা দেখতে ভালবাসত। হাপর--চুল্লিটার পাশে এক কোণে দেখিয়ে হয়ত আমাকে সে বলল, 'এই খোকা, ওখান থেকে ওই ওয়াশারটা দাও দিকি'; আর দৌড়ে গিয়ে ওয়াশারটাকে চেপে ধরেই আমাকে চিৎকার করে উঠতে হল—ওয়াশারটাকে তখুনি বের করে আনা হয়েছে চুল্লিটার ভেতর থেকে—মেঝের ওপরে রাখা অবস্থায় সেটাকে যদিও কালো দেখাচ্ছে, ছুঁলেই কিন্তু পুড়ে বসে যাবে ওটা হাতের মাংসের মধ্যে। আমি যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করছি, ওই লোকটার তখন হাসির চোটে পেটে খিল ধরে যাচ্ছে। এ ধরনের কষ্ট আর সহ্য করতে না পেরে আমি বাড়ি পালিয়ে গেলাম মায়ের কাছে। কিন্তু মা কিছু ভেবে পেল না কি করবে আমাকে নিয়ে,

তাই আবার ফিরিয়ে আনল আমাকে ওই জার্মানটির কাছেই। আমার মনে আছে —সমস্ত পথটা কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল মা। তৃতীয় বছরে ওরা আমাকে কাজটা একটু-আধটু শেখাতে শুরু করল, কিন্তু মারধোর চলল সমানে। আবার আমি পালালাম—এবার গেলাম স্তারোকন্‌স্তান্তিনভ্‌-এ। একটা মাংসের কিমা-বানানোর কারখানায় কাজ পেলাম এবং সেখানে শুধু বাক্স ধুয়ে ধুয়েই এক বছরেরও বেশি সময় নষ্ট করলাম। তারপর আমাদের কর্তা জুয়ো খেলায় কারখানাটাকে খুইয়ে বসল—চার মাস ধরে আমাদের এক পয়সা মাইনে না দিয়ে একদম উধাও হয়ে গেল সে একদিন। বেরিয়ে এলাম এই ফাঁদের মধ্যে থেকে। ট্রেনে চেপে ঝ্মেরিন্‌কায় এসে কাজের সন্ধানে ঘুরছি, এমন সময় ভাগ্যক্রমে একজন রেলওয়ে-কর্মীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার দয়া হল আমার ওপর। যখন বললাম আমি একটু-আধটু মিস্ত্রির কাজ জানি, সে আমাকে তার ওপর-ওয়ালার কাছে নিয়ে গিয়ে আমাকে তার ভাই-পো বলে পরিচয় দিয়ে কোনো একটা কাজে আমাকে ঢুকিয়ে নেবার জন্যে অনুরোধ জানাল। চেহারা দেখে ওরা আমার বয়েস ধরে নিল সতেরো বছর, তাই আমি কাজ পেয়ে গেলাম মিস্ত্রির সহকারী হিসেবে। আমার বর্তমান কাজটা আমি করছি গত আট বছরেরও কিছু বেশি দিন ধরে। আমার অতীত জীবন সম্বন্ধে এই আমার যা-কিছু বলবার। আমার এখনকার জীবন সম্বন্ধে তোমরা তো এখানে জানো সবাই।”

টুপি দিয়ে কপালটা মুছে আরটেম একটা গভীর নিঃশ্বাস ছাড়ল। সে এখনও আসল কথাটা বলেনি। এই কথাটা বলাই সবচেয়ে কঠিন, কিন্তু অনিবার্য প্রশ্নটা কেউ করে বসার আগেই তাকে সেটা বলতে হবে। ঘন লোমশ ভুরু দুটো কুঁচকে সে তাই বলে চলল তার নিজের কথাঃ

“বিপ্লবের আগুন যখন প্রথম জ্বলে উঠল, তখন কেন আমি বলশেভিকদের সঙ্গে যোগ দিইনি? তোমাদের সকলেরই এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করবার অধিকার আছে। কিন্তু কি উত্তর দেবার আছে আমার? আর-যাই হোক, আমি এখনও বুড়ো হয়ে পড়িনি। আজকের এই দিনটার আগে পর্যন্ত আমি যে এই পথের দিশা পাইনি, এটা কেমন করে হল? সোজা কথাই বলব আমি তোমাদের, কারণ আমার গোপন করার কিছু নেই। ১৯১৮-য় যখন জার্মানদের বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, তখনই আমাদের এই পথে আসা উচিত ছিল, কিন্তু সে সময়ে আমরা এই পথের দিশা পাইনি। জাহাজী ঝুখ্‌রাই আমাদের কতোবার বলেছিল। ১৯২০-র আগে আমি কোনোদিন রাইফেল ধরিনি। বিপ্লবের ঝড় যখন থেমে গেল, জারপন্থীদের কৃষ্ণ-সাগর পার করে তাড়িয়ে দিয়ে ফিরে এলাম আমরা যে-যার ঘরে। তারপরে সংসার পাতলাম, ছেলেপুলে হল।...একেবারে জড়িয়ে পড়লাম আমি পরিবার নিয়ে। কিন্তু এখন, যখন কমরেড লেনিন মারা যাবার পর পার্টির আহ্বান এসেছে, তখন আমি আমার গোটা জীবনটার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছি কোথায় খুঁত থেকে গেছেঃ নিজেরা যে-শক্তিটুকু অর্জন করেছি, শুধু সেইটুকু রক্ষা করে চলাটাই যথেষ্ট নয়; বিরাট একটা পরিবারের মতো ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের দাঁড়াতে হবে লেনিনের জায়গায়, যাতে সোবিয়েত-শক্তি দাঁড়াতে পারে একটা ইস্পাতের পাহাড়ের মতো। আমাদের সবাইকেই বলশেভিক হতে হবে। আমাদেরই পার্টি এটা, নয় কি?”

মিস্ত্রি মানুষটি সরলভাবে, কিন্তু গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বলে গেল

কথাগুলি। এতোগুলো কথা এইভাবে একসঙ্গে বলতে সে অনভ্যস্ত, তাই একটু লজ্জা বোধ করছিল আরটেম। কিন্তু বলার শেষে মনে হল যেন তার কাঁধ থেকে একটা মস্তবড়ো বোঝা নেমে গেছে। শরীরটাকে টান করে খাড়া হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল যদি কেউ কোনো প্রশ্ন করে তারই অপেক্ষায়।

তার বক্তৃতার শেষে যে নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল, সেটা ভেঙে দিয়ে সিরোতেন্‌কোর গলা শোনা গেল: "কারুর কোনো প্রশ্ন আছে?"

সভার সবাই একটু নড়ে চড়ে বসল, কিন্তু প্রথমে কেউ সভাপতির কথায় কোনো সাড়া দিল না। তারপরে একজন কয়লা-জোগানদার মজুর—সরাসরি সে এই সভায় এসেছে তার ইঞ্জিনের কাজ থেকে, গুব্‌রে-পোকার মতো তার সর্বাঙ্গ কালিলেপা—সে দাঁড়িয়ে উঠে শেষ কথা বলে দেবার ভঙ্গিতে বলল:

"জিজ্ঞেস করার আর কি আছে? আমরা তো সবাই ওকে জানি। ওকে সভ্যপদভুক্তির নির্দেশ-ইত্যাদি যা দেবার দিয়ে চুকিয়ে ফেল!"

কামার গিলিয়াকা-র মুখখানা গরমে আর উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে, কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে বলল সে:

"খাঁটি মানুষ এই কমরেডটি, কেটে পড়্‌বার লোক নয় ও, ওর ওপরে ভরসা করতে পারো। ভোট নাও, সিরোতেন্‌কো!"

হল-ঘরের একেবারে শেষের দিকে যেখানে কম্‌সোমল-সভ্যরা বসেছিল, সেখান থেকে আধা-অন্ধকারে অদৃশ্য কে-একজন দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "কমরেড কোরচাগিন জোতজমির আয়ের ওপর নির্ভর করে আছে কেন এবং চাষী হিসেবে নিজের অবস্থার সঙ্গে সে তার শ্রমিকশ্রেণীর মনোভাবকে কিভাবে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে, সেটা একটু খোলসা করে বলুক।"

এ কথার অসমর্থনে হল-ঘরের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল, প্রতিবাদ জানিয়ে একজন বলল, "আমাদের মতো সাধারণ মানুষরা বুঝতে পারে এমন ভাষায় কথা বলো না কেন? বিদ্যে ফলাবার জায়গা এটা নয়..."

কিন্তু ততক্ষণে আরটেম জবাব দিতে শুরু করেছে:

"ঠিক আছে, কমরেড। আমি যে খেতখামারের রোজগারের ওপর খানিকটা নির্ভর করি, সেকথা ঠিকই বলেছে ছেলেটি। কথাটা সত্যি, কিন্তু আমার মজুর-শ্রেণীর চেতনার প্রতি আমি বেইমানি করিনি। যাই হোক, আজ থেকে আমি আমার জমিজমার পাট চুকিয়ে দিচ্ছি। রেল-কারখানার কাছাকাছি কোনো-খানে আমি আমার পরিবারকে সরিয়ে আনব। এখানেই ভালো হবে। ওই হতভাগা জোতজমি অনেকদিন থেকেই আমার গলায় কাঁটা হয়ে আট্‌কে আছে।"

তার পক্ষে উঁচিয়ে তোলা অসংখ্য হাতের অরণ্য দেখে আরেকবার আরটেমের বুকটা কেঁপে উঠল। মাথা উঁচু করে সে এসে বসল তার জায়গায়, হেঁটে আসবার সময় আশ্চর্য রকম হাল্কা মনে হল তার দেহখানা। পেছন দিকে সিরোতেন্‌কোর ঘোষণা শুনল সে: "সর্বসম্মতিক্রমে।"

সভাপতি-মন্ডলীর টেবিলের পাশে তৃতীয় জন এসে দাঁড়াল—পলেন্তভ্‌স্কির ভূতপূর্ব সহকারী জাখার ব্রুঝাক্‌। স্বল্পভাষী এই বুড়ো মানুষটি ইদানিং কিছুদিন থেকে নিজেই ইঞ্জিন-চালক হিসেবে কাজ করছে। নিজের জীবন-ভর শ্রম করে যাওয়ার কাহিনী বলার পর বর্তমান সময় পর্যন্ত এসে তার গলার

স্বর নেমে গেল, নিচু গলায়, কিন্তু সকলে শুনতে পায়, এমন স্বরে বলে চলল সে ঃ

"আমার ছেলেমেয়েরা যে-কাজ শুরু করে গেছে সেটা শেষ করা আমার কর্তব্য। আমি আমার দুঃখ নিয়ে এককোণে মুখ লুকিয়ে বসে রইব—এ তারা নিশ্চয়ই চায়নি। ভালিয়া আর সার্জি এর জন্যে মরেনি। তাদের মৃত্যুতে যে ক্ষতির সৃষ্টি হয়েছে, আমি সেটাকে পূরণ করার চেষ্টা করিনি। কিন্তু এখন, আমাদের নেতার মৃত্যু আমার চোখ খুলে দিয়েছে। অতীতের জন্যে জবাবদিহি করতে বোলো না আমায়। আজ থেকে আমাদের জীবন নতুন করে শুরু।"

দুঃখের স্মৃতিগুলো মনের মধ্যে নাড়া খেয়ে উঠতেই জাখারের মুখখানা মেঘাচ্ছন্ন আর গম্ভীর হয়ে উঠল। কিন্তু পার্টিতে তাকে গ্রহণ করার স্বপক্ষে যখন ভোট দিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো অসংখ্য হাত উঠে গেল ওপর দিকে, উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখের দৃষ্টি, চুলে পাক-ধরা তার মাথাটা আর নিচের দিকে ঝুঁকে রইল না।

পার্টিতে এই নতুন সভ্যপদপ্রার্থীদের বক্তব্য শোনা আর ভোট দেওয়ার ব্যাপারটা অনেক রাত্রি পর্যন্ত চলল। যারা সবচেয়ে ভালো কর্মী, যাদের সবাই ভালোভাবে চেনে এবং যাদের যাদের কর্মজীবনে কোনো খুঁত নেই, শুধু তাদেরই পার্টিতে নেওয়া হল।

লেনিনের মৃত্যু হাজার হাজার শ্রমিককে বলশেভিক করে তুলেছে। নেতা নেই, কিন্তু পার্টির সাধারণ সভ্যদের সারিতে ভাঙন ধরেনি। মাটির গভীরে যে-গাছ তার বলিষ্ঠ শিকড় চালিয়েছে, তার মাথাটা কাটা পড়লেও গাছ মারা পড়ে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হোটেলের প্রমোদ-গৃহের প্রবেশ-পথে দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। দুজনের মধ্যে যে বেশি লম্বা, তার চোখে প্যাঁশ্‌নে-চশমা, লাল বাহুবন্ধনীর ওপরে লেখা ঃ "কম্যান্ড্যান্ট্।"

"ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদলের সভা কি এইখানেই বসেছে?" জিজ্ঞেস করল রিতা উস্তিনোভিচ্।

"হ্যাঁ", নিরুত্তাপ গলায় আনুষ্ঠানিক কেতায় লম্বা মানুষটি জবাব দিল, "আপনার কি দরকার, কমরেড?" ঢোকার দরজাটা জুড়ে দাঁড়িয়ে সে রিতার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল ঃ "আপনার কাছে কি প্রতিনিধির নির্দেশনামা আছে?"

রিতা তার কার্ড্‌খানা বের করে দেখাল—উঁচু হরফে সোনালি রঙে তার গায়ে লেখা আছে "কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য।" সঙ্গে সঙ্গে লোকটার ব্যবহার বদ্‌লে গিয়ে অত্যন্ত ভদ্র আর বিনয়ী হয়ে উঠল।

"ভেতরে যান, কমরেড, ওদিকে বাঁয়ে এগিয়ে গিয়ে বসবার খালি জায়গা পাবেন।"

বারান্দা বেয়ে এসে রিতা একটা খালি চেয়ার পেয়ে বসে পড়ল।

সভা শেষ হয়ে আসছে বোঝা গেল—এতক্ষণ যে আলোচনাগুলো হয়েছে, সভাপতি তার একটা সারমর্ম পেশ করছে। তার গলার স্বরটা অত্যন্ত পরিচিত বলে মনে হল রিতার।

"সারা-রুশ কম্‌সোমল-কংগ্রেসের কাউন্সিলের সভ্য নির্বাচন হয়ে গেছে। দু ঘণ্টা বাদে কংগ্রেস বসবে। ইতিমধ্যে আমি এই প্রতিনিধিদের নামের তালিকাটা শোনাবার অনুমতি চাচ্ছি তোমাদের কাছে।"

আরে, আকিম! নামের তালিকাটা আকিম তাড়াতাড়ি পড়ে যাবার সময়ে রিতা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনতে লাগল। প্রত্যেক প্রতিনিধি তার নামটা পড়া হবার সময়ে নিজের নিজের হাত তুলে লাল বা সাদা ছাড়পত্রখানা দেখাচ্ছে।

হঠাৎ একটা পরিচিত নাম রিতার কানে এল ঃ পানক্রাতভ্। একখানা হাত ওপর দিকে উঠতেই সে মুখ ঘুরিয়ে নজর করল, কিন্তু মাঝখানে মানুষের সারির ফাঁকে সে ডক-খালাসী মানুষটার মুখখানা দেখতে পেল না। নামগুলো পড়া হচ্ছে—আরেকবার রিতা একটা পরিচিত নাম শুনতে পেল ঃ "ওকুনেভ।" এবং ঠিক এর পরেই আরেকটা চেনা নাম ঃ "ঝার্‌কি।"

প্রতিনিধিদের মুখগুলো ভালো করে লক্ষ্য করতে করতে রিতা ঝার্কিকে দেখতে পেল। রিতার অদূরেই বসে আছে সে তার দিকে মুখখানা আধাআধি পাশ ফিরিয়ে। হ্যাঁ, ভানিয়াই বটে। এই মুখাবয়বটি রিতা ভুলে গিয়েছিল প্রায়। বেশ কয়েক বছর রিতার সঙ্গে তার দেখা হয়নি।

ওদিকে নামের তালিকাটা পড়া চলছে। তারপরে আকিম এমন একটা নাম পড়ল যেটা শুনে ভীষণভাবে চমকে উঠল রিতা ঃ

"কোরচাগিন।"

অনেক দূরে সামনের একটা সারি থেকে একখানা হাত উঠে আবার নেমে গেল এবং এই যে-মানুষটির নামের সঙ্গে রিতার সেই মৃত কমরেডের নামের এমন মিল, তার মুখখানা একবার দেখবার জন্যে রিতা উস্তিনোভিচের মনে একটা যন্ত্রণাভরা আকাঙ্ক্ষা জাগল—ব্যাপারটা একটু অদ্ভূত বটে। যে-জায়গাটা থেকে হাতখানা উঠেছিল সেদিক থেকে সে কিছুতেই তার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে পারছে না। কিন্তু সামনের সারির সমস্ত মাথাগুলো তার চোখে একই রকম ঠেকছে। নিজের জায়গা থেকে উঠে পড়ে রিতা বারান্দা বেয়ে সামনের সারির দিকে এগিয়ে এল। ঠিক সেই মুহূর্তে আকিমের পড়া শেষ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারগুলো সশব্দে পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সবাই, তরুণ গলার হাসির আওয়াজে আর কথাবার্তার গুঞ্জনে ভরে উঠল-হল-ঘরটা। গোলমালটা ছাপিয়ে, যাতে তার গলা সকলে শুনতে পায়, সেই উদ্দেশ্যে আকিম চেঁচিয়ে বলল, "বল্‌শোই থিয়েটার...সাতটার সময়। দেরি না হয় যেন!"

বেরিয়ে আসার একমাত্র দরজাটার কাছে ভিড় জমিয়ে তুলেছে প্রতিনিধিরা। রিতা বুঝতে পারল—এই গাদাগাদির মধ্যে থেকে সে তার পুরনো বন্ধুদের কাউকেই খুঁজে বের করতে পারবে না। আকিম চলে যাবার আগে তাকে ধরবার চেষ্টা করতেই হবে এবং সে আর-সবাইকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে রিতাকে সাহায্য করবে। ঠিক সেই সময়ে একদল প্রতিনিধি বারান্দায় তার পাশ কাটিয়ে বেরোবার দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল। রিতা একজনকে বলতে শুনল ঃ

"ওহে কোরচাগিন, চলো আমরাও বরং এবার একটু ঠেলেঠুলে বেরিয়ে যাই!"

এবং তারপরেই রিতা একটা অতি-পরিচিত আর অবিস্মরণীয় গলার স্বরে জবাব শুনল, "বেশ, তাই চলো।"

চট্ করে ঘুরে দাঁড়াল রিতা—তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে—সরু ককেশীয় কোমরবন্ধনী-আঁটা, খাকি কোর্তা গায়ে আর পায়ে ঘোড়ায় চাপবার চামড়ার পটি আটকানো, লম্বা, ঘন-রঙ একজন তরুণ। বিস্ফারিত চোখে রিতা তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপরেই রিতা নিজের কাঁধের ওপর তার হাতের স্পর্শ অনুভব করল, কেঁপে-ওঠা গলায় তাকে মৃদু স্বরে বলতে শুনল, "রিতা!" রিতা বুঝেছে যে ও-ই পাভেল কোরচাগিন।

"তুমি বেঁচে আছ তাহলে!"

রিতার এই কথা ক'টি শুনেই পাভেল সব বুঝে নিয়েছে। তার মারা যাবার খবরটা যে ভুল, সে কথা রিতা জানে না।

হল-ঘরটা অনেকক্ষণ হল ফাঁকা হয়ে গেছে। শহরের প্রধানতম ধমনী এই

ৎবের্স্কাইয়া-স্ট্রিটের যানবাহন-চলাচলের আর জনস্রোতের কোলাহল ভেসে আসছে খোলা জানলাটা দিয়ে। ছ'টা বাজল ঘড়িতে, কিন্তু ওদের দ্‌জনেরই মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র পরস্পরের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু ঘড়িটা সমন জারি করেছে—বল্‌শোই থিয়েটারে যেতে হবে। চওড়া সিঁড়ি বেয়ে বের্‌বার পথে নামতে নামতে রিতা আরেকবার পাভেলের সর্বাঙ্গে নজর ব্‌লিয়ে নিল ঃ সে এখন রিতার চেয়ে লম্বায় এক-মাথা উঁচু, আগের চেয়ে পরিণত-ব্‌দ্ধি আর স্থিতধী। কিন্তু আর-সব দিক থেকে রিতার চেনা সেই আগেকার পাভেলই আছে।

"তুমি এখন কোথায় কাজ করছ, সে কথাটা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করা হয়নি," বলল রিতা।

"আমি কম্‌সোমলের এলাকা-কমিটির সম্পাদক—দ্‌বাভার ভাষায় যাকে বলে গিয়ে 'কলম-নবীশ'।"—হেসে জবাব দিল পাভেল।

"ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে নাকি তোমার?"

"হ্যাঁ এবং সেই দেখা হওয়ার ঘটনাটা সম্বন্ধে অত্যন্ত বিরক্তিকর স্মৃতি জমে আছে আমার মনে।"

রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা। ভেঁপ্‌ বাজিয়ে মোটরগাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে, ফ্‌টপাথে ব্যস্ত কোলাহল। বল্‌শোই থিয়েটারে যাবার পথে ওরা কথাবার্তা বলল খ্‌ব সামান্যই, দ্‌জনেরই মন আচ্ছন্ন একই চিন্তায়। থিয়েটার-বাড়ির কাছে এসে দেখে—অসংখ্য মান্‌ষের একটা উত্তাল ঝোড়ো সম্‌দ্র বাড়িটাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে তার পাথ্‌রে দেয়ালের ওপর আছ্‌ড়ে পড়ছে প্রবেশ-পথের ম্‌খে পাহারাদার লাল-ফৌজের শান্ত্রীদের সারি ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টায়। কিন্তু শান্ত্রীরা শ্‌ধ্‌ প্রতিনিধিদেরই যেতে দিচ্ছে। দ্‌পাশে সার-বাঁধা প্রহরীদলের মাঝখানকার পথট্‌কু দিয়ে সগর্বে তাদের ছাড়পত্রগ্‌লো দেখাতে দেখাতে চলেছে প্রতিনিধিরা।

থিয়েটার-বাড়িটাকে ঘিরে ফেলেছে তর্‌ণ কম্‌সোমল-সভ্যদের একটা সম্‌দ্র। এরা পার্টি-কংগ্রেসের উদ্বোধনী-সভায় ঢ্‌কবার টিকিট জোগাড় করতে পারেনি, কিন্তু যেমন করেই হোক ঢ্‌কবে বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই তর্‌ণদের মধ্যে যারা একট্‌ বেশি তৎপর, তারা প্রতিনিধিদের দলগ্‌লোর ফাঁকে কোনরকমে ঢ্‌কে পড়ছে এবং কোনো-একটা লাল কাগজের ট্‌ক্‌রো দেখিয়ে ভেতরে ঢোকার দরজাটা পর্যন্ত এগিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে নিচ্ছে।

দ্‌-একজন, এমন কি, দরজার ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে ভেতর পর্যন্ত ঢ্‌কে যাচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঠোকাঠ্‌কি বাধছে ডিউটি-রত কেন্দ্রীয়-কমিটির লোকটির সঙ্গে কিংবা যে-কম্যান্ড্যান্ট্‌ প্রতিনিধি আর অতিথিদের নির্দিষ্ট যায়গা নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিচ্ছে তার সঙ্গে। তারপরে তাদের বিনা বাক্যব্যয়ে হল থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে এবং তাই দেখে তার "টিকিটহীন" বন্ধ্‌দের তো খ্‌শি আর ধরে না।

যারা উপস্থিত থাকতে চায়, তাদের সংখ্যার ভগ্নাংশও এই থিয়েটার-ঘরে ধরবে না।

রিতা আর পাভেল ভিড় ঠেলে কষ্টেসৃষ্টে এগিয়ে এল ভেতরে ঢোকার দরজাটার কাছে। প্রতিনিধিরা অনবরত আসতে শ্‌র্‌ করেছে, কেউ আসছে

ট্রামে, কেউ গাড়িতে। এদের একটা বড়ো দল ভেতরে ঢোকার মুখে জমে গেছে এবং লাল-ফৌজের শান্ত্রীরা—যারা নিজেরাই কম্সোমলের সভ্য—এদের চাপে দেয়াল-ঠাসা হয়ে পড়েছে। এমন সময়ে প্রবেশ-পথের কাছে ভিড়টার মধ্যে থেকে বিরাট একটা চিৎকার উঠল ঃ

"বাউমান স্কুলের ছেলেরা সব, লাগাও এক ঠেলা!"

"জোরসে ঠেলো ভাইসব, আমরা জিত্ছি!"

"হুর্রে!"

কম্সোমলের ব্যাজ্-আঁটা একটি তরুণ তীক্ষ্ন নজর রেখেছিল, চট্ করে সে রিতা আর পাভেলের পাশাপাশি কম্যান্ডান্টের নজর এড়িয়ে ভেতরে সেঁধিয়ে গিয়েই বারান্দা বেয়ে সোজা দৌড় মারল। এক মুহূর্তে সে মিশে গেল প্রতি-নিধিদের ভিড়ের মধ্যে।

চেয়ারের সারিগুলোর পেছন দিকে এক কোণে দুটো জায়গা দেখিয়ে রিতা বলল, "এসো, এইখানে বসি।"

বসার পর সে বলল, "একটা কথা আমার তোমাকে জিজ্ঞেস করবার আছে। অতীতের ব্যাপার অবশ্য, তবে আমার মনে হয়—তুমি জবাব দিতে আপত্তি করবে না নিশ্চয়ই। সেবারে তুমি ওভাবে পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়ে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কটা ছিন্ন করে দিয়েছিলে কেন?"

রিতার সঙ্গে তার দেখা হবার সময় থেকেই পাভেল যদিও এই প্রশ্নটা ওঠার অপেক্ষায় আছে, তবু এখন এই প্রশ্নে সে একটু থতমত খেয়ে গেল। তাদের দুজনের মধ্যে চোখাচোখি হতেই পাভেল বুঝল যে রিতা বুঝেছে ব্যাপারটা।

"আমার তো মনে হয়, তুমি নিজেই এর জবাবটা জানো, রিতা। ওই তিন বছর আগেকার ঘটনা এবং তখনকার পাভ্কা যা করেছিল সেজন্য আমি শুধু তার নিন্দেই করতে পারি। বাস্তবিক পক্ষে, কোরচাগিন তার জীবনে ছোট-বড়ো অনেক কিছু ভুলই করেছে। ওটাও সেই ভুলগুলির মধ্যে একটি।"

হাসল রিতা ঃ "ভূমিকাটি তো চমৎকার ফাঁদলে দেখছি। এবার প্রশ্নের উত্তরটায় এসো!"

"দোষটা কেবল আমার একারই নয়," নিচু গলায় বলল পাভেল, "ওই 'গ্যাড্ফ্লাই'-এরও দোষ, ওর ওই বিপ্লবী রোম্যান্টিকতার দোষ। তখনকার দিনে, আমাদের আদর্শের প্রতি উৎসর্গিত-জীবন দৃঢ়চিত্ত বীর বিপ্লবীদের সম্বন্ধে উজ্জ্বল বর্ণনা যে-সব বইয়ে আছে, সেই সব বই পড়ে আমি দারুণ প্রভাবিত হয়েছিলাম। এইসব লোক আমার সমস্ত কল্পনাকে আচ্ছন্ন করেছিল এবং এদের মতো হবার জন্যে আমি মনেপ্রাণে কামনা করতাম। তোমার প্রতি আমার মনোভাবকে আমি ওই 'গ্যাড্ফ্লাই' উপন্যাসটির দ্বারা প্রভাবিত হতে দিয়ে-ছিলাম। এখন এটা আমার কাছে নিতান্তই বাজে ব্যাপার বলে মনে হয়। এখন যে ওই ঘটনাটার জন্যে আমার কি অনুতাপ হয়, তা বলে বোঝাতে পারব না।"

"তাহলে, 'গ্যাড্ফ্লাই' উপন্যাস সম্বন্ধে তুমি তোমার মত বদ্লেছ?"

"না, রিতা, মূলগতভাবে নয়। ওই বইটায় ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি পরীক্ষার যন্ত্রণাদায়ক পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়ভাবে যে ট্র্যাজেডির সৃষ্টি

হয়েছে, শুধু সেইটেই আমি পরিত্যাজ্য বলে মনে করি। কিন্তু 'গ্যাড্‌ফ্লাই'-এর মধ্যে যে জিনিসটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, সেটাকে আমি এখনও সমর্থন করি—তার বীরত্ব, তার অপরিসীম সহ্যশক্তি, নিজের দুঃখকষ্টগুলো পাঁচজনের কাছে বলে না বেড়িয়ে তার যন্ত্রণা সইবার আশ্চর্য ক্ষমতা। সমগ্রভাবে সমাজ-জীবনের স্বার্থে যে-লোকটার কাছে তার ব্যক্তিগত জীবন তুচ্ছ হয়ে গেছে, সেই ধরনের বিপ্লবী নায়কই আমার আদর্শ।"

"পাভেল, তিন বছর আগে যে তুমি আমাকে এ সব কথা বলোনি, এইটেই আফ্‌সোসের কথা," হেসে বলল রিতা। হাসিটা দেখে বোঝা যায়, তার মনটা অনেক দূরে চলে গেছে।

"আফ্‌সোস্ বলছ কেন, রিতা? আমি তোমার কাছে একজন কমরেডের চেয়ে বেশি কিছু নই, সেই জন্যেই কি?"

"না, পাভেল, তুমি তার চেয়েও বেশি কিছু হতে পারতে।"

"সে ভুলটা তো এখনও শুধ্‌রে নেওয়া যায়।"

"না, কমরেড 'গ্যাড্‌ফ্লাই', এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে।" হেসে কথাটা খুলে বলল রিতা: "আমার কোলে এখন একটি ছোট্ট মেয়ে, বুঝলে? ওর বাবাকে আমি খুব ভালবাসি। মোটের ওপর আমাদের তিনজনের মধ্যে বেশ দিব্যি বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে এবং আমাদের এই তিনজনকে আর পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়া যাবে না।"

পাভেলের হাতের ওপর রিতা তার আঙুলগুলো বুলিয়ে দিল। পাভেল সম্বন্ধে একটা উদ্বেগের বশেই সে এটা করল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝল যে এটা করার কোনো দরকার ছিল না। হ্যাঁ, এই তিন বছরে পাভেল অনেক পরিণত হয়ে উঠেছে, এবং এ পরিণতি শুধু দেহের দিক থেকেই নয়। ওর চোখের চাউনি দেখেই রিতা বুঝেছে যে তার এই স্বীকারোক্তি শুনে পাভেল গভীর আঘাত পেয়েছে মনে মনে। কিন্তু মুখে সে শুধু বলল:

"তবু, এইমাত্র যা হারালাম, তার তুলনায় আমার লাভের অঙ্কটা ঢের বেশি।"

এবং রিতা বুঝল যে এটা শুধুই একটা ফাঁকা বুলিমাত্র নয়, একটা সহজ সত্য।

এবার তাদের মঞ্চের কাছাকাছি এসে বসবার সময় হয়েছে। উঠে পড়ে ওরা সামনের দিকে এগিয়ে এল ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিরা যেখানে বসে আছে সেই সারিতে। ব্যান্ড্ বেজে উঠল। হলের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত জুড়ে টাঙানো লাল কাপড়ের ফালির ওপরে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা: "ভবিষ্যৎ আমাদের!" বিরাট থিয়েটার-ঘরে নিচের চেয়ারের সারি, ওপরের বক্স্ আর গ্যালারিগুলো ভরে গেছে হাজার হাজার মানুষে। হাজার হাজার মানুষ এসে মিলেছে এই বিরাট প্রাণকেন্দ্রে যেখান থেকে এক অফুরন্ত শক্তির প্রবাহ উৎসারিত। যন্ত্র-শিল্পের প্রসারের মধ্যে দিয়ে গোটা দেশ জুড়ে তরুণ শ্রমশিল্পীদের মধ্যে যে বিরাট ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠেছে, তারই অগ্রণী অংশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূরা এসে জড়ো হয়েছে এখানে। মঞ্চের ওপর ভারি পর্দাটার গায়ে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে: "ভবিষ্যৎ আমাদের!" হাজার হাজার জোড়া চোখের দৃষ্টিতে প্রতি-বিম্বিত হচ্ছে এই কথাগুলোর দীপ্তি। এখনও মানুষের স্রোত এসে ঢুকছে

থিয়েটার-বাড়িতে। আর-কয়েক মুহূর্ত পরেই ভারি মখমলের পর্দাটা সরে যাবে পাশে, সারা-রুশ তরুণ কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয়-কমিটির সম্পাদক এসে দাঁড়াবে, সভা শুরু হবার সেই গাম্ভীর্যমণ্ডিত লগ্নে এক মুহূর্তের জন্যে সে তার আত্মপ্রত্যয় হারিয়ে বসবে, তারপর ঘোষণা করবে ঃ

"সারা-রুশ তরুণ কমিউনিস্ট লীগের ষষ্ঠ কংগ্রেস শুরু হল বলে আমি ঘোষণা করছি।"

বিপ্লবের এই বিরাট শক্তিকে, এই বলিষ্ঠ মহিমাকে এর আগে আর কখনও পাভেল কোরচাগিন এমন নিবিড়ভাবে অনুভব করেনি, এতোটা সচেতনভাবে তার মন এর আগে আর কখনও এমন নাড়া খায়নি। জীবনের পথ বেয়ে পাভেল যে একজন যোদ্ধা আর সংগঠক হিসেবেই বলশেভিক আদর্শের এই তরুণ প্রহরীদের বিজয়-সমাবেশের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে—এ কথাটা মনে হতেই গর্ব আর আনন্দের একটা অনির্বচনীয় আবেগে তার মন ভরে উঠল।

ভোর সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সে এই কংগ্রেসের ব্যাপারে ব্যস্ত রইল, তাই ইতিমধ্যে আর রিতার সঙ্গে তার দেখা হয়ে ওঠেনি। একেবারে শেষের দিকের একটা অধিবেশনে ওদের দেখা হল—একদল ইউক্রেনীয় প্রতিনিধির মধ্যে বসে ছিল রিতা।

"কাল কংগ্রেস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি চলে যাব", বলল রিতা, "এর মধ্যে আমরা আর কথাবার্তা বলবার সুযোগ পাব কিনা জানি না। আমি তাই আমার রোজনামচার দুটো পুরনো নোটবই আর একটা ছোট চিঠি তোমার জন্যে তৈরি করে রেখেছি। পড়ে নিও, আর পড়া হয়ে গেলে আমাকে ওগুলো আবার ডাকে ফেরত পাঠিয়ে দিও। তোমাকে যেসব কথা আমার মুখে বলা হয়ে ওঠেনি, সে কথাগুলো তুমি ওর থেকেই জানতে পারবে।"

রিতার হাতখানা চেপে ধরে পাভেল তার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল—যেন তার মুখের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য সে মনের মধ্যে গেঁথে রাখতে চায়।

পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবস্থা-অনুযায়ী পরের দিন থিয়েটার-বাড়ির প্রধান প্রবেশ-পথে তাদের দেখা হল এবং রিতা একটা প্যাকেট আর একটা মুখ-আঁটা খাম দিল পাভেলের হাতে। আশেপাশে লোকজন রয়েছে, তাই তারা সংযতভাবে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল। রিতার চোখ দুটো যেন অল্প একটু কুয়াশাচ্ছন্ন—চোখের দৃষ্টিতে পাভেল একটা ব্যথাভরা নিবিড় স্নেহ ফুটে উঠেছে বলে অনুভব করল।

পরের দিন ভিন্নমুখী দুটি ট্রেনে চেপে তারা দুজনে দুদিকে চলে গেল। পাভেল যে-ট্রেনে চলেছে, সেই ট্রেনের গোটাকতক কামরা ইউক্রেনীয় প্রতিনিধি-দলে ভর্তি। কিয়েভ্-এর জনকতক প্রতিনিধির সঙ্গে এক কামরায় চলেছে পাভেল। সন্ধ্যের পর অন্য যাত্রীরা যখন ঘুমোবার জন্যে শুয়ে পড়েছে আর পাশের বেঞ্চিটায় ওকুনেভ প্রশান্তির সঙ্গে নাক ডাকাচ্ছে, পাভেল তখন আলোটা কাছে সরিয়ে এনে চিঠিখানা খুলল ঃ

> "প্রিয় পাভেল! তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময়েই এই কথাগুলো আমি তোমায় বলতে পারতাম। কিন্তু এই চিঠির মারফত বলাটাই আরও ভালো হবে। আমি শুধু এইটেই কামনা করছি যে কংগ্রেস শুরু হবার আগে আমাদের মধ্যে যে-কথাবার্তা হয়েছে, তার ফলে তোমার

জীবনে যেন কোনো ক্ষতচিহ্ন থেকে না যায়। আমি জানি—তুমি শক্তিমান; এবং তুমি যা বলেছ তা আন্তরিকতার সঙ্গেই বলেছ বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি কোনো পূর্বনির্দিষ্ট মনোভাব নিয়ে জীবনকে দেখি না। তাই আমার মনে হয়, ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলির বেলায়—কদাচিৎ হলেও—কিছু কিছু ব্যতিক্রমের অবকাশ আছে, যদি সেই সম্পর্কটা খাঁটি আর গভীর ভালবাসার ভিত্তির ওপরে গড়ে ওঠে। তোমার বেলায় সেই ব্যতিক্রমটুকু আমি হতে দিতে পারতাম, কিন্তু আমাদের তরুণতর বয়সের সেই দেনাটুকু শোধ করার জন্যে যে হঠাৎ একটা আবেগ আমার মধ্যে জেগেছিল, সেটাকে আমি দমন করেছি। কারণ সেটাকে প্রশ্রয় দিলে আমাদের দুজনের কেউই সত্যিকার সুখী হত না। তবু, তোমার নিজের ওপরে এত নির্দয় হওয়া উচিত নয়, পাভেল। আমাদের জীবন শুধুই সংগ্রাম নয়, সত্যিকারের ভালবাসার মধ্যে যে সুখ, সেই সুখের স্থানও আমাদের জীবনে রয়েছে।

"তোমার বাকি জীবন সম্বন্ধে, সেই জীবনের আসল তাৎপর্য সম্বন্ধে, আমার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই। গভীর ভালবাসার সঙ্গে আমি তোমার করমর্দন করছি।"

"রিতা।"

চিন্তাচ্ছন্নভাবে পাভেল ছিঁড়ে ফেলল চিঠিখানা। জানলার বাইরে হাতখানা বের করে দিয়ে অনুভব করল বাতাসের ধাক্কায় কাগজের টুক্‌রোগুলোর উড়ে যাওয়াটা।

সকাল হবার আগেই সে রিতার রোজনাম্‌চার নোটবই দুখানা পড়ে ফেলে ডাকে ফেরত পাঠাবার জন্যে কাগজে জড়িয়ে বেঁধে রাখল। খারকভে এসে সে ওকুনেভ্, পানক্রাতভ্ আর জনকতক প্রতিনিধির সঙ্গে ট্রেন বদল করল। তালিয়াকে নিয়ে আসবার জন্যে ওকুনেভ্ কিয়েভে যাবে, তালিয়া সেখানে আনার কাছে আছে। পানক্রাতভ্ ইউক্রেনীয় কম্‌সোমলের কেন্দ্রীয়-কমিটির সভ্য নির্বাচিত হয়েছে, তারও কাজ আছে কিয়েভে। পাভেল ঠিক করল—সেও কিয়েভে গিয়ে একবার দুবাভা আর আনার সঙ্গে দেখা করে আসবে।

রিতার ঠিকানায় পার্সেলটা পাঠিয়ে দেবার পর ডাকঘর থেকে তার বেরিয়ে আসতে যতক্ষণ লাগল, ততক্ষণে অন্য সবাই চলে গেছে। অতএব একাই রওনা হল পাভেল। আনা আর দুবাভা যে-বাড়িটায় থাকে, তার সামনে এসে ট্রাম থামল। সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠে এসে বাঁদিকে আনার ঘরের দরজায় ঘা দিল। কোনো সাড়া নেই। এতো সকালে আনা কাজে বেরিয়ে যেতে পারে না। "নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে," মনে মনে ভাবল পাভেল। এমন সময়ে পাশের ঘরের দরজাটা খুলে গেল এবং ঘুমে ভারি চোখ নিয়ে দুবাভা বেরিয়ে এসে দাঁড়াল সিঁড়ির বারান্দায়। মুখখানা তার ছাইয়ের মতো বিবর্ণ, চোখের কোলে কালি পড়েছে। পেঁয়াজের কড়া গন্ধ বেরুচ্ছে তার মুখ দিয়ে এবং পাভেলের তীক্ষ্ণ নাকে মদের গন্ধও ঠেকল এসে। আধ-খোলা দরজাটার ফাঁকে পাভেলের নজরে পড়ল—বিছানায় শোয়া অবস্থায় একটি স্ত্রীলোকের মাংসল পা আর কাঁধ।

দুবাভা তার নজরটা লক্ষ্য করে পায়ের ধাক্কায় পেছনের দরজাটা বন্ধ করে দিল। পাভেলের সঙ্গে চোখাচোখিটা এড়িয়ে গিয়ে কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল সে, "নিশ্চয়ই কমরেড বোরহার্ট্-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? সে এখন আর এখানে থাকে না। জানো না নাকি?"

গম্ভীর মুখে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে পাভেল তাকাল দুবাভার দিকেঃ

"না, জানতাম না। কোথায় গেছে সে?"

হঠাৎ চটে উঠল দুবাভা। চিৎকার করে বলল, "সেটা আমার জানবার কথা নয়।"

তারপর একটা ঢেকুর তুলে চাপা বিদ্বেষের সঙ্গে বলল, "ওকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিলে বুঝি, অ্যাঁ? শূন্যস্থান পূরণ করার জন্যে তুমি ঠিক সময়েই এসে গেছ। এই তো তোমার সুযোগ। ভেবো না, ও তোমাকে নামঞ্জুর করবে না। ও আমাকে অনেকবার বলেছে যে তোমাকে ওর ভারি ভালো লাগে...ওই সব ন্যাকা মেয়েরা যেভাবে কথা বলে আর কি! যাও, সময় থাকতে থাকতে সুযোগটা নাও গিয়ে। দেহ-মনের যথার্থ সমন্বয় ঘটাতে পারবে।"

মুখে রক্ত উঠে আসছে বলে অনুভব করল পাভেল। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিচু গলায় সে বলল, "এ সব কি আরম্ভ করেছ, মিতিয়াই? তুমি যে এতো নিচে নেমে যাবে, তা কোনোদিন ভাবিনি। এক সময়ে তুমি তো খারাপ লোক ছিলে না। তুমি কেন এভাবে নিজেকে গোল্লায় যেতে দিচ্ছ?"

দেয়ালটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল দুবাভা। তার খালি পায়ের নিচে সিমেন্টের মেঝেটা স্পষ্টতই ঠান্ডা ঠেক্‌ছে, কারণ কেঁপে কেঁপে উঠছে সে।

দরজাটা খুলে গেল আর ফোলা ফোলা চোখওয়ালা একজন স্ত্রীলোকের একটা গোলগাল মুখ বেরিয়ে এলঃ "ভেতরে এসো, সোনা। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?"

স্ত্রীলোকটি আর কিছু বলবার আগেই দুবাভা দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিয়ে তার গায়ে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়াল।

"তোমার অধঃপতনের শুরুটা তো চমৎকার দেখছি," বলল পাভেল, "এসব কি ধরনের সঙ্গী-সাথী তোমার আজকাল? এর শেষ কোথায়?"

কিন্তু দুবাভা আর কোনো কথা শুনতে রাজি নয়। চেঁচিয়ে উঠল সে, "আমি কার সঙ্গে শোব না শোব, তাও তুমি বলে দেবে না কি? তোমার এই উপদেশ-দান অনেক সয়েছি। এবার কেটে পড়ো যেখান থেকে এসেছ সেইখানে! যাও, দৌড়ে গিয়ে সবাইকে বলো গে—দুবাভা মদ খায়, নষ্ট মেয়েমানুষদের নিয়ে শুয়ে থাকে, ইত্যাদি।"

পাভেল তার কাছে এগিয়ে গিয়ে চাপা আবেগভরা গলায় বলল, "মিতিয়াই, ওই স্ত্রীলোকটিকে বিদায় করে দাও। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই, শেষ বারের মতো বলছি..."

অন্ধকার হয়ে উঠল দুবাভার মুখ। ঘুরে দাঁড়িয়ে আর একটি কথাও না বলে সে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল।

"হতভাগা শুয়োর!" বিড়্‌বিড়্ করে বলে পাভেল ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল।

* * *

দুটি বছর কেটে গেছে। অনিবার সময়ের হিসেবে দিন আর মাসগুলো একে একে পার হয়ে গেছে, কিন্তু জীবনের বিচিত্র রঙে রঙীন চলমান শোভা-যাত্রায় সময়ের এই আপাত গতানুগতিকতা ভরে উঠেছে অভিনবত্বে, প্রত্যেকটি দিনই অন্য দিনের চেয়ে আলাদা রকমের। বিরাট এই দেশের ষোলো-কোটি মানুষ, যারা পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম অসীম ঐশ্বর্য-ভরা তাদের এই সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের সমস্ত দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে, তারা তাদের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাকে পুনর্গঠিত করে তোলার বিরাট শ্রমসাপেক্ষ কাজে ব্যস্ত আছে এই দু-বছর ধরে। এই দু-বছরে দেশ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে; নতুন বীর্য সঞ্চারিত হয়েছে তার শিরা-উপশিরায়; নির্ধূম-চিম্‌নি পরিত্যক্ত কারখানার প্রাণহীন দৃশ্য আর ইদানিং দেখতে পাওয়া যায় না।

অবিশ্রাম কাজের মধ্যে দিয়ে পাভেলের এই দু-বছর কেটেছে। জীবনকে যারা নিরুদ্বেগভাবে গ্রহণ করে, প্রত্যেকটি সকালকে হাই তুলে অলস অভ্যর্থনা জানায় আর দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমুতে যায়—পাভেল তাদের মতো নয়। গতিমুখর তার জীবন; নিজের বেলায় যেমন, তেমনি অন্যের বেলাতেও প্রত্যেকটি অপচয়িত মুহূর্তের জন্যে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সে।

ঘুমোবার জন্যে পাভেল সবচেয়ে কম সময় ব্যয় করে। প্রায়ই তার জানলায় গভীর রাত্রি পর্যন্ত আলো জ্বলে; ঘরের ভেতরে দেখা যাবে—টেবিলের চারধারে জনকতক লোক বসে পড়াশোনায় মগ্ন। এই দু-বছরে তারা কার্ল মার্কস-এর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড খুঁটিয়ে পড়েছে এবং পুঁজিবাদী শোষণ-ব্যবস্থার সূক্ষ্ম প্রক্রিয়াটুকু এখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পাভেলের কাজের এলাকায় এসে জুটেছে রাজভালিখিন। তাকে কোনো একটা জেলা-কম্‌সোমল-সংগঠনের সম্পাদক নিযুক্ত করার জন্যে সুপারিশ ক'রে প্রাদেশিক-কমিটি থেকে এখানে পাঠানো হয়েছে। রাজভালিখিন যখন এসে পৌঁছায়, তখন পাভেল এখানে ছিল না এবং তার অনুপস্থিতিতেই ব্যুরো এই নতুন কমরেডটিকে একটা জেলায় পাঠিয়ে দেয়। পাভেল ফিরে এসে খবরটা জেনে কোনো মন্তব্য করেনি।

একমাস বাদে পাভেল অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন এসে পড়ল রাজভালিখিনের এলাকায় কাজকর্ম কেমন চলছে দেখার জন্যে। উল্লেখযোগ্য কাজ বিশেষ কিছুই হয়নি, যেটুকু হয়েছে তা জেলা-এলাকাটাকে গোল্লায় দেবার পক্ষে যথেষ্ট ঃ নতুন সম্পাদকটি মদ খেয়ে মাতলামি করে, নিজের চারপাশে কতকগুলো খোসামুদে মোসাহেব জুটিয়ে নিয়েছে, এবং কর্তব্যনিষ্ঠ আর সক্রিয় কর্মী যারা তাদের স্বতোপ্রবৃত্ত হয়ে কাজ করার উৎসাহটাকে দমিয়ে রেখেছে। পাভেল ব্যুরোর কাছে রিপোর্ট দাখিল করল এবং ব্যুরোর আলোচনা-বৈঠকে যখন রাজভালিখিনকে তীব্র তিরস্কার করার স্বপক্ষে সবাই মত দিল, তখন পাভেল উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে বলল, "আমি প্রস্তাব করছি—রাজভালিখিনকে কম্‌সোমল থেকে চূড়ান্তভাবে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হোক যাতে ভবিষ্যতে সে আর কোনোদিন কম্‌সোমল-সভ্য হতে না পারে।"

প্রস্তাবটা শুনে সবাই একটু হক্‌চকিয়ে গেল। এ ক্ষেত্রে এই শাস্তির ব্যবস্থাটা বড়ো বেশি কড়া বলে মনে হল সকলের। কিন্তু পাভেল নিজের

মতের সমর্থনে বলল: "বদ্মায়েশটাকে বের করে দিতেই হবে কম্সোমল থেকে। ও যাতে ভদ্র সুস্থ একজন মানুষ হয়ে উঠতে পারে, তারজন্যে ওকে সবরকম সুযোগ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কম্সোমলের মধ্যে ও থেকে গেছে বাইরের লোকের মতোই।" তারপরে পাভেল বেরেজ্দভের ঘটনাটা ব্যুরোর কাছে বলল।

"আমি এর প্রতিবাদ করছি!" চেঁচিয়ে বলল রাজভালিখিন, "কোরচাগিন স্রেফ্ ব্যক্তিগত রাগ মেটাবার চেষ্টায় আছে। ও যা যা বলল, সবই একদম বাজে গালগল্প। তথ্য-প্রমাণ দিয়ে ও এই সব অভিযোগ পেশ করুক। মনে করো, আমি তোমাদের কাছে এসে বানিয়ে বললাম যে কোরচাগিন বেআইনী মাল লেনদেন করেছে, আর তোমরা কি শুধু ওইটুকু শুনেই তাকে কম্সোমল থেকে বের করে দেবে? ওকে লিখিত প্রমাণ পেশ করতে হবে।"

"আচ্ছা, ভেবো না। দরকার মতো সমস্ত প্রমাণই পেশ করব আমি," জবাব দিল পাভেল।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রাজভালিখিন। পাভেল ব্যুরো-সভ্যদের যুক্তি-তথ্য দিয়ে বোঝাল, যার ফলে আধঘন্টা বাদে রাজভালিখিনকে একজন ভিন্ন মতাদর্শের লোক হিসেবে কম্সোমল থেকে বহিষ্কৃত করে একটা প্রস্তাব নেওয়া হল।

গরমকাল এসে গেল আর সেই সঙ্গে এল ছুটির দিনগুলি। পাভেলের সহকর্মীরা সব একে একে চলে গেল তাদের যত্নার্জিত ছুটির কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসবার জন্যে। শরীর সারাবার দরকার ছিল যাদের, তারা গেল সমুদ্রতীরে; পাভেল তাদের আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা আর স্বাস্থ্যনিবাসে জায়গা পাবার বন্দোবস্ত করে দিল। ক্লান্ত দেহ আর বিবর্ণ মুখ নিয়ে—কিন্তু আসন্ন ছুটি উপভোগের প্রত্যাশায় খুশি মনে—তারা রওনা হয়ে গেল। তাদের কাজের বোঝাটা এসে চাপল পাভেলের ঘাড়ে এবং সে বিনা বাক্যব্যয়ে এই বাড়্তি কাজের বোঝাটা বইল ক'দিন ধরে। ওরা সব ফিরে এল রোদে-পোড়া রঙ নিয়ে, প্রাণবন্ত কর্মোদ্দীপনায় ভরপুর হয়ে। তারপর আবার অন্যেরা গেল। গোটা গ্রীষ্মকালটা ধরে দপ্তরে কাজের লোকের সংখ্যায় ঘাট্তি রয়ে গেল। কিন্তু তার জন্যে জীবন শ্লথগতি হয়ে পড়েনি—পাভেলের পক্ষে একদিনের জন্যেও কাজ বন্ধ করে দিয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়।

গরমকাল কেটে গেল। আসন্ন হেমন্ত আর শীতের কথা ভেবে আশঙ্কিত হল পাভেল, কারণ প্রতি বছর এই সময়টায় তার ভয়ানক শরীরের কষ্ট যায়।

এই বছরটায় পাভেল বিশেষ আগ্রহ নিয়ে গ্রীষ্ম আসার অপেক্ষায় ছিল। কারণ, প্রতি বছরে তার শক্তি একটু একটু করে নিঃশেষিত হয়ে আসছে বলে সে অনুভব করছে—যদিও সে, এমন কি, নিজের কাছেও কথাটা স্বীকার করতে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করছে। মাত্র দুটো উপায় আছে তার: হয়, কাজগুলো করবার জন্যে তাকে যে প্রচণ্ড প্রয়াস করতে হচ্ছে, সেটা তার সহ্য হচ্ছে না বলে স্বীকার করে নিয়ে নিজেকে পঙ্গু বলে ঘোষণা করা; আর না হয়, যতক্ষণ তার পক্ষে কাজ করে যাওয়া সম্ভব, ততক্ষণ চালিয়ে যাওয়া। এই দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিয়েছে সে।

একদিন প্রাদেশিক-পার্টি-কমিটির ব্যুরোর একটা আলোচনা-বৈঠকে ডাক্তার বার্‌তেলিক কাছে এসে তার পাশে বসলেন। বহু দিনের পুরনো পার্টি-কর্মী তিনি, পার্টির বেআইনী-যুগে গোপন কাজকর্ম চালিয়ে গেছেন। বর্তমানে ডাক্তার বার্‌তেলিক এই এলাকার জনস্বাস্থ্য-বিভাগের পরিচালক। পাভেলকে বললেন তিনি ঃ "তোমার মুখচোখ কেমন যেন শুকনো দেখাচ্ছে, কোরচাগিন। শরীর কেমন যাচ্ছে? তুমি কি চিকিৎসা-কমিশনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়েছ? করাও নি? আমিও তাই ভেবেছি। কিন্তু তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে তোমার শরীরটা একটু সারিয়ে নেওয়া দরকার। বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে একবার এসো, পরীক্ষা করে দেখব একবার আমরা।"

পাভেল যায়নি। কাজে খুব ব্যস্ত ছিল সে। কিন্তু বার্‌তেলিক ভোলেননি তার কথা, কয়েকদিন বাদে তিনি নিজেই এসে পাভেলকে নিয়ে গিয়ে হাজির করালেন চিকিৎসা-কমিশনের কাছে। এই কমিশনে তিনি নিজে উপস্থিত থাকলেন স্নায়ুরোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে। চিকিৎসা-কমিশন সুপারিশ করল ঃ "অবিলম্বে বিশ্রাম নিয়ে ক্রিমিয়ায় গিয়ে দীর্ঘকালের চিকিৎসাধীনে থাকা দরকার এবং তারপরেও নিয়মিত চিকিৎসার দরকার। এটা যদি করা না হয়, তাহলে পরিণামটা অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে এবং সেটাকে আর কিছুতেই এড়ানো যাবে না।"

এই সুপারিশটুকুর শিরোভাগে লাতিন ভাষায় যে বিভিন্ন রোগের লম্বা তালিকা দেওয়া ছিল, সেটা পড়ে পাভেল শুধু একটা জিনিস বুঝতে পারল ঃ তার আসল রোগটা পায়ে নয়, স্নায়ুকেন্দ্রে—যেটা গুরুতরভাবে জখম হয়ে পড়েছে।

বারতেলিক চিকিৎসা-কমিশনের সিদ্ধান্তের কথাটা ব্যুরোকে জানালেন এবং কোরচাগিনকে অবিলম্বে কাজের দায়িত্ব থেকে খালাস করে দেবার প্রস্তাবে কেউ কোনো আপত্তি তুলল না। কোরচাগিন নিজে অবশ্য বলেছিল যে সাংগঠনিক বিভাগের পরিচালক স্‌বিত্‌নেভ্‌ ফিরে না আসা পর্যন্ত তার ছুটি মুলতুবি রাখা হোক। নেতৃত্বহীন অবস্থায় কমিটিকে ছেড়ে দিয়ে যাবার ইচ্ছে তার ছিল না। ব্যুরো রাজি হল, যদিও বার্‌তেলিক এই দেরিটুকুর জন্যে আপত্তি তুলেছিলেন।

অতএব, আর তিন সপ্তাহ বাদেই পাভেলকে যেতে হবে ছুটি নিয়ে—জীবনে সে এই প্রথম ছুটি নিচ্ছে। ইউপেতোরিয়ার এক স্বাস্থ্যনিবাসে তার জন্যে ইতিমধ্যেই জায়গা ঠিক করে রাখা হয়েছে এবং সেই মর্মে লেখা একটা চিঠিও রয়েছে তার দেরাজের টানায়।

এই তিন সপ্তাহের জন্যে সে আরও বেশি করে কাজে লেগে গেল; এই এলাকার কম্‌সোমলের সমস্ত সভ্যদের নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ সভা করল এবং যেখানে যা কিছু কাজে ফাঁক পড়েছিল, সমস্তই গুছিয়ে আনবার জন্যে সে শ্রান্তিহীনভাবে উঠে পড়ে লাগল—যাতে নিশ্চিন্ত মনে সে এখান থেকে যেতে পারে।

এবং তার এই প্রথম সমুদ্র-দর্শনে যাবার ঠিক আগের দিনই একটা অবিশ্বাস্য রকমের কুৎসিত ব্যাপার ঘটে গেল।

একটা আলোচনা-বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্যে পাভেল সেদিন কাজের

পেয়ে এসেছিল পার্টির প্রচার-আন্দোলন বিভাগের দপ্তরে। সে যখন এসে পৌঁছাল, তখন ঘরে আর কেউ ছিল না। তাই সে অন্যদের আসার অপেক্ষায় এসে বসল বইয়ের তাকের পেছনে খোলা জানলাটার ধারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন এসে গেল। বইয়ের তাকের আড়াল থেকে সে ওদের দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু একটা গলা তার চেনা। ফাইলোর গলা—এলাকার অর্থনৈতিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত একজন কমরেড, লম্বা আর সুপুরুষ, চলন-বলনে একটা চোস্ত ফৌজী কায়দা আছে, মদ খাওয়া আর মেয়েদের পিছু নেবার ব্যাপারে খ্যাতি অর্জন করেছে।

ফাইলো এক সময়ে পার্টিসান-দলে ছিল। সুযোগ পেলেই সে একগাল হেসে জাঁক করে বলতে ছাড়ে না—মাখ্নোর বোম্বেটে-দলের ডজন ডজন লোকের মাথা সে কিভাবে কেটে উড়িয়ে দিয়েছে। পাভেল সহ্য করতে পারে না লোকটাকে। একবার কম্সোমলের একটি মেয়ে পাভেলের কাছে এসে জলভরা-চোখে একটা ঘটনা বলেছিল ঃ ফাইলো মেয়েটিকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়ে তার সঙ্গে এক সপ্তাহ একসঙ্গে বসবাস করার পর কেটে পড়েছে, ইদানিং মেয়েটির সঙ্গে দেখা হলেও কথা বলে না। পার্টির নিয়ন্ত্রণ-কমিশনে এ সম্বন্ধে আলোচনা উঠেছিল, কিন্তু মেয়েটি কোনো প্রমাণ দিতে না পারায় সেবারে ফাইলো পার পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পাভেলের বিশ্বাস হয়েছিল মেয়েটির কথায়। পাভেলের কানে ঢুকছিল ওদের কথাবার্তা—তার উপস্থিতির কথাটা না জেনে খুব খোলাখুলি কথাবার্তা বলছিল ওরা।

"তারপর, ফাইলো, চলছে কেমন? ইদানিং কোন্ তালে ঘুরছ?"

এটা গ্রিবভ্-এর গলা—ফাইলোর প্রমোদ-সঙ্গীদের একজন। কে জানে কেন, গ্রিবভ্-কে পার্টির প্রচার-বিভাগের একজন কর্মী বলে মনে করা হয়—যদিও লোকটা নিতান্তই অজ্ঞ, সংকীর্ণমনা এবং নির্বোধ। সে যাই হোক, গ্রিবভ্ নিজেকে পার্টির প্রচার-বিভাগের কর্মী বলে অভিহিত করে গর্ব বোধ করে এবং যে-কোনো উপলক্ষ্যে সবাইকে কথাটা মনে করিয়ে দেয়।

"আমাকে তুমি অভিনন্দন জানাতে পারো হে ছোকরা। কাল আমি আরেকবার বাজিমাত্ করেছি। ওই কোরোতাইয়েভা। তুমি তো বলেছিলে—ওর কাছে বিশেষ সুবিধে হবে না। ওইখানেই তোমার ভুল হয়েছিল হে। আমি যদি কোনো মেয়ের পেছনে লাগি, তাহলে নিশ্চয় জানবে—আজ হোক, কাল হোক ঠিক বাগিয়ে নেব।" জাঁক করে কথাটা বলে ফাইলো শেষে একটা অশ্লীল ভাষা জুড়ে দিল।

পাভেল অনুভব করল, প্রচণ্ড একটা স্নায়বিক উত্তেজনায় তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে—ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে যে-রকম তার সর্বদা হয়ে থাকে। কোরোতাইয়েভা মহিলা-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কমরেড এবং এই এলাকা-কমিটিতে সে আর পাভেল একই সময়ে আসে। পাভেল তাকে জানে—বেশ ভালো মেয়ে, বিশ্বস্ত পার্টি-কর্মী, সাহায্যপ্রার্থী মেয়েদের জন্যে সহৃদয় বিচক্ষণতার সঙ্গে সব রকম বন্দোবস্ত করে দেয়। কমিটির সহকর্মীরা তাকে সম্মান করে। পাভেল জানে কোরোতাইয়েভা বিয়ে করেনি। তার সম্বন্ধেই যে ফাইলো বলছে, সে-বিষয়ে পাভেলের মনে কোনো সন্দেহ রইল না।

"যাও, যাও! নিশ্চয়ই বানিয়ে বলছ তুমি! কোরোতাইয়েভা এমনটি হতে দেবে বলে তো মনে হয় না।"

"বানিয়ে বলছি? আমি? কি ভাবো তুমি আমায়? এর চেয়েও কঠিন কতো ক্ষেত্রে মেরে বেরিয়ে গেলাম! শুধু পদ্ধতিটা জানা চাই। কোন্ মেয়ের কাছে কিভাবে এগুতে হবে সেটা বোঝা দরকার। কেউ কেউ সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে যায়, কিন্তু সে ধরনের মেয়েরা ওই হয়রানিটুকুর যোগ্য নয়। কোনো কোনো মেয়েকে আবার মাসখানেক লেগে যায় বাগে আনতে। সবচেয়ে জরুরি জিনিসটা হচ্ছে ওদের মনস্তত্ত্ব বুঝে নেওয়া। ঠিক পথে এগুনোটাই হচ্ছে আসল কথা। ওটা একটা শাস্ত্র-বিশেষ, বুঝলে হে ছোকরা! কিন্তু আমি ও সব বিষয়ে ঝানু বিশেষজ্ঞ। হাঃ হাঃ!"

দারুণ একটা আত্মতৃপ্তিতে উপছে উঠেছে ফাইলো। আর, তার শ্রোতারা সব তাকে উস্কে দিয়েছে রসালো বৃত্তান্তটার খুঁটিনাটি শোনবার আগ্রহে।

উঠে দাঁড়ালো পাভেল। হাত দুটো মুঠো-বাঁধা হয়ে উঠেছে তার, বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডটায় উদ্দাম ধুকধুকানি শুরু হয়ে গেছে বলে অনুভব করল সে।

"এমনি সাধারণভাবে টোপ ফেলে যে কোরোতাইয়েভাকে গাঁথার খুব বেশি আশা নেই, তা আমি জানতাম। কিন্তু তাই বলে আমি হাল ছেড়ে দিতে রাজি নই, বিশেষ করে আমি যখন ওকে বাগাব বলে গ্রিবভ্-এর সঙ্গে বারো বোতল মদ বাজি রেখেছি। অতএব আমি—যাকে বলে গিয়ে—অন্তর্ঘাতী কৌশল খাটানোর চেষ্টা করলাম। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে লাগলাম। কিন্তু দেখলাম ওর মনে খুব একটা দাগ কাটতে পারছি না। তাছাড়া, আমার সম্বন্ধে নানা ধরনের সব আজেবাজে কথা বলাবলি হয়, নিশ্চয়ই সে সবের কিছু কিছু ওর কানেও পৌঁছেছে।...আচ্ছা যাক, সে সব দীর্ঘ বৃত্তান্ত। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সরাসরি আক্রমণে কোনো ফল হল না, তাই আমি পেছন দিক থেকে আক্রমণের কৌশলটাকে খাটালাম। হাঃ! হাঃ! মতলবটা দিব্যি ফেঁদেছিলাম, বুঝলে! আমার দুঃখভরা জীবনের কাহিনী বললাম ওকে— কিভাবে আমি যুদ্ধসীমান্তে লড়াই করেছি, নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি আর জীবনে কতোবার ধাক্কা খেয়েছি, কিন্তু মনের মতো ঠিক মেয়েটিকে কোনদিন আর খুঁজে পাইনি, নিঃসঙ্গ হতভাগ্যের মতো এই এখন ঘুরে বেড়াচ্ছি—আমায় ভালোবাসার কেউ নেই...এবং এই ধরনের আরও অনেক কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বললাম। আমি ওর মনের দুর্বল জায়গাগুলোয় ঘা মারলাম, বুঝলে? ওকে নিয়ে যে আমার ভয়ানক হয়রানি গেছে সে কথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে। একবার তো ভেবেই বসেছিলাম যে মেয়েটাকে চুলোর দুয়োরে পাঠিয়ে দিয়ে এসব আহাম্মকীর পাট চুকিয়ে দিই। কিন্তু ততদিনে এটা একটা নীতিগত প্রশ্নে দাঁড়িয়ে গেছে, অতএব নীতির দিক থেকে আমাকে লেগে থাকতেই হল। এবং শেষ পর্যন্ত আমি ওর প্রতিরোধ ভাঙলাম —তারপর কি হল বলো দেখি? দেখা গেল, ও কুমারী! হাঃ! হাঃ! কী মজার ব্যাপার!"

ফাইলো বলে যেতে লাগল তার ন্যক্কারজনক কাহিনী।

পাভেল কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে, রাগে ফুলছে সে।

"জানোয়ার!" গর্জন করে উঠল পাভেল।

"কী! আমি জানোয়ার, অ্যাঁ? আর, তুমি যে আড়ি পেতে অন্যের কথা শোনো, তুমি তাহলে কি?"

স্বভাবতই পাভেল এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অন্য একটা কথা বলে বসল। ফলে, তার জামার গলার কাছটা চেপে ধরল ফাইলো—একটু মাতাল অবস্থায় ছিল সে।

"আমায় অপমান! অ্যাঁ?" চিৎকার করে উঠেই সে পাভেলকে ঘুষি মেরে বসল।

ওক-কাঠের ভারি একটা টুল তুলে নিয়ে পাভেল একটি আঘাতে তাকে পেড়ে ফেলল মাটিতে। ফাইলোর সৌভাগ্য যে পাভেলের সঙ্গে সেদিন তার রিভলভারটা ছিল না। থাকলে আর সেদিন তাকে বাঁচতে হত না।

কিন্তু এই কাণ্ডজ্ঞানহীন অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা ঘটে গেছে। এবং, ক্রিমিয়ায় যেদিন তার রওনা হয়ে যাবার কথা, সেই দিনই পাভেলকে হাজির হতে হল পার্টি-আদালতের সামনে।

পুরো পার্টি-সংগঠনের সমস্ত সভ্যরা এসে জড়ো হয়েছে শহরের থিয়েটার-বাড়িটায়। ঘটনাটার ফলে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে এবং পার্টি-আদালতের গোটা শোনানিটাই হয়ে দাঁড়াল পার্টি-সভ্যদের ব্যবহারিক নীতি, চারিত্রিক নীতি আর পারস্পরিক ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা গুরুতর আলোচনা-বিশেষ। এই ঘটনার সঙ্গে সাধারণভাবে যে-সব প্রশ্নগুলো জড়িত ছিল, সেইগুলোর আলোচনার একটা দিকনির্দেশ হিসেবেই ব্যাপারটাকে নেওয়া হল এবং আসল ঘটনাটা গৌণ হয়ে দাঁড়াল। ফাইলো অত্যন্ত উদ্ধত ব্যবহার করল, অবজ্ঞার হাসি হেসে ঘোষণা করল যে সে ইচ্ছে করলে এই মামলাটা গণ-আদালতের সামনে হাজির করতে পারত এবং সে-ক্ষেত্রে তার মাথা ফাটিয়ে দেবার জন্যে কোরচাগিনকে সশ্রম দণ্ড পেতে হত। কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে সে সরাসরি অস্বীকার করে বসল।

"আমাকে নিয়ে বেশ একটু মুখরোচক গালগল্প করার মতো খোরাক পেতে চাও তোমরা, না? সেটি হচ্ছে না। তোমাদের খুশিমতো যে-কোনো দোষ চাপাতে পারো আমার ঘাড়ে। কিন্তু আসল ঘটনাটা হচ্ছেঃ মেয়েরা যে আমাকে এমন তীব্র আক্রমণ করেছে, তার কারণ—আমি ওদের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিই না। তোমাদের এই গোটা মামলাটাই একটা অতি বাজে ব্যাপার। এটা যদি ১৯১৮ হত, তাহলে এই উন্মাদ কোরচাগিনটার সঙ্গে আমি আমার নিজের মতো করেই ব্যাপারটা ফয়সালা করে ফেলতাম। এরপর, তোমরা আমাকে বাদ দিয়েই তোমাদের আদালতের কাজ চালিয়ে যেতে পারো।" এই বলে সে বেরিয়ে গেল হলঘর থেকে।

তারপর, সভাপতি পাভেলকে বলল—ঘটনাটা কি ঘটেছিল বলার জন্যে। পাভেল বেশ শান্তভাবেই বলা শুরু করল, যদিও নিজেকে সংযত রাখার জন্যে তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছিল।

"আমি নিজেকে সামলাতে পারিনি বলেই গোটা ব্যাপারটা ঘটতে পেরেছে। কিন্তু যখন আমি কোনো কাজের বেলায় মাথা খাটানোর চেয়ে হাত চালানোর ওপরেই বেশি ভরসা করতাম, সে সব দিন বহুকাল গত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যেটা ঘটেছে সেটা একটা আকস্মিক ব্যাপার। কি যে করে বসলাম সেটা খেয়াল হবার

আগেই আমি ফাইলো-কে মেরে বসেছিলাম। গত কয়েক বছরের মধ্যে এই একবার মাত্র আমি এই ধরনের 'পার্টিসান'-সুলভ কাজের অপরাধ করে বসেছি। আমি এর তীব্র নিন্দা করছি—যদিও, ওই মারটা ফাইলোর প্রাপ্য বলেই আমি মনে করি। ফাইলোর ধরনের লোকগুলো অতি ন্যক্কারজনক। আমি এইটে কিছুতেই বুঝি না, বিশ্বাসও করতে পারি না যে একজন বিপ্লবী, একজন কমিউনিস্ট কি করে একই সঙ্গে এমন বদ্‌মায়েশ আর নোংরা জানোয়ার হতে পারে। এই গোটা ব্যাপারটা সাক্ষাৎভাবে যে-প্রশ্নটা আমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে, সেটা হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিগত জীবনে সহকর্মী কমিউনিস্টদের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারটা কি ধরনের হবে।"

পার্টিসভ্যদের বিরাট একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ফাইলোকে পার্টি থেকে বের করে দেবার পক্ষে ভোট দিল। মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্যে গ্রিবভ্‌কে তীব্র তিরস্কার করে প্রস্তাব নেওয়া হল এবং এর পরে আর কোনো অপরাধ করলে তাকেও পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হবে বলে সাবধান করে দেওয়া হল। সেদিন ফাইলোর সঙ্গে সেই কথাবার্তায় অন্য যারা যোগ দিয়েছিল, তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করল এবং তাদের কাজের নিন্দা করে তাদের ছেড়ে দেওয়া হল।

তারপরে, উপস্থিত সবাইকে ডাক্তার বারতেলিক পাভেলের স্নায়বিক অবস্থার কথাটা জানালেন এবং এই ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্যে যে-কমরেডটিকে পার্টি থেকে নিযুক্ত করা হয়েছিল, সে যখন প্রস্তাব আনল যে কোরচাগিনকেও তীব্র তিরস্কার করা হোক, তখন সভার সকলে ভীষণভাবে প্রতিবাদ তুলল। সেই কমরেডটি তখন তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেওয়ায় পাভেল খালাস পেয়ে গেল।

দিন কয়েক বাদে পাভেল খারকভে রওনা হয়ে গেল। পার্টির এলাকা-কমিটির কাছে পাভেল বারবার করে অনুরোধ জানাচ্ছিল যে তাকে তার বর্তমান কাজ থেকে খালাস করে দিয়ে ইউক্রেনীয় কম্‌সোমলের কেন্দ্রীয় কমিটির হেফাজতে দেওয়া হোক। শেষ পর্যন্ত এলাকা-কমিটি তার অনুরোধ রাখতে রাজি হয়েছে। ভালো একটা পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে তাকে। কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকের মধ্যে একজন আকিম। খারকভে পৌঁছিয়েই পাভেল তার সঙ্গে দেখা করতে গেল এবং সমস্ত ব্যাপারটা বলল।

আকিম তার পরিচয়পত্রটার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিল—তাতে পাভেলের "পার্টির প্রতি অপরিসীম আনুগত্য"র কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলা হয়েছেঃ "পার্টির কাজকর্মে মোটের ওপর স্থিরমস্তিষ্ক; তবে, কতকগুলি বিরল ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে আত্মসংযম হারিয়ে বসতে পারে। ওর স্নায়ুমণ্ডলীর গুরুতর অবস্থার জন্যে এরকমটা হয়।"

আকিম বলল, "এমন ভালো একটা পরিচয়পত্র এই একটা কথার জন্যে নষ্ট হয়ে গেল, পাভেল। যাক গে, ওরকম ব্যাপার তো আমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে শক্তিমান তাদের বেলাতেও ঘটে। দক্ষিণমুখো চলে যাও, শরীরটাকে বাগিয়ে নাও, তারপর ফিরে এলে কাজের কথা হবে এখন।"

আন্তরিকতার সঙ্গে তার সঙ্গে করমর্দন করল আকিম।

কেন্দ্রীয় কমিটির 'কমিউনার্ড্' স্বাস্থ্যনিবাস। চারিদিকে গোলাপ-ঝাড় আর উচ্ছল ফোয়ারার মধ্যে মধ্যে বসানো আঙুর-কুঞ্জে ছাওয়া সাদা বাড়িগুলো। গরমকালের উপযোগী সাদা হাল্কা পোশাক কিংবা স্নানের উর্দি-পরা নরনারী যারা ছুটি উপভোগ করতে এসেছে।

একজন অল্পবয়েসী মেয়ে-ডাক্তার পাভেলের নামটা রেজিস্টারে লিখে নিল, কোণের দিকের বাড়িটায় একটা প্রশস্ত ঘরে এসে উঠল সে। ধপ্ধপে সাদা বিছানা-চাদর, নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা, আর প্রশান্তি—নির্ব্যাঘাত প্রশান্তির আশীর্বাদ।

স্নান করে শরীরটাকে স্নিগ্ধ করে নিয়ে পোশাক বদ্‌লে পাভেল তাড়াতাড়ি চলল সমুদ্রতীরে।

সামনে নিস্তরঙ্গ মহিমাময় সমুদ্র—দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত পালিশ্-করা মার্বেল-পাথরের মতো নীল্‌চে-কালো তার বিস্তার। অনেক দূরে যেখানে আকাশের সঙ্গে সমুদ্র মিশেছে, সেখানে একটা নীলাভ জলকণার আস্তরণ, আর তারই বুকের ওপরে প্রতিফলিত গলিত সূর্যের রক্তিম দীপ্তি। প্রভাতী কুয়াশার মধ্যে দিয়ে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে একসারি পাহাড়ের ভারী রেখাকৃতি। গভীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুস ভরে টেনে নিল পাভেল এই শরীর চাঙ্গা করে তোলা টাট্‌কা সমুদ্রবায়ু, দু-চোখ ভরে দেখল সুনীল সাগর-বিস্তারের নিঃসীম প্রশান্তি।

অলস গতিতে একটা ঢেউ বেলাভূমির সোনালি বালিয়াড়ির বুকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে এল তার পায়ের কাছে।

সপ্তম অধ্যায়

কেন্দ্রীয় কমিটির স্বাস্থ্যনিবাসের ঠিক পাশেই প্রধান চিকিৎসাকেন্দ্রের বাগান, সমুদ্রতীর থেকে স্বাস্থ্যনিবাসে ফিরে আসার সময়ে কম সময় লাগে বলে রোগীরা এই বাগানের মধ্যে দিয়ে যায়। এই বাগানের উ'চু চুণো-পাথরের দেয়ালের পাশে একটা দীর্ঘ-শাখা-বিস্তারী সাইপ্রেস-গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতে ভারি ভালো লাগে পাভেলের। শান্তি-ঘেরা এই নির্জন জায়গাটি থেকে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বাগানের পথে মানুষগুলোর প্রাণবন্ত চলাফেরা, বসে বসে শোনে বিকেলের দিকে ঐকতান-বাদন—বিরাট এই স্বাস্থ্যনিবাসের আমোদ-সন্ধানী নরনারীর ভীড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করতে হয় না তাকে।

আজকেও সে তার এই প্রিয় জায়গাটিতে এসে বসেছে। রোদ্দুরের তেজে আর এই মাত্র সমুদ্রের জলে স্নান করে আসার ফলে একটু ঘুমের আমেজ জমেছে, দোলনা-কেদারাটায় গভীর আরামে শরীরটাকে বিছিয়ে দিয়ে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। স্নানের তোয়ালেটা আর ফুরমানভ্-এর 'অভ্যুত্থান' নামে যে-বইটা সে পড়ছিল, পড়ে রইল পাশের চেয়ারে। স্বাস্থ্যনিবাসে এই প্রথম কয়েকদিনে তার স্নায়বিক পীড়াটা মোটেই কমেনি, মাথা-ধরাটাও লেগে আছে। তার ব্যারামটা এ পর্যন্ত স্বাস্থ্যনিবাসের ডাক্তারদের বড়ো ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে। তারা পাভেলের ব্যারামের মূল উৎস-সন্ধানের চেষ্টায় আছে। অনবরত এই ডাক্তারি পরীক্ষায় ভারি বিরক্ত বোধ করছে সে—ডাক্তারদের ঠেলায় ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। পাভেল যে ওয়ার্ডে আছে, সেখানকার মেয়ে-ডাক্তার একজন পার্টি-সভ্য, বেশ দিব্যি মেয়েটি, নামটা তার বড়ো অদ্ভুত—জেরুসালেমবাসিনী। পাভেল যথাসাধ্য চেষ্টা করে তাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে। এই অনিচ্ছুক রোগীটিকে কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে বা কোনো একটা শারীরিক পরীক্ষার জন্যে কোথাও নিয়ে যাবার জন্যে রাজি করানোর ব্যাপারে জেরুসালেমবাসিনীকে বড়ো মুশকিলে পড়তে হয়।

পাভেল তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে: "এই গোটা ব্যাপারটাই ভারি ক্লান্তি-কর ঠেকছে আমার। দিনে পাঁচবার করে সেই একই বৃত্তান্ত বলে যাচ্ছি আর যতোসব বাজে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি: আমার ঠাকুরমা পাগল ছিলেন কি-না, ঠাকুরদার বাপের গি'ঠেবাত ছিল কি-না। আরে গেল যা, তাঁর কি ব্যারাম ছিল

না ছিল তা আমি জানব কোত্থেকে ? জীবনে কোনদিন দেখিই নি আমি তাঁকে ! ওই ডাক্তারগুলোর টেকো-মাথার ওপরে গাঁট্টা কষাবার ইচ্ছেটা জানিয়ে গাল দিয়ে না ওঠা পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাক্তার আমাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে চায় যে আমার গনোরিয়া বা তার চাইতেও খারাপ কিছু একটা ব্যারাম হয়েছিল। আমাকে একটু বিশ্রাম নেবার সুযোগ দাও, ব্যস্, শুধু ওইটুকু আমি চাই। এই ছ' সপ্তাহ ধরে যদি শুধু নিজের ব্যারাম পরীক্ষাই করিয়ে নিতে থাকি, তাহলে শেষ পর্যন্ত আমি সমাজের পক্ষে একটি বিপজ্জনক ব্যক্তি হয়ে উঠব।"

জেরুসালেমবাসিনী কথাটা শুনে ওর সঙ্গে হাসাহাসি করে, কৌতুক করে, কিন্তু কয়েক মিনিট বাদেই ধীরভাবে পাভেলের হাতখানা ধরে সারা পথটা অনর্গল কথা বলতে বলতে নিয়ে আসে ওকে সার্জেনের কাছে।

কিন্তু আজ আর কোনো পরীক্ষার ব্যাপার নেই, এবং খাবার দেরি আছে ঘণ্টাখানেক। একটু বাদেই সে তন্দ্রার মধ্যে শুনতে পেল পায়ের শব্দ। চোখ খুলল না। ভাবল, "ঘুমিয়ে পড়েছি মনে করে চলে যাবে।" বৃথা আশা। পাশে কে একজন এসে বসতে চেয়ারটার ক্যাঁচ্‌কোঁচ্ আওয়াজ তার কানে এল। মৃদু একটা সুগন্ধের রেশ নাকে ঢুকতেই বুঝল, আগন্তুকটি মেয়ে। চোখ খুলল সে—প্রথমেই চোখে পড়ল একটা ঝল্‌মলে সাদা পোশাক আর নরম চামড়ার চটি-পরা একজোড়া তামাটে রঙের পা, তারপরে চোখে পড়ল ছেলেদের মতো ক'রে ছাঁটা চুল, একজোড়া মস্ত বড়ো বড়ো চোখ আর ইঁদুরের মতো তীক্ষ্ন এক পাটি সাদা দাঁত। লাজুক হাসি হাসল মেয়েটি তাকে দেখে ঃ

"ব্যাঘাত সৃষ্টি করিনি, আশা করি ?"

কোনো জবাব দিল না পাভেল—এটা তার দিক থেকে একটু অভদ্রতা হলেও সে তখনও আশা করছে যে চলে যাবে মেয়েটি।

"আপনার বই এটা ?" ফুরমানভের বইখানার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে জিজ্ঞেস করল মেয়েটি।

"হুঁ।"

এক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা।

"আপনি তো 'কমিউনার্ড' স্বাস্থ্যনিবাসে আছেন, না ?

অধৈর্যের সঙ্গে শরীরটাকে নাড়াল পাভেল। একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না তাকে মেয়েটা। বিশ্রামটুকুর দফা রফা। ও এবার তার অসুখ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা শুরু করবে। চলেই যেতে হবে দেখা যাচ্ছে।

"না।" কাটা জবাব দিল সে।

"কিন্তু আপনাকে ওখানেই দেখেছি নিশ্চয়।"

পাভেল উঠে পড়তে যাবে, এমন সময়ে পেছনে শুনল গভীর আর মিষ্টি একটা মেয়েলি গলার স্বর ঃ

"কিরে ডোরা, এখানে কি করছিস ?"

স্নানের পোশাক-পরা মোটাসোটা, রোদে-পোড়া, সুন্দর চুলওয়ালা একটি মেয়ে এসে বসল চেয়ারটার প্রান্তে। দ্রুত এক নজর তাকাল সে পাভেলের দিকে।

"কোথায় যেন আপনাকে দেখেছি, কমরেড। আপনি খারকভ থেকে এসেছেন না ?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় কাজ করেন আপনি?"

কথাবার্তাটা বন্ধ করে দিতে মনস্থ করল পাভেল।

"শহরের জঞ্জাল সাফ্ করার বিভাগে", জবাব দিল সে। এই ঠাট্টায় এমন জোরে হেসে উঠল মেয়ে দুটি যে পাভেল চম্‌কে লাফিয়ে উঠল।

"কিন্তু, কমরেড, এটা খুব ভদ্রতা হচ্ছে কি?"

এই ভাবে ওদের মধ্যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত। জানা গেল—ডোরা রদ্‌কিনা পার্টির খারকভ্ শহর-কমিটির ব্যুরো-সভ্য। পরে যখন তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল, তখন তাদের বন্ধুত্বের সূত্রপাতের এই মজার ঘটনাটা নিয়ে ডোরা প্রায়ই পাভেলকে কৌতুকচ্ছলে খোঁচা দিত।

একদিন বিকেলে থালাসা স্বাস্থ্যনিবাসের বাগানে খোলা জায়গায় একটা বাজনার আসরে পাভেল তার পুরনো বন্ধু ঝার্‌কির হঠাৎ দেখা পেয়ে গেল। অদ্ভুত ব্যাপার—তাদের দেখা হয়ে যাবার কারণটা ঘটল একটা 'ফক্স-ট্রট্' নাচের বাজনার মারফত।

স্থূলকায়া একজন চড়া-গলাওয়ালা গায়িকা গভীর আবেগের সঙ্গে 'উদগ্র কামনার রাত্রি' গানটি শ্রোতাদের গেয়ে শোনানোর পর, একজোড়া মেয়ে-পুরুষ লাফিয়ে এগিয়ে এল মঞ্চের ওপর। পুরুষটির খালি গা, শুধু মাথায় একটা লাল উঁচু টুপি আর ঝল্‌মলে রঙিন কতকগুলো ন্যাক্‌ড়ার ফালি তার কোমরে জড়ানো, ঝক্‌ঝকে সাদা একটা শার্টের সামনের অংশটুকু তার বুকের ওপর ঝুলছে, গলায় একটা 'বো-টাই' বাঁধা—বন্য মানুষের একটা নির্বোধ অনুকরণ করেছে সে। তার সঙ্গিনীটির পুতুলের মতো মুখ, প্রচুর কাপড়-চোপড়ে ঢাকা তার সর্বাঙ্গ। স্বাস্থ্যনিবাসের রুগীরা আরামকেদারা আর খাটিয়াগুলোয় বসে আছে, এগুলোর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ষাঁড়ের মতো গর্দানওয়ালা 'নয়া অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা'র লোকগুলো—এদের খুশির গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে মঞ্চের ওপরে ওই স্ত্রী-পুরুষ দুজনে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে একটা 'ফক্স্‌ট্রট্' নাচের জটিল নক্সা এঁকে চলল পায়ে পায়ে। এর চেয়ে ন্যক্কারজনক দৃশ্য আর কল্পনা করা যায় কিনা সন্দেহ। নাদুসনুদুস পুরুষটি উজ্‌বুকের মতো উঁচু টুপিটা মাথায় চাপিয়ে তার সঙ্গিনীটিকে জোরে চেপে ধরে মঞ্চের ওপরে ইঙ্গিতপূর্ণ নানারকম দেহভঙ্গি করছে। পাভেল তার পেছনে শুনতে পেল ভুঁড়িওয়ালা একটা মোটাসোটা দেহের সশব্দ নিঃশ্বাস। চলে যাবে বলে ঘুরে দাঁড়াল সে, এমন সময়ে সামনের সারি থেকে কে-একজন দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে বলল:

"ঢের হয়েছে এই সব বেশ্যাবাড়ির নাচগান! চুলোয় যাক!"

এই মানুষটাই ঝার্‌কি।

পিয়ানো-বাজনদার বাজনা বন্ধ করে দিল, বেহালাটা থেমে গেল একটা ক্যাঁচ্‌কেঁচে আওয়াজ তুলে। মঞ্চের ওপরে স্ত্রী-পুরুষ দুটি শরীর দোলানো বন্ধ করে দিল। পেছনের জনতা হিংস্রভাবে হিস্‌হিসিয়ে উঠল।

"এ কী ধৃষ্টতা—এ রকম একটা নাচে বাধা দিচ্ছে!"

"গোটা ইওরোপ আজ এই নাচ নাচছে!"

"এ কী অত্যাচার!"

কিন্তু রুগীদের মধ্যে একজন, চেরেপোবেৎস্-কম্‌সোমল সংগঠনের সম্পাদক, সেরিওঝা ঝ্‌বানভ্ মুখের মধ্যে চারটে আঙুল পুরে কান-ফাটানো একটা সিটি মারল। তার এই উদাহরণ অনুসরণ করল আর-সবাই এবং মুহূর্তের মধ্যে নাচিয়ে স্ত্রী-পুরুষ দুজনে অদৃশ্য হয়ে গেল মঞ্চ থেকে—যেন দম্‌কা একটা হাওয়ায় উড়ে গেল তারা। আগেকার দিনের চাপরাশিদের মতো দেখতে যে বিনয়াবনত লোকটি আজকের এই প্রমোদ-অনুষ্ঠান পরিচালনা করছিল, সে এসে ঘোষণা করল যে বাজনদার-দলটি চলে যাচ্ছে।

স্বাস্থ্যনিবাসের স্নানের পোশাক-পরা একটি ছেলে সকলের হাসির মধ্যে চেঁচিয়ে বলল, "বাঁচিয়েছ বাপু এই কুৎসিত নোংরামির হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে।"

সামনের সারিগুলোর দিকে এগিয়ে এসে ঝারকিকে খুঁজে বের করল পাভেল। পাভেলের ঘরে বসে দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলল। ঝারকি জানাল, পার্টির একটা এলাকা-কমিটির প্রচার-আন্দোলন বিভাগে সে কাজ করছে।

"আমি বিয়ে করেছি, জানো না বোধহয়?" বলল ঝার্‌কি, "শিগ্‌গিরই একটি ছেলে বা মেয়ে আশা করছি।"

বিস্মিত হল পাভেলঃ "তাই নাকি, বিয়ে করেছ? তোমার স্ত্রীটি কে?"

পকেট থেকে একটা ফটোগ্রাফ বের করে ঝারকি পাভেলকে দেখালঃ "চিনতে পারছ?"

ঝারকি আর আনা বোরহার্ট্-এর একসঙ্গে তোলা একটা ফটোগ্রাফ।

আরও বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল পাভেল, "তাহলে দুবাভার খবর কি?"

"ও মস্কোতে আছে। পার্টি থেকে ওকে বের করে দেবার পর ও বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেয়। বাউমান-কারিগরী-ইস্কুলে এখন আছে ও। শুনছি ওকে নাকি ফের পার্টিতে নেওয়া হয়েছে। খবরটা সত্যি হলে খুব খারাপ বলতে হবে। পুরোপুরি একদম বাজে ছেলে হয়ে গেছে ও।...পান্‌ক্রাতভ্ কি করছে বলো দিকি? জাহাজ-তৈরির কারখানার সহকারী পরিচালক। অন্যদের খবর আমি বিশেষ কিছু জানি না। ইদানিং আর বড়ো একটা যোগাযোগ নেই আমাদের। আমরা প্রত্যেকেই দেশের নানান্ জায়গায় কাজ করছি। কিন্তু মাঝে মাঝে এইরকম এক জায়গায় জড়ো হয়ে সবাই মিলে পুরনো দিনের গল্পসল্প করতে ভারি ভালো লাগে।"

ডোরা ঘরে ঢুকল আরও জনকতককে সঙ্গে নিয়ে। ঝার্‌কির কোর্তার ওপরে আট্‌কানো সামরিক সম্মানচিহ্নগুলোর দিকে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে পাভেলকে জিজ্ঞেস করল সে, "তোমার এই কমরেডটি কি পার্টিসভ্য?। কোথায় কাজ করেন ইনি?"

থতমত খেয়ে পাভেল সংক্ষেপে ঝার্‌কি সম্বন্ধে বলল তাকে।

"বেশ", বলল ডোরা, "তাহলে ইনি থাকতে পারেন। এই কমরেডরা সদ্য মস্কো থেকে এসেছে। পার্টির সাম্প্রতিক খবরগুলো এদের কাছ থেকে শোনা যাবে। তোমার ঘরে এসে আমরা নিজেদের মধ্যে একটা পার্টি-বৈঠক গোছের বসাব বলে ঠিক করলাম।"—ব্যাখ্যা করে বলল সে।

পাভেল আর ঝারকি ছাড়া এই আগন্তুকরা সকলেই পুরনো বলশেভিক। মস্কো-পার্টির 'নিয়ন্ত্রণ কমিশন'-এর সভ্য বার্তাশেভ্ তাদের বলল—ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ আর কামেনেভ্-এর নেতৃত্বে নতুন বিরোধী-দলের কথা।

"এই সংকটের মুহূর্তে আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের নিজের কাজের জায়গায় থাকা উচিত। আমি কালই চলে যাচ্ছি এখান থেকে", উপসংহারে জানাল বার্তাশেভ্।

পাভেলের ঘরে এই আলোচনা-বৈঠকের তিন দিনের মধ্যেই একদম ফাঁকা হয়ে গেল স্বাস্থ্যনিবাসটা। পাভেলও অল্প কয়েকদিন বাদেই চলে এল—তার বিশ্রামের মেয়াদ ফুরোবার আগেই।

কম্সোমলের কেন্দ্রীয় কমিটি কাজের অপেক্ষায় বসিয়ে রাখল না তাকে—উৎপাদন-শিল্পের একটা এলাকায় কমসোমল-সম্পাদক হিসেবে কাজ দেওয়া হল পাভেলকে এবং দেখা গেল—এক সপ্তাহের মধ্যেই সে স্থানীয় শহর-সংগঠনের একটা সভায় বক্তৃতা করতে লেগে গেছে।

সেই বছরের হেমন্ত-কালের শেষ দিকে পাভেল যখন আর-দুজন পার্টি-কর্মীর সঙ্গে চলেছে দূরের কোন-একটি এলাকায়, তখন মাঝপথে এক জায়গায় তাদের গাড়িটা একটা খানার মধ্যে গড়িয়ে পড়ে উল্টে গেল।

আরোহীদের সকলেই আহত হল। পাভেলের ডান-হাঁটুটা একদম পিষে গেল। দিন কয়েক বাদে তাকে নিয়ে আসা হল খারকভের অস্ত্রচিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানে। জখম পা-টার এক্স্-রে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখার পর চিকিৎসা-কমিশন অবিলম্বে অস্ত্রোপচার করার উপদেশ দিল।

পাভেল মত দিল।

চিকিৎসা-কমিশনের সভাপতি গাঁট্টাগোঁট্টা অধ্যাপকটি বললেন, "তাহলে, কাল সকালেই।" তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আর-সবাই তাঁর পেছনে সার বেঁধে বেরিয়ে গেল।

আলোয় উজ্জ্বল ছোট একটা হাসপাতাল-ঘর, একটা মাত্র খাট সেই ঘরে। নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা আর হাসপাতালের সেই অদ্ভুত এক ধরনের গন্ধ যেটা পাভেল অনেকদিন হল ভুলতে বসেছে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল সে। খাটটার পাশে তুষার-শুভ্র কাপড়ে ঢাকা একটা ছোট টেবিল আর সাদা রঙ করা একটা টুল। ঘরটার আসবাব বলতে এই।

নার্স্ এল তার রাত্রের খাবার নিয়ে। পাভেল ফেরত পাঠিয়ে দিল খাবারটা। বিছানাটার ওপরে আধ-শোওয়া অবস্থায় চিঠি লিখছিল সে। লিখতে লিখতে হাঁটুর যন্ত্রণাটাও চাগিয়ে উঠে তার চিন্তায় বাধা দিল, খিদেটাও নষ্ট হয়ে গেল যন্ত্রণার চোটে।

চতুর্থ চিঠিখানা লেখা হয়ে যাবার পর আস্তে করে দরজাটা খুলে গেল, হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো সাদা একটা কোর্তা গায়ে আর সাদা ক্যাপ মাথায় একটি তরুণী তার বিছানার কাছে এগিয়ে এল। গোধূলির আলোয় পাভেল দেখতে পেল এক জোড়া সূক্ষ্ম কমনীয় ভুরু আর আয়ত চোখ—চোখ দুটির রঙ কালো বলেই মনে হল।

"আমি আপনার এই ওআর্ডের ডাক্তার," বলল মেয়েটি, "আমি এবারে এক গাদা প্রশ্ন করে যাব আর, ভালো লাগুক বা না লাগুক, আপনাকেও নিজের সম্বন্ধে সব কিছু বলে যেতে হবে।"—মিষ্টি হাসল সে, আর এই হাসিটুকুতেই তার পাভেলকে "জেরা" করার ধার ক্ষয়ে গেল। আধঘণ্টারও বেশিক্ষণ ধরে পাভেল তার কাছে বলে গেল—শুধু নিজের কথাই নয়, কয়েক পুরুষ ধরে তার সমস্ত আত্মীয়স্বজনের কথাও।

...অস্ত্রোপচারের ঘর। নাকের ওপর, মুখের ওপর গেজ্-কাপড়ের ঠুলি আঁটা লোকজন; চক্চকে নিকেলের যন্ত্রপাতি; লম্বা, সরু একটা টেবিল আর তার নিচে বিরাট একটা গাম্লা।

অস্ত্রোপচারের টেবিলটার ওপরে পাভেল যখন শুয়ে পড়ল, অধ্যাপকটি তখনও তাঁর হাত ধুচ্ছিলেন। তার পেছনে অস্ত্রোপচারের দ্রুত প্রস্তুতি চলেছে। মাথাটা ঘুরিয়ে তাকাল পাভেল—নার্সটি চিম্টে আর ছুরিগুলো সাজিয়ে রাখছে।

"ওদিকে তাকিও না, কমরেড কোরচাগিন," বলে উঠল তার ওআর্ডের ডাক্তার বাঝানোভা পাভেলের পায়ের ব্যান্ডেজ খুলতে খুলতে, "ওতে মনের জোর কমে যেতে পারে।"

ব্যাঙের হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল পাভেল, "কার মনের জোর, ডাক্তার ?"

কয়েক মিনিট বাদে ভারি কাপড়ের একটা ঠুলি পরিয়ে ঢেকে দেওয়া হল তার মুখ এবং অধ্যাপককে বলতে শুনল সে, "আমরা এবার আপনাকে অজ্ঞান করে ফেলার জন্যে ইথার দেব। নাক দিয়ে গভীর নিঃশ্বাস নিন আর এক-দুই-তিন গুণতে থাকুন।"

মুখে ঠুলি-চাপা শান্ত স্বরে উত্তর দিল সে, "বেশ। যদি কোনো অকথ্য মন্তব্য করে বসি, তার জন্যে অগ্রিম মাপ চেয়ে রাখছি।" হাসি চাপতে পারলেন না অধ্যাপকটি।

ইথারের প্রথম দু-চার ফোঁটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দম-আট্কানো একটা জঘন্য গন্ধ। গভীর একটা নিঃশ্বাস টেনে নিল পাভেল, স্পষ্ট উচ্চারণ করার চেষ্টা করতে করতে গুণতে শুরু করল। তার ট্রাজেডি-ভরা জীবননাট্যের প্রথম অঙ্কের ওপরে যবনিকা উত্তোলিত হল।

খামখানা ছিঁড়ে আরটেম চিঠিখানা খুলল, ভেতরে ভেতরে দারুণ একটা অস্থিরতা জেগেছে তার মনে। তার চোখের দৃষ্টি যেন বিঁধে দিল চিঠিখানার প্রথম কয়েক লাইন। তারপরে পাতাটার বাকি অংশটুকুর ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে গেল সে।

> "আরটেম! আমাদের মধ্যে চিঠিপত্র লেখালেখি এতো কম—বছরে বড়ো জোর একটা কি দুটো! কিন্তু কতোগুলো চিঠি লিখলাম না-লিখলাম তাতে কি কিছু যায় আসে? তুমি লিখেছ—তোমার পরিবারকে তুমি শেপেতোভ্কা থেকে কাজাতিনের রেল-কারখানায় সরিয়ে নিয়ে এসেছ, কারণ, তুমি শেকড় শুদ্ধ নিজেকে উপ্ড়ে আনতে চাও। আমি জানি, এই শেকড়টার উৎপত্তিটা হচ্ছে স্তিওশা আর তার আত্মীয়দের পেছন-

মুখো ক্ষুদে-মালিকানা মনোভাবের মধ্যেই। স্তিওশার মতো লোকদের নতুন করে গড়ে তোলাটা সহজসাধ্য নয়, এবং এ কথা বলতে আমার সংকোচ হচ্ছে যে তুমিও হয়তো শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে। তুমি লিখেছ—তোমার 'এই বুড়ো বয়সে' পড়াশোনা করাটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তবু, আমার তো মনে হচ্ছে তুমি মন্দ এগুচ্ছো না। তুমি যে কারখানার কাজটা ছেড়ে দেবে না বলে জিদ ধরেছ আর শহর-সোবিয়েতের সভাপতি হিসেবে কাজ করতে চাচ্ছ না, সেটা ভুল হচ্ছে। শ্রমিক-সরকার কায়েম করার জন্যে তুমি লড়াই করো নি কি? তাহলে লেগে যাও! কালকেই শহর-সোবিয়েতের সভাপতি হয়ে কাজে লেগে যাও!

"এবার আমার কথা বলি। কিছু একটা গুরুতর ব্যামোয় ধরেছে আমাকে। আমি আজকাল খুব ঘন ঘন হাসপাতালের বাসিন্দা হয়ে পড়ছি। ওরা দুবার আমাকে কাটা-ছেঁড়া করেছে, বেশ কিছুটা রক্ত আর শক্তি খুইয়েছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউ বলতে পারছে না এর শেষ হবে কবে।

"আমার কাজ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে আমাকে এবং ইদানিং একটা নতুন পেশা নিয়েছি আমি—'পঙ্গু' মানুষের পেশা। ভয়ানক যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে আমায় এবং এর মোট ফলটা দাঁড়িয়েছে—ডান-পায়ের নড়ন চড়ন বন্ধ, শরীরের নানা জায়গায় কতকগুলো ক্ষতচিহ্ন আর এবারকার এই অধুনাতন ডাক্তারি আবিষ্কারঃ সাত বছর আগে আমার শিরদাঁড়া জখম হয়েছিল আর এই জখমটার জন্যে আমায় কঠিন মূল্য দিতে হতে পারে। কিন্তু আমি আমাদের পার্টির কর্মীদলের মধ্যে যাতে ফিরে যেতে পারি, তার জন্যে যে-কোনো কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত আছি।

"কর্মীদলের বাইরে পড়ে থাকার চেয়ে ভয়ংকর কিছু আর আমার জীবনে আমি কল্পনাও করতে পারি না। এ ধরনের কোনো সম্ভাবনার কথা চিন্তাও করতে চাই না আমি। এবং সেই জন্যেই এই ডাক্তাররা আমাকে নিয়ে যা করতে চায় তাই করতে দিই। কিন্তু কোনো উন্নতি হচ্ছে না—ক্রমশই আরও অন্ধকার, আরও ঘন হয়ে জমে উঠছে মেঘ। প্রথমবার অস্ত্র করার পর আমি হাঁটবার শক্তি ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই কাজে ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু শিগ্‌গিরই আবার ওরা ফিরিয়ে আনল আমায়। এবার আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইউপেতোরিয়া-র এক স্বাস্থ্যনিবাসে। কাল রওনা হব। কিন্তু দমে যেও না, আরটেম, তুমি তো জানো আমি বড়ো সহজে হাল ছাড়ি না। তিনজন মানুষের জীবনী-শক্তি আমার মধ্যে আছে। তোমার শরীরের যত্ন নিয়ো, বেশি পরিশ্রম করে শক্তি খুইয়ো না যেন, কারণ আমাদের শরীর সারাবার জন্যে বিশ্রাম নিতে গিয়ে পার্টিকে ভয়ানক ক্ষতি সইতে হয়। কাজের মধ্যে দিয়ে আমরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি আর পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি, সেটা এতো মূল্যবান যে হাসপাতালে শুয়ে সে সুযোগটা নষ্ট করা যায় না। গভীর ভালোবাসা জেনো।

"পাভেল"॥

আরটেম যখন তার ঘন ভুরু-জোড়া কুঁচকে ভাইয়ের চিঠিখানা পড়ছে ততক্ষণে ওদিকে পাভেল হাসপাতালে ডাক্তার বাঝানোভার কাছে বিদায় নিচ্ছে।

"তাহলে কাল তুমি ক্রিমিয়ায় রওনা হচ্ছ?" পাভেলের দিকে হাতখানা এগিয়ে দিয়ে বলল বাঝানোভা; "আজকের বাকি সময়টুকু কাটাবে কিভাবে?"

"কমরেড রদ্কিনা এখুনি এসে যাবে," জবাব দিল পাভেল, "ও আমাকে নিয়ে যাবে ওর বাড়ির সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। ওর ওখানেই আমি রাত্তিরে থাকব, সকালে ও আমাকে স্টেশনে পেঁ।ছে দেবে।"

বাঝানোভা ডোরাকে চেনে, কারণ সে প্রায়ই হাসপাতালে এসে দেখে যেত পাভেলকে।

"কিন্তু, কমরেড কোরচাগিন, আমার বাবাকে দিয়ে তোমায় একবার পরীক্ষা করিয়ে নেব বলেছিলাম—তুমিও রাজি হয়েছিলে, সেটা কি ভুলে গেছ নাকি? আমি তাঁর কাছে তোমার অসুখের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছি। তাঁকে দিয়ে তোমায় একবার পরীক্ষা করিয়ে নিতে চাই আমি। আজ বিকেলে তুমি সময় করে নিতে পারবে বোধহয়?"

তৎক্ষণাৎ রাজি হল পাভেল।

সেদিন বিকেলে বাঝানোভা পাভেলকে নিয়ে এল তার বাবার মস্তবড়ো দপ্তর-ঘরটায়।

বিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক তিনি। পাভেলকে সযত্নে পরীক্ষা করে দেখলেন। তাঁর মেয়ে হাসপাতালের ডাক্তারখানা থেকে পাভেলের সমস্ত এক্স-রে ছবিগুলো আর তার ব্যারাম সম্বন্ধে রিপোর্টগুলো সঙ্গে এনেছিল। বাঝানোভার বাবা যখন লাতিন ভাষায় অনেকক্ষণ ধরে কি-সব মন্তব্য করলেন তখন বাঝানোভার মুখখানা যে হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল, সেটা পাভেল লক্ষ্য না করে পারেনি। পাভেলের দেহের ওপর ঝুঁকে পড়েছে অধ্যাপকের বিরাট টেকো মাথাটা, সেদিকে চেয়ে চেয়ে পাভেল তাঁর তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টির অর্থটা অনুসন্ধান করে ফিরল। কিন্তু ডাক্তার বাঝানভের মুখের ভাবখানা দুর্বোধ্য। পাভেলের পোশাক পরা হয়ে যাব র পরে পাভেলকে প্রীতি জানিয়ে অধ্যাপক বিদায় নিলেন, বললেন, তাঁকে এখুনিই একটা আলোচনা-সভায় যেতে হবে। পরীক্ষার ফলাফলটা পাভেলকে জানানোর ভার দিয়ে গেলেন তাঁর মেয়ের ওপরে।

বাঝানে ভার রুচিসম্মতভাবে সাজানো ঘরখানায় একটা কৌচের ওপর শুয়ে পাভেল ডাক্তারের মতামত জানার অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু কি ভাবে যে শুরু করবে কথাটা, সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না বাঝানোভা। তার বাবা তাকে যা বলে গেলেন, সেটা আর কিছুতেই পাভেলকে বলে উঠতে পারছে না সে—তিনি বলেছেন: পাভেলের শরীরের মধ্যে যে বিভিন্ন অংশ ফুলে ওঠার সাংঘাতিক প্রক্রিয় টা শুরু হয়েছে, এ পর্যন্ত কোনো ওষুধ সেটাকে প্রতিরোধ করতে পারেনি। অস্ত্রোপচারের বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন অধ্যাপক: "এই ছেলেটি ওর হাত-পা নাড়াচাড়া করার ক্ষমতা হারিয়ে বসবে—এ রকম একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই শোচনীয় পরিণতিটুকু ঠেকাবার ক্ষমতা আমাদের নেই।"

ডাক্তার হিসেবে এবং বন্ধু হিসেবে ওকে এ কথাটা বলা ঠিক হবে না বলেই

মনে হচ্ছে বাঝানোভার। তাই, সাবধানে কথা বাছাই করে সে পাভেলকে আসল ব্যাপারটার খানিকটা মাত্র বলল।

"ইউপেতোরিয়ার কাদা-জলে দিন কতক চান করলেই তুমি নিশ্চয়ই সেরে উঠবে বলে আমার মনে হচ্ছে, কমরেড কোরচাগিন। হেমন্তকালের মধ্যেই তুমি কাজে যোগ দিতে পারবে।"

কিন্তু বাঝানোভা ভুলে গেছে যে পাভেলের সুতীক্ষ্ণ চোখ দুটো তাকে সমস্তক্ষণ লক্ষ্য করে চলেছে।

"তুমি যেটুকু বললে—কিংবা বরং বলতে পারি, তুমি যেটুকু চেপে গেলে, তার থেকে বুঝতে পারছি যে অবস্থাটা খুব গুরুতর। আমাকে সব কথাই খোলাখুলি বলবার জন্যে আমি যে বরাবর তোমাকে অনুরোধ জানিয়ে এসেছি, সেটা মনে রেখো। আমার কাছে কোনো কিছু চেপে যাবার দরকার নেই, আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ব না, কিংবা নিজের গলা কেটে ফেলব না। কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি বিশেষভাবেই জানতে চাই।"

সরাসরি উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বাঝানোভা একটা উৎসাহজনক মন্তব্য করল এবং সে রাত্রের মতো আর পাভেল নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু জানতে পারল না।

বিদায় নেবার সময় কোমল গলায় বাঝানোভা বলল, "আমার বন্ধুত্ব ভুলে যেও না, কমরেড কোরচাগিন। আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কি হবে না হবে কে বলতে পারে। যদি কখনও আমার সাহায্য বা পরামর্শ চাও, দয়া করে লিখো। আমার সাধ্যে যা আছে, নিশ্চয়ই করব।"

জানলা থেকে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল—চামড়ার কোট-পরা লম্বা মূর্তিটা লাঠির ওপরে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে অতি কষ্টে দরজাটার কাছ থেকে অপেক্ষমান গাড়িটায় উঠল।

আবার সেই ইউপেতোরিয়া। দক্ষিণ অঞ্চলের উষ্ণ রৌদ্র। ছুঁচের কাজ করা আঁটসাঁট টুপি মাথায় রোদে-পোড়া লোকজন। দশ মিনিটের মধ্যে গাড়ি হাঁকিয়ে নতুন আগন্তুকদের নিয়ে আসা হল ধূসর রঙের চুনো-পাথরের একটা দোতলা বাড়িতে। এই বাড়িটাই মাইনাক স্বাস্থ্যনিবাস।

ইউক্রেনীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি আগে থেকেই পাভেলের জন্যে থাকার জায়গা ঠিক করে রেখেছে জানতে পেরে, ডিউটি-রত ডাক্তারটি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল এগারো-নম্বর ঘরে।

"কমরেড এব্‌নের্‌-এর সঙ্গে এক ঘরে আপনার থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কমরেডটি জার্মান, একজন রুশ সঙ্গী চায়"—দরজাটার ওপরে টোকা মেরে বুঝিয়ে বলল ডাক্তারটি। একটা গলার স্বর ভেসে এল ভেতর থেকে, "ভেতরে আসুন"—উচ্চারণটা নিতান্তই জার্মান-ঘেঁষা।

পাভেল তার পোশাক-আশাকের ব্যাগটা রেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল বিছানায় শোয়া মানুষটাকে—সুন্দর চুল আর নীল চোখ দুটির দৃষ্টি প্রাণময়। খুশিভরা হাসির সঙ্গে জার্মানটি তাকে অভ্যর্থনা জানাল।

লম্বা আঙুলওয়ালা একখানা ফ্যাকাশে হাত পাভেলের দিকে বাড়িয়ে ধরে

সে বলল, "গ্‌ুটেন মর্গেন, জেনোসেন।"* তারপর শ্‌ুধ্‌রে নিয়ে জার্মান-ঘেঁষা উচ্চারণে ভাঙা রাশিয়ান ভাষায় বলল, "স্‌ুপ্রভাত!"

কিছ্‌ুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল—পাভেল তার বিছানার ধারে বসে আছে আর দ্‌ুজনে মিলে খ্‌ুব প্রাণবন্ত কথাবার্তায় জমে গেছে—তাদের সংলাপের ভাষাটা হচ্ছে সেই "আন্তর্জাতিক ভাষা" যেখানে ম্‌ুখের কথার ভূমিকাটা গৌণ, এবং যেখানে ইঙ্গিত-ইশারা-ম্‌ুখভঙ্গী আর আন্দাজ-ইত্যাদি সেই অলিখিত এস্‌পেরেন্টো † ভাষার সমস্ত ফাঁকগ্‌ুলো প্‌ূরণ করে তোলে।

পাভেল জানতে পারল—এব্‌নের একজন জার্মান শ্রমিক, ১৯২৩-এর হাম্‌ব্‌ুর্গ-অভ্যুত্থানের সময় উর্‌ুতে জখম হয়। প্‌ুরনো চোটটা আবার চেগে উঠে তাকে শয্যাশায়ী করে ফেলেছে। কিন্তু সমস্ত কষ্ট সে হাসিম্‌ুখে সহ্য করে—এবং এই জন্যেই পাভেল তার প্রতি সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠল।

এক ঘরে থাকার পক্ষে এর চেয়ে ভালো সঙ্গী আর কামনা করতে পারত না পাভেল। এ লোকটা সকাল-সন্ধ্যে তার ব্যাধির যন্ত্রণা নিয়ে বক্‌বক্‌ করে না, নিজের মন্দভাগ্য নিয়ে হা-হ্‌ুতাশ করে না। ওর সঙ্গ পেয়ে লোকে নিজের জ্‌বালাযন্ত্রণার কথাই ভুলে থাকে। একট্‌ু ক্ষোভের সঙ্গেই পাভেল ভাবল মনে মনে, "আহা, জার্মান ভাষাটা একট্‌ু জানলাম না কেন।"

স্বাস্থ্যনিবাসের বাগানের এক কোণে গোটাকতক দোল্‌না-চেয়ার, একটা বাঁশের টেবিল আর দ্‌ুটো চাকা-লাগানো ঠেলা-চেয়ার পাতা থাকে। প্রতিদিনের মতো ডাক্তারদের দেখা-শোনা-চিকিৎসা ইত্যাদি হয়ে যাবার পরে পাঁচ জন রোগী এখানটায় এসে জড়ো হয় সময় কাটাবার জন্যে। স্বাস্থ্যনিবাসের অন্য সব রোগীরা এই পাঁচজনের নাম দিয়েছে "কমিউনিস্ট-আন্তর্জাতিকের কার্য-নির্বাহক কমিটি।"

ঠেলা-চেয়ারগ্‌ুলোর একটায় আধ-শোয়া অবস্থায় বসে থাকে এব্‌নের্‌। আরেকটায় বসে থাকে পাভেল—তারও হাঁটাহাঁটি করা বারণ। এই দলের আর-তিনজন সভ্যের মধ্যে আছে ভাইমান, গাঁট্টাগোঁট্টা শরীর একজন এস্তোনিয়ান্‌, ক্রিমিয়া-প্রজাতন্ত্রের বাণিজ্য-দপ্তরে কাজ করে সে। আরেকজন মার্তা লাউরিন, অল্প বয়েসী পিঙ্গল-চোখ এই ল্যাট্‌ভিয়ান মেয়েটিকে দেখে বছর আঠারো বয়েস বলে মনে হয়। আর তৃতীয়জন লেদেনেভ, লম্বা বলিষ্ঠ-গড়ন একজন সাইবেরিয়ান, কানের পাশে চুলে পাক ধরেছে তার। সত্যিই পাঁচটি বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধি রয়েছে এই ছোট্ট দলটায়—জার্মান, এস্তোনিয়ান, ল্যাট্‌ভিয়ান, রাশিয়ান এবং ইউক্রেনিয়ান। মার্তা আর ভাইমান জার্মান বলতে পারে, তাই এব্‌নের দোভাষীর কাজ করিয়ে নেয় এদের দিয়ে। পাভেল আর এব্‌নের একই ঘরে থাকে বলে তারা পরস্পরের বন্ধ্‌ু। মার্তা, ভাইমান আর এব্‌নের-এর বন্ধ্‌ুত্বের কারণটা হচ্ছে তারা একই ভাষায় কথা বলে। এবং পাভেল আর লেদেনেভের মধ্যে বন্ধ্‌ুত্বের বাঁধনটা গড়ে উঠেছে দাবার মারফৎ।

লেদেনেভ্‌ এখানে আসার আগে পর্যন্ত পাভেল ছিল এই স্বাস্থ্যনিবাসের

---

* জার্মান ভাষায় "স্‌প্রভাত, মহাশয়।"—অ ॥

† দক্ষিণ-আমেরিকায় ব্যবহৃত ইংরেজি-স্পানিশ্‌-ইত্যাদি মেশানো এক ধরনের মিশ্র ভাষা।—অ ॥

"চ্যাম্পিয়ন" দাবা-খেলোয়াড়। ভাইমানের সঙ্গে একটা তীব্র প্রতিযোগিতার পর সে তার কাছ থেকে এই সম্মানের পদবীটা ছিনিয়ে নিয়েছে। শ্লেষ্মার রুগী এই এস্তোনিয়ানটি এই পরাজয়ের ফলে বেশ একটু দমে গেছে এবং তাকে এভাবে অপদস্থ করার জন্যে সে বহুদিন পর্যন্ত মনে মনে পাভেলকে ক্ষমা করতে পারেনি। কিন্তু একদিন স্বাস্থ্যনিবাসে একজন লম্বা মতো লোক এসে পেঁছাল, পঞ্চাশ বছর বয়সের পক্ষে তাকে দেখে রীতিমত তরুণ বলে মনে হয়। কোরচাগিনের সঙ্গে সে একদান দাবা খেলতে চায় বলে জানাল। বিপদের কোনো আভাস না পেয়ে, পাভেল শান্তভাবে গোড়ার দিকেই মন্ত্রী চেলে দিয়ে আক্রমণ করে খেলা শুরু করল। লেদেনেভ পাল্টা চাল দিল সামনের বোড়ে-গুলো এগিয়ে দিয়ে। নতুন কোনো আগন্তুক এলেই তার সঙ্গে পাভেলকে "চ্যাম্পিয়ন" খেলোয়াড় হিসেবে একহাত দাবা খেলায় বসতে হত এবং খেলার সময় সর্বদাই একদল উৎসুক দর্শকের ভীড় জমে উঠত দাবার ছকটাকে ঘিরে। ন'বারের বার চাল দিতে গিয়েই পাভেল বুঝতে পারল যে প্রতিপক্ষ তার বোড়েগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে এনে চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলছে। এতক্ষণে পাভেল দেখতে পাচ্ছে যে তার প্রতিপক্ষ বড়ো সাংঘাতিক খেলোয়াড়, প্রথম দিকে এতোটা হাল্কা মনে খেলেছে বলে অনুতাপ হল তার।

তিন ঘণ্টা ধরে ধস্তাধস্তির মধ্যে দিয়ে পাভেল তার সব রকম কলাকৌশল আর বুদ্ধি খাটাবার পর হার স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল। দর্শকদের মধ্যে আর কারুর ব্যাপারটা বুঝে ওঠার অনেক আগেই সে নিজের পরাজয়টা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিল। প্রতিপক্ষের দিকে একনজর তাকিয়ে সে দেখে—লেদেনেভ পাভেলের দিকে তাকিয়ে আছে, তার মুখে সদয় হাসি। বোঝা গেল, সে-ও জানে খেলার ফলটা কি দাঁড়াবে। ভাইমান গভীর মনোযোগের সঙ্গে খেলাটা অনুসরণ করে চলেছে এবং পাভেলের হেরে যাওয়াটাই যে তার কাম্য, সেটা গোপন করার একটুও চেষ্টা করছে না। কিন্তু সেও তখন পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারেনি যে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে ফলটা।

পাভেল বলল, "শেষ বোড়েটা হাতে থাকা পর্যন্ত আমি হাল ছাড়ি না।" সমর্থনসূচক মাথা নাড়ল লেদেনেভ।

পাভেল লেদেনেভের সঙ্গে পাঁচ দিনে দশ দান খেলল—সাতবার হেরে গেল, দুবার জিতল এবং একবার আপস-কিস্তি হল।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল ভাইমান।

"ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ, কমরেড লেদেনেভ! দারুণ একখানা ধোলাই দিয়েছ ওকে! এরকম একটা মার খাবার দরকার ছিল ওর! আমাদের মতো পুরনো সব দাবা-খেলোয়াড়দের হারিয়ে দিয়ে বসে ছিল, শেষ পর্যন্ত কিনা একজন বুড়ো মানুষের কাছেই পাল্টা হার মানতে হল ওকে। হাঃ হাঃ হাঃ।" ভূতপূর্ব বিজয়ী খেলোয়াড়টিকে সে খোঁচা মারল, "হেরে গিয়ে কেমন লাগছে এবার, অ্যাঁ?"

পাভেলকে "চ্যাম্পিয়ন" পদবীটা খোয়াতে হল বটে; কিন্তু লেদেনেভ্-কে সে এমন একজন বন্ধু হিসেবে পেল যার বন্ধুত্ব তার পরবর্তী জীবনে অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠেছিল। এতদিনে সে বুঝেছে যে দাবাখেলায় লেদেনেভের কাছে তার হেরে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। দাবার কলাকৌশল সম্বন্ধে তার

জ্ঞানটা নিতান্তই ভাসাভাসা এবং এই খেলাটার সমস্ত গোপন রহস্যগুলো যার নখদর্পণে এই রকম একজন বিশেষজ্ঞের কাছেই তার হার হয়েছে।

পাভেল আর লেদেনেভের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য তারিখের মিল আছে দেখা গেলঃ লেদেনেভ যে-বছরে পার্টিতে যোগ দেয়, সেই বছরেই পাভেলের জন্ম। এরা দুজনেই বলশেভিকদের মধ্যে তরুণ আর প্রবীণ কর্মীদলের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র। একজনের পেছনে রয়েছে নিরবসর রাজনৈতিক কাজে ভরা সুদীর্ঘ জীবন, গোপন আন্দোলনের কাজে ব্যয়িত অনেকগুলি বছর, জারের জেলখানায় বন্দীজীবনের অভিজ্ঞতা; এ সবের পর লেদেনেভ এখন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কাজে নিযুক্ত। অন্য জনের রয়েছে দৃপ্ত যৌবন আর মাত্র আট বছরের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা—কিন্তু এই আট বছরে তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা একাধিক জীবনের সমগ্র অভিজ্ঞতার চেয়ে ঢের বেশি। এবং এরা দুজনেই বাঁচবার জন্যে ব্যগ্র, কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য।

বিকেলের দিকে এব্‌নের আর কোরচাগিনের ঘরখানা হয়ে ওঠে আড্ডার বৈঠক গোছের আর নানারকম রাজনৈতিক খবরাখবরের উৎস। কথাবার্তা আর হাসির শব্দে গম্‌গম্‌ করে ঘরখানা। ভাইমান সাধারণত কথাবার্তার মাঝখানে এক-আধটা অশ্লীল গল্প ফাঁদবার চেষ্টা করে, কিন্তু সেক্ষেত্রে মার্তা আর কোরচাগিন তাকে দু পাশ থেকে অবশ্যম্ভাবীরূপে আক্রমণ করবেই। সুতীক্ষ্ণ কোনো একটা বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করে তাকে থামিয়ে দেওয়াটা হচ্ছে মার্তার রীতি। আর এতেও সে না থামলে কোরচাগিন এগিয়ে আসে।

"তোমার এই বিশেষ ধরনের 'রসিকতা'টুকু ঠিক আমাদের রুচিসম্মত নয়, বুঝলে ভাইমান," বলে মার্তা।

"সাধারণভাবে বলতে গেলে, তুমি যে এ ধরনের কথাবার্তা কি করে মুখে আনো সেটা আমি ঠিক বুঝি না," বলে পাভেল। তার মনের মধ্যে ক্রমশই রাগ জমে উঠছে।

ভাইমান তার পুরু নিচের ঠোঁটটা বেঁকিয়ে, ছোট ছোট চোখের চাউনিতে ব্যঙ্গের আভাস ফুটিয়ে অন্য সকলের মুখের ওপর নজর বুলিয়ে আনেঃ "রাজনৈতিক শিক্ষা-বিস্তারের বিভাগে আমাদের একটা নীতিশাস্ত্রের দপ্তর খুলতে হবে দেখছি আর কোরচাগিনকে তার বড়ো কর্তা করে দেবার জন্যে সুপারিশ করতে হবে। মার্তার আপত্তির কারণটা বুঝি—স্ত্রীলোক হিসেবে ও হল গিয়ে আমাদের পেশাদার বিরুদ্ধবাদী। কিন্তু কোরচাগিন নেহাৎ বালক হিসেবে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করছে, যেন কম্‌সোমলের কোলে একটি অসহায় খোকা...আর তা ছাড়া, নাতি হয়ে ঠাকুর্দাকে শিক্ষা দিতে আসাটাতেও আমার আপত্তি আছে।"

কমিউনিস্টদের নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে খুব জোরালো একটা তর্কের শেষে অশ্লীল হাসিঠাট্টা নিয়ে আলোচনা উঠল নীতির দিক থেকে। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত মার্তা তর্জমা করে করে বুঝিয়ে দিল এব্‌নেরকে। জার্মান মেশানো ভাঙা রাশিয়ান ভাষায় সে বলল, "অশ্লীল গালগল্পটা ভালো নয়। আমি পাভেলের সঙ্গে একমত।"

পিছু হঠে যেতে বাধ্য হল ভাইমান। প্রসঙ্গটাকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে

নিজের পরাজয়টা সাধ্যমতো সামলে নেবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু এরপর আর কোনোদিন সে অশ্লীল গল্প বলেনি।

পাভেল মার্তাকে কম্‌সোমল-সভ্য বলে ধরে নিয়েছিল, কারণ, উনিশ বছরের বেশি ওর বয়েস নয় বলেই তার মনে হয়েছিল। তারপরে যখন শুনল যে ১৯১৭ থেকে সে পার্টি-সভ্য, তার বয়েস একত্রিশ বছর আর ল্যাটভিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির সে একজন সক্রিয় কর্মী, তখন আর তার বিস্ময় ধরে না! ১৯১৮-য় বলশেভিক-বিরোধীরা তাকে গুলি করে মারার জন্যে পাঠায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা বন্দী-বিনিময়ের ব্যাপারে অন্য জনকতক কমরেডের সঙ্গে তাকে সোবিয়েত সরকারের জিম্মায় দেওয়া হয়। ও এখন 'প্রাভ্‌দা'র সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করছে আর সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়েও ক্লাস করছে। পাভেলের অজান্‌তেই মার্তার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। এই ল্যাটভিয়ান মেয়েটি প্রায়ই এব্‌নেরকে দেখতে আসে, সেই সূত্রে ও এই "পাঁচজন"-এর একজন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এগ্‌লিত্‌ নামে একজন পুরনো-দিনের বে-আইনী পার্টির কর্মী এই ব্যাপারটা নিয়ে মার্তার পেছনে লাগে: "আহা, বেচারি ওজোল ওদিকে মস্কোয় ঘরের মধ্যে শুকিয়ে মরছে। হায়, হায় মার্তা! কোন্‌ প্রাণে তুমি তাকে এভাবে ভুলে বসে আছো?"

একদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার ঘণ্টাটা বাজবার ঠিক আগেই স্বাস্থ্য-নিবাসের বাড়িটা জুড়ে একটা মোরগের জোরালো ডাক শোনা গেল। রোগীদের দেখাশোনা করে যারা, তারা কোথা থেকে এই আওয়াজটা এল বুঝে উঠতে না পেরে ভোরের সংবাদবাহী ওই পাখিটার সন্ধানে এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে দিল। এব্‌নের যে মোরগের ডাকের অবিকল নকল করতে পারে আর সে-ই যে তাদের নিয়ে একটু মজা করেছে, এটা তাদের কারুর মাথায় একদম খেলেনি। পর পর ক'দিন সকালে ঘটনাটার পুনরাবৃত্তি হল, এবং এব্‌নের ব্যাপারটা ভারি উপভোগ করল।

স্বাস্থ্যনিবাসে পাভেলের একমাস-মেয়াদের শেষের দিকে তার শরীরের অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল। ডাক্তাররা তাকে বিছানায় শুয়ে থাকার নির্দেশ দিলেন। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল এব্‌নের। সে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছে এই নির্ভীক বলশেভিক তরুণটিকে—জীবনীশক্তি আর উদ্যমে ভরা এই যে-ছেলেটি এতো অল্প বয়েসেই স্বাস্থ্য হারিয়ে বসেছে। ডাক্তাররা কোরচাগিনের দুঃখময় পরিণাম সম্বন্ধে যে-ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সে কথা মার্তা তাকে বলার পর এব্‌নের গভীরভাবে পীড়িত হল মনে মনে।

স্বাস্থ্যনিবাসে পাভেলের শেষের দিনগুলো কাটল শয্যাশায়ী অবস্থায়। নিজের যন্ত্রণাটাকে সে আর-সকলের কাছ থেকে গোপন করে গেল—শুধু মার্তা তার মুখের নিদারুণ বিবর্ণতাটুকু লক্ষ্য করে বুঝতে পেরেছিল যে কি সাংঘাতিক যন্ত্রণা সইছে সে। এখান থেকে তার চলে যাবার এক সপ্তাহ আগে পাভেল ইউক্রেনীয় কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ থেকে একটা চিঠি পেল। তাতে জানানো হয়েছে যে স্বাস্থ্যনিবাসের ডাক্তাররা তাকে কাজের অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করার ফলে তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী পাভেলের ছুটি আরও দু-মাসের জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হল। খরচের টাকাও সেই সঙ্গে এসে পৌঁছাল।

অনেক দিন আগে ঝুখ্‌রাইয়ের কাছে মুষ্টিযুদ্ধ সম্বন্ধে শিক্ষা নিতে গিয়ে

যেভাবে সে তার প্রথম ঘুষিটা সয়েছিল, এবারও পাভেল সেইভাবে সইল এই আঘাতটা। সেবারে কিন্তু সে ঘুষি খেয়ে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ফের উঠে দাঁড়িয়েছিল।

মার কাছ থেকে একটা চিঠি পেল পাভেল—আলবিনা কিউৎসাম নামে তাঁর এক পুরনো দিনের সখীর সঙ্গে গিয়ে একবার দেখা করবার জন্যে লিখেছেন তিনি তাকে। ইউপেতোরিয়ার কাছেই একটা ছোট বন্দর-শহরে থাকেন তিনি। এই বান্ধবীটির সঙ্গে পনেরো বছর দেখাশোনা হয়নি পাভেলের মায়ের, তাই তিনি বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছেন যেন ক্রিমিয়ায় থাকতে থাকতে পাভেল গিয়ে একবার আলবিনার সঙ্গে দেখা করে আসে। পাভেলের জীবনে এই চিঠিখানার ভূমিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এক সপ্তাহ বাদে পাভেলের স্বাস্থ্যনিবাসের বন্ধুরা সবাই বন্দর-ঘাটায় এসে তাকে আন্তরিক বিদায়-অভিনন্দন জানাল। এব্‌নের ভাইয়ের স্নেহে আলিঙ্গন করে চুমো খেল তাকে। মার্তা অন্য কোথায় যেন গিয়েছিল সেই সময়টায়, তাই পাভেলকে তার কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই রওনা হতে হল। বন্দর-ঘাটা থেকে যে-ঘোড়াগাড়িটা পাভেলকে নিয়ে এসেছে, সেটা সকালের দিকে এসে থামল ছোট বাগানওয়ালা একটা বাড়ির সামনে।

পাঁচজন লোক নিয়ে এই কিউৎসাম-পরিবারঃ মা আল্‌বিনা, মোটাসোটা, বয়স্কা মহিলা, কালো বিষণ্ণ দুই চোখ, বার্ধক্যের ছাপ ফুটে-ওঠা তাঁর মুখে অতীত সৌন্দর্যের আভাস; তাঁর দুই মেয়ে লোলা আর তাইয়া; লোলার একটি ছোট্ট খোকা; আর বাড়ির কর্তা কিউৎসাম—হোঁৎকা-গোছের আর বিরক্তিকর মানুষটি, ভালুকের মতো দেখতে।

বুড়ো কিউৎসাম একটি সমবায়-ভাণ্ডারে কাজ করে। ছোট মেয়ে তাইয়া করবার মতো এটা ওটা কাজ যা পায় তাই করে। লোলার সম্প্রতি স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে—লোকটা মাতাল আর অত্যাচারী। টাইপিস্ট লোলা ইদানিং তার ছোট ছেলেটির দেখাশোনা করার জন্যে আর সংসারের কাজে মাকে সাহায্য করার জন্যে এই বাড়িতেই এসে আছে। এই দুজন মেয়ে ছাড়া, জর্জ নামে একটি ছেলেও আছে। পাভেলের এখানে আসার সময় সে লেনিনগ্রাদে ছিল।

পরিবারের লোকজন পাভেলকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাল। শুধু বুড়োটা আগন্তুকটির দিকে তাকাল শত্রুতাভরা সন্দেহের চোখে।

ধৈর্যের সঙ্গে পাভেল আলবিনাকে সমস্ত পারিবারিক খবরাখবর জানাল, এবং তার বদলে কিউৎসাম-পরিবারের এই জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে গেল।

বাইশ বছর বয়েস লোলার। সাদাসিধে মেয়েটি, বব্‌-করা বাদামী চুল, মুখের ধাঁচটা একটু চওড়া-গোছের, মন-খোলা একটা ভাব আছে সেই মুখে। সঙ্গে সঙ্গেই সে পাভেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠল এবং পরিবারের গোপন কথাগুলো সবই জানিয়ে দিল তাকে। বলল, গোটা পরিবারটাকে ওই বুড়ো নিজের ইচ্ছে মতো কড়া-হাতে শাসন করে, অন্য কেউ স্বাধীনভাবে কিছু করার বিন্দু-মাত্র চেষ্টা করলেই সেটাকে চেপে দেয়। সংকীর্ণমনা, গোঁড়ামিতে-ভরা আর ছিদ্রান্বেষী এই লোকটি পরিবারের লোকজনদের সদাসর্বদা সন্ত্রস্ত করে

রেখেছে। ফলে তার ছেলেমেয়েরা তাকে দারুণ অপছন্দ করে, স্ত্রী ঘৃণা করে —যে-স্ত্রী এই পঁচিশ বছর ধরে তার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে লড়াই করে ব্যর্থ হয়েছে। মেয়েরা সবসময় তাদের মায়ের পক্ষ নেয়। পরিবারের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি লেগেই আছে এবং এর ফলে তাদের জীবন বিষময় হয়ে উঠছে। অবিরাম বকাবকি আর সংঘাতের মধ্যে দিয়ে দিনগুলো কাটে।

লোলাই বলেছে পাভেলকে এসব কথাঃ এই পরিবারের জীবনে আরেকটি অশান্তির উৎস তাদের ভাই জর্জ—খাঁটি অকর্মা ছেলে একটি, দেমাক-ভরা, উদ্ধত প্রকৃতির; ভালো খাওয়া-দাওয়া, কড়া মদ আর পরিপাটি পোশাক-আশাক ছাড়া আর-কোনোকিছুর ধার ধারে না। ছেলেমেয়েদের মধ্যে জর্জ মায়ের বড়ো প্রিয়। ইস্কুলের পড়া শেষ করার পর জর্জ জানাল যে সে মস্কো যাবে এবং সেখানে যাবার জন্যে টাকা দাবি করে বসলঃ "আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হব। লোলা ওর আংটিটা বেচে দিতে পারে, তোমারও তো দু-একটা জিনিস আছে যার বদলে টাকা পাওয়া যেতে পারে। আমার টাকার দরকার।—তুমি সেটা কিভাবে জোগাড় করবে তা আমি জানি না।" জর্জ ভালোভাবেই জানে—সে যা-ই চাক, মা তাকে সেটা না দিয়ে পারবে না এবং নির্লজ্জভাবে সে মায়ের এই স্নেহের সুযোগ নিয়ে থাকে। বোনদের সে দেখে নিতান্তই করুণার দৃষ্টিতে, নিজের চেয়ে ঢের নিকৃষ্ট জীব বলেই মনে করে তাদের। স্বামীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে মা তার কাছ থেকে যা-কিছু টাকা-পয়সা বাগাতে পারে সেটার সবটাই ছেলেকে পাঠিয়ে দেয়, তাছাড়া তাইয়ার রোজগারের যথাসর্বস্বও মা জর্জকে পাঠায়। ইতিমধ্যে, জর্জ প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল মারার পর এখন লেনিনগ্রাদে তার কাকার কাছে দিব্যি ফুর্তিতেই আছে এবং আরও টাকার দাবি জানিয়ে ঘন ঘন টেলিগ্রাম পাঠিয়ে মার মনে সব সময় আতঙ্ক জাগিয়ে রেখেছে।

তার এখানে এসে পৌঁছাবার দিন সন্ধ্যের আগে পর্যন্ত পাভেল তাইয়ার দেখা পায়নি। হল-ঘরের বারান্দাটায় তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে গেলেন আলবিনা, পাভেলের কানে এল—তিনি ফিসফিসিয়ে তার আসার খবরটা বলছেন তাকে। অপরিচিত তরুণটির সঙ্গে তাইয়া সলজ্জভাবে করমর্দন করল, কান পর্যন্ত রক্তিম হয়ে উঠল তার এবং পাভেল তার ছোট কড়াপড়া বলিষ্ঠ হাতখানা ছেড়ে দেবার আগে দু-এক মুহূর্ত চেপে ধরে রইল।

উনিশ বছর বয়েস তাইয়ার। সুন্দরী নয়, কিন্তু তবু তার বড়ো বড়ো বাদামী চোখ, মঙ্গোলীয় ধাঁচের তির্যক ভুরু, টিকালো নাক, সুস্পষ্ট রাঙা ঠোঁট—সব মিলিয়ে তার বেশ একটা আকর্ষণ আছে। ডোরা-কাটা ব্লাউজের নিচে তার সদ্য-বিকশিত উন্নত স্তন দুটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

দুই বোনের জন্যে দুটি ছোট ছোট ঘর। তাইয়ার ঘরে অপ্রশস্ত একটা লোহার খাট, টুকিটাকি জিনিসে ভর্তি একটা টানা-আলমারি, ছোট একটা আয়না আর দেয়ালের গায়ে কয়েক ডজন ফটোগ্রাফ আর পোস্টকার্ড-ছবি। জানলার ধারে দুটো ফুলদানি, একটাতে গাঢ় লাল রঙের জেরানিয়ম-ফুল, অন্যটাতে হাল্কা পাটল রঙের অ্যাস্টার-ফুল। লেসের পর্দাটা ফিকে নীল রঙের ফিতে দিয়ে আটকানো।

লোলা তার বোনকে ঠাট্টাচ্ছলে খোঁচা দিলঃ "তাইয়া সাধারণত পুরুষ-

জাতীয় ব্যক্তিদের ওর ঘরে ঢুকতে দেয় না। তোমার বেলাতেই ও এই বিশেষ সুবিধেটুকু দিচ্ছে।"

বৃদ্ধ দম্পতি বাড়ীর যে অংশে থাকে, সেই অংশের একটা ঘরে পরের দিন বিকেলে বাড়ীর সবাই বসে চা খাচ্ছিল। কিউৎসাম মনোযোগের সঙ্গে তার চা-টা চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে মাঝে মাঝে তার চশমার ওপর দিয়ে নজর চালিয়ে সামনে উপবিষ্ট অতিথিটির দিকে তাকাচ্ছিল।

"আজকালকার এই বিয়ের আইনকানুনগুলোর ওপরে আমার আর কোনো শ্রদ্ধা নেই", বলল সে, "আজ বিয়ে, কালই খারিজ। খেয়াল-খুশির ব্যাপার। পূর্ণ স্বাধীনতা"—গলায় বিষম লেগে গিয়ে কেশে উঠল বৃদ্ধ, তারপরে দম নিয়ে লোলাকে দেখিয়ে বলল, "এই দ্যাখো না—কারুর অনুমতি না নিয়েই ইনি আর ওঁর ওই সাধের মানুষটি গিয়ে বিয়ে করে বসলেন, ছাড়াছাড়িও হয়ে গেল ওইভাবেই। আর এখন ফের আমাকেই ওকে আর ওর ওই অপোগণ্ডটিকে খাওয়াতে হচ্ছে। কী অন্যায় জুলুম!"

লজ্জায় যন্ত্রণায় রক্তিম হয়ে উঠল লোলার মুখ, জলভরা চোখে মুখখানা আড়াল করে নিল পাভেলের দিক থেকে।

"তাহলে আপনি মনে করেন যে ওই বদমায়েসটার সঙ্গেই ওর থাকা উচিত ছিল?" জিজ্ঞেস করল পাভেল। তার দুই চোখে একটা বন্য ক্রোধের দীপ্তি।

"কাকে বিয়ে করতে চলেছে, সেটা দেখেশুনেই করা উচিত ছিল ওর।"

আল্‌বিনা বাধা দিল। রাগটাকে একরকম না চেপেই, তাড়াতাড়ি বলে উঠল সে, "বাইরের একজন লোকের সঙ্গে এ সব আলোচনা কি না-করলেই নয়? বলবার মতো আর-কোনো কথা কি খুঁজে পেলে না?"

বুড়োটা তার দিকে ঘুরে বসে খিঁচিয়ে উঠল, "কি আলোচনা করব না-করব তা আমার জানা আছে! আমাকে কি করতে হবে না-হবে সেটা আবার তুমি বলে দিতে শুরু করেছ কবে থেকে!"

সেদিন রাত্রে পাভেল এই কিউৎসাম-পরিবারের কথা ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত জেগে রইল। আকস্মিকভাবে এখানে এসে পড়ে সে নিজের অজান্তেই এই পারিবারিক ঘটনাচক্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। মাকে আর মেয়েদের সে কিভাবে এই দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সাহায্য করতে পারে সেই কথাটাই ভাবছিল। নিজের জীবনটাই তার মোটেই গোছাল নয়। অনেক কিছু সমস্যার সমাধান করতে হবে তাকে এবং এখন সুনির্দিষ্ট কোনো একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করা আগেকার চেয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, একটাই পথ আছে: পরিবারের লোকগুলোকে ভিন্ন করে দিতে হবে, মাকে আর মেয়েদের চলে যেতেই হবে এই বুড়ো মানুষটিকে ছেড়ে। কিন্তু এই ব্যাপারটা ততো সহজ নয়। পাভেলের পক্ষে কোনক্রমেই এই পারিবারিক বিপ্লবের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়, কারণ, সে তো দু-একদিনের মধ্যেই চলে যাবে এবং হয়তো আর কোনদিনই তার এদের সঙ্গে দেখাও হবে না। সেক্ষেত্রে, ঘোলাজলের এই বদ্ধ ডোবাটাকে নেড়ে দেবার চেষ্টা না করে, ঘটনাস্রোতকে তার নিজস্ব গতিতে বয়ে যেতে দেওয়াটাই ভালো নয় কি? কিন্তু বুড়ো মানুষটির ওই ন্যক্কারজনক চেহারাটা তাকে কিছুতেই শান্তি দিচ্ছে না।

গোটাকতক পরিকল্পনা তার মাথায় এল, কিন্তু আরও ভালো করে ভেবে দেখার পর সবগুলোকেই সে অবাস্তব বলে বাতিল করে দিল।

পরের দিন ছিল রবিবার। শহরের মধ্যে এক পাক ঘুরে এসে পাভেল দেখে বাড়িতে একা তাইয়া রয়েছে। অন্যেরা গেছে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

পাভেল তাইয়ার ঘরে এসে একটা চেয়ারে ক্লান্তভাবে বসে পড়ল। জিজ্ঞেস করল, "বাইরে গিয়ে মাঝে মাঝে একটু বেড়িয়ে এস না কেন?"

নিচু গলায় জবাব দিল তাইয়া, "আমার কোথাও যেতে ভালো লাগে না।"

রাত্রে সে যেসব পরিকল্পনাগুলো ভেবেছিল, সেগুলো মনে পড়ল পাভেলের, কথাগুলো সে তাইয়াকে বলবে বলে মনস্থ করল। সরাসরি আসল কথাটা পাড়ল সে। আর কেউ এসে পড়ার আগেই তাড়াতাড়ি করে বলে চলল ঃ

"শোনো, তাইয়া, তোমার-আমার মধ্যে একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। আমাদের মধ্যে আর এইসব আনুষ্ঠানিক কেতা মেনে চলার দরকারটা কি? আমি শিগ্‌গিরই চলে যাচ্ছি। তোমাদের পরিবারের সঙ্গে আমার জানাশোনা হল এমন একটা সময়ে যখন আমি নিজেই নানান দুর্ভোগে পড়েছি—এইটে একটা আফশোষের কথা। তা নইলে ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে দাঁড়াত। এক বছর আগে হলে আমরা সবাই একসঙ্গে এখান থেকে চলে যেতে পারতাম। তোমার আর লোলার মতো মেয়েদের জন্যে সর্বত্রই প্রচুর কাজ পড়ে রয়েছে। বুড়ো মানুষটার কথা আলাদা—ওঁকে যুক্তি দিয়ে কিছু বোঝানো যাবে না। কিন্তু এখুনিই আর-কিছু করার নেই। আমার নিজের কি হবে না-হবে এখনও পর্যন্ত আমি কিছুই জানি না। আপাতত আমি অসহায়। কিন্তু কোনো উপায় তো নেই। আমি বিশেষ করে পীড়াপীড়ি করব যাতে আমাকে ফের কাজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ডাক্তাররা আমার সম্বন্ধে যতোসব আজেবাজে কথা লিখে পাঠিয়েছে আর কমরেডরা সবাই চেষ্টা করছে যাতে অনন্তকাল ধরে আমার চিকিৎসা চলে। কিন্তু সে সম্বন্ধে পরে ভাবা যাবে এখন।...আমি মাকে চিঠি লিখে তোমাকে এই দুর্দশার হাত থেকে উদ্ধার করা সম্বন্ধে তাঁর পরামর্শ চেয়ে পাঠাব। অবস্থাটাকে এভাবে চলতে দিতে পারি না। কিন্তু, তাইয়া, তোমাকে এই কথাটা খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে এর ফলে বর্তমান জীবন থেকে নিজেদের একেবারে বিচ্ছিন্ন করে আনতে হবে তোমাদের। সেটা কি তুমি করতে চাও এবং সেটা করার মতো জোর তোমার আছে কি?"

চোখ তুলে তাকাল তাইয়া। নিচু গলায় বলল, "চাই, কিন্তু সে জোর আমার আছে কি-না তা জানি না।"

তার এই অনিশ্চয়তাটুকু পাভেল বোঝে। সে বলল, "কিছু ভেবো না, তাইয়া! ইচ্ছাটা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সব-কিছু ঠিক হয়ে যাবে। পরিবারের সকলের ওপরে তোমার টানটা কি খুব বেশি?"

প্রশ্নটায় একটু আশ্চর্য হয়ে গেল তাইয়া, এক মুহূর্ত ইতস্তত করল সে। শেষে বলল, "মার জন্যে আমার বড়ো দুঃখ হয়। বাবা তাঁর জীবনটা বিষময় করে তুলেছেন আর এখন জর্জ তাঁর ওপরে অত্যাচার চালাচ্ছে। জর্জকে মা যতোটা ভালোবাসেন, আমাকে সে রকম কোনোদিনই বাসেন না, তবু আমার মার জন্যে ভয়ানক কষ্ট হয়..."

অনেকক্ষণ ধরে খোলাখুলি কথাবার্তা হল তাদের মধ্যে। বাড়ির অন্য লোকজন সব ফিরে আসার একটু আগে পাভেল কৌতুক করে বলল, "এতদিনে যে বুড়োটা তোমার বিয়ে দিয়ে দেয়নি, সেইটেই আশ্চর্য।"

কথাটা মনে হতেই তাইয়া আতঙ্কে হাত দুটো বিক্ষিপ্ত করে বলল, "না, না, আমি কখনও বিয়ে করব না। বেচারি লোলার অবস্থাটা আমি দেখেছি। কোনো কিছুর লোভেই আমি বিয়ে করতে রাজি নই!"

হেসে উঠল পাভেল: "তাহলে বাকি জীবনটার মতো তুমি ব্যাপারটার ফয়সালা করে ফেলেছ? কিন্তু যদি কোনো চমৎকার সুপুরুষ তরুণ তোমার জীবনে এসে যায়, তাহলে?"

"না, তাহলেও না। বিয়ের আগে প্রেম করার বেলায় ওরা সকলেই ভারি চমৎকার।"

সান্ত্বনা দেবার জন্যে পাভেল তার কাঁধে হাত রাখল: "ঠিক আছে, তাইয়া। স্বামী না হলেও তোমার দিব্যি চলে যাবে। কিন্তু তরুণদের ওপরে তোমার অতোটা নির্মম হবার দরকার নেই। আমি তোমার সঙ্গে প্রেম জমাবার চেষ্টায় আছি—এ সন্দেহ যে তোমার মনে জাগেনি, সেটা ভালো।" ভাইয়ের মতো পাভেল তার বাহুর ওপরে চাপড় মারল।

কোমল গলায় বলল তাইয়া: "তোমার মতো মানুষরা অন্য ধরনের মেয়েদের বিয়ে করে।"

দিনকয়েক বাদেই পাভেল খারকভ রওনা হয়ে গেল। তাইয়া, লোলা আর আলবিনা তার বোন রোজাকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশনে এল পাভেলকে বিদায় জানাবার জন্যে। আলবিনা তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল—সে যেন তার মেয়েদের ভুলে না যায়, এই দুরবস্থার মধ্যে থেকে যাতে তারা সকলে উদ্ধার পায় তার জন্যে যেন সে তাদের সাহায্য করে। ঘনিষ্ঠ কোনো প্রিয়জনকে যেমন লোকে বিদায় দেয়, তেমনিভাবে তারা পাউেলকে বিদায় জানাল, তাইয়ার চোখে জল এসে গিয়েছিল। কামরাটার জানলা থেকে পাভেল তাকিয়ে রইল লোলার মাথায় বাঁধা সাদা রুমালটার দিকে, তাইয়ার ডোরা-কাটা ব্লাউজটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসতে আসতে শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে গেল।

খারকভে পেঁাছে পাভেল সোজা চলে এল তার বন্ধু পেতিয়া নোভিকভ্-এর ঘরে—কারণ, ডোরার ব্যাঘাত ঘটাতে চায় না সে। বিশ্রামের শেষে ভ্রমণ-ক্লান্তিটুকু কাটিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সে এল কেন্দ্রীয়-কমিটিতে। এখানে এসে আকিমের জন্যে অপেক্ষা করে রইল এবং শেষ পর্যন্ত যখন তারা দুজন ছাড়া ঘরে আর কেউ রইল না, তখন পাভেল বলল যে তাকে অবিলম্বে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হোক। মাথা নাড়ল আকিম: "তা হয় না, পাভেল! চিকিৎসা-কমিশনের আর কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ আছে আমাদের ওপর। বলা হয়েছে, তোমার শরীরের গুরুতর অবস্থা বিবেচনা করে তোমাকে কোনো কাজ করতে দেওয়া হবে না—স্নায়বিক রোগ-চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানে তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।"

"ওরা কি বলল না বলল, আমি তার কি ধার ধারি, আকিম! আমি তোমার

কাছেই আবেদন জানাচ্ছি। কাজ করার একটা সুযোগ আমাকে দাও! একটা হাসপাতাল থেকে আরেকটা হাসপাতালে এইভাবে ঘোরাঘুরি করে আমার কিছু-মাত্র লাভ হচ্ছে না।”

আকিম তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টায় যুক্তি দেখাল: “পার্টি-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেতে পারি না আমরা। এটা যে তোমারই ভালোর জন্যে তা কি তুমি বোঝ না, পাভলুশা?” কিন্তু পাভেল এমন আন্তরিক আবেগের সঙ্গে নিজের পক্ষে সালিশী করল যে শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হল আকিমকে।

পরের দিনই পাভেল কেন্দ্রীয় কমিটির সদর-দপ্তরে বিশেষ বিভাগে কাজে লেগে গেল। কাজ শুরু করে দিলেই তার শরীরে হৃতশক্তি ফিরে আসবে বলে তার বিশ্বাস। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বুঝল তার ভুল হয়েছে। এক-নাগাড়ে আট ঘণ্টা বসে থাকে সে তার ডেস্কে, দুপুরের খাবার সময়টুকুতেও কাজ বন্ধ করে না—শুধুমাত্র এই কারণে যে তিনতলা সিঁড়ি ভেঙে সর্বসাধারণের খাবার-ঘর পর্যন্ত ওঠানামা করার হয়রানিটুকু সওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রায়ই তার হাত বা পা হঠাৎ অসাড় হয়ে যায় এবং মাঝে মাঝে তার গোটা শরীরটাই কয়েক মুহূর্তের জন্যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রায় সর্বদাই একটা জ্বর-জ্বর ভাব বোধ করে সে। মাঝে মাঝে সকালে দেখতে পায় যে বিছানা ছেড়ে ওঠার শক্তি নেই এবং ব্যারামের সাময়িক আক্রমণটুকু কেটে যাবার পর হতাশার সঙ্গে লক্ষ্য করে যে সেদিনকার মতো কাজে যোগ দিতে তার পুরো একঘণ্টা দেরি হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত এমন একদিন এল যখন দেরি করে কাজে আসার জন্যে তাকে সরকারীভাবে তিরস্কার করা হল। আর তখনই সে বুঝল যে, যে-ব্যাপারটাকে সে জীবনে সবচেয়ে বেশি ভয় করে এসেছে, এটা তারই সূত্রপাত—পার্টির কর্মীদলের বাইরে পড়ে যাচ্ছে সে।

আকিম তাকে দু-বার অন্য কাজে বদলি করে দিয়ে সাহায্য করল, কিন্তু অনিবার্য ঘটনাটা ঘটে গেল শেষ পর্যন্ত। ফিরে এসে কাজে যোগ দেবার একমাস বাদেই পাভেল আবার শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। এইবারে তার মনে পড়ল—খারকভ থেকে বিদায় নেবার সময় বাঝানোভার শেষ কথাগুলো। পাভেল তাকে চিঠি লিখল এবং সেইদিনই এসে পড়ল বাঝানোভা। যে-কথাটা পাভেল শুনতে চাচ্ছিল, সেই কথাটাই বাঝানোভা বলল তাকে—হাসপাতালে যে পাভেলকে যেতেই হবে এমন কোনো কথা নেই।

হাল্কা স্বরে বলল পাভেল, “তাহলে আমার শরীর আজকাল এতো ভালো যাচ্ছে যে আর চিকিৎসার দরকার নেই, অ্যাঁ?” কিন্তু কৌতুকটা খুব কার্যকরী হল না।

আগের চেয়ে একটু সেরে উঠেছে বলে মনে হতেই সে কেন্দ্রীয় কমিটির কাজে ফিরে এল। কিন্তু এবারে আকিমের মনোভাব একেবারে অনমনীয়: পাভেলকে হাসপাতালে যেতে হবে বলে গোঁ ধরল সে।

“কোথাও যাচ্ছি না আমি”, ক্লান্ত স্বরে বলল পাভেল, “কোনো লাভ হবে না গিয়ে। খুব ভালোরকম নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞের মত জেনেই আমি একথা বলছি। একটা পথই শুধু আমার সামনে খোলা আছে—মাসোহারা নিয়ে কাজকর্ম থেকে অবসর নেওয়া। কিন্তু সেটি হচ্ছে না! আমাকে কাজ ছেড়ে দেওয়াতে পারবে না তোমরা। মাত্র চব্বিশ বছর বয়েস আমার—অকর্মণ্য পঙ্গু হিসেবে, আর

কোনো লাভ নেই জেনেও হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে চাই না আমি। কিছু একটা করবার মতো কাজ তোমার আমাকে দিতেই হবে—আমার এই অবস্থার পক্ষে উপযোগী কোনো কাজ। বাড়িতে বসে কাজ করতে পারি আমি, কিংবা আপিসেও থাকতে পারি। শুধু দেখো, চিঠিপত্রে নম্বর বসিয়ে যাওয়া বা ওই ধরনের স্রেফ কলম-নাড়াচাড়ার কোনো কাজ যেন দিয়ো না। কিছু-একটা কাজ আমাকে পেতেই হবে যাতে কিনা আমার এই সান্ত্বনাটুকু থাকবে যে আমি এখনও কোনো-একটা কাজে লাগছি।"

পাভেলের আবেগ-কম্পিত গলার স্বর ক্রমশই চড়া-পর্দায় উঠে গেল।

আকিম তার প্রতি গভীর একটা সমবেদনা অনুভব করল। এই-যে দীপ্ত-হৃদয় তরুণটি তার এই সংক্ষিপ্ত জীবনকালের সবটাই পার্টির জন্যে দান করেছে, তার পক্ষে সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার এই চিন্তাটার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে পেছনের সারিতে সরে গিয়ে অবসর-জীবন যাপন করতে বাধ্য হওয়াটা যে কতোবড়ো একটা ট্রাজেডি, তা আকিম জানে। সে যতদূর পারে পাভেলকে সাহায্য করবে বলে মনস্থ করল।

"আচ্ছা, ঠিক আছে। শান্ত হও, পাভেল। আগামী কাল সেক্রেটারিয়েটের একটা সভা আছে, সেখানে আমি কমরেডদের কাছে তোমার ব্যাপারটা তুলব। আমার যথাসাধ্য করব বলে কথা দিচ্ছি।"

ভারি পায়ে উঠে দাঁড়াল পাভেল, আকিমের হাতখানা চেপে ধরল: "আকিম, তোমার কি সত্যিই মনে হয় যে জীবন থাকতে আমি এইভাবে কোণঠাসা হয়ে গুঁড়িয়ে যাব? যতক্ষণ পর্যন্ত আমার হৃদপিণ্ডটা এইখানে ধুক্‌ধুক্‌ করবে"—বলতে বলতে সে আকিমের হাতখানা চেপে ধরল নিজের বুকের ওপরে যাতে সে তার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্ষীণ ধুক্‌ধুক্‌ আওয়াজটা শুনতে পায়—"যতক্ষণ পর্যন্ত এই ধুক্‌ধুকুনি বন্ধ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ আমাকে পার্টি থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। একমাত্র মৃত্যুই পারে আমাকে পার্টির কর্মীদলের বাইরে ঠেলে সরিয়ে দিতে। এই কথাটি মনে রাখার চেষ্টা কোর, ভাই।"

কিছু বলল না আকিম। সে জানে পাভেলের এই কথাগুলো শুধুই ফাঁকা বুলি নয়—যুদ্ধক্ষেত্রে মর্মান্তিক রকম আহত একজন সৈনিকের উক্তি। সে জানে, কোরচাগিনের মতো লোক যারা, তারা এ ছাড়া অন্য কোনরকম ভাবতে বা বলতে পারে না।

দুদিন বাদে আকিম পাভেলকে জানাল, একটা বহুলপ্রচারিত খবরের কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করার সুযোগ তাকে দেওয়া হবে—অবশ্য যদি লেখ লেখির কাজ তাকে দিয়ে হবে বলে মনে হয়, তাহলে।

সম্পাদকীয় দপ্তরে পাভেলকে সৌজন্যের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানান হল এবং একজন সহকারী-সম্পাদক তার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন—পুরনো দিনের পার্টিকর্মী এই মহিলাটি, ইউক্রেনের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ-কমিটির সভাপতি-মণ্ডলীর একজন সভ্য।

"আপনি লেখাপড়া কতদূর পর্যন্ত করেছেন, কমরেড?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"প্রাথমিক স্কুলে তিন বছর পড়েছি।"

"পার্টির কোনো রাজনীতিক স্কুলে আপনি পড়েছেন কি?"

"না।"

"তা, স্কুল-কলেজে খুব বেশি দূর না পড়েও অনেকেই ভালো সাংবাদিক হয়েছে দেখা গেছে। কমরেড আকিম আমাদের বলেছে আপনার কথা। বাড়িতে বসে করবার মতো কাজ আমরা আপনাকে দিতে পারি। আর, সাধারণভাবে, আপনার কাজ করার মতো যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে দিতেও প্রস্তুত আছি আমরা। কিন্তু এ ধরনের কাজের জন্যে বেশ খানিকটা জ্ঞান থাকা দরকার—বিশেষ করে সাহিত্য আর ভাষার ক্ষেত্রে।"

কথাগুলো শুনে পাভেলের মনে হল—এটা তার পরাজয়ের পূর্বসূচনা। আধঘণ্টা ধরে এই কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে সে দেখতে পেল—তার জ্ঞান যথেষ্ট নয়। কেমন লিখতে পারে দেখবার জন্যে তাকে একটা প্রবন্ধ রচনা করতে দেওয়া হয়েছিল। লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে দেখানো ছত্রিশটা ভাষাগত প্রকাশভঙ্গীর ভুল আর বানান-ভুল সমেত লেখাটা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল।

"আপনার বেশ যোগ্যতা আছে, কমরেড কোরচাগিন," বললেন সম্পাদিকা, "কিছুদিন খাটলে আপনি দিব্যি লিখতে শিখে যাবেন বলে মনে হয়। কিন্তু বর্তমানে আপনার লেখায় ব্যাকরণের ভুল আছে। আপনার প্রবন্ধটার থেকে বোঝা যাচ্ছে, আপনার রাশিয়ান ভাষায় যথেষ্ট দখল নেই। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ আপনি সেটা শেখার সুযোগ পাননি। আমরা এখানে আপনাকে কোনো কাজে লাগাতে পারব না বলে দুঃখিত। যদিও, আপনার যে যোগ্যতা আছে সেকথা আগেই বলেছি। আপনার প্রবন্ধটির বক্তব্য না বদলিয়ে যদি শুধু ভাষাটার সম্পাদনা করে দেওয়া যায়, তাহলে ওটা একটা চমৎকার রচনা হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু, দেখুন, আমরা এমন লোক চাই যারা অন্যের লেখা সম্পাদনা করে নিতে পারবে।"

লাঠিটার ওপরে ঝুঁকে পড়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল কোরচাগিন। তার ডান-চোখের ভুরুটা সংকুচিত-প্রসারিত হচ্ছে।

"হ্যাঁ, আপনার বক্তব্যটা আমি বুঝেছি। আমি আর সাংবাদিক হব কোত্থেকে? আমি এককালে ছিলাম ভালো কয়লা-জোগানদার, আর, ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবেও মন্দ নয়। ভালো ঘোড়সওয়ার ছিলাম এবং কম্‌সোমল-তরুণদের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে তুলতে পারতাম। কিন্তু বুঝতে পারছি, আপনাদের কাজের ক্ষেত্রে আমার অবস্থাটা খুব করুণ হয়ে দাঁড়াবে।"

করমর্দন করে বেরিয়ে এল সে।

বারান্দাটার একটা বাঁকে এসে ঘুরে যাবার সময়ে হঠাৎ শরীরটা টলে উঠল তার। সেখান দিয়ে যাচ্ছিল একটি মেয়ে—সে এসে তাকে ধরে না ফেললে প্রায় পড়ে গিয়েছিল সে।

"কি হয়েছে, কমরেড? বেশ অসুস্থ মনে হচ্ছে আপনাকে!"

সামলে নিতে কয়েক সেকেন্ড লেগে গেল পাভেলের। তারপরে সে ভদ্রভাবে মেয়েটিকে পাশে সরিয়ে দিয়ে লাঠিটার ওপর ঝুঁকে পড়ে ভর দিয়ে দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

সেইদিন থেকে পাভেল অনুভব করল, তার জীবনটা ক্ষয়ে আসছে। এখন আর কাজ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ক্রমশই বেশি বেশি করে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় কমিটি তাকে কাজের দায়িত্ব থেকে খালাস করে

দিয়ে তার মাসোহারার বন্দোবস্ত করে দিল। যথাসময়ে মাসোহারা এসে গেল আর সেই সঙ্গে এসে গেল তাকে অসুস্থ পঙ্গু হিসাবে ঘোষণা করে একখানা সুপারিশ-পত্র। পাভেলকে তার খুশিমতো যে-কোনো জায়গায় যাবার অধিকার দিয়ে কেন্দ্রীয়-কমিটি তাকে টাকাকড়ি আর পরিচয়পত্র-ইত্যাদি দিয়ে দিল।

মার্তার কাছ থেকে একটা চিঠি পেল সে—মস্কোতে গিয়ে তার কাছে কিছুদিন থেকে বিশ্রাম নিয়ে আসবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আগে থেকেই মস্কোতে যাবে বলে মনস্থ করেছিল পাভেল, কারণ, এখনও তার মনে একটা ক্ষীণ আশা জেগে আছে যে সারা-ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটি হয়তো তাকে এমন একটা কোনো কাজ জুটিয়ে দিতে পারবে যে-কাজে ঘোরাঘুরি করে বেড়াবার দরকার পড়বে না। কিন্তু মস্কোতেও তাকে ডাক্তারী চিকিৎসা করাবার জন্যে পরামর্শ দেওয়া হল এবং ভালো একটা হাসপাতালে তাকে জায়গাও দিতে চাওয়া হল। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করল সে।

মার্তা আর তার বান্ধবী নাদিয়া পিটার্সন যে-ফ্ল্যাটে একসঙ্গে থাকে, সেখানে পাভেলের ঊনিশটা দিন দ্রুত কেটে গেল। অনেকখানি সময় পাভেলকে একলা কাটাতে হয়, কারণ, মার্তা আর নাদিয়া সকাল বেলা কাজে বেরিয়ে যায় আর সন্ধ্যের আগে ফেরে না। মার্তার লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে পড়ে পড়ে সময় কাটায় সে—মার্তার বইয়ের সংগ্রহ বেশ ভালো। মার্তা, নাদিয়া আর বন্ধুদের সঙ্গে সন্ধ্যেগুলো বেশ আনন্দে কাটে।

লোলা আর তাইয়া কিউৎসামের কাছ থেকে চিঠি এল, তারা তাকে একবার ওদের ওখানে আসতে লিখেছে। অসহনীয় হয়ে উঠেছে তাদের জীবন, পাভেলের সাহায্য চায় তারা।

অতএব, একদিন সকালে পাভেল গুসিয়াৎনিকভ্ স্ট্রিটের সেই ছোট্ট নিরিবিলি ফ্ল্যাটখানা ছেড়ে রওনা হয়ে গেল। ট্রেনটা তাকে দক্ষিণমুখো দ্রুত বয়ে নিয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে, স্যাঁৎসেতে বৃষ্টিঝরা হেমন্তকে এড়িয়ে সে চলেছে দক্ষিণ-ক্রিমিয়ার উষ্ণ উপকূলে। জানলার ধারে বসে পাভেল টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলোর দ্রুত পাশ কেটে বেরিয়ে যাওয়াটা লক্ষ্য করছে। ভুরু দুটি তার কুঁচকে গেছে, তার কালো দুই চোখে একটা অনমনীয় দৃঢ়তার দীপ্তি।

অষ্টম অধ্যায়

নিচে সমুদ্র এসে আছাড় খাচ্ছে পাহাড়ের এব্ড়োখেব্ড়ো খাঁজ-কাটা পাথুরে দেয়ালে। সুদূর তুরস্ক থেকে বয়ে আসা জোরালো শুকনো হাওয়া এসে লাগছে মুখেচোখে। কংক্রিটের বাঁধ দিয়ে সমুদ্র থেকে আড়াল করা বন্দরটা এলোমেলো একটা বৃত্তাংশ রচনা করে ঢুকে গেছে তটভূমির মধ্যে। আর তারই ওপর দিয়ে দেখা যায়—সমুদ্রের ধারে এসে হঠাৎ থেমে-যাওয়া পাহাড়ের সারির ঢালু বুকের ওপর শহরতলীর ছোট ছোট সাদা কুঁড়েগুলো। শহরের বাইরে এই পুরনো পার্কটা বেশ নিরিবিলি। ম্যাপল্-গাছের হলদে পাতাগুলো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ধীরে ধীরে নেমে আসছে ঘাস-গজানো পথগুলোর ওপরে।

শহর থেকে পাভেলকে এখানে গাড়ি করে পেঁছে দিয়ে গেছে একজন বুড়ো পারসীক গাড়োয়ান। বিদেশী সওয়ারটি যখন নেমে এল তার গাড়ি থেকে তখন সে জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারল নাঃ "এতো জায়গা থাকতে এখানে এলেন কেন? এখানে না আছে কম-বয়েসী মেয়েদের দল, না আছে কোনো আমোদের ব্যবস্থা, আছে শুধু শেয়ালের পাল।...এখানে আর করবেন কি? চলুন বরং আমি গাড়ি করে আপনাকে শহরে ফিরিয়ে নিয়ে যাই, কমরেড-মশাই!"

পাভেল তার ভাড়া চুকিয়ে দিল। গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল বুড়োটা।

পার্কটা সত্যিই সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য। পাহাড়ের খাড়াইটার কাছে সমুদ্রের মুখোমুখি একটা বেঞ্চি পেয়ে গেল পাভেল, বসে পড়ে মুখখানা মেলে ধরল মৃদু-তেজ হেমন্ত-রৌদ্রের দিকে। তার জীবনের এই গতিপরিবর্তনের কথাটা এবং এখন কি করবে না-করবে সেটা ভেবে দেখার জন্যে সে এই নিরিবিলি জায়গাটায় এসে বসেছে। অবস্থাটা ভালো করে বিবেচনা করার পর একটা কোনো সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে।

কিউৎসামদের এখানে তার এই দ্বিতীয়বার আসাতে তাদের পারিবারিক সংঘাতটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বুড়োটা পাভেলের এসে পড়ার খবর পেয়েই দারুণ চটে উঠে সাংঘাতিক গালাগাল-চেঁচামেচি করেছিল। স্বভাবতই প্রতিরোধের নেতৃত্বটা এসে পড়েছিল পাভেলের ওপরে। অপ্রত্যাশিতভাবে তার

স্ত্রী আর মেয়েদের কাছ থেকে একটা জোরালো পাল্টা আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়াতে হল বুড়োটাকে। এবং, পাভেলের এখানে এসে পৌঁছানোর প্রথম দিন থেকেই গোটা বাড়িটা দুটো শত্রু-শিবিরে ভাগ হয়ে গেল। বাড়িটার যে-অংশে বাবা-মা থাকে, সেদিকে যাবার দরজাটা তালা-বন্ধ হয়ে গেল। পাশের দিকে ছোট একখানা ঘর ভাড়া দেওয়া হল কোরচাগিনকে। পাভেল অগ্রিম ভাড়া চুকিয়ে দেওয়ায় বুড়োটা এই ব্যবস্থায় কিছুটা শান্ত হল। মেয়েরা এখন ভিন্ন হয়ে গেছে, তাই সে আর তাদের ভরণপোষণ করবে বলে আশা করা যায় না। কূটনৈতিক কারণে আলবিনা তার স্বামীর সঙ্গেই আছে। বুড়োটা তার বসবাসের অংশটুকুর এদিকে এক পাও আসে না কখনও। এই মানুষটিকে সে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে, তার সঙ্গে দেখাদেখিটা এড়িয়ে চলে। কিন্তু সে যে এখনও বাড়ির কর্তা, সেটা জাহির করার জন্যে বাইরের উঠোনটায় যতোদূর পারে সোরগোল তোলে। সমবায়-ভাণ্ডারে কাজ নেবার আগে এই কিউৎসাম-বুড়ো জুতো তৈরি করে আর ছুতোরগিরি করে রোজগার চালাত। তাই পেছনের আঙিনাটায় তার ছোট্ট একটা কারখানা ছিল। ভাড়াটেকে বিরক্ত করবার জন্যে এখন সে তার কাজ করার বেঞ্চিটাকে চালার ভেতর থেকে টেনে নিয়ে এসে বসিয়েছে ঠিক পাভেলের ঘরের জানলাটার নিচেই—ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রচণ্ড শব্দে হাতুড়ি পেটায় আর তার ফলে কোরচাগিনের পড়ায় ব্যাঘাত ঘটছে জেনে একটা বিদ্বেষভরা তৃপ্তি লাভ করে।

হিস্‌হিসিয়ে আপন মনে বলে, "দাঁড়াও, এখান থেকে তাড়িয়ে ছাড়ছি তোমায়..."

অনেক দূরে একেবারে দিগন্তের কাছে একটা স্টিমার ছোট একটা ধোঁয়ার রেখা এঁকে দিয়েছে জলের বুকে। একদল গাংচিল ডানা ছড়িয়ে সমুদ্রের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কান-ফাটানো চিৎকার তুলে।

হাতের তেলোয় থুত্‌নিটা রেখে পাভেল চিন্তায় ডুবে গেছে। ছেলেবেলা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গোটা জীবনের ছবিটা তার মনশ্চক্ষুর সামনে খেলে গেল। এই চব্বিশ বছর সে কিভাবে বেঁচেছে? বাঁচাটা সার্থক হয়েছে না ব্যর্থ হয়েছে? আরেকবার সে জীবনটার পর্যালোচনা করে চলল বছর ধরে ধরে, ধীরভাবে পক্ষপাতহীন বিচার করে করে। দারুণ একটা স্বস্তি বোধ করল যখন দেখল যে ততোটা খারাপভাবে জীবনটা কাটায়নি সে। ভুলত্রুটি ঘটেছে ঠিকই,—তরুণ বয়সের অনভিজ্ঞতার ভুল, প্রধানত অজ্ঞতাজনিত ভুল। কিন্তু সোবিয়েত শক্তি-প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রামের সময়ে সেই সব ঝোড়ো দিনগুলোয় সে-ও থেকেছে লড়াইয়ের মাঝখানে এবং বিপ্লবের রক্ত-পতাকায় তার জীবনের দু-এক বিন্দু রক্তও লেগে আছে।

শক্তি নিঃশেষ হয়ে না আসা পর্যন্ত সে থেকেছে কর্মীদলের মধ্যে। আর এখন চোট খেয়ে পড়ে যাবার পর যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের সামনের সারিতে জায়গা নিতে অসমর্থ হয়ে তার এবার পেছন-ঘাঁটির হাসপাতালে এসে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। পাভেলের মনে পড়ল তাদের ওয়ারশ' আক্রমণ করার কথাটা এবং লড়াই যখন চরমে উঠেছে তখন একজন সৈন্যের গুলি লেগে পড়ে যাবার দৃশ্যটা। মাটির ওপরে ঘোড়ার খুরের নিচে পড়ে গিয়েছিল লোকটা। কমরেডরা তাড়াতাড়ি তার ক্ষতগুলো বেঁধে দিয়ে স্ট্রেচার-বাহকদের কাছে জিম্মা

করে দিল তাকে এবং শত্রুর পেছনে তাড়া করে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। একজন আহত সৈনিকের জন্যে পুরো দলের এগিয়ে যাওয়াটা থেমে থাকেনি। মহৎ আদর্শের জন্যে সংগ্রামে এই রকমই হয়, এরকমই হওয়া উচিত। অবশ্য সে পা-কাটা মেশিনগান-গোলন্দাজদেরও যে কামান বয়ে নিয়ে যাওয়ার গাড়ি-গুলোয় চেপে যুদ্ধে যেতে দেখেছে, সে-কথা ঠিক। এই সব লোক শত্রুসারির মধ্যে নিদারুণ আতঙ্ক জাগিয়ে তুলেছে, মৃত্যু আর ধ্বংসের তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে, এবং তাদের ইস্পাত-কঠিন সাহস আর অভ্রান্ত নিশানার ক্ষমতার জন্যে তারা হয়ে উঠেছে তাদের নিজের নিজের ফৌজীদলের গর্ব। কিন্তু এ ধরনের লোকের সংখ্যা খুব কম।

কিন্তু এই পরাজয়ের পর আর যখন কর্মীদলের মধ্যে তার ফিরে যাবার কোনো আশা নেই, তখন কি করবে সে? ভবিষ্যতে যে তাকে এর চেয়েও ঢের বেশি যন্ত্রণা সইতে হবে—বাঝানোভার কাছ থেকে এই স্বীকৃতিটুকু তো সে আদায় করেই ছেড়েছে। কি করবার আছে তার? অমীমাংসিত এই প্রশ্নটি যেন তার সামনেই একটা অতলস্পর্শী গহ্বরমুখ বিস্তার করে রয়েছে। সংগ্রাম করার ক্ষমতাকেই সে জীবনে সবচেয়ে বড়ো মূল্য দিয়ে এসেছে, সেই ক্ষমতাটাকেই হারিয়ে বসার পর আর বেঁচে রইবে কিসের জন্যে? কোন্ যুক্তিতে সে তার এই আজকের আর নিরানন্দ আগামীকালের অস্তিত্বটুকুকে সমর্থন করবে? কি দিয়ে ভরে তুলবে সে তার দিনগুলোকে? শুধু নিঃশ্বাস নেবার জন্যে আর খাবার জন্যে টিঁকে রইবে? তার কমরেডরা সব সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাবে, আর সে শুধু পাশে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মতো দেখে যাবে? যোদ্ধাদের দলে সে হয়ে রইবে একটা বোঝা? এই যে দেহটা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সেটাকে ধ্বংস করে ফেলাটাই কি ঢের ভালো হবে না? হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্যে একটা গুলি চালিয়ে দাও—আর চুকিয়ে ফেল সবকিছু! সার্থক জীবনের সময়োচিত পরিসমাপ্তি ঘটুক। যন্ত্রণার হাত থেকে যে সৈনিক নিজেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে, তার নিন্দা করবে কে?

পকেটের মধ্যে তার ব্রাউনিং-পিস্তলের চ্যাপ্টা গড়নটা একবার নাড়াচাড়া করল সে। বাঁটের ওপরে আঙুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে এল। ধীরে ধীরে বের করে আনল হাতিয়ারটা।

"শেষ পর্যন্ত যে তুমি এরকম একটা সিদ্ধান্তে আসবে, তা কি কেউ কখনও ভাবতে পেরেছে?"

নিঃশব্দ ঘৃণার চোখ মেলে ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পিস্তলের নলটা। তারপরে ও হাঁটুর ওপরে পিস্তলটা রেখে নিদারুণ আত্মগ্লানির সঙ্গে গাল পাড়ল একটা।

"শস্তা বাহাদুরি যতো সব! যে-কোনো আহাম্মকই তো গুলি খেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে—ওটাই তো সবচেয়ে সহজ পথ, কাপুরুষের পথ। জীবন যখন তোমার ওপরে বড়ো বেশি রকম নির্দয় হয়ে উঠেছে, তখন তো যে-কোন সময়েই খুলির মধ্যে একটা গুলি চালিয়ে দিতে পারো। কিন্তু জীবনের ভালোর দিকটাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছ কি? এ কথাটা কি বিনা দ্বিধায় বলতে পারো যে লোহার ফাঁদটাকে কেটে বেরিয়ে আসার জন্যে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখোনি? নভোগ্রাদ-ভলিন্‌স্কির সেই লড়াইয়ে আমরা

পরপর সতেরো বার হামলা চালিয়ে সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত জয়ী হলাম—সে কথাটা ভুলে গেছ নাকি? সরিয়ে রেখে দাও পিস্তলটা। আর, কখনও কারুর কাছে ঘুণাক্ষরেও কথাটা বোলো না যেন। জীবন যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে তখন কি করে বাঁচতে হয়, সেটা শেখো। জীবনটাকে কাজে লাগাও।"

দাঁড়িয়ে উঠে রাস্তা বেয়ে চলল পাভেল। পথ-চল্‌তি একজন পাহাড়ী তাকে তার গাড়ীতে তুলে নিয়ে পৌঁছে দিল। শহরে পৌঁছে গাড়ী থেকে সে নেমে গেল। একখানা খবরের কাগজ কিনে নিয়ে তাতে পড়ল—'দেমিয়ান বেদ্‌নি ক্লাব'-এ শহর-পার্টি-গ্রুপের একটা সভার ঘোষণা। সেদিন অনেক রাত্রে পাভেল বাড়ি ফিরল। সভায় সে বক্তৃতা দিয়েছিল, জানতেও পারেনি যে বড়ো কোনো সাধারণ সভায় তার এই শেষ বক্তৃতা।

পাভেল যখন বাড়ি ফিরল, তাইয়া তখনও জেগে আছে। পাভেলের এই দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সে দুর্ভাবনায় পড়েছিল। মনে পড়ছিল—সকালে পাভেলের দুই চোখে সে কেমন যেন বিষণ্ণ-গম্ভীর আর নিরুত্তাপ একটা চাউনি লক্ষ্য করেছে—যে-চোখ দুটির দৃষ্টি সর্বদাই প্রাণবন্ত আর উজ্জ্বল। উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছিল—কি হল ওর? পাভেল কখনও নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে ভালোবাসে না; কিন্তু সে যে কোনো-একটা নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে সেটা তাইয়া অনুভব করেছিল।

মার ঘরে ঘড়িটায় যখন দু-টো বাজল, তখন বাইরের দেউড়িটার ক্যাঁচকেঁচে আওয়াজ শুনতে পেল তাইয়া। জ্যাকেটটা মাথার ওপর দিয়ে গলিয়ে নিয়ে সে ভেতরের দরজাটা খুলে দেবার জন্যে বেরিয়ে এল। ঘুমন্ত লোলার ঘরের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় সে এপাশ-ওপাশ করে অস্পষ্ট ভাষায় কি যেন বলে উঠল।

হলঘরের বারান্দাটায় পাভেল ঢুকতেই তাইয়া খুশিভরা স্বস্তির সঙ্গে ফিসফিসিয়ে বলল, "আমার তো ভাবনাই শুরু হয়ে গিয়েছিল।"

"যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ আমার কিচ্ছু হবে না, তাইয়া", ফিসফিসিয়ে বলল পাভেল, "লোলা ঘুমুচ্ছে? কি জানি কেন, আমার একটুও ঘুম পাচ্ছে না। আমার কিছু বলার আছে তোমায়। চলো, তোমার ঘরে যাই, যাতে লোলার ঘুম ভেঙে না যায়।"

একটু ইতস্তত করল তাইয়া। অনেক রাত হয়ে গেছে। এই গভীর রাত্রে সে কি করে পাভেলকে আসতে দেবে তার ঘরে? মা কি ভাববে? কিন্তু পাভেল পাছে মনে আঘাত পায়, এই আশঙ্কায় সে তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। পাভেলের আগে আগে ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে অবাক হয়ে ভাবল, তাকে আবার কি বলার থাকতে পারে ওর?

"যা বলছিলাম, তাইয়া—" নিচু গলায় বলতে লাগল পাভেল। মৃদু-আলোকিত ঘরে তাইয়ার মুখোমুখি বসেছে সে, এতো কাছাকাছি বসেছে যে তার নিঃশ্বাসের স্পর্শ পাচ্ছে তাইয়া। "মাঝে মাঝে জীবনের গতি এমন অদ্ভুতভাবে মোড় নেয় যে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এই গত কয়েকদিন ধরে আমার অতি বিশ্রী লাগছিল। কিভাবে যে বাঁচব সেই পথটাই দেখতে

পাচ্ছিলাম না। জীবনটাকে আর কখনও এমন অন্ধকার বলে মনে হয়নি। কিন্তু আজ আমি আমার নিজের ব্যক্তিগত 'রাজনৈতিক ব্যুরো'র একটা সভা ডেকেছিলাম এবং সেই সভায় বিরাট গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যা বলতে যাচ্ছি, তা শুনে আশ্চর্য হ'য়ো না।"

গত কয়েক মাস তার কিভাবে কেটেছে সে কথা এবং আজ পার্কে বসে তার মনে যে সব চিন্তা খেলে গেছে তার অনেকটাই সে খুলে বলল তাইয়ার কাছে।

"এই হচ্ছে অবস্থাটা। এবার সবচেয়ে গুরুতর কথাটা বলি। এই পরিবারে ঝড় ওঠা সবে শুরু হয়েছে। এখান থেকে বেরিয়ে এসে খোলা বাতাসে গিয়ে আমাদের দাঁড়াতে হবে—এই গর্ত থেকে যতোটা দূরে চলে যাওয়া সম্ভব। নতুন করে জীবন শুরু করতেই হবে আমাদের। এই লড়াইয়ে একবার যখন আমি যোগ দিয়েছি, তখন এর শেষ পর্যন্ত যেতেই হবে আমায়। বর্তমানে আমাদের জীবন—তোমার আমার দুজনেরই—মোটেই সুখের নয়। এই জীবনে কিছুটা আনন্দের সৃষ্টি করব বলে আমি স্থির করেছি। কি বলতে চাচ্ছি, বুঝেছ? তুমি কি আমার জীবনসঙ্গিনী, আমার স্ত্রী হতে রাজি আছ, তাইয়া?"

তাইয়া এতক্ষণ প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছিল তার কথা, এই শেষের কথাগুলো শুনে সে হঠাৎ চমকে উঠল।

"আমি আজ রাত্রেই তোমার উত্তর জানতে চাচ্ছি না", বলে চলল পাভেল, "তোমাকে খুব ভালো করে ভেবে দেখতে হবে কথাটা। আমার মনে হচ্ছে, তুমি বোধহয় বুঝতে পারছ না যে নিয়ম-মাফিক পূর্বরাগের পালা, প্রেম ইত্যাদি না চালিয়ে, এ ধরনের কথা কি করে এমন স্থূলভাবে বলে বসা যায়। কিন্তু তোমার আমার মধ্যে ওসব বাজে ব্যাপারের কোনো প্রয়োজন নেই। এই আমি আমার হাত এগিয়ে দিচ্ছি তোমার দিকে, নাও ধরো। আমায় বিশ্বাস করলে ভুল হবে না তোমার। পরস্পরকে অনেক কিছুই দিতে পারি আমরা। এখন, আমি যেটা ভেবে স্থির করেছি, সেটা বলিঃ যতোদিন না তুমি একজন সত্যিকার মানুষ, একজন যথার্থ বলশেভিক হয়ে উঠছ, ততদিন আমাদের এই পারস্পরিক সহযোগিতার মেয়াদ বজায় থাকবে। এ ব্যাপারে যদি আমি তোমায় সাহায্য না করতে পারি, তাহলে জানব আমার এক কাণাকড়িও দাম নেই। ততদিন পর্যন্ত আমাদের সহযোগিতার চুক্তি কিছুতেই ভাঙা চলবে না। কিন্তু তোমার মন যখন পরিণত হয়ে উঠবে, তখন তুমি সমস্ত রকম বাধ্যবাধকতা থেকে খালাস পেয়ে যাবে। কে জানে কি ঘটবে। একেবারে পুরোপুরি পঙ্গু হয়ে যেতে পারি আমি, এবং সে ক্ষেত্রে, মনে রেখো, তুমি আমার কাছে বাঁধা পড়ে গেছ বলে কিছুতেই মনে কোর না।"

দু-এক মুহূর্ত চুপ করে রইল সে, তারপরে স্নেহভরা কোমল গলায় আবার বলল, "আমার বন্ধুত্ব আর ভালোবাসা এই আমি জানিয়ে রাখলাম তোমায়।"

তাইয়ার হাতখানা সে ধরে রইল, একটা প্রশান্তি অনুভব করল মনে মনে, যেন তাইয়া ইতিমধ্যেই তার ভালোবাসা গ্রহণ করেছে।

"প্রতিজ্ঞা করছ, তুমি আমায় কখনও ছেড়ে যাবে না?"

"আমি শুধু তোমাকে আমার মুখের কথাটুকুই দিতে পারি, তাইয়া। আমার

মতো লোকেরা যে তাদের বন্ধুদের কখনও ঠকায় না, সেটা বিশ্বাস করা না-করাটা তোমার ওপরেই নির্ভর করছে...আমি শুধু আশা রাখি যে তারাও আমাকে ঠকাবে না," ক্ষোভের সঙ্গে বলল পাভেল।

"আজ রাত্রে আমি তোমায় কোনো উত্তর দিতে পারছি না। ব্যাপারটা আমার পক্ষে বড়ো আকস্মিক," বলল তাইয়া।

উঠে পড়ল পাভেল।

"শুতে যাও, তাইয়া। ভোর হয়ে আসছে।"

নিজের ঘরে এসে জামা-কাপড় না ছেড়েই পাভেল শুয়ে পড়ল এবং বালিশে মাথা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পাভেলের ঘরে জানলার পাশে ডেস্ক্‌টার ওপরে উঁচু হয়ে আছে পার্টি-লাইব্রেরি থেকে আনা বই, খবরের কাগজ আর লেখায় ভর্তি কতকগুলো নোট-বইয়ের স্তূপ। একটা বিছানা, দুটো চেয়ার এবং তার আর তাইয়ার ঘরের মাঝখানের দরজাটার গায়ে টাঙানো ক্ষুদে ক্ষুদে লাল আর কালো নিশান-চিহ্নিত মস্তবড়ো একটা চীনের মানচিত্র—এই হচ্ছে ঘরটার যা-কিছু আসবাব। স্থানীয় পার্টি-কমিটির কমরেডরা পাভেলকে বই আর সাময়িক পত্রিকা-ইত্যাদি সরবরাহ করতে রাজি হয়েছে এবং শহরের সবচেয়ে বড়ো সাধারণ-পাঠাগারের পরিচালককে নির্দেশ দেবে বলে কথা দিয়েছে যাতে সে পাভেলকে দরকার মতো যে-কোনো বই পাঠিয়ে দেয়। কয়েক দিনের মধ্যেই বইয়ের বড়ো বড়ো বান্ডিল আসা শুরু হল। পাভেল ভোর সকাল থেকে সারা দিন বসে বসে এই বই পড়ে, মাঝে মাঝে নোট নেয়, আর সকাল-সন্ধ্যের খাবার সময়ে শুধু সামান্য কিছু-ক্ষণের জন্যে পড়া বন্ধ রাখে; তার এই ব্যাপার দেখে লোলা তো একেবারে অবাক হয়ে গেছে। সন্ধ্যেগুলো পাভেল সর্বদা এই দুই বোনের সঙ্গে গল্পসল্প করে কাটায়, সারা দিনে যা পড়েছে তা শোনায় ওদের।

রাত্রি বারোটা বেজে যাবার অনেক পরেও বুড়ো কিউৎসাম তার ওই অবাঞ্ছনীয় ভাড়াটের জানলার খড়খড়ির ফাঁকে আলোর রেখা দেখতে পায়। পা টিপে টিপে জানলার কাছে এগিয়ে এসে সে ফাঁকটার মধ্যে দিয়ে উঁকি মেরে দেখে—টেবিলের ওপরে একটা মাথা ঝুঁকে রয়েছে।

"এতো রাত্রে ভদ্রলোকরা সব যখন ঘুমুচ্ছে বিছানায় শুয়ে, তখন এই লোকটা সারা রাত্রি ধরে আলো জ্বালিয়ে রেখেছে। ভাবখানা যেন ওই এই বাড়ির কর্তা। ও আসার পর থেকে মেয়ে দুটো তো একেবারেই শাসনের বাইরে চলে গেছে।"—মনে মনে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে বুড়োটা তার নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।

আট বছরের মধ্যে এই প্রথমবার পাভেল এতোখানি অজস্র সময় পেয়েছে এবং এই প্রথম তার হাতে করবার মতো কোনো কাজ নেই। সময়ের সদ্ব্যবহারে লেগে গেছে সে, জ্ঞানের সাধনায় নব-দীক্ষিতের আগ্রহ-ঔৎসুক্য নিয়ে বই পড়ে চলেছে। দিনে আঠারো ঘণ্টা পড়াশোনা করে সে। তার শরীরে যে এ অত্যাচার আর কতোদিন সইত বলা যায় না, কিন্তু একদিন তাইয়ার একটা প্রাসঙ্গিক মন্তব্যে সবকিছু বদলে গেল।

"তোমার আমার ঘরের মাঝখানে দরজায় ঠেকা-দেওয়া ওই টানা-আলমারিটা আমি সরিয়ে নিয়েছি। যদি কোনো সময়ে গল্পসল্প করতে ইচ্ছে হয়, তাহলে

সোজা চলে এসো আমার ঘরে। লোলার ঘরের মধ্যে দিয়ে আসার দরকার নেই।"

রক্ত উঠে এল পাভেলের গালে। সুখের হাসি হাসল তাইয়া। তাদের সহযোগিতার চুক্তিনামায় সীলমোহর পড়েছে।

কিউৎসাম-বুড়ো ইদানিং আর ওই কোণের ঘরের খড়খড়ি-ফেলা জানলার ফাঁকে আলোর রেখাটা দেখতে পায় না। তাইয়ার মা লক্ষ্য করতে শুরু করেছেন—তাঁর মেয়ের চোখের দৃষ্টিতে ফুটে-ওঠা একটা সুখানুভূতির দীপ্তি যেটাকে তাইয়া গোপন করতে পারছে না। তার চোখের কোলে কালিমার আবছা আভাস দেখে বিনিদ্র রাত্রিগুলির কথা বোঝা যায়। আজকাল প্রায়ই এই ছোট্ট বাড়িটায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে তাইয়ার গানের সুর আর গিট্যারের ঝঙ্কার।

তবু, তাইয়ার এই সুখ নিরুপদ্রব নয়। পাভেলের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে এই যে গোপনীয়তাটুকু এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে তার নবজাগ্রত নারীত্ব। যে-কোনো শব্দেই চমকে ওঠে সে, মার পায়ের শব্দ শুনেছে বলে মনে হয়। যদি মা কিংবা লোলা জিজ্ঞেস করে বসে যে সে ইদানিং তার ঘরের অন্য দরজাটা ছিট্‌কিনি এ'টে বন্ধ করে রাখে কেন—তাহলে কি জবাব দেবে? চিন্তাটা পীড়া দিচ্ছিল তাকে। তাইয়ার আশঙ্কাটা লক্ষ্য করে পাভেল তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে। "ভয়টা কিসের তোমার?" কোমল গলায় বলে সে, "আর যাই হোক, এখানে তো তুমি আর আমিই কর্তা। ঘুমোও শান্ত হয়ে। কেউ আসবে না আমাদের জীবনে বাধা সৃষ্টি করতে।"

তারপর, নিরুদ্বেগ মনে তাইয়া পাভেলের বুকের ওপরে মুখ রেখে, দুই হাতে তার ভালোবাসার মানুষটিকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে। আর, পাভেল জেগে থেকে শোনে তার নিঃশ্বাসের নিয়মিত শব্দ, অনড় হয়ে সে পড়ে থাকে যাতে তাইয়ার ঘুমে ব্যাঘাত না হয়; এই যে মেয়েটি পরম নির্ভরতায় তার জীবনটাকে তুলে দিয়েছে পাভেলের হাতে, তার প্রতি একটা নিবিড় স্নেহে আচ্ছন্ন হয়ে যায় তার সমস্ত মন।

লোলাই প্রথম আবিষ্কার করল তাইয়ার চোখে এই আলোভরা দীপ্তি ফুটে ওঠার কারণটা। এবং, সেইদিন থেকে দুই বোনের মধ্যে একটা ব্যবধানের ছায়া নেমে এল। শিগ্‌গিরই মাও জেনে গেল, কিংবা বলা যেতে পারে, আন্দাজ করে নিল। দুর্ভাবনায় পড়ল আলবিনা—কোরচাগিনের কাছ থেকে সে এটা আশা করেনি। লোলার কাছে আলবিনা বলল, "তাইয়া তো ওর বউ হবার মতো মেয়ে নয়। কি হবে শেষ পর্যন্ত কি জানি!" দারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে আলবিনা, কিন্তু কোরচাগিনকে কিছু বলার মতো সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারল না সে।

স্থানীয় তরুণ-তরুণীর দল পাভেলের সঙ্গে দেখা করতে আসা শুরু করেছে। মাঝে মাঝে ওদের সবাইকে একসঙ্গে পাভেলের ঘরে বসাবার মতো জায়গা কুলোয় না বলতে গেলে। মৌমাছির চাকের গুঞ্জনের মতো ওদের গলার আওয়াজ এসে পৌঁছায় বুড়ো কিউৎসামের কানে। প্রায়ই ওদের গলা-মেলানো গান শুনতে পায় সে ঃ

নিষেধের বেড়া এই মোদের সাগর
রাত্রিদিন শুনি তার রোষরুদ্ধ স্বর...

আর, পাভেলের সেই প্রিয় গানটি ঃ

চোখের জলে ডুবেছে এই তামাম দুনিয়াটা...

প্রচার-সংক্রান্ত কিছু কাজ করবার জন্যে পাভেল অনবরত পীড়াপীড়ি করতে থাকায় পার্টি-কমিটি তার ওপরে তরুণ শ্রমিকদের পাঠ-চক্রটা পরিচালনা করার ভার দিয়েছে। এইভাবে পাভেলের দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। আরেকবার সে শক্ত দুই হাতে হাল চেপে ধরেছে এবং তার জীবনতরীখানা বারকতক বিপজ্জনক রকমে টলমল করে ওঠার পর এখন আবার একটা নতুন পথ কেটে চলেছে নির্দিষ্ট গতিতে। পড়াশোনা আর জ্ঞান-সঞ্চয়ের মধ্যে দিয়ে পাভেলের আবার পার্টি-কর্মীদের মধ্যে ফিরে আসার স্বপ্নটা সফল হতে চলেছে।

কিন্তু জীবন পাভেলের গতিপথে একটার পর একটা বাধা সৃষ্টি করেই চলেছে এবং এই প্রত্যেকটা বাধা তার লক্ষ্যে পেঁছানোর পথে খানিকটা করে দেরি করিয়ে দিচ্ছে দেখে সে দারুণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে।

একদিন, জর্জ—বদ্নসীবের ফলে ফেল-মারা তাইয়ার সেই ছাত্র-ভাইটি—মস্কো থেকে এসে হাজির হল সঙ্গে এক বউ নিয়ে। সে এসে উঠল তার ব্যারিস্টার-শ্বশুরের বাড়ি এবং সেখান থেকে টাকার জন্যে মার ওপরে দারুণ তাগিদ দিতে থাকল। কিউৎসাম-পরিবারে যে ফাটল ধরেছিল, জর্জ আসার ফলে সেটা আরও বেড়ে গেল। বিনা দ্বিধায় জর্জ তার বাবার পক্ষ নিল। তার স্ত্রীর পরিবারের লোকজনদের মনোভাবটা খানিকটা সোবিয়েত-বিরোধী—এদেরই সহযোগিতায় সে নানান ফন্দি খাটিয়ে কোরচাগিনকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে এবং তাইয়া যাতে তাকে ছেড়ে আসে তার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল।

লোলা আরেকটা শহরে একটা চাকরি পেয়ে যাওয়ায়, জর্জের এসে পেঁছানোর দু-সপ্তাহ বাদে সে তার বাচ্চা ছেলেটিকে আর মাকে সঙ্গে নিয়ে এখান থেকে চলে গেল। এর দিন কতক বাদেই পাভেল আর তাইয়া চলে গেল দূরে সমুদ্রের ধারে একটা শহরে।

আরটেম তার ভাইয়ের কাছ থেকে বড়ো একটা চিঠিপত্র পায় না। কিন্তু সেই সব অতি-বিরল ক্ষেত্রে, যখন সে শহর-সোবিয়েতের দপ্তরে তার ডেস্কের ওপরে পরিচিত হস্তাক্ষরে নিজের নাম লেখা খামখানা তার অপেক্ষায় রয়েছে দেখতে পায়, তখন একটা অভূতপূর্ব আবেগের সঙ্গে সে পড়ে যায় চিঠিখানা। আজও সে খামখানা খুলতে খুলতে সস্নেহে ভাবল মনে মনে ঃ "আহা, পাভেল, তুই যদি আমার আরও কাছাকাছি থাকতিস! নানা বিষয়ে তোর পরামর্শ পেলে আমার ভারি সুবিধে হতো ভাই।" চিঠিখানা পড়তে লাগল সে।

"আরটেম ঃ সম্প্রতি আমার জীবনে যা যা ঘটেছে, সে সব তোমায় জানাবার জন্যে এই চিঠি লিখছি। এসব কথা আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে লিখি না। আমি জানি, একমাত্র তোমাকেই বিশ্বাস

করে এসব কথা খুলে বলা যায়। কারণ, তুমি আমাকে জানো বলেই কথাগুলো বুঝবে।

"স্বাস্থ্যের দিক থেকে জীবন আমাকে আঘাতের পর আঘাত হেনে ক্রমাগত পেড়ে ফেলছে। একটা আঘাতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে উঠে দাঁড়াবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আগের চেয়েও আরো নির্মম আঘাত এসে আমাকে ফের পেড়ে ফেলছে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, আমার আর প্রতিরোধের শক্তি নেই। প্রথমে আমি আমার বাঁহাতখানার সমস্ত শক্তি খুইয়ে বসলাম। কিন্তু, এতেও যেন দুর্ভোগের পরিমাণটা যথেষ্ট হল না ; তাই, এবারে আবার, দুই পায়ের জোর একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। এই সেদিন পর্যন্ত তবু কোনোরকমে হাঁটাহাঁটিটুকু করতে পারছিলাম (ঘরের সীমানার মধ্যেই অবশ্য), কিন্তু এখন বিছানা থেকে টেবিলটার কাছ পর্যন্ত হামাগুড়ি দিয়ে যেতেও আমার কষ্ট হয়। এবং অবস্থাটা যে এর চেয়েও খারাপ দাঁড়াবে, তা জানি। আগামী কাল যে আমার অবস্থা কি দাঁড়াবে তা কেউ জানে না।

"ইদানিং আর আমার বাড়ির বাইরে একেবারে যাওয়া হয় না। আমার জানলা দিয়ে সমুদ্রের ছোট্ট একটা ভগ্নাংশ মাত্র দেখতে পাওয়া যায়। দেহ-মনের এই যে বিরোধ, মানুষের জীবনে এর চেয়ে বড়ো ট্রাজেডি আর কি হতে পারে ?—দেহটা প্রতি পদে আমাকে মেনে চলতে অস্বীকার করে বসছে, অথচ মনটা আমার একজন বলশেভিকের—এমন একজন বলশেভিকের, যে কাজ করার জন্যে একান্ত উদ্‌গ্রীব, সংগ্রামী সৈনিকদের সারিতে তোমরা যারা গোটা লড়াইয়ের মোর্চা-জুড়ে এগিয়ে চলেছ নিদারুণ তুষার-ঝঞ্জার মধ্যে দিয়ে পথ কেটে, তাদেরই পাশাপাশি থাকার জন্যে যার একমাত্র কামনা।

"আমি এখনও বিশ্বাস করি যে কর্মীদলের মধ্যে আমি আবার ফিরে যাব, দরকারের সময়ে সৈনিকদের সারিতে গিয়ে আমি জায়গা নেব, বেয়নেট বাগিয়ে ধরব শত্রুকে আক্রমণ করার জন্যে। এ বিশ্বাস আমাকে রাখতেই হবে, না-রাখার কোনো অধিকার আমার নেই। দশ বছর ধরে পার্টি আর কম্‌সোমল আমাকে লড়াই করতে শিখিয়েছে এবং আমাদের সবাইকে উদ্দেশ করে আমাদের নেতা যা বলে গেছেন, তা আমার পক্ষেও সমান, প্রযোজ্য ঃ 'কোথাও এমন কোনো দুর্গ নেই যা বলশেভিকরা জয় করে নিতে না পারে।'

"ইদানিং পুরোপুরি পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে আমার জীবনটা কাটছে। শুধু বই আর বই। অনেক কিছু পড়ে ফেলেছি, আরটেম। সমস্ত ক্লাসিক সাহিত্য ভালো করে অনুশীলন করেছি। বাড়িতে বসে চিঠি-পত্রের মারফৎ কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করার যে ব্যবস্থা আছে, আমি সেটার প্রথম বছরের পরীক্ষায় পাশ করেছি। বিকেলের দিকে তরুণ কমিউনিস্টদের একটা পাঠ-চক্রের পরিচালনা করছি। পার্টি-সংগঠনের প্রত্যক্ষ কর্মজীবনের সঙ্গে আমার যোগসূত্র এই তরুণ কমরেডরা। এর পরে তাইয়া আছে—তার রাজনৈতিক শিক্ষা আর সাধারণ মানসিক উৎকর্ষকে বাড়িয়ে তোলার জন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা

করছি। আর আছে আমার এই স্নেহময়ী স্ত্রীর ভালোবাসা আর সাদর পরিচর্যা। তাইয়া আর আমি দুজনে পরস্পরের নিকটতম বন্ধু। খুব সাদাসিধেভাবে সংসার চলে আমাদের—আমার বত্রিশ রুবল্ মাসোহারা আর তাইয়ার রোজগার মিলিয়ে বেশ চলে যাচ্ছে আমাদের। যে-পথ বেয়ে আমি পার্টিতে এসেছি, তাইয়াও সেই পথেই এগুচ্ছেঃ ও কিছুদিন একটা বাড়িতে কাজ করেছে, এখন একটা খাবার দোকানে ডিশ্ ধোয়ার কাজ করছে (এই শহরে কোনো কল-কারখানা নেই)।

"সেদিন ও আমাকে ভারি গর্বের সঙ্গে মহিলা-বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে পাওয়া ওর প্রথম পরিচয়পত্রখানা দেখাচ্ছিল। এটা ওর কাছে শুধু একটা কাগজের টুকরোমাত্র নয়। ওর মধ্যে আমি এক নতুন নারীর জন্ম দেখতে পাচ্ছি এবং এই জন্মপ্রক্রিয়ায় আমি আমার যথাসাধ্য সাহায্য করছি। ওর পরবর্তী পদক্ষেপটা হবে বড়ো কোনো কারখানায় ঢোকা, যেখানে কাজের মধ্যে দিয়ে বৃহৎ শ্রমিক সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে ও ক্রমশই রাজনৈতিক পরিণতি অর্জন করবে। কিন্তু ওর পক্ষে এখানে যেটুকু করা সম্ভব, সেইটেই করছে ও।

"তাইয়ার মা দুবার এখানে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেছেন। নিজের অজান্তেই তিনি তাইয়াকে পেছন দিকে এমন একটা জীবনের মধ্যে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন যে-জীবন তুচ্ছ গতানুগতিকতায় ভরা, আর বাস্তব সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করার ফলে একটা সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে যে-জীবন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছে, বোঝার ভারে নুয়ে পড়েছে। আমি আলবিনাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলাম যে তাঁর মেয়ে যে-পথ বেছে নিয়েছে, সেই পথটাকে তিনি যেন তাঁর নিজের ভাগ্যহত অতীত জীবনের ছায়া ফেলে অন্ধকারে ঢেকে না দেন। কিন্তু কোনো ফল হয়নি তাতে। আমার মনে হচ্ছে, একদিন-না-একদিন মা এসে তার মেয়ের পথরোধ করে দাঁড়াবে, আর, তখন একটা সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠবে।

"গভীর ভালোবাসা জেনো।

"তোমার পাভেল।"

পুরনো-মাৎসেস্তা-র পাঁচ নম্বর স্বাস্থ্যনিবাস...পাহাড়ের গা কুঁদে যেন একটা তাক-মতো বের করে নেওয়া হয়েছে, তারই ওপরে দাঁড়িয়ে আছে এই তিন-তলা বাড়িটা। চারিদিকে ঘন বন। প্যাঁচালো পাক খেয়ে একটা রাস্তা নেমে গেছে সমুদ্রের দিকে। খোলা জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে বাতাস বয়ে আনছে খনিজ-জলের ফোয়ারাগুলোর গন্ধকের ঘ্রাণ। পাভেল কোরচাগিন একা রয়েছে এই ঘরে। কাল নতুন রোগীরা এলে সে এই ঘরে একজন সঙ্গী পাবে। জানলার বাইরে পায়ের শব্দ আর পরিচিত গলার স্বর শুনতে পেল সে। জনকতক লোক কথাবার্তা বলছে। কিন্তু পাভেল এই গভীর খাদের গলাটা কোথায় শুনেছে যেন? স্মৃতির গহনে চাপা পড়ে গিয়ে অস্পষ্ট হয়ে আসা, কিন্তু

অ-বিস্মৃত, একটি নাম ফুটে উঠল তার মনের পটেঃ "লেদেনেভ ইনোকেন্তি পাভ্‌লোভিচ্‌, ও ছাড়া আর কেউ নয়!"

রীতিমত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে পাভেল ডাকল তার বন্ধুকে, আর, এক মুহূর্ত বাদেই দেখা গেল—লেদেনেভ তার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পাভেলের সঙ্গে সোৎসাহে করমর্দন করছে।

"তাহলে কোরচাগিন দেখছি এখনও বেশ চালিয়ে যাচ্ছ, অ্যাঁ? আচ্ছা, নিজের পক্ষ থেকে কি তোমার বলার আছে বলো দিকি? অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকার জন্যে তুমি যে সত্যিই উঠে-পড়ে লেগে গেছ, সে কথাটা আবার বলে বোসো না যেন। ও সব চলবে না! আমার উদাহরণটা অনুসরণ করা উচিত তোমার। আমাকেও ডাক্তাররা তাকের ওপর তুলে রাখতে চেয়েছিল—কিন্তু ওদের মুখে ছাই দিয়ে এই আমি দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছি।" বলতে বলতে ভারি আমোদের হাসি হেসে উঠল লেদেনেভ। এই হাসির আড়ালে সহানুভূতি আর দুঃখ প্রচ্ছন্ন আছে বলে অনুভব করল পাভেল।

দু-ঘণ্টা একসঙ্গে কাটাল তারা। মস্কোর সমস্ত সাম্প্রতিক খবরাখবর পাভেলকে জানাল লেদেনেভ। তার কাছ থেকেই পাভেল এই প্রথম শুনল যে কৃষি-উৎপাদনে যৌথ-ব্যবস্থার প্রবর্তন আর গ্রামজীবনকে নতুন করে সংগঠিত করে তোলার ব্যাপারে পার্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গভীর আগ্রহের সঙ্গে লেদেনেভের প্রত্যেকটি কথা যেন মনের মধ্যে গেঁথে নিল সে।

"আমি তো এদিকে ভাবছিলাম, তোমার দেশ ইউক্রেনের কোনো জায়গায় গিয়ে হয়তো তুমি উঠে-পড়ে কাজে লেগে গেছ," বলল লেদেনেভ, "তুমি আমায় হতাশ করলে দেখছি। আচ্ছা, যাকগে। আমার অবস্থা তো আরও খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছ, এখনও খাড়া আছি আমি। ইদানিং আর জীবনটাকে বেশ স্বচ্ছন্দে চালিয়ে নিয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। মোটেই চলবে না তাহলে! স্বীকার করতেই হবেঃ মাঝে মাঝে স্রেফ একটু দম নেবার জন্যে সামান্য দিন কয়েকের মতো জিরিয়ে নিলে যে কি চমৎকার হত, সেই চিন্তাটা আমাকে পেয়ে বসে। আর-যাই হোক, আমার তো আর আগেকার মতো বয়েস নেই, দৈনিক দশ থেকে বারো ঘণ্টা করে কাজ করাটা মাঝে মাঝে আমার পক্ষে একটু কঠিন হয়েই দাঁড়ায়। তা, কিছুদিন ধরে এসব কথা ভাবতে ভাবতে বোঝাটাকে একটু হাল্কা করে নেবার চেষ্টাও করে থাকি মাঝে মাঝে, কিন্তু ফের সেই একই অবস্থা দাঁড়ায়। কখন যে আবার সেই এক-গলা কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে রাত্রি বারোটার আগে বাড়ি ফেরার ফুরসৎ পাওয়া যাচ্ছে না, তা বুঝতেও পারা যায় না। যন্ত্রটা যতোই শক্তিশালী হয়ে উঠছে, তার চাকা-গুলোও ততোই জোরে ঘোরা শুরু করেছে আর আমাদের পক্ষে ততোই দিন দিন গতিটা বেড়ে চলেছে যাতে কি-না আমাদের এই বুড়ো-বয়েসীদের স্রেফ্‌ জোয়ান-বয়েসীই থেকে যেতে হবে দেখছি।"

চওড়া কপালটার ওপরে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে লেদেনেভ সহানুভূতির ভঙ্গিতে বললঃ "আচ্ছা, এবার তোমার নিজের কথা বলো।" লেদেনেভের সঙ্গে তার শেষ দেখা হবার পর যা যা ঘটেছে, পাভেল তার একটা বিবরণ দিয়ে গেল। বলতে বলতে অনুভব করল—তার বন্ধুর উজ্জ্বল দুই চোখে সমর্থনের চাউনি।

উঁচু বারান্দাটার এক কোণে ডালপালা-ছড়ানো গাছগুলোর ছায়ার নিচে একটা ছোট টেবিলের চারধারে স্বাস্থ্যনিবাসের একদল রোগী বসে আছে। ওদের মধ্যে একজন তার ঘন ভুরুজোড়া কুঁচকে 'প্রাভ্দা' পড়ছে। তার গায়ে কালো রাশিয়ান কোর্তা, মাথায় জীর্ণ পুরনো ক্যাপ, দাড়িওয়ালা মুখ আর গভীর গর্তের মধ্যে বসে যাওয়া নীল চোখ দেখেই বোঝা যায় যে সে একজন বহুদিনের অভিজ্ঞ খনি-মজুর। বারো বছর হয়ে গেল—খিসান্‌ফ্ চের্‌নো-কোজোভ্ খনির কাজ ছেড়ে এসে একটা গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে বহাল হয়েছে, কিন্তু তবু তাকে দেখে মনে হয় যেন সে সবেমাত্র খনির গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে। তার হাবভাব, চলা-ফেরা, কথা বলার ভঙ্গি সব কিছুর মধ্যে দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তার পেশাটা। চের্‌নোকোজোভ প্রান্তীয় পার্টি-ব্যুরোর এবং সরকারী পরিষদের সভ্য। একটা যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি তার শক্তি ক্ষয় করে দিচ্ছেঃ ঘৃণা করে চেরনোকোজোভ তার 'গ্যাংগ্রিন'-দুষ্ট পা-টাকে যার জন্যে সে আজ প্রায় ছ'-মাস হতে চলল শয্যাশায়ী হয়ে আছে।

তার সামনে বসে চিন্তাচ্ছন্নভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে ঝিগারেভা—আলেক্‌সান্দ্রা আলেক্‌সিয়েভ্‌না ঝিগারেভা—সাঁইত্রিশ বছর বয়েসী এই মহিলাটি উনিশ বছর ধরে পার্টি-সভ্য। পিটার্সবুর্গের গুপ্ত-আন্দোলনের কমরেডরা তার নাম দিয়েছিল—"ধাতু-মজুরণী শুরোচ্‌কা।" সাইবেরিয়ায় যখন সে নির্বা-সিত হয়, তখন সে ছিল প্রায় বালিকা-বয়েসী।

এই দলের তিন নম্বর সভ্য পান্‌কভ্। তার পাশ-ফেরানো খোদাই-করা মুখখানা আর সুন্দর চুলওয়ালা মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে একটা জার্মান পত্রিকার ওপরে। শিঙের ফ্রেমওয়ালা তার বিরাট চশমাটা ঠিক মতো বসিয়ে নেবার জন্যে মাঝে মাঝে সে হাত তুলছে। ত্রিশ বছর-বয়েসী, ব্যায়ামবিদের মতো সুগঠিত-দেহ এই যুবকটি যখন পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট তার পা-টা টেনে টেনে চলা-ফেরা করে, তখন তা দেখে কষ্ট হয়। পান্‌কভ্ একজন লেখক এবং সম্পাদক, জনশিক্ষা-কমিসারিয়েটে কাজ করে। সে ইউরোপ সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ এবং গোটাকতক বিদেশী ভাষা জানে। রীতিমত পণ্ডিত লোক সে—এমন কি, গম্ভীর প্রকৃতির চেরনোকোজোভ পর্যন্ত তাকে দারুণ সমীহ করে চলে।

"এই বুঝি তোমার ঘরের সঙ্গী?" পাভেল কোরচাগিন যে-চেয়ারটায় বসে আছে, সেদিকে মাথা নেড়ে ফিসফিসিয়ে ঝিগারেভা জিজ্ঞেস করল চেরনোকোজোভকে।

চেরনোকোজোভ খবরের কাগজটা থেকে মুখ তুলে তাকাল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার কুঁচ্‌কানো ভুরু জোড়া মসৃণ হয়ে গেলঃ "হ্যাঁ, ওই কোরচাগিন। ওর সঙ্গে আলাপ করে নাও, শুরা। ব্যারামটা ভারি কাবু করে ফেলেছে—বড়ো ক্ষোভের কথা। তা নইলে ছেলেটা আমাদের খুবই কাজে লাগতে পারত। কম্‌সোমলের একেবারে গোড়ার দলের ও একজন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওকে যদি আমরা সাহায্য করি—এবং সে সাহায্য আমি ওকে করব বলেই মনস্থ করেছি—তাহলে ও এখনও কাজের উপযুক্ত হয়ে উঠবে।"

পানকভও শুনছিল চের্‌নোকোজোভ-এর কথাগুলো।

"ওর অসুখটা কি?" কোমল গলায় জিজ্ঞেস করল শুরা ঝিগারেভা।

"গৃহযুদ্ধের সময়কার জের আর-কি। মেরুদণ্ডের কি একটা ব্যারাম।

আমি এখানকার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি তো বললেন ওর সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বেচারি ছেলেটা!"

শুরা বলল, "আমি গিয়ে ওকে ডেকে আনি এখানে।"

এইভাবে ওদের সঙ্গে পাভেলের বন্ধুত্বের সূত্রপাত। পাভেল তখন জানত না যে কিছুদিনের মধ্যেই ঝিগারেভা আর চেরনোকোজোভ তার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু হয়ে উঠবে এবং ব্যাধির ভারে আক্রান্ত তার ভবিষ্যৎ জীবনে এরাই হবে তার প্রধান অবলম্বন।

আগেকার মতোই বয়ে চলেছে জীবনের স্রোত। তাইয়া কাজ করছে আর পাভেল পড়াশোনা করে চলেছে। পাঠচক্রের কাজটা ফের শুরু করার ঠিক আগেই পাভেলের অজ্ঞাতসারে আরেকটা নিদারুণ বিপত্তি এসে তাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসল। তার দুটো পা-ই সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেল। এখন শুধু ডানহাতখানাই সে ইচ্ছামত নাড়াচাড়া করতে পারছে। বারবার চেষ্টা করার পর যখন সে উপলব্ধি করল যে তার আর নড়াচড়া করার ক্ষমতা নেই, তখন ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফেলল। তাইয়া যে পাভেলকে সাহায্য করতে অক্ষম, এই কথাটা মনে হতেই সে হতাশা-মেশানো তীব্র একটা ক্ষোভ অনুভব করল, কিন্তু বীরত্বের সঙ্গে তাইয়া এই হতাশা আর বিক্ষোভটাকে চেপে গেল। পাভেল ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হেসে বলল, "এবারে আমাদের ভিন্ন হয়ে যেতে হবে, তাইয়া। আমাদের চুক্তির মধ্যে আর-যাই থাক, এটা তো আর ছিল না। কথাটা আজ আমি একবার ভালো করে ভেবে দেখব, তাইয়া।"

কিন্তু তাইয়া তাকে কিছুতেই এ-সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে দেবে না। চোখের জল আর চেপে রাখতে না পেরে পাভেলের বুকে মুখ গুঁজে কান্নার আবেগে ভেঙে পড়ল সে।

আরটেম তার ভাইয়ের এই সাম্প্রতিকতম বিপত্তির কথাটা জানতে পেরে মাকে চিঠি লিখল। মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভ্‌না সবকিছু ফেলে রেখে সঙ্গে সঙ্গে চলে এল ছেলের কাছে। এখন থেকে তারা তিনজনে একসঙ্গে থাকতে লাগল। তাইয়া এবং এই বৃদ্ধাটি প্রথম থেকেই পরস্পরকে ভালোবাসার সঙ্গে গ্রহণ করেছে।

সমস্ত রোগযন্ত্রণা সত্ত্বেও পাভেল এরই মধ্যে তার পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে।

শীতকালে একদিন সন্ধ্যের দিকে তাইয়া বাড়ি ফিরে এল তার প্রথম জয়ের খবর নিয়েঃ শহর-সোবিয়েতে নির্বাচিত হয়েছে সে। এর পর থেকে পাভেল খুব কমই তার দেখা পায়। স্বাস্থ্যনিবাসের রান্নাঘরে তাইয়া ডিশ্‌ ধোয়ার কাজ করে; সেখানে তার সারাদিনের কাজের শেষে সোজা সে যায় শহর-সোবিয়েতের দপ্তরে আর অনেক রাত্রে ফিরে আসে ক্লান্ত হয়ে, কিন্তু অনেক কিছু নতুন ধারণা মাথায় নিয়ে। শিগ্‌গিরই সে পার্টির সভ্যপদপ্রার্থী হিসেবে দরখাস্ত করবে এবং সেই বহু-প্রতীক্ষিত দিনটির জন্যে আগ্রহভরা আশা নিয়ে সে প্রস্তুত হচ্ছে।

এমন সময়ে দুরদৃষ্ট আরেকটা আঘাত হানল। পাভেলের ক্রমবর্ধমান ব্যারামটা ধীরে ধীরে তার কাজ করে চলেছে। হঠাৎ একটা অসহ্য জ্বালা-

ধরানো যন্ত্রণা তার ডান চোখটাকে যেন ছুঁচ দিয়ে বিঁধতে লাগল। বাঁ চোখের কাছ পর্যন্ত যন্ত্রণাটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। চারপাশের সমস্ত কিছুকে আড়াল করে দিয়ে একটা কালো পর্দা নেমে এল এবং পাভেল জীবনে এই প্রথম জানল পরিপূর্ণ দৃষ্টিহীনতার ভীষণতাটুকু।

নিঃশব্দে এই নতুন বাধাটা এসে তার পথ রুখে দাঁড়িয়েছে— আপাত-অলঙ্ঘনীয় ভয়ঙ্কর একটা বাধা। এই ব্যাপারটা তাইয়াকে আর মাকে নিদারুণ হতাশায় আচ্ছন্ন করে দিল। কিন্তু পাভেল তুহিন-শীতল একটা শান্ত মনোভাব নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলঃ "আমাকে অপেক্ষা করে থেকে দেখে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত কি ঘটে। সত্যিই যদি আর এগুবার কোনো সম্ভাবনা না থাকে, কর্মীদলের মধ্যে ফিরে যাবার জন্যে আমার সমস্ত চেষ্টা যদি এই দৃষ্টিহীনতার ফলে ব্যর্থ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এই সব-কিছু চুকিয়ে ফেলতেই হবে আমায়।"

পাভেল তার বন্ধুদের চিঠি লেখে আর জবাবে তারাও তাকে উৎসাহ জোগায় সাহসের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাবার জন্যে।

এই নিদারুণ লড়াইটা চলতে থাকার সময়ে একদিন তাইয়া বাড়ি ফিরে এসে উজ্জ্বল মুখে ঘোষণা করলঃ "আমি পার্টির সভ্যপদপ্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি, পাভ্লুশা।" তাদের সেল-মিটিং-এ যেখানে তার দরখাস্ত গৃহীত হয়েছে, সেই আলোচনা-বৈঠকের একটা উত্তেজিত বিবরণ দিয়ে গেল তাইয়া—শুনতে শুনতে পাভেলের মনে পড়ল পার্টির ভেতরে তার নিজের প্রথম পদক্ষেপের কথাটা।

তাইয়ার হাতখানা জোরে চেপে ধরে সে বলল, "তাহলে, কমরেড কোরচাগিনা, তুমি আর আমি দুজনে এখন থেকে একটা 'পার্টি-ফ্র্যাক্‌সন্' হলাম।"

পরের দিন পাভেল জেলা-পার্টি-কমিটির সম্পাদককে একটা চিঠি লিখল—সে যেন একবার এসে তার সঙ্গে দেখা করে। সেই দিনই বিকেলের দিকে সর্বাঙ্গে কাদার ছিটে-লাগা একটা গাড়ি বাড়িটার বাইরে এসে থামল এবং এক মিনিট বাদেই দেখা গেল জেলা-পার্টি-কমিটির সম্পাদক ভোলমার পাভেলের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। মাঝ-বয়েসী একজন ল্যাটভিয়ান এই ভোলমার, আকর্ণ-বিস্তৃত তার দাড়ি।

"আচ্ছা, আছো কেমন? তোমার এরকম ব্যবহারের মানেটা কি, অ্যাঁ? খাড়া হয়ে যাও দেখি, আমরা তোমায় এক্ষুণি গ্রামের দিকে কাজ করার জন্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" হাল্কা হাসির সঙ্গে সে বলে উঠল। তার যে একটা সভায় উপস্থিত থাকার কথা, সেটা একদম ভুলে গিয়ে, দু-ঘণ্টা রইল সে পাভেলের কাছে। কাজ পাবার জন্যে পাভেলের আবেগদীপ্ত আবেদন শুনতে শুনতে সে ঘরটায় পায়চারি করে ফিরতে লাগল।

পাভেলের বলা শেষ হয়ে গেলে, সে বললঃ "পাঠ-চক্রের কথা-টথা এখন বন্ধ করো। বিশ্রাম নিতে হবে তোমাকে। আর, তোমার ওই চোখ সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে আমাদের। এখনও হয়-তো কিছু একটা করা সম্ভব। মস্কোতে গিয়ে কোনো বিশেষজ্ঞ চোখের ডাক্তারকে দেখালে কেমন হয়? তুমি ভেবে দ্যাখো এটা..."

তার কথায় বাধা দিল পাভেলঃ "আমি মানুষের মধ্যে ফিরে যেতে চাই,

কমরেড ভোলমার, রক্তমাংসে গড়া মানুষদের মধ্যে! আগের চেয়ে এখনই এটা আমার আরও বেশি দরকার। একা একা বেঁচে থাকতে পারব না আমি। তরুণদের পাঠিয়ে দিন আমার কাছে, যাদের অভিজ্ঞতা সবচেয়ে কম তাদের। গ্রামের দিকে ওরা একটু বেশিরকম বাঁয়ে ঝুঁকছে—যৌথ-খামারের কাজের মধ্যে যথেষ্ট সুযোগ পাচ্ছে না বলে মনে করে গোড়া থেকেই একেবারে কমিউন সংগঠিত করে তুলতে চাচ্ছে ওরা। কম্‌সোমলদের তো আপনি জানেন, ওদের যদি না সামলান, তাহলে সারি ভেঙে ছুটে এগিয়ে গিয়ে বেরিয়ে যাবে। আমি নিজেই এইরকম ছিলাম এককালে।"

ভোলমার তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এসব খবর জানলে কি করে? সবে তো আজ ওরা জেলা থেকে খবর এনেছে।"

হাসল পাভেল ঃ "আমার স্ত্রী বলেছে আমায়। আপনার বোধহয় মনে আছে তাকে। গত কাল তাকে পার্টি-সভ্যপদপ্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।"

"কোরচাগিনার কথা বলছ নাকি—ওই যে ডিশ্ ধোয়, সেই মেয়েটি? তোমার স্ত্রী! আমি তো তা জানতাম না!" দু-এক মুহূর্ত চুপ করে রইল সে, তারপর মাথায় হঠাৎ একটা চিন্তা খেলে যেতেই কপালের ওপরে একটা চাপড় মেরে বলল, "আচ্ছা, কাকে তোমার কাছে পাঠাব, বলি শোনো ঃ লেভ্ বের্‌সেনেভ্। ওর চেয়ে ভালো কমরেডের সঙ্গ-কামনা আর করতে পারবে না তুমি। ও একেবারে তোমার মনের মতো মানুষটি, তোমরা দুটিতে মিলে দারুণ খ্যাতিমান হয়ে উঠতে পারবে বলে মনে হয়—হাই-ফ্রিকোয়েন্সি দুটো ট্রান্সফর্মার-এর মতোই। এককালে আমি ইলেকট্রিসিয়ান ছিলাম জানো, আর তাই এইসব বৈদ্যুতিক পরিভাষাগুলো প্রায়ই এসে যায় আমার কথার মধ্যে। লেভ্ তোমার জন্যে একটা রেডিও-সেট বানিয়ে দেবে—ও এসব কাজে খুব ওস্তাদ। আমি তো ওর ওখানে প্রায়ই রাত্রি দুটো পর্যন্ত কানে ওই ইয়ার-ফোন লাগিয়ে বসে থাকি। আমার স্ত্রী শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি সন্দেহ করতে শুরু করে দিয়েছিল—ওই অতো রাত্রে বাড়ি ফেরার মানেটা কি, সে সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দাবি করে বসেছিল।"

হাসল কোরচাগিন। "বেরসেনেভ কে?" জিজ্ঞেস করল সে।

পায়চারি থামিয়ে বসে পড়ল ভোলমার ঃ "ও আমাদের আদালতের সরকারী উকিল। কিন্তু আসলে, এই আমি যেমন নৃত্যশিল্পী, ও তেমনি সরকারী উকিল। মাত্র কিছুদিন আগে পর্যন্ত ও একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল ছিল। ১৯১২ থেকে আন্দোলনের মধ্যে আছে এবং বিপ্লবের সময় থেকে পার্টি-সভ্য। গৃহ-যুদ্ধের সময় দু-নম্বর ঘোড়সওয়ার সৈন্যদলের বিপ্লবী আদালতে কাজ করেছে—সেটা ওই যখন ওরা বলশেভিক-বিরোধী লোকজনদের বেছে বেছে বের করে নিয়ে তাদের বিচার চালাচ্ছিল, সেই সময়ে। ও আবার জারিৎসিন-এও ছিল, দক্ষিণ দিকের যুদ্ধ-ফ্রন্টেও। তারপর কিছুদিন দূর-প্রাচ্য প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সামরিক আদালতের সভ্য ছিল। ওখানে ও ছিল বড়ো কষ্টের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মায় ধরে ওকে। দূর-প্রাচ্যের কাজ ছেড়ে এসে এখানে এই ককেশাসে চলে আসে। প্রথমে ও প্রাদেশিক আদালতের সভাপতি হিসেবে আর একটা জেলা-আদালতের সহ-সভাপতি হিসেবে কাজে লাগে। তারপরে ফুসফুসের ব্যারাম একেবারে কাবু করে ফেলল ওকে। ব্যাপার দাঁড়াল—হয় ওকে এখানে এসে চুপচাপ বিশ্রাম নিতে হবে, আর না হয় পঞ্চত্ব পেতে হবে। অতএব

এইভাবে আমরা এমন একজন বিশিষ্ট সরকারী-উকিল লাভ করেছি। কাজটিও বেশ দিব্যি নির্ঝঞ্ঝাট ধরনের—ওর পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত কাজ। যাই হোক, এখানকার লোকে তো ক্রমে ক্রমে ওকে টেনে আনল একটা সেলের মধ্যে। তারপরেই ও জেলা-কমিটিতে নির্বাচিত হয়ে গেল, খেয়াল হবার আগেই কখন যেন একটা রাজনৈতিক ইস্কুলের ভার নিয়ে বসে আছে আর এখন আবার ওরা ওকে নিয়ন্ত্রণ-কমিশনেও এনে বসিয়ে দিয়েছে। যে-কোন গোলমেলে ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কমিশন নিযুক্ত হলেই ও সেই সব কমিশনগুলোর স্থায়ী সভ্য। এই সব ছাড়াও, ও আবার শিকারে বেরোয়, দারুণ রেডিও-বাতিকগ্রস্ত এবং ওর যে মাত্র একটা ফুসফুস, তুমি ওকে দেখে সেটা বিশ্বাসই করতে পারবে না। প্রচণ্ড উদ্যমে ফেটে পড়ছে। ও যদি মারা যায়, তাহলে নিশ্চয় জেলা-কমিটি থেকে আদালতে যাবার পথের মাঝখানে কোথাও মারা পড়বে।"

ভোলমারকে থামিয়ে দিয়ে পাভেল তীক্ষ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল, "এভাবে এতোগুলো বোঝা আপনারা ওর ঘাড়ে চাপিয়েছেন কেন? ও তাহলে তো এখানে এসে আগের চেয়ে বেশিই কাজ করছে!"

দুষ্টুমি-ভরা চোখে ভোলমার তাকাল তার দিকেঃ "আর, আমি যদি তোমাকে একটা পাঠ-চক্রের আর অন্য কিছু একটা কাজের ভার দিই, তাহলে লেভ্ বেরসেনেভ-ও ঠিক এই রকমই এসে বলবে, 'এতোগুলো বোঝা কি কোরচাগিনের ঘাড়ে না চাপালেই নয়?' কিন্তু নিজের বেলায় ও বলে, পাঁচ বছর হাসপাতালে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকার চেয়ে এক বছর খুব জোরদার রকমের কাজ চালিয়ে যাওয়াটা ওর ঢের পছন্দসই। দেখে-শুনে তো মনে হচ্ছে, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার আগে আর আমাদের নিজেদের লোকজনদের সম্বন্ধে ঠিকমতো নজর দিয়ে উঠতে পারব না।"

"কথাটা ঠিক। আমিও পাঁচ বছর ধরে অকর্মণ্য হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে এক বছরের জন্যে সক্রিয় জীবন ঢের বেশি বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা অত্যন্ত অন্যায় রকমে আমাদের শক্তির অপচয় ঘটাই। এখন আমি বুঝি যে এটা বীরত্বের লক্ষণ ততোটা নয় যতোটা অযোগ্যতা আর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার লক্ষণ। এখন এই এতোদিনে আমি বুঝতে শুরু করেছি যে নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এমন নির্বোধের মতো অসাবধান হবার কোনো অধিকার আমার ছিল না। এখন দেখতে পাচ্ছি যে এর মধ্যে বীরত্বের কিছুই নেই। ওই ভ্রান্ত আত্মোৎসর্গের ধারণাটা যদি আমার মাথায় না থাকত, তাহলে আরো গোটাকতক বছর বেশি টিঁকতে পারতাম। অর্থাৎ, শিশুসুলভ অতি-বামপন্থার এই ব্যাধিই হচ্ছে আমাদের এক প্রধান বিপদ।"

"এখন এই সব কথা ও বলছে বটে," মনে মনে ভাবল ভোলমার, "কিন্তু পায়ের ওপর একবার খাড়া হয়ে দাঁড়াতে দাও, দেখবে কাজ ছাড়া আর সব কিছুই ভুলে গেছে ছেলেটা।" কিন্তু মুখে কিছু বলল না সে।

পরের দিন বিকেলে লেভ্ বেরসেনেভ এল। মাঝরাত্রি হয়ে গেল তার বিদায় নিতে। অনেক দিন আগে হারানো এক ভাইকে যেন ফিরে পেয়েছে—এরকম একটা মনোভাব নিয়ে সেদিন রাত্রে নিজের ঘরে ফিরল সে।

পরের দিন সকাল বেলায় দেখলে দেখা যেত—কোরচাগিনের ঘরের ছাদে

লোকজন বেতারের এরিয়েলের খুঁটি আর তার খাটাচ্ছে। ঘরের মধ্যে ততক্ষণে লেভ্ পাভেলকে তার অতীত জীবনের নানান কৌতুহল-জাগানো ঘটনার কাহিনী বলতে বলতে রিসিভিং-সেটটা ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত। পাভেল তাকে দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু তাইয়া তাকে যে-বর্ণনা দিয়েছে, তার থেকে পাভেল তার চেহারাটা বুঝে নিয়েছে—লম্বা, সুন্দর চুলওয়ালা, নীল-চোখ যুবক এই লেভ্ যার চলন-বলনের মধ্যে একটা উত্তেজনা-চালিত ভঙ্গি আছে—লেভ্-এর সঙ্গে পাভেলের প্রথম আলাপের মুহূর্তে সে তার হুবহু এই রকম চেহারার কল্পনাই করেছিল।

বিকেলের পর গোধূলির আলো-ভরা ঘরে তিনটে ভাল্‌ভ্ মৃদু আলোয় জ্বলতে থাকল। বিজয়ীর ভঙ্গিতে লেভ্ পাভেলের হাতে তুলে দিল ইয়ার-ফোন দুটো। এলোমেলো একটা বিশৃঙ্খল আওয়াজে ভরে উঠেছে ঈথার। বন্দরের ট্র্যান্সমিটারগুলো থেকে কিচিরমিচির একটা আওয়াজ আসছে একদল পাখির চেঁচামেচির মতো। সমুদ্রের ওপরে কাছাকাছি কোনো জাহাজের বেতার থেকে বেরিয়ে আসছে ফুট্‌কি আর ড্যাশ-চিহ্নের স্রোত। কিন্তু এই সমস্ত গোলমাল আর আওয়াজগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে গিয়ে যে ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছে, তার মধ্যে থেকে টিউনিং কয়েলটি বাছাই করে নিল একটা আত্মপ্রত্যয়-ভরা প্রশান্ত গলা, তারপর কয়েল্‌টি সেইখানেই স্থির হয়ে রইল ঃ

"মস্কো রেডিও থেকে বলছি।..."

ছোট্ট এই রেডিও-সেটটা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার যাটটা বেতার কেন্দ্রকে পাভেলের আওতার মধ্যে এনে দিয়েছে। যে-জীবন থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, সেটা আবার তার কাছে ফিরে এল এই ইয়ার-ফোনের পাতলা পর্দার মধ্যে দিয়ে সমস্ত বাধার বেড়া ভেঙে ফেলে। পাভেল আবার অনুভব করতে পারছে সেই বৃহত্তর জগতের নাড়ীর বলিষ্ঠ গতিচাঞ্চল্য। পাভেলের চোখে আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠতে দেখে ক্লান্ত বেরসেনেভ তৃপ্তির হাসি হাসল।

মস্তবড়ো বাড়িটা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। ঘুমের ঘোরে এপাশ ওপাশ করতে করতে কি যেন বিড়বিড়িয়ে বলল তাইয়া। পাভেল আজকাল খুব কমই তার স্ত্রীর দেখা পায়। অনেক রাত্রে ক্লান্ত হয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফেরে সে। কাজের পেছনে ক্রমশই বেশি বেশি করে সময় দিতে হচ্ছে তাকে এবং বিকেলের দিকে ইদানিং সে ফুরসৎ পায় ক্বচিৎ কখনও। এ সম্বন্ধে বেরসেনেভের উক্তিটা মনে পড়ে পাভেলের ঃ "কোনো বলশেভিকের বউটিও যদি পার্টি-কমরেড হয়, তাহলে তাদের দুজনের মধ্যে দেখাশোনাটা খুব বিরল হয়ে দাঁড়ায় বটে। কিন্তু এর দুটো সুবিধের দিক আছে ঃ পরস্পরের কাছে তারা কোনদিন এক-ঘেয়ে হয়ে উঠবে না এবং ঝগড়া করারও সময় হবে না তাদের!"

সত্যিই তো, সে আপত্তি করবে কি করে? এ ছাড়া আর-কিই বা আশা করতে পারত সে? একটা সময় ছিল যখন তাইয়ার বিকেলগুলি ছিল পাভেলের জন্যেই উৎসর্গীকৃত। তখন তাদের সম্পর্কটা ছিল আরও নিবিড়, আরও বেশি স্নেহের মাধুর্যে ভরা। কিন্তু তখন তাইয়া ছিল শুধু স্ত্রী, পাভেলের সঙ্গিনী মাত্র; এখন সে তার ছাত্রী এবং পার্টি-কমরেড। সে জানে, তাইয়া যতোই

রাজনীতির দিক থেকে পরিণত হয়ে উঠবে, পাভেলের জন্যে সে ততোই কম সময় দিতে পারবে। তাই যেটা অনিবার্য সেটা মেনে নিয়েছে পাভেল।

একটা পাঠ-চক্র পরিচালনার কাজ তাকে দেওয়া হয়েছে এবং বিকেলের দিকে আবার তার ঘরখানা ভরে উঠছে নানা কণ্ঠের মিলিত আওয়াজের গুঞ্জন-ধ্বনিতে। তরুণদের সঙ্গে রোজ এই কয়েক ঘণ্টা করে কাটানোর ফলে পাভেল নতুন উদ্যম আর প্রাণশক্তিতে ভরপুর হয়ে ওঠে। বাকি সময়টা তার কাটে রেডিও শুনে। খাবার সময়ে তার ইয়ার-ফোন দুটো কান থেকে খুলিয়ে নেবার জন্যে মাকে বড়ো মুশ্‌কিলে পড়তে হয়।

অন্ধ হয়ে যাবার ফলে সে যা হারিয়েছিল, এই রেডিওটা আবার তাকে সেই জ্ঞান আহরণের সুযোগটুকু ফিরিয়ে দিয়েছে। দেহে তার নিদারুণ যন্ত্রণা; দুই চোখে তীব্র জ্বালা-ধরা বেদনা; নির্মম দুরদৃষ্ট তার ওপরে চাপিয়ে দিয়েছে কষ্টের বোঝা।—কিন্তু জ্ঞানসঞ্চয়ের সর্বগ্রাসী কামনা তাকে এই সব কিছুই ভুলে থাকতে সাহায্য করেছে।

রেডিওটা যখন মাগ্‌নিতোস্ত্রোই-এর খবরে সেখানকার কম্‌সোমল-সভ্যদের বীরত্বের বিবরণ দিয়ে গেল, তখন আনন্দে ভরে উঠল পাভেলের বুক।—এই তরুণ কমিউনিস্টরা সব পাভেলদের পরবর্তী দলের ছেলেমেয়ে। নির্মম তুষার-ঝড় আর একপাল ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘের মতো ভয়ঙ্কর সেই ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া উরাল-এর মাটি—দৃশ্যটাকে কল্পনা করতে লাগল পাভেল। বাতাসের আর্তনাদ তার কানে বাজতে লাগল আর তার চোখের সামনে ফুটে উঠল তুষার-ঝরে-পড়া ঘূর্ণির মধ্যে একদল কম্‌সোমল তরুণ—যারা তার পরে জন্মেছে—বিরাট বিরাট কারখানা-বাড়িগুলোর মাথার ওপরে ছাদ বসিয়ে প্রথম দফার বড়ো বড়ো দামী যন্ত্রপাতিগুলো তুষার-ঝড় আর বরফের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্যে আর্ক-ল্যাম্পের আলোয় কাজ করে চলেছে। এর তুলনায়, তাদের প্রথম দলের সেই কিয়েভ-কম্‌সোমল-তরুণদের বনের মধ্যে রেল-পথ তৈরির কাজে ঝড়-জল-তুষারপাতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্যাপারটা কতো তুচ্ছ বলে মনে হয়! দেশ ক্রমশই বড়ো হয়ে উঠছে, আর, সেই সঙ্গে দেশের মানুষগুলোও।

ওদিকে নীপারের জলস্রোত লোহার বাঁধ ভেঙে দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে মানুষ আর যন্ত্রপাতি। এবং আরেকবার সেখানেও কম্‌সোমল-তরুণরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাঁধের ফাটল রুখবার জন্যে—দুদিন ধরে প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর তারা সেই দুর্দমনীয় স্রোতের তোড়কে ফের বাগ মানিয়েছে। পাভেলের পরবর্তী নতুন একদল কম্‌সোমল-তরুণ কুচকাওয়াজ করে চলেছে এই বিরাট সংগ্রামের পুরোভাগে। এবং এই বীরদলের নামের তালিকায় পাভেল গর্বের সঙ্গে শুনল তার পুরনো কমরেড ইগনাত্‌ পানক্রাতভের নাম।

নবম অধ্যায়

মস্কোয় এসে প্রথম কয়েকটা দিন তারা রইল একটা প্রতিষ্ঠানের দলিল-দস্তাবেজ রাখার ঘরে। পাভেল যাতে বিশেষ একটা চিকিৎসাগারে জায়গা পায়, তার জন্যে এই প্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যবস্থা করছিল।

এতোদিনে পাভেল উপলব্ধি করেছে—যখন সে তরুণ ছিল আর তার শরীর শক্ত ছিল, তখন তার পক্ষে সাহস বজায় রাখাটা ছিল এখনকার চেয়ে কতো সহজ। কিন্তু এখন যখন জীবন তাকে লোহার মতো শক্ত মুঠোয় চেপে ধরেছে, তখন সাহস বজায় রাখাটা একটা আত্মসম্মানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাভেলের মস্কোয় আসার পর দেড় বছর হতে চলল। অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় ভরা আঠারোটি মাস।

চক্ষু-চিকিৎসাগারের অধ্যাপক আভেরবাখ পাভেলকে খোলাখুলিই জানিয়ে দিয়েছেন যে তার আর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার কোনো আশা নেই। ভবিষ্যতে কোনো সময়ে ফোলাটা কমে গেলে, চোখের তারার ওপরে অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হতে পারে। ইতিমধ্যে, ফোলাটা বন্ধ করার জন্যে তিনি একটা অস্ত্রোপচার করার পরামর্শ দিয়েছেন। পাভেলের মত আছে কি-না জানতে চাইলেন তাঁরা। পাভেল ডাক্তরদের বলল, যা যা করা দরকার বলে তাঁরা মনে করেন সবই করতে পারেন।

এক-এক নাগাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে রইল সে অস্ত্রোপচারের টেবিলের ওপরে, তার গলার মধ্যে ছুরির ফলাটা বারবার খুঁজে ফিরল থাইরয়েড-গ্রন্থিটা এবং তিনবার মৃত্যুর কালো ডানার ঝাপ্‌টা অনুভব করল সে। কিন্তু নাছোড়-বান্দার জেদ নিয়ে পাভেল আঁকড়ে ধরে রইল জীবনকে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দুঃসহ উৎকণ্ঠা ভোগ করার পর, তাইয়া তার প্রিয়তমকে দেখতে পেল—মড়ার মতো বিবর্ণ তার মুখ, কিন্তু বেঁচে আছে সে, বরাবরের মতোই শান্ত আর ধীর।

"কিচ্ছু ভেবো না, তাইয়া, আমাকে মেরে ফেলাটা এতো সহজ নয়। এই সব বিজ্ঞ ইস্‌ক্যুলাপিয়সদের* হিসেবগুলোকে ভণ্ডুল করে দেবার জন্যেই আমি

* ইস্‌ক্যুলাপিয়স—প্রাচীন রোম্যানদের চিকিৎসাবিদ্যার দেবতা। —অ ॥

বেঁচে থাকব আর যতোটা পারি সোরগোল তুলে দেব। এঁরা আমার অসুখ সম্বন্ধে যা যা বলছেন, সবই সত্যি। কিন্তু যখন এঁরা আমাকে কাজের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলে রায় দেবার চেষ্টা করছেন, তখনই এঁদের মস্তবড়ো ভুল হচ্ছে। এ সম্বন্ধে দেখা যাবে এখন।"

নতুন জীবনের স্রষ্টা যারা, সেই কর্মীদলের মধ্যে ফিরে গিয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়ানো সম্বন্ধে পাভেল এখন কৃতসংকল্প। কি করতে হবে তাকে, তা সে জানে।

শীত কেটে গেছে, খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে বসন্তের জোয়ার। আরেকটা অস্ত্রোপচার সামলে ওঠার পর পাভেলের শরীরটা খুব দুর্বল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আর হাসপাতালে থাকবে না বলে মনস্থির করে ফেলেছে। নিজের যন্ত্রণা সহ্য করার চেয়েও, তার পক্ষে ঢের বেশি অসহ্য হয়ে উঠেছে রোগ-যন্ত্রণাবিদ্ধ মানবতার এই দৃশ্যের মধ্যে, চারিদিকে ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের গোঙানি আর বিলাপের মধ্যে এই এতো মাস ধরে থাকাটা।

তাই, যখন আরেকটা অস্ত্রোপচারের জন্যে তার কাছে প্রস্তাব করা হল, নিরুত্তাপ গলায় জবাব দিল সে: "না, যথেষ্ট হয়েছে। আমার শরীরের বেশ খানিকটা রক্ত আমি দিয়েছি বিজ্ঞানের জন্যে। যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে, সেটুকু আমি অন্যভাবে ব্যবহার করতে চাই।"

সেই দিন পাভেল কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে একটা চিঠি লিখে জানাল যে এখন যখন তার পক্ষে আর চিকিৎসার সন্ধানে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়ে কোনো লাভ নেই, তখন সে মস্কোতেই থাকতে চায়—তার স্ত্রীও এখন মস্কোতেই কাজ করছে। এই প্রথম পাভেল পার্টির কাছে সাহায্য চাইল। তার অনুরোধ রাখা হল—মস্কো-সোবিয়েত তার থাকার জন্যে একটা বাসার বন্দোবস্ত করে দিল। হাসপাতাল থেকে চলে আসার সময়ে সে শুধু একান্ত মনে কামনা করল যেন এখানে আর তাকে ফিরে আসতে না হয়।

ক্রোপোত্‌কিন স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে গেছে যে ছোট নিরিবিলি রাস্তাটা, তারই ওপরে অনাড়ম্বর এই ছোট ঘরখানা পাভেলের কাছে যেন মস্তবড়ো একটা বিলাস। প্রায়ই রাত্রে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার পর পাভেলের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে যে তার পক্ষে হাসপাতালটা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা অতীতের জিনিস।

তাইয়া ইতিমধ্যে হয়ে উঠেছে পুরোদস্তুর পার্টিসভ্য। চমৎকার কর্মী সে, এবং তার ব্যক্তিগত জীবনের এই ট্রাজেডি সত্ত্বেও, সে তার কারখানার সবচেয়ে ভালো কর্মীদের চেয়ে মোটেই পিছিয়ে নেই। অল্পদিনের মধ্যেই তাইয়ার সহকর্মীরা তাকে কারখানার ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সভ্য নির্বাচিত করে এই শান্ত প্রকৃতির নিরহংকারী মেয়েটির প্রতি তাদের শ্রদ্ধা জানাল। তার স্ত্রী যে ক্রমশই একজন যথার্থ বলশেভিক হিসেবে পরিণত হয়ে উঠছে—এই গর্ববোধ পাভেলের যন্ত্রণা সইবার ক্ষমতাকে আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিল।

*　　　*　　　*

বাঝানোভা একটা কাজে মস্কোয় এসে তার সঙ্গে দেখা করতে এল। অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা কইল তারা। অদূর-ভবিষ্যতে তার সংগ্রামী কর্মী-দলের মধ্যে ফিরে আসার পরিকল্পনার কথাটা বাঝানোভাকে বলতে বলতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল পাভেল।

তার রগের চুলে রুপোলি রঙ ধরছে লক্ষ্য করে কোমল গলায় বাঝানোভা বলল, "অনেক কিছু তোমায় সইতে হয়েছে, দেখছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার উৎসাহ-উদ্দীপনা একটুও কমেনি। এর চেয়ে বেশি আর কি কামনা করা যেতে পারে? গত পাঁচ বছর ধরে যে কাজটা করার জন্যে তুমি তৈরি হচ্ছিলে, সে কাজটা এবারে আরম্ভ করবে বলে স্থির করেছ দেখে খুশি হচ্ছি। কিন্তু কিভাবে এটা করবে বলে ঠিক করেছ, বলো দেখি?"

প্রত্যয়ের হাসি হাসল পাভেলঃ

"সোজা সোজা দাগ টেনে ছক-কাটা একটা কার্ডবোর্ড কাল আমাকে এনে দেবে আমার বন্ধুরা। এটার সাহায্যে আমি লাইনগুলো ঘুলিয়ে না ফেলেই লিখে যেতে পারব। এটা ছাড়া আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। অনেক ভাবার পরে আমার মাথায় এই ফন্দিটা আসে। বুঝতে পারলে তো— কার্ডবোর্ডের ওপরে খাঁজ-কাটা শক্ত উঁচু ধার-বরাবর পেন্সিল ধরে রেখে যদি লিখে যাই, তাহলে সোজা লাইন ছেড়ে হাত সরে যাবার সম্ভাবনা নেই। অবশ্য কি লিখছি সেটা যদি চোখে দেখতে না পাওয়া যায়, তাহলে লেখাটা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সেটা একবারে অসম্ভব নয়। আমি চেষ্টা করে দেখেছি বলেই জানি। ব্যাপারটায় পটু হয়ে উঠতে অবশ্য আমার কিছুদিন সময় লেগেছে, কিন্তু এখন আমি আরও ধীরে ধীরে প্রত্যেকটা অক্ষর মনোযোগ দিয়ে লিখতে শিখে যাবার ফলে ফলটা দাঁড়িয়েছে বেশ সন্তোষজনক।"

এইভাবে পাভেল কাজ আরম্ভ করে দিল।

কোতোভ্স্কি-ঘোড়সওয়ারদলের বীর সৈনিকদের নিয়ে একটা উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা করেছিল সে। উপন্যাসের নামটা আপনার থেকেই মাথায় এসে গিয়েছিলঃ "ঝড়ের সন্তান।"

এই উপন্যাসটা লেখার লক্ষ্যে সে এখন তার সমস্ত জীবনটাকে একমুখী করে আনল। ধীরে ধীরে লাইনের পর লাইন লেখা হয়ে কাগজগুলো ভরে উঠতে লাগল। নিজের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে অচেতন হয়ে গিয়ে, চিত্রকল্পনার জগতে সম্পূর্ণ ডুবে গিয়ে কাজ করে চলল সে এবং জীবনে এই প্রথম সে অনুভব করল সৃষ্টির যন্ত্রণা। বাস্তব জীবনে যেটা সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষগোচর, সেই সব উজ্জ্বল আর অবিস্মরণীয় দৃশ্যগুলি যখন লিখিত বর্ণনার মধ্যে দিয়ে প্রাণহীন আর নিষ্প্রভ হয়ে দাঁড়ায়, তখন শিল্পীর মনে যে তীব্র গ্লানি জমে ওঠে, সেটা পাভেল এই প্রথম জানল।

রচনার পুরোটাই তাকে স্মরণ করে রাখতে হচ্ছে, হুবহু শব্দগুলো পর্যন্ত। সামান্যতম ব্যাঘাতেও তার সমস্ত চিন্তার সূত্র ছিঁড়েখুঁড়ে যায়, কাজটা পিছিয়ে যায়। ছেলের এই মানসিক পরিশ্রম লক্ষ্য করে মায়ের মনে নানারকম আশঙ্কা জাগছে।

মাঝে মাঝে স্মরণশক্তি খাটিয়ে পুরো পাতা ধরে ধরে, এমন কি গোটা একটা অধ্যায় পর্যন্ত আবৃত্তি করে যেতে হয় তাকে। আর এই ব্যাপারটা লক্ষ্য

করে তার ছেলের মাথা-খারাপ হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হওয়ায় মারিয়া ইয়াকোভ্‌লেভ্‌না মাঝে মাঝে রীতিমত ভয় পেয়ে যায়। কাজের সময়ে পাভেলকে কিছু বলতে তার সাহস হয় না, কিন্তু মেঝেয় পড়ে-যাওয়া কাগজগুলো তুলে দেবার সময়ে সে ভয়ে ভয়ে বলে, "তুই যদি আর-কোনো কাজে হাত দিতিস, পাভ্‌লুশা, তাহলে আমি খুশি হতাম। এভাবে সমস্তক্ষণ লিখে চলাটা তোর পক্ষে মোটেই ভালো হতে পারে না..."

মায়ের ভয় দেখে উচ্চকিত হেসে ওঠে পাভেল, বৃদ্ধাকে ভরসা দিয়ে বলে ভাবনার কিছু নেই, এখনও "হুঁশের লাগাম কেটে বেরিয়ে" যায়নি সে।

উপন্যাসটির তিনটে অধ্যায় লেখা হয়ে গেল। ওদেসায় কোতোভ্‌স্কি-বাহিনীর যোদ্ধাদের মধ্যে যারা পাভেলের পুরনো কমরেড, তাদের কাছে সে মতামত চেয়ে পাণ্ডুলিপির এই অংশটুকু পাঠিয়ে দিল। কিছুদিনের মধ্যেই তারা তার রচনার প্রশংসা করে চিঠি লিখল। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটা তার কাছে ডাকে ফেরৎ আসার পথে হারিয়ে গেল। ব্যর্থ হয়ে গেল ছ'মাসের পরিশ্রম। সাংঘাতিক আঘাত পেল পাভেল। কোনো নকল না রেখে একমাত্র কপিটা পাঠিয়ে দিয়েছিল বলে তীব্র অনুশোচনা হল তার। ঘটনাটা জানার পর লেদেনেভ তাকে খুব একচোট বকুনি দিল: "এতোটা অসাবধান তুমি হলে কি করে? কিন্তু যাকগে, যা আর ফিরে পাবার উপায় নেই, তা নিয়ে মাথা খুঁড়ে লাভ কি। আবার গোড়া থেকে শুরু করতেই হবে তোমায়।"

"কিন্তু, লেদেনেভ, আমার ছ'মাসের পরিশ্রমের ফল হাতছাড়া হয়ে গেল যে! দৈনিক আট ঘণ্টা করে কঠিন পরিশ্রমের ফল! হতভাগা পরগাছাগুলো যতো সব!"

বন্ধুকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করল লেদেনেভ।

আবার গোড়া থেকে লেখা শুরু করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। লেদেনেভ তাকে কাগজের জোগান দিল, পাণ্ডুলিপিটা টাইপ করিয়ে নেবার ব্যাপারে সাহায্য করল। ছ'সপ্তাহ বাদে প্রথম অধ্যায়টা লেখা শেষ হল।

কোরচাগিনরা যে-বাড়িতে থাকে, তারই আরেকটা অংশে থাকে আলেক্সিয়েভ নামে একটি পরিবার। ওদের বাড়ির বড়ো ছেলে আলেক্সান্দার কম্‌সোমলের একটা জেলা-কমিটির সম্পাদক। তার বোন গালিয়া—আঠারো বছর বয়েসী প্রাণোচ্ছল মেয়েটি, কারখানার ট্রেনিং ইস্কুলে পড়ছে। পাভেল মাকে বলল—গালিয়া তার "সেক্রেটারি" হিসেবে কাজ করতে রাজি আছে কি-না সেটা যেন মা একবার তাকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখে। সাগ্রহে রাজি হয়ে গেল গালিয়া। মিষ্টি হাসি-ভরা মুখে একদিন এল সে, পাভেল একটা উপন্যাস লিখছে শুনে তার ভারি আনন্দ। বলল, "আপনাকে সাহায্য করার সুযোগ পেলে ভারি খুশি হব, কমরেড কোরচাগিন। ফ্ল্যাটওয়ালা বড়ো বড়ো সরকারী বাড়িগুলোয় যারা একসঙ্গে থাকে, তারা যাতে বাড়িগুলোর পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখে—তার জন্যে বাবার হয়ে আমাকে রোজ ভোঁতা ভাষায় একঘেয়ে চিঠি লিখতে হয় রাশি রাশি। তার চেয়ে আপনার হয়ে উপন্যাস লিখতে আমার ঢের ভালো লাগবে।"

সেদিন থেকে পাভেলের কাজ এগিয়ে চলল দ্বিগুণ গতিতে। সত্যিই এক

মাসের মধ্যে এতোটা লেখা হয়ে গেল দেখে পাভেল বিস্মিত হয়ে গেছে। তার এই কাজে গালিয়ার সোৎসাহ অংশ গ্রহণ আর সহানুভূতি পাভেলের পক্ষে খুব বড়ো রকম সাহায্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্রুত পেন্সিল চালিয়ে যায় গালিয়া, আর, যে-সব জায়গা তার বিশেষভাবে ভালো লাগে, সেই জায়গাগুলো বারবার করে পড়ে, পাভেলের এই সাহিত্যিক সফলতায় সে আন্তরিক আনন্দ বোধ করে। গালিয়াই বলতে গেলে এই বাড়ির প্রায় একমাত্র বাসিন্দা যে পাভেলের এই কাজের সার্থকতায় বিশ্বাস করে। অন্যদের ধারণা যে শেষ পর্যন্ত ও করে কিছু হবে না, পাভেল শুধু তার এই বাধ্যতামূলক নিষ্ক্রিয়তার অবসরটুকু কাটাবার জন্যেই এই কাজে লেগেছে।

লেদেনেভ দিন-কতকের জন্যে একটা কাজে মস্কোর বাইরে গিয়েছিল, ফিরে এসে প্রথম কয়েকটা অধ্যায় পড়ে বলল, "চালিয়ে যাও ভাই। তোমার সফলতা সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ভবিষ্যতে তুমি অত্যন্ত সুখী হবে, কমরেড পাভেল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কর্মীদলের মধ্যে তোমার ফিরে যাবার স্বপ্নটা শিগ্‌গিরই সফল হয়ে উঠবে। আশা ছেড়ো না, ভাই।"

পাভেল যে এতোটা উদ্যমে ভরপুর হয়ে উঠেছে, সেটা দেখে এই প্রবীণ মানুষটি গভীর একটা তৃপ্তির সঙ্গে সেদিনকার মতো বিদায় নিল।

গালিয়া নিয়মিত আসে। অবিস্মরণীয় অতীতের ঘটনাগুলিকে পুনর্জীবিত করে তুলে তার পেন্সিল ছুটে চলে কাগজের বুকের ওপর দিয়ে। মাঝে মাঝে, একসঙ্গে অনেকগুলো স্মৃতির ভীড়ে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে পাভেল যখন আপন চিন্তায় ডুবে যায়, তখন গালিয়া লক্ষ্য করে তার চোখের পাতার কাঁপুনি আর চোখের দৃষ্টিতে তার মনের দ্রুত-চলমান চিন্তাগুলির প্রতিবিম্ব। তার এই চোখের স্বচ্ছ আর অম্লান তারা দুটি এতো প্রাণময় যে সেদিকে তাকিয়ে ওই চোখ দুটিকে দৃষ্টিহীন বলে যেন বিশ্বাসই হতে চায় না।

সারাদিনের কাজের শেষে গালিয়া যা লিখেছে সেটা পড়ে শোনায় আর প্রখর একাগ্রতার সঙ্গে পাভেল তার ভুরু কুঁচকে শুনে যায়।

"ভুরু কুঁচকাচ্ছ কেন, কমরেড কোরচাগিন? এই জায়গাটাতো বেশ ভালোই লেখা হয়েছে, না-কি?"

"না, গালিয়া, খারাপ হয়েছে।"

যে-জায়গাগুলো তার অপছন্দ হয়, সেগুলো পাভেল নিজে আবার লেখে। ছক-কাটা কার্ড-বোর্ডের সেই সরু টুকরোটা নিয়ে লিখতে গিয়ে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, মাঝে মাঝে অধৈর্য হয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সেটা। আর তারপরে, জীবন তার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছে বলে প্রচণ্ড রাগে পেন্সিলটা ভেঙে ফেলে, ঠোঁট কামড়ে ধরে রক্ত বের করে ফেলে।

লেখার এই কাজটা যতোই শেষ হয়ে আসছে, ততোই তার সর্বদা-সজাগ ইচ্ছাশক্তির প্রহরা ডিঙিয়ে মনের অবরুদ্ধ আবেগগুলি বেশি বেশি করে আত্মপ্রকাশ করছে। এই নিষিদ্ধ আবেগগুলি হচ্ছে বিষণ্ণতা আর ওই ধরনের আরও কতকগুলি উষ্ণ আর কোমল সহজ মানবিক অনুভূতি—যে-অনুভূতি প্রকাশে পাভেল ছাড়া আর প্রত্যেকেরই অধিকার আছে। কিন্তু সে জানে—এই সব আবেগগুলির কোনো একটাকেও যদি সে প্রশ্রয় দিয়ে ফেলে, তাহলে পরিণামটা হয়ে দাঁড়াবে বিয়োগান্ত।